এডুকেশন গেজেট।

ও

সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ।

নূতন সন্দর্ভ।

৪১শ খণ্ড।

সন ১৩১৬ সাল।

(ইংরাজী ১৪ই এপ্রেল ১৯০৯ হইতে ১৩ই এপ্রেল ১৯১০ পর্য্যন্ত)

বুধোদয় প্রেস

চুঁচুড়া।

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

POSTS VACANT FOR MISTRSSES.

Dacca town.

Mistresses having passed the Upper Primary standard, and having had some training or experience in teaching are required for Lower Primary schools in Dacca town. Free quarters will be provided, and Rs 15 per month.

Comilla Provincialized Girls' schools.—

3 Mistresses are required for this school. Ist Mistress, Rs 75 per month likely to be raised to Rs Ioo with free quarters. Qualifications, F A or B A with training and experience.

2nd Mistress, Rs 60 with free quarters. Qualifications, Middle or Entrance examination, with training or experience.

3rd Mistress, Rs 30 with free quarters, must be either trained or have passed the M V examination or Entrance.

Sylhet GirlsM E school.—

Head Mistrees, salary Rs Ioo with free quarters, must be trained and a B A with considerable experience.

Chandpur Girls' U P school .

Assistant Mistress required. Upper Primary standard and trained. Salary Rs 20 with free quarters.

Dr. Khastigir's Girls' H E school Chittagong.—

Head Mistress, salary Rs Ioo must be trained. A B A witht considerable experience will have preference.

Bogra Zenana classes.—

Two posts of Governesses of the Zenana classes here are required: salary of each Rs 60 including one Garry hire.—

Girls' school, Shillong.—

Head Mistress, salary Rs 60 qualifications, Middle or Entrance examination, with training or experience.

Proposed Mahammeden female Madrassa, Dacca.

Four Mahammedan Mistresses needed.

Ist Mistress, salary Rs Ioo Duties will be to superivise the hostel for teachers under training and for boarders. Must be middle aged and have experience in teaching. As high qualifications as possible including a knowledge of Urdu and Bengali.

2nd mistress, salary Rs 60.

3rd „ salary Rs 50.

4th „ „ Rs 50.

N B In all cases qualifications should be as high as possible, and either training or experience in teaching is necessary.

Several other posts will shortly be created. Applications must be sent to the Inspectress of schools Eastern Bengal and Assam, Ramna, Dacca.

শিক্ষাসংক্রান্ত।

এতদ্বারা রংপুর নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী ছাত্রবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা আগামী নবেম্বর মাসের পূর্ব্বে জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়গণ সমীপে আবেদন করিবেন। তাঁহাদিগকে আর নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে না। ঐ আবেদন পত্রের সহিত এম, ভি বা এম, ই পরীক্ষার পাশ সার্টিফিকেট অথবা সার্টিফিকেট না পাইয়া থাকিলে নিজ নিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণের নিকট হইতে একখানি প্রশংসা পত্র (এই ছাত্রের আগামী এম, ভি বা এম, ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এই ভাবে লিখিত) আবেদন পত্র সহ পাঠাইতে হইবে। ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে প্রবেশার্থী প্রত্যেককেই আবেদন পত্র সহিত নিজ নিজ জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়ের পরিচিত কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট হইতে স্বকীয় সচ্চরিত্রতার প্রশংসা পত্র দিতে হইবে।

রংপুর
১৯০৯। ২৪শে সেপ্টেম্বর

শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন,
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট,
রংপুর নর্ম্মাল স্কুল।

---:o:---

Two scholarships each at Rs 4 a month tenable for 3 years in the Artizan Department of the Civil Engineering College, Shibpore, will be awarded by the District Board, Howrah. Those who are the bonafide residents within the Jurisdiction of the Howrah District Board may apply for the scholarship to the vice chairman on or before the 8th November 1909, through the—Principal of the Civil Engineering College, Shibpur. First preference will be given to those who are the sons o artizans.

শিলাজতু নব্য স্কুলে নর্ম্মাল হেঃ [illegible] পদ বেতন পনর টাকা ও বাসা। ১৫ই নবেম্বর মধ্যে আবেদন করুন। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসু পোঃ মুক্তিমাগ জিঃ বরিশাল।

প্রা[illegible]

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা। (১২)

সে আজি প্রায় পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন বৎসরের কথা. কলিকাতার রাজপথে একটী সুকুমার মূর্ত্তি যুবা পুরুষকে নতাননমুখে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি। রাজপথ দেখিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার মন যেন কি ভাবিয়া কোন দিকে তন্ময়, তাহা দেখিয়া দেবেন্দ্র বাবু আহ্লাদে আটখানা। রামমোহন রায়, যে বীজ বপন করিয়া চলিয়া বিদেশ গিয়াছিলেন, এতদিন দেবেন্দ্র বাবু তাহাতে জল সিঞ্চন করিয়া অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করিতেছিলেন, আজি তাহাতে, তাহার সংপোষণের শক্তি দেখিয়া, কত আশা উদ্যমে, পুত্রসমস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। তাহার উৎসাহে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, যুবকের অধীত ইউরোপ আমেরিকার ধর্মশাস্ত্র সকল তথায় ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল. তৎকালের যুবকদল, তাহাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে তাহা না দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, তাই দলে দলে তাহারা নব বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া, ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া যোগ দিল। দেবেন্দ্র এককাল বেদান্তবাগীশ. বিদ্যারত্ন এবং বিদ্যালঙ্কারের সহায়তায় বেদ উপনিষদ এবং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রাদি হইতে যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রচার করিতেছিলেন, এই বৈদ্যুতিক আলোকের সম্মুখে তাহা মিট মিট করিতে লাগিল। এই যুবকের ব্রহ্মাগ্নি উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পুরাতন বোতলে নূতন মদ পড়িলে তাহা যেমন ফাটিয়া যায়, দেবেন্দ্রের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ব্যাখ্যাত এই নূতন মদ তেমনি ব্রাহ্ম সমাজের আকাশ ফাটাইয়া তুলিল, তখন বেদীতে পঠিত আর্য্যগাথা পুরাতন বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। উপরোক্ত বাক্যদিগের দিবা উৎপাটিত হইবার উপক্রম হইল, তাহা দেখিয়া দেবেন্দ্রের চৈতন্য হইল।

রাম মোহনের কার্য্যকলাপ দেবেন্দ্র দেখিয়াছিলেন এবং সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, আর্য্যশাস্ত্র মধ্যবিন্দু করিয়া এতদিন যাহা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার মূলোৎপাটিত হয় হয় দেখিয়া, আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া যে ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত হইল, তাহাতেই যুবা বিদ্রোহী হইয়া নিজ দল বল সহ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া আর এক আড়ম্বর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেবেন্দ্রবাবুর পরিবর্ত্তনে যাহাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছিল, তাহারা নূতন বলে বলীয়ান হইয়া, নূতন মঞ্চোপরি যেরূপ অভিনয় করিয়াছিল স্বর্ণাক্ষরে ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজ রাজ্যে অভিনব বিষয়ের অধিকতর আদর। সেই আদর মাথা অভিনবত্বে অভিনবত্বের ছড়াছড়ি হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া খৃষ্ট মহম্মদ, চৈতন্য-নানক যোগ দিলেন, তাঁহাদের প্রবচন সকল শ্লোকসংগ্রহ নামে প্রবর্ত্তিত হইল. স্বাধীন চিন্তা স্বাধীনতার স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এক্ষণে যাহা কিছু হিন্দু, যাহা কিছু আর্য্যভাবাপন্ন, তাহা "কুসংস্কার"সম্পন্ন বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রচণ্ড প্রতাপ তাহার মধ্যে রাজ্য করিয়া ভারত ধর্ম্মক্ষেত্রে এক অদ্ভুত লীলা প্রদর্শিত হইতে লাগিল।

এই লীলাক্ষেত্রে সেই যুবক অসাধারণ বাগ্মিতা বলে জগৎ বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। সামান্য কৃষকের পর্ণ কুটীর হইতে রাজ রাজেশ্বরীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত তাঁহার যশঃঘোষিত হইতে লাগিল ভারতে "কেশবচন্দ্র সেন" ইউরোপে "চন্দ্রসেন" নামে পরিচিত হইয়া, যুবকদলে এক নবযুগ আনিয়াছিল। পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র পরিবার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যুবক দল কেশবের ব্রহ্মানন্দে মাতিয়া উঠিল, তখন হিন্দু সমাজ টলমল করিতে লাগিল। চির সম্মানিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মান গেল, পিতামাতার কোল শূন্য হইল, পুত্র, পরিবার তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া, কুল. মান, মর্য্যাদা গেল বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল. সুতরাং হিন্দু সমাজ যায় যায় হইয়া উঠিল, খৃষ্ট সেবকগণ তাহা দেখিয়া আনন্দে বিভোর, কেশবচন্দ্রকে নিকটে আসতে দেখিয়া কত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। লোকে তখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজকে খৃষ্টপদপ্রার্থী ভাবিয়া কত কি বলিতে লাগিল। তখন সুচতুর কেশবের চৈতন্যোদয় হইল। তাহার পর যে বাঁক ফিরিয়াছে তাঁহার জীবন বেদে তাহা প্রকটিত। ইহার মুখপত্রে (প্রথম অধ্যায়ে) তিনি বলিতেছেন, "সেই লোকেশ, গণেশ, পরেশ, মহেশ, যিনি, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বারংবার প্রণাম করিয়া এই সুমিষ্ট মধুময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই' হিন্দু সকল কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা গণেশের শরণাগত হইয়া থাকে, এখানে তাহাই দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। তাহার পর প্রার্থনা তাঁহাকে কিরূপে জাগাইয়া তুলিল তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। তাহার পর পাপবোধ ইহা তাঁহার হৃদয়ে ঠিক যেন নরকের কীট কিল বিল করিতেছে" এইরূপে সেই কীটের দংশন যন্ত্রণা তাঁহাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিল। তিনি সেই প্রবন্ধে বলিলেন "হে অগ্নিস্বরূপ ব্রহ্ম। শরীর পুড়িয়া যায় শ্মশানে, আগুন নিবে. মনের আগুন ত কোন মতেই নিবে না। যদি ব্রহ্মাগ্নিতে কেহ শরীর মন পূর্ণ করিতে পারে, দেখিবে, এ অগ্নি নিবিবার নয়। কি অগ্নিই জ্বালিলে! ভক্তির আগুন, বিশ্বাসের আগুন, প্রেমের আগুন জ্বালিয়াছ। ও আগুনে কেহ মরিবে না। এই অগ্নি লইয়াই থাকি।"

সদালাপ। (১৬)

(৫৮) সত্যপালন।—রাণাঘাটের পালচৌধুরি দের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণপান্তী. মুখে যাহা বলিতেন কাজেও তাহাই করিতেন, কখন কথার অন্যথা করিতেন না। (ক) এই বিষয়ে তাঁহার এমন সুখ্যাতি ছিল যে, চোর ডাকাতেরাও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে ভয় পাইত না। তিনি একদিন, কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে রাণাঘাটে যাইতেছিলেন পথে কতকগুলা ডাকাইত, তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তন্মধ্যে কয়েকজন আসিয়া নৌকার অধিক টাকা না পাইয়া মারপিট আরম্ভ করাতে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমার গদীতে নিকটে যাইও, খুসী করিব; এখন চলিয়া যাও।" তাহারা কর্ত্তাবাবুর কথা শুনিয়াই চলিয়া গেল। পরে তাঁহার বাসা বাটীতে আসিলে, তিনি বিপদাবস্থায় তাহাদিগকে যত টাকা দিবার মনন করিয়াছিলেন তাহাই দিয়া বিদায় করিলেন। (খ) একদিন, একখানা তালুক কিনিয়া দিবেন বলিয়া কোন ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উপযুক্ত সময় পাইয়া সেই অঙ্গীকার পালনে উদ্যত হইলে তাঁহার পুত্রেরা "এ তালুকে অনেক লাভ আছে, ইহা পরকে দেওয়া উচিত নয়" বলিয়া আপত্তি করিলেন। তাহাতে তিনি বিরক্তভাবে এইমাত্র বলেন "আমি যে, তাঁহাকে দিব বলিয়াছি"। ঐ ব্রাহ্মণ বীরনগরের বামনদাস বাবুর পিতামহ মহাদেব মুখোপাধ্যায়। (গ) একদিন, একব্যক্তি তাঁহার নিকট লবণ লইবে বলিয়া কিছু বায়না দিয়া যায়। কিন্তু বাকী টাকার জোগাড় করিতে না পারাতে সে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

বা বায়নার টাকার দাওয়া করে নাই। কিছুদিন পরেই লবণের দর অত্যন্ত চড়িয়া উঠিলে কৃষ্ণপান্তী সমুদায় লবণ বিক্রয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যত লবণ খরিদ করিবে বলিয়া বায়না দিয়াছিলেন, সেই লবণের বাকী মূল্য কাটিয়া লইয়া সমস্ত মুনফা তাহার নামে জমা রাখেন এবং অনেকদিন পরে তাঁহার দেখা পাইয়া ঐ মুনফার টাকা তাঁহাকে দেন।

(ঘ) ১২১১ সালে (১৮০৫ খৃঃ অঃ) মধ্যম ঠাকুর অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মধ্যমপুত্র শম্ভুচন্দ্র রায়ের মাসহারা লইয়া তখনকার নদীয়া রাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সহিত এক মোকদ্দমা হয়। টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, শম্ভুচন্দ্র ভ্রাতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রস্তাব করেন যে, আপাততঃ কিছু টাকা দিন, মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর দাবী না করেন, টাকা ফেরৎ লইবেন। ঈশ্বরচন্দ্র চক্ষুলজ্জার উপরে উপরে তাহাতে সম্মত হইয়া, একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের জামিন চাহিলেন। কৃষ্ণপান্তীর নিকট জামিন হওয়ার প্রস্তাব করায় তিনি স্বীকার করিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র শুনিতে পাইলেন যে, কৃষ্ণপান্তী জামিন হইবেন। তখন রাজা নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি মধ্যম ঠাকুরের জামিন না হন। কৃষ্ণপান্তী বলিলেন, আমি ছাপ ফেলিয়াছি, এখন আর তাহা কিরূপে গ্রহণ করিব।' কৃষ্ণপান্তীর একরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, "থুথু" ফেলিয়া তাহা যেমন আর পুনর্ব্বার মুখে লওয়া যায় না, কোন কথা বলিয়া সেই কথার অন্যথা করাও সেইরূপ। ঈশ্বরচন্দ্র এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া যখন জামানতে স্বাক্ষর করিবার জন্য কৃষ্ণপান্তী কৃষ্ণনগরে গমন করেন, তখন তাঁহাকে অপমানিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। জজ সাহেব জামানতে স্বাক্ষর করিবার আদেশ করিলে কৃষ্ণপান্তী বলিলেন—"আমার অক্ষর ভাল হইবে না, আমার দেওয়ান স্বাক্ষর করিলেই হইবে।" দেওয়ানের স্বাক্ষরে না হওয়ায়, তাঁহাকেই অনেক কষ্টে কোন প্রকারে স্বাক্ষর করিতে হয়। জজ সাহেব কৃষ্ণপান্তীর প্রতি একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন এবং উত্তমরূপে বুঝিলেন যে লেখাপড়া এবং সদ্গুণ ও কার্য্যদক্ষতা একটি পৃথক পদার্থ।

(ঙ) এক সময়ে, কোন ব্যক্তি টাকা পাইবে বলিয়া কাহারও নামে আদালতে নালিশ করিয়া, তাঁহাকে সাক্ষী মানিয়াছিল। শপথ করাই হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ এই দৃঢ় সংস্কার থাকায় তিনি বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"ফরিয়াদি টাকা পাইবেন সত্য,—আমি সেই টাকা দিতেছি, আমি হলপ করিতে পারিব না।" ইহাতে বিচারকর্ত্তারা বিস্মিত হইয়া, প্রচার করিয়া দিলেন যে, আর কেহ কৃষ্ণপান্তীকে সাক্ষী মানিতে পাইবে না।

(চ) একবার এক ইংরাজ মহাজন তাঁহার নিকট আউশ চাউল লইবে, কথা হয়। তখন চাউলের বাজার খুব নরম ছিল। কথা হইবার কয়েকমাস পরে চাউলের মূল্য তিন গুণ বৰ্দ্ধিত। কিন্তু কৃষ্ণপান্তী সাহেবকে ডাকিয়া তাঁহার প্রার্থিত সমস্ত চাউল, পূর্ব্ব দরেই দিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ পান্তীর গোলা হইতে জাহাজে চাউল উঠিতে লাগিল। কতক উঠিয়া গিয়াছে এমন সময় সাহেব আপনার লোকদিগকে এই বলিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন যে, "এমন লোকেই জিনিস আর তুলিস না, জাহাজ ডুবে যাবে।"

(ছ) কৃতজ্ঞতা।—কৃষ্ণপান্তী কৃতজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকালে যখন ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লইয়া পাঁশা-পুরের হাটে যাইতেন, তখন সেখানকার কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ স্নেহ করিতেন, কখন কখন বাড়ী লইয়া গিয়া মুড়ির মোয়া, জল দেওয়া ভাত প্রভৃতি আপনার যেমন সঙ্গতি, তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। তাঁহারাও হাটের পরিশ্রমে কাতর ও ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় তাদৃশ আহার পাইয়া চরিতার্থ হইয়া যাইতেন। কৃষ্ণপান্তী বহুকাল পরে মহাধনী কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী হইয়া, একদা নিজ বাটীতে বসিয়া আছেন, সম্মুখে একটি ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে কোনরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত বলিয়া বোধ হওয়ায় নিকটে ডাকিয়া সাদরে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্রাহ্মণের মুখে শুনিলেন যে তাঁহার কতক ব্রহ্মোত্তর জমী পাল চৌধুরী সরকারে ক্রোক হইয়াছে। কৃষ্ণপান্তী, ব্রাহ্মণের নাম, পিতার নাম নিবাস প্রভৃতি অবগত হইয়াই গাত্রোত্থান করিলেন। "মোর সঙ্গে এস" বলিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সদর কাছারীতে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তা স্বয়ং আসিতেছেন দেখিয়া সকলে তটস্থ হইল এবং শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি হাতের কাগজ ফেলিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণপান্তী অশ্রু-পূর্ণ লোচনে "শোনো! সেই পান্তা ভাত—সেই আমানি, একেবারে ভুলে গিইচিস? ধিক্ তোরে!" এইমাত্র বলিয়া প্রত্যাগত হইলেন। শম্ভুচন্দ্র তখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, দুরবস্থার সময় যে ব্রাহ্মণের বাটীতে মধ্যে মধ্যে পান্তা-ভাত খাইতেন, এ ব্যক্তি সেই ব্রাহ্মণের পুত্র। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের জমি খালাসের হুকুম প্রদত্ত হইল।

(জ) নিরহঙ্কার। নিতান্ত গরিব থাকিয়া পরে বড় মানুষ হইলে অনেকে অহঙ্কারী হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণপান্তী, যিনি এক সময়ে পান বেচিয়া কোনরূপে দিনপাত করিতেন, তিনি টাকার পর্ব্বতে বসিয়াও সামান্য কাপড় পরিতেন ও সামান্য বিছানায় বসিতেন, সামান্যরূপ আহার করিতেন। জিনিসের নমুনা পরনের কাপড়ে বাঁধিয়া হাটে বাজারে বেড়াইতেন। আপনার কোন আবশ্যক কার্য্য সম্পাদনের জন্যই দাসদাসীর অপেক্ষা করিতেন না। বস্তুতঃ তিনি চাকর বাকর নিজের কার্য্যে ব্যবহার করিয়া অপটু হইবার আশঙ্কায় একটুও বাবু হয়েন নাই। একদিন গাড়ু হাতে করিয়া বাহিরে যাইতেছেন দেখিয়া শম্ভুচন্দ্র গাড়ু ধরিবার জন্য খানসামা পাঠাইয়া দেন। তাহাতে তিনি শম্ভুর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহার মান সম্ভ্রমের অনুরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব বা শ্রী ছিল না। লম্বা একহারা ও কাল ছিলেন, খাট কাপড় পরিতেন এবং গলায় দানা ব্যবহার করিতেন। একদিন এই বেশে হাটখোলার গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিলেন নিকটে বহুসংখ্যক কিস্তি লাগিয়াছে, মহাজন ও ব্যাপারিরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছে। তিনি একজন মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "কি জিনিস? দর কি?" মহাজন কৌতুক করিয়া যত জিনিস ছিল, পরিমাণ অনেক কমাইয়া বলিল এবং দর পাঁচ টাকার স্থলে দুই টাকা বলিল। কৃষ্ণ পান্তী তৎক্ষণাৎ হাতে বায়না দিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। মহাজন পাগলের সহিত রহস্য করিতেছেন মনে করিয়া বায়না হাতে করিয়া লইয়াছিলেন। যখন শুনিলেন যে, যাঁহার নিকট বায়না লইয়াছেন তিনি হাটখোলার বড় বাবু, তখন কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে সকলে জুটিয়া পড়িতে গিয়া কাঁদাকাটি করিলে কৃষ্ণপান্তী হাসিয়া বায়নার টাকা ফিরাইয়া দিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ঘাটাল বন্যা কার্য্য।

ঘাটাল অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন বন্যা প্রপীড়িত-গণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন, পাঠকবর্গ এ সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। কিরূপভাবে কার্য্য হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবার পাঠকবর্গকে দেওয়া হইল। যাহাদের থাকিবার

কিছুমাত্র আশ্রয় নাই, অর্থাভাবে এখনও তাহাদের কুটীর নির্ম্মাণকল্পে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারা যায় নাই। কেবল যাহারা অন্নাভাবে নিতান্ত কষ্ট পাইতেছে, তাহাদিগকে অর্থ বা চাউল দেওয়া হইতেছে।

২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩রা অক্টোবর পর্য্যন্ত আমাদের ব্রহ্মচারীরা—শ্রীপুর, কাটাল ও সাদিচক গ্রামে যাইয়া তথাকার ৭টী অতি দুঃস্থ পরিবারকে ৬৫৲ টাকার অর্থসাহায্য করেন। ঐ সময়ের মধ্যেই গড় প্রতাপনগর, গম্ভীরনগর, নিশ্চিন্তপুর রূপচন্দ্রপুর, কিসমত দুধারবাদ, গঙ্গাপ্রসাদ, বলরামপুর, ঠাকুরণচক, পাঁচঘরা, বাগনাম, রত্নেশ্বর বাটী, মনোহরপুর, কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর ও গোপালপুর গ্রামের ৫২টী অরক্লিষ্ট পরিবারকে ৩ মণ ১২ সের চাউল বিতরণ করা হয়। ৭ই অক্টোবর রাণীচক ও তন্নিকটবর্ত্তী ১৪টী গ্রামের ৭৮টী পরিবারকে ১০ মণ ৪সের চাল বিতরণ করা হইয়াছে।

বিগত ৮ই অক্টোবর আমাদের ব্রহ্মচারীরা লিখিতেছেন,—

"প্রায় ৩০০টী গ্রামের লোকের বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে। অনেক গোরু ছাগল মারা পড়িয়াছে শুনিলাম। লোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রামেই ৪।৫টী পরিবার এমন আছে, যাহারা একেবারে নিরাশ্রয় তাহাদের কোনপ্রকার আচ্ছাদন নাই এবং তাহাদের পরিবারে উপার্জ্জনক্ষমও কেহ নাই। তাহাদিগকে কুঁড়ে প্রস্তুত করিবার জন্য প্রত্যেককে ৩।৪ টাকা দিতে হইলেও প্রায় দশ বার হাজার টাকা লাগিবে। গভর্ণমেন্ট হইতে টেষ্টওয়ার্ক খুলিবার কথা বলিতেছে, কিন্তু তাহাতে একেবারে উপার্জ্জনক্ষম লোকেদের কিছুই সাহায্য হইবে না। অতএব শীঘ্র শীঘ্র বেশী বেশী টাকা পাঠাইতে হইবে। সপ্তাহে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা পাঠান চাই।"

আমরা ইতিপূর্ব্বেই সংবাদপত্রে নিজের দেশবাসীর নিকট ঘাঁটালবাসীদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু এখনও প্রয়োজনানুরূপ অর্থ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া প্রতি সপ্তাহে ১০০৲ টাকা মাত্র পাঠান হইতেছে। উহাতে যৎসামান্য সাহায্য মাত্র হইতেছে। কিন্তু শীঘ্র সাধারণের নিকট উপযুক্ত সাহায্য না পাইলে ২।১ সপ্তাহের মধ্যে এ সাহায্যও বন্ধ করিতে হইবে।

আমরা এস্থলে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, ঘাঁটাল বন্যাদুঃখ প্রতীকার কমিটী হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মারফত ১৬ টাকা পাইয়াছি এবং উক্ত কমিটি আরো সাহায্যে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আর বিতরণের জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, শুনা যাইতেছে।

এক্ষণে সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের নিকট নিবেদন :— তাঁহারা যাহা কিছু অর্থ বা বস্ত্র সাহায্য করিতে পারেন, সত্বর পাঠাইয়া দরিদ্র "নারায়ণ" গণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন,
মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া:)

অথবা

কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ১২।১৩, গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার পোঃ। কলকাতা

———:০:———

শ্রীশ্রীদুর্গাবাহনং।

আয়াহি মাতর্গিরিরাজপুত্রি
দুর্গে সুরারিব্রূন্দনাশয়িত্রি।
অজ্ঞান শয্যা শয়িতান্ বিমূঢ়ান্
পুত্রান্ সমুজ্জীবয় বঙ্গভূমৌ ॥১॥

গিরালয়ং যাতবতী যদম্ব
পুত্রান্ পরিত্যজ্য সমাহৃতাঁস্তাঃ।
চিরন্তনালোকিত মাতৃবক্ত্রাঃ
দৃষ্টা বিষণ্ণাঃ সততং রুদন্তি ॥২॥

মাতৈব যেষাং শরণং বরেণ্যাং
তেনৈব জীবন্তি তয়া বিহীনাঃ।
নিদাঘ নিঃশোষিত তোয়রাশৌ
সরোবরে কিং সমরন্তি মীনাঃ ॥৩॥

যোগাদিহীনাঃ বলশক্তিহীনাঃ
সুতাঃ সদা মাতৃকৃপাবলম্বাঃ।
পশ্যন্তি তে ত্বাগতি মার্গমুৎকাঃ
অশেষ দুঃখোপশমং স্মরন্তঃ ॥৪॥

গুণৈর্বিহীনা তনয়াঃ কদাপি
ন মাতৃ হেয়া ভুবনেষু সন্তি।
সকৃৎ সমুৎসৃজ্য পিতুর্গৃহং ত্বং
দরিদ্র পুত্রালয় মেহি তূর্ণম্ ॥৫॥

দরিদ্রগেহে তব যোগ্য পূজা
সম্ভাব্যসম্ভাব্য তথা মহেশি।
পুত্রপ্রদত্তং তৃণমপ্যমূল্যং
যথা প্রহর্ষং তি সুদেতি দৃষ্টং ॥৬॥

ইত্যাশয়োৎফুল্লমনোহভিরাশে
দত্তাসনং কল্পিত মাসনায়।
পাদ্যং প্রকৃতং নয়নাম্বুপূরং
মনোহর্ঘ্যমিষ্টং কৃপয়া গৃহাণ ॥৭॥

গন্ধেন ভক্ত্যা পরয়া বিলিপ্তং
মাতঃ প্রসূনং প্রতিপাদিতং তে।
বালস্তথাহঙ্কৃতি রর্পিতস্তে
নৈবেদ্য মাত্মান মলং গৃহাণ ॥৮॥

কায়েন বাচা মনসা স্বকীয়ং
নতি স্তুতি প্রেমরসং বিধায়।
বয়ং ভবাদ্ যেন ভবেম মুক্তা
তথা বিধেহীশ্বরি সর্ব্বথাস্মান্ ॥৯॥

সৃষ্টি স্বদীয়া জগতী সমগ্রা
স্থিতিঃ করোত্যেব তব প্রযত্নাৎ।
ত্বয্যেব চান্তে বিলয়ঃ প্রযাতা
সৃষ্টি স্থিতির্ভঙ্গ ইয়ং হি লীলা ॥১০॥

লীলাময়ীঃ ত্বাং কিমু বর্ণয়ামঃ
নাস্ত্যত্র বাণী স্তবনোপযুক্তা।
যা বেদবাণী তবমূর্ত্তিরেষা
কিমস্তি বিশ্বে স্বায়মস্ম্যুক্তং ॥১১॥

স্রাষ্টা বয়ং তত্ত্বনিমগ্ন এবং
পুনঃ পুন দুঃখভুজো ভবামঃ।
দুঃখের তস্য ভবনৈব বিদ্মঃ
কৃপাকটাক্ষেণ পুনীহি নো প্রাক্ ॥১২॥

তমো নিরাসে রজসি প্রলীনে
বিশুদ্ধসত্ত্বে মনসি প্রসন্নে।
স্ফুরত্যসৌ চিদ্ঘন দিব্যমূর্ত্তি
মৃণ্ময় মূর্ত্তি প্রতিমার্চ্চকানাং ॥১৩॥

আনন্দময্যা গমনপ্রহৃষ্টা
প্রীতিপ্রফুল্লা প্রকৃতিস্তথাপি।
নিস্মেঘ মাকাশতলং ধরিত্রী
বিশুষ্কপঙ্কা মলমুক্তমস্তঃ ॥১৪॥

নভো বিভাভা রজনী সচন্দ্রা
পন্থা বিপঙ্কঃ সরলঃ সুগমাঃ।
ভুলোকশান্তো হ্যার্যাপি নিষ্কামং
বিহঙ্গগীতিধ্বনিতং প্রভাতং ॥১৫॥

বিকচশুভ্রিকাশ শ্বেতবস্ত্রাবৃতাঙ্গী
বিকশিত নলিনাস্যোৎফুল্লনীলাম্বুজাক্ষী।

ধর্ম্মসংস্কারকদিগের চরিতাখ্যান এই কথার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ সকল চরিতাখ্যানে প্রায়ই কিছু না কিছু অলৌকিক অদ্ভুত ভাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। কোন্ বীজ হইতে কিরূপে কোন্ উচ্চ ভাব ঐ সংস্কারকদিগের মানসক্ষেত্রে প্রথমে অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা হয় না, এবং কি কি সুযোগেই বা সেই ভাবের পরিবর্দ্ধন হইয়াছিল তাহারও কোন প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারা যায় না। অমুক এত অল্প বয়সেই এই সত্যটী অবগত হইয়াছিলেন এবং ঐ তত্ত্বের জ্ঞান সমস্ত অবস্থার অতিক্রম করিয়া সেই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পুরুষকর্তৃক প্রচারিত হইয়া এক্ষণে জাতি সাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে, সকল ধর্ম্মসংস্কারকের জীবনচরিতই এই অদ্ভুত ভাবের বাস্তুক।

(খ) গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতেই হইবে, ভারশাস্ত্রে এরূপ কোন বিধি নাই। তবে যদি কেহ স্বেচ্ছাতঃ পরিব্রাজক হইতে চাহেন, তাঁহাকে কি কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার বিধান আছে। পিতামাতা ভার্য্যা শিশুসন্তান অথবা অন্য কোন অবশ্যপোষ্য বিদ্যমান থাকিলে কেহ পরিব্রাজক হইতে পারেন না। যাঁহার ঐ সকল নাই তিনি স্বজন এবং গ্রামনিবাসীদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন।

২। পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীহরেকৃষ্ণ দে দ্বিতীয় শিক্ষক বল্লভপুর মধ্য ইং স্কুল শ্রীরামপুর হুগলী

উল্লেখযোগ্য প্রেরকগণের নাম :—(১) আশুতোষ মণ্ডল (বর্দ্ধমান) ২। সেখ মজিবার রহমন (খুলনা) ৩। উপেন্দ্র নাথ মাইতি (মেদিনীপুর) ৪। মাখনলাল বিশ্বাস (যশোহর) ৫। অটল বিহারী ঘোষ (বীরভূম) ৬। বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান)

উত্তর—

২। ১। সাদানৌকা যাইয়া কাল রাজাকে কিস্তী দিবে। কাল রাজা ১৬ ঘরে উঠিয়া বসিবে (২) কাল গজের মুখে সাদাবাবায় কিস্তী কাল রাজাকে দিবে, কালগজ সাদা বাবা মারিবে; (৩) সাদা ঘোড়ে কাল গজকে মারিয়া কিস্তী এবং কাল রাজা সাদা ঘোড়ে মারিয়া বসিবে। (৪) সাদা গজ কাল রাজাকে কিস্তী দিয়া মাৎ করিবে।

৩। পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার বহরান স্কুল পোঃ বহরান জেলা বর্দ্ধমান

উল্লেখযোগ্য প্রেরক—হরেকৃষ্ণ দে (শ্রীরামপুর)

উত্তর—"যেন ঈশ্বরে ভক্তি থাকে"

বাঙ্গালার পশুচিকিৎসা কলেজ।

১৯০৮—৯ সালের প্রারম্ভে এই কলেজের ছাত্র সংখ্যা ১৪৯ ছিল—"এ" শ্রেণীতে ৭১, "বি" শ্রেণীতে ৪৮ এবং "সি" শ্রেণীতে ৩০। বৎসরের শেষে "এ" শ্রেণীর ছাত্র ১৭ জন কমিয়া যাওয়ায় ছাত্র সংখ্যা ১৩২ হয়। এই সংখ্যার মধ্যে হিন্দু ১০২, মুসলমান ২৩, বৌদ্ধ ৪ এবং দেশীয় খৃষ্টীয়ান ৩ জন। এই ১৩২ জনের মধ্যে বাঙ্গালার অধিবাসী ছাত্র ৫৩, বেহারের ১৪, উড়িষ্যার ২, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ৫৩, যুক্তপ্রদেশের ১, মান্দ্রাজের ২, ব্রহ্মদেশের ৫ এবং পঞ্জাবের ২।

এই কলেজের জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট স্থায়িভাবে পরীক্ষা সভা সংগঠন মঞ্জুর করেন। সিভিল ভিটারিনারী বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল প্রেসিডেণ্ট এবং হিসারের সরকারী পশুশালার এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের সিভিল ভিটারীনারী বিভাগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মেম্বর মনোনীত হইয়াছেন। বিগত পরীক্ষার সময় ইনস্পেক্টর জেনারেলের অসুখ থাকায় হিসারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সভাপতি হন এবং তাঁহার স্থানে যুক্ত প্রদেশের সিভিল ভিটারীনারী বিভাগের দ্বিতীয় সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে মেম্বর মনোনীত করা হয়। ১লা মার্চ্চ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া ৯ই পর্য্যন্ত হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট এই কলেজের পরীক্ষার দিন একেবারে ঠিক করিয়া দিয়াছেন। প্রতিবারে একই সময়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষা সভায় যিনি যে বিষয়ের পরীক্ষা করিবেন তাহারও ঠিকানা আছে।

সেসনের প্রারম্ভে ১৪৯ জন ছাত্র ছিল, শেষ ভাগে ১৩২ জন হয়, পরীক্ষা দেয় ১২৮ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ১০০ জন। পরীক্ষা সভা পরীক্ষার এই ফল অতিশয় সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন।

সেসনের শেষভাগে যে ১৩২ জন ছাত্র থাকে তন্মধ্যে ৩৩ জন ছাত্র বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত, জেলাবোর্ড এবং স্থানীয় বোর্ডের বৃত্তি প্রাপ্ত, ৫৩ জন, মিউনিসিপালিটীর ১ জন। দার্জ্জিলিং ফণ্ড হইতে ১জন এবং শিবচন্দ্র বগলার বৃত্তি ১জন পাইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট ১১ জন ছাত্রকে, ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট ৪ এবং যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট দুই জনকে বৃত্তি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই মার্চ্চ ডিপ্লোমা ও পারিতোষিক বিতরণের সভা হয়। স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর স্যার এডোয়ার্ড নর্ম্মান বেকার কে সি এস আই ঐ সভায় সভাপতি হন। লেডি বেকার ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট ও পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। অনেক দর্শক এই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

অনারেবল মিঃ জে জি কমিং আই সি এস সম্রাট এডোয়ার্ডের একখানি অতি সুন্দর প্রতিকৃতি কলেজকে উপহার দিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বোর্ডিংয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভালই ছিল, তবে ম্যালেরিয়া, রক্তামাশয় এবং একজনের টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল। বসন্ত না হয় তাঁহার পূর্ব্ব সাবধান স্বরূপ কলেজের ছাত্র ও কলেজ সংসৃষ্ট সকলকেই গোবীজে টীকা দেওয়া হয়। বৎসরকাল মধ্যে ৫১৭৪ ঘোড়া গরু প্রভৃতির চিকিৎসা এই কলেজের হাসপাতালে হইয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে ২২৭৫ টি পশুকে হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছে। গত বৎসরে ৪১৩২টি পশুর চিকিৎসা হয়, তন্মধ্যে হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয় ১৯১৩ টির। চিকিৎসার জন্য ফী আদায় হয় বৎসরকাল মধ্যে ১৬৩৯১৴৬ পাই এবং খাওয়াইবার খরচ বাবতে ২৬০১৫৷৶৪ পাই আদায় হয়। এই সমস্ত ব্যারামী পশু হইতে ছাত্রদিগের পশু সম্বন্ধীয় নানাবিধ ব্যারাম ও উহাদের চিকিৎসা শিখিবার অনেক সুবিধা হয়। ঘোড়ার দানা, বিচালি প্রভৃতির দর চড়া হওয়ার অনেকটা অসুবিধা হইয়াছে রাছে। এ বৎসর ১৭৪৫ টি অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ১৪২৭টি অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছিল। ৪০৩টি ঘোড়াকে এ বৎসরে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে, গত বৎসরে ৪০২ টিকে ঐরূপে মারা হইয়াছিল।

কলেজের ছেলেদের দৌড়াইবার এবং ব্যায়াম করিবার জন্য ঐ কলেজেরই লাগাও স্বতন্ত্র একটি স্থান উপযোগী করিয়া লইতে ছোটলাট বাহাদুর আদেশ দিয়াছেন। জিমন্যাষ্টিক শিখাইবার জন্য একজন লোক নিয়োগও তাঁহার অনুমোদিত হইয়াছে।

রাজা শিবচন্দ্র বগলা এই কলেজ কমিটীর একজন সভ্য ছিলেন। তিনি কলেজের জন্য সওয়া তিন বিঘা জমি দান করেন। এবং কলেজ বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলেজের অনেক

ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য একদিন কলেজ বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

ইসলাম প্রচারক—ভাদ্র ১৩১৬। "মুসলমান রাজ্য ও সাম্রাজ্যসমূহে ভীষণ বিপ্লব" প্রবন্ধ হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

"মুসলমানগণ প্রায় ১৩ শত বৎসর যাবৎ রাজতন্ত্রমূলক শাসনের অধীন রহিয়াছে হঠাৎ ঈদৃশ শাসন পরিবর্তন তাহাদের পক্ষে উপকারী না হইয়া অপকারী হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যে রাজ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বাস, সে দেশ নিয়মতন্ত্র বা সাধারণ তন্ত্র-মূলক শাসন প্রণালীর সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমাদের এই ভারতবর্ষকেও আমরা এক্ষণ্ পার্লিয়ামেন্ট লাভের উপযুক্ত দেশ বলিয়া মনে করি না। কারণ এখানকার এক জাতির স্বার্থ ঠিক অন্য জাতির স্বার্থের প্রতিকূল। তুরস্কের অবস্থা ইহা অপেক্ষাও জটিল। তথায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খৃষ্টান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমান ও য়িহুদিগণ বাস করিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সকল জাতির ঘাড়ে একই 'জোয়াল' চাপাইলে ফল বিপরীত হওয়া অনিবার্য।

তুরস্ক এতকাল একটী ইস্লামী সাম্রাজ্য ছিল, কিন্তু আজ উহার সেই পবিত্র নাম বিলুপ্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে তুরস্ক সাম্রাজ্যের খৃষ্টান য়িহুদী ও মুসলমান জাতিকে একই "ওস্মানী জাতি" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সকলকেই একই ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। ইস্লামী সাম্রাজ্যে বিধর্ম্মীকে মুসলমানের সমান ক্ষমতা কখন দেওয়া হয় নাই; কিছু না কিছু বিশেষ ক্ষমতা হাতে রাখা হইয়াছে। জগন্মান্য খোলাফায়ে রাশেদীনদিগের সময়ের অবস্থা একবার খেয়াল করুন। সামরিক ক্ষমতা প্রায়ই মুসলমানগণ হস্তে রাখিয়াছেন। তুরস্কের বর্তমান শাসন চক্রের নিয়ন্তাগণ সে বিশেষ ক্ষমতাটুকুও খৃষ্টানদিগের পদে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যেই তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীক সম্প্রদায়ের খৃষ্টানগণ তুরস্কের বর্তমান শাসন প্রণালীর উপর নারাজ। এই নারাজী তাহারা কেবল মাত্র কথায়ই প্রকাশ করিতেছে না, কাজেও দেখাইতে চেষ্টা পাইতেছে। নব্য তুর্কী সম্প্রদায় বিপ্লববাদী আর্ম্মানীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য জাতীয় ক্ষমতা ও স্বার্থ অনেক পরিমাণে বিসর্জ্জন দিলেও সেই মুসলমান বিদ্বেষী কুটচক্রী খৃষ্টান সম্প্রদায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতেছে না; তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য গোপনে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে। তৎপর বুল্গেরীয়, সার্ব্বীয় ইত্যাদি খৃষ্টানগণ কোন্ পথ অবলম্বন করে, তাহাও দেখিবার বিষয়। পরাক্রান্ত আল্বেনীয় ও কুর্দ সম্প্রদায় যে বর্তমান শাসনে সন্তুষ্ট নহে, তাহা তাহাদের কার্য্য কলাপে অনেকটা প্রকাশ পাইতেছে।

বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা লিখিবার সাধ্য নাই। ইঁহাদের কার্য্যের স্বাধীন ভাবে সমালোচনা করিতে গেলে, অমনি কোর্ট মার্শালের অধীন হইতে হইতেছে। বিদেশীয় সংবাদ-পত্র যাহা এই নব্য তন্ত্রীদিগের শাসন সমালোচনা করিতেছেন, সে সকল সংবাদ পত্র ওস্মানীয় অধিকারে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না। মিসরের সুবিখ্যাত আরবী দৈনিক সংবাদ পত্র "আল্ মওয়েদ" ও লাহোরের উৎকৃষ্ট উর্দ্দু সংবাদ পত্র "ওতন" তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; প্রবেশ করিলেও অনলে ভস্মীভূত হইতেছে। এদিকে নব্য তন্ত্রবাদী তুর্কীদিগের পক্ষ সমর্থনকারী এক দল লোক বলিতেছেন, সুলতান আবদুল হামিদ খানের স্বেচ্ছা তন্ত্র-মূলক শাসনে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা মাত্রই ছিল না। তাঁহাদের ওরূপ উক্তির উত্তর ত সম্মুখেই বর্তমান রহিয়াছে। উদার নৈতিক শাসন সম্প্রদায় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা কিরূপে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, পাঠক তাহা একবার নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখুন।

সুলতান আবদুল হামিদ খান সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন; ইহা তুরস্ক সাম্রাজ্যের পক্ষে নূতন ঘটনা নহে। নব্যতন্ত্রবাদী তুর্কী সম্প্রদায়ের গুরু মেদহাত পাশার কল্যাণে সুলতান আবদুল আজিজ খান সিংহাসনচ্যুত ও গোপনে নিহত এবং সুলতান ৫ম মোরাদ খান রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেও কোন কোন সুলতানের অদৃষ্টে সিংহাসনচ্যুতি ঘটিয়াছে; কিন্তু ইসলামের গৌরবনাশজনক কোনও ঘটনা তাহাতে ঘটে নাই। ইউরোপের নূতন আলো প্রাপ্ত নব্য তুর্কী সম্প্রদায়ের দ্বারা ইসলামের পবিত্র গৌরব যে নষ্ট হইতে চলিল, ইহাই আমাদের পক্ষে গুরুতর আতঙ্ক ও আক্ষেপের বিষয়। ভারতের হিন্দু পূজা অদূরদর্শী ইসলামধর্ম্ম বিরোধী সম্রাট্ আকবর শাহ জাতীয় গৌরব পদদলিত করাতে, ভবিষ্যতে তদ্বংশীয়দিগের—সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জাতির যে শোচনীয় দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী সম্রাট যদি ইসলামের গৌরব ও মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন রাখিতেন, তবে তৎকালে ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের অশেষ দুর্গতি ও বিধর্ম্মীর স্পর্দ্ধা এতাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। ইসলাম ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা না থাকাতে, তাঁহার কার্য্য ও আচরণে ইসলাম ধর্ম্ম দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বর্তমান নাস্তিকতা মন্ত্রে দীক্ষিত নাস্তিক চূড়ামণি ফরাসী জাতির শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য তুর্কীদলও পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের গৌরব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া, ইসলাম জগতে মহা অনর্থপাতের সূত্রপাত করিয়াছেন।

তৎপর পারস্য সাম্রাজ্যের কথা। ইহার অবস্থা তুরস্ক হইতে স্বতন্ত্র। পারস্যে বহুকাল হইতেই অত্যাচারমূলক শাসন প্রণালী চলিয়া আসিতেছিল। পরলোক গত শাহ নসিরুদ্দীন কাচার একজন ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন সত্য, কিন্তু রাজ্যের শাসন প্রণালীর কোনও উৎকর্ষ বিধান তাঁহার সুদীর্ঘ শাসন সময় মধ্যে হয় নাই। তিনি ঘাতক হস্তে নিহত হইলে, তৎপুত্র শাহ মজফ্ফরুদ্দীন কাচার পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় প্রজাদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য "রওশনি" ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে থাকে। একদল লোক রাজ্যে পার্লিয়ামেন্ট স্থাপনের জন্য প্রয়াস পান, ইহারা অবশ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত। শাহ্ প্রথমতঃ স্বীয় অপ্রতিহত ক্ষমতা বিসর্জ্জন দিয়া প্রজাশক্তির হস্তে শাসন ক্ষমতা প্রদান করিতে রাজী হন নাই; কিন্তু মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি পার্লিয়ামেন্ট স্থাপন মঞ্জুর করেন। ইহার অত্যল্প কাল পরে তিনি পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র শাহ মোহাম্মদ আলি মির্জ্জা পারস্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি পার্লিয়ামেন্টের তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না! পক্ষান্তরে পার্লিয়ামেন্টের সভ্য বৃন্দ ও একলম্ফে গাছের আগায় চড়িতে উদ্যত হইলেন—অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন ফল এই হইল যে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তিতে তুমুল সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হইল। শাহ পার্লিয়ামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন। পার্লিয়ামেন্ট গৃহ তোপের মুখে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল পার্লিয়ামেন্টের বহুসংখ্যক সভ্য নিহত হইলেন। সেই হইতে পারস্যে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি হইল। তবরেজ, ইস্পাহান সিরাজ, মেসদ, বুশায়র প্রভৃতি নগরে ভয়ানক

বিপ্লব উপস্থিত হইয়া, অসংখ্য মনুষ্যের শোণিতে ভূপৃষ্ঠ রঞ্জিত হইল। তবরেজে সাত্তার খাঁ ও ইস্পাহানে দুর্দ্ধর্ষ বখতিয়ারী সম্প্রদায়ের সর্দ্দার আসাদ এবং সিপদার প্রজা পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বহু যুদ্ধ বিগ্রহের পর সে দিন সর্দ্দার আসাদ ও সিপদার রাজধানী তিহারাণে উপস্থিত হইয়া, রাজপক্ষীয় সেনাদলকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। শাহ মোহাম্মদ আলী রুশীয় দূত নিবাসে আশ্রয় লন। অতঃপর প্রজাপক্ষীয় প্রতিনিধিগণ শাহের ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র আহমদ মির্জ্জাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছেন। মোহাম্মদ আলী মির্জ্জার রাজত্ব শেষ হইয়াছে। পারস্যে ও শিয়া-সুন্নি দুই শ্রেণীর মুসলমান, য়িহুদি, খৃষ্টান ও অগ্ন্যুপাসক সম্প্রদায়ের বসবাস, পক্ষান্তরে ঐ রাজ্য শিক্ষা বিষয়ে অনুন্নত; সুতরাং সেখানে পার্লিয়া-মেণ্ট দ্বারা শাসন কার্য্য কিরূপ সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হইবে খোদাই জানেন।"

লেখকের মতে আকবর বাদসাহের উদারতার দোষে মোগল সাম্রাজ্য নষ্ট তাহার প্রপৌত্রের সময়ে হয়। তাঁহার প্রপৌত্রের কোন দোষ ছিল না।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[ঢাকা] আনন্দমোহন কলেজ—ময়মনসিংহের কলেজটি আনন্দমোহন কলেজ নামে অভিহিত হইবে। সে দিন ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট এই নূতন কলেজের ভিত্ত স্থাপন করিয়াছেন। কলেজের বাড়ী নির্ম্মাণকল্পে ময়মনসিংহ রাম-গোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর ত্রিশ হাজার, মুক্তাগাছার স্বর্গীয় মহারাজ পাঁচ হাজার, মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী পনর হাজার, আমবাড়ীয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী দশ হাজার এবং শ্রীযুক্ত জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। নূতন প্রদেশের সর-কার বাহাদুরের দানের পরিমাণ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা। টাঙ্গাইলের প্রমথমন্মথ কলেজও শীঘ্রই এই কলেজের সহিত সংযুক্ত হইবে এবং তাহাতে কলেজ-সংসৃষ্ট বিজ্ঞানাগারটির খুব উন্নতি হইতে পারিবে বলিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউড বলিয়াছেন। বিজ্ঞানাগার নির্ম্মাণকল্পে সন্তোষের জমিদারভ্রাতৃদ্বয় শুনা যায় কুড়ি হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

[পঞ্জাব] পঞ্জাব কাঙ্গড়া জেলায় পশমের উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্ট মেরিণো ভেড়া আমদানি করিবেন স্থির করিয়াছেন। এইজন্য পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট চারি হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এখন মেষবংশের উন্নতিকল্পে এই মেষ নিযুক্ত করা হইবে। আপাততঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে, পরে যদি ইহাতে ভাল ফল ফলে, ত আরও মেরিণো ভেড়া কাঙ্গড়ায় আনা হইবে।

[মান্দ্রাজ] মান্দ্রাজ হাইকোর্টে অনেক কাজ বাকী পড়ায় ষ্টেট সেক্রেটারীর আদেশে উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ স্বামী আয়ার হাইকোর্টের নূতন জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

[বোম্বাই] বোম্বাইয়ের গিরগাঁও মহল্লার একজন দোকানদার বাজার হইতে বিলাতী টুপি কিনিয়া মহারাজ শিবাজীর মূর্ত্তিযুক্ত লাইনিং মাত্র বসাইয়া প্রকৃত "স্বদেশী উপকরণে প্রস্তুত টুপি" বলিয়া বিক্রয় করিত। তাহার নামে একজন প্রবঞ্চনার মোকদ্দমা আনায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করতঃ তাহার ৩৫০৲ টাকা জরিমানা এবং জরিমানা না দিলে তিনমাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

[সাধারণ] গত ৫ই আশ্বিন বুধবার ইউরোপের অনেকস্থানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের দক্ষিণভাগে ভূমিকম্প হইয়া অনেক ঘর বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। মেসিনা ও রেগিও নামক স্থানে অনেক জীর্ণ প্রাচীর পড়িয়া গিয়াছে, গ্রীসের এথেন্স সহরেও ভূকম্পনে অনেক বাড়ী ফাটিয়াছে।

ভারতগবর্ণমেণ্ট বোম্বায়ের শ্রীযুক্ত জেহাঙ্গীর সোরাবজী বি এ নামক জনৈক পার্শী সন্তানকে ইউরোপে গমনপূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সরকারী বৃত্তি দানের সংকল্প করিয়াছেন।

টেলিগ্রাফের মনিঅর্ডার অর্থাৎ টেলিগ্রাফে টাকা প্রেরণ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন—(১) অতঃপর সাধারণ মনিঅর্ডারের ন্যায় টেলীগ্রাফের মনিঅর্ডারের মাশুল গৃহীত হইবে। (২) মনিঅর্ডারের সহিত তারে যে দাতা গৃহীতার নামাদি ও সংবাদ প্রেরিত হইবে, তাহার জন্য সাধারণ টেলিগ্রাফের নিয়মানুসারে "এক্সপ্রেস" অথবা "অর্ডিনারী" শ্রেণী ভেদ হিসাবে মাশুল লওয়া হইবে। এবং অতি-রিক্ত প্রতি কথার "এক্সপ্রেসে" দুই আনা এবং অর্ডিনারীতে দুই পয়সা হিসাবে মাশুল লাগিবে। ১লা অক্টোবর হইতে এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য হইতেছে।

ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ, সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড ভাল কাজের জন্য ভারতীয় পুলিশকে প্রতি বৎসর ৫০ টী রৌপ্য মেডেল পদক পুরস্কার দিবেন। এই মেডেলের নাম "The King's Police Medal" "দি কিংস পুলিস মেডেল" অর্থাৎ রাজপ্রদত্ত পুলিশ মেডেল। পদকপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যদি কোন অপরাধে দোষী হন তাহা হইলে এই পদক তাঁহার নিকট হইতে ফেরত লওয়া হইবে। বিশেষ সাহসের সহিত লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা, অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা ও অপরাধ দমন করা, পুলিশের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করা হঠাৎ কোন স্থানে বিশেষ অপ-রাধ হইলে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে অথবা আগুন লাগিলে তাহা নিবারণ করা, নানা বিপজ্জনক অবস্থায় পুলিশ নিযুক্ত করা, সরকারী গোপনীয় কাজ, রাজনৈতিক কাজ, রাজকীয় বিশেষ কাজ করা, আশাতিরিক্ত ক্ষমতার ও যোগ্যতার সহিত অধিক দিন চাকুরী করার জন্য এই মেডেল পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসে উপযুক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর নামের একটী লিষ্ট বিলাতে পাঠান যাইবে।

[বৈদেশিক] সম্প্রতি পারস্যে নূতন মন্ত্রি সভা গঠিত হইয়াছে। পারস্যের বর্ত্তমান গবর্ণ-মেণ্ট—ন্যাসন্যালিষ্ট সম্প্রদায় এখন নানা কারণে উদ্বিগ্ন। তাঁহাদের উদ্বেগের প্রধান কারণ, পারস্যে রুষসৈন্যের সমাবেশ। সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। তাবরিজ, কাজভিন এবং রেস্ত সহরে রুষ-সৈন্যের আধিক্য বশতঃ অধিবাসীরা বড়ই বিরক্ত। আজের-বৈজানে এবং তিহারাণের উত্তর প্রদেশে এখন সম্পূর্ণরূপ শান্তি স্থাপিত হই-য়াছে।

দ্রষ্টব্য।

চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর ছাত্র শ্রীনীরদরঞ্জন সেন গুপ্ত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার ২০ টাকা এবং হরকুমার ঠাকুরের পুরস্কার ২৫ টাকা পাইয়াছেন।

কৌতুক-কণা।

বৃদ্ধ কর্ম্মপ্রার্থী—আমাকে কাজ দিলে তুষ্ট করিতে পারিব। পূর্ব্বেকার কর্ম্মস্থানে একাদি-ক্রমে ৩৫ বৎসর কাটাইয়াছি।

কর্ত্তা—হাঁ। "কাজের একেবারে বার" হয়ে তবে বেরিয়েছ।

বনিক—তুমি তবে একেবারে বাহিনা আমার চাও? আচ্ছা, তুমি যদি আজ রাত্রেই মরে যাও?

বরওয়ান (গর্বিত ভাবে)—হুজুর, আমি গরীব বটে কিন্তু আমি সৎ, টাকা লইয়া সেকাজ করিব না।

কোন একটী দোকানের নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী দেখিয়া অনেক বাবুর কিছুই পছন্দ না হওয়ায়, দোকানদার পরিশেষে একটী ইন্দুরকল বাহির করিয়া বাবুকে বলিল—

এই ইঁদুরকলগুলি খুব ভাল ও মজবুৎ। আপনাকে একজোড়া বেঁধে দেব?

বাবু—ইঁদুরকল নিয়ে আমি কি করবো? আমার বাড়ীতে ত ইঁদুর নেই।

দোকানদার—আপনার বাড়ীতে নাই বা থাকলো মশাই। পয়সা থাকলে কিসের অভাব, কল কিনুন, ইঁদুরও আমার কাছেই সস্তায় কিনতে পাবেন!

রাম—সত্যকথা বলিতে কি এখন তোমার দাড়ী না থাকায় আমি প্রথমে তোমাকে চিনতেই পারিনি।

শ্যাম—যা বলেছ ভাই! আর্শিতে মুখ দেখে আমিও নিজেকে প্রথমে চিনতে পারিনি তারপর গলার আওয়াজটা শুনে খপ্ করে বুঝে নিলুম যে দেখার ভুল নয়।

হরেন—শুনলুম তুমি এ বছরেও নাকি প্রোমোশন পাওনি।

গোপাল—হাঁ ভাই। দুর্ভাগ্যের কথা আর বল কেন? গতবৎসরে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি এ বছরেও ঠিক সেই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি জানতুম সেগুলো অবিশ্যি এবারে আর জিজ্ঞেসা করবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট (আসামীকে)—তোমার নামে অভিযোগ যে তুমি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীকে নির্জ্জন রাস্তায় অসহায় অবস্থায় পাইয়া উঁহাকে মারিয়া উঁহার একটী স্বর্ণের ঘড়ী ব্যতীত অপরাপর সমস্ত দ্রব্য বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছ। এসম্বন্ধে কি তোমার কিছু বক্তব্য আছে?

আসামী—সে সময়ে তাঁহার নিকটে কি একটী সোনার ঘড়ী ছিল?

ম্যাজিষ্ট্রেট—হাঁ নিশ্চয়ই।

আসামী—তবে সে সময়ে আমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ ছিল! সেই হিসাবেই আমার বিচার স্থগিত রাখা হউক।

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশার্থী ছাত্রবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে, যাহারা বর্ত্তমান অক্টোবর মাসের মধ্যে নিজ নিজ জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের সমীপে আবেদন করিবে তাহাদিগকে আর নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে না। ঐ আবেদন পত্রের সহিত মধ্য বাঙ্গালা বা মধ্য ইংরাজি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে। যাহারা এই বৎসর মধ্য স্কুলের উচ্চতম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে এবং এখন পর্য্যন্ত উপরোক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয় নাই তাহারা নিজ নিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানা সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবে যে তাহারা আগামী ডিসেম্বর মাসে মধ্য বাঙ্গালা বা মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় সম্ভবতঃ উত্তীর্ণ হইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সুপারইন্টেণ্ডেণ্ট, চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুল।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রই ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নু" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রই কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Hd master F A for the Kaliganj Raja Rajendra Narayan H E school Dacca) on Rs 60 rising to 75 in five years. Family quarters free. Must stick to the post for two complete sessions Po Kaliganj (Dacca).

An F A Hd master for the Kowtala M E school on Rs 18 with boarding and lodging free. Po Kashinagar, via Joynagor 24 pergs.

An assistant Hd master on Rs 55 per month for the Muradnagar H E school, Tippera. Apply before 15th Nov: Must be strong in English and Sanskrit.

A graduate 2nd master (B course) for the Nabinagor H E school Dt. Tippera on Rs 60 per mensem.

An F A Hd Master for Tepa Taramohan M E school on Rs 25—1—35 Will have to join after the Puja Vacation. Tepa m. dhupur po Dt Rangpur.

A Hd Master F A for the Jaga Mohan M E school, Hatiya, Dt Noakhali on Rs 25 per month.

A graduate on Rs 45 Must stick for one session. Apply to H Chatterji, Dishargurh Burdwan.

A whole time private tutor to instruct two boys, reading 3rd and 8th class standard respectively on Rs 20 with free board and lodging. Kedar Nath Roy Zemindar Kedarganj po. Nadia.

One Brahmin Entrance passed or plucked 2nd Master for the Mukundpur B De M E school The selected candidate will have to take charge the local Post office. He will get Rs 10 excluding free board and lodging. P O Mathurespur Dt Khulna.

A graduate (B course preferred) and an undergraduate strong in Mathematics for the Fukura M M Academy on Rs 45—1—50 and 30—1—35 per mensem respectively. Apply to the Hd master. Quarters free.

A B A private tutor to coach my three children of the higher classes of the Govt school at Suri. Suitable lodging and boarding will be provided. Pay to be settled in letters of communication. Apply to Babu Nabadwipendu Mukerjee, Kundula po Kundula via Sainthia, Birbhum.

[illegible] মধ্য স্কুলে নু ত্রৈবার্ষিক অথবা পুরাতন নিয়মের ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ বেতন ১৫, টাকা এবং বাড়ীতে ২টী [illegible] পড়াইতে হইবে

অন্যত্র খোরাকী এবং বাসা দেওয়া যাইবে। মুসলমান হইলে ভাল হয়। ষ্টীমার যোগে যাতায়াতের সুবিধা আছে। শ্রীআবদুল আলিম সবরেজিষ্ট্রার আলকাতালা মধ্য বাঙ্গালা স্কুল পোঃ আলকাতালা জেলা যশোহর।

জলপাইগুড়িডিষ্ট্রীক্টের অধীনে চেংমারী মাইনর স্কুলে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে একজন হেঃ মাঃ এবং মাসিক ১৫ টাকা বেতনে একজন সেকেণ্ড মাষ্টার। উভয়ে বিনাবাসে বাসা পাইবেন। হেড মাষ্টার এফ এ পাশ অথবা এণ্ট্রান্স পাশ এফ এ পাশ এফ এ পড়া এবং সেকেণ্ড মাষ্টার এণ্ট্রান্স পড়া হইলেও চলিবে। শ্রীগরিবুল্লা মহম্মদ হেড পণ্ডিত শীতলাই মডেল স্কুল পোঃ অঃ দেবীগঞ্জ গ্রাম সোনাহার জেলা জলপাইগুড়ি।

জেলা বৰ্দ্ধমান, শুশুনদীঘি মইঃ স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ। বেতন ২০ টাকা। ২।৩টী ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াইলে বাসা। শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন গোস্বামী বৰ্দ্ধমান গ্রাম নোতা পোঃ অঃ শুশুনদীঘি,

নূতন নিয়মে ১ম বার্ষিক ট্রেনিং পাশ হেঃ পঃ বেতন ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। বাসা পাইবেন। শ্রীতারক চন্দ্র সমদ্দার সেক্রেটরী বৈশারী এম ই স্কুল। বৈশারী পোঃ বরিশাল

ডুমাইন মইঃ স্কুলে মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে এণ্ট্রান্স পাশ কায়স্থ অথবা মুসলমান সেকেণ্ড মাষ্টার। বাসা দেওয়া যাইবে। পোঃ ডুমাইন জেলা ফরিদপুর।

দাদপুর মইঃ স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ বেতন আপাততঃ ২৭৲ টাকা, চাকর ও বাসস্থান পাইবেন। গ্রাম দাদপুর. পোঃ মেহেন্দিগঞ্জ জেলা বরিশাল.

মধ্যছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ১৯১১

বৰ্দ্ধমান বিভাগ

সাহিত্য—প্রবন্ধকুসুম রামদয়াল চট্টো: কৃত। বিজ্ঞান—মিড্‌ল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার জি সি বসু কৃত। ইতিহাস—ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস সি আর উইলসন কৃত। ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের জন্য ভূগোল পাঠ ব্লাকি এণ্ড সন্স কৃত। পাটীগণিত—সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ গৌরীশঙ্কর দে কৃত জ্যামিতি—ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম ভাগ ব্রজমোহন মল্লিক কৃত অথবা সরল ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সারদা প্রসন্ন দাস কৃত। ইংরাজী—ষ্টাণ্ডার্ড ৫—১৯১০ এবং ষ্টাণ্ডার্ড ৬—১৯১১ মিড্‌লরীডার ই মার্সডেন এবং এম এম বসু কৃত। ষ্টাণ্ডার্ড ৬—১৯১০, ১৯০৯ সালের জন্য নির্দ্দিষ্ট ষ্টাণ্ডার্ড ৫ এর পুস্তকের সমস্তটা।

প্রেসিডেন্সী

সাহিত্য শিক্ষা ২য় ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত মিড্‌ল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান কোম্পানী কৃত, ভারতবর্ষের ইতিহাস ঈশানচন্দ্র ঘোষ কৃত, ভূগোলপাঠ ২য় ভাগ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত, ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম অধ্যায় নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত অথবা ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি গৌরীশঙ্কর দে কৃত ইংরাজী—ষ্টাণ্ডার্ড ৫, ১৯১০ এবং ষ্টাণ্ডার্ড ৬ ১৯১১—ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড রীডার ২য় পুস্তক ব্লাকি এণ্ড সন্স কৃত। ষ্টাণ্ডার্ড ৬—১৯১০, ১৯০৯ সালের জন্য নির্দ্দিষ্ট ষ্টাণ্ডার্ড ৫ এর পুস্তকের সমস্তটা।

পাটনা

বাঙ্গালা—সদ্ভাববালা মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোকৃত হিন্দী—মধ্য ভার্ণাকুলার হিন্দীরীডার ম্যাকমিলান কোম্পানি কৃত। উর্দ্দূ—মোয়ালি মুত ভাজির ৩য় ভাগ (পরিশিষ্ট সহ) মহম্মদ হবিবুল্লা কৃত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দূ—মিড্‌ল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান কোং কৃত বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দূ মিড্‌ল ভার্ণাকুলার হিষ্টরী রীডার ম্যাকমিলান কোম্পানি কৃত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দূ—মিড্‌ল ভার্ণাকুলার জিওগ্রাফি রীডার ম্যাকমিলান কোম্পানি কৃত; বাঙ্গালা গণিত পাঠ ২য় ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত হিন্দী—এলিমেণ্ট্‌স অফ এরিথমেটিক ৩য় ভাগ গোকর্ণ সিংহ কৃত, উর্দ্দূ—পাটীগণিত ৪র্থ ভাগ টি সে লুইস কৃত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দূ—ইউক্লিড ১ম অধ্যায় মধ্য শ্রেণীর স্কুল সমূহের জন্য ম্যাকমিলান প্রকাশিত অথবা বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দূ উচ্চপ্রাথমিক এবং মিড্‌ল ভার্ণাকুলার ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি ম্যাকমিলান কৃত। ইংরাজী ষ্টাণ্ডার্ড ৫, ১৯১০ এবং ষ্টাণ্ডার্ড ৬, ১৯১১—মিড্‌ল রীডার ই মার্সডেন ও এম এম বসু কৃত। ষ্টাণ্ডার্ড ৬,১৯১০—১৯০৯ সালের ষ্টাণ্ডার্ড ৫ এর জন্য নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের সমস্তটা।

ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর

পাটনা বিভাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক এই দুই বিভাগেরও পাঠ্য হইবে।

উড়িষ্যা বিভাগ

সাহিত্য ভরত মধুসূদন সেন কৃত, মিড্‌ল ভার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত, মিড্‌ল ভার্ণাকুলার হিষ্টরী রীডার ম্যাকমিলন প্রকাশিত, মিড্‌ল ভার্ণাকুলার জিওগ্রাফি রীডার ম্যাকমিলন প্রকাশিত, অঙ্কপুস্তক ২য় ভাগ মধুসূদন রাও এবং মধুসূদন দাস কৃত। জ্যামিতি ১ম অধ্যায় গীতানাথ রায় কৃত অথবা সহজ পরিমিতি ও ব্যবহারিক জ্যামিতি মিড্‌ল ভার্ণাকুলার জন্য উমেশ বসু কৃত। ইংরাজী পাটনা বিভাগের ন্যায়।

উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্য ১৯১১

বৰ্দ্ধমান বিভাগ

সাহিত্য পাঠ প্রথম ভাগ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত, উচ্চ প্রাথমিক বিজ্ঞান রীডার (ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি সহ) জি সি বসু কৃত, শিশুপাঠ্য, বঙ্গদেশের ইতিহাস ঈশান চন্দ্র ঘোষ কৃত, উচ্চপ্রাথমিক ভূগোল বিবরণ ম্যাকমিলান প্রকাশিত সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ গৌরীশঙ্কর দে কৃত. ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (বিজ্ঞান রীডারের অন্তর্গত আছে)

প্রেসিডেন্সী

আদর্শনীতি ১ম ভাগ এস দেবী কৃত, বিজ্ঞানমালা শশধর সেন কৃত, প্রথম শিক্ষা. বাঙ্গালার ইতিহাস রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত, ভূগোল পাঠ ১ম ভাগ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত, সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত, ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি কেদার নাথ দত্ত কৃত,

পাটনা

বাঙ্গালা—নবপাঠ ২য় ভাগ কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কৃত, হিন্দী—উচ্চপ্রাথমিক সাহিত্য পুস্তক ম্যাকমিলান প্রকাশিত. উর্দ্দূ—তালিম উল আতফাল আবিদ ১ম ভাগ মহম্মদ হবিবুল্লা কৃত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দূ—উচ্চপ্রাথমিক হিষ্টরী রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত। বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দূ—উচ্চপ্রাথমিক ভূগোল রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত। পাটীগণিত—বাঙ্গালা—গণিত পাঠ ২য় ভাগ নৃসিংহ চন্দ্র মুখো কৃত, হিন্দী—এলিমেণ্ট্‌স অফ এরিথমেটিক ২য় ভাগ গোকর্ণ সিংহ কৃত. উর্দ্দূ—পাটীগণিত ২য় ৩য় ভাগ টি সি লুইস কৃত, বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দূ—উচ্চপ্রাথমিক এবং মধ্য ভার্ণাকুলার ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি ম্যাকমিলান প্রকাশিত।

ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর

এই দুই বিভাগের পাঠ্য পাটনা বিভাগের পাঠ্যের সমান।

উড়িষ্যা বিভাগ

সাহিত্য মঞ্জরী শ্রীমতী অবন্তি দেবী কৃত, উচ্চ প্রাথমিক বিজ্ঞান রীডার ম্যাকমিলান প্রকাশিত উচ্চপ্রাথমিক হিষ্টরী রীডার অভিরাম তন্ত্র কৃত, উচ্চপ্রাথমিক জিওগ্রাফি রীডার অভিরাম তন্ত্র কৃত অঙ্কপুস্তক ২য় ভাগ মধুসূদন রাও এবং মধুসূদন দাস কৃত, সহজ পরিমিতি এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি উগ্রা জন্য উমেশ চন্দ্র বসু কৃত।

ষ্টাণ্ডার্ড ৫ ও ষ্টাণ্ডার্ড ৬ এর পাঠ্য আছে এরূপ অঙ্কপুস্তক ও এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি নিম্নশ্রেণীতে পড়িবার কালে ছেলেরা যদি কিনিয়া থাকে এবং সেই পুস্তক যদি তাহাদের নিকট থাকে তাহা হইলে ৫ম ও ৬ষ্ঠ মান শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করিবার সময় পাটীগণিত এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি পুস্তক আর স্বতন্ত্র কিনিতে হইবে না।

১৯১০ সালের জানুয়ারীর প্রিলিমিনারী আইন পরীক্ষা আগামী ৩রা জানুয়ারী আরম্ভ হইবে। বি এল পরীক্ষা ৫ই জানুয়ারী আরম্ভ হইবে। পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইবার জন্য দরখাস্ত এবং পরীক্ষার ফী আগামী ৩রা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের আফিসে পৌঁছান চাই।

উদ্ধৃত

যোগসাধন।

১। যোগের মুখ্য উদ্দেশ্যই ব্রহ্মাত্মজ্ঞান। অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি, প্রাণাদিতে আত্ম ও মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মেতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন। এইপ্রকার ব্রহ্মাত্মবুদ্ধি বা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান দ্বারা জীবাত্মার জীবভাব রহিত হইয়া ব্রহ্মসংযোগ সিদ্ধ হয়। ইহাই সকল যোগের মুখ্য ও চরমোদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেই যোগকার্য্য কর্ম্মের ন্যায় বন্ধনোৎপন্ন করে। কামনাবিশিষ্ট এবং নিরীশ্বর যোগসাধন দ্বারা বিস্তর অবান্তর ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মাত্মজ্ঞান উৎপন্ন না হইলে মুক্তি হয় না। অতএব শ্রেয়োভিলাষী যোগীর প্রধান কর্ত্তব্য এই যে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ ধ্যান করেন।

২। ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে ২৬ অবধি ২৮ শ্লোক পর্য্যন্ত কহিয়াছেন যে, প্রাণায়ামাদি যোগে যদি সাধকের মোক্ষরূপ ব্রহ্মাত্মসংযোগ না হয়, তবে তাঁহার মুক্তি হয় না। যথা—

স্পর্শানকৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরক্রবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৬
যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি মুনির্মোক্ষ পরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছা ভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৭
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বর।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৮

"স্পর্শ" শব্দের অর্থ রূপরসাদি বিষয়ক চিন্তা। তাহা বহিষ্কৃত করিয়া চক্ষুকে ভ্রুর মধ্যস্থানে স্থাপন করিবে। পরে নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমতা করত কুম্ভক করিবে ২৬। এইরূপ উপায় দ্বারা যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধ্যাদি বশীভূত হইয়াছে, যিনি মোক্ষপরায়ণ এবং যাঁহার ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ, বিগত হইয়াছে; এইপ্রকার গুণযুক্ত যে মুনি তিনি সদামুক্ত। ২৭। এস্থানে বিচার্য্য এই।

"নম্বেবং ইন্দ্রিয়াদি সংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যাৎ"? "ন তাবন্মাত্রেণ"—অর্থাৎ "নকেবলং প্রাণাপানৌ বশীকরণেন, নকেবলং ইন্দ্রিয় সংযমেন মুক্তিং প্রাপ্নোতি। কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণ ইত্যাহ ভোক্তারমিতি"। অর্থ, যদি বল, কুম্ভকাদি যোগোপায় দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি সংযম মাত্রে কি প্রকারে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়? তজ্জন্য কহিতেছেন যে, এতাবন্মাত্রে মুক্তি হয় না। অর্থাৎ কেবল প্রাণাপান বশীকরণরূপ কুম্ভকাদি যোগে অথবা কেবল ইন্দ্রিয় সংযমন দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না; কেবল ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই মুক্তি হয়। যথা ভগবান কহিতেছেন।—

যজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকার যোগসাধন ও ইন্দ্রিয় শাসনাদিরূপ তপস্যার আমিই উদ্দিষ্ট দেবতা। সে সমস্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমাতে সমর্পিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমি সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সর্ব্বপ্রাণীর নিরপেক্ষোপকারী, কর্ম্মফলাধ্যক্ষ অন্তর্যামি সুহৃদ্। যোগিগণ আমাকে জানিয়া শান্তিপ্রাপ্ত হন। ভাবার্থ এই যে তাঁহাকে ভুলিলে যোগ, যাগ, তপস্যা, উপাসনা প্রভৃতি ক্রিয়া সকলই বৃথা আড়ম্বর। অতএব তাঁহাতে সংযুক্ত পূর্ব্বক সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। তাহাই যোগ। ২৮।

৩। এই তিনটী গীতাবচনের তাৎপর্য্য এই। যাঁহারা মোক্ষপরায়ণযোগী এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা যাঁহাদের ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধ্যাদি চিত্তবৃত্তি শান্ত হইয়াছে, তাঁহারা সদামুক্ত। অর্থাৎ তাঁহারা পরমাত্মাকে (আত্মারূপে) জানিয়া চিরশান্তি লাভ করেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগরূপ এই যে-যোগ, ইহাই মুখ্য ব্রহ্মোপাসনা। আর ঐরূপ সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে প্রাণায়ামাদি উপায় অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানাদি কর্ম্মযোগ দ্বারা যে সত্ত্ব তাহাও গৌণপরম্পরা সিদ্ধ হইয়া শেষে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে পরিণত হয়। ইহা অপেক্ষা ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যে প্রাণায়ামাদিযোগ, তদ্দ্বারা সাধকের মুক্তি হয় না; কেননা একমাত্র ব্রহ্মাত্মজ্ঞানই মুক্তিস্বরূপ; এবং তদুদ্দিষ্ট যত্নই মুক্তির সোপান। অন্যপ্রকার সাধনে কেবল সংসারগতি মাত্র হয়। সংসারগতি অনেক অর্থে বিভাজ্য, সুতরাং তাহার কামনাও অনেক।

৪। স্বর্গলোকে বা ইহলোকে মৃত আত্মীয় বন্ধুগণের সহ পুনর্মিলন; স্বর্গাদিভোগান্তে মুনি ঋষি বা দেবতার ন্যায় হইয়া মর্ত্ত্যলোকের উপকারার্থে পুনরাগমন; যোগবলে অলৌকিক পরাক্রম প্রদর্শন; বিস্ময়জনক ক্ষমতালাভ পূর্ব্বক কাহাকে অনুগ্রহ কাহাকেও বা অভিসম্পাত করিতে পারা; পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থান করতঃ দেবতার ন্যায় চন্দ্রলোক ও নক্ষত্রলোকে ভ্রমণ; কণ্ঠের স্বর, নিশ্বাসের সৌরভ, শরীরের কান্তি প্রভৃতির উন্নতি সাধন; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও মলমূত্র ত্যাগ দমন; প্রেতযোনিদিগের উপরি আধিপত্য লাভ; ভূতাবিষ্ট নরনারীগণকে ভূতের আবির্ভাব হইতে আরোগ্যকরণ, শয্যাতে দেহ রাখিয়া অর্দ্ধদণ্ডকালের মধ্যে ইউরোপ বা আমেরিকার কোন নগরে গিয়া, ব্যক্তিবিশেষের সংবাদ আনিয়া তাহার আত্মীয়দিগকে বলিতে পারা ইত্যাদি কামনা প্রেরিত অনেকেই অনেকে প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস করেন। এই সকল শক্তি সাধনার্থে এই বর্ত্তমান সময়ে বৈদেশিক যোগবিদ্যা সকল বিদেশীয় এবং এদেশীয় অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। তাহাতে কাহারো কাহারো সত্ব ও গবেষণা দ্বারা তাঁহাদের আবশ্যকীয় যোগাঙ্গ বাক্য সকল ভারতীয় যোগশাস্ত্র হইতে আকর্ষিত হইয়া বিদেশজাত যোগতত্ত্বের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে। এইরূপ দেশী বিলাতী উপকরণে সংগঠিত নব্য যোগতত্ত্ব আমাদের অনেক সুযোগ্য নব্যগণের হৃদয়ে ঐ সমস্ত অলৌকিক কামনা যোগাইতেছে। এবং সেই সকল কামনাসিদ্ধির নিমিত্তে তাঁহারা কেহ বা যোগসাধনে, কেহ বা তাহার প্রশংসাবাদে অভিরত হইয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি পূর্ব্বক এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় দিতে গেলে, ইহাই বলিতে হয় যে, এ সমস্ত আশা মায়াবন্ধনও পরাক্রমসকল ভোজবাজী মাত্র।

৫। অনেকে এই সকল আন্দোলনকে হিন্দু ধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণ মনে করিতেছেন, কিন্তু তাহা ভ্রম। এই ভারতবর্ষে যাহা শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মজ্ঞান রূপ পরমযোগ, এবং যাহা অলৌকিক শক্তি বা ঐশ্বর্য্য পদ অবাপ্তির সাধন তাহাই যখন কোন কালে সামাজিক হিন্দুধর্ম্মরূপে গণ্য হয় নাই, তখন এই মিশ্রযোগবিদ্যা সামাজিক হিন্দুধর্ম্মের পোষক, সম্পূরক বা সংস্কারকরূপে গণনীয় হইতে পারে না। এবং এমনও মনে করা উচিত নহে যে, এই মিশ্র বিদ্যা কোন অংশে মহাদেব ও ঋষিগণের প্রণীত যোগশাস্ত্র সমূহের গুণাধান ও দোষাপনোদন করিবার যোগ্য।

৬। অতএব এই ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ও চপল বুদ্ধির প্রেরিত যোগাভ্যাসের কোন উপকারিতা দৃষ্ট হয় না। সমাজ সম্বন্ধেও নহে, ধর্ম্মসম্বন্ধেও নহে এবং শাস্ত্রীয়জ্ঞান সম্বন্ধেও নহে। ফলতঃ শাস্ত্রীয় প্রাণায়ামাদি যোগসাধন শুভকর হইলেও তাহা অগ্রের কার্য্য নহে। অগ্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অর্থাৎ গার্হস্থ্য ও সামাজিক হিন্দুধর্ম্মের পালন; বিধিবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান; বেদ, আগম, পুরাণ বিহিত নিত্য দেবসেবা, ব্রত, যজ্ঞ, দেবোৎসব, জপ, পুরশ্চরণ, কুমারীভোজন, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীভোজন, দানধর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ; পশ্চাৎ যোগসাধন। নতুবা এ সকলের মধ্যে কোন অনুষ্ঠান নাই। একেবারে বায়ুদমন পূর্ব্বক একান্তে পদ্মাসনে উপবেশন। এরূপ আচারে হিন্দুধর্ম্ম থাকে না। গৃহস্থাশ্রমেও শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে স্থিতি করিয়া, শাস্ত্রবিহিত গৃহস্থ গুরুর আশ্রয়ে, কর্ম্মানুষ্ঠানের অবসানে, অথবা সন্ধ্যাবন্দনার অঙ্গরূপে যোগাভ্যাস করার আপত্তি নাই। কিন্তু ইহার কোন অনুষ্ঠান নাই, একেবারে যোগী হওয়া, মস্তকে দীর্ঘ কেশ বা জটা রাখা এবং গৈরিক বস্ত্র পরা, এ সকল আচারকে অনেকে অসঙ্গত এবং শিষ্টাচার বিরুদ্ধ মনে করেন, এবং কর্ত্তার এরূপভাব দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণ ভয় প্রাপ্ত হয়। ইহা যোগ নহে, কিন্তু অত্যন্ত বিজাতি চপলতার মধ্যে ইহাও একটী।

৭। এরূপ যোগাচার স্বেচ্ছাচার মাত্র। গৃহীদিগের পক্ষে উহা নরক। তাহা শাস্ত্রবিধি বর্জ্জিত কুলাচার ও আশ্রমধর্ম্ম বহির্ভূত এবং জ্ঞানমার্গের সোপানস্বরূপ দীক্ষা সংস্কার বিহীন। কুলার্ণব তন্ত্রে (প্রাঃ তোঃ ৬০৬ পৃ) পরমারাধ্য মহাদেব কহিয়াছেন।—

"সময়াচারহীনস্তু স্বৈরবৃত্তের্দুরাত্মনঃ। নসিদ্ধয়ঃ
কুলভ্রংশস্তং সংসর্গং নকারয়েৎ।
যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি পরত্র না পরাঙ্গতিম্।
স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানো যো দীক্ষা সংস্কারবর্জ্জিতঃ।
নতস্য সদ্গতিঃ কাপি তপস্তীর্থ ব্রতাদিভিঃ।"

যে ব্যক্তি সময়াচারবিহীন স্বেচ্ছাচারী ও কুলভ্রষ্ট তাহার সংসর্গ করিবেনা। যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি ইহকালে সিদ্ধি, পরকালে সুখ ও পরমগতি লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি দীক্ষাসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করে তাহার তপস্যা তীর্থভ্রমণ এবং ব্রতাচরণ আদি দ্বারা কখনও সদ্গতি হয় না।

৮। শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের ঘোর নিষেধ ও নিন্দা দৃষ্ট হয়। শাস্ত্র ও কুলধর্ম্মলঙ্ঘন পূর্ব্বক তপস্যা, যোগাচার ও তীর্থ আশ্রয় করিলেও নিস্তার নাই। ইহার শতই কারণ থাকুক, তন্মধ্যে প্রধান হেতু এই যে, শাস্ত্রবিধি ও কুলধর্ম্ম ধরিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান পরায়ণ হইলে, পর পর রূপে জ্ঞানে আরোহণের একটী মনোহর সোপান পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিলে সেটী মেলেনা। শাস্ত্রে যোগ সাধনের কতই প্রকারভেদ ও ফলভেদ কহিয়াছেন, কিন্তু অন্তে সে সমস্ত প্রণালীকে গৌণ উপায় এবং ফল সকলকে অবান্তর সিদ্ধিমাত্র কহিয়া, একমাত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিরুপাধিক মহা সংযোগ রূপ একীকরণকে মুখ্য যোগ কহিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রীয় পন্থাতে স্থিতিয়া থাকিলেই ঐ মুখ্য যোগে আরোহণ করা যায়। কিন্তু কোন নবীন মতে সে সম্ভাবনা নাই। কেন না শাস্ত্রব্যতীত অন্যত্রে জীবব্রহ্মের ঐক্যচিন্তারূপ যোগের বিন্দু বিসর্গও নাই। শাস্ত্রের আশ্চর্য্য লক্ষণ এই যে, তন্মধ্যে নিম্নাধিকারী ব্যক্তিগণের প্রতি যে সকল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা পাওয়া যায়, উচ্চাধিকারীর পক্ষে তদ্বিরোধী অথচ, তদপেক্ষা মুখ্য অনুষ্ঠান সকল তাহাতে দৃষ্ট হয়।

৯। যোগানুষ্ঠান সম্বন্ধে শতশত প্রকার ভেদের পর জীব ব্রহ্মের ঐক্যধ্যানরূপ যোগকেই প্রধান বলিয়াছেন। যথা—

"বহু যোগ বহুবিধা যুক্তা এবং কথং জীবাত্মনোরৈক্যমাত্রং যোগ ইত্যুচ্যতে ইতি চেৎ সত্যং। তে যোগা প্রাণায়ামাদি কর্ম্মরূপতয়া গৌণা এব মুখ্যযোগস্তু জীবাত্মনা রৈক্যমেব"। (প্রাঃ তোঃ পৃ ৫০৪) তথাচ কুলার্ণবে "নৃপদ্মাসনতো যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ। ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাইতি" (প্রাঃ ঐ ; এস্থানে প্রশ্ন এই যে, যোগ তো বহুবিধই উক্ত হইয়াছে। আবার জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য চিন্তাই যোগ একথা কেন বলা হইল? ইহার উত্তর এই যে, প্রাণায়ামাদি যে সকল যোগ, সে সমস্ত ক্রিয়ারূপী (এবং যখন ক্রিয়ারূপী তখন তাহার ফল সকলও অনিত্য) বিধায় গৌণ যোগ মাত্র। কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞানই মুখ্য যোগ। যথা কুলার্ণবে সদাশিব কহিতেছেন—পদ্মাসনে উপবেশন দ্বারা বা নাসাগ্র ভাগ নিরীক্ষণ দ্বারা যোগানুষ্ঠান হয় না। কিন্তু যোগবিশারদেরা বলেন, পরমাত্মাতে জীবাত্মার ঐক্যই যোগ। *

যদি কেহ গৌণ বা মুখ্য কোন যোগ সাধন করেন তবে তাহা তাঁহাকে কোন শাস্ত্রের বিধানানুসারে এবং কুলধর্ম্ম ও শিষ্টাচারের অবিরোধে করিতে হইবে। নচেৎ পাপস্পর্শ হইবে। (হিন্দু-পত্রিকা)

প্রেমই শক্তি।

ছেলেবেলায় একটী গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পটী পাশ্চাত্য দেশের। এক দিন কোন মহিলা আপন শিশু সন্তানটীকে উঠানে রাখিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা, কোথা হইতে একটী ঈগল পক্ষী আসিয়া ছেলেটিকে লইয়া শূন্যে উড়িয়া চলিল। মা তাহা দেখিলেন—দেখিবাই উন্মত্তার ন্যায় ঈগলের অনুসরণ করিলেন। অদূরে একটি পাহাড়। সেথায় মনুষ্যের চলাচল নাই—পাহাড়টি এতই বনাকীর্ণ ও পথ এতই বন্ধুর! ঈগল সেই উচ্চ পাহাড়ের উপর একটি বৃক্ষশাখায় যাইয়া শিশুটিকে লইয়া বসিল। মার আর সময় নাই—দেরী হইলে শিশুটিকে হারাইতে হইবে। পাগলিনীর ন্যায় মা ছুটিয়াছেন। পথে সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিল, শিশুটির আশা ছাড়িয়া দিতে বলিল। কে কাহার কথা

* "পরমাত্মাতে জীবাত্মার ঐক্যই যোগ" এই কথায় কেহ এমন মনে না করেন যে, তাদৃশ যোগে, জীবাত্মা, পরমাত্ম সত্তাতে সংখ্যাতে এক হইয়া যান, মহাকাশে লীন ঘটাকাশবৎ। এরূপ জটিল ও কূটার্থ ঐ সব বচনের তাৎপর্য্য নহে। কেবল পরমাত্মাতে জীবাত্মার সহযোগমাত্র তাৎপর্য্য। Soul's communion with the universal soul.

of service and character from their employers or from the Deputy Inspector of the district concerned.

4. No one shall be admitted to the Matriculation examination unless he shall have completed the age of sixteen years on the 1st day of the month in which he appears at the Matriculation examination.

5. Each candidate should submit to this office, not later than the 1st December 1909 his application for admission to test examination, stating the following particulars:—

(1) Age, (2) residence, (3) father's name, (4) second language besides English, (5) whether he appeared at any previous Entrance examination, (6) Vernacular language for composition, (7) Vernacular language from which translation is to made into English in the first English paper, (8) which of the following subjects he has taken up.

(a) Additional Mathematics,

(b) Additional paper in the Classical language,

(c) History,

(d) Geography,

(e) Elementary Mechanics.

6. The admission-fee for the examination is Rs 4 for each candidate, and is to be remitted with the application within the prescribed date, after which a fine of Re 2 is to be imposed for each week's delay.

7. No private student will be admitted to the test examination unless accompanied, for the purpose of identification, by some person known to this office.

8. Candidates who are sent up by this office must appear at the Calcutta Examination Centre.

9. Those who reside at a distance from Calcutta may, with special permission, present themselves at the test examination held by the head master of the nearest aided or Government high school within the Presidency Division on condition that they appear at the centre selected by the candidates from that institution. The head master of such school is hereby authorized to sign the application, which must afterwards be countersigned by the undersigned. The fees and fines paid by these candidates as per paragraph 5 above should be utilized in meeting the cost of the examination.

10. The dates for holding the Matriculation examination of 1910 will be notified hereafter.

11. Applications and fees for admission to the examination must reach the office of the Registrar on or before the prescribed date.

Intermediate and B A Examinations.

Deputy Inspectors, Sub-inspectors and bona fide teachers of English in schools in the Presidency Division who have been employed for at least three years preceding the examination in the exercise of their profession will be admitted to the above examinations on production of certificates of character and length of service (with dates) from their employers. Laboratory Assistants and Demonstrators and Librarians of affiliated colleges will be treated as teachers. Their applications must reach this office on or before the 11th January 1910.

1. In accordance with section 9, Chapter XV, of the Revised Regulations dealing with the registration of University students, all candidates, who intend to appear at any of the ensuing examinations of the University of Calcutta otherwise than as students of some affiliated institutions and who have applied for or have obtained the special permission of the Senate for the purpose, are required to apply to the Registrar of the Calcutta University for the registration of their names as University students. No person will be deemed a "University student" unless and until his name has been duly registered, and none but "University students" will be eligible for admission to any University examination other than the Entrance or Matriculation. A registration fee of Rs 2 must accompany every application.

2. Candidates for the B A examination must send their F A certificates and candidates for the Intermediate examination their Entrance certificates, together with a letter, in original from the Senate of the Calcutta University, permitting them to appear at the examination.

3. Candidates should carefully read the printed form of application and supply all the informations required by the University, including the Registrar's receipt in the case of the school-masters who were admitted to previous examination of the same class.

4. The Intermediate and B A examinations in 1910 will be held in March 1910.

5. Applications with the countersignature of the undersigned and fees for admission to the above examinations must be sent to the office of the Registrar on or before the prescribed date by the candidates direct.

285, Bow Bazar Street, Calcutta, *The 8th October 1909.* P. Mukherjee, *Inspector of Schools, Presidency Division*

মূল্য-প্রাপ্তি

[illegible]

১৩৩২ শ্রীযুক্ত কাজী মফিজ আহমদ,
পোঃ সাং ফুলবাড়ী ৩০/০

১৪৩৩ " পরীক্ষিত মণ্ডল, হেড পঃ
বাগনী গ্রাম; উঃ প্রাঃ স্কুল

১৪৩৪ " মহারাজা গিরিজা নাথ রায়,
বাহাদুর ১৩১৬ সাল দিনাজপুর,

১১১ " অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়
কোন্নগর হাই স্কুল ৩০/১

১৪৩২ " [illegible]

[illegible] *[illegible] Ghose Chaudhury*,

জঙ্গলে গেলেন। পরিশ্রান্ত হইলে একটী আশ্রম দেখিতে পাইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সৌম্যমূর্ত্তি এক ব্রাহ্মণ যোগাসনে অবস্থিত। মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল। চক্ষুদ্বয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত। অর্জ্জুন নিকটে বসিয়া এক দৃষ্টে তাপসবর যোগের স্নিগ্ধ আনন্দের শোভা দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যোগী ধ্যান ভঙ্গে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অর্জ্জুনকে দেখিলেন। তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিহিত অতিথি সৎকার করিলেন। আতিথ্য গ্রহণে অর্জ্জুন কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার পার্শ্বে একরূপ তীক্ষ্ণ খড়্গ এবং দুইটী শাণিত তীর দেখিতেছি। আপনি কি কখন ব্যবহার করেন?" যোগী বলিলেন "না। তবে আমি ঐ দুইটী তীর দুইজন ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ জন্য রাখিয়াছি। উঁহাদের খাতির বলিয়া বড় যশ—কিন্তু তাহারা বড়ই মন্দ লোক। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। আমি তাহাদের দোষ ধরি না। কিন্তু জ্ঞানকৃত দোষে শাস্তির প্রয়োজন।" —সৌম্যমূর্ত্তি তাপস তখন অগ্নিমূর্ত্তি! বিস্মিত অর্জ্জুন ঐ দুই জনের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগী বলিলেন "একজনের নাম প্রহ্লাদ।" অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তিনি যে ভগবানের পরম ভক্ত, পরম প্রিয়!" তাপস বলিলেন "তাঁহার প্রিয় কে নয়? তাঁহার কথা ছাড়িয়া দাও। কিন্তু প্রহ্লাদকে ভক্ত বল কিসে? সে বালক হইলেও ভগবানকে জানিয়াছিল। অজ্ঞ লোক নয়। খেলার আনন্দ পাইয়াছিল। যখন তাহার বাপ তাহাকে মারিতে চাহিয়াছিল সহজে মারিতে দিলেই চুকিয়া যায়। সে কেন ভগবানকে একটা বিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইল, থামের ভিতর হইতে বাহির করাইল। ঈশ্বরকে কত কষ্ট দিল বল দেখি! সেজন্য কিছু লাঞ্ছিত হইয়া ছিল কি? অন্তর ভিতর তাহার একটু ক্লেশ করিয়াছিল কি? সে আবার ভক্ত! আমি দেখা পাইলেই উহার এক তীর তাহাকে মারিব।" এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তের কথায় বিস্ময়ে আপ্লুত অর্জ্জুন কুণ্ঠিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "অপর ব্যক্তি কে?" যোগী বলিলেন "একজন অর্জ্জুন নামে ক্ষত্রিয় আছে। সে পাষণ্ড ভগবানকে দিয়া ঘোড়া হাঁকাইয়াছে। ধিক্ তার জীবনে! না হয় ভারত যুদ্ধে হারিয়া যাইত, তাহাতে ক্ষতি কি হইত? ধর্ম্ম যুদ্ধে পরাজয় হইলে ও 'আত্মীয় স্বজন মরিবে বলিয়া' পৃথ্বীটা পুরই জয় পাইয়াছিল, কিন্তু ভগবানকে সারথে নিযুক্ত করিতে একটুও লজ্জা হয় নাই! সে আবার ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি পাইয়াছে!" তাপসের কথায় এবং তাঁর একান্ত লাঞ্ছিত অর্জ্জুনের মনের পাপ কাটিয়া গেল! তিনি সত্বরে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে মাথা দিয়া পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

(৬৬)। কর্ম্মযোগ (নারদের দুধের বাটি)।— একদা মহর্ষি নারদ জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন "মা! আমার অপেক্ষা তোমার প্রিয় ভক্ত আর কেহ আছে কি?" পার্ব্বতী উত্তর করিলেন "নারদ! তুমি অনুক্ষণ নাম গান করিয়া বিচরণ করিতেছ তোমার অন্য কোন চিন্তা নাই তুমিও একজন প্রধান ভক্ত।" নারদ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আমার মত তোমার ভক্ত কাহারা ও কে কোথায় থাকে?" পার্ব্বতী উত্তর করিলেন "অমুক গ্রামের অমুক গৃহস্থ আমার একজন।" নারদ তথায় গিয়া অলক্ষ্যে ঐ গৃহস্থের কার্য্যকলাপ কয়েক দিন ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "মা! সে লোকটা গৃহীর মধ্যে মন্দ নয়, তবে ভক্ত একটুও নয়। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সব করে বটে কিন্তু সংসারের কাজে একেবারে জড়িত। ঘর দ্বার ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা; পরিবারস্থ সকলের আর অন্য মজুরদের খাওয়া পরা সবই দেখা; সাহায্যপ্রার্থী সকলকে যথাসাধ্য যথাযথ সাহায্য করা; লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া, গাই বলদ পশু পক্ষী পালিত পশুদিগকে যত্ন করা; অন্তরে সৎ ভাবে নির্লিপ্ত থাকা; গ্রামের লোকের সহিত মিলিয়া পুষ্করিণী খনন এবং পথ ঘাট পরিষ্কার, বৃক্ষ পাতা প্রভৃতি করা, অভাব দেখিলেই শ্রমজীবিদের কোন না কোন কাজ দেওয়া; নিকটস্থ স্বদেশী শিল্পীদের দ্রব্যজাত লইয়া এবং সর্ব্বপ্রকার উৎসাহ দিয়া তাহাদের অন্ন সংস্থানে সাহায্য করা; টোল পাঠশালার সহায়তা করা; সর্ব্বধর্ম্মের এবং সকল অবস্থার স্বদেশীর সহিত ভাইএর মতন মেশা এবং সাহায্যে উন্মুখ থাকা ইত্যাদি গৃহস্থের সকল কাজই সে ঠিক ঠিক করে বটে কিন্তু তোমার আরাধনা কি করে? শয়ন করিতে যাইবার সময় বড় অসাবধানে উহার পায়ে ঠেকা লাগিয়া গিয়া একটা দুই পয়সার মাটির কলসী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মজুরে কয়েকটা পয়সা লইয়া চলিয়া গিয়াছে অথচ মটকাটা বাঁধা যে ভাল হয় নাই তাহা দেখিয়া লইতে ভুল হইয়াছিল ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মনের ত্রুটির স্মরণ করিয়া অতি কাতর ভাবে বলে "মা! এজন্মের মার্জ্জনা কর কাল যেন কাজ সব ঠিক ঠিক করিতে পারি।" উহার মুখে আমার নাম শুনি নাই। কি ঘোর সংসারী!! শুতে উঠিবার সময় আর একবার 'মা' বলে। এই পর্য্যন্ত তোমার সহিত সম্পর্ক!"

পার্ব্বতী স্মিত মুখে বলিলেন "বৎস নারদ! অনেক দূর হইতে আসিয়াছ, পাশের ঘরে একটু দুধ আছে—উহা আনিয়া আমার সামনে বসিয়া খাও. আমি দেখিব; পরে ও সকল কথা হইবে।" মার আদরে আনন্দে পুলকিত নারদ পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন একটা বাটিতে কানায় কানায় দুধ রহিয়াছে। তিনি হাত ধুইয়া অতি যত্নে উহা তুলিলেন। যেন দুধ পড়িয়া না যায় এই ভাবে হাত মন ও দৃষ্টি সংযত রাখিয়া ধীরে ধীরে পদক্ষেপ পূর্ব্বক দুধ লইয়া জগন্মাতার কাছে আসিলেন এবং সামনে বসিয়া আনন্দময়ীর স্মিতমুখ দেখিতে দেখিতে সেই সুস্বাদু সুরভি দুগ্ধ পরমানন্দে আস্তে আস্তে পান করিলেন। তাহার পর বাটিটি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া সামনে বসিলেন এবং মা'র স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে পরম শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। পার্ব্বতী স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন "নারদ দুধ আনিবার সময় কি আমার ধ্যান করিতেছিলে?" নারদ বলিলেন "মা! পাছে তোমার প্রসাদী দুধ চল্‌কাইয়া পড়িয়া যায় এই ভয়ে আমার প্রাণ মন সমস্তই ঐ দুধের বাটীর কানার উপর স্থির ছিলাম। অন্য কিছুই মনে করিতে ছিলাম না।" পার্ব্বতী বলিলেন "নারদ! তুমি যদি আমার নাম গান করিতে করিতে দুধ ছড়াইতে ছড়াইতে নিশ্চেষ্ট ধ্যানস্থ ভাবে আসিয়া দুধ খাইয়া এঁটো বাটি একখানে রাখিয়া দিতে তাহা কি ভাল হইত?" নারদ বলিলেন "মা! এরূপ কাজ কি করিতে পারি? এত ভক্তিহীন হওয়া কি সম্ভবে? সেরূপ করিতে পারিলে আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞ ও অধম কে?" দেবী বলিলেন "নারদ! সেই গৃহস্থ সমস্তই আমার প্রসাদী বলিয়া জানে। আমার উপরই মন দিয়া আমারই পূজা ভাবে সংসারের সকল কাজ করিতেছে। দুধ চল্‌কাইয়া পড়িলে তোমার মনে যেরূপ হইত আমার দেওয়া ভাবে দেখে বলিয়া অসাবধানে মাটির কল্‌সী ভাঙ্গিয়া গেলে উহার সেইরূপই মনে হয়। আমি তাহার প্রত্যেক কার্য্য ও মনের গতি দেখিতেছি সে উহা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করে। তুমি যেমন আমার দিকে আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া দুধ পান করিলে সেও সেইরূপ আমাকে সর্ব্বদা সুস্পষ্টই দেখিতে পায় এবং মাতার কাছে বালকের ন্যায়ই আমার কাছে

উপর বৎসরকাল মধ্যে বিলি হইয়াছে, অর্থাৎ গত বৎসরে যাহা হইয়াছিল তদপেক্ষা প্রায় ৫কোটী ৮৫ লক্ষ বেশী।

বিগত আদমসুমারীতে লোকসংখ্যা যত স্থির হইয়াছে তদনুসারে ধরিলে পত্র পোষ্টকার্ড প্যাকেট ও পার্শেল প্রভৃতি প্রত্যেক লোকের হিসাবে ৩.১১ করিয়া পড়ে এবং শিক্ষিত লোক ধরিয়া হিসাব করিলে প্রত্যেক লোকের হিসাবে ৫৫.৫৫ করিয়া পড়ে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

উদ্বোধন—কার্ত্তিক ১৩১৬। এবারের প্রবন্ধগুলিও অতি সুন্দর। মূল্য ডাকমাশুল সহিত বার্ষিক ২ টাকা মাত্র। কোন মাসিক পত্রেই উদ্বোধনের ন্যায় সাত্ত্বিক প্রবন্ধ দেখিতে পাই না। শরৎচন্দ্র দেবের "বিবেকানন্দ সম্বন্ধে "শাস্তির সুধা" নামে প্রকাশিত হইতেছে। ছেলেদের পুস্তক করিবার জন্য এরূপ সুন্দর জিনিষ বাঙ্গালা ভাষায় বেশী আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য বন্যায় অনেক উপকার করিয়াছেন। যাঁহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা বেলুড় মঠে কিছু কিছু পাঠাইয়া দিলে তাঁহাদের অর্থের সদ্ব্যয় হইবে। উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্ম বিজ্ঞান একাধারে ভাবে [illegible] হইল।

[illegible] মাসিক পত্র। [illegible] যোগেন্দ্র [illegible] সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ।৵০ টাকা। "[illegible]" [illegible] হইল।

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—কটকের সবজজ ও সহকারী সেঃ জজ বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখো মুরশিদাবাদের ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। [illegible] জঃ মাঃ মিঃ মোনাহন [illegible] অতিরিক্ত ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। [illegible] মাঃ মিঃ ত্রেন কটকের ডি[illegible] হইলেন। [illegible] ১ম শ্রেণী[illegible] [illegible] ২৯ [illegible]

হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। জঃ মাঃ মিঃ [illegible] উক্ত পদে নিযুক্ত হইলেন। জাঃ মাঃ মিঃ রাথর্ড ১ম শ্রেণীর জঃ মাঃ হইয়া জঙ্গলপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত মিঃ ক্রামণ্ড আই সি এস জঙ্গলপুরের মাঃ হইলেন। মুরশিদাবাদের ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ বরদাচরণ মিত্র ১ মাস ৯ দিনের কটকের সেঃ মাঃ মিঃ ম্যাকফিয়ড স্মিথ ১ মাসের [illegible] কার্য্যবিভাগের ডিরেক্টরের পার্শ্বনাল আসিষ্টান্ট মিঃ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো ১মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—কটকের মুঃ বাবু কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত তমলুক সবজজ হইলেন। বাবু অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী এম এ বি এল কটক সবজজ মুঃ হইলেন।

শিক্ষা—বাবু [illegible]চন্দ্র [illegible] এম এ প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর আসিষ্টাণ্ট হইলেন। [illegible] বালিকা স্কুলের ক্লার্ক বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো বর্দ্ধমান বিভাগের অতিরিক্ত ইনঃর ক্লার্ক হইলেন। [illegible] সব ইনঃ বাবু আনন্দবিহারী এবং সাহাবাদের সব ইনঃ বাবু সুরেশ্বরীপ্রসাদ পরস্পরের পদ বদলাবদলী ব্যবস্থা হইলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিএ বর্দ্ধমানের সব ইনঃ হইলেন। চম্পারণের সব ইনঃ মৌঃ আলি আকবর বিএ পাটনা সিটি স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ হইলেন। উক্ত হেঃ মাঃ বাবু দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যো মজঃফরপুর জেলা স্কুলের শিক্ষক হইলেন।

[illegible]

[কলিকাতা] বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার মিঃ এ আর্লি একণে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত মিউনিসিপালিটির অষ্টম মাসিক সাধারণ অধিবেশনে তিনি সর্ব্বপ্রথম সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তির সভাপতি নিয়োগে মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিঃ আর্লি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন," আমি এই পদ বিশেষ সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেছি। যে সকল কার্য্য করিতে হইবে শুধু যে সেই সকল কার্য্যের গুরুত্ব বোধে এ কথা বলিতেছি তাহা নয়; আপনাদের মত বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকদিগকে পাইয়া [illegible] বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। ঠিক ভাল করিয়া পড়িয়া লইবার সময় না পাইয়া আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমা করিতে একজন ব্যারিষ্টারের যেরূপ অবস্থা হয়, আমার অবস্থাও তদ্রূপ। আমি নূতন, আমার কার্য্যে ত্রুটি ঘটা অপরিহার্য্য, আমার একজন অনেক দিনের বন্ধু তিনি মিউনিসিপালিটীর একজন সভ্য, তিনি একদিন কথায় কথায় আমাকে বলেন, "তুমি যে সকল কাজ করিয়া আসিয়াছ, সে সকলের তুলনায় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের কাজ ছেলে খেলা মাত্র। আমি কিন্তু তাঁহার সে কথার অনুমোদন করিনা। আমি সন্তুষ্ট ভাবে আপন কার্য্য চালাইতে পারিলেই সুখী হইব। আমি জানি আপনারা সকলেই কাজের লোক। আপনাদের সময় বহুমূল্য। আমার পাক্ষিকে সাধারণের কার্য্যে বিলম্ব ঘটিয়া আপনাদের কাজের ক্ষতি না হয় অনুক্ষণ আমি এই বিষয় স্মরণে রাখিব।

গত বৎসর ভাজাল দুগ্ধ বিক্রয় করিবার জন্য বত্রিশ (৩২) জন দিবের মহাজনকে স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪ জনকে একবার দণ্ডপ্রাপ্তির পর পুনরায় ঐ ঐ অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। খাদ্য পরিদর্শক ৩০৮১ দফা গোয়ালার ভাজাল দুধ নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার হাসপাতাল সমূহের পোষণ জন্য যত সাহায্য করা হয় তৎসম্পর্কে হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অভিমত শুনিয়া এবং সিভিল হাসপাতাল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেলের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী ব্যবস্থা ঠিক করিবার জন্য যে বিশেষ কমিটী বসান হয় উক্ত কমিটীর কৃত ব্যবস্থা পাকা করিবার জন্য মিউনিসিপালিটীকে জিজ্ঞাসা করা হয়। ডাক্তার বাক প্রস্তাব করেন যে বিশেষ কমিটী যে হাসপাতালে যত টাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন তাহা মঞ্জুর করা হউক। মেডোয়ার হাসপাতালে ৫০০৲ কলিকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতালে ৫১০০০ টাকা, কলিকাতা হাসপাতাল নার্স ইনষ্টিটিউশন ২০,০০০ টাকা; মেও ও দেশীয় হাসপাতাল ১০,০০০ টাকা; শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাসপাতাল ৮৫০০ টাকা; ডফরিণ হাসপাতাল ৪০০০, দি রেফিউস ৬০০০ টাকা; কুষ্ঠাশ্রমে ২৪০০ টাকা, আলবার্ট ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ২০০০ টাকা; চেতলা ডিস্পেন্সারী ১২০০ টাকা; সেণ্ট ক্যাথরিন হাসপাতাল ৫০০ টাকা এবং বেলুন ডিস্পেন্সারী ১০০ টাকা, [illegible] ভোটে উঠিলে কেবল কলিকাতা হাসপাতাল [illegible] ইনষ্টিটিউশন ব্যতীত আর সকলগুলিকেই [illegible] টাকা দেওয়ার [illegible]।

জয়পুরের বড় মহারাণী গত ৬ই নভেম্বর প্রাতে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কিছুদিন ধরিয়া অসুখ ভোগ করিতেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সপ্তাহ কাল অবস্থা কিছু খারাপ হইয়াছিল। এই মহারাণী দিল্লী দরবার উপলক্ষে ভারতের দুর্ভিক্ষ ট্রষ্ট ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে জয়পুরে ভারত সম্রাট এডওয়ার্ড পত্নীর গমন স্মরণে রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐ ফণ্ডে আর এক লক্ষ টাকা দান করেন।

কলিকাতার এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে শীঘ্রই আরও একশত রোগীর শয্যার বন্দোবস্ত হইবে। হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ একশত জোড়া ধুতী ২০০ জোড়া ফেলানেল সার্ট এবং ২০০ গরম কম্বল পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন।

[বর্দ্ধমান] ভাগীরথী দাতব্য ঔষধ তরণী।—বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত পাইক পাড়া হইতে সুজাপুর পর্য্যন্ত ৪০ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে ভাগীরথী তীর সমাশ্রিত নিঃস্ব অধিবাসী বৃন্দের সাহায্যার্থ, একটি নৌকাতে, উপরি উক্ত নামে একটি দাতব্য ঔষধালয় সরকার হইতে খোলা হইয়াছে। ঐ নৌকাস্থিত ঔষধালয়টি পার্শ্ব লিখিত গ্রাম সমূহে মাসে দুইদিন উপস্থিত হইবে এবং নৌকাস্থিত সরকারি কর্ম্মচারি সমাগত দরিদ্র রোগিগণকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিবেন। প্রাতঃকালে ছয়টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত ঔষধ বিতরণের সময় নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসেরই নিম্নলিখিত তারিখে নিম্নলিখিত স্থান সমূহে নৌকা ছয়টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবে। পাইক পাড়া ১২ই ২৭শে মির্জ্জাপুর ১৩ই ২৮শে; দোবসা ১৪ই ২৯শে; নাদনঘাট ১৫ই ৩০ শে; সমুদ্রগড় ১লা ১৬ই; একডালা ২রা ১৭ ই; মেরতলা ৩রা ১৮ ই; মাজিদা ৪ঠা ১৯ শে; পাটুলী ৫ই ২০ শে; অগ্রদ্বীপ ৬ই ২১ শে; কাবরাজপুর ৭ই ২২ শে; উদ্ধানপুর ৮ই ২৩ শে; সুজাপুর ৯ই ২৪ শে; নর্ম্যান ওয়ালটার ম্যাকওয়ার্থ, কাপ্তেন, আই. এম, এস। বর্দ্ধমান জেলার সিভিল সার্জ্জনের স্বাক্ষরিত এইরূপ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

[সাধারণ] বিগত ৯ই নবেম্বর মঙ্গলবার সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসবে সর্ব্বত্র হইতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সাড়ম্বরে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। সম্রাট প্রদত্ত পুলিস মেডেল পুলিসের ৫০ জন কর্ম্মচারী প্রত্যেককে দেওয়া হইয়াছে। এই ৫০ জনের মধ্যে ভারতবাসী ৩৪ জন। ঐ মেডেল যাঁহাদের দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের নামের তালিকা আজও ভারতে আইসে নাই।

ষ্টেট সেক্রেটরী মহাশয় লর্ড মর্লের প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার আইন সম্বন্ধে শেষ সভার অধিবেশন বিগত ১০ই নবেম্বর সিমলায় হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের বিবরণ ইণ্ডিয়া গেজেটে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অতঃপর আইন কার্য্যে পরিণত হইবে। মিঃ এস পি সিংহ, মিঃ মিলার এবং স্যর হার্কোর্ট ভিসলে সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ হার্ডে অদ্য তথা হইতে যাত্রা করিবেন স্থির আছে।

ক্রিকেট খেলায় অদ্বিতীয় জাম সাহেব রণজিৎ সিংজী এদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে ক্রিকেট খেলার উন্নতি জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বোম্বের সমস্ত হিন্দু ক্রিকেট খেলোয়ারদিগকে তাঁহার রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার দলের দুই একজন ইংরেজ প্রত্যহ সকালে ও বিকালে এই সকল খেলোয়াড়দিগকে শিক্ষা দিবেন।

নবনগরের জামসাহেব গুজরাটী সাহিত্য পরিষদে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৪ঠা তারিখে জাপানী প্রিন্স ইতোর সমাধি হইয়াছে। এতদুপলক্ষে জাপানে যে লোক সমারোহ হইয়াছিল তেমন আর জাপানে কখনও হয় নাই। প্রিন্সের মৃতদেহ তাঁহার হিবিয়া পার্কের গৃহ হইতে বাঁশের বাক্স সহকারে লোকেরা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। মৃতদেহ সম্বলিত আধার তিন ঘণ্টার জন্য একটি বিশেষ দেব মন্দিরে রাখা হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্যদিগের মধ্য হইতে লর্ড কিচনার মৃতদেহাধার মাল্যভূষিত করিয়াছিলেন। ইহার পর ছয় মাইল দূরে ওয়রী নামক স্থানে মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া সমাধিস্থ করা হয়।

আগামী বর্ষের জুন মাসে এডিনবার্গ সহরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রীদিগের এক সম্মিলনী বসিবে। এই সম্মিলনীতে ৪০০ শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইবেন। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ রুজভেল্টও উপস্থিত হইবেন।

বরোদারাজ্যে বড়লাট বাহাদুর যাইবেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য গুইকোয়ার এক লক্ষ পনর হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। গুইকোয়ার তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরাকে সঙ্গে লইয়া বোম্বাইয়ে আসিয়াছেন। কন্যা তথায় ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দিবেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

মিঃ এস ভি পরাঞ্জপে এম এ শিক্ষা বিষয়ে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর শিক্ষার জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় সম্প্রতি বরোদা রাজ্যে সমগ্র ভারতের সাহিত্যিকগণের এক সভা হইয়াছিল। বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার ভাণ্ডারকর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় নিম্নলিখিত ৩টী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। (১) শিক্ষাদান ব্যাপারে সর্ব্বত্র দেশীয় ভাষার প্রচলন, (২) ভারতের সর্ব্ব ভাষা দেবনাগর অক্ষরে লেখা, (৩) ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে কাজ চালাইবার জন্য সর্ব্বত্র হিন্দী ভাষা প্রচলন করা।

(ক) প্রেসিডেন্সী কলেজের এম এ, শ্রেণীর ছাত্রেরা ইতিহাস, পোলিটিক্যাল ইকনমি ও পোলিটীক্যাল ফিলজফি বিষয়ে পরীক্ষা দানের অধিকার লাভ করিল। (খ) পাটনা কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট ও বি এ পাশ, পরীক্ষার্থিগণ ইতিহাসের পরীক্ষা দিতে পারিবে। (গ) প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রাণদাস মুখোপাধ্যায় এম এ, ১৯০৮ অব্দের গ্রিফিথ মেমোরিয়েল প্রাপ্ত হইয়াছেন। (ঘ) ভবানীপুর এল, এম, এস ইনষ্টিটিউশন হইতে ছাত্রেরা শিক্ষকতা ও ইণ্টারমিডিয়েট উভয় বিষয়ে পরীক্ষাদানের অধিকার লাভ করিয়াছে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের বি এ পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের পদার্থবিজ্ঞান (পাশকোর্স) ও রসায়ন শাস্ত্রের (পাশ কোর্স) এবং বি এস, সি পরীক্ষার্থীগণের গণিত (পাশ ও অনার কোর্স) ও রসায়ন শাস্ত্রের (পাশ কোর্স) পরীক্ষা গৃহীত হইবে। (চ) বড়লাট বাহাদুরের আদেশে ঢাকা কলেজ হইতে বিএ এবং বি এস, সি, পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ পদার্থবিজ্ঞান (অনার কোর্স) ও গণিতের (অনার) কোর্স পরীক্ষা দিতে পারিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সেনেট সভার পরামর্শ অনুসারে বড়লাট বাহাদুর আদেশ দিয়াছেন যে, ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ বর্ত্তমান সেশন হইতে পাশ কোর্সে রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষা দিতে পারিবে। উক্ত কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের ইংরাজী ভাষা, দেশীয় ভাষায় রচনা, গণিত পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বানুষ্ঠিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ছাত্রগণকে উক্ত বিষয় সমূহে পরীক্ষা

প্রেরণের অধিকার দেওয়া হইল। ১৯০৯ অব্দের জুন মাস হইতে এই ব্যবস্থানুসারে কার্য্য হইতেছে।

ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজ, মেদিনীপুর কলেজ ও বাঁকিপুরের বিহার ন্যাশনাল কলেজ ব্যবস্থাশাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিবার উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রথম দুইটী কলেজকে ১৯১০ অব্দের জুন মাস হইতে এবং শেষোক্ত কলেজটীকে ১৯০৯ অব্দের জুন মাস হইতে আইনের পরীক্ষার ছাত্র প্রেরণের অধিকারে বঞ্চিত করা হইল।

কলিকাতার রিপণ কলেজে শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় উক্ত কলেজকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল :—

১। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, আর্ট বিভাগ ইংরাজী ভাষা, দেশীয় ভাষায় রচনা, সংস্কৃত, পার্শী ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন। শেষোক্ত দুইটী বিষয় এই কলেজে প্রতি বৎসর ৮০টির অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবে না।

[২] ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, বিজ্ঞান বিভাগ—ইংরাজি ভাষা, দেশীয় ভাষায় রচনা, গণিত; পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন। শেষোক্ত দুইটী বিষয়ে প্রতি বৎসর ৮০ জনের অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবে না।

[৩] বি-এ পরীক্ষা—ইংরাজি ভাষা [পাশ ও অনার কোর্স] দেশীয় ভাষায় রচনা, সংস্কৃত [পাশ কোর্স], পার্শী [পাশ কোর্স], দর্শন [পাশ কোর্স] ইতিহাস [পাশ কোর্স], পোলিটিকাল ইকনমি [পাশ কোর্স], পোলিটিক্যাল ফিলজফি [পাশ কোর্স] গণিত [পাশ কোর্স] ও রসায়ন [পাশ কোর্স]। রসায়ন শাস্ত্রে প্রতিবর্ষে ২০ জনের অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবে না।

[৪] প্রাথমিক ও শেষ বি এল পরীক্ষা।

সংস্কৃত পরীক্ষায় পরীক্ষক।

১৯১০ সালের সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার প্রশ্ন নির্দ্ধারণ ও উত্তরের কাগজ দেখিবার জন্য সংস্কৃত পরীক্ষা সভা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মনোনীত হইয়াছেন।—

ন্যায় (ক)—পণ্ডিত—পদ্মাচরণ ন্যায়রত্ন মহীসার, কালীকুমার তর্কতীর্থ জয়পুর সংস্কৃত কঃ (রাজপুতানা), রামকৃষ্ণ ন্যায়তর্কতীর্থ ভাটপাড়া। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ন্যায়তর্কতীর্থ ভাটপাড়া।

ন্যায় (খ)—মহামহোপাধ্যায়—শিবকুমার মিশ্র গোবিন্দ পুরা (বেনারস) কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ কলিকাতা সংস্কৃত কঃ, গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ ঐ। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ কলিকাতা সংস্কৃত কঃ, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভাটপাড়া।

ন্যায় (গ)—মহামহোপাধ্যায়—কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ কলিকাতা সং কঃ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট কলিকাতা, পণ্ডিত প্রসন্ন কুমার তর্কনিধি কলিকাতা সং কঃ। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন নবদ্বীপ।

বেদান্ত

মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান, মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার মিশ্র। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন।

সাংখ্য

মহামহোপাধ্যায়—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন পূর্ব্বস্থলী বর্দ্ধমান পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় কলিকাতা সং কঃ। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি ৫ কুমারটুলি কলিকাতা।

মীমাংসা

মহামহোপাধ্যায়—চিত্রধর মিশ্র দ্বারবঙ্গ, শিবকুমার মিশ্র, কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন। বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন, পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ।

সাধারণ দর্শন

মহামহোপাধ্যায়—রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, যদুনাথ সার্ব্বভৌম, চিত্রধর মিশ্র, বাচনিক প্রশ্নের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, প্রসন্নকুমার তর্কনিধি কলিকাতা সং কঃ।

নব্যস্মৃতি

পণ্ডিত—কালীচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৫৯ রামকান্ত বসুর লেন, বাগবাজার কলিকাতা, কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার কাশিমবাজার মুরশিদাবাদ, দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন বহরমপুর জুবিলি টোল, ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ বাদুড় বাগান ২য় লেন কলিকাতা, নীলকান্ত তর্কবাগীশ কাঁথারগাছী।

প্রাচীন স্মৃতি

পণ্ডিত—হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন নবদ্বীপ, চন্দ্রচন্দ্র তর্কপঞ্চানন কলিকাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট রামদাস বিদ্যারত্ন ঘোড়াঘাটা, কালীচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

কাব্য

মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন বাঙ্গলা বাজার ঢাকা যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুর, সদাশিব মিশ্র হেঃ পঃ পুরী জেলা স্কুল, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

পাণিনি

মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার মিশ্র, পণ্ডিত দুঃখমোচন ঝা রাজোয়া, পণ্ডিত পরমেশ্বর ঝা সংস্কৃত লাইব্রেরিয়ান রাজ দ্বারভাঙ্গা কাটালবাড়ী।

কলাপ

পণ্ডিত—কালীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সামন্তসার গোঁসাইহাট, ফরিদপুর পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ ৭২ ২ বাগবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, করুণাচন্দ্র সিদ্ধান্ত পঞ্চানন কামারচর বাজাপ্তি ত্রিপুরা, নবচন্দ্র ন্যায়রত্ন চাঁদপুর।

সংক্ষিপ্তসার

পণ্ডিত—বামাচরণ ন্যায় তর্কতীর্থ কড়ুখাল, আশুতোষ তর্কতীর্থ ১৬ শিবনারায়ণ দাসের লেন কলিকাতা, দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ ন্যায়রত্ন লেন কলিকাতা শ্যামবাজার, আশুতোষ তর্কতীর্থ।

সুপদ্ম

পণ্ডিত—হৃষীকেশ শাস্ত্রী ভাটপাড়া, তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কলিকাতা সং কঃ, বীরেশ্বর তর্কভূষণ ভাটপাড়া, বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ মূলাজোড়।

মুগ্ধবোধ

পণ্ডিত—গিরীশচন্দ্র তর্কতীর্থ ইটনা যশোহর, ভবতারণ বিদ্যারত্ন কলিকাতা বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ কলিকাতা সং কঃ।

প্রয়োগরত্নমালা

পণ্ডিত—যোদনাথ স্মৃতিরত্ন বাগআঁচড়া কুচবেহার, বহুব্রত শাস্ত্রী কলিকাতা সং কঃ।

জ্যোতিষ

পণ্ডিত—মুরলীধর ঝা কিংসকলেজ বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট, শ্রীনাথ ঝা ত্রিপুরা ভৈরবী বেনারস সিটি, পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য কলিকাতা সং কঃ।

পুরাণ

পণ্ডিত—কৃষ্ণকুমার বিদ্যারত্ন খলিসপুরা, বাঙ্গালীটোলা বেনারস, বলাইচাঁদ গোস্বামী ৬৮ ৬৮ বলরাম দে'র ষ্ট্রীট কলিকাতা, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ৪০ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন কলিকাতা, হরিদাস বিদ্যারত্ন সিদ্ধান্ত বিদ্যালয় হাতীবাগান কলিকাতা।

ঋক্‌বেদ

পণ্ডিত—বহুব্রতশাস্ত্রী কলিকাতা সং কঃ, লক্ষণ শাস্ত্রী ঐ, ভক্তরাম শাস্ত্রী লাহোর এংলো বৈদিক কঃ নরদেব শাস্ত্রী জলন্ধর মহাবিদ্যালয় সাহারণপুর [illegible]।

সংস্কৃত মধ্য পরীক্ষা।

(প্রশ্ননির্দ্ধারণ কারকদিগের নাম ও ঠিকানা)

ন্যায় [ক]—পণ্ডিত হেরম্বনাথ ন্যায়রত্ন বামাইল ঢাকা

ন্যায় [খ]—মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ

বেদান্ত (ক)—পণ্ডিত লক্ষণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়

বেদান্ত [খ]— ঐ

উপনিষদ—পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য কুচ বেহার

সাংখ্য—পণ্ডিত কালীভূষণ তর্কবাগীশ দর্শনটোল পাবনা

মীমাংসা—মহাঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন

স্মৃতি [ক]—পণ্ডিত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন কার্ত্তিকপুর ফরিদপুর

স্মৃতি [খ]—" দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন বেলপুকুরিয়া

স্মৃতি [গ]—"কালীভূষণ স্মৃতিরত্ন নড়াইল

স্মৃতি [ঘ]—" বৈষ্ণবচরণ বিদ্যাসাগর ময়ূরভঞ্জ

ঋক্‌বেদ—" নরদেব শাস্ত্রী পঞ্জাব

শুক্ল যজুঃ—" বহুব্রত শাস্ত্রী

কৃষ্ণ যজুঃ—" ঐ

সামবেদ—" জগন্নাথ পাণ্ডে নারকটিয়াগঞ্জ শিকারপুর, চম্পারণ

পুরাণ—"দামোদরলাল গোস্বামী নবদ্বীপ

জ্যোতিষ—" পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য

কাব্য—" অজিতনাথ ন্যায়রত্ন

সিদ্ধান্ত কৌমুদী—" বহুব্রত শাস্ত্রী

কলাপ—পণ্ডিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন বকুলবাগান রোড ভবানীপুর

সংক্ষিপ্তসার—" রামলাল তর্কতীর্থ ভেমুয়া

সুপদ্ম—" গোপালচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বারুইখালি

মুগ্ধবোধ—" দেবেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কলিকাতা সংকঃ

পাণিনি ভাষ্যবৃত্তি—পণ্ডিত যোগী ঝা বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় বড়বাজার কলিকাতা

প্রক্রিয়া কৌমুদী—মহাঃ সদাশিব মিশ্র পুরী

প্রয়োগ রত্নমালা—পণ্ডিত বহুব্রত শাস্ত্রী

সারস্বত চন্দ্রিকা— " রঘুনন্দন ত্রিপাঠী বাঁকীপুর

সারস্বত— " ঐ

চন্দ্রিকা— " ঐ

ব্যাকরণ [১ম দিনের প্রশ্নপত্র]—পণ্ডিত ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম এ কলিকাতা বঙ্গবাসী কঃ

দ্বিতীয় দিনের প্রশ্নপত্র (ব্যাকরণ ব্যতীত)—

সংস্কৃত—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা সং কঃ

উড়িয়া—কাশীনাথ কাব্যতীর্থ র‍্যাভেন্স কঃ

বাঙ্গালা—কুমুদ বান্ধব চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা সং কঃ

হিন্দী—সোমনাথ ব্রাহ্মণ গবর্ণমেণ্টের হিন্দী অনুবাদক, কলিকাতা

সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষা।

(প্রশ্ন নির্দ্ধারণকারকদিগের নাম ও ঠিকানা)

ন্যায়—পণ্ডিত নীলকান্ত তর্করত্ন উলুবেড়িয়া

বেদান্ত—" দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর

ঐ —" শশিনাথ ঝা মজফরপুর ধর্ম্মসমাজ স্কুল

উপনিষদ—" প্রিয়নাথ তর্করত্ন খলিসপুরা

সাংখ্য—" সীতানাথ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কলিকাতা রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট

মীমাংসা—রবিনাথ ঝা মীমাংসাতীর্থ দ্বারবঙ্গ,

স্মৃতি (ক) " শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান বিজয় চতুঃ

" [খ]— " কালীচন্দ্র বিদ্যারত্ন বসুপাড়া বাগবাজার কলিকাতা

" [গ]—" জগন্নাথ মিশ্র ন্যায় তর্ক সাংখ্যতীর্থ পুরী সং স্কুল

ঋক্‌বেদ—" বহুব্রত শাস্ত্রী

শুক্লযজুঃ—" জগন্নাথ নিরুক্ত রত্ন অমৃতসর পঞ্জাব

কৃষ্ণযজুঃ—" ভক্তরাম শাস্ত্রী লাহোর এংলো বৈদিক কঃ

সামবেদ—" বহুব্রত শাস্ত্রী

পুরাণ—" স্বামী শিবগোবিন্দ ভারতী নবদ্বীপ

জ্যোতিষ—" মুরলীধর ঝা বেনারস সং কঃ

কাব্য—" ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম এ কলিকাতা বঙ্গবাসী কঃ

লঘুকৌমুদী—মহাঃ সদাশিব মিশ্র পুরী

সারস্বত চন্দ্রিকা—পণ্ডিত বহুব্রত শাস্ত্রী

সারস্বত—মহাঃ সদাশিব মিশ্র

চন্দ্রিকা—পণ্ডিত যোগী ঝা বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়

কলাপ—"বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন ভবানীপুর বকুলবাগান

সংক্ষিপ্তসার—"দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণ দুর্গাবেড়িয়া

সুপদ্ম—"দুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ ভাটপাড়া

মুগ্ধবোধ—"দেবেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন কলিকাতা সং কঃ

পাণিনি (ভাষ্যবৃত্তি)—"ধাণী ঝা কাব্যতীর্থ খলিসপুরা বেনারস সিটি

প্রক্রিয়া কৌমুদী—"জগন্নাথ মিশ্র ন্যায়তর্ক সাংখ্যতীর্থ পুরী

প্রয়োগ রত্নমালা—"যোগনাথ স্মৃতিতীর্থ বাগড়াবাড়ী কুচবেহার

ব্যাকরণ (১ম দিনের প্রশ্নপত্র)—"হরিহর বিদ্যারত্ন এম এ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কঃ

দ্বিতীয় দিনের প্রশ্নপত্র [ব্যাকরণ ব্যতীত]—" দেবেন্দ্র নাথ রায় এম এ প্রোফেসর হুগলী কঃ

হিন্দী প্রশ্নপত্র সমূহ—"উমাপতি দত্ত শর্ম্মা কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল

উড়িয়া—জগন্নাথ মিশ্র ন্যায়তর্ক সাংখ্যতীর্থ পুরী,

১৯১০ সালের সংস্কৃত পরীক্ষা। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা সভা কর্ত্তৃক মনোনীত মডারেটরদিগের নাম ও ঠিকানা

নব্য ন্যায়—মহাঃ রামকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ও শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম

প্রাচীন ন্যায়—"মহাঃ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

ন্যায়—"কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন

বেদান্ত ও উপনিষদ—"চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন

সাংখ্য—পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ

মীমাংসা—আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী শিমলা কলিকাতা

কাব্য—পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম এ কলিকাতা সং কঃ

পাণিনি, প্রক্রিয়া কৌমুদী সারস্বতচন্দ্রিকা, পাণিনি ভাষ্যবৃত্তি, সারস্বত, চন্দ্রিকা, সিদ্ধান্ত কৌমুদী এবং লঘু কৌমুদী—"বহুব্রত শাস্ত্রী ও ঠাকুর প্রসাদ আচার্য্য।

কলাপ—"অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি কুমারটুলি কলিঃ এবং মহাঃ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

সংক্ষিপ্তসার—মহাঃ কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম

সুপদ্ম—মহাঃ শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ও পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী

মুগ্ধবোধ—পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি কৃষ্ণরাম বসু লেন শ্যাম বাজার কলিকাতা

প্রয়োগ রত্নমালা—"কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম এ কলিকাতা সং কঃ

জ্যোতিষ—মহাঃ সুধাকর দ্বিবেদী বেনারস কঃ

বেদ—আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী কলিকাতা

পুস্তক—পণ্ডিত বলাইচাঁদ গোস্বামী ৬৮ বলরাম দের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রই ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রই কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

জনৈক মুসলমান ইনস্পেক্টিং পঃ। বাগমান সার্কেলের জন্য। জেলা বোর্ডের অধীন। মাসিক বেতন ১৫৲। পাথেয় বার্ষিক ১২ টাকার অনধিক। নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কিণ্ডারগার্টেন প্রভৃতি নূতন নিয়মানুসারে শিক্ষা দিতে জানা চাই। ৬ মাস শিক্ষানবীশ থাকিবে এবং অবিলম্বে আসিয়া কর্ম্মে যোগ দিতে হইবে। প্রশংসাপত্র ও পাশ সার্টিফিকেট সহ আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে হাওড়া জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ার ম্যানের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

দুবলহাটী রাজা হরনাথ হাই স্কুলের জন্য মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ভাল গণিত জানা এক জন গ্রাজুয়েট প্রথম আসিষ্টাণ্ট টীচার আবশ্যক। বাসা পাইবেন। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায়, সেঃ রাজা হরনাথ হাই স্কুল. পোঃ দুবলহাটী, রাজসাহী এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

বর্দ্ধমান রাজ কলিজিয়েট স্কুলের জন্য একজন হেড মাষ্টার ও একজন সেকেণ্ড মাষ্টার চাই। হেড মাষ্টার ইংরাজীতে এম এ এবং সেকেণ্ড মাষ্টার ফিলজফিতে এম এ হইবেন। হেড মাষ্টারের বেতন ১০০৲ হইতে ১৫০৲ এবং সেকেণ্ড মাষ্টারের বেতন ৭০ হইতে ১০০ টাকা। ভাল কাজ দেখাইতে পারিলে কর্ত্তাধিকারীর বিশেষ অনুমতি অনুসারে এই বৃদ্ধি পাইবেন। শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় সিনিয়র আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার বর্দ্ধমান রাজ।

এফ এ কায়স্থ হেঃ মাঃ। ২০৲ হইতে ২৫ টাকা। নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ ১৫ টাকা। রাজ পাশা কাড়াপুর মাইঃ স্কুল। আবা পাইবেন, পোঃ কাশীপুর, বরিশাল।

বি কোর্স গ্রাজুয়েট ৫০৲ হইতে ৫৫৲। গোজা হাই স্কুল পোঃ গোজা ভায়া ফরিদপুর।

এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ ঘুনি মাইঃ স্কুল, আপাততঃ ১৫৲ ও আহার। শ্রীকুলদা কিঙ্কর ভৌমিক পোঃ বিট্কা গ্রাম ঘুনি, ঢাকা।

ইংরাজী জানা পার্শী শিক্ষক। কাঁথি হাই স্কুল. ১৫ টাকা।

গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। সাবোয়াতলি হাই স্কুল চট্টগ্রাম, ৪০৲ হইতে ৫০৲ দুই বৎসরে, অন্ততঃ দুই বৎসর থাকা চাই। পোঃ সাবোয়াতলী।

একটি হাই স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর এবং দুইটি ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্র পড়াইবার জন্য একজন প্রাইভেট শিক্ষক। ১৫৲ ও আহার। এস পি মুখার্জ্জি প্লীডার, পোঃ জামুই, মুঙ্গের।

গ্রাজুয়েট সহকারী হেঃ মাঃ। ইড়পালা কৃষ্ণ মোহন ইনঃ। ৪৫৲ হইতে ৫০৲। প্রাইভেট পড়ান পাওয়া যায়। স্কুল সংশ্লিষ্ট বোর্ডিং আছে। পোঃ ইড়পালা, ভায়া ঘাটাল, মেদিনীপুর।

গ্রাজুয়েট শিঃ বেলপুকুর হাইস্কুল, ৪০৲ বাসা ও চাকর পাইবেন। জেলা নদীয়া।

এফ. এ হেঃ মাঃ, কাঁথি রোড ষ্টেশন (বি এন আর) ২০৲ আপাততঃ। আবা। শ্রীরাজীবলোচন রায় মহাপাত্র গ্রাম পকারেৎ, পোঃ গড় হরিপুর। জেলা মেদিনীপুর।

হেঃ পঃ:১৭ টাকা ও বাসা। শিয়া সোলপুর মধ্য স্কুল।

জঙ্গীপুর হাই স্কুলে সিনিয়র গণিত শিক্ষক। গুণানুসারে বেতন ৪০ হইতে ৫০ টাকা। জেলা মুরশিদাবাদ।

এফ এ হেঃ মাঃ। গুড়ফুলি মাইঃ স্কুল, হাওড়া। ২০৲ ও আবা। দুই বৎসর থাকা চাই।

নূতন নিয়মানুসারে গণিত শিখাইতে সক্ষম গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। এবং কাব্যতীর্থ হেঃ পঃ। কাকমতলা হাই স্কুল, পোঃ কাকমতলা মুরশিদাবাদ। বেতন গুণানুসারে ৪৫ হইতে ৫০ এবং ২০ হইতে ২৫ টাকা।

দুইজন ইংরাজী শিক্ষক ৩০৲ ও ২৫ টাকা। এবং একজন পণ্ডিত ২০৲। পি সি গুহ, পোঃ তাহিরপুর. ভায়া, রাজসাহী।

গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ [এ কোর্স] মুক্তাগাছা হাই স্কুল। আপাততঃ ৫৫ টাকা। পুরা সেশন থাকা চাই। [illegible] বোর্ডিংয়ে [illegible] স্কুল সময়ে থাকিতে হইবে। মুক্তাগাছা ই বি এস রেলওয়ের মুরশিদাবাদ [illegible] একটি ষ্টেশন।

এ কোর্স গ্রাজুয়েট আসিষ্টাণ্ট শিক্ষক। হাতি সহর হাই স্কুল। ৩৫৲।

এফ এ হেঃ মাঃ। জয়শ্রীপুর মাইঃ স্কুল। গুণানুসারে ২০৲ হইতে ২৫৲ এবং আবা। নূতন প্রণালী জানা হেঃ পঃ। ১৫৲ ও আবা। ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে আবেদন। অন্ততঃ এক বৎসর উভয়কেই টিকিয়া থাকিতে হইবে। ই বি এস রেলওয়ে [নর্দার্ণ সেকশন] আত্রাই রেল ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল। নদীর ধারে। পোঃ রঘুনাথপুর. রাজসাহী।

এফ এ ২য় শিঃ। আড়া হাই স্কুল মেদিনীপুর, গুণানুসারে ২৫৲ হইতে ৩০৲। গণিত ভাল জানা চাই।

এফ এ শিঃ। গড়ভবানীপুর হাইস্কুল, হাওড়া। ২২ টাকা ও আপ্রা। পোঃ চিত্রসেনপুর, জেলা হাওড়া।

এফ এ হেঃ মাঃ। মনাইতলা মাইঃ স্কুল, কুড়মুন পোঃ, বর্দ্ধমান। ২০ টাকা। ডি এন মুখো প্লীডার হাজারিবাগ।

জনৈক কায়স্থ এফ এ হেঃ মাঃ চাঁপাটিয়া মাইঃ স্কুল, বসিরহাট পোঃ, ২৪ পরগণা। ১৫ টাকা ও আপ্রা।

গ্রাজুয়েট সহকারী হেঃ মাঃ। ভাল ইংরাজী জানা। এবং নূতন প্রণালীতে ভূগোল শিখাইতে সক্ষম ৩য় শিক্ষক। বেতন ৪৫ হইতে ৫০ এবং ৩০। কুমারখালি এম এন হাইস্কুল।

এফ এ শিঃ। ৩০ টাকা। ৩ মাসের জন্য। মাদারিপুর মধ্য মাদ্রাসা। শেষ মাদ্রাসা পাশ হেড মৌলবী। ২০ টাকা। শেষ মাদ্রাসা পাশ ২য় মৌলবী ১৬ টাকা। ভার্ণাকুলার ১ম পণ্ডিত ১৮ টাকা। শেষোক্ত তিনটি পদ স্থায়ী। অন্ততঃ দুই বৎসর সকলকেই থাকিতে হইবে। এ আহ্‌মদ, ডেপুটী ইন্সপেক্টর অব স্কুলস, মাদারিপুর এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বোর্ডিং স্কুল ১০০ [illegible] শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা [illegible] ট্রেনাৰ্ড এবং এণ্ট্রান্স পাশ [illegible] একজন এফ এ শিক্ষক। এখানে উভয়েরই আবা এবং মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে বেতন পাইবেন। দুইজনকেই বোর্ডিং স্কুলের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইতে হইবে। বেতন বৃদ্ধি হইয়া ২৫ টাকা পর্য্যন্ত হইবে।

বিজ্ঞাপন

আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ঢাকা নর্ম্মাল … নূতন ক্লাস বা সেশন আরম্ভ হইবে। যাহারা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই … পড়িতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে নবেম্বর মাসের … তারিখের পূর্ব্বে নিজ নিজ জিলার সব … ইনস্পেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আবেদন পত্রে পিতার নাম, নিবাসগ্রাম … থানা জেলা ও বয়স উল্লেখ করিতে হইবে … সহিত যথা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাশ … সার্টিফিকেট দিতে হইবে। প্রবেশার্থিগণের মধ্যে … যারা আগামী ডিসেম্বর মাসে যথা ছাত্রবৃত্তি … দিবে তাহারা স্বীয় স্বীয় আবেদন পত্রের … স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে এক- … সার্টিফিকেট দিবে। এই সার্টিফিকেটে … লেখা থাকা আবশ্যক যে প্রবেশার্থীর যথা … পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। … প্রবেশার্থীকেই উপরি উক্ত নিয়মে আবে- … করিতে হইবে। তাহারা ইচ্ছা করিলে সার্টি- … ফিকেটের নকল সহ অপর একখানা আবেদন পত্র … ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট … করিতে পারে এবং স্বয়ং আগামী জানুয়ারী … উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট উপস্থিত হইতে …।

সমস্ত প্রবেশার্থিগণেরই আগামী জানুয়ারী … শেষ সপ্তাহে যথা ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য বিষয় অবলম্বন করিয়া ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে নির্ব্বা- … পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষায় নির্ব্বাচিত … মাসিক ৬ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান হইবে। খোঁড়া ও বিকলাঙ্গ দিগকে এই … গ্রহণ করা হয় না। শ্রীদেবেন্দ্র কুমার রায় … সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল।

… বঙ্গ কৃষি বিদ্যালয়ের জন্য নূতন ছাত্র ভর্ত্তি … হইবে। ছাত্রদিগের জন্য মহামান্য বেঙ্গল … মেণ্ট পাঁচ টাকা হারে চারিটী বৃত্তি মঞ্জুর … যাছেন। তদনুসারে ছাত্রদিগের মধ্যে এই … প্রদান করা যাইবে। প্রবেশেচ্ছু ছাত্রগণ … স্ব স্ব বয়স ও শিক্ষা কত দূর তাহা বর্ণন … নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন পাঠা- …। কৃষক সন্তানের আবেদন আদরণীয়

… তাং ৩১,১০,০৯

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার সবঙ্গ … বিদ্যালয়, পোঃ সবঙ্গ জেলা মেদিনীপুর।

UNIVERSITY MATRICULATION EXAMINATION OF 1910

Private students—Burdwan Dn

1. Private students are those who have not attended any recognised or non-recognized high English school for at least one year previous to the examination or who have been transferred from one school to another after the 31st August without the consent of the Inspector. The term "private students" include school-master.

2. Private students must appear at the test examination of one of the following institutions on the dates mentioned against it :—

Howrae—Howrah zilla School—13th Dec

Baukura—Baukura 3rd Jany

Birbhum—Birbhum „ 15th Dec

Midnapur—Midnapur col—3rd Jany

Hooghly—Hoghly Branch and utterpara Govt 3Jany

Burdwan - Burdwan RaJ col (with the primPals permission).

Each private student will pay a fee of Rs. 2 to the head of the institution at which he appears for the test examination. The balance, after payment of expenses (stationery, etc.), will go as remuneration to the examiners. No private student will be admitted to the test examination, unless he is accompanied, for the purpose of identification, by some person known to the Head master of the institution at which appears.

3. Appplications for permission to appear must be sent in time to reach this office not later than the 20th November. The information to be given and the documents to be appended in original are the following :—

(*a*) The name of the school in which the candidate last studied.

(*b*) The transfer certificate (in original) granted to the candidate by the Head master of the school in wich he last read or

(*c*) in the case of a candidate who previously appeared at the Entrance examination the Registrar's receipt in original for the fee paid.

(*d*) Age of the candidate. No candidate who has not completed the age of 16 years on the first day of the matriculation examination will be allowed to appear at it.

(*e*) In the case of school-masters a certificate of good conduct from the secretary or proprietor of the school in which the candidate is serving.

(*f*) A certificate from a respectable gentleman to the effect that the candidate has prosecuted a regular course of study and has been subject to proper discipline, and that he has not read in any school since the last Entrance examination held in March 1909

4 The Inspector on being satisfied will countersign and the application, which will then be the candidate's passport for admission to the test examination.

5 The head master of an institution one of these named above should direct private students who satisfy the test to appear before him in due time with their application for admission to the Matriculation examination and to sign them in his presence. He will then grant the necessary certificates and forward the applications to this office for countersignature, after which they will be sent by the Inspector direct to the candidates.

6. In no circumstances should the fee for the matriculation examination be sent to this office. It should be sent to the Registrar by the candidates themselves together with the countersigned applicatons.

7. Private students must understand that the test examination of any schools other than those named above will not be accepted by this office.

8. The address of each private student should be supplied to this office.

9. The Matriculation examination in 1910 will be held on the 1st March 1910 and following days. Applications and fees for admission must reach the office of the Registrar on or before the 17th January 1910.

INTERMDIATE AND B A

1. Deputy Inspectors of Schools, Sub-inspectors of Schools and bona fide masters of English schools with

কিন্তু ঐ সহজাত জ্ঞান দুইএকটী সামান্য বিষয়ে নীচেরস্তরের উহা যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া থাকে তার পর আমাদের সাধারণ জ্ঞান—উহা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থা। এই আমাদের সাধারণ জ্ঞান ভ্রান্তিময় উহা পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়, কিন্তু উহার গতি এরূপ দ্রুত হইলেও উহার পরিসর অনেক দূর, ইহাকেই আপনারা যুক্তি বা বিচারশক্তি বলিয়া থাকেন। সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা উহার প্রসার অনেক দূর বটে, কিন্তু সহজাতজ্ঞান অপেক্ষা যুক্তিবিচারে অধিক ভ্রমের আশঙ্কা। ইহা অপেক্ষা মনের আর এক উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে জ্ঞানাতীত অবস্থা—ঐ অবস্থায় কেবল যোগীদেরই অধিকার—অর্থাৎ যাঁহারা চেষ্টা করিয়া ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদেরই অধিকার। উহা সহজাত জ্ঞানের ন্যায় অভ্রান্ত, আবার যুক্তিবিচার হইতেও উহার অধিক প্রসার। উহাই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। আমাদের ইহা স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, যেমন মানবের ভিতর সহজাত জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি ও জ্ঞানাতীত ভূমি অর্থাৎ জ্ঞান যে তিন প্রকার অবস্থান করে এই সমুদয়ভাবে প্রকাশিত হইতেছে সেইরূপ এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও, এই সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতি বা মহৎ—এইরূপ সহজাত জ্ঞান, যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞান ও বিচারাতীত জ্ঞান, এই ত্রিবিধ ভাবে অবস্থিত।

এক্ষণে একটী সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসিতেছে, আর এই প্রশ্ন সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। যদি পূর্ণ ঈশ্বর এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে এখানে অপূর্ণতা কেন? আমরা যতটুকু দেখিতেছি, ততটুকুকেই ব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ বলি—আর উহা আমাদের সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র ভূমি ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার বাহিরে আমরা আর কিছুই দেখিতে পাই না। এই প্রশ্নটীই যে একটী অসম্ভব প্রশ্ন। যদি আমি একটী বৃহৎ বস্তুরাশি হইতে ক্ষুদ্র অংশবিশেষ গ্রহণ করি ও উহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, স্বভাবতঃই উহা অসম্পূর্ণ বোধ হইবে। এই জগৎ অসম্পূর্ণ বোধ হয় কারণ আমরাই উহাকে অসম্পূর্ণ করিয়াছি। কিরূপে আমরা উহা করিলাম? প্রথমে বুঝিয়া দেখা যাক—যুক্তিবিচার কাহাকে বলে, জ্ঞান কাহাকে বলে। জ্ঞান অর্থে সদৃশ বস্তুর সহিত মিলন। আপনারা রাস্তায় গিয়া একটি মানুষকে দেখিলেন, দেখিয়া জানিলেন—তিনি মানুষ। আপনারা অনেক মানুষ দেখিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই আপনাদের মনে একটী সংস্কার উৎপাদন করিয়াছে। একটী নূতন মানুষকে দেখিবামাত্র আপনারা উহাকে আপনাদের সংস্কারের ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া দেখিলেন—তথায় মনুষ্যের অনেক ছবি রহিয়াছে। তখন এই নূতন ছবিটী অবশিষ্টগুলির সহিত উহাদের খোপে মিলাইয়া রাখিলেন—তখন আপনারা তৃপ্ত হইলেন। কোন নূতন সংস্কার আসিলে যদি আপনাদের মনে উহার সদৃশ সংস্কার সকল পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে তবেই আপনারা তৃপ্ত হন, আর এই মিলন বা সহযোগকেই জ্ঞান বলে। অতএব জ্ঞান অর্থে পূর্ব্ব হইতেই আমাদের যে অনুভূতি-সমষ্টি রহিয়াছে, তাহাদের সহিত আর একটী অনুভূতিকে একটী খোপে পোরা। আর আপনাদের পূর্ব্ব হইতেই একটী জ্ঞানভাণ্ডার না থাকিলে যে নূতন কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, ইহাই তাহার অন্যতম প্রবল প্রমাণ। যদি আপনাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা কিছু না থাকে, অথবা কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকের যেমন মত মন যদি অনুৎকীর্ণ ফলক (Tabula rasa) স্বরূপ হয়, তবে উহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, কারণ জ্ঞান অর্থেই পূর্ব্ব হইতে যে সংস্কার সমষ্টি অবস্থিত তাহার সহিত তুলনা করিয়া নূতনের গ্রহণ মাত্র। জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকা চাই যাহার সহিত এই নূতন সংস্কারটীকে মিলাইবেন। মনে করুন, একটী শিশু এই জগতে জন্মগ্রহণ করিল, যাহার এই জ্ঞানভাণ্ডার নাই; তাহা হইলে তাহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ করা একেবারে অসম্ভব। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঐ শিশুর অবশ্যই ঐরূপ একটী জ্ঞানভাণ্ডার ছিল, আর এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞান লাভ হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত এড়াইবার কোন মতে যো নাই। ইহা গণিতের ন্যায় একটী সিদ্ধান্ত। ইহা অনেকটা স্পেন্সার ও অন্যান্য কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তের সদৃশ। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন যে, অতীত জ্ঞানের ভাণ্ডার না থাকিলে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ অসম্ভব, অতএব শিশু পূর্ব্বজ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা এই সত্য বুঝিয়াছেন যে, কারণ কার্য্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, উহা সূক্ষ্মাকারে আসিয়া পরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তবে এই দার্শনিকেরা বলেন যে, শিশু যে সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা তাহার নিজের অতীত অবস্থার জ্ঞান হইতে লব্ধ নহে উহা তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত সংস্কার; বংশানুক্রমিক সঞ্চারণের দ্বারা উহা সেই শিশুর ভিতর আসিয়াছে। অতি শীঘ্রই ইহারা বুঝিবেন যে, এই মতবাদ প্রমাণসহ নহে, আর ইতিমধ্যেই অনেকে এই বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ মতের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই মত অসত্য নহে, কিন্তু অসম্পূর্ণ। উহা কেবল মানবের জড়ের ভাগটাকে ব্যাখ্যা করে মাত্র। যদি বলেন—এই মতানুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাতে ইহারা বলিয়া থাকেন, অনেক কারণ মিলিয়া একটী কার্য্য হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাদের মধ্যে একটী। অপরদিকে হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, আমরা নিজেরাই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার গঠনকর্ত্তা; কারণ, আমরা অতীত অবস্থায় যেরূপ ছিলাম, বর্ত্তমানেও তাহাই হইবে। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমরা অতীত কালে যেরূপ ছিলাম, এখানে এখনও ঠিক সেই অবস্থাপন্ন হইয়া থাকি।

এক্ষণে আপনারা বুঝিলেন, জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়। জ্ঞান আর কিছুই নহে, পুরাতন সংস্কারগুলির সহিত একটী নূতন সংস্কারকে গ্রথিত করা—এক খোপে পোরা—নূতন সংস্কারটীকে চিনিয়া লওয়া। চিনিয়া লওয়া বা প্রত্যভিজ্ঞার অর্থ কি? আমাদের পূর্ব্ব হইতেই যে সদৃশ সংস্কারগুলি আছে, তাহাদের সহিত উহার মিলন আবিষ্কার। জ্ঞান বলিতে ইহা ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। তাহাই যদি হইল, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই জ্ঞানলাভপ্রণালীতে যতগুলি সদৃশ বিষয় আছে, সমুদয়গুলিকে দেখিতে হইবে। তাই নয় কি? মনে করুন, আপনাকে একটী প্রস্তরখণ্ডকে জানিতে হইবে, তাহা হইলে উহার সহিত মিল খাওয়াইবার জন্য আপনাকে উহার সদৃশ সমুদয় প্রস্তরখণ্ডগুলিকে দেখিতে হইবে। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে আমরা তাহা করিতে পারি না, কারণ আমাদের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা আমরা উহার এক প্রকার অনুভবমাত্র পাইয়া থাকি—উহার এদিকে ওদিকে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, যাহাতে উহার সদৃশ বস্তুর সহিত উহাকে মিলাইতে পারি। সেইজন্য জগৎ আমাদের নিকট অবোধ্য বোধ হয়, কারণ জ্ঞান ও বিচার সর্ব্বদাই সদৃশ বস্তুর সহিত মিলনসাধনেই নিযুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডের এই অংশটী—যাহা আমাদের জ্ঞানাবচ্ছিন্ন, তাহা আমাদের নিকট একটী বিস্ময়কর নূতন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, আমরা উহার সহিত মিল পাইবে, এবং সেজ

হয় নতুন হয় স্পষ্ট না। এই জন্য উহাকে লইয়া এক রহস্য—আমরা ভাবি, উহা অতি ভয়ানক ও মধুর; তখন তখন আমরা উহাকে ভাল বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে অসম্পূর্ণ ভাবিয়া থাকি। অনন্তকে তখনই জানা যাইবে, যখন আমরা উহার সহিত মিশিয়া যাব, এমন সম্পূর্ণ বস্তু ধারণা করিতে পারিব। আমরা তখনই সেইগুলিকে জানিতে পারিব, যখন, আমরা এই জগতের—আমাদের এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানের—বাহিরে যাইব—তখনই কেবল জগৎ আমাদের নিকট জ্ঞাত হইবে। যতদিন না আমরা তাহা করিতেছি, ততদিন আমাদের সমুদয় নিষ্ফল চেষ্টার দ্বারা কখনই উহার ব্যাখ্যা হইবে না, কারণ, জ্ঞান অর্থে সদৃশ বিষয়ের আবিষ্কার, আর আমাদের এই সাধারণ জ্ঞানভূমি আমাদিগকে কেবল জগতের একটী আংশিক ভাব দিতেছে মাত্র। এই সমষ্টি মহৎ অথবা আমরা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য ভাষায় যাঁহাকে ঈশ্বর বলি, তাঁহার ধারণা সম্বন্ধেও তদ্রূপ আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা যতটুকু আছে, তাহা তাঁহার এক বিশেষপ্রকার জ্ঞানমাত্র, তাঁহার আংশিক ধারণা মাত্র—তাঁহার অন্যান্য সমুদয়ভাব আমাদের মানবীয় অসম্পূর্ণতার দ্বারা আবৃত।

সর্ব্বব্যাপী আমি এত বৃহৎ যে, এই জগৎ পর্য্যন্ত আমার অংশমাত্র।

এই কারণেই আমরা ঈশ্বরকে অসম্পূর্ণ দেখিয়া থাকি, আর আমরা তাঁহার ভাব কখনই বুঝিতে পারি না, কারণ, উহা অসম্ভব। তাঁহাকে বুঝিবার একমাত্র উপায়, যুক্তি বিচারের অতীত প্রদেশে যাওয়া, অহংজ্ঞানের বাহিরে যাওয়া।

যখন শ্রুত ও শ্রবণ, চিন্তিত ও চিন্তা, এই সমুদয়ের বাহিরে যাইবে, তখনই কেবল সত্যলাভ করিবে।

শাস্ত্রের পারে চলিয়া যাও, কারণ, উহারা প্রকৃতির তত্ত্ব পর্য্যন্ত, উহা যে তিনটী গুণে নির্ম্মিত সেই পর্য্যন্ত—(যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে) শিক্ষা দিয়া থাকে।

আমরা ইহাদের বাহিরে যাইলেই সামঞ্জস্য ও মিলন দেখিতে পাই, তাহার পূর্ব্বে নহে।

এ পর্য্যন্ত এটী স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একই নিয়মে নির্ম্মিত, আর এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আমরা একটী খুব সামান্য অংশই জানি। আমরা জ্ঞানের নিম্নভূমিও জানি না, জ্ঞানাতীত ভূমিও জানি না। আমরা কেবল সাধারণ জ্ঞানভূমিই জানি। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি পাপী—সে নির্ব্বোধ মাত্র, কারণ, সে নিজেকে জানে না। সে নিজের সম্বন্ধে অজ্ঞ। সে নিজের এক অংশকে মাত্র জানে, কারণ, জ্ঞান তাহার সমগ্র ভূমির একাংশব্যাপী মাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও তাহাই। যুক্তিবিচার দ্বারা উহার একাংশমাত্র জানাই সম্ভব, কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চ বলিতে জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি, জ্ঞানাতীত ভূমি, ব্যষ্টিমহৎ, সমষ্টি মহৎ এবং তাহাদের পরবর্ত্তী সমুদয় বিকার—এই সকলগুলিকেই বুঝাইয়া থাকে। আর এইগুলি সাধারণ জ্ঞানের অতীত

কিসে প্রকৃতিকে পরিণাম প্রাপ্ত করায়? আমরা দেখিয়াছি, প্রাকৃতিক সকল বস্তু, এমন কি, প্রকৃতি স্বয়ংও জড় বা অচেতন। উহারা নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে—সমুদয়ই বিভিন্ন দ্রব্যের মিশ্রণস্বরূপ এবং অচেতন। মন, মহত্তত্ত্ব, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—এ সবই অচেতন। কিন্তু তাহারা সকলেই এমন এক পুরুষের চিৎ বা চৈতন্যের প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, যিনি এই সকলগুলিরই অতীত, আর সাংখ্যমতাবলম্বিগণ উঁহাকেই পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই পুরুষ জগতের মধ্যে—প্রকৃতির মধ্যে—এই যে সকল পরিণাম হইতেছে, তাহাদের সাক্ষিস্বরূপ কারণ—অর্থাৎ এই পুরুষকে যদি সার্ব্বজনীন অর্থে ধরা যায়, তবে তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। ইহা কথিত হইয়া থাকে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণ দৈনিক ব্যবহার্য্য বাক্য হিসাবে ইহা অতি সুন্দর বাক্য হইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা ইহার আর অধিক মূল্য নাই। ইচ্ছা কিরূপে সৃষ্টির কারণ হইতে পারে? ইচ্ছা—প্রকৃতির তৃতীয় বা চতুর্থ বিকার। অনেক বস্তু উহার পূর্ব্বেই হইয়াছে। সেগুলিকে কে সৃষ্টি করিল? ইচ্ছা একটী যৌগিক পদার্থ মাত্র, আর যাহা কিছু যৌগিক, সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইচ্ছা স্বয়ং কখন প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিতে পারে না। উহা একটী অমিশ্র বস্তু নহে। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। মানুষের ভিতর ইচ্ছা আমাদের অহংজ্ঞানের অল্পাংশমাত্রব্যাপী। কেহ কেহ বলেন, উহা আমাদের মস্তিষ্ক সঞ্চালিত করে। যদি তাহাই করিত, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই মস্তিষ্কের কার্য্য বন্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা ত আপনারা পারেন না। সুতরাং ইচ্ছা মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করিতেছে না। হৃদয়কে গতিশীল করিতেছে কে? ইচ্ছা কখনই নহে; কারণ, যদি তাহাই হইত, তবে ইচ্ছা করিলেই হৃদয়ের গতিরোধ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা আপনাদের দেহকেও পরিচালিত করিতেছে না, ব্রহ্মাণ্ডকেও নিয়মিত করিতেছে না। অপর কোন বস্তু উহাদের নিয়ামক—ইচ্ছা যাহার একটী বিকাশ মাত্র। এই দেহকে এমন একটী শক্তি পরিচালিত করিতেছে, ইচ্ছা যাহার বিকাশ মাত্র। সমগ্র জগৎ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না, সেই জন্য ইচ্ছা বলিলে ইহার ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। মনে করুন, আমি মানিয়া লইলাম, ইচ্ছাই আমাদের দেহকে চালাইতেছে, তারপর এই দেহ ইচ্ছানুসারে আমি পরিচালিত করিতে পারিতেছি না বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা ত আমারই দোষ, কারণ, ইচ্ছাই আমাদের দেহ পরিচালনকর্ত্তা, ইহা মানিয়া লইবার আমার কোন অধিকার ছিলনা। এইরূপই—যদি আমরা মানিয়া লই যে, ইচ্ছাই জগৎ পরিচালন করিতেছে আর তারপর দেখি, প্রকৃত ঘটনার সহিত ইহা মিলিতেছে না, তবে ইহা আমারই দোষ। এই পুরুষ ইচ্ছা নহেন, বা বুদ্ধি নহেন, কারণ, বুদ্ধি একটী যৌগিক পদার্থ মাত্র। কোনরূপ জড় পদার্থ না থাকিলে কোনরূপ বুদ্ধিও থাকিতে পারে না। মানুষে এই জড় মস্তিষ্কাকার ধারণ করিয়াছে। যেখানেই বুদ্ধি আছে, সেখানেই কোন না কোন আকারে জড় পদার্থ থাকিবেই থাকিবে। অতএব বুদ্ধি যখন যৌগিক পদার্থ হইল, তখন পুরুষ কি? উহা মহত্তত্ত্বও নহে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও নহে, কিন্তু উহাদের উভয়েরই কারণ। তাঁহার সান্নিধ্যই উহাদের সকলগুলিকেই ক্রিয়াশীল করে ও পরস্পরে মিলিত করায়। পুরুষকে সেই সকল বস্তুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যাহাদের শুধু সান্নিধ্যেই রাসায়নিক কার্য্য ত্বরিত করে, যেমন সোণা গলাইতে গেলে তাহাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড (Pottassium Cyanide) মিশাইতে হয়। পটাসিয়াম সায়ানাইড পৃথক থাকিয়া যায়, উহার উপর কোন রাসায়নিক কার্য্য হয় না, কিন্তু সোণা গলানরূপ কার্য্য সফল হইবার জন্য উহার সান্নিধ্য প্রয়োজন। পুরুষ সম্বন্ধেও এই কথা। উহা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হয় না, উহা বুদ্ধি বা মহৎ বা উহার কোনরূপ বিকার নহে, উহা শুদ্ধ পূর্ণ

প্রাপ্তপত্র।

[illegible]

সঙ্কলন। (১৮)

(৬৭) স্বদেশী শিল্পীর প্রতি দয়া।—এককালে আদর্শ স্বদেশ প্রেমিক ইংরাজের সহিত সংস্রবে থাকিয়া সম্প্রতি আমাদের মধ্যে স্বদেশী শিল্পী সম্বন্ধে একটু সহানুভূতি সংক্রামিত হইতে আরম্ভ মাত্র হইয়াছে। ১৮০১ অব্দে ইংলণ্ডের ব্রাফলি গ্রামে মিসেস্ চ্যাপলেন নামক একজন ধনী স্ত্রীলোক বাস করিতেন। ঐ সময়ে নিকটবর্তী কয়েকখানি গ্রামের তাঁতিদের প্রস্তুত পশমী কাপড়ের বিক্রয় কম হইয়া গেলে উহাদের বড়ই কষ্ট হইতেছিল। ইহা দেখিয়া ঐ দয়াশীলা মহিলা অন্য প্রকার বস্ত্র ব্যবহার নিজের বাড়ী হইতে উঠাইয়া দিলেন এবং একটী বৃহৎ ভোজ ও নাচের আয়োজন করিয়া কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে বহুসংখ্যক ভদ্র পরিবারকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ পত্রে লিখিত হইল যে দ্বারে নিমন্ত্রণের কার্ড দেখানর পরিবর্ত্তে স্থানীয় কোন তাঁতির রসিদ দেখাইতে হইবে যে অন্ততঃ বার গজ কাপড় নিমন্ত্রিতের দ্বারা নূতন খরিদ করা হইয়াছে এবং ঐ স্থানীয় কাপড়ের পোষাক পরিয়াই সকলকে ঐ নিমন্ত্রণে আসিতে হইবে। সর্ব্বশ্রেণীর স্বদেশীয় প্রতি একান্ত সহানুভূতিসম্পন্ন, সকল ভাল কাজে এক জোট হইতে সক্ষম, ইংরাজ ভদ্রলোকগণ মিসেস চ্যাপলেনের উদ্দেশ্যে আনন্দ প্রকাশ ও উৎসাহের সহিত যোগ দিলেন। অবিলম্বে এবং অতি সহজে স্থানীয় শিল্পীদিগের দুঃখ দূর হইয়া গেল!

"যথা স্ত্রী তথৈব পোস্থা স্বদেশে লিজিনস্তথা।" ইহা আমাদের কয়জন প্রকৃতপক্ষে মনে করেন! মিসেস্ চ্যাপলেনের ধরণে নিমন্ত্রণ পত্র এদেশে বাহির হইলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামেও সহরে নিমন্ত্রণকারীর ওরূপ ব্যবস্থার নিন্দা হইবে! অনেকে নিজেদের "অপমানিত"! মনে করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষাই হয়ত করিবেন না!! কিন্তু স্বদেশ প্রেমিক ই রাজ ইহাকে ১৮৪৮ অব্দে মুদ্রিত "স্ত্রীলোক কৃত মহৎকার্য্যের" তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। [যোবন্ ডীভ্ন্ অফ উইমেন ১৮৪৮] আদর্শ স্বদেশ ভক্তি!

(৬৮) মান্লিয়স্ টর্কোয়াটস্ রোমের প্রধান কন্সল ছিলেন। লাটিনদের সহিত যুদ্ধ কালে তিনি দ্বিতীয় কন্সল ডিসিয়সের সহিত একদল সৈন্য লইয়া শত্রু সম্মুখীন হইয়া আদেশ প্রচার করেন যে তাঁহার বিনা অনুমতিতে দল ভাঙ্গিয়া কেহ যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর না হয়; আদেশ অমান্যে প্রাণদণ্ড হইবে। লাটিনদিগের চেহারা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি রোমীয়দিগেরই অনুরূপ ঐ শত্রুগণ সংখ্যাতেও অনেক অধিক। সুতরাং দৃঢ়ভাবে এক জোটে থাকিয়া রোমীয় রণ কৌশলের সম্পূর্ণ ব্যবহারের তখন একান্তই প্রয়োজন।

ইহার পর একজন বিখ্যাত লাটিন যোদ্ধা কন্সল ম্যানলিয়াসের পুত্রকে নাম ধরিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিল। তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া সাধারণতঃ রোমীয়দিগকে কাপুরুষ বলিয়া গালি দিল। তৎক্ষণাৎ জাতীয় অবমাননায় ক্রুদ্ধ কন্সল পুত্র দল হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভীষণ যুদ্ধের পর শত্রু বিনাশ করিয়া তাহার অস্ত্র শস্ত্রাদি জয় চিহ্নস্বরূপ আনিয়া সেনাপতি ও পিতার সমক্ষে রাখিয়া দিলেন। সমস্ত রোমীয় সৈন্য আনন্দে জয়ধ্বনি করিল! মান্লিয়াস্ অশ্রুপূর্ণলোচনে সৈন্যগণের সমক্ষে বলিলেন "পুত্র! তোমার সাহসে ও যুদ্ধ কৌশলে ও বুদ্ধবয়ে তৃপ্ত হইলাম এবং সেজন্য তোমার প্রাপ্য সম্মান দিতেছি। কিন্তু সামরিক বশ্যতাই রোমীয় সৈন্যদলের একমাত্র অবলম্বন এবং রোমের রক্ষার একমাত্র উপায়। তুমি সেনাপতির আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাঁহার অনুমতি লইবার অপেক্ষা কর নাই। হয় তোমাকে এবং অপর সকল অবাধ্য সৈনিককেই দণ্ড না দিয়া আমি সামরিক বশ্যতার মূল নষ্ট দ্বারা রোমের চিরকালের জন্য ক্ষতি করি, অথবা তোমাতে আমাতে একমত হইয়া রোমের উপকারের জন্য আমার প্রাণপেক্ষা প্রিয়তর বংশের একমাত্র সন্তান তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করি অন্য পথ নাই!" প্রিয়তম পুত্রের মস্তকে বিজয় চিহ্ন (পাতার মুকুট) পরাইয়া দিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্বদেশভক্ত, অপক্ষপাতী কন্সল, পুত্রের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। মহাবীরের সম্পূর্ণ উপযুক্ত সুপুত্র নীরবে পিতৃচরণে অভিবাদন করিয়া রোমের উপকারের জন্য হাসি মুখেই জীবন শেষ করিল!

ঐ সময়ে ইটালীর সকল জাতির মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে কোন দুঃসাধ্য কার্য্য পড়িলে যদি কর্ত্তা বা নেতা দৈবানুগ্রহ লাভ জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন তাহা হইলে ঐ কার্য্য নিশ্চয়ই সম্পন্ন হয়। মান্লিয়স্ দ্বিতীয় কন্সল্কে বলিয়া রাখিলেন যে উপস্থিত যুদ্ধে তিনি ঐরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়া জন্মভূমির উপকার এবং পুত্রশোকের জ্বালা নিবারণ করিবেন। যুদ্ধারম্ভে তাঁহার পরিচালিত সৈন্যদল প্রচণ্ডবেগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। যেখানে বিপদ সেই স্থানেই মান্লিয়স্ উপস্থিত। এবং যেখানে তিনি প্রাণ ত্যাগ জন্য ধাবিত সেই স্থানেই তাঁহার কার্য্যে অনুপ্রাণিত রোমীয় সৈন্য অপ্রতিহতগতি! লাটিনেরা ক্রমাগতই হটিতে লাগিল। কিন্তু অপর দিকে দ্বিতীয় কন্সলের অধীন দল পরাজিত প্রায় হইল। তখন ডিসিয়স অস্ত্রত্যাগ করিয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া পুরোহিত দ্বারা নিজের দেহকে দেবতাদিগের তুষ্টি জন্য উৎসর্গ করাইলেন এবং তাহার পর ঘোটকারোহণে বিদ্যুৎ বেগে শত্রুর দলের উপর গিয়া পড়িলেন। লাটিনেরা উঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল, কিন্তু এতদ্বারা নিজেদের উপর দৈবাঘাতে বিশ্বাস সমগ্র লাটিন সৈন্যমধ্যেই আসিয়া পড়িলে এবং রোমীয়েরা জয়লাভ নিশ্চিত মনে করিয়া লাটিনদিগকে মহা উৎসাহে আক্রমণ করিলে লাটিনেরা, সর্ব্বত্রই ছুটিতে লাগিল। মানলিয়াস নিজেকে বিধিমতে উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে এই সংবাদ পাইলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত মহাবীর তখনি পুত্রশোক হৃদয়ে গোপন করিয়া জন্মভূমির কার্য্য যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হয় সেজন্য দুই দলেরই নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য এরূপ পরিচালিত করিতে লাগিলেন যে রোমীয়দিগের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল এবং শত্রু সৈন্যের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া রোম একেবারে লাটিনদিগের হইতে নিঃশঙ্ক হইল।

(৬৯) নেতার প্রতি ভালবাসা।—ইহুদীদিগের ইতিহাসে ডেভিডের বিবরণ বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি কবি, গায়ক, তপস্বক, যোদ্ধা এবং দূরদর্শী রাজনৈতিক। তিনি আকারে ক্ষুদ্রকায় কিন্তু বিক্রমে সিংহবৎ ছিলেন। ইহুদী জাত বর্ম্মধারী সমস্ত প্রকাণ্ডশরীর গোলিয়াথকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে ফিঙ্গা (Sling) দ্বারা কয়েকটা পাথরের নুড়ির ছুঁড়িয়া নিহত করিলে রাজা সল তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। কিছুকাল পরে সল উঁহার উপর হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণ সংহার চেষ্টা করিতে থাকেন। নির্জ্জন পর্ব্বতের গুহা ব্যতীত তখন ডেভিডের কোথায় আশ্রয় ছিল না। রাজা তাঁহার পশ্চাৎ

ঐ সময়ে পুনর্ব্বার বিবাহ দেন! ঐ দুঃখের সময়ে ডেভিডের কয়েকজন দুর্দান্ত দস্যুর সহিত পরিচয় হয়। ডেভিডের সংশ্রবে উহারা উৎকৃষ্ট যোদ্ধায় পরিণত হইল, দুর্ব্বল ও দুঃখীর উপর অত্যাচার করা ছাড়িয়া দিল এবং ডেভিডের প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইল। গুহায় লুকাইত ডেভিড সহচরদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে একদিন বলিলেন "বেথলেহম নগরের বাহিরে যে কূপ আছে তাহার মত সুস্নিগ্ধ মিষ্ট জল আমি কখন খাই নাই। এই গ্রীষ্মে সেই জল যদি পাওয়া যাইত তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে যে সে কিরূপ জল! জঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বতের ঐ গুহায় এবং বেথলেহম নগরের মধ্যে ফিলিষ্টাইন শত্রুদিগের একটী বৃহৎ সৈন্যদল তখন ছাউনি করিয়া ছিল এবং চতুর্দ্দিকে রাজা সলের লোক ডেভিডের অনুসন্ধানে ফিরিতেছিল। তখন গুপ্ত গুহা হইতে বাহির হওয়াই নিরাপদ নহে। কিন্তু ডেভিডের তিনজন সহচর স্থির করিল যে তাহারা ভক্তিভাজন দলপতি ডেভিডের জন্য ঐ জল আনয়নচেষ্টা করিবে, তাহাতে প্রাণ থাকে আর যায়। অন্য কাহাকেও কিছু না বলিয়া উহারা গুহা হইতে কিছু বিলম্বে সরিয়া পড়িল। কোথাও বুকে হাঁটিয়া, কোথাও যুদ্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রকারের ক্লেশে এবং বিপদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উহারা এক ঘটি জল ঐ কূপ হইতে সংগ্রহ করিয়া ফিরিল। উহাদের ভক্তিতে এবং ভালবাসাতে আর্দ্র হৃদয় ডেভিড উহাদের বক্ষে ধারণ করিয়া তুষ্ট করিলেন এবং ঐ জল ঈশ্বর উদ্দেশে ভূমিতে নিবেদন করিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিলেন "আমি আমার প্রিয়তম বন্ধুদিগের রক্তপান করিতে পারি না—এত বীর্য্য ও শৌর্য্য পূত ঐ জল ভগবানের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেই পারে না।"

শেষে ডেভিড ইহুদীদিগের রাজা হইয়াছিলেন। ইহারই পুত্র "ইহুদীদিগের সাহজাহান" (জেরুজিলামের বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাতা) সলোমন। যিশুখৃষ্ট ও এই ডেভিড বা দায়ুদেরই বংশীয়। তাই বাঙ্গালী খৃষ্টানদের গান ;—

কেন তুই মন ভ্রমরা ভ্রমণ করিস নানাফুলে।
[illegible] সোণার কমল বৈথলেহেমে "দায়ুদ"কুলে॥

(১০) প্রজা প্রিয়ের নির্ব্বাসন —(আরিষ্টাইডিস)। এথেন্সের সাধারণতন্ত্রে একটী আইন ছিল যে, কোন ব্যক্তি বিশিষ্টরূপে প্রজাপ্রিয় হইলে এথেন্সের যে কেহ সাধারণ সভায় তাহার নির্ব্বাসনের জন্য আবেদন করিতে পারিতেন। ঐ আইনটীর উদ্দেশ্য এই ছিল যে দেশের মধ্যে কাহারও ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি হইতে না পায় যে সে চেষ্টা করিলে সাধারণতন্ত্র বিনাশ করাইয়া নিজে সর্ব্বেশ্বর রাজা হইতে পারে। মহাত্মা আরিষ্টাইডিস্ রাজকীয় শক্তির জন্য স্বপ্নেও লালায়িত হন নাই। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণে, এবং সাধারণতন্ত্রের ও সাধারণ প্রজার উপকারার্থে স্বপরামর্শদানে এবং অসাধারণ উদ্যমে সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। একদিন একজন নিরক্ষর মজুর আরিষ্টাইডিসকে পথে পাইয়া বলিল "মহাশয়! আমি লিখিতে জানি না। কিন্তু আমি আরিষ্টাইডিসের নির্ব্বাসন জন্য একখানা দরখাস্ত দিব বলিয়া মনে মনে শপথ করিয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া দরখাস্ত খানা লিখিয়া দিন।" আরিষ্টাইডিস বলিলেন "আপনি কি আরিষ্টাইডিসকে চেনেন? তিনি কি আপনার কোন অনিষ্ট করিয়াছেন?" মজুর উত্তর করিল তাঁহাকে কখন দেখি নাই। তিনি কাহার অনিষ্টকারী নহেন এবং মজুরদের সুবিধার জন্য একটী অতি সুসঙ্গত ব্যবস্থা প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে যাই সেই খানেই আরিষ্টাইডিসের সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়পরতার প্রশংসা শুনিয়া আমার কান ঝালাপালা হইতেছে। সেই জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সাধারণতন্ত্রের রক্ষকভাবে আমি অবিলম্বে দরখাস্ত দিয়া উঁহাকে নির্ব্বাসিত করিব।" "মহাত্মা আরিষ্টাইডিস্ নিজেই সেই দরখাস্ত লিখিয়া দিলেন—এবং তৎকাল প্রচলিত রেই অপূর্ব্ব রেও লেপনের খণে নির্ব্বাসিত হইলেন।

(১১) মান্দ্রাজের পাল্কির বেহারা। "সর জান মালকম সাহেব যখন পার্লিয়েমেণ্টে সাক্ষ্য দেন তখন তিনি কহিলেন যে মান্দ্রাজে বিশ অথবা ত্রিশ হাজার পালকির বেহারা থাকে তাহারা ইংলণ্ডীয়দের চাকরীতে নিযুক্ত এবং তাহারা প্রায় সকলেই মনোযোগ ও বিশ্বস্ততায় বিখ্যাত। তিনি কহিলেন আমার স্মরণে আইসে না যে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের কোন এক ব্যক্তির প্রতি চৌর্য্যাপবাদ হইয়াছিল তথাপি তাহাদিগের মাসিক বেতন আন্দাজী কেবল ছয় টাকা। এক সময়ে তাহাদের অতি বিশ্বস্ততার কার্য্য আমি অবগত হইলাম। মান্দ্রাজ হইতে দেড় শত ক্রোশান্তরে পালকির মধ্যে একজন সেনাপতি মরিলেন। পালকীতে তাঁহার ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। সেই সুশীল বেহারা আপনাদিগের প্রতি কিছু সন্দেহ না হয় এ জন্যে ঐ সাহেবের শব দবখাস্ত করিয়া রাখিল পরে তাহা দেড় শত ক্রোশান্তর মান্দ্রাজে আনিয়া চীফ সেক্রেটরী সাহেবের হস্তের খানায় রাখিল এবং তাঁহার সঙ্গে যে সকল টাকা ছিল তাহা হেপাজতি ও মোহর করিয়া আনিয়া দিল।" [সন ১৮ ও বাঁধোন ইতিহাস নামক ১৮৩৯ অব্দে শ্রীরামপুরে ছাপা পুস্তক হইতে নমুনাস্বরূপ অবিকল উদ্ধৃত হইল।]

(১২) সেবা ধর্ম।—গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ তাঁহার আইয়াজ নামক একজন সুরূপ এবং চরিত্র কর্ম্মচারীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। লোকে বুঝিতে পারিত না যে কি গুণে ঐ ব্যক্তি সুলতানের এরূপ প্রিয়পাত্র। সুলতানের একটী যুদ্ধযাত্রার শেষে লুণ্ঠন দ্রব্য লইয়া গজনি প্রত্যাগমনের পথে একদিন একটা মুক্তাপূর্ণ পেটারা উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূমে পতিত হইলে পেটারাটা ভাঙ্গিয়া মুক্তাগুলি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া গেল। সুলতান তাঁহার সঙ্গীদিগকে ঐ মুক্তা কুড়াইয়া নিজের নিজের জন্য লইতে অনুমতি করিলে সকলেই পিছাইয়া পড়িল। কিন্তু আইয়াজ সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তর করিল আমার সেবাভক্তি প্রভুর নিজের জন্য, তাঁহার দানের জিনিষের জন্য নহে।—উচ্চশ্রেণীর সাধুরা যেমন ঈশ্বরে নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তি পোষণ করেন অষ্টসিদ্ধির লোভ রাখেন না, আইয়াজ প্রভু ভক্তিতে সেই সর্ব্বোচ্চ ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন।

(১৩) আদর্শ পুরোহিত।—পুরোধা শব্দ হইতে পুরোহিত শব্দের উৎপত্তি। তিনি ধর্ম্মাচারণে অগ্রবর্ত্তী। বাঙ্গালায় যে প্রচলিত কথাটী আছে তাহা শব্দ ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ঠিক না হইলেও ভাব সম্বন্ধে সুসঙ্গত।—"যে করে পুরের হিত তাকে বলি পুরোহিত।" ফলতঃ "যাহা ভাল এবং ধর্ম্মসম্মত তাহাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও কর্ত্তব্য; যাহাতে পারলৌকিক মঙ্গল তুষ্ট ব্যাধাদি ভুলিয়া তাহাই সমাহিত চিত্তে করিবে।"—দৃঢ়ভাবে এই শিক্ষা শুরুর মধ্যে মধ্যে আসিয়া এবং পুরোহিতের প্রভাব বাক্যে, ব্যবহারে এবং ইঙ্গিতে যজমানদিগকে দেওয়া উচিত। যজমান হইতে আলাদা আলাদা থাকিয়া, তাড়াতাড়ি একবার আসিয়া ৺ঠাকুর পূজা করিয়া চাউল কলাগুলি লইয়া গিয়া জীবন অতিবাহিত করায় যজমান সম্বন্ধে পুরোহিতের কর্ত্তব্যপালন হয় না। পুরোহিতকে দেখিলেই যেন "দশ এক কর্দ্দ মাত্র দিতে আসিয়াছেন"এ শঙ্কা উপস্থিত না হয়। যজমানেরও কর্ত্তব্য পুরোহিত পুত্রের সংস্কৃত শিক্ষার ব্যয় বহন করেন। এখনও আর বিনা কপর্দ্দক ব্যয়ে বিদ্যা পাওয়া যায় নাই।

মহারাজা প্রতাপ সিংহ যখন যুবা পুরুষ তখন একদিন মৃগয়া উপলক্ষে তাঁহার ভ্রাতা

পুরুষদিগেরই সহিত এবং বিবাহ করিয়া দুই জনেই পরস্পরের বিনাশ করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিলেন। উঁহাদের কুল পুরোহিত উঁহাদিগকে ঐ পৈশাচিক কাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য উঁহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু উন্মত্ত রাজপুত্রদ্বয় যখন তাঁহার কথা উপেক্ষা করিলেন তখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "প্রতিপালক পবিত্র রাণাবংশের সর্বনাশ সাধক এবং জননী জন্মভূমির শত্রুগণের আনন্দবর্দ্ধক এই যুদ্ধও দ্বন্দ্ব যুদ্ধ তোমরা আমার কথায় মাত্র রাখিয়া যখন কোনমতে থামাইলে না আর আমি যখন উহা দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিব না তখন আমার মৃত্যু ভিন্ন কোন উপায় নাই। এইবার এ অধর্মে বিরত হও!" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকুলতিলক দধীচিসদৃশ আদর্শ পুরোহিত নিজের হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজকুমারদ্বয়ের তখন এই অভাবনীয় ঘটনায় চটকা ভাঙ্গিল। তাঁহারা লজ্জায় ও ক্ষোভে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ থামিল এবং পুরোহিতের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া রাজবংশ ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা পাইল। সেদিন সেই আসুরিক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইলে তুল্য যোদ্ধা দুই রাজকুমারেরই মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। মহারাণা প্রতাপ পরে সেই স্থানে পুরোহিত মহাত্মার একটী স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

(৭৪ বামধর্ম।—পূর্ণিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মিষ্টার ভার্ণেন্তি মহোদয় কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমা পরিদর্শন কালে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে কোন মাড়োয়ারিকে দিয়া বাঙ্গালীরা তথাকার বালিকা বিদ্যালয়টীর জন্য গৃহ প্রস্তুত করিয়া লওয়ায় বাঙ্গালীদের নীচতা (Me n ess) প্রকাশ হইয়াছে। এই কথায় কেহ কেহ রাগিয়া বলিতেছেন যে এদেশে ইয়ুরোপীয় ক্লব ঘর সকলের প্রস্তুতে এবং আসবাবে কত দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের টাকার টাকা আছে অথচ খালি ইয়ুরোপীয়েরাইত উহা ব্যবহার করেন। এ সকল রাগারাগির কথা তুলিয়া ফল কি? সরল ভাবে এই দান কার্যের কথাটি বুঝিয়া লইয়া নিজেদের মন শান্তি পূর্ণ এবং সরস রাখাই কি উচিত নয়? (১) সাহেবের কথায় বুঝিতে হইবে যে দাতার মাহাত্ম্য কম ইহা তিনি বলেন নাই। উহাতেই একরূপ তুষ্ট হইয়া দাতাকে আশীর্বাদ করাই ভাল নয় কি? সাধারণতঃ দাতা গৃহীতার অপেক্ষা চিরদিনই উচ্চে। তবে এদেশে বিদ্যা সরস্বতীর নামে টোলে ছাত্রে দান গ্রহণে দাতার কল্যাণ হয় এবং গৃহীতারও অবনতি হয় না। এত সূক্ষ্মকথা অপর সমাজের সকলেই বুঝিবেন কিরূপে? (২) দানের মাহাত্ম্য সকল সমাজে সমানভাবে প্রকট নয়। সকল মনুষ্যেও দানের কথাটা একই ভাবে বুঝিতে পারেন না—অধিকারী ভেদ আছে। ৺বারাণসী ধামে শিপ্রা হইতে ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেসনের পথের ধারে মুসলমানদের ঈদের নমাজ জন্য বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ কাশীরাজের দেওয়া। তথায় বুদ্ধিমান কলেজ ৺ জয়নারায়ণ ঘোষালের দানে। হিন্দু মুসলমান স্বেচ্ছায় মুষ্টি ভিক্ষা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে দিয়া থাকেন। ভারতবাসীর স্বেচ্ছায় দানে এবং ইংলণ্ডের লোকাল রেটের টাকায় স্থানীয় খরচে প্রভেদ অনেকের সব সময়ে মনে থাকে না। আবার কোন কোন লোক নিজে ভাল খাইব, এবং ভাল থাকিব এইমাত্র আদর্শ করিয়াছে। ঐ সকল লোক সকল প্রকার দানেই বিরক্ত হয়। "কুপুষ্যি" খাওয়াইতে চাহে না। উঁহাদের অপর মনুষ্যের সহিত সহানুভূতিই কম। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা অধিক থাকায় উহাদের মনুষ্যত্ব বর্দ্ধিত হইতে বাকী। কেহ নিজ পরিবার সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি, কেহ স্বীয় গ্রামবাসীর পর্য্যন্ত, কেহ প্রদেশ বাসী পর্য্যন্ত কেহ বা সমগ্র দেশের প্রতি কেহবা সকল মানবেরই প্রতি, কেহ বা সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতি বোধ করিয়া মুক্ত হস্তে দান করিতে অগ্রসর। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর বুদ্ধি এবং মতবাদ চিরকালই ভিন্ন থাকিবে! (৩) ইয়ুরোপীয় মাত্রেই আজও এরূপ বিশ্বাস করেন যে ব্রিটিশ ভারত সমাজ এক নয়। উঁহারা মনে করেন যে ইয়ুরোপে যেমন তুর্কে, রুষে, পোর্টুগীজে এবং ইংরাজে যথেষ্ট প্রভেদ বাঙ্গালীতে এবং মাড়োয়ারিতে বুঝি সেই রূপই প্রভেদ আছে এবং তাহা সুরক্ষিত থাকাই ভাল। কিন্তু মাড়োয়ারি মহাজনেরা বর্ণাশ্রমধর্ম পালনকারী ভারত সমাজের একটী প্রধান অঙ্গ বৈশ্য বর্ণের লোক। উঁহাদের গোত্র (বা পূর্ব্ব পুরুষের নাম) অপর প্রদেশের বণিক দিগের গোত্র হইতে অভিন্ন কৃষি, বাণিজ্য, উদ্যম সহ উপার্জন এবং "দান" বৈশ্যের ধর্ম। ধর্মশালা, পিঁজরা পোল প্রভৃতি স্থাপনে চিরকালই উঁহারা ভারতের আদর্শ ভাবে মুক্ত হস্ত। এখন ইংরাজী ধরণে বালিকা বিদ্যালয় ও সেই দানের আসন লাভ আরম্ভ করিলেন। ইহা ইংরাজী সংসর্গের ফল। বালিকা বিদ্যালয়ে মাড়োয়ারি ভদ্র লোককে সাহায্য করিতে উন্মুখ করিয়া কৃষ্ণগঞ্জের বাঙ্গালিরা ভারতের অপর লোকদিগের মধ্যে ইংরাজী মতবাদ প্রচারের যত্ন মাত্র হইয়াছিলেন।

সাহেব এ সম্বন্ধে এত সব না ভাবিয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন সন্দেহ নাই।

পুলিশের যশ এবং অপযশ।

মহাশয়!

কলিকাতায় গুপ্ত অনুসন্ধানে অপরাধি বাহির করায় প্রশংসা প্রাপ্য পুলিশের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুলিশ রেলওয়েতে চুরি এবং বিষ খাওয়ান প্রভৃতি অনেক কমাইয়াছে। অনেক অনেক ভাল পুলিশ কর্মচারীও আছেন। কিন্তু মিথ্যা মোকদ্দমায় সৃষ্টি বা তদন্তের অসরল রিপোর্ট পুলিশের দ্বারা একটী হওয়াও অনুচিত। সেইজন্যই সংবাদপত্রে প্রচারে ভুল ভ্রান্তি এবং অন্যায় অকর্ম সম্বন্ধে পুলিশ কর্মচারীদিগের মধ্যে লোকলজ্জা উদ্রেক চেষ্টা।

(১) পঞ্জাবের গোলাপ বাণোর মোকদ্দমার কথা ১১শে শ্রাবণের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। মোকদ্দমায় মোটামুটি কথা পড়িয়া আমাদের মনে উঠিয়াছিল যে, মৃতব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যে প্রথম পুলিশে সংবাদ দেয় সে বিষ প্রয়োগের কথা কিরূপে জানিল এবং (খ) বিধবাই যদি পতিঘাতিনী তবে সেই বা কেন অসঙ্কোচে স্বামীর বধ পুলিশকে দেখাইল এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মৃত্যুতে এবং তাহার পত্নীর পাপদণ্ডে কাহার আর্থিক লাভ। বড় বড় পুলিশের কর্মচারীদের এবং বড় বড় বিচারকের মনেও অবশ্য এই তিন প্রশ্ন উঠিয়া থাকিবে, কিন্তু চুম্বক সমাদ যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উহার উত্থাপন বা সদুত্তর দেখি নাই। পঞ্জাবের ছোটলাট সার লুইস ডেন বাহাদুর ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া হাইকোর্টের জজেদের রায়ের সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও মোটা এই কথার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। তিনি খুব জিদ করিয়া বলিয়াছেন যে একরার করাইবার জন্য পুলিশের দ্বারা গোলাপবাণোর শরীরে যন্ত্রণাদায়ক পদার্থ প্রবেশ করান হয় নাই। সে নিজেই উহা করিয়া তাহার স্বামীহত্যার একরার করিয়া থাকিবে? ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস প্রকৃতই বলিয়াছেন, বুদ্ধিমান (intelligent) ব্যক্তি মাত্রেই স্থির করিবেন যে এ বিষয়ে হাইকোর্টের রায়ই ঠিক হইয়াছে এবং

পদ খালি হইল বলিয়া ঘোষণা করিবেন। যখন এইরূপ কোন ঘোষণা হইবে তখন গবর্ণর জেনারেল বিজ্ঞাপন দ্বারা যে পদ খালি হইল সেই পদের সদস্যের নির্ব্বাচনাধিকার যাঁহাদের আছে, বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে আর কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচনের জন্য বলা হইবে। অথবা অবস্থানুসারে গবর্ণর জেনারেল নিজেই কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন। সেই নূতন নির্ব্বাচনে খালি পদের জন্য যে ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবেন, তিনি যদি নির্ব্বাচিত হওয়ার অযোগ্য হয়েন তবে গবর্ণর জেনারেল এমন উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিয়া মনোনীত করিবেন যিনি তাঁহার নির্ব্বাচনকারীদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত হয়েন।

যদি কোন লোক একাধিক নির্ব্বাচক সম্প্রদায় দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়েন তবে সেই নির্ব্বাচনের ফল ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রচারিত হওয়ার পর সাত দিনের মধ্যে নিজের স্বাক্ষরিত নোটিস দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা বিভাগের সেক্রেটারীকে জানাইবেন যে তিনি তাঁহার নির্ব্বাচক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি যদি তাহা না জানান তবে কোন্ নির্ব্বাচক সম্প্রদায়ের হইয়া তিনি কার্য্য করিবেন, গবর্ণর জেনারেল তাহা ঠিক করিয়া দিবেন। এবং তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

অতিরিক্ত সদস্যের কার্য্যকাল তাঁহার নির্ব্বাচন বা মনোনয়নের দিন হইতে তিন বৎসর কাল হইবে।

সরকারী সদস্য অথবা কোন মনোনীত সদস্য, যিনি প্রস্তাবিত বা বিবেচনাধীন কোন আইন সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বিবেচনায় মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারও কার্য্যকাল তিন বৎসরের জন্য হইবে অথবা তাঁহাকে মনোনীত করিবার সময় তাঁহার জন্য গবর্ণর জেনারেল যদি তিন বৎসরের কম সময় নিরূপণ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার কার্য্যকাল সেই নিরূপিত সময়ের জন্য হইবে।

কোন নির্ব্বাচিত বা মনোনীত সদস্য যদি ভারত পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান এবং সেই জন্য যদি তাঁহার পদ খালি হয়, অথবা কার্য্যে উপস্থিত হইতে অসমর্থ বলিয়া যদি তাঁহার পদ খালি হয়, অথবা তিনি পদ পরিত্যাগ করেন অথবা অন্য কারণে তাঁহার পদ খালি হয় এবং সেই পদে যদি অন্য আর কোন সদস্যকে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত করা যায়, অথবা নির্ব্বাচনকারীরা উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিতে না পারায় গবর্ণমেণ্ট হইতে আর কাহাকেও মনোনীত করিয়া লওয়া হয় তবে প্রথম নির্ব্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তির কার্য্যকাল যে সময়ে শেষ হইত সেই সময়ে শেষোক্ত নির্ব্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তির কার্য্যকালও শেষ হইবে।

কোন সদস্যের পদ খালি হইলে, অথবা খালি হইবার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইতে আর তিনমাস বাকী আছে এমন সময়ে গবর্ণর জেনারেল বিজ্ঞাপন দ্বারা যে পদ খালি হইয়াছে সেই পদে সদস্যনিয়োগ করিবার অধিকার যাঁহাদের আছে তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সেই খালি পদের জন্য অপর একজন সদস্য নির্ব্বাচন জন্য জানাইবেন।

গবর্ণর জেনারেলের মনোনীত কোন সদস্যের পদ খালি হইলে সেই পদে গবর্ণর জেনারেলই পুনরায় সদস্য মনোনীত করিয়া লইবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

হিন্দু পত্রিকা ১৫ শ বর্ষ ১১ শ ও ১২ শ সংখ্যা। নব চিকিৎসা প্রবন্ধ কৌতূহলোদ্দীপক। নমুনা স্বরূপ একটি যৌগপদ অত্র উদ্ধৃত করা গেল। যৌগপদ গুলির অর্থ ফুটনোটে দিলেই ভাল হইত। এদেশে এখন ঐ সকল শব্দের প্রচলন নাই।

২। তাম্বুলি সমাজ (মাসিক পত্র)—পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পাল (মহাজন বন্ধু সম্পাদক), শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সিংহ বি এ বি এল। তাম্বুলি সমাজ কার্য্যালয়। ৮৯ নং বড়তলা ষ্ট্রীট চিৎপুর হইতে পত্রিকা সম্পাদকদ্বয় দ্বারা প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা।

মাসকয়ে তাম্বুলি বণিকদিগের সভা হইয়াছিল। তথাকার সভাপতি শ্রীদক্ষিণেশ্বর চেল মহাশয় তাম্বুলি দিগের বৈশ্য হিসাবে উপবীত গ্রহণে এবং একবর্ণ হিসাবে থাক তাহার আপত্তি করেন। বলেন যে, পূর্ব্ব পুরুষেরা তুলসী মালা ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাই যথেষ্ট। মতভেদ সকলেরই নিঃশেষ কিরূপে হইবে। মেদিনীপুরে কোন কোন তাম্বুলি শামুকাদি পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করেন, মুরগী পালন করেন উঁহাদের সহিত দুগ্ধ, চিনি ও দুধিয়াদের মহাজনেরা সম্মিলিত হইতে চাহেন না। সম্পাদক মহাশয় বলেন, মাঝখানে কিছু আসিয়া যায় না। মূল এক। সমিলন জন্য সকল থাকেই শিক্ষাদীক্ষা ও সদাচার বৃদ্ধির প্রয়োজনী। সকল ব্রাহ্মণ এক সন্দেহ নাই। কিন্তু গায়ত্রী বিহীন অসদাচারী ব্রাহ্মণ যদি কোন স্থানে অধিকাংশ সংখ্যক হয়েন তবে সেখানের সহিত সম্মিলনের কার্য্য স্রত হওয়া সম্ভাবনা। সেখানে শিক্ষা ও সদাচার বৃদ্ধির চেষ্টা বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য। তাম্বুলি সমাজেরও সেই চেষ্টা উচিত। ব্রাহ্মণকেও বর্ণ্রাম লেনকে গালি দেওয়ার কাপাল আজকাল পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। নিজেদের মধ্যে দুর্ব্বল অংশকে শিক্ষা ও সদাচারে উন্নত করার চেষ্টা করাই উচিত। তাহা হইলেই ক্রমে উপনীত গ্রহণ সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে ঘটুক আর না ঘটুক) সম্বন্ধে "যোগাড়"—উহাই প্রয়োজনীয়—আসিয়া পৌঁছিবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[উড়িষ্যা] কটকের মিঃ মধুসূদন দাস সি. আই, চর্ম্মের ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি অর্থ ব্যয় করিয়া কটকে একটী কারখানা খুলিয়াছেন। সংপ্রতি শুনা যায় তিনি কুষ্ঠীয়ের চর্ম্ম ব্যবহারের যোগ্য করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন।

[বোম্বাই] গত ১৫ই অক্টোবর রাত্রিকালে পুনার পুলিশ ডাকন শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ পরাঞ্জপে এবং ভারত ভূষণ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর গোবিন্দ গোস্বালেকারকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। পুনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডবিধির ৫০২ ধারা অনুসারে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন। প্রেস ও একটী কাচের দ্রব্যের দোকান খানাতল্লাসী হইয়াছে। আসামীদিগের নামে অভিযোগ এই যে, তাঁহারা মিঃ গোখলের মানহানিকর কবিতা মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং পুনার গণপতি উৎসব কালে উহা গীত হইয়াছিল। আসামীরা ৫০০ টাকার জামিনে খালাস আছেন। ৮ই নবেম্বর এই মামলার শুনানি হইবার কথা ছিল।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। এখন হইতে শিক্ষকেরা

১০ হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইবেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বৎসরে ৯৬৩৫৬০ টাকা অধিক ব্যয় হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রথম তিন বৎসর সমস্ত টাকাই রাজকোষ হইতে দিবেন, চতুর্থ বৎসর হইতে এই টাকার অর্দ্ধাংশ মিউনিসিপ্যালিটি ও স্থানীয় বোর্ড সমূহ হইতে গৃহীত হইবে।

[সাধারণ] লর্ড মিণ্টোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য পাতিয়ালার মহারাজা আজমীর মেও কলেজে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

এ বৎসর মক্কায় যাইবার জন্য প্রায় ১১ হাজার মুসলমান যাত্রী বোম্বাই সহরে সমবেত হইয়াছিল। অনেক বদান্য ও সদাশয় মুসলমান যাত্রিগণের সুবিধার জন্য নানা স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যাত্রিগণের সুখ ও সুবিধার জন্য ৩ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

বেরিবেরি রোগের ক্রমশঃ বিস্তার হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই রোগ অধিক দেখা যায়। ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন যে, ভেজাল সরিষার তৈল ব্যবহার করাতেই বাঙ্গালী এই রোগে ভুগিতেছে। অনেকে বলেন যে, বালাম চাউলের ব্যবহারে বেরিবেরির প্রকোপ বাড়ে। মাড়োয়ারিরা সর্ষপ তৈল এবং বালাম চাউল ব্যবহার করে না, বলিয়া, তাহাদের বেরিবেরি হয় না।

যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর ম্যালেরিয়া প্রশমনের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পল্লীগ্রামের জল নিকাশের সুব্যবস্থার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। দেশের লোকেরাও গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ রূপে সহায়তা করিতেছে।

(১) দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর এবৎসর দুর্ভিক্ষ-উপলক্ষে তাঁহার প্রজাদের কষ্ট নিবারণের জন্য ৬ লক্ষ ২ হাজার ৬৮০ টাকা দান করিয়াছেন। (২) ৺কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের সহধর্ম্মিণী রাণী কমলকুমারী দাসী কারবঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বাঁচিবার আশা ছিল না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগোপশম হওয়াতে সাধারণের হিতার্থে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য তিনি বাইশ হাজার টাকা মূল্যে কলিকাতা ২৬২নং আপার সার্কুলার রোডে বাটীসহ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক সোসাইটীর হাতে দিয়াছেন। (৩) নোয়াখালী চরপপেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত তাসলাম মিঞা চৌধুরী সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সীতাকুণ্ড মাদ্রাসার জন্য একশত টাকা দান করিয়াছেন। তিনি বার্ষিক নিবন্ধন হজ যাত্রা উপলক্ষে জাহাজভাড়া দিয়া এ যাবৎ নিজ ব্যয়ে ৩৫ জন লোককে পবিত্র মক্কাধামে পাঠাইয়াছেন।"

১৯০৯ সনের মধ্য দেশের অপঘাত মৃত্যুর তালিকা বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় (১) হাতীতে ১৪ জন (২) বাঘে ৫২ জন (৩) চিতা বাঘে ৭জন (৪) ভালুকে ৪জন (৫) সর্পাঘাতে ১০৮৫ জন, মোট ১১৬৪ জন লোক মারা পড়িয়াছে। (১) বাঘে ৪৩৫৪টী (২) চিতা বাঘে ২৮৫৮টী (৩) অন্যান্য পশুতে ১১৪টী (৪) সাপে ৬২০১টী মোট ১৩৫২৩টী গৃহ পালিত পশু মরিয়াছে। (১) ৩৫৩টী বাঘ (২) ১৩১১টী চিতাবাঘ (৩) অন্যান্য ৮৮৩টী মোট ২৫৩৫টী বন্যপশু মনুষ্য কর্ত্তৃক হত হইয়াছে।

বিলাতের ডেলি এক্সপ্রেস নামক সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে লালা লজপৎ রায় যে মানহানির মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিলেন, বিলাতে কিংসবেঞ্চ ডিভিসনে ঐ মোকদ্দমার শুনানি হইয়াছিল। ১৯০৭ অব্দের ১৬ই জুলাই তারিখের ডেলী এক্সপ্রেস পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, "লালা লজপৎ রায় আমীর মহোদয়কে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া লিখিত প্রস্তাব প্রেরণ করায় এবং আমীর মহোদয় ভারত আক্রমণ করিলে সমস্ত ভারতীয় সেনা তাঁহার সহায়তা করিবে এইরূপ প্রতিশ্রুত হওয়ায় লালাজীকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। শুনা যায়, আমীর এই প্রস্তাবটী রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করেন।" বিচারের সময় ফরিয়াদীর কাউন্সেল বলেন, এই মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। লালা লাজপৎ রায় ইংলণ্ডে থাকিতে থাকিতেই মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হওয়ায় মোকদ্দমার সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। বিচারে তাঁহার জয় হইয়াছে। তিনি ৫০ পাউণ্ড [৭৫০ টাকা] ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জলদানের ব্যবস্থা।—পানীয় জলের অভাবই এই পূর্ব্বাঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভাব। সকলেই শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, আমাদের মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর এই অভাব দূরীকরণের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, এইটিই যেন, এইক্ষণ তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। কোথায় কিরূপে সুপেয় জলের ব্যবস্থা হইতে পারে অবিরাম তাঁহার উপায় উদ্ভাবনে রত আছেন। প্রত্যেক সহরে, সুদূর পল্লী ও কোথাও তাঁহার দৃষ্টির অভাব নাই। সহরে জলের কল স্থাপন, পল্লীগ্রামে উৎকৃষ্ট জলাশয় অথবা কূপ খননের ব্যবস্থা হইতেছে। চট্টগ্রাম সহরের ভয়ঙ্কর জলাভাব শীঘ্র শীঘ্র দূর করিবার জন্য তিনি ব্যগ্রতার সহিত চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা, তাঁহার চেষ্টা সফল হউক। এই গুরুতর অভাবটি দূর করিয়া গেলে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। (জ্যোতিঃ)।

চট্টগ্রামের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রত্যেক গ্রামে খাস মহালের অধীন কতক জমি শুধু গোচারণ ভূমির জন্য রাখিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সে জমি কাহাকেও বন্দোবস্তী দেওয়া হইবে না। জন সাধারণের গোরু ছাগল প্রভৃতি তাহাতে চরিতে পারিবে। এই কার্য্যের দ্বারা যে দেশের অশেষ মঙ্গল হইবে, এবং দেশের লোক চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উড হেডের নাম স্মরণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এতৎসম্বন্ধে আর একটি বিষয় তাঁহার অবগতির জন্য উল্লেখ করিতেছি:—চট্টগ্রামের প্রত্যেক গ্রামে খাসের জমি ব্যতীত অনেক গুলি খাদি পুকুর আছে, সেগুলিকে ভরাইয়া গোচারণ ভূমিতে পরিণত করিলে যুগপৎ দুইটি মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। একদিকে ম্যালেরিয়ার আবাসগুলি দূর হইবে, অন্য দিকে প্রচুর গোচারণ ভূমি পাওয়া যাইবে। (জ্যোতিঃ)

টোটকা ঔষধ—[১] আদার রসের নস্য প্রদান করিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। [২] কাঁটানটের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোঁড়া শীঘ্র পাকিয়া যায়। [৩] বহেড়ার শাঁস কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূমপান করিলে হাঁপানির শান্তি হয়। [৪] অড়হর পাতার রস মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়। [৫] হীরাকস ও তুঁতে পোড়া সমভাগে মিশাইয়া দন্তে দিলে দাঁত নড়া আরোগ্য হয়। [৬] দুই রতি তুঁতে চূর্ণ, জলসহ দিবসে দুইবার সেবন করিলে পালা জ্বর আরোগ্য হয়। [৭] প্রত্যহ বটের ঝুরি চিবাইলে অথবা হুঁকার জলে কুলকুচা করিলে সহজে দন্ত পড়ে না। [৮] আলতা জলে গুলিয়া সেই জল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিলে বেদনার শান্তি হয়। [৯] পাতি লেবুর শিকড় পাতি লেবুর রসে বাটিয়া অঞ্জন দিলে চক্ষু উঠা আচিরে ভাল হয়। [১০] গাঁদা ফুলের পাতার রস চিনির সহিত সেবন করিলে অর্শের রক্তস্রাব ও বেদনা নিবারিত হয়। [১১] লাউপাতার রস ও দূর্ব্বার রস মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে অধিকপাতে ধরা নিবারণ হয়। [১২]

মেথী ভুষতার রস কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার ও শূলজনিত বেদনা উপশম হয়। [১৩] হড়হড়ে পাতার রসে হড়হড়ের বীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আধ কপালে মাথা ধরা মন্ত্রবৎ আরোগ্য হয়। [১৪] রেড়ির তৈলের সহিত হংসডিম্বের শ্বেতাংশ বিশেষরূপে মিশাইয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা যন্ত্রণা সত্বর প্রশমিত হয়। [১৫] গন্ধকের খৈ ও সোহাগার খৈ সমভাবে একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে মাখাইয়া দিলে শিশুদিগের পোকা মারাক্ষা নিবারিত হয়। ক্ষতস্থান নিমপাতা সিদ্ধ উষ্ণ জলে উত্তমরূপে ধৌত করা আবশ্যক। [১৬] বর্ষাকালে যে সকল ক্ষুদ্র ভেক সচরাচর লোকের ঘরের ভিতর থাকে হৃৎপিণ্ডের ক্ষুদ্র অংশ পাকা কলার ভিতর পুরিয়া প্রাতে খালিপেটে একবার মাত্র খাইলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়। কচিৎ তিন দিবস প্রয়োজন সেবন। [মেদিনীপুর হিতৈষী]

শিশুশ্রেণী এবং ১ম ও ২য় মানের জন্য মনোনীত পাঠ্য পুস্তক

বাঙ্গালা

মডেল বেঙ্গলী রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণী জন্ত রায় সাহেব গোলাব সিংহ এণ্ড সনস প্রকাশিত ৵১৫ মডেল বেঙ্গলী রীডার ১ম মানের জন্ত ঐ প্রকাশিত /৫, মডেল বেঙ্গলী রীডার ২য় মানের জন্ত কেয়ার পেপ প্রকাশিত /১০ নূতন শিশুপাঠ ঈশানচন্দ্র ঘোষ কৃত /০ সচিত্র বর্ণপরিচয় সারদাপ্রসন্ন দাস কৃত /০ শৈশব পাঠ ১ম ভাগ শশিভূষণ চট্টো: কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ /১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ ৶০ শিশুপাঠ নৃসিংহ চন্দ্র মুখার্জ্জি কৃত /০ শিশুশিক্ষা সাহিত্যপাঠ ১ম ভাগ ঐ কৃত /১০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত ৶০ নবমুকুল ১ম ভাগ রামদয়াল চট্টো কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৶৲ সরল শিশুপাঠ ১ম ভাগ যোগেন্দ্র নাথ বসু কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৶০, শিক্ষাসোপান ১ম ভাগ যোগেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /১০, ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৶০

হিন্দী—

মডেল হিন্দী রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণীর জন্ত রায় সাহেব গুলাব সিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ৵১৫ মডেল হিন্দী রীডার ১ম মানের জন্ত ঐ প্রকাশিত /৫, ঐ ২য় মানের জন্ত ঐ প্রকাশিত /১০, ইণ্ডিয়ান প্রেস কা হিন্দী রীডার এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত /০, বালবিনোদ ১ম ভাগ ঐ প্রকাশিত /০, ঐ ২য় ভাগ ঐ প্রকাশিত /১০, ঐ ৩য় ভাগ ঐ প্রকাশিত ৶০

উর্দ্দু

মডেল উর্দ্দু রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণীর জন্ত রায় সাহেব গুলাব সিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ১৫, ঐ প্রথম মানের জন্ত ঐ প্রকাশিত ৲৫, ঐ ৩য় মানের জন্ত ঐ প্রকাশিত ৲১০

উড়িয়া

শিশুপাঠ রায় সাহেব গুলাবসিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ৵১৫ বালপাঠ ১ম ভাগ ঐ প্রকাশিত ৲৫, ২য় ভাগ ঐ প্রকাশিত ৲৫ পাই।

পাটীগণিত

বাঙ্গলা—ক্লাস বুক অব এরিথ মেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত ৶০, উহার উত্তর /০ শিশুরঞ্জন গণিত প্রশ্নমালা ১ম ভাগ কে পি বসু কৃত /৫, ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /৫ শিশুরঞ্জন গণিত প্রশ্নমালার উত্তর ১ম ও ২য় ভাগ ঐ কৃত ১০, নবশিশুশিক্ষা পাটীগণিত নারায়ণ দাস বন্দ্যো কৃত ৶১০।

হিন্দী—দি ক্লাস বুক অব এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত ৶১০, (বাঙ্গালার মধ্যে) ৶১০ (বাঙ্গালার বাহিরে) উহার উত্তর ঐ প্রকাশিত /০

উর্দ্দু—দি ক্লাস বুক অব এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত, উহার উত্তর ঐ প্রকাশিত /০, আল মোহাসিব মহম্মদ আবদুল মাজিদ কৃত ৶০ (গ্রন্থকারকে এই পুস্তক দুই খণ্ডে করা চাই মূল্য ১ খণ্ডের ৶১০ এবং যে খণ্ডে উত্তর থাকিবে তাহার মূল্য /১০

উড়িয়া—দি ক্লাস বুক অব এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত ৶১৫ (বাঙ্গালার মধ্যে) এবং ৶১০ [বাঙ্গালার বাহিরে] উহার উত্তর ঐ প্রকাশিত /০।

বিজ্ঞাপন

A Muhammadan graduate to act as a Sub-Inspector of schools in the District of 24 perganas on a salary of Rs50- (Fifty only) a month outside the graded service. Applications with copies of testimonials will be received in this office up to the 24th November 1909. The candidates should state the dates of their birth. P Mukerji, Inspector of Schools, Presidency Division.

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

শাসন—মেজর ডাগান রামপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। হাওড়ার ডেঃ মাঃ বাবু শিবনাথ চন্দ্র বটক কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। বারখণ্ডের ডেঃ মাঃ মৌঃ আবদুল কাদের খাঁ পালামৌর সদরে বদলী হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু ভবতারণ চট্টো জগলপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। জগলপুরের এডিশিঃ, জঃ মাঃ মিঃ বার্থ্ড মজফরপুরের মাঃ হইলেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্রমথনাথ দত্ত ২ মাস ১৪ দিনের ছুটী পাইলেন। পালামৌর ডেঃ মাঃ মিঃ শালিঃ ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। বর্দ্ধমানের ডেঃ মাঃ বাবু যোগেশ্বর সিংহ ৫ সপ্তাহের মানভূমের ডেঃ মাঃ বাবু হেমন্ত কুমার মৈত্র ৬ মাসের, পুরীর ডেঃ মাঃ বাবু জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্ম ২ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—বাবু দৈবকীলাল সেনগুপ্ত এম এ বি এল কুষ্টিয়া এবং রাণাঘাটের অতিরিক্ত মুঃ হইলেন। বাবু সত্যপ্রসন্ন মজুমদার এম এ বি এল ঝিনিদহের, বাবু পঙ্কজ কৃষ্ণ ঘোষ এম এ বি এল কাঁথির, বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় বি এল খাত্‌ড়ার, বাবু নগেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় বি এল সাতক্ষীরার, বাবু ভুজগেন্দ্র মুস্তফী বি এল উলুবেড়িয়া ও শ্রীরামপুরের, বাবু ভবাচরণ বি এ এল এল বি পাটনা সদরের, মিঃ মজাহর হোসেন বি এল মধুবাণীর, বাবু রামচন্দ্র চৌধুরী বি এল বিষণগঞ্জের, বাবু রাজীবনয়ন মহান্তি বি এল ছাপরার মুঃ হইলেন। মিঃ সৈয়দ মহঃ আরিফ ব্যারিষ্টার বারখণ্ডের অতিরিক্ত মুঃ হইলেন। বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায় বি এল যশোহর সদরের, বাবু মনোরঞ্জন রায় এম এ বি এল তমলুকের, বাবু নরেন্দ্র নাথ বসু বি এল বাঁকুড়া সদরের মুঃ হইলেন।

বাবু অমূল্যকৃষ্ণ দত্ত সব জেঃ কঃ ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। বাবু যতিনাথ রায় এম আর এ এল ডায়মণ্ড হার্বার মহকুমায় বদলী হইলেন।

শিক্ষা—জগলপুর বিভাগের ইনঃ মিঃ প্রোথেরো ১ বৎসরের ছুটী পাইলেন।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ বসু পাটনা কলেজের লেব এসিষ্টান্ট হইলেন। মৌঃ মহঃ জহিরা কলিকাতা

মাদ্রাসার আরবী বিভাগের শিক্ষক মৌলবী হইলেন। গবর্ণমেণ্টের হিন্দী ও উর্দু অনুবাদকের আসিষ্টাণ্ট পণ্ডিত কলিকাতা কোর্টে ও দাসের প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরিয়ান বাবু উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। ক্লার্ক বাবু চুণীলাল মিত্র লাইব্রেরিয়ান হইলেন।

কৌতুক-কণা।

ভদ্রলোক (ঔষধের দাম দিতে দিতে)—এটার কত দাম বলেন? তিন টাকা ছ আনা?

বিক্রেতা—না মশাই, তিন টাকা সাত আনা; বোতলের জন্য এক আনা বেশী!

ভদ্রলোক—গতবারে ত আমি বোতলের জন্য এক আনা দিইন।

বিক্রেতা (সহর্ষে)—বেশ কি মশাই! তা হলে আপনার মোট দাম পড়বে সাড়ে তিন টাকা।

অ্যাটর্ণি (কোন থিয়েটারে একটা নূতন নাটক অভিনয়ের প্রথম রাত্রে)—আমি ত বুঝতে পাচ্ছি না যে অত সামান্য বিষয় থেকে একটা পাঁচ অঙ্কের নাটক কি করে লেখা যেতে পারে!

গ্রন্থকার (বন্ধু)—কেন! বোঝাত একটুও শক্ত নয়। প্রথম গর্ভাঙ্কেই ত দেখছ নায়ক একটা মোকদ্দমার জালে জড়িয়ে পড়েছে!

"বাবু বাবু শিগগির আসুন; নীচের ঘরে চোর এসেছে!"

বাবু (নিদ্রাবিজড়িত স্বরে, এবং অভ্যাস বশতঃ)—এত রাত্রে? বল্ গে যা এখন দেখা হবে না, বাবু বাড়ী নেই!

-:o:-

রাম এবং শ্যাম দুইবন্ধু ঘোরতর তর্ক সংগ্রামে নিযুক্ত। রাগারাগি ও চীৎকার যথেষ্ট হইতেছে। হরি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন তোমাদের তর্কটা আমাকে বুঝাইয়া বলিবে? আমিও শুনিনা! দুজনেই খুসি হইয়া তর্ক থামাইলেন।

রাম নিজের মত অল্প কথায় বুঝাইয়া বলিলেন।

শ্যাম বলিলেন "আমিও ত তাই বলি!"

হরি (আশ্চর্য্য হইয়া); তবে তোমাদের তর্ক কিসের!

হরি। তাই তোমরা দু জনেই নিজের কথা জোর করে কহ। অপরের কথা শুনিতে ত প্রবৃত্তি নাই!

শিক্ষাসংবাদ।

বহরমপুর পণ্ডিত সভার নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা।

আগামী ২৭শে ফাল্গুন শুক্রবার হইতে বহরমপুর পণ্ডিত সভার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা, পুরোহিত পরীক্ষা, ও অধিকারী পরীক্ষা এই তিন প্রকার পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা লিখিত ৩ দিন, ও মৌখিক ১ দিন। পুরোহিত পরীক্ষা লিখিত ২ দিন ও মৌখিক ১ দিন। অধিকারী পরীক্ষা কেবল মৌখিক ১ দিন হইবে। বঙ্গদেশের যে কোন স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ এই সকল পরীক্ষা দিতে অধিকারী হইবেন। পরীক্ষার্থিগণ ২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে আপন আপন নাম, বাসস্থান, বয়স, ব্যবসায়, অধ্যাপকের নাম, পরীক্ষার বিষয় এই সকল গুলি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়া আমার নিকট আবেদন করিবেন। আবেদনের সহিত চরিত্র সম্বন্ধে কোন এক জন শিক্ষিত লোকের প্রশংসা পত্র দিতে হইবে। পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে আমাকে পত্র লিখিলে আমি সভার ছাপান নিয়মাবলী পাঠাইয়া দিব। বিদেশীয় ছাত্রগণ পরীক্ষা দিতে আসিলে পরীক্ষার কয় দিনের আহারীয় ব্যয় ও বাসস্থান সভা হইতে প্রদত্ত হইবে।

ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগের উত্তীর্ণ প্রথম ব্যক্তি ১ জোড়া শাল ও নগদ ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন। পুরোহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন জন যথাক্রমে ৩০, ২৫, ২০ টাকা পাইবেন। অধিকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঐরূপ প্রথম তিনজন ১০, ৯, ৮, টাকা পাইবেন। এই সকল পরীক্ষায় যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ যোগ্যতা দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অতিরিক্ত পুরস্কার স্বরূপ পদক পাইবারও সম্ভাবনা আছে।

শ্রীরামশরণ বিদ্যাবাগীশ,
সম্পাদক।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

০ চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রই ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "খা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

একএ হেঃ মাঃ। হলুদবাড়ী হাই স্কুল। ২৫ টাকা। পোঃ হলুদবাড়ী, মেদিনীপুর।

কুবেরপুর মইঃ স্কুলে একএ ও এণ্ট্রান্স পাশ দুইজন মুসলমান শিক্ষক। বেতন ২০ ও ১০ টাকা এবং আবা। মুন্সী আবুল ফজল চৌধুরী মতোয়ালী সাহেবের নামে দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। পোঃ বাগদুয়ার, রংপুর।

একএ হেঃ মাঃ। তালোড়া মইঃ স্কুল। ৩০ টাকা। শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার রায়, ষ্টেশন মাষ্টার, তালোড়া ই বি, পোঃ দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। পাড়া হাই স্কুল। ৬০ টাকা। বাসা পাইবেন। পোঃ পোদ্দারডিহি। জেলা মানভূম।

অনৈক গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। ভাল ইংরাজী জানা। পূর্ব্বস্থলী হাই স্কুল। ৫০ টাকা। বাসা পাইবেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন পূর্ব্বস্থলী—এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

একএ হেঃ মাঃ সোনাইজুলা মইঃ স্কুল, কুড়মুন পোঃ বর্দ্ধমান উপ্রজায়ের চাই। ২০ টাকা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল প্লীডার হাজারিবাগ এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

অনৈক গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ এবং বিএ ভাল গণিত জানা একজন ২য় শিঃ। ৫০ ও ৪০ টাকা। বালিয়াড়া হাই স্কুল, ই আই আর ওয়াড়িয়া হইতে ৩ মাইল। বাসা পাইবেন। প্রাইভেট টিউসন পাওয়া যায়।

অনৈক কায়স্থ প্রাইভেট শিঃ ইংরাজী ও গণিত জানা। ৮ টাকা। অন্ততঃ এণ্ট্রান্স পড়া চাই। অধিকারী কাজ একটু জানা থাকিলে ভাল হয়। শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ,জমিদার,পোঃ সিলকদ, নওয়াপাড়া. খুলনা।

বিএ শিক্ষক। ৪৫ টাকা। হেঃ মাঃ এ সি ইনঃ দেশের গড়, বর্দ্ধমান—এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

জনৈক বিএ ৪০, এবং মর্য্যাদ বৈবাহিক পণ্ডিত ১৫,। তাতারহাটা বি এম ইনঃ, পোঃ তাতারহাটা, হুগলী। হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

একটু ইংরাজী জানা একজন পণ্ডিত। গোয়ালন্দ উচ্চ প্রা স্কুল। ৮, ও আবা। ডাঃ সারদাচরণ দাস গুপ্ত, পোঃ পিক্তী, গ্রাম গোয়ালন্দ জেলা ফরিদপুর।

একএ হেঃ মাঃ এবং মর্য্যাদ পাশ পণ্ডিত। আমজোড়া মইঃ স্কুল। ২৫ টাকা এবং ১৫ টাকা।

জনৈক একএ হেঃ মাঃ। পঁচিশ টাকা। দুপচাঁচিয়া মইঃ স্কুল। বগুড়া জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

হাজারিবাগ বঙ্গ শিশু বিদ্যালয়ে একজন পণ্ডিত। ১৫, হইতে ১৮, টাকা সামান্ত ইংরাজি জানা থাকিলে ভাল হয়।

জেলা। রাজসাহী, খীবাপাড়া হাঃ স্কুলে একজন পারসী শিক্ষক। বেতন মাসিক কুড়ি টাকা। নিয়োগ আপাততঃ এক বৎসরের জন্য। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ইংরাজী জানা থাকিলে ভাল হয়।

হেঃ মাঃ একএ। আকুয়াকুমের ত্রিপুরা সুন্দরী মইঃ স্কুল। ২৫, ও আ প্রা। পোঃ জাত্রা ময়মনসিংহ।

একজন গবর্ণমেন্ট পাশ মেডিক্ত ডাক্তার। গুণানুসারে ২০ হইতে ২৫ টাকা। কালিয়া দাতব্য ঔষধালয় জন্য। সেক্রেটারী কালিয়া দাতব্য ঔষধালয় পোঃ কালিয়া যশোহর।

রসিদপুর উচ্চ প্রা স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ বা ফেল শিক্ষক। বেতন ১৫, টাকা ও বাসস্থান একটী ছেলেকে প্রাইভেট পড়াইলে আহারের ব্যবস্থা হইবে। শ্রীবংশচন্দ্র বণ পোঃ দুবরাজপুর বীরভূম গ্রাম রসিদপুর।

পাটলী উচ্চ প্রা স্কুলে একজন মাইনর পাশ আরবী জানা মুসলমান শিক্ষক। মাহিনা ৯।১০ টাকা ও আহার বাসস্থান। শ্রীজানলাল নস্কর বরুণহাট গ্রাম। হাসনাবাদ পোঃ ২৪ পঃ।

ভাল ইংরাজী জানা দুইজন গ্রাজুয়েট, দুইজন এক এ এবং দুইজন মর্য্যাদ পাশ পণ্ডিত। মালদহ জাতীয় স্কুল। বেতন উল্লেখ করিয়া আবেদন করিবেন।

বীরভূম জেলার পার্ব্বতী গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু শেঠর বাটীতে থাকিবার জন্য জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ করা মেটিভ ডাক্তার প্রয়োজন। গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাকটিস করিতে পারিবেন। সম্ভবতঃ বিশেষ কার্য্য চলিবে। আহার বাসস্থান ঔষধ যন্ত্রাদি বিনাব্যয়ে পাইবেন। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, সত্বর আবেদন করুন। বিশেষ পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য। শ্রীঅটল বিহারী দেওয়ারী জেলা বীরভূম পোঃ বারা; সাং পার্ব্বতী।

আড়ংঘাটা মেডিক্যাল ষ্টোরের জন্য দুইজন পাশ করা অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার এবং চিকিৎসা প্রকাশ কার্য্যালয়ের জন্য একজন ইংরাজী জানা কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। বেতন যথাক্রমে ১৫, ও ১০, টাকা। বিনাব্যয়ে থাকিবার স্থান ও আহার পাইবেন। ম্যানেজার—আড়ংঘাটা মেডিকেল ষ্টোর পোঃ আড়ং ঘাটা, জেলা নদীয়া এই ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।

যোগীন্দ্রপুর উচ্চ স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন ১৫, ও আবা। শ্রীকালীনাথ বটব্যাল সাং যোগীন্দ্রপুর পোঃ দুবরাজপুর জেলা বীরভূম

গুড়নদিঘী মইঃ স্কুলে একজন এক এ হেঃ মাঃ বেতন ২৫, টাকা দুই তিনটী ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াইলে আবা পাইবেন। চেয়ারম্যান শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন গোস্বামী পোঃ গুড়নদিঘি জেলা বর্দ্ধমান গুড়নদিঘি এম ই স্কুল।

ছাতনা মইঃ স্কুলে হেঃ মাঃ। পোঃ ছাতনা জেলা বাঁকুড়া। ২৫, ও বাসা।

শীমুলবাড়ী উচ্চ পাঠশালার জন্য নূতন প্রণালী মতে শিক্ষা দিতে সমর্থ একজন এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন বোর্ড সাহায্য সহ ১০, বাসস্থান ও খোরাকী পাইবেন। ব্রাহ্মণের আবেদন আদরণীয়। বিরগঞ্জহাট পোঃ রংপুর

অলিহণ্ডা উঃ প্রাঃ স্কুলে মাসিক ৮, টাকা বেতনে একজন মাইনার পাশ এণ্ট্রান্স ফেল কিম্বা এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক আবা পাইবেন। অলিহণ্ডা পোঃ চাঁচল, মালদহ।

ইলামবাজার মইঃ স্কুলে একটী এক এ পাশ শিক্ষক। বেতন ২৫, দিব ও ফ্রি বাসা পাইবেন পোঃ ইলাম বাজার ভায়া বোলপুর জেলা বীরভূম।

পাঁচড়া রাণী পাথর মইঃ স্কুলে একজন মর্য্যাদ হেঃ পঃ। বেতন ১৬ টাকা ও বাসা পোঃ পাঁচড়া হাট, বীরভূম।

জেলা বাঁকুড়া ইন্দাস মার্কেটের অন্তর্গত বাঘপুর মধ্য স্কুলে হিন্দু ও মুসলমান জানা সেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১০ টাকা ও বাসস্থান। পোঃ বীরপুর বাঁকুড়া।

জেলা যশোহর পোঃ আলকাডাঙ্গা বেলবাড়ীয়া মধ্য শ্রেণী স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ অভিজ্ঞ হেড মাষ্টারের প্রয়োজন। আপাততঃ মাসিক বেতন যোগ্যতা অনুসারে ১২ টাকা হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত এবং আবা। পোঃ আলকাডাঙ্গা গ্রাম বেলবাড়ীয়া জেলা যশোহর

জেলা বর্দ্ধমান পোঃ কেতুগ্রাম ভায়া কাটোয়া গোসাই মইঃ স্কুলে ২০ টাকা বেতনে একজন এক এ হেঃ মাঃ ও মাসিক ১৪ টাকা বেতনে মু বৈবাহিক একজন হেঃ পঃ উভয়েই বাসস্থান পাইবেন। ১৫ই অগ্রহায়ণ মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

মুথাডাঙ্গা জাতীয় বিদ্যালয়ে একজন মর্য্যাদ বৈবাহিক পণ্ডিত বেতন মাসিক ১৫ টাকা প্রাইভেট শিক্ষা দ্বারা বাসা খরচ চলিবে। পোঃ মাজনাপুর, হুগলী।

নূতন নিয়মে মর্য্যাদ ২য় বার্ষিক ও ট্রেনিং পাশ একজন পণ্ডিত। মুসলমান হইলে ১৫ টাকা বেতন ও খোরাক পাইবেন হিন্দু হইলে ১৮, বেতন পাইবেন খোরাক পাইবেন না। শ্রীআত্তাব্দিন মিঞা গজাপুর মধ্য ইংরেজী স্কুলের সেক্রেটারী পোঃ গজাপুর জেলা বরিশাল।

গোপাল নগর মইঃ স্কুলে জনৈক মু মর্য্যাদ হেঃ পঃ। শ্রীযোতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় গোপাল নগর পোঃ জেলা বাঁকুড়া।

"বাঁটুরা উচ্চ প্রা স্কুলে একজন হেঃ পঃ। ড্রিল ড্রইং জানা চাই বেতন ৮, ও আপ্রা কৃষ্ণগঞ্জ পোঃ নদীয়া জেলা

কনকপুর এচ বি মইঃ স্কুলে একজন এক এ হেঃ মাঃ। বেতন আপাততঃ ২৫, আপ্রা। কিন্তু বেতনে চাকরী পাইবেন। শ্রীসেখ কলন্দর হোসেন ২য় শিক্ষক কনকপুর মধ্য ইংরাজী স্কুল পোঃ মুরারই জেলা বিরভূম

রাজগ্রাম মইঃ স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ। বেতন ২২ টাকা এবং বাসস্থান। ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে আবেদন করা চাই। রাজগ্রাম পোঃ বাঁকুড়া জেলা

জেলা হুগলী রসপুর উঃ প্রাঃ স্কুলে এণ্ট্রান্স পড়া একজন শিক্ষক বেতন আপাততঃ ৬, টাকা ও আবা। শ্রীবৈকুণ্ঠ সিংহ রায় পোঃ কৃষ্ণনগর ভায়া হরিপাল হুগলী রসপুর

আবার ডাক্তারখানার [illegible] পাশকরা হিন্দু কম্পাউণ্ডার। ২৫৲ [illegible] শ্রীনন্দিতা লমার [illegible] আবশ্যক। আর্জি আর দুর্লিখালাম।

মেরেকাটী নিরীক্ষ দিতে ইচ্ছুক [illegible] পাশ বৃহৎ বহৈক উকিলের জন্য। ৮ টাকা ও আহার। ৩ বৎসরের জামানী দই চাহিন। শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ চন্দ্র রায় চৌধুরী ঠাকুর দর্শা।

বগুড়া গবর্ণমেণ্ট বিভাগ [illegible] এক জন সিভিল পাশ লোকটীর আবশ্যক। মাসিক বেতন ১২৲ টাকা হইতে ৩৫৲ টাকা। আগামী ৩০শে নবেম্বর মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। সম্পাদক বিভাগ বাঙ্গালা বগুড়া।

উদ্ধৃত

প্রাচীন ভারতে ধনুর্ব্বেদ।

ধনুকের বাণকে শাস্ত্রকারে ইষু বলিয়াছেন। ইহা ৪০০ শত হস্ত দূরের লক্ষ ভেদ করিতে পারিত। ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার্থিগণ প্রথমে ১৬০ হস্ত অন্তরে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাই বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিত, ইহাই প্রথম উত্তম সাধনা বলিয়া পরিগণিত ছিল. ১২০ হাত দূরের বস্তু ভেদ করা মধ্যম সাধনা এবং ৬৪ হাত দূরের লক্ষ্যভেদ অধম সাধনা। এতদ্ভিন্ন যে বীর ক্রমাগত ৪০০ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বিশ্রাম করিতেন তিনি উত্তম ধনুর্দ্ধারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, যিনি ৩০০ বার বাণ নিক্ষেপ করিয়া পরে বিশ্রাম করিতেন তিনি মধ্যম এবং যিনি ২০০ বার বাণ ত্যাগ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তিনি অধম ধনুর্দ্ধারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নিজের বাহুবলে চারিশত হস্ত দূর হইতে ক্রমাগত চারিশত বার লক্ষ্যভেদ করা যে, কত বড় কঠিন কার্য্য, তাহা এখন চিন্তা করিতেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ের কোন বীর সাধারণ বন্দুকের দ্বারা হয় একাধিক্রমে চারিশত বার গুলিনিক্ষেপ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। ঋগ্বেদে সেই ধনু আকর্ষণ করিবার বিস্তৃত বিধান লিখিত আছে—আকর্ণসন্ধানে অর্থাৎ নিজ কর্ণ পর্য্যন্ত জ্যা টানিয়া বাণ নিক্ষেপ করিবে। রামায়ণ ও মহাভারত আদির মধ্যেও তাহা বর্ণিত আছে। প্রাচীন ভাস্করশিল্পের মধ্যে তাহা ও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ভারতবর্ষে নহে—প্রাচীন ইজিপ্ত ও গ্রীস আদি দেশেও সেই একই নিয়ম সে কালে প্রচলিত ছিল।

অতি প্রাচীন যুগ হইতেই যে, আর্য্যগণ লৌহের ব্যবহার জানিতেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। লৌহ-ফলকে ঐ সব-অস্ত্রে এখনও তাহা নিদর্শন স্বরূপ রহিয়া আসিতেছে। তীরের লৌহনির্ম্মিত ফলাগুলি সে কালে নানা আকারে গঠিত হইত। সেই আকারগত পার্থক্য কেবল যে, তাহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি-কল্পনায় নির্ম্মিত হইত, তাহা নহে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির জন্যই তখন তাহার ব্যবস্থা ছিল, শাস্ত্রগ্রন্থমধ্যে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় :—

"আরামুখেন কবচং অর্দ্ধচন্দ্রেণ মস্তকম্।
আরামুখেন বৈ চর্ম্ম ক্ষুরপ্রেণ চ কার্ম্মুকম্।
অনেন হৃদয়ং বেধ্য ত্রিভল্লেন শুণঃশরা।
লৌহং কাকতুণ্ডেন বেধ্যং ও তুলসীপত্রম্।
অঙ্গুলে গোপুচ্ছ কৈ ভেদ্যং ………।
মুখে চ লৌহকণ্ঠেন বিধ্যমঙ্গুলসাধিতম্॥

আরামুখ নামক ফলকসংযুক্ত তীরদ্বারা কবচ অর্থাৎ বর্ম্ম বা সাঁজোয়া ভেদ করা যায়। আরা শব্দে ডাঃ রামদাস সেন লিখিয়া গিয়াছেন "চর্ম্ম-ভেদক সূক্ষ্মাগ্র শলাকাকার যন্ত্র। টেকো' ইতি ভাষা।" কিন্তু আরা প্রকৃত পক্ষে শলা বা টেকোর অনুরূপ যন্ত্র নহে, আরা অর্থে করাত। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত ভাষায় করাতের প্রতিশব্দ "আরা' বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ। আরা অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, অভিধানেও আরা অর্থে করাত লিখিত আছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে আরামুখী বা করাতমুখী ফলকগুলি শত্রুমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা প্রবল বেগে উভয় পার্শ্বস্থ করাতের দ্বারা বর্ম্মের লৌহস্তর ভেদ করিয়া শত্রুর দেহ বিদ্ধ করে। সুতরাং তাহার আকার কেবল সূক্ষ্মমুখী নহে তাহার উভয় পার্শ্বে করাতের মত বা ঝিঙালিকাটা বঁটির অনুরূপ দাঁত কাটা থাকিত। চর্ম্ম বা ঢাল বিদ্ধ করিতেও এই আরামুখ বাণের প্রয়োগ হইত। অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা আততায়ীর মস্তক ছেদিত হইত। ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্রে শত্রুর কার্ম্মুক বা ধনু ছেদিত হইত। বোধ হয় এই ফলকের উভয় পার্শ্ব ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণভাবে শাণিত হইত। হৃদয় বিদ্ধ করিতে অন্য নামক বাণ প্রশস্ত, ধনুকের গুণ কাটিতে ত্রিভল্ল ফলক, কাকতুণ্ড অর্থাৎ কাক চঞ্চুর ন্যায় চারি শিরা-বিশিষ্ট বাণের দ্বারা তিন অঙ্গুলি পরিমিত লৌহও বিদ্ধ করিতে পারা যাইত, গোপুচ্ছ নামক তীরের দ্বারা অনেক কার্য্য সাধিত হইত এবং লৌহ কণ্টকমুখী বাণের দ্বারা অঙ্গুলিপরিমাণ বিদ্ধ করিতে পারা যাইত।

'বাণাধার' বা 'তুণীর' সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইহা কাঁপা বাঁশ, বেত অথবা চেঁচাড়ি দিয়া বুনিয়া সাধারণ তুণ প্রস্তুত হইত। কোন কোনও স্থলে ধাতুময় তুণেরও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে স্বর্ণতূণীরের কথা লিখিত আছে। বোধ হয় তাহা ঐশ্বর্য্যশালী বা নরপতিগণের ব্যবহারের জন্যই নির্দিষ্ট হইবে

নানা শাস্ত্রে এবং ভারতীয় মধ্যে দেখা যায় যে, ইহা বীরের পশ্চাতে বা পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ স্কন্ধের নিকট হইতে বাম বাহুর নিম্নপর্য্যন্ত বাঁকাভাবে রাখিয়া তৎসংলগ্ন রজ্জুদ্বারা সম্মুখে বক্ষের উপর বাঁধিতে হইত, অর্থাৎ যাহাতে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অতি সহজেই তুণস্থিত বাণ বাহির করিতে পারা যায়, এইরূপ ভাবেই তাহা বাঁধা হইত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে আয়ুধগুলি নিক্ষেপ করিয়া প্রয়োগ করা যায়, তাহারই নাম অস্ত্র। ধনু সেই অস্ত্রসমূহমধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট। এই ধনুর দ্বারা শর, তীর বা বাণ নিক্ষিপ্ত হয়। পূর্ব্বকথিত শর নির্ম্মিত বাণ সাধারণ, কিন্তু তাহা অপেক্ষা কঠিন প্রচণ্ড বাণ 'নারাচ' ও 'নালীক'। এ সম্বন্ধেও দুই চারি কথা এখানে সংক্ষেপে বলা বিধেয়। যে বাণগুলি শরের পরিবর্ত্তে সর্ব্বাবয়বে লৌহ নির্ম্মিত, তাহারই নাম নারাচ।

"সর্ব্বলৌহাস্তু যে বাণা নারাচাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

ইহার মূলদেশে সাধারণ বাণের ন্যায় চারিটি পালকের পরিবর্ত্তে পাঁচটী স্থূল ও দীর্ঘ পালক সমান্তরে আবদ্ধ করা হইত। এই নারাচ পরিচালনা যে সে বীরের কর্ম্ম নহে, ইহা আয়ত্ত করা বড়ই কঠিন।

নালীক বা অগ্নিবাণ বা আগ্নেয়াস্ত্র ইহা উচ্চ স্থান, দুর্গ বা দূর হইতে যুদ্ধ করিবার সময় প্রযুক্ত হইত। শাস্ত্রে ইহার তিনটী নাম আছে, যথা—নাল, নালীক বা নালিকা। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ও মহাভারতের মধ্যেও নানা স্থানে নালীকের উল্লেখ আছে। "বৈশম্পায়ন নীতি প্রকাশিকা" যাহা ডাক্তার ওপের মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া নালিকাস্ত্রের বিবরণ প্রদান করিতে যত্ন করিতেছি।

"নালিকা ধনুর্বেহাস্ত্রাং তন্বী মধ্যচ্ছিদ্রকা।
মর্ম্মচ্ছেদকরী নীলা দ্রোণী চাপ সহোদরী॥ ইত্যাদি

ইহার দেহ সরল সরু এবং মধ্যে নলের ন্যায় রন্ধ্র আছে। ইহার বর্ণ নীল কৃষ্ণবর্ণ ইহা হইতে অয়ঃকণ অর্থাৎ ছররা বা গুলিকা দ্রোণচাপদ্বারা সবেগে বহির্গত হইয়া শত্রুপক্ষের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া থাকে। ইহা উঠাইয়া নালিকাস্থিত গুলাবন্দু বা

নলিকার সহিত লক্ষ্য স্থির করতঃ প্রজ্বলিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা বন্দুকেরই অনুরূপ। আর্য্যগণই বন্দুক ও কামান অস্ত্রের আবিষ্কারক, ইহা পাশ্চাত্য সুধীবর্গও একণে স্বীকার করিতেছেন। শার্ঙ্গধর এবং শুক্রাচার্য্যও নালীকাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বৈদিক নাম "সূর্মী"। সে কালে অসুরেরা সূর্মী লইয়া যুদ্ধ করিতেন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে [১।৫।৬।৭] সূর্মি শব্দ আছে। উহার ভাষ্যে ভট্টভাস্কর ও সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা দেখিলে তাহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, এই লৌহময়ী সূর্মী বা সূর্ম্মা, যাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র, তন্মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন, যাহা বহির্গত হয় তাহাও অনল। অসুরগণ এই অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে দেখিয়া দেবতারাও শতঘ্নী-যন্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাদ্বারা এককালে শতশত্রু বিনষ্ট হইত। অথর্ব্ববেদে [১।১৬।৩৪] সীসক দ্বারা শত্রু বিনাশের কথা আছে। লৌহনির্ম্মিত সূর্ম্মার মধ্য হইতে এই সীসা বা ছররা নিক্ষিপ্ত হইত।

এই আগ্নেয় অস্ত্র সেকালে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভেদে দুই প্রকার প্রচলিত ছিল।

নালীকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধ ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্॥

পঞ্চবিতস্তি পরিমাণ লৌহের নল, তাহার মূলে তির্য্যক্‌ভাবে একটী ছিদ্র আছে। মূল হইতে অগ্রভাগে লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য তিল, বিন্দু বা মাছি আছে। মধ্যে অগ্নিচূর্ণ বা বারুদে পূর্ণ করিতে হয় আঘাত পাইবামাত্র সেই বারুদ প্রজ্বলিত হইয়া প্রস্তরখণ্ডযুক্ত অনল গোলক তাহার মধ্য হইতে বহির্গত হইত। পূর্ব্বে পাথরের উপর বালুকা ও সীসক সহযোগে এবং লৌহনির্ম্মিত গোলকও প্রস্তুত হইত। সগর্ভ বা ফাঁপা এবং নির্গর্ভ বা নিরেট এই দুই প্রকার গোলারই ব্যবহার ছিল। সগর্ভের মধ্যে আবার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিকা পূর্ণ করা হইত। তাহা শত্রুমধ্যে বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। ক্ষুদ্র নালীকের ছিদ্র প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ হইত। উহাতে কাষ্ঠের বুধ্ন বা বাঁট দেওয়া থাকিত, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ উহা হস্তে লইয়াই যুদ্ধ করিতেন।

বৃহন্নালীক অস্ত্রের বর্ণনায় লিখিত আছে, উহার মূলদেশে বুধ্ন বা কাষ্ঠের বাঁট নাই। শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা তাহা বাহিত হইত। উহার নল যত স্থূল হইত, উহার গর্ভ বা ছিদ্র যত মোটা হইত এবং উহার গোলা নালীকের উপযোগী করিয়া যত বড় হইত, ততই উহা দূরক্ষেপী হইত। উহার মধ্যে প্রথমে যথোপযুক্ত অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ পূর্ণ করিয়া দণ্ডের দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিতে হইত, অনন্তর গোলা প্রদান করিয়া কর্ণ প্রদেশে বারুদ দিয়া প্রজ্বলিত করিলেই কামান দাগা হইত।

অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ প্রস্তুত সম্বন্ধে সোরা গন্ধক আকন্দ কিম্বা সিজের কয়লা প্রভৃতি নানা দাহ্য পদার্থ সহযোগে তাহা প্রস্তুত হইত, ধনুর্ব্বেদে পরিমাণাদি সহ তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমুন্নত সভ্যজাতিরা তাহার যে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত সুতরাং সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি। রামায়ণ উত্তর কাণ্ডে রাবণের দিগ্বিজয় উপলক্ষে, মহাভারতের বনপর্ব্বে হিরণ্যপুর ধ্বংসপ্রকরণে ও আদিপর্ব্বে নালিকাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সে কালে বীরগণ কপট যুদ্ধ কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। সুতরাং ভীষণ নালিকাস্ত্র-প্রয়োগদ্বারা শত্রু বিজয় তখন বীরোচিত ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত না। ব্যাসশিষ্য ত্রিকালদর্শী বৈশম্পায়ন ঋষি স্ব-সঙ্কলিত ধনুর্ব্বেদের পঞ্চম অধ্যায়ে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল। "হে মহারাজ জনমেজয়! কলিকালের পৌরুষহীন অধার্ম্মিক রাজাদিগের সময়ে মহাকালিকা নিক্ষেপ যন্ত্র, প্রস্তর ক্ষেপক যন্ত্র এবং অপরাপর কৃত্রিম যন্ত্রসকল কূটযুদ্ধের উপকরণ স্বরূপ হইবে। যতই অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, ততই লোক কূট যুদ্ধ ও অস্ত্রপ্রযুক্ত প্রকরণের আশ্রয় লইবে।' প্রাচীনযুগে আর্য্যদিগের মধ্যে এরূপ কূটযুদ্ধ প্রচলিত না থাকায়, নালিকাস্ত্র এক প্রকার পরিত্যক্তই ছিল। কেবল দুর্গের মস্তকে, রথের ভিতরে, বৃহন্নালীকসকল রক্ষিত হইত। রামায়ণে, রাবণের দুর্গ বর্ণনায়, মহাভারতে, ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারকার দুর্গবর্ণনায় তাহার উল্লেখ আছে। মহাভারতোক্ত বায়ুস্ফোট ও তুলাগুড়ের শব্দ সম্ভবতঃ কামানেরই নামান্তর মাত্র হইবে। ভারতমধ্যে তাহার প্রত্যক্ষ আদর্শ সম্বন্ধে ডাক্তার ওপের তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধের মধ্যে ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষ্য বা লক্ষ্য-অনুশীলনসম্বন্ধেও শাস্ত্রে অনেক কথা লিখিত আছে। লক্ষ্যের পরিমাণ, চিত্রবেধিকা অর্থাৎ চাঁদমারি, চিত্রবেধিত, শব্দবেধিতা প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ ও ব্যবস্থা আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অস্ত্র এবং শস্ত্র দ্বিবিধ। আয়ুধের নালীকও ধনুরাদি অস্ত্রশ্রেণীরই অন্তর্গত। এইবার শস্ত্রসম্বন্ধে শাস্ত্র এবং ভাস্কর্য্য হইতে যত দূর অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিব।

শস্ত্র-শ্রেণীর আয়ুধের মধ্যে লগুড়, শেল, খড়্গ, চক্র, ত্রিশূল ও বর্শা আদি বহু অস্ত্রের যেমন যথেষ্ট উল্লেখ শাস্ত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীন ভাস্কর্য্যমধ্যেও সেইরূপ তাহাদের নানা আদর্শ পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমেই লগুড় অর্থাৎ লাঠি। আমি ইতিপূর্ব্বে অস্ত্রের প্রাচীন যুগনির্ণয়কালে লগুড়কেই ঐতিহাসিক প্রথম অস্ত্র বলিয়াছি। বাস্তবিক লগুড় সাধারণের সহজলভ্য জগতের শস্ত্র। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ইহার পাদদেশ হ্রস্ব অর্থাৎ সরু এবং মস্তক স্থূল, অগ্রভাগটী লৌহদ্বারা আবদ্ধ, বেণু সম্ভূত, দৈর্ঘ্যে দুই হস্ত পরিমিত হইবে। কখন কখনও লগুড়ের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময় হইত, এরূপও উল্লেখ আছে। উত্থান, পাতন, পেষণ ও পোথন লগুড়ের এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার কথা ধনুর্ব্বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

শেল, শূল, বল্লম ও প্রাস নামক অস্ত্রগুলি প্রায় একরূপ। "প্রাসাস্ত্রস্ত চতুর্হস্তো দণ্ডবুধ্নঃ ক্ষুরাননঃ" প্রাস অস্ত্র চারি হাত লম্বা,বংশ দণ্ডের উপর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বিশিষ্ট কৃষ্ণলৌহ অথবা তাম্রনির্ম্মিত ফলক আবদ্ধ থাকিত। উপরের ভাগের সমতা রক্ষার জন্য দণ্ডের নিম্নে একটি লৌহগোলক সংবিদ্ধ থাকিত। কখনও বংশ দণ্ডের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ লৌহময় শূল বা বল্লমসদৃশ অস্ত্রেরও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উহার ফলক সম্বন্ধে ভাস্কর্য্যমধ্যে বিবিধ আকার এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়। সাঁচির ভাস্কর্য্য মধ্যে একটী সুন্দর বল্লমের আদর্শ আছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মধ্যেও ইহার বহু আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থলেই সংগৃহীত প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্র মধ্যে তাম্রফলক বিশিষ্ট বল্লমও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

"শিল্প ও সাহিত্যে" শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৌদ্ধগল্প।

'মচ্ছরিয় কোসিয়' শ্রেষ্ঠির বস্তু।

(ধর্ম্মপদ। পুষ্পবর্গ। ৬ষ্ঠ গাথা]

রাজগৃহ নগরের অবিদূরে সক্কর নামে গ্রাম ছিল। তাহাতে অশীতি কোটি বিভব "মৎসরী কোষীয়" নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিত। সে

যাছে। ভার্য্যাকে বলিল—সব পিঠা যুড়িয়া গিয়াছে; আমি বিযুক্ত করিতে পারিতেছি না। শ্রেষ্ঠি তখন নিজেই বিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন উভয়ে দুই দিক্ ধরিয়া পিঠার তালকে টানাটানি করিতে লাগিল ও পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত,কায় ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু কিছুতেই পিঠা বিযুক্ত করিতে পারিল না

শেষে শ্রেষ্ঠি ভার্য্যাকে বলিল 'ভদ্রে আমার আর পিঠায় কাজ নাই, ঝোড়া শুদ্ধ শ্রমণকে দাও'। স্ত্রী স্থবিরকে পিঠা দিতে যাইল।

তখন স্থবির তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) গুণাবলী ব্যাখ্যা করিলেন। আকাশতলে চন্দ্রকে দেখাইয়া তার দানের দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি দানফল সকল বুঝাইয়া দিলেন। তখন শ্রেষ্ঠি প্রসন্ন হইয়া বলিল 'প্রভো! ভিতরে আসিয়া পালঙ্কে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করুন। স্থবির বলিলেন, মহাশ্রেষ্ঠি, সম্যক সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন, আজ বিহারে বসিয়া পঞ্চ শত ভিক্ষুর সহিত অপূপ খাইব; অতএব তোমার যদি রুচি হয়, তবে ভার্য্যার দ্বারা ক্ষীরাদি উপকরণ গ্রহণ করাও ও চল—শাস্তার নিকট যাই।

শ্রেষ্ঠি বলিল কোথায়—শাস্তা কোথায়? স্থবির! এখান হইতে পঁয়তাল্লিশ যোজন দূরে জেতবন বিহারে শাস্তা আছেন।

প্রভু অতঃপর আমি কিরূপে যাইব? স্থবির মহাশ্রেষ্ঠি, তোমার অভিরুচি হইলে আমি ঋদ্ধি-বলে লইয়া যাইব। তোমার প্রাসাদের সোপানের অগ্রভাগ যথাস্থানে থাকিবে, কিন্তু তাহার মূলদেশ জেতবনের দ্বারে যাইয়া লাগিবে। প্রাসাদের উপর হইতে নীচে নামিতে যে সময় লাগে, সেই কালে যাইয়া জেতবনে পঁহুছিবে।

শ্রেষ্ঠি তাহাতে স্বীকৃত হইলে স্থবির সেইরূপে উভয়কে জেতবন বিহারে শীঘ্র লইয়া যাইলেন। তাহারা তথায় শাস্তার নিকট উপসংক্রমণ পূর্ব্বক ভিক্ষাভোজনকালে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া নিবেদন করিল। শাস্তা বুদ্ধাসনে বসিলেন, পঞ্চশত ভিক্ষুও যথাস্থানে বসিলেন। শ্রেষ্ঠি দক্ষিণোদক দিল। ভার্য্যা বুদ্ধের পাত্র অপূপে পূর্ণ করিয়া দিল। বুদ্ধ ও অন্যান্য ভিক্ষুরা আপনাদের মত অপূপ লইলেন এবং সকলে ভক্তকৃত্য নিষ্পন্ন করিলেন।

শ্রেষ্ঠি এবং তাহার ভার্য্যাও যথেষ্ট পিষ্টক ভক্ষণ করিল; কিন্তু কিছুতেই সেই পিঠা কম হইল না। তাহাতে সকলে ভগবানকে নিবেদন করিল যে অপূপের পরিক্ষয় হইতেছে না।" ভগবান্ তাহা জেতবনের দ্বারে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। তাহাতে তথায় এক পিষ্টকের ঢিপি বা আকার হইল। অদ্যাপিও তাহা বর্ত্তমান আছে ও তাহাকে 'কপল্লক পিঠার ঢিপি' বলা যায়।

তদনন্তর ভার্য্যাসহ শ্রেষ্ঠি ভগবানের নিকট যাইয়া এক অন্তে উপবেশন করিল। ভগবান তখন অনুমোদন (আহারান্তে ধর্ম্মোপদেশের নাম অনুমোদন) করিলেন। অনুমোদনের অবসানে উভয়ে স্রোত আপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনাপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপে জেতবনের দ্বার হইতে সোপানে আরোহণ করিয়া স্বীয় প্রাসাদোপরি উপস্থিত হইল। তাহার পর হইতে সেই শ্রেষ্ঠি অশীতি কোটি ধন বুদ্ধশাসনের জন্য বিতরণ করিয়াছিল।

ভিক্ষুদের ভিতর এ বিষয় লইয়া একদিন কথা উঠিয়াছিল যে মৌদ্গল্যায়নের কি অদ্ভুত শক্তি, মাৎসর্য্য শ্রেষ্ঠি শ্রদ্ধা বা ভোগ কিছুই উপহত না করিয়া তাহাকে দমিত করিয়াছিলেন। তাহা জানিয়া ভগবান্ ভিক্ষুদের বলিলেন—

যথাপি ভ্রমরঃ পুষ্পাং বর্ণ গন্ধাবহেঠয়ন্।
রসমাদায় চারায় এবং গ্রামে মুনিশ্চরেৎ॥

হিন্দু পত্রিকা, ১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

শিক্ষাসংক্রান্ত

আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের নূতন বৎসর বা সেসন আরম্ভ হইবে। যাহারা মধ্য ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই স্কুলে পড়িতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে নবেম্বর মাসের ১লা তারিখের পূর্ব্বে নিজ নিজ জিলার সবর্ডিনেট ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আবেদন পত্রে পিতার নাম, নিবাসগ্রাম পোষ্টাফিস জেলা ও বয়স উল্লেখ করিতে হইবে এবং উহার সহিত মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাশ সার্টিফিকেট দিতে হইবে। প্রবেশার্থিগণের মধ্যে যাহারা আগামী নবেম্বর মাসে মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবে তাহারা স্বীয় স্বীয় আবেদন পত্রের সহিত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে একখানা সার্টিফিকেট দিবে। এই সার্টিফিকেটে এরূপ লেখা থাকা আবশ্যক যে প্রবেশার্থীর মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সকল প্রবেশার্থীকেই উপরি উক্ত নিয়মে আবেদন করিতে হইবে। তাহারা ইচ্ছা করিলে সার্টিফিকেটের নকল সহ অপর একখানা আবেদন পত্র ও ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং স্বয়ং আগামী জানুয়ারী মাসে উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট উপস্থিত হইতে পারে।

সমস্ত প্রবেশার্থিগণেরই আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে মধ্য ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য বিষয় সমূহ অবলম্বন করিয়া ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে নির্ব্বাচনী পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষাতে নির্ব্বাচিত ছাত্রবৃন্দকে মাসিক ৬৲ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। জোলা ও বিবাহিত দিগকে এই স্কুলে গ্রহণ করা হয় না। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায় এম এ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল।

সবঙ্গ কৃষি বিদ্যালয়ের জন্য নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা যাইবে। ছাত্রদিগের জন্য মহামান্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পাঁচ টাকা হারে চারিটী বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। গুণানুসারে ছাত্রদিগের মধ্যে এই বৃত্তি প্রদান করা যাইবে। প্রবেশেচ্ছু ছাত্রগণ সত্বর স্ব স্ব বয়স ও শিক্ষা কত দূর তাহা বর্ণন করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন পাঠাইবেন। কৃষক সন্তানের আবেদন আদরণীয় হইবে। ইতি ২১,১০,০১

শ্রীঅমরেন্দ্র লাল চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার সবঙ্গ কৃষি বিদ্যালয়, পোঃ সবঙ্গ জেলা মেদিনীপুর।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহক অনুগ্রহ গ্রাহক [illegible] তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা [illegible] [illegible] দিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলেও টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে

৭৯১ শ্রীযুক্ত বাবু নলিনী মোহন মুখোপাধ্যায়

	মার্ত্তণ্ড গ্রাম	৩১।১০।১০
১৬৮	" মহেন্দ্র নাথ পালিত, ভদ্রপুর	ঐ
১৪৭৮	" আদিত্য চরণ ভূঁয়া, (ঠিকানা নাই)	ঐ
১৪৭০	" সৈয়দর রহমন, ইশপাড়া	ঐ

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় [illegible]
শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি ——
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়. *Education Gazette Chinsurah*.

প্রাপ্তপত্র।

পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

সদালাপ। (১৯)

(৭৫) সৎসঙ্গ।—কোন কোন লোক অনুরাগ-পূর্ণ নির্ম্মলচিত্ত মহাত্মারা, যোগে সচ্চিদানন্দের সংস্পর্শানুভূতিতে যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদ সাধারণ লোকেও সৎসঙ্গে সহজে পাইয়া থাকেন। আমাদের সকলের হস্তেই অমৃতভাণ্ড দেওয়া রহিয়াছে। কিন্তু হাতের কনুই কবজা খেলে না-যেন বাতে শক্ত হইয়া রহিয়াছে—নিজের মুখে ঐ ভাণ্ড আমরা, সাধারণ মানব, তুলিতে অক্ষম। কিন্তু তুমি আমার এবং আমি তোমার মুখে যদি আমাদের হাতের অমৃতভাণ্ড তুলিয়া দিতে চাহি ত তাহা অবশ্যই পারি। ভগবৎ কথার আলোচনায় এইরূপেই অনেকটা আনন্দের বিতরণ এবং আস্বাদন হয়।

(৭৬) একাগ্রতা।—পণ্ঢরপুরের দামোদর পন্থ পরম বৈষ্ণব—হরিগত প্রাণ। রাজার তহশীলদারের কার্য্য করেন। দেশে কয়েক বৎসর অজন্মার পর ঘোর দুর্ভিক্ষ। খাজনা আদায় হয় না, অগাধ টাকা বাকী পড়িয়াছে, এদিকে তহশীলদারের উপর টাকার জন্য রাজার অত্যন্ত পীড়াপীড়ি। দামোদর পন্থ নিজের ঘর দ্বার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কতক টাকা দাখিল করিতে পাঠাইলেন। মনে হইল যে যদি সব টাকা পুরাইয়া দিবার মত সম্পত্তি থাকিত তাহাও বিক্রয় করিয়া জমা দিতেন। দরিদ্র দিগকে কোনরূপেই পীড়ন করিতে পারিলেন না। বিঠোবা (মহারাষ্ট্রদেশে বিষ্ণুমূর্ত্তির বিঠোবা নামে পূজা হয়) মাহু জাতীয় পিয়াদার বেশে রাজার নিকট গিয়া তহশীলদারের এলাকার সমস্ত বাকী খাজনা বহু লক্ষ টাকা, দাখিল করিয়া দিলে হৃষ্ট হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "এ দুর্ব্বৎসরে সমস্ত টাকা আদায় কে করিল?" বিঠোবা উত্তর দিলেন—"আমি। তহশীলদার পারেন নাই।" রাজা বলিলেন "তোমার মাহিনা কত?" উত্তর—"এক লক্ষ।" রাজা মনে করিলেন বেতন এক লক্ষ কড়ি বা বার্ষিক ৩১০ টাকা বলিতেছে। এমন কার্য্যক্ষম পিয়াদার পক্ষে উহা যথেষ্ট নহে ভাবিয়া বলিলেন "আমি দুই লক্ষ এমন কি চারি লক্ষ যাহা চাও দিব এবং সমস্ত এলাকাই তোমাকে সোপর্দ্দ করিব। আমার কাছে থাক।" পিয়াদা বেশধারী বিঠোবা বলিলেন "এক ল ক্ষ ভিন্ন আমার দ্বারা এরূপ কাজ কেহই পায় না।" রাজা নীচ জাতীয় সিপাহীর এই উত্তর একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক মনে করিয়া অবজ্ঞার সহিত হাসিয়া উঠিলেন।—সে পিয়াদা চলিয়া গেলে ঠিক সেইরূপ চেহারা এবং বেশধারী আর একজন পিয়াদা আসিয়া তহশীলদারের পক্ষে অনেক কম টাকা দাখিল করিল এবং বলিল "পীড়াপীড়িতে তহশীলদার নিজের বাড়ী ঘর বেচিয়া এই টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রজা কাহারও কিছুই নাই বলিলেই হয়—অনাহারে শত শত মরিতেছে। এখন খাজনা আদায়ের সম্ভাবনা কোথায়"? তখন রাজা ও রাজ পারিষদ সকলে বুঝিলেন যে স্বয়ং ভগবান আসিয়া ভক্তের কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং পিয়াদা বেশে "এক লক্ষ" করিতে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন গীতায় অর্জ্জুনকে সেই কথাই বলিয়া ছিলেন ~~এক লক্ষ করিবার অর্থাৎ পিয়াদায়~~ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—দামোদর পন্থ তাঁহার উপর মাত্র লক্ষ্য রাখায় তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল।

(৭৭) কর্ম্মফল।—সম্রাট বিক্রমাদিত্যকে তাঁহার সভামধ্যে এক যক্ষ আসিয়া প্রশ্ন করে (১) এখন আছে পরে থাকিবে, (২) এখন আছে পরে নাই, (৩) এখন নাই পরে হইবে, (৪) এখনও নাই পরেও নাই—এই বাক্যগুলির যাথার্থ্য উদাহরণ দ্বারা দেখাও।" কালিদাসের প্রতিই উত্তর সমাধানের ভার পড়িল। কালিদাস যক্ষকে বলিলেন "আপনি তিনদিন পরে উত্তরের জন্য আসিবেন।" তিনদিন পরে যক্ষ আসিলে কালিদাস ছদ্মবেশের উপযোগী দ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া যক্ষের সহিত এক দূরবর্ত্তী নগরে গেলেন।"(১)দুজনে ছদ্মবেশে একজন ধর্ম্মাত্মা ধনীর বাড়ীতে গেলেন। কালিদাস ধনীকে বলিলেন "মহাশয়! আমার একটী প্রার্থনা আছে। অন্য অতিথি সৎকার চাহি না। ঐ প্রার্থনা পূরণ করিতে আপনার কিছু ধনব্যয়, কিছু শারীরিক কষ্ট এবং কিছু অপমান স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু কোন পাপ কর্ম্ম করিতে হইবে না।" ধনী শেষোক্ত কথাটী শুনিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রার্থনা পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং যখন কালিদাস বলিলেন "এক শত টাকা অমুক স্থলের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার জন্য দিতে হইবে এবং ইতি পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া তথায় চাঁদা না দেওয়ায় দুই ঘা জুতা খাইতে হইবে" তখন অম্লানবদনে প্রতিজ্ঞা-পূরণ করিয়া অতিথিদিগকে যথা সমাদর করিলেন। কালিদাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন "ইহার এখনও [সুখ শান্তি ঐশ্বর্য্য] আছে, [ধর্ম্মাচরণ জন্য] পরেও থাকিবে।" [২] অপর এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে কালিদাস দরিদ্র ভিক্ষুকের বেশে এবং যক্ষ ভদ্রবেশে গেলেন। ভিক্ষা প্রার্থনা করায় ধনী কালিদাসকে বলিল "আমি কুপোষ্য পোষণ করি না। যাহা পৈতৃক পাইয়াছি এবং নিজেই উপার্জ্জন করি তাহা আমার বেশ ভূষায় ও আহারাদির পারিপাট্যে ব্যয় হওয়া সঙ্গত। তোমাকে কিছু দিব কেন? তুমি খাটিয়া খাও গে। আমি কাহার কাছে কিছু সাহায্য চাহিও না—কাহাকে কোন সাহায্য করিতেও পারিব না।" তখন ভদ্রবেশধারী যক্ষ কালিদাসের পূর্ব্ব হইতে প্রার্থনামত কোন মন্দির সংস্কারের ও চতুষ্পাঠী স্থাপনের সাহায্যে চাঁদা প্রার্থনা করিলে তাহাকে ধনী বলিল" "ওসব বাজে কথা রাখিয়া দাও। ওসব ধর্ম্মকর্ম্ম আমি মানি না। আমার টাকায় আমি সুখে থাকিব। ও সব বুজরুকি আমার কাছে খাটিবে না। তুমি যদি এমন ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী তবে নিজেই উপার্জ্জন করিয়া সবটা কর না? উহাতে আমাকে অংশী করিবার জন্য আমি তোমার নিকটত প্রার্থনা করি নাই।" কালিদাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন "ইহার এখন আছে—পরে নাই।" [৩] দুজনে ইহার পর ভিক্ষুক সাজিয়া কোন দরিদ্র ব্যক্তির নিকট গিয়া বলিলেন যে তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর। অতি সামান্য পরিমাণ শক্তু লইয়া দরিদ্রব্যক্তি আহার করিতে বসিতেছিল। সে বলিল "ভাই তোমরা মুখে হাতে এই জল দাও। বসিয়া একটু শ্রান্তি দূর কর। এই শক্তু ভিন্ন আমার আজ আর কিছুই নাই। তাহাতে কি? তিনজনে ইহাই তিন গ্রাস খাই এস। আজকের দিনটার জন্য তিনটী প্রাণই ত রক্ষা হউক। যিনি খাওয়াইবার মালিক তিনি কাল আবার কোন ব্যবস্থা করিবেন।" কালিদাস বাহিরে আসিয়া যক্ষকে বলিলেন "ইহার এখন নাই কিন্তু পরে আছে।" [৪] ইহার পর দুইজনে ভদ্রবেশে কোন ভিক্ষুকের নিকট গেলেন এবং তাহার দুঃখ দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া টাকায় এবং পয়সায় এক শত টাকা দিলেন। কিছু পরে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভিক্ষুকের বেশে

দিয়া ইঁহাকে বলিলেন "আর একটা কবিতা শুনা আমাকে দাও। খাইয়া প্রাণ রক্ষা করি।" সদ্য প্রাপ্ত এক শত টাকা সেই কাগজে চাপিয়া ধরিয়া ভিক্ষোপজীবী উত্তর করিল "আমার কাছে কিছুই নাই। আমাকে কেহ কখন দয়া করিয়া কিছুই দেয় নাই। তোমরা খাটিয়া খাওগে। আমার কাছে মরতে কেন এলে!" কালিদাস বলিলেন "ইহার এখনও নাই পরেও নাই।" যক্ষ আকৃত উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

(৭৮) কলি মাহাত্ম্য।—একদা ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সভায় আসিয়া ছদ্মবেশধারী কলি প্রশ্ন করিয়াছিল "কখন এবং কিরূপে" (১) গাই তাহার বাছুর খাইবে। (২) ষাঁড় গদের শিং, গাছ, ক্ষেতের বেড়া এবং মাটি খাইবে। (৩) চারিটা পুকুরের মধ্যে একটায় মাত্র জল থাকিবে। [৪] একপাত্র হইতে তিন পাত্র ভরিবে কিন্তু সেই তিন পাত্র ভরাইলে চতুর্থ পাত্রের একটুও ভরিবে না।" সভার কেহই এই সকল অসম্ভব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিলেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজেই উত্তর দিলেন—(১) কলিতে কন্যা বিক্রয়ীরা কন্যাপণের টাকা খাইবে। (২) কলিতে রাজা একাধারে সর্বভুক বা শোষক ভাব ধারণ করিবেন। [৩] কলিতে কোন বৎসরই সর্বত্র সুবৃষ্টি সুফল হইবে না। [৪] কলিতে পিতা একাকী সকল পুত্রকেই সযত্নে পালন করিবেন বটে কিন্তু পুত্রেরা সকলে মিলিয়াও পিতার জন্য কিছুই করিবে না। কলি উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

(৭৯) ভক্তিতে ভগবানের আবির্ভাব।—কোন গৃহস্থের বাটীতে নিষ্ঠাবান এক জামাতা দুই একদিনের জন্য আসিয়াছিলেন। শ্বশুর বাড়ী পূজা পাঠের কোন সংস্রব নাই, এদিকে জামাই পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। আহারে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শালারা নিকটবর্তী এক বটবৃক্ষ তলে একটা হাঁড়ি পুঁতিয়া উহা গোবরে লেপিয়া সিন্দুর লাগাইয়া রাখিয়া আসিল এবং বটবৃক্ষ তলে গিয়া পূজা করিতে বলিল। জামাই আনন্দে সেখানে গেলেন এবং ভক্তিপূর্বক পূজা করিয়া ফিরিলেন। আহারাদির পর শালারা বলিল "তুমি কিসের পূজা করিয়াছ দেখিবে এস।" নিকটে উপস্থিত হইয়াই একজন ঐ পোঁতা হাঁড়ির উপর লগুড়াঘাত করিল, হাঁড়ি ভাঙ্গিল না পরন্তু উহার উপর কয়েক ফোঁটা রক্ত নির্গত হইতে দেখা গেল। "ভক্ত হৃদয়" সংস্রবে ভগবান তথায় প্রকট হইলেন।

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির (কুমারখালির ৺হরিনাথ মজুমদার) গানোক্তভাবে গাহিয়াছিলেন—

"কম দিক হরি তুমি, তোমায় এ নাম কে রেখেছে।"

"ভক্ত হৃদে বাস করি ভক্তই আমার নাম রেখেছে।"

(৮০) ভক্তের ভগবান।— এক নাস্তিক; স্বেচ্ছাচারী ঐহিক সুখে মগ্ন পরিবারের মধ্যে একটী ছেলে একটু কোমল মনা ছিল। একদিন কোন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ পথে যাইতে যাইতে ঐ পরিবারের সকলকেই মুষ্টি ভিক্ষাদানে বিমুখ এবং ভিক্ষুককে তাড়না করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্মপীড়িত হইলেন। কেবল দেখিলেন বাড়ীর একটি ছোট ছেলের চোখ ছল ছল করিতেছে। অপর সময়ে ঐ বালকটীকে একান্তে পাইয়া তিনি উপদেশ দিলেন "সর্বদা মা! মা! বলিয়া জগজ্জননীকে ডাকিবে।" বালক দিনরাত্রি "মা! মা!" বলিতে আরম্ভ করিল। ভ্রাতা মাতা পিতা সকলেই ঠিক করিলেন যে উহার উন্মাদ রোগ হইয়াছে। চিকিৎসাদি করা হইল। কিছুতেই বালকের "মা! মা!" বলা থামে না। শেষে এক রোজা আসিয়া বলিল যে বালকের কপালে ঘাড়ে পিঠে ছেঁকা দিতে হইবে তাহাতেই পাগলামি সারিবে। যখন বালককে গোদাগা করিয়া খুন করিবার ঐ ব্যবস্থা ঠিক হইল, তখন আকাশবাণী হইল "বালককে তাড়না করিও না। ও পরম ভক্ত সর্বদা জগজ্জননীকে কাতরভাবে সকলের উপকারার্থে ডাকিতেছে।" ঐ নাস্তিক পরিবার আকাশবাণীতে বিশ্বাস করিল না। সকলেই বলিল "এ কোন দুষ্ট লোকের দ্বারা উক্ত শব্দ।" ইহা বলিয়া যখন উহারা ছেঁকা পোড়া করিতে উদ্যত হইল তখন জগন্মাতা উহাদের সকলের সমক্ষেই প্রকট হইয়া দেখা দিলেন এবং বালককে কোলে লইলেন। একের পুণ্যে সকলেরই সাক্ষাৎভাবে দেবী দর্শন হইল।

—একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তু বনং সর্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥

(৮১) অনালস্য এবং একাগ্রতা—একজন গৃহস্থ তাহার কাজকর্ম ভাল হয় না দেখিয়া কোন সাধুর নিকট গিয়া সাধ্য সাধনা করিলে সাধু তাঁহার উপর কৃপা করিয়া একটা ভূতকে বশ করিয়া তাঁহাকে দিলেন এবং বলিলেন "এই ভূতের সাহায্যে সকল কর্মই সুচারুরূপে করিতে পারিবে।" গৃহস্থ বাড়ী ফিরিয়া গিয়া ভূতের সাহায্যে সকল কার্যই শীঘ্র শীঘ্র করিয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু ভূত বলিল "আমাকে নিষ্কর্মা রাখিলে আমি তোমার ঘাড় মটকাইয়া দিব।" ঘরের সব কাজ হইয়া গেলে ভূত বলিল "হয় কোন কাজ দাও নতুবা তোমার ঘাড় মটকাইয়া দিই।" গৃহস্থ ভয় পাইয়া বলিল "এখন আমার সঙ্গে চল, এখন এই তোমার কাজ" এবং ভূতকে সঙ্গে লইয়া সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া গৃহস্থ ভূতকে ফিরাইয়া দিতে চাহিল। সাধু হাসিয়া বলিলেন "কাজের অভাব কি? নিজের ঘরের কাজ সব করিয়া, পাড়ার কাজ কর, গ্রামের কাজ কর, দেশের কাজ কর। ভূত সহায়ে পরিশ্রম বোধ কমই হইবে। যখন মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের সময় সে কাজও বন্ধ দিতে হইবে তখন ভূতকে বল একটা বাঁশের চোঙ্গা দিয়া ধীরে ধীরে উঠে উঠ এবং ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আইস এবং যখন অন্য কাজ না থাকিবে তখন বরাবরই একাগ্র হইয়া এইরূপ করিতে থাক। উহার তখন সেই কাজই হইবে।" গৃহস্থ তদনুরূপ করিয়া সর্বত্র সুখ্যাতি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন;—

মনই সেই ভূত। মন দিয়া যে কাজ কর সুচারু ও শীঘ্র হইবে। পরিশ্রম বোধও কম হইবে। কিন্তু মনকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিবার যো নাই। কাজ না পাইলেই মন তোমাকে কুপথে লইতে চাহিবে তোমার অপকর্ম সাধন করিবে, অর্থাৎ ঘাড় মটকাইবে। "নিকামারে (নিকর্মা) দর্জি ছেলের পুঁটকি [পেট] সেলাই করে (The idle. mind is the devil's workshop) নিকর্মার মনেই শয়তানের কারখানা স্থাপিত ইত্যাদি চলিত কথায় সকল দেশেই মানব মনের এই ভূতুড়ে স্বভাব প্রতিপন্ন করিতেছে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে ভাল চাকরে লোক ছুটীতে বা পেন্সন লইয়া বাড়ী গিয়া অন্য কর্মের অভাবে প্রতিবাসীর সহিত ঝগড়া করেন। সৎকর্মে ব্যাপৃত থাকিলেই আর অসৎকর্ম করার উপায় হয় না। মনরূপ ভূতকে ভাল কাজ না দেওয়াতে—আমার খাটিবার দরকার কি এই ভুল বুঝিতে—এদেশের ধনিগণ মদ্য, অহিফেন, দিবানিদ্রা, বাই খেমটার নাচ, চাটুকার দলের পোষণ, বিড়ালের বিবাহ, পাখীর লড়াই ইত্যাদি নানা উপায়ে নিজেদের ঘাড় মটকাইয়া লইতেছেন। দশের কাজে এবং দেশের কাজে ইহাদের মন ব্যাপৃত থাকিলে উহাদের এরূপ অধোগতি হইত না। দিবারাত্রি মধ্যে যখনই কাজের বিরাম হয় তখন প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে মন-ভূতকে এক মনে ইষ্ট মন্ত্র জপ করাও—উহাই "কেবলি প্রাণায়াম।" উহাই

মর ভুতকে রোমের ভিতরে দিয়া প্রাণের প্রভৃতি ধৃত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। তিনি এরূপ কহিতে ধার্ম্মিক দৃঢ় সকলেরই প্রয়োজন সাধন করিবে। এরূপ করিলেই কর্ত্তব্যপালন পূর্ণ এবং মানব জীবন সার্থক হয়।

(৮২) স্বদেশ ভক্তি ও সত্যাচরণ।—রোমের প্রধান শত্রুদলী কার্থেজের সহিত যুদ্ধকালে কার্থেজীয়েরা একদল রোমীয় সৈন্যকে পরাজিত করিয়া উহাদের সেনাপতি রেগুলাসকে বন্দী করে। কিন্তু এপরাপর বারো হাজের যুদ্ধে রোমীরোরাই জয়ী হইতেছিল এবং কার্থেজীয়েরা ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। উহারা সুবিধা মত সন্ধির প্রার্থনা করিয়া রোমরাজ্যে দূত প্রেরণ কারল এবং সেই সঙ্গে রেগুলাসকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া পাঠাইল যে সন্ধি না হইলে রেগুলাস কার্থেজে ফিরিয়া যাইবেন। রোমে রেগুলাসের শিশু পুত্র এবং প্রিয়তমা পত্নী উঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে তিনি চক্ষু অবনত করিয়া লইলেন। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তখন মহাবীরের মনের ভাব এইরূপ যে স্বাধীন রোমীয় গৃহস্থের মহামান্য কুলস্ত্রীদিগকে শত্রু কর্ত্তৃক বন্দীকৃত ক্রীতদাসের চাহিয়া দেখারও যোগ্যতা নাই—সেনেট সভাকে গিয়া তিনি বলিলেন "আমি এখন কার্থেজীয়দিগের ক্রীতদাস, কার্থেজের দূতের সহিত সামন্তদের হুকুমে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছি।" কার্থেজীয় দূতগণ বলিলেন "আপনি স্বাধীনভাবে আপনার মত প্রকাশ করিতে পারেন। সন্ধিতে উভয় পক্ষেরই ত সকল সময়ে মঙ্গল! উহারা ভাবিল যে নিজের মুক্তি যাহাতে হইবে অবশ্যই তাহাই করিতে বন্দী বলিবেন এবং সন্ধি স্বতঃই মানবগণের প্রার্থনীয় সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে রেগুলাস অবশ্যই কিছু বলিবে না। তখন রেগুলাস গম্ভীরভাবে বলিলেন—"এত সৈন্যক্ষয় ও ধন ব্যয়ের পর যে সুবিধা রোম পাইয়াছে তাহা ছাড়িয়া এখন সন্ধি করিলে শত্রু আবার প্রবল হইতে পারিবে, তাহাতে রোমের আবার অনেক ক্ষতি হইবে। কয়েক সহস্র বন্দীসৈনিকের জন্য যেন স্বদেশের প্রকৃত ও স্থায়ী সুবিধা নষ্ট করা না হয়। যুদ্ধ চলুক। উহাতেই রোমের বিশেষ সুবিধা হইবে। বন্দী আমাদিগকে সেনেট সভা যেন যুদ্ধে মৃত বলিয়াই মনে করেন।" দণ্ডক মহাত্মার এই সাদর্ভিক অনুরোধে সন্ধি হইল না এবং কাহারও অনুরোধে রেগুলাস সত্যভঙ্গ করিয়া রোমে রহিয়া গেলেন না। বলিলেন সত্যভঙ্গ দ্বারা আমাকে "রোমীয় নাম কলঙ্কিত করিতে বলিবেন না।" উহাতেও যে শত্রুর মুখ উৎফুল্ল হইবে তাহা ভুলিবেন না। "রোমের আমার যুদ্ধ বলিতেছি। শোকাকুলপূর্ণ দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া মহাত্মা রেগুলাস, জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশে বলিদান হইতে কার্থেজে ফিরিয়া গেলেন। কথিত আছে একটা পিপার উপরে বহুসংখ্যক সুদীর্ঘ পেরেক পুঁতিয়া উহার ভিতর দিকে পেরেক গুলির ডগা প্রভাগ বাহির করিয়া সেই লৌহকণ্টকমণ্ডিত পিপার ভিতরে তাঁহাকে পুরিয়া তাহা গড়াইয়া গড়াইয়া এবং অন্যান্য অশেষ যন্ত্রণা দিয়া কার্থেজীয়েরা তাঁহাকে বধ করে! কিন্তু রোমের নিকট সর্ব্বত্রই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে একান্তই হীনভাবে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়।

(৮৩) প্রবঞ্চনায় শাস্তি।—পবিত্র হিন্দু বিশ্বাস) আমাদের শাস্ত্র সরণী থাকার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। যে ঠকাইয়া টাকা লয়, আইনের হাতে ধরা না পড়িলেও সে ঋণী রহিয়া যায় এবং পরজন্মে উহার জন্য কঠিন শাস্তি পায়।

এক ব্যক্তি প্রাণপ্রিয় প্রিয়তম পুত্রের ব্যারামে চিকিৎসার্থে অজস্র অর্থব্যয় করিল। কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে হতাশ হইয়া রোগীর শেষ অবস্থায় তাহার মুখেতদু গঙ্গাজল বা ঠাকুরের চরণামৃত মাত্র দিতে লাগিল। রোগী এরূপ ভাবে মৃতবৎ দু দিন পড়িয়া রহিল। শেষে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আর একটা টাকা মাত্র! কাহা-কেও আমার উপলক্ষে দান কর না!" শোকার্ত্ত পিতা তখনি একজন ভিক্ষুককে একটা টাকা প্রিয়তম সন্তানের কল্যাণ উদ্দেশে দান করিলেন, মুমূর্ষুও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল!

পূর্ব্বজন্মের প্রবঞ্চিত মহাজন এ জন্মে পুত্র শোক দিয়া পুরা পাওনা আদায় করিয়া তবে চলিয়া গেল। কোন প্রিয়জন অকাল মৃত্যুতে কষ্ট দিয়া গেলে "শত্রু আসিয়াছিল" এই বিশ্বাস এদেশে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে। অস্তেয় বা অচৌর্য্য একটা অতি প্রধান সাধনা।

বেঙ্গল ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী।

(সাধারণের নিকট আবেদন)

বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের বন্দরের মধ্যে পণ্য দ্রব্য বহন ব্যবসায়টী অনেক বৎসর যাবৎ "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানির" একচেটিয়া এবং এক্ষণে তাহাদিগের জাহাজের সংখ্যা একশত তিন হইয়া উঠিয়াছে। একচেটিয়াতে যে লাভ তাহা তাহারাই ভোগ করে। একচেটিয়া ব্যবসায় কখনই সাধারণের পক্ষে উপকারী হয় না। যাহাতে সাধারণের স্বার্থ সাধিত ও রক্ষিত হয় এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ অব্দে রেঙ্গুন প্রবাসী আমাদিগের কয়েকজন দেশবাসী, যথাক্রমে: মুন্সী মহম্মদ কালাদিক্কা, চৌধুরি ফজলর রহমান, মুনসী এহ-সান আলী মুনসী আবদুল বারি, এবং মুনসী আবদুর রহমান, ১০৲ টাকা শেয়ারে, ১০ লক্ষ টাকা মূলধনের "বেঙ্গল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানি" নামক একটী লিমিটেড কোম্পানি খুলিয়া দেন। প্রথমতঃ এই কোম্পানির কার্য্য অতি সুচারুরূপে চলিয়াছিল, কিন্তু অধিক শেয়ার বা অংশ বিক্রয় না হওয়ায় অর্থাভাবে ডাইরেক্টরগণ জাহাজ ক্রয় করিতে অক্ষম হইয়া চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুনে এবং রেঙ্গুন হইতে চট্টগ্রামে আরোহী ও পণ্যদ্রব্য বহন করিবার নিমিত্ত "লটুস" নামক একখানি ষ্টিমার ছয় মাসের জন্য ভাড়া করিয়া লয়েন। এই কোম্পানির আবির্ভাবের পরেই "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানি" তাহাদিগের ভাড়া ও মালের মাশুল কমাইয়া দেন।

ভাড়াটিয়া ষ্টীমার লইয়া ব্যবসায় করার চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং ছয় মাস পরে দেখা গেল যে কোম্পানির ৫০,০০০৲ টাকার অধিক লোকসান হইয়াছে।

এই দুর্ঘটে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া এবং স্বদেশী ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া ডাইরেক্টরগণ অবিলম্বে দুই-খানি ষ্টীমার ক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। এই সময়ে নর্থ ক্যাম্প নরেজের "পাকনাম" ও "টাক-লিন" নামক দুইখানি নূতনপ্রায় জাহাজ বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং ডাইরেক্টরগণ ৯,৫০,০০০ নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় ঐ দুই-খানি ষ্টীমার ক্রয় করেন। তখনও প্রচুর শেয়ার বিক্রীত না হওয়ায় অর্থাভাব থাকা সত্বেও, তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণ অবিলম্বে অবশিষ্ট শেয়ার ক্রয় করিয়া লইবেন এই আশায়, ডাইরেক্টরগণ উচ্চহার সুদে অনেক টাকা বাধ্য হইয়া কর্জ্জ করিলেন। এই ষ্টীমারদ্বয় ১৯০৬ সালের আগষ্ট হইতে রেঙ্গুন, চট্টগ্রাম এবং কলিকাতা এই তিন স্থানে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। ডেক প্যাসেঞ্জারদিগের ভাড়া ৫৲, ৬ টাকা ধার্য্য করা হয়। ব্যবসায় এরূপ ভালরূপে চলিয়াছিল যে ৯ মাসের মধ্যে ডাইরেক্টরগণ কেবলমাত্র যে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ৫০,০০০ টাকা পূরণ করিয়া লইয়াছিলেন এমন নহে, ঋণের সুদ দিয়া সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া এবং ৫০,০০০ টাকা সঞ্চিত রাখিয়া শতকরা ৭॥০ টাকা ডিভিডেণ্ড (লাভের অংশ) দিতে সমর্থ

হয়েন। এই স্বদেশী কোম্পানির কৃতকার্য্যতায় আশঙ্কিত হইয়া ব্রিটিশ ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানি কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনের ভাড়া ১০ টাকা স্থলে ১ বা ২ টাকা এবং চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত ১১ টাকা স্থলে ১ টাকা করিলেন এবং মালের ভাড়াও যৎপরোনাস্তি কমাইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান সওদাগরদিগের মাল বহন কার্য্য একচেটিয়া করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে এই বেঙ্গল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানির বহন জন্য আর মাল এক রকম রহিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এমত অবস্থায় ১৯০৮ সালে কোম্পানি কোন লাভ করিতে পারেন নাই। বরং সুদ, জাহাজ মেরামতাদি খরচ এবং বীমা কোম্পানির চার্জের জন্য অনেক টাকা দিতে হয়। ফলে বিস্তর লোকসান হয়, কিন্তু ১৯০৯ সালের যে মাসে যে বৎসর শেষ হয় সেই বৎসর কোম্পানি মন্দ ব্যবসায় করেন নাই, সুদ এবং অন্যান্য খরচের বাবত অনেক টাকা দিয়াও সামান্য কিছু লাভ ছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, নিয়মমত জাহাজ রওনার জন্য এই কোম্পানি দায়িত্ব গ্রহণ করিলে দেশীয় ব্যবসায়িগণ এই কোম্পানির ষ্টীমার যোগে মাল প্রেরণ করিতে প্রস্তুত, এমন কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। কিন্তু ডাইরেক্টরগণ কেবলমাত্র দুইখানি ষ্টীমার লইয়া এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আপাততঃ অক্ষম। এখনও ২১,০০০ "অংশ" বিক্রয় হয় নাই, অর্থাৎ কোম্পানি এখনও ২১০,০০০ টাকা চাহেন। আমাদিগের দেশবাসিগণ অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত অংশ ক্রয় করিলে বর্ত্তমান ঋণ শোধ হইয়া যায় এবং যে অনেক টাকা এখন সুদ স্বরূপ দেওয়া হয় তাহা বাঁচিয়া যায় ও অংশীদারগণ উহা পাইতে পারেন। অবশিষ্ট অংশ বিক্রয় করিবার পর, কোম্পানি মূলধন বৃদ্ধি করিয়া ২৫ লক্ষ টাকা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর তিন খানি ষ্টীমার ক্রয় করিতে পারিবেন। অন্ততঃ আর দুইখানি ষ্টীমার হইলে, নিয়মমত জাহাজ রওয়ানার জন্য কোম্পানি দায়িত্বগ্রহণ করিতে পারেন এবং তাহা হইলে দেশীয় ব্যবসায়িগণ কেবল এই কোম্পানির জাহাজে মাল পাঠাইবার জন্য [কণ্ট্রাক্ট] রীতিমত চুক্তি করিতে পারেন। এইরূপে অনেক মাল পাওয়া যাইতে পারিবে এবং লাভও বিস্তর হইবে।

১৯০৮ সালের যে মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে কমহারে ভাড়া দিয়া ৩৪১৫৮ জন আরোহী এই কোম্পানির জাহাজে যাতায়াত করিয়া ২০৪৯১৮ টাকা বাঁচাইতে পারিয়াছেন, এবং উহার চারিগুণ আরোহী বিদেশীয় কোম্পানীর জাহাজে যাতায়াত করিয়া ১৪৪৬০৭০ টাকা বাঁচাইয়াছেন। এইরূপে মালের মাশুল কম হওয়ায় মহাজনদিগের কয়েক লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যায়। অতএব এই কোম্পানি থাকায় ভাড়া ও মালের মাশুল যাহা কম হইয়াছে তাহাতে গত চারি বৎসরের মধ্যে এক কোটি ২০ লক্ষ টাকা দেশে থাকিয়া গিয়াছে এবং আমাদিগের দেশের লোকই তদ্দ্বারা উপকৃত হইতেছে। এই কোম্পানি উঠিয়া গেলে আবার এক চেটিয়ায় অধিক মাশুল দিতে হইবে। মনে করি যে যদি এই কোম্পানিকে যথাযথ সাহায্য করা হয় তবে ইহার ভবিষ্যৎ অতীব মঙ্গল জনক এবং দেশেরও যথেষ্ট উপকার। এই কোম্পানি সর্ব্বতোভাবে সাধারণের উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার যোগ্য। আমরা ভরসা করি এই ব্যবসায় অতিশয় লাভজনক হইবে। পরিণামে ইহার মৌলিক ফল চিরস্থায়ী এবং অধিকতর লাভজনক হইবে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে ৫ খানি ষ্টীমার হাতে পাইলে শতকরা ১৫৲ টাকার হিসাবে (dividend) লাভের অংশ দিতে ডাইরেক্টরগণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০ টাকা এবং এক্ষণে ২১,০০০ অংশ বিক্রয়ের জন্য রহিয়াছে। আশা করি আমাদিগের স্বদেশবাসিগণ এই কোম্পানির প্রতি যথাসাধ্য সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
আবদুল জব্বার খাঁ বাহাদুর সি, আই, ই।
মতিলাল ঘোষ।
ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
হাঃ [illegible] মহম্মদ জাকরিয়া।
এ, চৌধুরী।
আবোল কাসেম।
কে, বি, দত্ত।
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি।
সৈয়দ সামসুলহোদা।
জে, চৌধুরি।
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আনন্দচন্দ্র রায়।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
এ, এচ গজনভি।
এ, রসুল।

এডুকেশন গেজেট

১০ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সাল ইং ২৬শে নবেম্বর

বড়লাটের ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা। ২

গবর্ণমেণ্টের মনোনীত কোন সদস্যের স্থান খালি হইলে গবর্ণর জেনারেল যে কোন ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এরূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু নির্ব্বাচিত কোন সদস্যের পদ খালি হইলে, যে নির্ব্বাচক সম্প্রদায় ঐ সদস্যকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন সেই সম্প্রদায়ের উপরই পুনরায় নির্ব্বাচনের ভার পড়িবে এবং নির্ব্বাচিত ব্যক্তির উপযুক্ততাদি সম্বন্ধে যে সকল সর্ত্ত পূর্ব্বে ছিল এখনও সেই সকল সর্ত্ত থাকিবে। মনোনীত সদস্য যে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, মনোনীত ব্যক্তিকে সেই সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই বাছিয়া লইতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনে যে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন নির্ব্বাচক সম্প্রদায় যদি সেই সময়ের মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া উঠিতে না পারেন তাহা হইলে গবর্ণর জেনারেল আপন ইচ্ছামত ঐ নির্ব্বাচক সম্প্রদায় দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত এক ব্যক্তি মনোনীত করিয়া লইবেন।

বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত মত সদস্যগণ উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য্য চলিতে পারিবে।—(ক) গবর্ণর জেনারেল অথবা (খ) সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল দ্বারা মনোনীত প্রেসিডেণ্ট অথবা (গ) গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক নিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেণ্ট অথবা (ঘ) সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত কোন মেম্বর। এতদ্ব্যতীত অন্যূন ১৫ জন কৌন্সিলের মেম্বর। এই ১৫ জনের মধ্যে অন্ততঃ আট জন ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত মেম্বর হওয়া চাই।

কোন সদস্য নির্ব্বাচন উপলক্ষে যদি কোনরূপ দূষনীয় ব্যবহার হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি কোন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য কোন ভোটারকে নিজের জন্য ভোট দিতে বা অপরের জন্য ভোট না দিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন এবং [illegible]

তাঁহাকে উৎকোচ দিয়া বাধ্য করেন অথবা অন্য কোন রকমে বাধ্য করিয়া থাকেন, অথবা তাঁহার বিশেষ লাভজনক কোন কিছু করিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন অথবা তাঁহার ক্ষতি করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়া স্ববশে আনিয়া থাকেন তবে সেরূপ নির্ব্বাচন গ্রাহ্য হইবে না। অথবা ভোটার না হইয়া ভোট দেওয়া বা ভোট সংগ্রহ যে নির্ব্বাচনে ঘটিয়া হইয়াছে সে নির্ব্বাচন গ্রাহ্য হইবে না এরূপ কোন দুর্নীতি ব্যবহার যদি কোন প্রার্থীর জ্ঞাতসারে অথবা সম্মতিক্রমে হইয়া থাকে অথবা প্রার্থীর দ্বারা নির্ব্বাচন ব্যাপারে তদ্বির করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ব্যবহার উক্ত প্রার্থীর দ্বারাই হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কোন নির্ব্বাচন যদি নির্ব্বাচন সংক্রান্ত নিয়মের মূলনীতি মানিয়া হইয়া থাকে তাহাতে নিয়মের খুঁটি নাটি ধরিয়া যদি কোন ভুল ভ্রান্তি হয় তাহাতে নির্ব্বাচনে দোষ হইবে না।

নির্ব্বাচিত হইবার অথবা ভোট দিবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি বুঝেন যে, নির্ব্বাচন ব্যাপারে কোনরূপ দুর্নীতি কার্য্য হইয়াছে তাহা হইলে নির্ব্বাচন ফল ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইবার পর পনর দিনের মধ্যে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের নিকট ঐ নির্ব্বাচন অগ্রাহ্য করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। আবেদন পাইয়া সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল প্রয়োজনমত তদন্ত করিয়া সেই নির্ব্বাচন গ্রাহ্য হইল, কি অগ্রাহ্য হইল তাহা বিজ্ঞাপিত করিবেন। যদি অগ্রাহ্য হয় তবে গবর্ণর জেনারেল আর এক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিবার জন্য নির্ব্বাচক সম্প্রদায়কে বলিবেন। এবং কত দিনের মধ্যে সেই নির্ব্বাচন করিয়া দিতে হইবে তাহাও বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ব্বাচন না হইলে গবর্ণর জেনারেল ঐ নির্ব্বাচক সম্প্রদায় দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত এক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন।

ব্যবস্থাপক সভা সংক্রান্ত এই সকল নিয়মাদি সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে সে সম্বন্ধে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল যে মীমাংসা করিয়া দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

এই সকল ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পর বর্ত্তমান সভার নূতন ব্যবস্থা অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে। গবর্ণর জেনারেল বিজ্ঞাপন দিয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, সেই সময়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায় সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া উঠিতে না পারিলে গবর্ণর জেনারেল আবশ্যক বুঝিলে ঐ সম্প্রদায় দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে অনধিক দুবৎসর কালের জন্য নিজে সভ্য মনোনীত করিয়া লইবেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সাধারণতঃ ২৬ জন নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবেন। গবর্ণর জেনারেলের সম্মতি লইয়া ছোটলাট বাহাদুর যে সমস্ত সভ্য মনোনীত করিবেন তাঁহাদের সংখ্যা ২২ জনের অধিক হইবে না। ইঁহাদের মধ্যে—সরকারী কর্ম্মচারী ১৭ জনের অনধিক এবং দুই জন বে-সরকারী সভ্য থাকিবেন, তাঁহাদের একজন ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের মধ্য হইতে এবং অপর একজন প্লাণ্টিং সম্প্রদায় হইতে মনোনীত হইবেন। এই ৪৮ জন সভ্য ব্যতীত ছোটলাট বাহাদুর কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আরও দুইজন সরকারী বা বে-সরকারী বিশেষজ্ঞ নির্ব্বাচন করিতে পারেন কিন্তু ছোটলাট বাহাদুর এই নিয়ম অনুসারে এত অধিক সংখ্যক সরকারী সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন না যাহাতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে সরকারী সভ্যের সংখ্যা বে-সরকারী সভ্যের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

উল্লিখিত ২৬ জন সভ্য নিম্নলিখিতরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন—কলিকাতা কর্পোরেশন ১ জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১ মিউনিসিপাল কমিশনারগণ ৬ জেলা বোর্ড সমূহ ৬ জমিদারগণ ৫ মুসলমান সম্প্রদায় ৪ বঙ্গীয় চেম্বার অব কমার্স ২ কলিকাতা ট্রেড্স এসোসিয়েসন ১ জন নির্ব্বাচন করিবেন। মোট সদস্য সংখ্যা ৫০। ছোটলাট বাহাদুরকে ধরিয়া ৫১

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ব্যবস্থাপক সভার সাধারণতঃ ১৮ জন নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবেন। গবর্ণর জেনারেলের সম্মতি লইয়া ছোটলাট ২২ জনের অধিক সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন না। ইঁহাদের মধ্যে ১৭ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবেন না। ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের মধ্য হইতে একজন বে-সরকারী সভ্য মনোনয়ন করা হইবে। এই ৪০ জন সভ্য ব্যতীত ছোটলাট বাহাদুর কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আরও দুইজন সরকারী বা বে সরকারী বিশেষজ্ঞ নির্ব্বাচন করিতে পারেন।

চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারগণ ১ জন মিউনিসিপাল কমিশনরগণ ৩ জেলা ও স্থানীয় বোর্ড ৫ জমিদারগণ ২ মুসলমান সম্প্রদায় ৪ চা করগণ ২ এবং পাট ব্যবসায়িগণ ১ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। মোট সদস্য ৪২ জন। ছোটলাট বাহাদুরকে ধরিয়া ৪৩ জন।

আলিপুর বোমা মোকদ্দমার বিচার ফল

গত মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি মহাশয় এই মোকদ্দমার বিচারফল প্রকাশ করিয়াছেন। উহা পাঠ করিতে প্রায় চারি ঘণ্টা লাগিয়াছিল। ২৪শে নবেম্বরের অমৃত বাজার পত্রিকা হইতে উহার সংক্ষিপ্ত আভাস নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

আপেলাণ্টের সংখ্যা ১৯ জন কিন্তু বিচারকালে একজন আসামী অশোকচন্দ্র নন্দীর মৃত্যু হওয়ায় অবশিষ্ট ১৮ জনের সম্বন্ধে বিচার ফল প্রকাশিত হইল। সেশন আদালতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্ত ১২১, ১২১ ক এবং ১২২ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ঐ তিন ধারায় অভিযোগে অপর আটজনের প্রত্যেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১২১ ধারা এবং ১২১ ক ধারা অপরাধে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের এবং ১২১ ক এবং ১২২ ধারায় অপরাধে শৈলেন্দ্রনাথ বসুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। পরেশচন্দ্র মৌলিক, শিশিরকুমার ঘোষ, এবং নিরাপদ রায়—১২১ ক এবং ১২২ ধারায় অপরাধে এই তিন জনের প্রত্যেকের দশ বৎসর দ্বীপান্তর; সুশীলকুমার সেন এবং বালকৃষ্ণ হারকেন ১২১ ক ধারার অপরাধে প্রত্যেকের সাত বৎসর দ্বীপান্তর, এবং কৃষ্ণজীবন সান্যালের ১২১ ক ধারায় অপরাধে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। শেষোক্ত তিনজন ছাড়া আর সকল আসামীরই এই দণ্ড ব্যতীত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ হয়। আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ দুইজন আসেসর লইয়া এই মোকদ্দমার বিচার করেন। উভয় আসেসরই বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্র, বিভূতি এবং হৃষীকেশকে ১২২ ধারায় অপরাধে অপরাধী বলেন, একজন আসেসর কেবল পরেশকেও ঐ ধারা অনুসারে অপরাধী বলিয়াছিলেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে ১২১ ও ১২২ ধারায় অপরাধ দাঁড়ায় নাই। ১৭ই মে তারিখে যখন গবর্ণমেণ্ট আসামীদিগকে অভিযুক্ত করিবার আদেশ দেন তখন মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমস্ত প্রমাণ (যাহা পরে উপস্থিত করা হইয়াছিল) গবর্ণমেণ্টের

বিধিবদ্ধ না হইলেও ১২১ ধারায় অপরাধ যে রূপ ঘটনার উপর হইতে সাব্যস্ত হইতে পারে সেরূপ ঘটনাসমূহ গবর্ণমেণ্টের অবশ্যই বিদিত হইয়াছিল কিন্তু তথাপি অভিযোগের আদেশে ঐ ধারার উল্লেখ ছিল না। ইত্যাদি অবস্থা বিবেচনায় প্রধানবিচারপতি মহাশয় এরূপ মনে করিতে পারেন না যে, ১৭ই মে তারিখের গবর্ণমেণ্টের আদেশে ১২১ ধারায় অভিযোগ আনিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। অপর, মোকদ্দমার কোন অবস্থাতেই ৪৩৩ ধারা খাটান যাইতে পারে না। তাহার ফলে এই হয় যে সেসন আদালতের কোন অধিকারই থাকে না যদ্দ্বারা প্রথম দলের আপেলাণ্ট দিগকে দণ্ডিত করিতে পারেন। এই সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও এই ১২১ ধারা অনুসারে অপরাধ আসামীদিগের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয় নাই।

বারীন ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজা বলিয়া তাহার বিচারভার হাইকোর্টের উপর দেওয়া উচিত ছিল বলিয়া আপত্তি হয় কিন্তু বারীণ সে অধিকার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সে অবস্থায় সেসন জজ তাহার বিচার করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন।

আসামীদের একরার প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি এই যে, একরার ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬৪ ধারার মধ্যে আইসে নাই, অথচ ঐ ধারা ভিন্ন অন্য আর কোন ধারার মধ্যে উহা আসিতে পারিবার নয়। আর আপত্তি দেখান হয় এই যে আসামীরা যে সকল একরার করিয়াছে, স্থলবিশেষে এবং কতক পরিমাণে তাহা প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে বলা হইয়াছে। আসামীদিগকে প্রশ্ন করিয়া উত্তর আদায় করা হইয়াছে। কিন্তু ১৮৯৮ সালে সার বর্ণিস পিকক স্থির করেন যে, প্রশ্নের উত্তরে আসামী যে কথা বলিবে তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ হইবে। মিঃ বার্লি বিচার কালে সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, আসামীরা যে একরার করিয়াছে তাহা স্বেচ্ছাতঃ বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। ফলে, সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় সেশন জজ আসামীর একরার প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ঠিক কাজ করিয়াছেন। প্রধান বিচারপতি মহাশয় দেখাইয়াছেন যে একরার ১৬৪ ধারায় আসতে পারে।

প্রধান বিচারপতিমহাশয় বলিয়াছেন যে, এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে সত্য। কিন্তু মোটের উপর অভিযোগ অমূলক নহে, পুলিসের কারসাজিতে যে মিথ্যা অভিযোগ খাড়া হইয়াছে তাহা নয়। এই সম্পর্কে ইনস্পেক্টর সামসুল আলম বিশেষ প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত।

পুলিস কর্ত্তৃক খানাতল্লাসী ব্যাপারে অনেক স্থলে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। খানাতল্লাসীতে যে সকল জিনিস পাওয়া গিয়াছিল সে সকলের তালিকা বাগানেই প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের বিশ্বাস নাই। ফলে এ রকম ভাবের ত্রুটি কতক কতক থাকিলেও আসলে তেমন ক্ষতি হয় নাই।

কাগজপত্র অনুসন্ধানে বিস্তর পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে অনেকগুলি আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল। সেশন জজ কোন কোন বাক্য কোন কোন আসামীর হাতের লেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই লেখার তুলনা আসেসরের সাহায্যে হইয়াছিল কি না তাহা জানা নাই। হাতের লেখার মিল পরীক্ষা করিবার জন্ত সরকার পক্ষীয় উপযুক্ত লোক একজন থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে ডাকা হয় নাই। এরূপ স্থলে উপযুক্ত লোক ডাকিয়া বাক্য প্রমাণ করা উচিত বুলকরণ নামক প্রসিদ্ধ বিচারপতির অভিমত। ফলে প্রধান বিচারপতি মহাশয় নিজে মিলাইয়া যতটা বুঝিয়াছেন তাহাতে বাক্য বেশ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয় না। একজন আসামী নিজের একবারে আর এক জনকে জড়াইয়াছে কেবল ইহাই সেই আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ হয় না।

আসেসরদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছেন যে কোনরূপ ষড়যন্ত্র হয় নাই। বোধ হয় এই ধারণা বশেই তিনি ও কথা বলিয়া থাকিবেন যে, উপস্থিত কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তবে সুদূর ভাবিবিপ্লব কল্পিত হইয়াছিল। বারীন্দ্র তাহার একরারে ঐরূপ ভাবি বিপ্লবের কথা বলিয়াছে, কিন্তু এ কথাও বলিয়াছে যে, তাহারা উহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিল এবং অল্পে অল্পে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতেছিল। মেজর ব্লাক বলিয়াছেন যে, যে সকল জিনিস পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মূল্য ৫।৬ হাজার টাকা হইবে বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা জীবন নাশেও অনিচ্ছা ছিল না। এ ষড়যন্ত্র হেঁয়ালী নয়, ষড়যন্ত্রের অপরাধ আরোপ স্থলে সাক্ষাৎ সভা বা কথাবার্ত্তা বা দলের লোকের পরস্পরের সন্নিকট থাকার প্রমাণ আবশ্যক নাই অথবা দলের সকলকে প্রথম হইতেই যে সকলের দোষ দিতে হইবে [illegible] কোন কথা নাই। যে-আইনি কার্য্য সাধন জন্য সকলের একত্রিত হওয়া ও একমত হইতেই ষড়যন্ত্র [illegible] সমস্ত হয়। তাহার পরে আসিয়া যোগ দিয়াছিল তাহারাও সমান অপরাধী। প্রমাণ সাব্যস্ত ভাবেই হইয়াছে। মোকদ্দমার অবস্থাদোষে বঙ্গদেশের অধিকাংশ সবাই আন্তরিক জানেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে।

(১) মুরারিপুকুর বাগানে যখন পুলিসের খানাতল্লাসী হয় তখন বারীন সমস্ত সময়েই উপস্থিত ছিল। যে সকল স্থানে পুলিস ষড়যন্ত্রের উপকরণ আবিষ্কার করিয়াছে সে সকল স্থানে বারীনই পুলিসকে লইয়া গিয়াছিল। ৪ঠা মে তারিখে বারীন মিঃ বার্লি র নিকট আমূল সমস্ত বিবরণ একরার [illegible] করে। কাগজ পত্রের প্রমাণ সমূহ আলোচনা করিয়া প্রধান বিচারপতি মহাশয় বারীনকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ক ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ১২১ এবং ১২২ ধারা অনুসারে অপরাধ বারীনের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হয় নাই।

(২) উল্লাসকর দত্তের একরার হইতে বুঝা যায়, উল্লাসকর ষড়যন্ত্র ব্যাপারের একজন প্রধান উদ্যোগী সে বাগানে নূতন আইসে নাই। অন্য প্রমাণ দ্বারাও উহার একরার দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। বাগানে প্রাপ্ত যে সকল কাগজ পত্র প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে উহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে উল্লাসকরের নাম পাওয়া যায়। ১৫ নং গোপীমোহন দত্তের লেনের বাড়ীতেও উল্লাসকরকে যাইতে দেখা হইয়াছিল। বারীন, উপেন্দ্র এবং হৃষীকেশ ইহারাও উল্লাসকরকে অপরাধে লিপ্ত করিয়াছে। উল্লাসকরের বিরুদ্ধে অপরাধ স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি মহাশয় উহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ক ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

(৩) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ বার্লি র নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। উহার একরার স্বেচ্ছাতঃ এবং উহা অন্যান্য প্রমাণ দ্বারাও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এই আসামীও ১২১ ক ধারানুসারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

(৪) ইন্দুভূষণ রায় প্রফুল্ল চাকীর সহিত সংশ্লিষ্ট। অধিকন্তু বারীন এবং উল্লাসকর উভয়েই এই আসামীকে অপরাধে লিপ্ত করিয়াছে। ইন্দুভূষণও ১২১ ক ধারার অপরাধে অপরাধী।

(৫) বিভূতিভূষণ সরকার স্বেচ্ছাতঃ অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। অন্য প্রমাণ এবং বারীন্দ্র

উল্লাসকরের একবার বাস্ত করার কথাও মুরারী পুকুর হইয়াছে। বিভূতি বাগানে উপস্থিত ছিল এবং ষড়যন্ত্র ব্যাপারের একজন প্রধান উদ্যোগী। উহার বিরুদ্ধে ১২১ক ধারার অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে।

(৬) হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল যে দোষতঃ একরার করে নাই, ইহা বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। হৃষীকেশ একজন শিক্ষিত লোক। কিরূপে আসিয়া সে এই ষড়যন্ত্র ব্যাপারে যোগ দিয়াছে একরারে সে কথা বলিয়াছে। উহার কথার পোষক অন্য প্রমাণও আছে। উপেন্দ্রের সহিত উহার বন্ধুত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বারীন এবং উল্লাসকরও উহার নাম করিয়াছে। এ আসামীও ১২১ ক ধারার অপরাধে অপরাধী।

(৭) সুধীরকুমার সরকার খুলনায় ধৃত হয়। মুরারীপুকুরের সহিত সুধীরের সংস্রব ছিল। শীলসদৃশ ষড়যন্ত্রের সহিত সম্পৃক্ত হয়, এবং সেই শীলসদলের সহিত সুধীরের সংস্রব প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এই আসামীর সম্বন্ধে ১২১ ক ধারার অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে।

(৮) হেমচন্দ্র দাস একরার করে নাই, কোন জবাবই দেয় নাই। উহার সম্বন্ধে অভিযোগ, ঐ ব্যক্তি প্যারিসে বিস্ফোটক পদার্থ প্রস্তুতকরণ শিখিতে গিয়াছিল। ১৯০৮ সালের প্রারম্ভে কলিকাতায় ক্রিয়া ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান উদ্যোগী হয়। হেমদাস বোমা প্রস্তুত করিত। মজঃফরপুরে যে বোমার প্রয়োগ হয় তাহা হেমদাসের তৈয়ারী। আসামীর পক্ষে বলা হইয়াছে যে আসামী ফটোগ্রাফি শিখিবার জন্য প্যারিসে গিয়াছিল। কিন্তু হেম ও হেমের স্ত্রীর মধ্যে যে সকল পত্রাদি লেখালেখি হইত সে সকল হইতে বুঝা যায় যে হেমের প্যারিসে যাওয়ার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। বারীন, উল্লাসকর ও উপেন্দ্র হেমকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়াইয়াছে। এই সকলে হেমচন্দ্র যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ হয় না। হেমের বিরুদ্ধেও ১২১ ক ধারার অভিযোগ সাব্যস্ত হইয়াছে।

[৯] পরেশচন্দ্র মৌলিকের ষড়যন্ত্রে সংসৃষ্ট থাকা সম্বন্ধে বাচনিক এবং কাগজ পত্রের প্রমাণ আছে। এই আসামীও ১২১ ক ধারা অনুসারে অপরাধী।

[১০] শিশিরকুমার ঘোষ ষড়যন্ত্র ব্যাপারের একজন বিশেষ উদ্যোগী। বাগানে ইহার উপস্থিত থাকা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধেও ১২১ ক ধারার অভিযোগ প্রমাণিত।

[১১] নিরাপদ রায়ের ষড়যন্ত্রের হাতের লেখা এবং মেদিনীপুরের হাজতাত্মার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং ১৫ গোপীমোহন দত্তের লেনের বাড়ীর সহিত সংস্রব প্রমাণিত হইয়াছে। এই আসামী ১২১ ক ধারানুসারে অপরাধী।

[১২] অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "বর্ত্তমান রণনীতি" এবং "মুক্তি কোন পথে" পুস্তকের প্রণেতা। মুরারীপুকুরের সহিত ইহার সংস্রব ছিল। বারীনের সহিত ইহার বন্ধুত্ব ও একযোগিতা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ দুই পুস্তক অনেক সংখ্যায় বাগানে পাওয়া গিয়াছিল। অবিনাশের বিরুদ্ধেও ১২১ ক ধারার, অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে।

(১৩) বালকৃষ্ণ হরি কানের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণই বাচনিক এবং তদ্দ্বারা এমন প্রমাণ হয় না যে সে ষড়যন্ত্রকারীদের দলভুক্ত ছিল। একরারকারী কাহারও একরারের মধ্যে উহার নাম নাই। কোন কাগজ পত্রে উহার নাম বা স্বাক্ষর নাই। উহার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই। এই আসামীকে খালাস দেওয়া হইল।

যে সকল আসামী এই মোকদ্দমায় দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সাধারণ অপরাধকারী দলের লোক নয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত লোক প্রবল ধর্ম্মবুদ্ধি সম্পন্ন, অনেকস্থলে তাহাদের চরিত্রের বিশেষ বল প্রকাশিত। ইহারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করা রূপ একটি অতি গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হওয়ায় দণ্ডিত হইয়াছে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে উহাদের দণ্ডের তারতম্য হওয়া আবশ্যক। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র দাস—ইহাদিগকে একশ্রেণীভুক্ত করা গেল। ইহারাই ষড়যন্ত্রকারী দলের সর্দ্দার। উল্লাসকর দত্ত এবং হেমচন্দ্র দাস, ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বোমা প্রস্তুত করিয়াছে এবং সেই বোমা উহাদের কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বিহিত হইল।

বিভূতিভূষণ সরকার, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, এবং ইন্দ্রভূষণ রায়—ইহাদিগকে এক দলভুক্ত করিয়া প্রত্যেকের দশ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া গেল।

সুধীর কুমার সরকার, পরেশচন্দ্র মৌলিক, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ইহাদের প্রত্যেকের সাত বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ড হইল।

শিশিরকুমার ঘোষ এবং নিরাপদ রায়—ইহাদের প্রত্যেকের পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড বিহিত হইল।

অবশিষ্ট আসামী সুশীলকুমার সেন, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, এবং ইন্দ্রনাথ নন্দী—এই কয়জনকে অপরাধী করা সম্বন্ধে পুরাস বিচারপতি মহাশয় এবং জজ কাহার জজের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং এই কয়জন আসামীর সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪২৯ ধারা অনুসারে অপর একজন জজের উপর দেওয়া হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ব্যারিষ্টার মিঃ কিন্, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। বর্দ্ধমানের ডেঃ মাঃ বাবু কৃষ্ণলাল দে বীরভূমের সদরে এবং বারবনের ডেঃ মাঃ মৌঃ আবুল মহঃ রূপত পালামোর সদরে বদলী হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ বাবু হরবংশসহায় গয়ার সদরে, বাবু বিজয় কুমার গাঙ্গুলী ২৪ পরগণা সদরে স্থাপিত হইলেন। মুরশিদাবাদের ডেঃ মাঃ বাবু রামময় ভট্টাচার্য্য এবং মঃ সৈয়দ আলি আসরাফ প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিঃর পার্শ আসিষ্টাণ্ট হইলেন। কাঁথির ডেঃ মাঃ বাবু সত্যেন্দ্র নাথ দাস বসিরহাট মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন।

বিচার—মৌঃ আবদুল শাকুর বি এল ছাপরার বাবু যতীন্দ্র নাথ ঘোষ বি এল বালেশ্বরের মুঃ হইলেন। বাবু নিস্তারচরণ বন্দ্যো বি এল সাহাবাদের অতিঃ সবজজ এবং বাবু নরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত বি এল জিহানাবাদ ছোট আদালতের জজ হইলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] ছোটলাট বাহাদুর আগামী রবিবার রাত্রি ১০॥০ টার সময় স্পেশিয়াল ট্রেণে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গয়া হইয়া ১লা ডিসেম্বর প্রাতে গয়ায় যাইবেন। ৩রা রাত্রি ১০ টার সময় গয়া পরিত্যাগ করিয়া ৪ঠা প্রাতে আরায় যাইবেন। ৭ই প্রাতে গয়া ছাড়িয়া বক্সার হইয়া অপরাহ্ন ৫টার সময় বাঁকীপুরে পৌঁছিবেন। ১১ই রাত্রি ১০ টার সময় বাঁকীপুর ছাড়িয়া ১২ই রবিবার বেলা ৮॥০ টার সময় কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন। গমনাগমন সর্ব্বত্রই বে সরকারী ভাবে হইবে।

মালদহে খানাতল্লাসী।—সেদিন হাবড়ায় ছয়টি বাটীতে খানাতল্লাসী হইয়াছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ইহার এক বাটীর স্ত্রীলোক-দিগের খানাতল্লাসী করার জন্য পুলিসের সঙ্গে স্ত্রীলোক লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত আর কখনও স্ত্রীলোকদিগের খানাতল্লাসী হয় নাই।

বগুড়াতে স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের বাটী খানাতল্লাসী হইয়াছে। ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান কার্য্য চলিয়াছিল। গুজব এইরূপ যে, ফরিদপুরের একটী ডাকাতির সম্বন্ধে কৃষ্ণ বাবুর ভ্রাতা জড়িত আছে বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করে।

ব্রাহ্মণগাঁও নিবাসী বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষের বাটী খানাতল্লাসী হইয়াছে এবং তাহার ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্র শচীন্দ্রলাল ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওয়াট গঞ্জে ৭টী বাটিতে খানাতল্লাসী করা হইয়াছে।

লাহোরেও খানাতল্লাসী আরম্ভ হইয়াছে। লাহোরের "হিন্দুস্থান" প্রেস, "অরোবালন" প্রেস, "সহায়" প্রেস, লালা কালচাঁদ কালকের বন্দে মাতরম্ এজেন্সি, "সেবকপ্রেস, করমচাঁদের পুস্তক এজেন্সি, সর্দ্দার কিষন সিংহেরবাটী, খানাতল্লাসী হইয়াছে।

সাহাবাদে কিছুদিন হইল একটী সব ইন্‌স্পেক্টার, একজন কনষ্টেবল ও সব ইন্‌স্পেক্টারের চাকর খুন হয়। যাহারা খুনের সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ তাহাদের মধ্যে একজন নাকি গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করে এবং ঐ নদীর তীরেই ফতেগড় জেলার একটী গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই গ্রামটী যে দারোগার এলাকাধীন তিনি নাকি এই ঘটনার সংবাদ পাইবাই কয়েকজন কনষ্টেবল লইয়া অশ্বারোহণে ঐ গ্রামে উপস্থিত হন। কিন্তু পুলিশ পিছু লাগিয়াছে টের পাইয়া আসামীটী পূর্ব্বেই ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করতঃ নদী সন্তরণ করিয়া পরপারে উপস্থিত হয়। আসামী যখন নদীতীরে সন্তরণ করিতেছিল দারোগা তখন উপস্থিত হওয়া একখানি খেয়াঘাট নৌকার মাঝিকে বন্দুক দেখাইয়া রাখিয়া নৌকা লইয়া তাহার সহিত ঐ আসামীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে বলিলেন। মাঝি অস্বীকৃত হইলে তিনি বিশেষ জেদ করায় মাঝির চীৎকারে গ্রামবাসিগণ লাঠি ইত্যাদি লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হয়। দারোগা নাকি অমনি পিস্তল বাহির করিয়া তাহাদের উপর গুলি চালাইয়া দুইজন গ্রামবাসীকে হত্যা করেন। গ্রামবাসিগণ কোতয়ালীতে নালিশ করাতে দারোগা হত্যা অপরাধে এবং তাহার সঙ্গীয় লোকজন হত্যায় সাহায্য করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া সেসনে সোপর্দ্দ হইয়াছেন

সংস্কার বিধান সম্বন্ধে অভিমত।—(১) শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন—আমার মনে হয় যে এই সংস্কার বিধান দ্বারা জন সাধারণের আশা পূর্ণ হইবে না। এই বিধান দ্বারা ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি অতি অল্পই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী সমূহের নির্ব্বাচনাধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ সকল সভা সমিতির সভাগণ যে কোন ব্যক্তিকে সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন; কিন্তু এখন তাঁহারা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর মেম্বর ব্যতীত আর কাহাকেও সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না। মোটের উপর মুসলমান সম্প্রদায় একটু অধিক লাভবান হইয়াছেন এবং হিন্দুরা তাঁহাদের পুরাতন অধিকার হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছেন।

(২) শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই বিধান দ্বারা জাতীয়দল কোনই উপকার প্রাপ্ত হইবেন না। প্রথমতঃ, এই বিধানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে ইহা একান্তই আপত্তিজনক। দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহে নামে মাত্র সরকারী অপেক্ষা বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা অধিক করা হইয়াছে। কার্য্যতঃ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থনকারীর সংখ্যাই অধিক। তৃতীয়তঃ, ইহাকে "স্বায়ত্ত শাসন" বলা যায় না। ইহা দ্বারা শাসনকার্য্যের আলোচনার অধিকতর সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে মাত্র।

(৩) সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী [ইনি ষ্টেট সেক্রেটারীর সদস্যের পদ ত্যাগ করিয়াছেন] বে সংস্কার বিধান ব্রিটিশ শাসনের প্রধান কীর্ত্তি। ইহা দ্বারা কোন কোন বিষয়ে শিক্ষিত ভারতবাসী যাহা চাহিয়াছিল তাহা অপেক্ষাও অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। নূতন বিধানটী সম্ভবতঃ সকল দলীয় [illegible]দিগকেই সন্তুষ্ট করিবে, কিন্তু অপর পক্ষকে কোন মতেই সন্তুষ্ট করা যাইবে না। বর্ত্তমানে যতদূর যাওয়া উচিত এই বিধানটীতে ততদূরই যাওয়া হইয়াছে।

দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের উত্তেজনাপূর্ণ লেখা এবং পার্লামেন্টের অল্প কয়েকজন সভ্যের অসমর্থন দ্বারা অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে।

মিঃ আমির আলি বলেন মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে বিধানটী সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় নাই, তবে মন্দের ভাল হইয়াছে। সুতরাং মুসলমানদের [illegible] এখন উচিত

আগাখাঁ বলেন যে, মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

অন্যূন ৫০০ টাকা পুরস্কার।

নিম্নলিখিত নম্বরের নোট (মোট মূল্য ১৮০৫০ টাকা) খোয়া গিয়াছে। ফিরত দিলে অষ্ট্রীয়ান লোয়াইডে ডিরেক্টারিয়া ক্যাবিন ষ্টুয়ার্ড অথবা নিকট খোয়া যায়। মালিকের নাম ও ঠিকানা—জগন্নাথ দাস, মনোহর দাস, কালকাদেবী রোড, বোম্বাই। এই ঠিকানায়, অথবা বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার অথবা স্থানীয় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নোটের সন্ধান যদি কেহ প্রদান জানাইবেন। মালিক উক্তরূপ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। নোটের নম্বর এক হাজার টাকার করিয়া ১৮ খানা নং 8A/৮০ ৬৩৪০৮ হইতে 8A/৮০ ৬৩৪২৫ পর্য্যন্ত। ১৩ খানা ২০ টাকার, এবং ১ খানা ৫ টাকার নোট। নম্বর জানা নাই।

-:০:-

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ট্রেণ্ড ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "খা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নু" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ট্রেণ্ড ও কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

একজন ট্রেণ্ড ও ইংরাজী আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে পাকা আদর্শ পণ্ডিত বেতন আপাততঃ ১ টাকা বোর্ডিংয়ে থাকিলে সকলেই বিনা খরচে বাসস্থান পাইবেন। প্রাইভেট পড়াইলে পাইবার সম্ভাবনা আছে। শ্রীদুর্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহেবগঞ্জ ই আই আর, পোঃ মজিলপুর এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

শ্রীরামপুর মইং স্কুলে একজন এফ এ ইংরাজী শিক্ষক, বেতন ২০ টাকা।

ঘাটুয়া মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ২০ টাকা ও বাসস্থান, দেওয়া যাইবে। প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যাইতে পারে। এঃ সেঃ শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ দত্ত ঘাটুয়া পোঃ অঃ ২৪ পরগণা এই নামে দরখাস্ত করিতে হইবে।

কামারজানী মধ্য স্কুল হাই ইংরেজীতে পরিণত হইবার জন্য একজন এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন আপাততঃ ২৫ টাকা কেবল বাসস্থান পাইবেন। শ্রীরমণীকান্ত চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার কামারজানী মধ্যঃ স্কুল রংপুর।

জেলা যশোহর মুকপুকুরিয়া মইং স্কুলে হেঃ মাঃ বেতন ২২ টাকা, অথবা ১৫ ও আহার।

জনৈক গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ রায় কে পি পাল বাহাদুরের ফ্রি হাই স্কুল সেকেন্দরপুর। ৫০ হইতে ৬০ টাকা ; বাসা ও চাকর পাইবেন। এইচ কুণ্ড ১০নং নীলমণি মল্লিকের লেন হাওড়া।

জেলা নদীয়া দৌলতগঞ্জ ডিঃ বোর্ড মইং স্কুলে একজন হেঃ পঃ। ড্রিল ড্রইং জানা নর্ম্মাল স্কুল উত্তীর্ণ হইলে ভাল হয়। বেতন মাসিক ১৮ টাকা বাসস্থান দেওয়া যাইবে। শ্রীশরৎচন্দ্র বিশ্বাস হেড মাষ্টার

হাওড়া জেলার অন্তর্গত চালতাবাগি মইং স্কুলে নূ হেঃ পঃ। আহার পাইবেন। বেতন ১৪ টাকা। হাওড়া আমতা লাইন রেলওয়ের আমতা ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল। পোঃ মাজুকেশা জেলা হাওড়া

পাচুন্দী বিদ্যালয়ে মাসিক ১০ টাকা বেতনে এণ্ট্রান্স পাশ একজন শিক্ষক। আহার। পোঃ কেতুগ্রাম, বর্দ্ধমান।

হরিণাকুণ্ড মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক ড্রিল ড্রইং জানা নূ হেঃ পঃ, বেতন আপাততঃ ১৫ টাকাও আহার। প্রাইভেট টিউসনিতেও ৪।৫ টাকা হইবে। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন। পোঃ হরিণাকুণ্ড যশোহর।

বৈদ্যনাথপুর মইং স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক ভাল ড্রিল ড্রইং জানা হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা পোঃ অন্ডাল, বর্দ্ধমান

একজন গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ, বেরা বি বি হাই স্কুল ৪০ টাকা। প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যায়। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন, পোঃ বেরা।

একজন গুরুমহাশয় মাসিক ৮ টাকা ও আহার পোঃ জোয়ারকুড়, জেলা হাওড়া।

এফ এ হেঃ মাঃ এবং নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে ২৫ ও ২০ টাকা। উভয়েই বৈদ্য বা কর্মকার বা মুসলমান হইলেই ভাল। শ্রীমহিম চন্দ্র রায়, সহকারী সম্পাদক, গোয়ালন্দ মইং স্কুল পোঃ গোয়ালন্দ ফরিদপুর।

গোপাল নগর মইং স্কুলে হেঃ পঃ ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ড্রিল ড্রইং জানা চাই। ১৫ টাকা ও বাসা পাইবেন। পোঃ গোপালনগর বাঁকুড়া,

কোমির দিয়ার মইং স্কুলে একজন ড্রিল ড্রইং জানা ত্রৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১৬ টাকা ও আহার। মুসলমান চাই, পোঃ কোমরদিয়াড়, নদীয়া।

মাজবাড়ী মইং স্কুলে নর্ম্মাল পাশ ১৫ হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনে একজন ব্রাহ্মণ কিম্বা মুসলমান পণ্ডিত স্থানটী বেলগাছি রেলওয়ে ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী চন্দনা নদীর ধারে। প্রাইভেট টিউশনও পাওয়া যাইতে পারে। ১৫ টাকায় নিযুক্ত হইলে প্রায় বৎসরে ২ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইবে। পোঃ সোনাপুর জেলা ফরিদপুর

কলিকাতায় সিটি ট্রেনিং মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল পাশ ড্রিল ড্রইং জানা হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১২ টাকা শ্রীকৃষ্ণধন মণ্ডল ম্যানেজার সিটি ট্রেনিং স্কুল ২৭নং সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট কলিকাতা

"চাণ্ডলপাড় মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রেন্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন ১৫ টাকা বাসা দেওয়া হইবে। পোঃ চাণ্ডলপাড়, ত্রিপুরা।

আমার পাঁচড়া ষ্টেটের জন্য একজন ইংরাজী জানা মৌলবী, বেতন ১৫ টাকা ও আহার, নায়েবের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় পাঁচড়া পোঃ পাঁচড়াহাট বীরভূম,

ভাল ইংরাজী জানা এফ এ হেঃ মাঃ। ভালোড়া মইং স্কুল ৩০ টাকা। শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার রায়, ষ্টেশন মাষ্টার ভালোড়া, পোঃ দুবচাচিয়া, জেলা বগুড়া।

জনৈক গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ ও ২য় শিঃ—উমালোচন হাই স্কুল বামগোড়া, ত্রিপুরা; বেতন যথাক্রমে ৩০ ও ২৫ টাকা, পোঃ বামগোড়া, ত্রিপুরা প্রাইভেট টুইশন পাওয়া যায়।

জনৈক কায়স্থ এফ এ হেঃ মাঃ ট্যাটরা মইং স্কুল, ১৫ টাকা এবং আহার। ইংরাজী ভাল জানা চাই। পোঃ বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

একজন গ্রাজুয়েট সহকারী হেঃ মাঃ। বালুটী হাই স্কুল, জেলা হাওড়া, গুণানুসারে বেতন, হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ মাকড়দা।

এফ এ হেঃ মাঃ কামারজানি মইং স্কুল ২৫ টাকাও বাসা, ৩৫ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। কয়েকটী ছেলে পড়াইলে ৭।৮ টাকা পাইতে পারিবেন। পোঃ কামারজানি, জেলা রংপুর।

এফ এ হেঃ মাঃ খোদারবাড়ী মইং স্কুল। বেতন ২০, ২২ টাকা ও বাসা, পোঃ রিষাপাড়া মেদিনীপুর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সাহেবগঞ্জ এডেড হাই স্কুল (লুপলাইন) জন্য (১) একজন হেঃ মাঃ, বেতন ৬০ টাকা এবং বাসা, (২) বিএ ফেল সহকারী শিঃ ৩০ টাকা এবং (৩) এফ এ পাশ অণ্ডার গ্রাজুয়েট ৪র্থ শিঃ ২৫ টাকা, ৩রা ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। মনোনীত ব্যক্তিকে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী কাজে যোগ দিতে হইবে।

ফরিদপুর মইং স্কুলে এফ এ পাশ ভাল ইংরেজী জানা হেঃ মাঃ বেতন ২৫ টাকা হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত, স্কুলটী সহরের উপর। প্রাইভেট টিউসন বেশ মিলে, ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

আটঘরিয়া মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল বার্ষিক অথবা ত্রৈবার্ষিক পাস একজন হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা ও আহার। ব্রাহ্মণ অথবা সৎ শূদ্রের আবেদন অগ্রগণ্য। প্রাইভেট টিউশন মিলিতে পারে। শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী পোঃ আটঘরিয়া জেলা পাবনা

জেলা মুর্শিদাবাদ, পোঃ ভরতপুর সালু মইং স্কুলে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১৪ টাকা ও খোরাক। নভেম্বর মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় হেড মাষ্টার।

এফ. এ, হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা ও বাসস্থান। প্রাইভেট টিউশন মিলিবে। বালি বারাকপুর এম, ই, স্কুল, পোঃ বালি, জেলা হাওড়া।

(১) একজন ল ক্লার্ক ৩০ হইতে ৪০ টাকা গুণানুসারে। ইংরাজী জানা এবং আইন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই। (২) একজন অডিটার ইনস্পেক্টর। বেতন ৫০ হইতে ৬০ টাকা গুণানুসারে। জমিদারী, জরিপ, ঘোড়া এবং সাইকেল চড়া জানা চাই। (৩) একজন জমানবীশ ৩৫

টাকা। পুঠিয়া রাজষ্টেট চীফ ম্যানেজারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। জেলা রাজসাহী।

সাগরবাড় মইং স্কুলে ১৫ টাকা বেতনে এফ, এ হেঃ মাঃ। এবং ১২ টাকা বেতনে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। উভয়ে বাসা ও আহারীর বায় স্বতন্ত্র পাইবেন। স্থান বি, এন, আর রেলওয়ের কোলাঘাট পুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। পোঃ তমলুক, জেলা মেদিনীপুর শ্রীযুক্ত মৌলবী কাজেম আলি সব রেজিষ্ট্রার, তমলুক, সমীপে আবেদন করিবেন।

একজন বি কোর্স গ্রাজুয়েট ৪৫ হইতে ৫০ টাকা গুণানুসারে। বাসা পাইবেন। পোঃ বিবাদি, ফরিদপুর।

ছাওলিয়া মইঃ স্কুলে নূ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক শিঃ। বেতন ১৫ টাকা, এবং বিনাবায়ে বাসস্থান। শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ রায়, উকিল, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া জেলা।

জেলা মুর্শিদাবাদ, সুপারিংগোলা গভর্ণমেণ্ট সার্কেল মধ্য স্কুলে হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা, ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ৪৫ টাকা হইবে, পেনসন আছে। এই পদের সহিত যদি কেহ পরস্পর বদলী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে নিম্ন ঠিকানায় সংবাদ দিবেন। শ্রীচন্দ্রমোহন মণ্ডল সাঃ পঃ। পোঃ ইসলামপুর, সুপারিংগোলা সার্কেল স্কুল, জেলা মুর্শিদাবাদ।

জনৈক গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ ৫০ টাকা। নলডাঙ্গা ভূষণ হাই স্কুল। নলডাঙ্গা রাজবাটী পোঃ, জেলা যশোহর।

জনৈক এফ এ শিঃ এবং ইংরাজী জানা কাব্যতীর্থ হেঃ পঃ। হরিপাল জি ডি ইনঃ। বেতন ২৩ ও ১৮ টাকা আগ্রা। সং সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

গণেশপুর মইং স্কুলে মাসিক ২৪ টাকা বেতনে ইণ্ডিয়ন ও উচ্চারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন এফ এ হেঃ মাঃ ও মাসিক ১৬ টাকা বেতনে ড্রিল জুইং জানা নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। অমোড়দহ পোঃ, হাওড়া জেলা, বাগনান থানা।

জেলা ২৪ পঃ বড়িশা ইংরাজী বিদ্যালয়ে একজন দ্বিতীয় পণ্ডিত। নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক (দ্বিবার্ষিক নহে) পরীক্ষোত্তীর্ণ অথবা সংস্কৃত কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পাস করা; বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ইংরাজী জানা, বাঙ্গালা রচনায় শিক্ষাদানে সুনিপুণ শিক্ষক। বেতন ২০ টাকা। কোন বালকের শিক্ষা কার্য্যে সহায়তা করিলে স্থানীয় ভদ্র লোকের বাটীতে বাসা ও আহার বিনাব্যয়ে হয়। কলিকাতা সন্নিহিত বেহালা ট্রাম সীমার সন্নিকট।

ধনিয়াখালি ৬ক ট্রেণিং স্কুলে একজন হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা। নূ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক চাই। হুগলি জেলার ডেপুটী ইনস্পেক্টার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিবেন।

জনৈক অণ্ডার গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। পাটুল মইং স্কুল। ২০ টাকা। একটি ছোট ছেলেকে সকালে পড়াইলে বাসা। পোঃ পাটুল, থানা খানাকুল, হুগলী।

এফ এ হেঃ মাঃ নারায়ণপুর মইং স্কুল, পোঃ নারায়ণপুর, থানা রামপুর হাট, জেলা বীরভূম। এই ঠিকানায় উকিল বাবু বনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫ টাকা।

জনৈক বি কোর্স গ্রাজুয়েট ৪৫ এবং বি এ ফেল ভাল ইংরাজী ও গণিত জানা ৩০ টাকা। হেঃ মাঃ র নিকট আবেদন করুন। নাটুদা হাই স্কুল, পোঃ নাটুদা, নদীয়া।

জেলা পাবনা, পোঃ মোহনপুর, মোহনপুর মধ্য স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা। দুইটি বালকের একটু তত্ত্বাবধান করিলে আহারীয় পাইবেন। ব্রাহ্মণের আবেদন আদরণীয়।

বাপুরদহ মইং স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বাসা ও ১৪ টাকা বেতন। হেঃ মাঃ র নিকট আবেদন করুন। জেলা হাওড়া, পোঃ বাকড়া।

ভাল ইংরাজী জানা এ কোর্স গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। ৪০ টাকা। রঘুনাথপুর হাই স্কুল, জেলা মানভূম।

কলস্বর বিদ্যালয়ে নূ প্রধান শিক্ষক ০। বেতন ১৪ টাকা ও বাসা। পোঃ কলস্বর, জেলা ২৪ পরগণা।

একজন এণ্ট্রান্স পাশ এবং ছাত্রবৃত্তি পাশ শিক্ষক মাসিক বেতন ৯ টাকা এবং বাসা। মাহিষ্য হইলে ভাল হয়। শ্রীসনাতন সরদার পাকশিয়া সার্কেল স্কুল, গুরুগ্রাম পোঃ, খুলনা।

উদ্ধৃত

৺ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সুধী নগেন্দ্রনাথ, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ ঘোষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। তথা হইতে ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৩র্থ স্থান অধিকার করেন এবং বি, এ, পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া, ডাক্তার মার্টিনু, অধ্যাপক মরলী, প্রভৃতি সুপণ্ডিত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরে ... কাল অধ্যয়ন করিয়া, তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। কিন্তু সে বৎসর ... নিয়মিত বয়সের বিধি থাকায়, তিনি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে অসমর্থ হন। পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন।

নগেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টে, ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার পক্ষে "আইন-ব্যবসায়" অরুচিকর হইল। বাণীপদ সেবাই নগেন্দ্রনাথের জীবনের ব্রতরূপে নির্দিষ্ট ছিল। আচঃস্মরণীয় ৺ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে মেট্রপলিটান কলেজের ইংরাজি সাহিত্য অধ্যাপকের পদে বরণ করেন। নগেন্দ্রনাথ, অধ্যাপক-পদ হইতে প্রিন্সিপাল-পদে উন্নীত হয়েন। তিনি আজীবন প্রিন্সিপালপদে উক্ত কলেজে বিরাজ করিয়া, কলেজের গৌরব বৃদ্ধির সহিত শত শত ছাত্রকে সুশিক্ষিত করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথের শিক্ষাদান-প্রণালী বিশিষ্ট প্রকার ছিল। ইংরাজি ভাষায় তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সেই ভাষার সজীব মূর্ত্তি ছাত্রমণ্ডলীকে প্রদর্শন করিয়া, তাহাদিগের অন্তঃশ্বর তৃপ্তি সাধন করিতেন। সাধারণ অধ্যাপক মণ্ডলী যেমন 'নোট' অবলম্বনে ছাত্রদিগের নিকট পাঠ্য পুস্তকের নীরস নির্জীব ব্যাখ্যা করিয়া, আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করেন, সুধী নগেন্দ্রনাথের শিক্ষাদান প্রণালী সেরূপ ছিল না। তিনি পাঠ্য পুস্তক গুলির যে সরস সজীব ব্যাখ্যা এবং প্রীতিপ্রদ আলোচনা করিতেন, তাহাতে দুর্ব্বলমতিক ছাত্রগণও জ্ঞানলাভ করিয়া আনন্দিত হইত। ডি, রোজিও এবং ডি, এল রিচার্ডসন, বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পূর্ব্বে, হিন্দু কলেজে যেরূপ অস্ত প্রশংসনীয় অধ্যাপনায় আপনাদিগের নাম রাখিয়া গিয়াছেন, সুধী নগেন্দ্রনাথও শিক্ষাদানে তাঁহার ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে সেইমত যশঃঅর্জ্জন করিয়াছেন।

প্রায় বিংশতিবর্ষকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। যেকোনও সময়েই সেনেট বা সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে তাঁহার উপস্থিত পূর্ব্বক কেবল মাত্র সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। নগেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রাচীন। [illegible] সম্প্রদায়ের মুখপত্র [illegible] অধিবেশন [illegible] ছিলেন, এবং সেই উভয় সাধন মেও তিনি নির্ভীকচিত্তে যে সকল গুরুতর প্রতিবাদ, সমালোচনা, এবং সময়োপযোগী নূতন বিধিব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেন, [illegible] অন্যান্য সম্পাদকগণের পক্ষে [illegible] দান করিতে সমর্থ হইতেন না।

নগেন্দ্রনাথ খাঁটী স্বদেশী এবং অকৃত্রিম স্বজাতিপ্রিয় ছিলেন। তাঁর শক্তিশালী লেখনীযোগে স্বদেশ এবং স্বজাতির মঙ্গলসাধন-ব্রত তিনি ছাত্র জীবনেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। পাঠদশাতেই তিনি ইণ্ডিয়ান মিরার, বেঙ্গলী, হিন্দুপেট্রিয়ট, ক্যালকাটা রিভিউ, এবং ন্যাশানাল মেগাজিনে লিখিতেন। তাঁহার লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধগুলি যেমন সুখপাঠ্য সেইরূপ চিত্তাকর্ষক হইত। পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ইণ্ডিয়ান নেশন' সংবাদপত্রের জন্ম দান করেন

সুধী নগেন্দ্রনাথের শক্তিশালী লেখনী যুক্তি, তথ্য সত্য, ন্যায়, এবং সরলতার সহিত সতত পরিচালিত হইত। গালাগালিরূপ ঘৃণ্য অস্ত্র তিনি কখনও প্রয়োগ করিতেন না। কেবল গবর্ণমেণ্টের কেন?—তিনি কোন সম্প্রদায়ের বা কোন ব্যক্তি বিশেষের স্তাবক বা সেবক ছিলেন না। গবর্ণমেণ্টের যে কার্য্যের দ্বারা স্বদেশ ও স্বজাতির অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিতেন, তিনি নির্ভীকচিত্তে সেই কার্য্যের প্রবল প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু সে প্রতিবাদে বিদ্বেষ বা গালি থাকিত না। উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষগণ সেই প্রতিবাদের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে বাধ্য হইতেন। আবার যখন দেখিতেন যে, স্বদেশীয় নেতৃবর্গ, উদ্ভ্রান্ত হইয়া, স্বজাতিকে অপ্রার্থনীয় পথে লইয়া যাইতেছেন, দেশভক্ত লোক গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় সেই দিকে ছুটিতেছে, সেস্থলে নগেন্দ্রনাথ নির্ভীকচিত্তে তাহার প্রবল প্রতিবাদ করিয়া নেতৃবর্গকে—স্বদেশীয়দিগকে সতর্ক করিয়া দিতে বিলম্ব করিতেন না। সে সময়ে সেই ভ্রান্ত নেতৃবর্গ এবং তাঁহাদিগের পদানুসারিগণ, নগেন্দ্রনাথের উপর বিরক্ত হইতেন বটে, কিন্তু সময়ে যখন নেতৃবৃন্দের ভ্রান্তির বিষময় ফল প্রসূত হইত, তখন চৈতন্য প্রাপ্ত স্বদেশীয়গণ বুঝিতেন যে, নগেন্দ্রনাথ যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই সারগর্ভ। ভ্রান্ত স্বদেশীয়গণ যখন নগেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে স্বদেশদ্রোহী বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তখন সুধী নগেন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া, স্বজাতির ভ্রান্তি নিরসনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেন। আত্মজ্ঞানশালী নগেন্দ্রনাথের নৈতিক বল প্রবল ছিল বলিয়াই তিনি প্রশংসা বা নিন্দায় বিচলিত হইতেন না।

ইণ্ডিয়ান নেশন যে চিন্তাশীল শিক্ষিত স্বদেশীয়গণের এবং সমুচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সুধী নগেন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো কাউন্সিল কক্ষে প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন যে, 'ইণ্ডিয়ান নেশন' আদর্শ সংবাদপত্র। বঙ্গের ছোটলাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার, নগেন্দ্রনাথের বিয়োগে শোক প্রকাশ পূর্ব্বক ইণ্ডিয়ান নেশনের সমুচ্চ প্রশংসা করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। মতের মিল না হইলেও সাধারণ ইংরাজসমাজও যে, বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় লিখিত ইণ্ডিয়ান নেশন পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতেন, তাহার প্রমাণও এখন নানাদিক হইতে প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র সমূহ এখন সমস্বরে বলিতেছেন যে, নগেন্দ্রনাথ সংবাদপত্র-জগতের যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সে স্থান সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

তিনি গ্রন্থকাররূপেও সমুচ্চ যশঃ এবং সম্মান অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। যখন তাঁহার রচিত 'কৃষ্ণদাস পালের জীবনী' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠ করিয়া ইংরাজ-সমাজ বিস্মিত হইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর লেখনী হইতে এরূপ বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ প্রসূত হইতে পারে, ইংরাজ-সমাজের এরূপ ধারণাই ছিল না। বাঙ্গালী, বিশ্ববিদ্যালয়ের যতই উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হউক না কেন; তাহাদিগের ইংরাজি, 'বাবু ইংরাজি' বলিয়া, যে ইংরাজ সমাজ উপহাস করিতেন, যে ইংরাজ জাতির ধারণা যে, ইংরাজ ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় ব্যক্তিই বিশুদ্ধ ইংরাজি লিখিতে পারেন না, সেই ইংরাজ জাতি, অতঃপর যখন সুধী নগেন্দ্রনাথের লেখনী প্রসূত 'মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনী' পাঠ করিলেন, তখন সেই ইংরাজ জাতির সেই ধারণা, সেই গর্ব্ব একেবারে বিদূরিত হইল। ইংরাজ জাতি, গুণীকে চিনিতে—গুণীর গুণ গান করিতে কখনও পশ্চাৎপদ নহেন। গুণী বিজাতীয় বিদেশীয় হইলেও ইংরাজজাতি গুণীর সমাদর করিতে সতত প্রস্তুত। যখন সুধী নগেন্দ্রনাথের অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত 'মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনী' প্রকাশ হইল। তখন ভারতে ও ইংলণ্ডে তখন প্রত্যেক ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র শতমুখে প্রশংসা করিলেন। ইংলণ্ডের 'রয়েল সোসাইটী অফ লিটারেচার' নামক রাজকীয় সাহিত্য সভা, ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সাহিত্যসেবী সমন্বপূর্ণ। সেই সভা, অবিলম্বে সুধী নগেন্দ্রনাথকে সাদরে সভ্যপদে বরণ করিলেন। কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত এ সম্মান লাভ ঘটে নাই। ইংরাজ ব্যতীত অন্য জাতীয় লোকও যে, বিশুদ্ধ সুরম্য ইংরাজি গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভোলানাথ চন্দ্র, লালবিহারী দে, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহা প্রমাণিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন

সুধী নগেন্দ্রনাথ, যেমন সুলেখক, সেইরূপ সুবাগ্মীও ছিলেন। তিনি ধীর গম্ভীরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় অনর্গল যে কথাগুলি বলিয়া যাইতেন; সে গুলি শ্রোতৃবর্গের অন্তরের অন্তঃস্থলে গ্রথিত থাকিয়া যাইত।

সুধী নগেন্দ্রনাথ, কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিশনররূপে নির্ব্বাচিত হইয়া, নগরের যথেষ্ট হিত সাধন সহ প্রশংসনীয় দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় যখন সর্ব্বপ্রথম মিউনিসিপাল কমিশনর নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হয়, নগেন্দ্রনাথ, সেই সময় হইতেই বারবার কমিশনররূপে নির্ব্বাচিত হন। যদিও তিনি বহুবাজারে বাস করিতেন, এবং ২নং ওয়ার্ডের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না, তথাপি ২নং ওয়ার্ডের করদাতাগণ তাঁহার গুণগ্রাম যোগ্যতা এবং দক্ষতা দর্শনে তাঁহাকেই প্রতিবার আপনাদিগের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত করিতে থাকেন অথচ ২নং ওয়ার্ডে যোগ্য প্রতিনিধির অভাব ছিল না। স্যার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি যখন জিদের বশবর্ত্তী হইয়া নূতন মিউনিসিপাল আইন প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হয়েন সেই সময়ে সেই প্রস্তাবিত অনিষ্টকর বিধির বিরুদ্ধে নগেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী লেখনী হইতে ক্রমাগত তীব্র অনল বহির্গত হইতে থাকে। নূতন আইন প্রচলিত হইলে, যে ২৮ জন খ্যাতনামা প্রধান প্রধান কমিশনর পদত্যাগ করিয়া, স্বাধীনচিত্ততায় পরিচয় দেন, সুধী নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন।

সুধী নগেন্দ্রনাথ, বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। উচ্চ বিলাতী শিক্ষা পাইয়াছিলেন, বিলাতী ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি, সমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বদেশ, স্বজাতির ন্যায় স্বসমাজকেও

সর্ব্বদাই স্বাধীন থাকিতেন বলিয়া, তাঁহার চিত্ত বিকৃত হয় নাই। তিনি দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করিলে, হিন্দুসমাজ তাঁহাকে আনন্দের সহিত ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চ কুলীন কায়স্থ ছিলেন। কলিকাতার কায়স্থ-সমাজের নেতাগণ তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে সমাজ মধ্যে গ্রহণ করিয়া স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য।

স্বদেশ, স্বজাতি, সমাজের ন্যায় পৈতৃক ধর্ম্মও তাঁহার পরমারাধ্য ছিল। স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তিনি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্কৃত আলাপ এবং শাস্ত্রালোচনার দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ, পূত-চরিত্রবান ছিলেন। পূত চরিত্র ব্যক্তিই প্রকৃত তেজস্বী মহাপুরুষ। সেই মহাপুরুষ পবিত্র চরিত্র বলে, জগতের স্তুতি নিন্দার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক কেবলমাত্র আপনার বিবেক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন।

(সাহিত্য সংহিতা, ১০ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।)
বর্ষ ১৩১৬।

লালকুয়ার।

বাহাদুর সাহের মৃত্যুর পর এক সর্ব্বব্যাপী অরাজকতার মধ্যে জাহান্দার সাহ দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত সুবাদার জুলফিকার খাঁ সাহায্যে মোগল-সিংহাসন অধিকার করিলেন। জুলফিকার স্বয়ং রাজধানীতে থাকিয়া প্রতিনিধি দায়ুদ খাঁ দ্বারা দাক্ষিণাত্য শাসন করিতে লাগিলেন।

জাহান্দার সাহের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও বিলাসপটু আর কেহ দিল্লী সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তিনি দিবা রাত্রি 'লালকুয়ার' নাম্নী এক উপপত্নীর সহিত কালাতিপাত করিতেন। সম্রাট এই লালকুয়ারকে 'ইমতিয়াজ মহালবেগম' বা অন্তঃপুরের রাণী এই সম্মানীয় উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং বাদসাহ নিজে যেরূপ ছত্রধারী গমনাগমন করিতেন, লালকুয়ারও তদ্রূপ আড়ম্বরের সহিত হস্তীপৃষ্ঠে ভ্রমণের অনুমতি প্রাপ্ত হইল। লালকুয়ারের ভ্রাতা খোসাল খাঁকে বাদসাহ সপ্তহাজারী পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নীয়ামত খাঁ পঞ্চহাজারী হইলেন। বাদসাহ ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার পদে খোসাল খাঁকে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া সনন্দ দস্তখত করিয়া মোহরাঙ্কিত করিবার জন্য উজীর জুলফিকার খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। সনন্দ দৃষ্টে মোহরাঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে, উজীর নিজের প্রাপ্য স্বরূপ ৫০০০ হাজার সেওয়ার ও ৭০০০ হাজার ঢোলক খোসাল খাঁর নিকট চাহিয়া পাঠাইলেন। খোসাল খাঁ এরূপ বিদ্রূপে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার ভগিনীর দ্বারা সম্রাটকে উজীরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ঐ উজীরের কৃপাতেই সম্রাট সিংহাসন লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। সম্রাট উজীরকে এইরূপ বিদ্রূপের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর জুলফিকার খাঁ গম্ভীর ভাবেই উত্তর করিলেন যে, "ইহাতে লেশমাত্রও বিদ্রূপ নাই। বাদসাহের সকল আমীর ওমরাহ বা শাসনকর্ত্তাগণ বংশপরম্পরাক্রমে এই সমস্ত পদ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে নর্ত্তক বাদক ও নর্ত্তকীগণ চিরন্তন প্রথানুসারে কেবলমাত্র নগদ পারিতোষিকই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যদি এই নর্ত্তক নর্ত্তকীগণকে আমীর ওমরাহের পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে বাদসাহের আমীর ওমরাহগণ অন্নাভাবে মারা যাইবে। বাদসাহ অবশ্যই ইহা ইচ্ছা করেন না; সুতরাং বংশ পরম্পরাগত যাঁহারা এই সমস্ত উচ্চ পদ দখল করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সহিত এই নূতন দলের পদ পরিবর্ত্তন করা হউক। এই উদ্দেশ্যেই আমি পুরাতন আমীর ওমরাহদিগের মধ্যে বিতরণার্থ এই নূতন দলের নিকট ৫০০০ হাজার সেতার ও ৭০০০ হাজার ঢোলক উজীরের মর্য্যাদা স্বরূপ দাবী করিয়াছিলাম।" খোসাল খাঁ সুবেদারের পদ পাইলেন না।

জাহান্দর সাহার বাদসাহ হইবার বহু পূর্ব্বে যখন লালকুয়ার দিল্লীর এক সামান্য নর্ত্তকীরূপে জীবনাতিপাত করিত, তখন জোহারা নাম্নী এক সবজীবিক্রেত্রীর সহিত সে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিল। লালকুয়ারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জোহারারও উন্নতি ও পদমর্য্যাদা হইয়াছিল। সুসজ্জিতা এক কুনকীহাতীর উপর আরোহণ করিয়া এবং বহু অনুচর পরিবেষ্টিত হইয়া জোহারা রাজধানী পরিভ্রমণ করিত। লালকুয়ারের সখ্যতা ও অনুগ্রহের বলে, জোহারা অন্তঃপুর পর্য্যন্ত গতিবিধির অনুমতি পাইয়াছিল। বলা বাহুল্য অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঔদ্ধত্যও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ঔদ্ধত্য প্রায়ই সাংক্রামিক, সুতরাং জোহারার অনুচরবর্গও দিল্লী সহরে কাহাকেও আমলে আনিত না। ঘটনা চক্রে এক দিন চিনক্লিজ খাঁন + নিজ অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া কোন কার্য্য বশতঃ রাজপথে বাহির হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে, সেই দিন জোহারাও অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিতা হইয়া লালকুয়ারের সন্দর্শনে যাত্রা করিয়াছিল। [illegible] বিবেচনা করিয়া চিনক্লিজ খাঁন তাঁহার অনুচরবর্গকে পাশ কাটাইয়া যাইতে আদেশ করিলেন কিন্তু এই সময়ে জোহারার কুনকীর চিনক্লিজ খাঁয়ের হস্তীর সন্নিকট হইবামাত্র হাওদার উপরিস্থিত পর্দ্দা সরাইয়া চিনক্লিজ খাঁকে সম্বোধন করিয়া গর্ব্বিত ভাবে জোহারা বলিয়া উঠিল "চিনক্লিজ খাঁ! তুই—নিশ্চয়ই কোন অন্ধ পিতার পুত্র"। আকস্মিক এই প্রকার ঘোরতর অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া খাঁসাহেব তাঁহার ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। ক্রোধ প্রশমিত না করিয়া তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে ইসারা করিলেন। ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাঁহার পার্শ্বচরগণ জোহারার অনুচরবর্গকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিতাড়িত করিয়া জোহারাকে কুনকীর উপর হইতে টানিয়া আনিয়া বহুভাবে কিল, চড় ও লাথি প্রয়োগে তাহার অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ করাইতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে এই ঘটনা হইয়া গেল। পরক্ষণেই চিনক্লিজ খাঁর চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি কি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ উজীর জুলফিকার খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আমূল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

জুলফিকার খাঁ অবিবেচক ছিলেন না। তিনি চিনক্লিজখাঁর সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, তন্মুহূর্ত্তেই বাদসাহকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে বাদসাহের প্রভু-ভক্ত আমীর ওমরাহদিগের সম্মান সকলেরই সমান এবং চিনক্লিজ খাঁর কার্য্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং এ বিষয়ে আমিও তিনি একমত।"

জোহারা ইতিমধ্যে লালকুয়ারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিয়া এবং রাজান্তঃপুরের বহির্ভাগে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিল। লালকুয়ার ও সহযোগিনীর দুঃখে নিশ্চিন্তা ছিল না। বাদসাহকে সবিশেষ রূপেই উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই উজীরের ঐ পত্র বাদসাহ সমীপে পৌঁছাতে লালকুয়ার বা জোহারার উদ্দেশ্য সাধিত হইল না।

লালকুয়ারের উপযুক্ত ভ্রাতাও, এই সময়ে ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিল। এই সময়, সে একটী সুন্দরী ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিবাহিতা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয়। এই যুবতীর স্বামী, জুলফিকার খাঁর শরণাপন্ন হওয়াতে, উজীর তৎ-

এই উঁহার [illegible] খোসাল খাঁকে [illegible] না বুঝ যে [illegible] খোঁজ, উঁহারে [illegible] মনের আদেশ প্রদান করেন। আসফুদ্দৌলা ও তাঁহার আত্মীয়গণের প্রতি নাবাবের প্রবৃত্তি ছিল না; সুতরাং খোসাল খাঁ উজীরের নিকট অধিনাবেই বন্ধু ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে, তিনি সেলিমগড়ের দুর্গে খোসাল খাঁকে আজীবন কারারুদ্ধ থাকিবার ব্যবস্থা ও তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ দেন। তৎক্ষণাৎ সে আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

শেষ জীবনে জাহান্দার সাহ বিশেষ কার্য্য কিছুই দেখিতেন না। ফেরোখসেরে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে অকর্ম্মণ্য নৃপতির পক্ষে কেবলমাত্র জুল্ফিকার খাঁ রহিলেন। এলাহাবাদের পার্শ্বদেশে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। লালকুমারী সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিল. কিন্তু তাহার হস্তিনী ভয় পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে, জাহান্দারও সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হন এবং লালকুমারীকে সঙ্গে করিয়া এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি তাহার শ্মশ্রু ক্ষৌরী করিয়া, হিন্দুর বেশে লালকুমারীকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হন, কিন্তু পৌঁছিবামাত্র আসাদ খাঁ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। শিল্প ও সাহিত্য ৮ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা

শিক্ষাসংবাদ।

শিশুশ্রেণী এবং ১ম ও ২য় মানের জন্য মনোনীত পাঠ্য পুস্তক

বাঙ্গালা

মডেল বেঙ্গলী রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণী জন্ত রায় সাহেব গোলাব সিংহ এণ্ড সনস প্রকাশিত ৴১৫ মডেল বেঙ্গলী রীডার ১ম মানের জন্ত ঐ প্রকাশিত /৫, মডেল বেঙ্গলী রীডার ২য় মানের জন্ত বেহার প্রেস প্রকাশিত /১০ নূতন শিশুপাঠ ঈশানচন্দ্র ঘোষ কৃত /০ সচিত্র বর্ণ পরিচয় সারদাপ্রসন্ন দাস কৃত /০ শৈশব পাঠ ১ম ভাগ শশিভূষণ চট্টো: কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ /১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ ৶০ শিশুপাঠ নৃসিংহ চন্দ্র মুখার্জ্জি কৃত /০ শিশুশিক্ষা সাহিত্যপাঠ ১ম ভাগ ঐ কৃত /১০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত ৶০ নবমুকুল ১ম ভাগ রামদয়াল চট্টো কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৶৫ সরল শিশুপাঠ ১ম ভাগ ঘোষের মার্ক কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /১০ ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৶০, শিশুবোধপাঠ ১ম ভাগ যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কৃত /০ ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /১০, ঐ ৩য় ভাগ ঐ কৃত ৶০

হিন্দী—

মডেল হিন্দী রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণীর জন্ত রায় সাহেব গুলাব সিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ৴১৫ মডেল হিন্দী রীডার ১ম মানের জন্ত ঐ প্রকাশিত /৫, ঐ ২য় মানের জন্ত ঐ প্রকাশিত /১০, ইণ্ডিয়ান প্রেস কা হিন্দী প্রাইমার আলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত /০, বালবিনোদ ১ম ভাগ ঐ প্রকাশিত /০, ঐ ২য় ভাগ ঐ প্রকাশিত /১০, ঐ ৩য় ভাগ ঐ প্রকাশিত ৶০

উর্দ্দু

মডেল উর্দ্দু রীডার ২য় বার্ষিক শিশুশ্রেণীর জন্ত রায় সাহেব গুলাব সিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ১৫, ঐ প্রথম মানের জন্ত ঐ প্রকাশিত ৵৫, ঐ ২য় মানের জন্ত ঐ প্রকাশিত ৵১০

উড়িয়া

শিশুপাঠ রায় সাহেব গুলাবসিংহ এণ্ড সন্স প্রকাশিত ৴১৫ বাল্যপাঠ ১ম ভাগ ঐ প্রকাশিত ৵৫, ২য় ভাগ ঐ প্রকাশিত ৵৫ পাই।

পাটীগণিত

বাঙ্গলা—ক্লাস বুক অন এরিথ মেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত ৶০, উহার উত্তর /০ শিশুরঞ্জন গণিত প্রশ্নমালা ১ম ভাগ কে পি বসু কৃত /৫, ঐ ২য় ভাগ ঐ কৃত /৫ শিশুরঞ্জন গণিত প্রশ্নমালার উত্তর ১ম ও ২য় ভাগ ঐ কৃত ১০, নবশিশুশিক্ষা পাটীগণিত নারায়ণ দাস বন্দ্যো কৃত ৶১০।

হিন্দী—দি ক্লাস বুক অন এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত ৶১০, (বাঙ্গালার মধ্যে) ৶১০ (বাঙ্গালার বাহিরে) উহার উত্তর ঐ প্রকাশিত /০

উর্দ্দু—দি ক্লাস বুক অন এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত, উহার উত্তর এ প্রকাশিত /০, আল মোহাশিব মহম্মদ আবদুল মাজিদ কৃত ৶০ (গ্রন্থকারকে এই পুস্তক দুই খণ্ডে করা চাই মূল্য ১ খণ্ডের ৶১০ এবং যে খণ্ডে উত্তর থাকিবে তাহার মূল্য /১০

উড়িয়া—দি ক্লাস বুক অন এরিথমেটিক ম্যাকমিলান প্রকাশিত ৶১৫ (বাঙ্গালার মধ্যে) এবং ৶১০ [বাঙ্গালার বাহিরে] উহার উত্তর ঐ প্রকাশিত /০।

বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত সভার নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা।

আগামী ২৭শে কাত্তিক শুক্রবার হইতে বহরমপুর পণ্ডিত সভার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা, পুরোহিত পরীক্ষা, ও অধিকারী পরীক্ষা এই তিন প্রকার পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা লিখিত ৩ দিন, ও মৌখিক ১ দিন। পুরোহিত পরীক্ষা লিখিত ২ দিন ও মৌখিক ১ দিন। অধিকারী পরীক্ষা কেবল মৌখিক ১ দিন হইবে। বঙ্গদেশের যে কোন স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ এই সকল পরীক্ষা দিতে অধিকারী হইবেন। পরীক্ষার্থিগণ ২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে আপন আপন নাম, বাসস্থান, বয়স, ব্যবসায়, অধ্যাপকের নাম, পরীক্ষার বিষয় এই সকল গুলি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়া আমার নিকট আবেদন করিবেন। আবেদনের সহিত চরিত্র সম্বন্ধে কোন এক জন শিক্ষিত লোকের প্রশংসা পত্র দিতে হইবে। পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে আমাকে পত্র লিখিলে আমি সভার ছাপান নিয়মাবলী পাঠাইয়া দিব। বিদেশীয় ছাত্রগণ পরীক্ষা দিতে আসিলে পরীক্ষার কয় দিনের আহারীয় ব্যয় ও বাসস্থান সভা হইতে প্রদত্ত হইবে।

ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগের উত্তীর্ণ প্রথম ব্যক্তি ১ জোড়া শাল ও নগদ ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন। পুরোহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন জন যথাক্রমে ৩০, ২৫, ২০ টাকা পাইবেন। অধিকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঐরূপ প্রথম তিনজন ১০, ৯ ৮, টাকা পাইবেন। এই সকল পরীক্ষায় যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ যোগ্যতা দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অতিরিক্ত পুরস্কার রজত পদক পাইবারও সম্ভাবনা আছে।

শ্রীরামশরণ বিদ্যাবাগীশ,
সম্পাদক।

মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ১৯১১

বর্দ্ধমান বিভাগ

সাহিত্য—পদ্যকুসুম রামদয়াল চট্টো কৃত বিজ্ঞান—বস্তু ন জার্ণাকুলার বিজ্ঞান রীডার বিপিন বসু কৃত। ইতিহাস—ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস সি আর উইলসন কৃত। ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের জন্ত কুসুমপাঠ ব্লাকি এণ্ড সন কৃত। পাটীগণিত—সরল পাটীগণিত ২য় ভাগ গৌরীশঙ্কর দে কৃত জ্যামিতি ও পরিমিতি সারদা প্রসন্ন দাস কৃত জ্যামিতি—ইউক্লিডের জ্যামিতি ১ম ভাগ যোগেশ মজিদে কৃত [illegible]

[illegible]।

[illegible]

সুভাষাপ। (২০)

(৮৪) অবিচলিত কর্ত্তব্য—রোমীয় শান্ত্রী।—ইটালী দেশে ভিসুভিয়াস পর্ব্বতের পাদদেশে রোমক অধিকারে পম্পিয়াই নগর ছিল। ঐ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত হওয়া বহু শত বৎসর বন্ধ থাকায় তথায় নগর হইয়া যায়। ৭৯ খৃঃ অব্দে যে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহাতে পম্পিয়াই এবং অপর একটি নগর (হার্কুলেনিয়ম) প্রোথিত হইয়া যায়। ২০ ফিট পুরু নুড়ি পাথর এবং ভস্মে চাপা পড়িয়া নগরটি ১৭০০ বৎসর ঢাকা ছিল। তাহার পর স্থানে স্থানে খনন করিয়া প্রাচীন শিল্প কলার দ্রব্য বাহির করা আরম্ভ [illegible]। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইটালী দখল করিয়া রীতিমত খনন কার্য্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আরম্ভ করেন। ১৮৬১ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য পরবর্ত্তী রাজারা চালান সমস্ত নগরটী বাহির হইয়াছে এবং প্রাচীন রোমানদিগের আচার ব্যবহার গৃহের আসবাব সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় তদ্দ্বারা জানা গিয়াছে। নগরটী উপর হইতে উত্তপ্ত ছাই প্রভৃতি পড়িয়া অকস্মাৎ ঢাকা পড়ায় উহা অনেকটা অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। চাপা যাওয়ার সময় সকল লোকই প্রথমটা গরম ছাই হইতে বাঁচার প্রয়াসে বাটীর ভিতর ঘরে ঢুকিয়া পরে সেই খানে মারা গিয়াছিল। রাস্তায় বা অন্য কোন খোলা জায়গায় কোন মৃতদেহের কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই। কেবল নগরের এক [illegible] অস্ত্রধারী বর্ম্ম পরিহিত দণ্ডায়মান রোমীয় সৈনিকের এক কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ঐ সৈনিক যে সেই মহা প্রলয়েও কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিচালিত থাকিয়া পাহারায় খাড়া ছিল, স্থানত্যাগ করে নাই এবং স্বস্থানে হত হয় ইহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। মনুষ্য মন কর্ত্তব্যের দিকে কতদূর দৃঢ় হইতে পারে তাহা ঐ রোমীয় সৈনিক সূচিত করিয়া গিয়াছে।

(৮৫) ঐ—(কাসাবিয়ানকা)—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফ্রান্সের কন্সাল পদ গ্রহণ করিয়া ইটালী [illegible] অধিকৃত [illegible] বিজয়ে অভ্যুত্থান করেন। বাসনা ছিল যে মিসর হইতে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য তাতারাদি অধিকার করিতে করিতে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মত ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবেন এবং ইংরাজদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিয়া ফ্রান্সের অধীনে এক মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন। মিসর হইতে প্রেরিত আহ্বান বাণীতে উৎসাহিত টিপু সুলতান ইংরাজের সহিত তখনি বিবাদ আরম্ভ করিয়া নিহত হন। ঐ সময়ে ইংরাজ রণতরী লইয়া নেলসন ফরাসী রণপোতমালাকে আবুকির উপসাগরে আক্রমণ পূর্ব্বক বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন এবং নেপোলিয়নের পূর্ব্বদেশে মহা সাম্রাজ্য স্থাপনের আশায় শেষ করিয়া দেন। ঐ যুদ্ধকে নীল নদের যুদ্ধ বলে। ঐ যুদ্ধের সময় ফরাসিদিগের ওরিয়েন্ট নামক জাহাজের কাপ্তেন কাসাবিয়েনকা তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ইংরাজের গোলা বৃষ্টিতে ঐ যুদ্ধ জাহাজে অগ্নিসংযুক্ত হয় এবং বহুসংখ্যক ফরাসি যোদ্ধা ও নাবিক উক্ত কাপ্তেন সহ মারা পড়েন। যখন ফরাসি নাবিকেরা জালিবোট নামাইয়া ঐ জলন্ত জাহাজ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তখন বালক কাসাবিয়েনকাকেও সঙ্গে যাইতে জিদ করিয়া বলিল। বালক বলিল 'পিতা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি না ডাকিলে এ স্থান যেন ছাড়িয়া অন্যত্র না যাই। 'তিনি' না বলিলে কোথাও যাইব না।" উহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, ও স্থানে থাকা নিরর্থক এবং তথায় মৃত্যু অবিলম্বেই অবশ্যম্ভাবী এইরূপ অনেক বুঝাইলেও বালক সে স্থান কিছুতেই ত্যাগ করিল না। পরে জাহাজের বারুদ ঘরে আগুন লাগিয়া ঐ বীর বালকের দেহ সহ জাহাজ নষ্ট হয়। মিসেস্ হিমান্স প্রকৃতই লিখিয়াছেন—

> But the noblest thing that perished there
> Was that young faithful heart.

সেখানে যাহা কিছু বিনষ্ট হইল তন্মধ্যে ঐ বালকের অন্তঃকরণই মহত্তর।

(৮৬) কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা—ডাক্তার হে (Hay)।—মিউটিনি সময়ে যখন বারাণসী হইতে সকল ইউরোপীয়ই পলায়ন করিয়াছিলেন তখন সাধারণ হাসপাতালের রোগীদিগকে ফেলিয়া অপরাপর ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত মিলিটারি ডাক্তার হে পলায়ন করিতে অস্বীকার করেন। বিদ্রোহ [illegible] [illegible] মিলেও হত্যা করিয়া বেড়াইতেছিল—যে রেজিমেন্টের যে সকল সিপাহী তখন হাসপাতালে ছিল তাহারাও ডাক্তার সাহেবের যত্ন এবং শুশ্রূষায় অণুমাত্র বঞ্চিত হয় নাই। এইরূপ কর্ত্তব্য পরায়ণ দেব তুল্য মহাত্মা যে জাতির মধ্যে যখন অনেকে থাকেন সেই জাতিই তখন বড় হয়। বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, মহাত্মা হে বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। স্ত্রীহত্যা শিশুহত্যা সাধুহত্যা প্রভৃতি দ্বারা একান্ত কলুষিত সিপাহী বিদ্রোহ জয়যুক্ত হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। যে পক্ষে অধিকতর ধর্ম্ম সেই পক্ষের পৃষ্ঠপোষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বল নিযুক্ত হয়।—যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ

(৮৭) দেশের জন্য আত্মবলি।—যখন বাবর সাহ বার হাজার মাত্র মোগল ও কাবুলী সৈন্য লইয়া ভারত সিংহাসন অধিকার কল্পনায় আসিতেছিলেন তখন তিনি মহাত্মা নানকের নাম শুনিয়া সাধুদর্শনে গিয়াছিলেন। নানক সা আশীর্ব্বাদ করিয়া বাবর সাহকে বলেন "তুমি অন্তরে ভগবদ্ভক্ত। তুমি সুলক্ষণ পুরুষ। লক্ষ শত্রু সৈন্য দলিত করিয়া ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যে সিংহাসন তুমি অধিকার করিবে তাহাতে তোমার বংশের সাত পুরুষ মহাগৌরবে অবস্থিত থাকিবে এবং অকারণ সাধু [illegible] তোমার বংশীয়েরা লিপ্ত না হইলে ঐ সিংহাসন চিরকালই তোমার বংশে অচল থাকিতে পারিবে।" মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে বাবরসাহ পানিপথের যুদ্ধে পাঠান বল এবং শিক্রিগলির যুদ্ধে রাজপুত বল বিধ্বস্ত করিয়া মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। বাবর, হুমায়ুন, আকবর জাহাঙ্গীর, সাজাহান, আরঙ্গীব এবং বাহাদুর সাহ মোগল সিংহাসনে মহাগৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাট আরঙ্গীবের সময়েই গোঁড়ামীর অত্যাচার এবং বিশিষ্টরূপে সাধুহত্যা আরম্ভ হয়। সাম্রাজ্যের বলের হ্রাসও তাঁহার সময়ে ত্বরিত গতিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বাহাদুর সাহের পর মোগল সম্রাটেরা—একান্তই হতভাগ্য হইয়া পড়েন।

সম্রাট আরঙ্গীব দেখিয়াছিলেন যে দুর্ভিক্ষের সময় একান্ত দরিদ্র হিন্দুদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে অন্ন দিয়া মুসলমান মোল্লারা সহজে মুসলমান করিতে পারেন। অন্য সময়ে তেমন অধিক

গোল চালিতে ইচ্ছুক তাহার অনুমোদন করার জন্য মুসলমান দিগের জন্য পৃথক ভোটারের দল রাখার অপ্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ সারিতে পারিলেই শ্রীভগবানের কৃপা হইতে সেই সুনামে যে শ্রেণীর মুসলমানগণ শাসন কার্য্যের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ভারতবাসী খৃষ্টান হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ও আদিম দিগেরও অধিকার পৌঁছিবে সে জন্য কোন চিন্তা আর করিতে হইবে না। হিন্দুরা সকলেই মুসলমানের জন্য "দাম দিতেছে" বলিয়া ভোট দিতে থাকুন। ইহাদের বিশ্বাস করিলে কখনই ইহারা সাধারণ ভাবে বিশ্বাস ঘাতক হইতে পারিবেন না। যাহার শক্তিতে মন পরিচালিত হয় তিনিই ইঁহাদের মন ঠিক পরিচালিত করিয়া দিবেন। নূতন মুসলমান ব্যবস্থাপকেরা হিন্দুর সুবিধার জন্যও সমভাবে ব্যগ্র থাকিবেন। অর্থাৎ "সাধারণের মঙ্গলের উপকারের" দিকেই দৃষ্টি রাখিবেন। ইহাঁরা সৌজন্যে কাহার অপেক্ষা কম নহেন। আমাদের এই উপদেশ ধর্ম্মের ও পবিত্রতার ও শিষ্টাচারের উপর ব্যবস্থিত। সুতরাং ইহাই উচ্চ রাজনীতি সম্মত। উহার প্রভাবে ক্ষুদ্র-ভেদ নীতি আকাঙ্ক্ষা হইয়া যায়। দুইটা কুকুরের একটা হাড়ের উপর পড়িয়া খেয়ো খেয়ি করা অপেক্ষা অপরকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে মনুষ্য মহত্বের অনুকরণ করাই ভাল; উহাতেই মন সরস উদার ও ধর্ম্মপরায়ণ থাকিবে। এই পথই যে উচ্চ পথ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া হয়ত কেহ বলিবেন যে, উহা কেহই লইবে না। উত্তরে এই মাত্র বলিব যে নিরাশার ও নিশ্চেষ্টার কথা সুতর্ক বা সুপথগ্রহণ নহে। সরল মনে দূরদৃষ্টিতে কর্ত্তব্য বুঝিতে চেষ্টা কর, ঠিক বুঝিলে ঠিক কার্য্য করার কর্ত্তব্য ক্ষমতাও আসিবে। পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন যে আমাদের আপোষের ঝগড়া অনেক আছে। তাহা মিটাইবার চেষ্টাই আমাদের সুপথ। উহা বিলাতী আমদানি কোর্টের ঝগড়া দ্বারা "রাজ করা" অসঙ্গত। টমেন্দি সাহেব নাকি একবার বলিয়াছিলেন খানাকুল থানার লোকেরা সবডিবিসনাল আফিসরের বিরুদ্ধে নানা প্রকারের দরখাস্ত দিতেছে। অতএব একটা ইউনিয়ান কমিটি দিলে আপোষে ঝগড়া করিতে থাকিবে। তাহাই দেওয়া ভাল

শ্রী:—ম

শীতকালের মুষ্টিযোগ।

১। কাসরোগের মহৌষধ—শীতের প্রারম্ভে লোকের কাসি, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগ দেখা যায়। কাসিতে কাসিতে অনেকের দম আটকাইয়া যায়। এই প্রকার শুষ্ক কাশী অথবা সর্দ্দি হইলে নিম্নের মুষ্টিযোগটী দ্বারা হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।

বন পিপুলের শাখা ও লতা, বাকসের পাতা ও ছাল, কণ্টিকারী, তেজপাতা; ও যষ্টি মধু—এই পাঁচটী দ্রব্য প্রত্যেক ।/০ পাঁচ আনা ওজনের লইয়া এক পোয়া জল দিয়া পাঁচনের মত মৃদু জ্বাল দিয়া /০ এক ছটাক জল থাকিতে নামাইয়া সেই জল গরম গরম খাইলে বিশেষ উপকার হয়। দুই দিনের বেশী খাইতে হয় না। উক্ত দ্রব্যগুলিকে অল্প থেঁতো করিয়া জ্বাল দিতে হয়।

২। গলা বেদনা—শীতকালে ঠাণ্ডা লাগাইয়া গলা বেদনা হইলে,—

শিমের পাতা লবণ দিয়া রগড়াইয়া রস বাহির করিয়া সূর্য্যপক্ক করত গলা বেদনার স্থানে ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রলেপ দিলে ৩।৪ বারেই বেদনা ভাল হয়।

৩। গলার ভিতরে ঘা হইলে—কেশুর ও গোলমরিচ এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া দাঁত দিয়া উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইলে ৩।৪ দিনে গলার ভিতরের ঘা ভাল হয়।

৪। ঠোঁট ফাটা—শীতকালে বালক বালিকা দিগের ঠোঁট ফাটিয়া তাহাদিগকে বড় কষ্ট দেয়। এমন কি রক্ত পড়িয়া দগ্‌দগে ঘা হয়:—এমন অবস্থায় কাজি হরীতকী একটা, পাথরের বাটিতে ঘসিলে চন্দনের মত হইলে তাহা ঠোঁটে দিলে ঠোঁট ফাটা ভাল হয়।

[খ] প্রাতঃকালে ঘাসের উপর যে শিশির থাকে সেই শিশির তুলিয়া ঠোঁটে দিলে ভাল হয়।

[গ] স্নান করিবার সময়ে পা এর বুড়া আঙ্গুলি ও নাভিতে সরিষার তেল দিলে ঠোঁট ফাটা ভাল হয়।

৫। [ক] মুখের ভিতর তালুতে ঘা হইলে-পেয়ারার পাতা ও পাপড়ি খয়ের এই দুই দ্রব্য আধসের জল দ্বারা পাঁচনের মত সিদ্ধ করিয়া কাধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ জল গরম গরম কুলকুচ করিলে গালের তালুর ঘা ও মুখের সমস্ত রোগ সারিয়া যায়।

[খ] গাধার দুধ /০ এক ছটাক লইয়া অতি প্রত্যূষে কুলকুচ করিয়া চেমাথা পথে ফেলিলে এক দিনেই গালের ভিতরে শীতকালের যে রোগ বা হউক ভাল হইবে।

[গ] ভেড়ার দুধ /০ এক ছটাক লইয়া অতি প্রত্যূষে কুল কুচ করিয়া বাম কচুর পাতায় ফেলিয়া সেই পাতা সমেত তেমাথা পথে ফেলিলে এক দিনে ঘা ভাল হয়।

৬। আল জিহ্বা ফুলিয়া বড় উৎকাসি হইলে গমের ভূষি আধতোলা, গোল মরিচ আধতোলা যষ্টি মধু আধতোলা মিছরি আধতোলা এই গুলি দেড়পোয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৶০ তিন ছটাক থাকিতে নামাইয়া গরম গরম খাইলে ভাল হয়।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরী খাঁটুরা পো:
আ: ২৪ পরগণা।

এডুকেশন গেজেট।

১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সাল ইং ৩রা ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা [৩]

(শাসন সংস্কার)

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় সাধারণতঃ ৪৭ জন [গবর্ণর বাহাদুরকে লইয়া ৪৮ জন] সভ্য থাকিবেন। তন্মধ্যে—[ক] ১৯ জন নির্ব্বাচিত এবং [খ] ২৩ জন মনোনীত সভ্য। ১৬ জনের অধিক সরকারী সভ্য থাকিবেন না, এবং ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের মধ্য হইতে ১ জন সভ্য গৃহীত হইবেন। এই ৪২ জন সভ্য ছাড়া গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন কার্য্যে সাহায্য করার জন্য আরও দুইজন সরকারী বা বে সরকারী বিশেষজ্ঞ সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবে। কর্ম্মাধীন সদস্য তিনজন—কার্য্যকরী কৌন্সিলের সদস্য দুইজন এবং এডভোকেট জেনারেল।

মান্দ্রাজ কর্পোরেশন ১ জন, মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয় ১ মিউনিসিপাল ও ডিষ্ট্রীক্ট ও তালুক বোর্ডস্ ৮, জমিদারগণ ৪, অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণ ২ মুসলমান সম্প্রদায় ২ মান্দ্রাজ চেম্বার অব কমার্স ১ মান্দ্রাজ ট্রেডস্ এসোসিয়েসন ১ প্লাণ্টিং সম্প্রদায় ১ জন নির্ব্বাচিত করিবেন।

বোম্বাই কাউন্সিলে ৪৭ জন সভ্য থাকিবেন। (গবর্ণর বাহাদুরকে লইয়া ৪৮) কর্ম্মাধীন সদস্য

তিন জন—কার্য্যকারী সভার সভ্য ৪ জন এবং এতদ্ব্যতীত কেবলমাত্র অতিরিক্ত সভ্যগণের মধ্যে (ক) ২১ জন নির্ব্বাচিত সভ্য এবং (খ) ২১ জন মনোনীত সভ্য থাকিবেন, ইহার মধ্যে—১৪ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবেন না। সরকারী অথবা বেসরকারী দুই জন বিশেষজ্ঞ সভ্য গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিয়া লইতে পারিবেন।

বোম্বাই কর্পোরেশন ১ জন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১ দাক্ষিণাত্যের সর্দারগণ ১ গুজরাটের সর্দারগণ ১ সিন্ধুদেশের জায়গীরদার ও জমিদারগণ ১ মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ ৪ ডিষ্ট্রীক্ট লোকাল বোর্ডস্ ৪ মুসলমান সম্প্রদায় ৪ ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ ১ বোম্বাই চেম্বার অব কমার্স ১ করাচী ১ বোম্বাই আহম্মদাবাদের মিল ওনার্স এ্যাসোসিয়েসন—১

আগ্রা এবং অযোধ্যার কাউন্সিলে ৪৮ জন এবং [ছোটলাট বাহাদুরকে লইয়া ৪৯ জন] সভ্য থাকিবেন। তন্মধ্যে—(ক) ২০ জন নির্ব্বাচিত সভ্য, এবং [খ] ২৬ জন মনোনীত সভ্য থাকিবেন। ইহার মধ্যে—২০ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবে না, এবং ১ জন ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের মধ্য হইতে মনোনীত সভ্য থাকিবেন ছোটলাট বাহাদুর আবশ্যক মত দুই জন বিশেষজ্ঞ সদস্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ১জন মিউনিসিপাল বোর্ডস্ ৪ ডিষ্ট্রীক্ট ও মিউনিসিপাল বোর্ডস্ ৮ জমিদারগণ ২ মুসলমান সম্প্রদায় ৪ আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স ১

পঞ্জাব কাউন্সিলে ছোটলাট বাহাদুরকে লইয়া ২৭ জন সভ্য থাকিবেন। ইহার মধ্যে [ক] ৫ জন নির্ব্বাচিত সভ্য এবং [খ] ১০ জন মনোনীত সভ্য থাকিবেন। ছোটলাট বাহাদুর ইচ্ছামত বিশেষজ্ঞ আর দুই জনকে মনোনীত করিতে পারেন। ২৭ এর মধ্যে ১০ জনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবে না।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১ জন মিউনিসিপাল ও ক্যাণ্টনমেণ্ট কমিটী ৩ পঞ্জাব চেম্বার অব কমার্স ১ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। ছোটলাটবাহাদুর ইচ্ছামত বিশেষজ্ঞ আর দুই জনকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মদেশের সভায় ১৮ সভ্য থাকিবেন। ইহার মধ্যে—১৪ জন ছোটলাট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন এবং ১ জন রেঙ্গুন চেম্বার অব কমার্স দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। ছোটলাট বাহাদুরকে ধরিয়া ১৮ জন। এই ১৮জনের মধ্যে সরকারী বেসরকারী বিশেষজ্ঞ আর দুই জন সদস্য ছোটলাট বাহাদুর মনোনীত করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইতে পারিবে।—

আয় সম্বন্ধে :—ভূমিকর, অহিফেন, লবণ, আবকারী, প্রাদেশিক হার, বন রেজিষ্ট্রেশন, সুদ, পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ, টাকশাল, জেল, পুলিশ, শিক্ষা, ডাক্তারী, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিভাগ, বার্দ্ধক্যের সাহায্যার্থ আহার প্রভৃতি, ষ্টেশনারী ও প্রিণ্টিং বাবদ, বিনিময় (Exchange) সাহায্য প্রাপ্ত কোম্পানী সমূহ, খালখনন, জাহাজ সঞ্চালন প্রভৃতি শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্য (Civil works)ও বিবিধ।

ব্যয় সম্বন্ধে ;—ভূমিকর, অহিফেন, লবণ, ষ্টাম্প আবকারী, প্রাদেশিক হার, আবকারী, ট্যাক্স, শুল্ক, বন, রেজিষ্ট্রেশন অন্যান্য সুদ, পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ, তহশালা, সাধারণ শাসন, আইন আদালত, জেল, পুলিশ, শিক্ষা, ডাক্তারী, বিজ্ঞান-বিভাগ সম্বন্ধীয় কার্য্যে ও অনুপস্থিতির জন্য ভাতা বার্দ্ধক্যের সাহায্য ও পেন্সন, ষ্টেশনারী ও প্রিণ্টিং বাবদ, বিনিময়, দুর্ভিক্ষে ব্যয়, রেলওয়ে নির্ম্মাণ, খাল খনন, জাহাজ সঞ্চালন, শাসন সম্বন্ধীয়, ষ্টেট রেলওয়ে ও বিবিধ।

ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইতে পারিবে না।—

ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইতে পারিবে না।—আয় ;—ষ্টাম্প, শুল্ক, ট্যাক্স, দেশীয়রাজ্যের কর, কোর্ট সম্বন্ধীয় (প্রধানতঃ কোর্টফি ও জরিমানা), সৈন্য, নৌবিভাগ, এবং সামরিক বিভাগ সম্বন্ধীয়।

ব্যয়—ক্ষতিপূরণ নির্দ্দেশ (Assignment) ঋণের সুদ, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক, রাজ্য সম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক পেন্সন, ষ্টেট রেলওয়ে (সুদ বার্ষিক বৃত্তি ইত্যাদি সৈন্য, নৌবিভাগ, সামরিক বিভাগ এবং স্পেশ্যাল ডিফেন্স সম্বন্ধীয়।

১। ১৮৬১ সনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ বিধানের ২২ ধারা দ্বারা যে সমস্ত বিষয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতে পারিবে না বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসমুদায়

২। বৈদেশিক শক্তি বা দেশীয় রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ সম্বন্ধে কোন কথা।

৩। আদালতের বিচারাধীন কোন বিষয় আলোচিত হইতে পারিবে না. এবং

৪। আর ব্যয়ের বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইবে না।

— —

অতিশয় দুঃখসন্তপ্তচিত্তে মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি। গত মঙ্গলবার রাত্রি ২টার সময় মৃত্যু হয়। মিঃ দত্ত বরোদায় ছিলেন সেখানে পীড়িত হইয়াছেন, এসংবাদ কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারা গিয়াছিল। বয়স কিঞ্চিদধিক ষাইট বৎসর হইয়াছিল। দত্ত মহাশয় যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতেই কৃতিত্ব দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছেন। এমন বহু গুণান্বিত সুসন্তানের তিরোধানে দেশের খুবই ক্ষতি হইল। তাঁহার সদ্গতি হউক ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনীয়।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ক্যাপ্টেন ব্যারি ব্যারাকপুর ও দমদমার ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। পাটনায় ডেঃ মাঃ বাবু শ্যামনারায়ণ সিংহ বাড় মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। মিঃ সিডনি ক্রিষ্টেন আই সি এস ভাগলপুরের সদরে জ্বা মাঃ হইলেন।

প্রোবে ডেঃ কঃ মৌঃ মহঃ ওয়াহিদ মজঃফরপুরে, বাবু ইন্দ্রমণি সিংহ সাহাবাদে প্রোটেম ৮ম শ্রেণীর ডেঃ মাঃ হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত জ্বাঃ মাঃ মিঃ বার্ণিকট ৩য় শ্রেণীর জঃ মাঃ হইয়া মানভূমের সদরে স্থাপিত হইলেন। সাঁওতাল পরগণার ডেঃ মাঃ মিঃ ওয়াডি জোন্স পূর্ণিয়ার সদরে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত সব ডেঃ কঃ গণ প্রোবেঃ ডেঃ কঃ হইয়া স্ব স্ব নামের পার্শ্বে লিখিত স্থানে স্থাপিত হইলেন—বাবু—সুরেন্দ্র নাথ সরকার বালেশ্বরে, বৈদ্যনাথ সহায় নং ১ সাহাবাদে, শিশির কুমার চট্টোপাধ্যায় মুঙ্গেরে, সুরেন্দ্র নাথ সেন রাঁচিতে মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত হুগলীতে, মৌঃ সাদদ আবুল মাসুদ নদীয়ায় বাবু—রাধুলাল বর্ম্মা রাঁচিতে, বাল মুকুন্দ বাহিদের সম্বলপুরে, যতীন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাঁওতাল পরগণায়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রোবেঃ ডেঃ কঃ হইয়া স্ব স্ব নামের পার্শ্বে লিখিত জেলায় সদরে স্থাপিত হইলেন :—বাবু তারানাথ গুপ্ত এম এ বি এল হাওড়া, বাবু রামদেব মুখার্জ্জি এম এ পাটনা, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন এম এ হাওড়া, মৌঃ আবুল হাসান মহঃ তাহের এম এ পাটনা. বাবু অতুলাথ বন্দ্যো

এম এ ২৪ পরগণা, বাবু গিরিজাভূষণ ঘোষাল এম এ হুগলী, মিঃ নিত্যেন্দ্র বিজুপ্রসাদ শীল বি এ ২৪ পরগণা, মৌলবী সৈয়দ মহঃ কোরেশ এক পি এ (ইঁহাকে কোথায় দেওয়া হইবে এখনও বিবেচনাধীন) মৌঃ সৈয়দ আহাম্মদ বি এ পাটনা, মিঃ জর্জ্জ টমাস ক্রিশ্চিয়ান পেপি (কোথায় দেওয়া হইবে এখনও বিবেচনাধীন) [যাহারা এখনও স্বাস্থ্য বয়স এবং শিক্ষাসম্বন্ধে সার্টিফিকেট দাখিল করেন নাই তাঁহাদের নিয়োগ সেই সার্টিফিকেট দাখিল এবং গ্রাহ্য করার উপর নির্ভর করিতেছে] মিঃ ই এইচ ভনষ্টন, মিঃ এ পি মিডলটন, মিঃ এ বি ডানকান মিঃ ই মিলসম এবং মিঃ এইচ উইলিয়মস আই সি এস হইয়া যথাক্রমে মেদিনীপুর, মজঃফরপুর, সারণ, রাঁচি ও চম্পারণের সদরে স্থাপিত হইলেন।

বিচার—বাবু প্রসন্ন প্রসাদ এম এ বি এল সিবানের মুঃ হইলেন। বাবু পান্নালাল বসু বি এল বিষ্ণুপুরের মুঃ হইলেন। বাবু কুঞ্জবিহারী বসন্ত বি এল বাঁকুড়া সদরে মুঃ হইলেন। মুঃ বাবু পূর্ণচন্দ্র সরকার ৯ মাসের ছুটী পাইলেন।

বাবু অতুল বিহারী গোঁসাই সব ডেঃ কঃ মজঃফরপুর ৩৭ দিনের ছুটি পাইলেন। ছোটনাগপুরের সব ডেঃ কঃ বাবু শিশির কুমার কবিরাজ রাঁচির সদরে স্থাপিত হইলেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ প্রোবেঃ সব ডেঃ কঃ হইলেন—সিবান আফিস সব একেন্সীর মুন্সী করণ নারায়ণ, মৌঃ সৈয়দ আলিমুদ্দীন আহম্মদ কাফনখো, বাবু অক্ষয় নারায়ণ মিত্র বি এ বাঙ্গালার লবণের সব ইন্‌ঃ। ইঁহারা কোথায় স্থাপিত হইবেন তাহা এখন বিবেচনাধীন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রোবেঃ সব ডেঃ কঃ হইয়া স্ব স্ব নামের পার্শ্বে লিখিত জেলার সদরে স্থাপিত হইলেন:—মৌঃ মহঃ মহসিন এম এ (ইঁহাকে কোথায় দেওয়া হইবে তাহা এখন বিবেচনাধীন), বাবু—সন্তোষচন্দ্র গুপ্ত এম এ বীরভূম সত্যেন্দ্রনাথ চন্দ্র ঘোষ এম এ হাওড়া, কালীচরণ মুখার্জ্জি বি এ ২৪ পরগণা, বিজয় কান্ত সেন বি এ রাঁচি, মৌলবী সৈয়দ মহঃ নাজির সুলাইমান্ডা বিএ (ইঁহাকে কোথায় দেওয়া হইবে এখন বিবেচনাধীন) বাবু ভূপতি ভূষণ ঘোষ বিএ যশোহর, মৌঃ মাহমুদ মাকবুল আলাম বি এ পাটনা, মৌলবী কাফিজ মহঃ আবদুল আজিজ বিএ সাহাবাদ, বাবু ভগবান প্রসাদ বি এ মুঙ্গের, বাবু তারকচন্দ্র নায়েক বি এ সম্বলপুর। [যাঁহারা স্বাস্থ্য বয়স এবং শিক্ষাসম্বন্ধে সার্টিফিকেট দাখিল করেন নাই তাঁহাদের নিয়োগ ঐ সকলের দাখিল এবং গ্রাহ্য করার উপর নির্ভর করিবে]।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[রাজপুতানা] বিগত ৬ই নবেম্বর জয়পুরের মহারাণীর মৃত্যু হয়। দানশীলতা এবং উদারচিত্ততা গুণে ইনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। মৃত্যুকালে নিজ তহবিল হইতে দুই লক্ষ টাকা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন। কি কি দাতব্য উদ্দেশ্যে ঐ টাকা ব্যয় হইবে পরে জানা যাইবে। রাজপুতানার রাজ মহারাজ সর্দ্দারগণ মহারাণীর মৃত্যুতে নিজেদের শোক জ্ঞাপন করিয়া পত্র পাঠাইয়াছেন। জয়পুর রাজ্যের আফিস আদালত প্রভৃতি সাত দিন যাবৎ বন্ধ রাখা হয়। অনেক ইংরাজও শোক জ্ঞাপন করিয়া বিলাত হইতে পত্র লিখিয়াছেন। রাজপাসাদে শোক জ্ঞাপন জন্য একটি সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে স্থানীয় ইউরোপীয়গণ এবং রাজা মহারাজ সর্দ্দারগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজপুতেরা শ্বেত বর্ণের বিকাশ দ্বারা নিজেদের শোকচিহ্ন ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তদনুসারে সকলেই শ্বেতবর্ণের পোষাক পরিধান করিয়া সভায় আসিয়াছিলেন। মহারাণীর শ্রাদ্ধ অতি সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। ৪০ হাজার ব্রাহ্মণ, সর্দ্দারগণ, রাজ্যের উচ্চকর্ম্মচারিগণ, স্কুলের ছাত্রগণ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় প্রায় দেড় লক্ষ লোককে খাওয়ান হইয়াছিল। জেলের কয়েদীদিগকেও খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বড়লাট বাহাদুর এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ মহারাণীর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন।

[সাধারণ] বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ ত্রিপুরা রাজ্যের নূতনরাজা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া পাতিয়ালার শতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। উঁহাদের অধিকাংশই আর্য্যসমাজের লোক এবং অনেকেই উচ্চপদস্থ। বিগত ১১ই অক্টোবর ঐ সমস্ত লোকের গ্রেপ্তার ও খানাতালাসী ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে আরও গ্রেপ্তার ইত্যাদি চলিতেছে। পাতিয়ালার যুবক মহারাজ অভিযুক্ত রাজদ্রোহীদের বিচারের জন্য চারিজন প্রধান লোককে লইয়া এক বিশেষ আদালত গঠন করিয়াছেন।

ভারত প্রবাসী দুরবস্থাপন্ন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগকে অষ্ট্রেলিয়ায় লইয়া যাইয়া জোগাড় করিয়া দিবার জন্য একটি "লিগ" অর্থাৎ সম্মিলনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাপ্তেন হোলডেন তাহার এজেণ্ট। তিনি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, অল্পদিন মধ্যে দুই সহস্র এংলো ইণ্ডিয়ান তাঁহার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছে, এবং প্রত্যহ আরো কতকগুলি আবেদন লইয়া উপস্থিত হইতেছে।

বোম্বাইয়ের "হিন্দী এজেন্সী" নামক পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কৃষ্ণজী কাশীনাথ কর্ত্তৃক মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেলের ব্যবহারে নানারূপ অসদভিপ্রায়ের আরোপ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েসনের অর্থসাহায্যে বিলাতে গিয়া তিনি দেশের ক্ষতি করিয়া আসিয়াছেন, ইত্যাদি কথা প্রচার করায় মিঃ গোখেল তাঁহার ও উক্ত পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানির ক্ষতিপূরণের জন্য ১০,০০০ দশ হাজার টাকার দাবীতে বোম্বাই হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। জষ্টিস মেকলিয়ডের বিচারে মিঃ কাশীনাথের ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দণ্ড হইয়াছে।

সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র দিগের নাম।

[প্রথম ছাত্রের নাম পরে অধ্যাপকের নাম, তৎপরে অধ্যয়ন স্থান ও বৃত্তি পরিমাণ—এইরূপ পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে। স্কুলের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট হইতে এই বৃত্তি পাওয়া যাইবে। মাসিক দুই টাকা বৃত্তি, দুই বৎসর স্থায়ী]

গুণানুসারে

বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া

গৌরাঙ্গ সুন্দর গুপ্ত কেশব চন্দ্র শিরোমণি ঐ

দুঃখ মোচন ঝা হরিহর শর্ম্মা পাটনা

রামপদ কাব্যতীর্থ বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধ বিজয় চতুঃ

কুমুদ বন্ধু কাব্যতীর্থ হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন নবদ্বীপ

নৃত্যগোপাল ভট্টা হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়

সংস্কৃত শিক্ষায় পশ্চাৎপদ স্থানের ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বৃত্তি

সুরেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী রমণীমোহন বিদ্যারত্ন মেদিনী চতুঃ শাটোর

তারাপ্রসন্ন ভট্টাঃ প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ বারুইখালি

দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য অন্নদানাথ বেদান্ত শাস্ত্রী ত্রৌপদী

হরদেব ঝা ভরিহর শর্ম্মা পাটনা ৩৲
রাঘবর চতুর্ব্বেদী জগন্নারায়ণ শর্ম্মা মুক্তাকাপুর ৩৲
জয়ভদ্র ঝা যদুনাথ ঝা বিক্রমপুর ৩৲

জগন্নাথ সমিতি, পুরী—

নারায়ণ মিশ্র ভুবনেশ্বর মহাপাত্র পুরী ৩৲

বহরমপুর পণ্ডিত সভা

যোগেন্দ্র নাথ বাগচি চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ বহরমপুর ৩৲
রমেশচন্দ্র পাঠক কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার কাঠমাপাড়া ৩৲ এবং তরঙ্গিনী রৌপ্যপদক

ন্যায়ের জন্য রক্ষিত বৃত্তি

নীলাম্বর মিশ্র জগন্নাথ মিশ্র পুরী ৩৲ এবং তরঙ্গিনী রৌপ্যমেডেল
দীনেশানন্দ ভট্টাচার্য্য চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ বহরমপুর ৩৲

রামনাথ সেন কবিরাজ ঐ ঐ ঐ
জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা সংঃ ৩৲
অকুল মিশ্র উমানাথ মিশ্র শ্রীধর কটক ৩৲
জনার্দ্দন সৎপতি লোকনাথ কাব্যতীর্থ বালেশ্বর ৩৲

রামচন্দ্র রথ বিশ্বনাথ মহাপাত্র পুরী ৩

সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষার ফলানুসারে অধ্যাপকদিগকে দেয় বৃত্তি।

(বৃত্তি স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট পাওয়া যাইবে—এক বৎসর স্থায়ী)

গুণানুসারে—৮৲

পণ্ডিত—গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ হাড়মাসড়া, কেশবচন্দ্র শিরোমণি ঐ, হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন নবদ্বীপ, বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান বিজয়চতুঃ, গণেশচন্দ্র কবিভূষণ মুরাড্ডি, চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ ১১নং রামকান্ত বসুর লেন কলিকাতা, শশিকুমার বিদ্যাভূষণ শেরি, রজনীকান্ত বেদান্ততীর্থ শ্রীরামপুর, হারাণচন্দ্র বেদান্ততীর্থ বরিশাল, প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ বারুইখালি।

সংস্কৃত শিক্ষায় পশ্চাৎপদ স্থানের অধ্যাপকদিগের উৎসাহের জন্য—৬৲

পণ্ডিত—পুরুষোত্তম বিদ্যানিধি মেদিনীপুর, বীরেশ্বর তর্কতীর্থ বৈদ্যপুর, লোহারাম শিরোমণি মল্লিকপুর যশোহর, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাড়াপাড়া, কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন চাপড়া, উমাচরণ তর্করত্ন কেলিসহর, গোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ঘোড়ামারা, শ্যামাচরণ সাংখ্যতীর্থ দিনাজপুর, হরনাথ ন্যায়রত্ন ঘোষ কামতা বেগমগঞ্জ নোয়াখালি, রাসমোহন স্মৃতিভূষণ আগরতলা ত্রিপুরা।

সংখ্যা সমষ্টি অনুসারে—৮৲

পণ্ডিত—গোকুলাল মিশ্র টীকারী পাঠশালা গয়া, অনুপলাল ঝা বড়হরা দ্বারবঙ্গ, বিদ্যাধর বেদান্তবাগীশ বলদেবজি কটক, আর্ত্তত্রাণ কবিরত্ন শ্রীরামচন্দ্র টোল বালেশ্বর, গৌরগোপাল বিদ্যারত্ন পাকুড়িয়া মুরশিদাবাদ, যোগীকৃষ্ণ চতুর্ব্বেদী রঘুনন্দনপুর, রামচরিত্র পাণ্ডে মারোয়ান সাহাবাদ, বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন গড় বাসুদেবপুর, যোগেশ্বর ঝা শিওয়াচ দ্বারবঙ্গ, দেবতাচরণ মিশ্র শিপরপৌটী গয়া, সারদাচরণ বিদ্যারত্ন সোণাচক, সর্ব্বানন্দ ত্রিপাঠী কাশীপুর, সোবলাল ঝা হরিপুর দ্বারবঙ্গ শ্রীহরি ঝা পাঁচগাছিয়া ভগলপুর।

বৃত্তি পরিমাণ ৬৲

পণ্ডিত—শিবধাম ত্রিপাঠী মথুরাম পাঠশালা বক্সার, সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী চুঁচুড়া, শরচ্চন্দ্র তর্কতীর্থ চট্টগ্রাম সিটিসি সংচতুঃ, মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি সূত্রাপুর ঢাকা দীননাথ কাব্যতীর্থ বসুদেববেড়িয়া মেদিনীপুর, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য খেসরা খুলনা, মহেশ ঝা ভজাগঞ্জ ভগলপুর, কুলমণি মিশ্র সত্যবাদী, পুরী, বলভদ্র মিশ্র নিমাপাড়া পুরী, জয়প্রকাশ পাঠক দানাপুর, হৃষীকেশ বেদান্ততীর্থ বকুলিচক।

উড়িষ্যার জন্য রক্ষিতবৃত্তি—৬৲

পণ্ডিত—গঙ্গাধর কাব্যতীর্থ পদ্মনাভপুর, রামচন্দ্র মিশ্র পুরী, অনিরুদ্ধ সারঙ্গী ঢোলসাহী।

হরকুমার ঠাকুরের বৃত্তি—৪

(সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের নিকট পাওয়া যাইবে)

পণ্ডিত—সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহিষাদল, সীতানাথ স্মৃতিরত্ন ২৩ রামকান্ত বসুর লেন বাগবাজার, যোগেশ্বর মিশ্র রাঁচি; যজ্ঞেশ্বর তর্করত্ন ভেবেড়িয়া।

সংস্কৃত মধ্য পরীক্ষার ফলানুসারে অধ্যাপকগণকে দেয় বৃত্তি

গুণানুসারে—১২৲

পণ্ডিত—বংশীচরণ সাংখ্য ব্যাকরণতীর্থ জগৎপুর আশ্রম; দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর; ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থ ছবলহাটী, শ্রীশক্তিচরণ কাব্যতীর্থ মন্দ চতুঃ মেদিনীপুর; হরনাথ শাস্ত্রী রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট কলিকাতা; সামন্ত ভুবনেশ্বর মহাপাত্র পুরী।

সংস্কৃত শিক্ষায় পশ্চাৎপদ স্থানের অধ্যাপকগণের উৎসাহের জন্য—১০৲

পণ্ডিত—হেমচন্দ্র তর্কসাংখ্যতীর্থ বামিয়া; পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিভূষণ বৈদ্যপুর, বিজয়নাথ শিরোমণি বারুইখালি; শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ বাজাপ্তি; সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সুখাড়ি; বিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ রায়কালী।

সংখ্যা সমষ্টি অনুসারে—১২৲

পণ্ডিত—হরিহর শর্ম্মা পাটনা, দেবদত্ত মিশ্র খড়খড়া; বৈদ্যনাথ সারঙ্গী পুরী সংস্কৃত স্কুল; ললিতমোহন দাসগুপ্ত বৈদ্য কবীন্দ্র কঃ যোগী ঝা বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় বড়বাজার; রামশরণ বিদ্যাবাগীশ রঘুনন্দনপুর, হরিভূষণ তর্কবাগীশ [illegible] টোল; আশুতোষ কাব্যতীর্থ বড়িশা[illegible]।

বৃত্তি পরিমাণ ১৫৲

পণ্ডিত—উমানাথ মিশ্র শ্রীধর কটক, [illegible] স্মৃতিতীর্থ দৌলৎপুর, কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ [illegible] খাটরা, চন্দ্রমোহন কাব্যবিনোদ কান্দিরা, বীরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মূলাজোড়, শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বর্দ্ধমান বিজয়চতুঃ; কালিপদ স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড়।

ন্যায়ের জন্য রক্ষিত বৃত্তি

পণ্ডিত—জগন্নাথ মিশ্র পুরী ১২; চণ্ডীদাস ন্যায় তর্কতীর্থ বহরমপুর ১০৲।

উড়িষ্যার জন্য—১০

পণ্ডিত—বামেশ্বর কাব্যতীর্থ কেন্দ্রাপাড়া, লক্ষ্মীনারায়ণ কাব্যতীর্থ বালেশ্বর; গদাধর ত্রিপাঠী রঘুনন্দন টোল।

হরকুমার ঠাকুরের বৃত্তি (কলিকাতা পণ্ডিত সভার জন্য)

(সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে)

পণ্ডিত—রামরত্ন বেদান্ততীর্থ চুঁচুড়া অমর চতুঃ ৬৲; রঘুবীর ত্রিবেদী বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় কলিকাতা ৬৲ গোপাল চন্দ্র কাব্যতীর্থ পাবনা ৫৲ বসন্তকুমার তর্কনিধি ৮ নং কাঁটাপুকুর লেন কলিকাতা ৫৲ মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ মূলাজোড় সংস্কৃত কঃ ৫ টাকা।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা বর্ণাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate teacher for the B L free Institution at Bainchbie (Hugli) on Rs 45 per month, with free quarters in the teachers' Boarding house. Apply to the Hd master.

A graduate A course, strong in English for the Saktipur Kumar Mohini Chandra Institution on Rs 70 per mensem, Po Saktipur, Dt Murshidabad, 3 mils off the Rajnagar station E I R (Murshidabad line), on the river Bhagirathi. The school is patronized by His Highness the Maharaja of Cossimbazar.

A graduate strong in Mathematics, as 2nd master, for the Kundahar Sib Chandra H C E school, Birbhum, on Rs 40—Rs 50, per month, according to qualifications. Must stick at least for two years. Apply to the Secrtary through the Hd master.

A graduate 2nd master for Abaipur Ramsundar Institution on Rs 45 per mensem. Po Abaipur Dt Jessore.

A B A Experienced Hd master strong in English on Rs 50 to 60 a month for the Harnia Bagbatia H E school (Pabna) Apply to the Asst. Secretary.

An F A Hd master pay Rs 25 the New Chelapate M E school Rungpur.

A graduate strong in Mathemitics as the 2nd master in K K Jnanoda Institution, Gopalnagar, on Rs 50 per month with free quarters. Khanakul po. (Dt Hoogly.

A graduate on Rs 50 a month and English knowing Kabyatirthe Hd Hd Pandit on Rs 25 and English knowing Persian teacher (passed) final Madrasah) on Rs 20—25 according to qualification for the Nawabganj High school Dacca.

A 2nd master for the Tufungunj M E school on Rs 22 8 per month He must have passed the Entrance Examination.

For the Duptara M E school (Dacca an F A plucked teacher on Re 12—15 according to qualifications. Free board and lodging. Po Duptara.

A Baidya Hd master F A for the Ballavdi M E school on Rs 20 besides free board and lodging. Ballavdi po Faridpur Dt.

A B course Plucked assistant teacher for the Panditsar H E school Faridpur on Rs 25 to 30 with free board and lodging.

A graduate Hd master for the Gosiu-Durgapur H E school on Rs 80 permensem with free quarters. 46, Bechu chatterjee's street. Calcutta.

An English knowing Hd Pandit for the Mugkalyan H E school Howrah Rs 25 per mensem. Must apply to the Hd master, Mugkalyan H E school.

Two graduates one strong in English and the other strong in Mathematics on Rs 50 to 60 and Rs 55 to 60 respectively, and 5 five F A or plucked B A on Rs 30 to 40 respectively for the so atola Government aided school Bogra. Free quarters to all. Apply to the Hd master.

কলিকাতা ১২৬নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট মধ্যশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ে একজন অভিজ্ঞ হেড মাষ্টার আবশ্যক। বেতন ৩০ টাকা।

উত্তর পড়ো গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত মইং স্কুলে কিণ্ডার গার্টেন নিয়মানুসারে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ বেতন আপাততঃ ১৮ টাকা হেড মাষ্টারের নিকট আগামী ৭ই ডিসেম্বর আবেদন করিবেন।

জেলা বর্দ্ধমান থানা খণ্ডঘোষের অন্তর্গত পোদনা মইং স্কুলে হেঃ মাঃ ও হেঃ পঃ হেঃ মাঃ এফ এ ও হেঃ পঃ নর্ম্মাল পাশ চাই। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ তরফদার ৩য় এডিসেনেল স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর বর্দ্ধমান

একজন তহশীলদার গবর্ণমেণ্ট এষ্টেটে যেরূপ হিসাব রাখা হয় সেইরূপ হিসাব রাখার প্রণালী জানা চাই, বেতন ২০ টাকা এবং পাবের যথা রীতি। জরিপ ও নক্সা প্রস্তুত করিতে জানা চাই এবং এককালীন ২০০ টাকা নগদ জামিন স্বরূপ দিতে হইবে। উলুবেড়িয়া সবডিভিজনাল আফিসারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বড়গোলা এক কে মিডল মাদ্রাসা। আপাততঃ ২০ টাকা এণ্ট্রান্স পাশ এবং মুসলমান চাই। শ্রীরমণীরঞ্জন সরকার বড়গোলা পোঃ বড়গোলা জেলা বাখরগঞ্জ এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কলিকাতা শীকদারপাড়া ষ্ট্রীট মইং স্কুলে এক জন ড্রিল ড্রইং জানা নর্ম্মাল হেঃ পোঃ। বাসস্থান পাইবেন। বেতন উপস্থিত ১২ টাকা। সুরেশ চন্দ্র মিত্র সিটী ট্রেনিং স্কুল,২৭নং শীকদার পাড়া জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

চাপাহিল মইং স্কুলে হেঃ মাঃ। বেতন ১৫ ও আবা। পোঃ কালিয়াকর, ঢাকা।

আসানসোল ই, আই. আর, হাই স্কুলে একজন ড্রিল ও ড্রইং জানা নর্ম্মাল পাশ দ্বিতীয় পণ্ডিত। বেতন ১৫। হেড্ মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন।

বগুড়া মধ্যস্কুলে একজন নূ নর্ম্মাল বৈবাহিক পণ্ডিত। বেতন ২০ টাকা ও বাসস্থান। মুসলমান হইলে এবং আরবি পারশি জানা থাকিলে আদর পাইবেন। পোঃ বগুড়া দিনাজপুর।

ব্রাহ্মনদী মাইনর স্কুলে নূ এফ. এ হেঃ মাঃ ও নর্ম্মাল বৈবাহিক হেঃ পঃ। বেতন যথাক্রমে ২০ ও ১২ টাকা। পোঃ ব্রাহ্মনদী, জেলা ফরিদপুর।

চেমণা সুবর্ণা মঃইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিত বেতন যোগ্যতানুসারে ১২—১৫ টাকা ও আবা। শ্রীরামরঞ্জন চৌধুরী মোক্তার পোঃ সাতকানিয়া গ্রাম চেমণা জিলা চট্টগ্রাম।

জেলা ফরিদপুর মাজবাড়ী ম ইঃ স্কুলে মাসিক পনর টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল পাশ ব্রাহ্মণ হেঃ পঃ ১৮ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা বৃদ্ধি হইবে ই বি এস আর গোয়ালন্দ রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী চন্দনা নদীর ধারে অবস্থিত। আবা পাইবেন। প্রাইভেট পড়াইবারও সুবিধা আছে। পোঃ সোনাপুর, থানা পাংসা।

ফরিদপুর জিলা ঈশিবপুর ম ইঃ স্কুল (গ্রাম ঈশিবপুর পোঃ) নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ এবং এণ্ট্রান্স পাশ অনেক সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন যথাক্রমে ১৫ ও ১২ টাকা এবং আবা। শ্রীমতিলাল বসু হেড্ পণ্ডিত।

একজন এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা ও আবা। সরজা মইং স্কুল। জেলা বর্দ্ধমান, পোঃ সরজা।

সাগরদিঘী মাইনর স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ। হেড পণ্ডিতের জন্য একজন নর্ম্মাল ২য় বার্ষিক শিক্ষক। বেতন ২০ ও ১৫ টাকা পোঃ সাগরদিঘী মুর্শিদাবাদ।

রাজবাড়ী রাজা সূর্য্যকুমার ইনষ্টিটিউশনের জন্য একজন এণ্ট্রান্স পাশ বা ভাল ইংরাজী জানা কাব্যতীর্থ ব্রাহ্মণ হেড পণ্ডিত। বেতন ২৫ টাকা। পোঃ রাজবাড়ী, ফরিদপুর।

রাজীবপুর মইং বিদ্যালয়ে একজন নূ বিবাহিক হেঃ পঃ। বেতন ২০ টাকা। বাসস্থান দিলিবে। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন গৃহীত হইবে। রাজীবপুর পোঃ, ২৪ পরগণা।

[উদ্ধৃত]

সাংখ্য ও অদ্বৈত মত

সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতি হইতেই চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার, রাগ, দ্বেষ, স্পর্শ, রস—এক কথায় সমুদয় বিকাশ হইতেছে। এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিন প্রকার উপাদানে এগুলি গুণ নহে, জগতের উপাদান কারণ—এইগুলি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে আর যুগারম্ভে এগুলি সাম্যভাবে বা সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টি আরম্ভ হইলেই এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয় তখন এই দ্রব্যগুলি পরস্পর নানারূপে মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। ইহাদের প্রথম বিকাশকে সাংখ্যেরা মহৎ (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধি বলেন। আর তাহা হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অহংজ্ঞান হইতে মন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী মনস্তত্ত্বের উদ্ভব। ঐ অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার হইতেই জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ রস প্রভৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অহংকার হইতেই সমুদয় সূক্ষ্ম পরমাণুর উদ্ভব আর ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ হইতেই স্থূল পরমাণুসমূহের উৎপত্তি হয়, যাহাকে আমরা জড় বলি। তন্মাত্রার (অর্থাৎ যে সকল পরমাণু দেখা যায় না বা যাহাদের পরিমাণ করা যায় না,) পর স্থূল পরমাণু সকলের উৎপত্তি—যাহাদিগকে আমরা অনুভব ও ইন্দ্রিয় গোচর করিতে পারি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই ত্রিবিধ কার্য্যসমন্বিত চিত্ত প্রাণ নামক শক্তিসমূহকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। এই প্রাণের সহিত শ্বাস প্রশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, আপনাদের ঐ ধারণা এখনই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী শক্তির একটী কার্য্য মাত্র। কিন্তু এখানে প্রাণ সমূহ অর্থে সেই স্নায়বীয় শক্তি সমূহ বুঝায়, যাহারা সমুদয় দেহটীকে চালাইতেছে এবং চিন্তা ও দেহের নানাবিধ ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পাইতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি এই প্রাণ সমূহের প্রধান ও প্রত্যক্ষতম প্রকাশ। যদি বায়ু দ্বারাই এই শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য হইত, তবে মৃত ব্যক্তিও শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য করিত। প্রাণই বায়ুর উপর কার্য্য করিতেছে, বায়ু প্রাণের উপর করিতেছে না ! এই প্রাণ সমূহ জীবনশক্তিস্বরূপ সমুদয় শরীরের উপর কার্য্য করিতেছে, উহারা আবার মন এবং ইন্দ্রিয়গণ (অর্থাৎ দুই প্রকার কেন্দ্র) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত বেশ কথা। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার আর ভাবিয়া দেখুন কত যুগ পূর্ব্বে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহা জগতের মধ্যে প্রাচীনতম যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী। যেখানেই কোনরূপ দর্শন বা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কপিলের নিকট কিছু না কিছু ঋণী। যেখানেই মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের কিছু না কিছু চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই এই চিন্তাপ্রণালীর জনক, [illegible] নামধেয় ব্যক্তির নিকট [illegible] পাওয়া যায়।

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম যে, এই মনো বিজ্ঞান বড়ই অপূর্ব্ব, কিন্তু আমরা যত অগ্রসর হইব, তত দেখিব, কোন কোন বিষয়ে ইহার সহিত আমাদিগের বিভিন্ন মত অবলম্বন করিতে হইবে। কপিলের প্রধান মত—পরিণাম। তিনি বলেন এক বস্তু অপর বস্তুর পরিণাম বা বিকার স্বরূপ, কারণ, তাঁহার মতে কার্য্যকারণভাবের লক্ষণ এই যে,—কার্য্য অন্যরূপে পরিণত কারণ মাত্র।*

আর যেহেতু আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে সমগ্র জগৎই ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চিত কোন উপাদান হইতে অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা উহার কারণ হইতে স্বরূপতঃ কখন বিভিন্ন হইতে পারে না, কেবল যখন উহা বিশিষ্ট আকার ধারণ করে, তখন উহা সীমাবিশিষ্ট হয়, কিন্তু ঐ উপাদানটী স্বয়ং নিরাকার। কিন্তু কপিলের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বৈষম্যপ্রাপ্তির শেষ সোপান পর্য্যন্ত কোনটীই পুরুষ অর্থাৎ ভোক্তা বা প্রকাশকের সহিত সমান নহে। একটা কাদার তাল যেমন, মনসমষ্টিও তদ্রূপ; সমগ্র জগৎও সেইরূপ। স্বরূপতঃ উহাদের চৈতন্য নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে আমরা বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দেখিতে পাই, অতএব উহাদের পশ্চাতে-সমগ্র প্রকৃতির পশ্চাতে নিশ্চিত এমন কোন সত্তা আছে, যাহার আলোক উহার উপর পড়িয়া, মহৎ অহংজ্ঞান ও এই সব নানাবস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। আর এই সত্তাকেই কপিল পুরুষ বা আত্মা বলেন, বেদান্তিরাও উহাকে আত্মা বলিয়া থাকেন। কপিলের মতে পুরুষ অমিশ্র পদার্থ—উহা যৌগিক পদার্থ নহে। উহাই এক মাত্র অজড় পদার্থ, আর সমুদয় প্রপঞ্চ বিকারই জড় পুরুষই একমাত্র জ্ঞাতা। মনে করুন, আমি একটা বোর্ড দেখিতেছি। প্রথমে বাহিরের যন্ত্রগুলি মস্তিষ্ক কেন্দ্রে (কপিলের মতে ইন্দ্রিয়ে) ঐ বিষয়টিকে লইয়া আসিবে; উহা আবার ঐ কেন্দ্র হইতে মনে যাইয়া তাহার উপর আঘাত করিবে। মন উহাকে আবার অহংজ্ঞানরূপ অপর একটী পদার্থে আবৃত করিয়া মহৎ বা বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিবে। কিন্তু মহতের স্বয়ং

* কারণভাবাচ্চ। সাংখ্যসূত্র ১।১৮।১১

কার্য্যের শক্তি নাই—উহার পশ্চাতে যে পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্তা। এইগুলি সবই তাঁহার ভৃত্যস্বরূপে বিষয়ের আঘাত তাঁহার নিকট আনিয়া দেয়। তিনি তখন আদেশ দিলে মনঃ প্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়া করে। পুরুষই ভোক্তা, বোদ্ধা, যথার্থ সত্তা, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা মানবের আত্মা আর তিনি অজড়। যেহেতু তিনি অজড়, সেহেতু তিনি অবশ্যই অনন্ত, তাঁহার কোনরূপ সীমা থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ পুরুষগণের প্রত্যেকেই সর্ব্বব্যাপী, তবে কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় পদার্থের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে পারেন। মন, অহংজ্ঞান, মস্তিষ্ককেন্দ্র বা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ এই কয়েকটী লইয়া সূক্ষ্ম শরীর অথবা খ্রীষ্টীয় দর্শনে যাহাকে মানবের 'আধ্যাত্মিক দেহ' বলে, তাহা গঠিত। এই দেহেরই পুরস্কার বা দণ্ড হয়, ইহাই বিভিন্ন স্বর্গে যাইয়া থাকে, ইহারই বারবার জন্ম হয়। কারণ, আমরা প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিয়াছি, পুরুষ বা আত্মার পক্ষে আসা যাওয়া অসম্ভব। গতি অর্থে যাওয়া আসা আর যাহা এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে, তাহা কখন সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না। এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম শরীরই আসে যায়। এই পর্যন্ত আমরা কাপিলের দর্শন হইতে দেখিলাম যে, আত্মা অনন্ত, আর একমাত্র উহাই প্রকৃতির পরিণাম নহে। একমাত্র উহাই প্রকৃতির বাহিরে, কিন্তু উহা প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে বেড়িয়া আছে, সেই জন্য পুরুষ আপনাকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। পুরুষ ভাবিতেছেন, 'আমি লিঙ্গশরীর' 'আমি স্থূল শরীর', আর সেই জন্যই তিনি সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখদুঃখ আত্মার নহে, উহারা লিঙ্গ শরীরের এবং স্থূল শরীরের। যখন কতকগুলি স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আমরা কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। আমরা উহা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকি। যদি আমার অঙ্গুলির স্নায়ুগুলি নষ্ট হয়, তবে আমরা অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলেও উহা বোধ করিব না। অতএব সুখ দুঃখ স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের। মনে করুন, আমার দর্শনেন্দ্রিয় নষ্ট হইল, তাহা হইলে আমার চক্ষুদ্বয় থাকিলেও আমি রূপ হইতে কোন সুখদুঃখ অনুভব করিব না। অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সুখদুঃখ আত্মার নহে; উহারা মন ও দেহের।

আত্মার সুখদুঃখ কিছুই নাই, উহা সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ, যাহা কিছু হইতেছে, তাহারই নিত্য সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু উহা কোন কর্ম্মের কোনরূপ ফল গ্রহণ করে না।

"সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষের দৃষ্টির কারণ হইলেও স্বয়ং কোন চক্ষের দোষে লিপ্ত হয় না, পুরুষও তদ্রূপ।" *

"যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সম্মুখে লাল ফুল রাখিলে উহা লাল দেখায়, এইরূপ পুরুষকেও প্রকৃতির প্রতিবিম্ব দ্বারা সুখ দুঃখে লিপ্ত বোধ হয়, কিন্তু উহা সদাই অপরিণামী।" †

উহার অবস্থা যতটা সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয়, ধ্যানকালে আমরা যে ভাব অনুভব করি, উহা প্রায় তদ্রূপ। এই ধ্যানাবস্থায়ই আপনারা পুরুষের খুব সন্নিহিত হইয়া থাকেন। অতএব আমরা দেখিতেছি, যোগীরা এই ধ্যানাবস্থাকে কেন সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া থাকেন; কারণ পুরুষের সহিত আপনার এই একত্ববোধ—জড়াবস্থা বা ক্রিয়াশীল অবস্থা নহে, উহা ধ্যানাবস্থা। ইহাই সাংখ্যদর্শন।

তারপর সাংখ্যেরা আরো বলেন যে, প্রকৃতির এই সকল বিকার আত্মার জন্য, উহার বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলনাদি সমস্তই উহা হইতে স্বতন্ত্র অপর কাহারও জন্য। সুতরাং এই যে নানাবিধ মিশ্রণকে আমরা প্রকৃতি বা জগৎপ্রপঞ্চ বলি—এই যে আমাদের ভিতরে এবং চতুর্দ্দিকে ক্রমাগত পরিবর্ত্তনপরম্পরা হইতেছে, তাহা আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তির জন্য। আত্মা সর্ব্বনিম্ন অবস্থা হইতে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা পর্য্যন্ত স্বয়ং ভোগ করিয়া তাহা হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন, আর যখন আত্মা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি কোনকালেই প্রকৃতিতে বদ্ধ ছিলেন না, তিনি সর্ব্বদাই উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন—তখন তিনি আরো দেখিতে পান যে, তিনি অবিনাশী তাঁহার আসা যাওয়া কিছুই নাই. স্বর্গে যাওয়া আবার এখানে আসিয়া জন্মান—সমুদয়ই প্রকৃতির—তাঁহার নিজের—নহে। তখনই আত্মা মুক্ত হইয়া যান। এইরূপে সমুদয় প্রকৃতি আত্মার ভোগ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কার্য্য করিয়া যাইতেছে, আর আত্মা সেই চরম লক্ষ্যে যাইবার জন্য—মুক্তিরূপ চরম লক্ষ্যের জন্য এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। মুক্তিই আত্মার এই চরম লক্ষ্য। সাংখ্যদর্শনের মতে এই আত্মার সংখ্যা বহু। অনন্তসংখ্যক আত্মা রহিয়াছেন। উহার আর একটী সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর নাই, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই যখন এই সকল বিভিন্নরূপ সৃজন করিতে সমর্থ, তখন ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই

এক্ষণে আমাদিগকে সাংখ্যদিগের এই তিনটী মত খণ্ডন করিতে হইবে। প্রথমটী এই যে, জ্ঞান বা ঐরূপ যাহা কিছু, তাহা আত্মার নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মা নির্গুণ ও অরূপ। সাংখ্যের দ্বিতীয় মত যাহা আমরা খণ্ডন করিব, তাহা এই যে, ঈশ্বর নাই—বেদান্ত দেখাইবেন, ঈশ্বর স্বীকার না করিলে জগতের কোন প্রকার ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, বহু আত্মা থাকিতে পারে না, আত্মা অনন্তসংখ্যক হইতে পারে না, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে এক আত্মা আছেন মাত্র—আর সেই একই বহুরূপে প্রতীত হইতেছেন। [বেদান্ত জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ এক ব্রহ্ম বা আত্মা স্বীকার করেন আর কিছু স্বীকার করেন না। সাংখ্য যাহাকে প্রকৃতি বলেন বেদান্ত তাহাকে মায়া বা ভ্রম বলিয়া থাকেন।—মীয়তে অনেন ইতি মায়া— ; যাহা দ্বারা মাপা যায় তাহা অংশ মাত্র। এই সসীম জ্ঞান বা খণ্ড জ্ঞানই মায়া।]

প্রথমে আমরা সাংখ্যের ঐ প্রথম সিদ্ধান্তটী লইয়া আলোচনা করিব যে, জ্ঞানচৈতন্য সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মার জ্ঞানচৈতন্য নাই। বেদান্ত বলেন, আত্মার স্বরূপ অসীম অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সত্তা জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তবে আমাদের সাংখ্যের সহিত এই বিষয়ে এক মত যে, তাঁহারা যাহাকে জ্ঞান বলেন, তাহা একটী যৌগিক পদার্থ মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের বিষয়ানুভূতি কিরূপে হয়, সেই ব্যাপারটী আলোচনা করা যাউক। আমাদের স্মরণ আছে যে, চিত্তই বাহিরের বিভিন্ন বস্তুকে লইতেছে, উহারই উপর বহির্বিষয়ের আঘাত আসিয়াছে এবং উহা হইতেই প্রতিক্রিয়া হইতেছে। মনে করুন, বাহিরে, কোন বস্তু রহিয়াছে। আমি একটী বোর্ড দেখিতেছি। উহার জ্ঞান কিরূপ হইতেছে? বোর্ডটীর স্বরূপ অজ্ঞাত, আমরা কখনই উহাকে জানিতে পারি না। জার্ম্মান দার্শনিকেরা উহাকেই 'বস্তুর স্বরূপ' (Thing in

* কঠোপনিষদ্—২য়বল্লী, ২য় অধ্যায়, ২২ শ্লোক দেখ।

† কুসুমবচ্চ মণিঃ।

—সাংখ্যসূত্র ।২।৩৫ ।

itself) বলিয়া থাকেন। সেই বোর্ড স্বরূপতঃ যাহা, সেই অজ্ঞেয় সত্তা 'ক' আমার চিত্তের উপর কার্য্য করিতেছে আর চিত্ত প্রতিক্রিয়া করিতেছে। চিত্ত একটী হ্রদের মত। যদি হ্রদের উপর আপনি একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করেন যখনই প্রস্তর ঐ হ্রদের উপর আঘাত করে, তখনই প্রস্তরের দিকে হ্রদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে একটী তরঙ্গ আসিবে। আপনারা বিষয়ানুভূতিকালে বাস্তবিক এই তরঙ্গটীকেই দেখিয়া থাকেন। আর ঐ তরঙ্গটী আদৌ সেই সেই প্রস্তরটীর মত নয়—উহা একটী তরঙ্গ। অতএব সেই যথার্থ বোর্ড 'ক'ই প্রস্তররূপে মনের উপর আঘাত করিতেছে, আর মন সেই আঘাতকারী পদার্থের দিকে একটী তরঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছে। উহার দিকে এই যে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাকেই আমরা বোর্ড নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমি আপনাকে দেখিতেছি। আপনি স্বরূপতঃ যাহা, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আপনি সেই অজ্ঞাত সত্তা 'ক' স্বরূপ আপনি আমার মনের উপর কার্য্য করিতেছেন, আর মন যেদিক হইতে ঐ কার্য্য হইয়াছিল তাহার দিকে একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর সেই তরঙ্গকেই আমরা অমুক নর বা অমুক নারী বলিয়া থাকি।

এই জ্ঞানক্রিয়ার দুইটী উপাদান—তন্মধ্যে একটী ভিতর হইতে ও অপরটী বাহির হইতে আসিতেছে, আর এই দুইটীর মিশ্রণ (ক+মন) আমাদের বাহ্য জগৎ। সমুদয় জ্ঞান প্রতিক্রিয়ার ফল। তিমি মৎস্য সম্বন্ধে গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, উহার লেজে আঘাত করিবার কত ক্ষণ পরে উহার মন ঐ লেজের উপর প্রতিক্রিয়া করে ও ঐ লেজে কষ্ট অনুভব হয়। শুক্তির কথা ধরুন, একটী বালুকণা * ঐ শুক্তির খোলার ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে—তখন ঐ শুক্তি ঐ বালুকণার চতুর্দ্দিকে নিজ রস প্রক্ষেপ করে—তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। দুটী জিনিষে মুক্তা প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমতঃ; শুক্তির শরীর নিঃসৃত রস, আর দ্বিতীয়তঃ. বহির্দ্দেশ হইতে প্রদত্ত আঘাত। আমার এই টেবিলটীর জ্ঞানও তদ্রূপ—'ক' + মন। ঐ বস্তুকে জানিবার চেষ্টাটা তখনই করিবে, সুতরাং মন উহাকে বুঝিবার জন্য নিজের সত্তা কতকটা উহাতে প্রদান করিবে আর যখনই আমরা উহা জানিলাম, তখনই উহা একটী যৌগিক পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল 'ক' + মন। আভ্যন্তরিক অনুভূতি সম্বন্ধে অর্থাৎ যখন আমরা নিজেকে ইচ্ছা করি, তখনও ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। যথার্থ আত্মা বা আমি, যাহা আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, তাহাও অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। উহাকে "খ" বলা যাক। যখন আমি আমাকে অমুক ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া জানিতে চাই তখন ঐ 'খ' 'খ'+মন এইরূপে প্রতীত হয়। যখন আমি আমাকে জানিতে চাই, তখন ই 'খ' মনের উপর একটী আঘাত করে, মনও আবার ঐ "খ" এর উপর আঘাত করিয়া থাকে। অতএব আমাদের সমগ্র জগতের জ্ঞানকে 'ক'+মন (বাহ্য জগৎ) এবং 'খ'+মন (অন্তর্জ্জগৎ) রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা পরে দেখিব, অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্ত কিরূপে গণিতের ন্যায় প্রমাণিত করা যাইতে পারে।

'ক' ও 'খ' কেবল বীজগণিতের অজ্ঞাত সংখ্যা মাত্র। আমরা দেখিয়াছি, সকল জ্ঞানই যৌগিক—বাহ্য জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানও যৌগিক এবং বুদ্ধি বা অন্তঃজ্ঞানও তদ্রূপ একটি যৌগিক ব্যাপার। যদি উহা ভিতরের জ্ঞান বা মানসিক অনুভূতি হয়, তবে উহা 'খ'+মন, আর যদি উহা বাহিরের জ্ঞান বা বিষয়ানুভূতি হয়, তবে উহা 'ক'+মন। সমুদয় ভিতরের জ্ঞান 'খ' এর সহিত মনের সংযোগলব্ধ এবং বাহিরের জড় পদার্থের সমুদয় জ্ঞান 'ক' এর সহিত মনের সংযোগের ফল প্রথমে ভিতরের ব্যাপারটী গ্রহণ করিলাম। আমরা প্রকৃতিতে যে জ্ঞান দেখিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক হইতে পারে না, কারণ, জ্ঞান—'খ' ও মনের সংযোগলব্ধ আর ঐ 'খ' আত্মা হইতে আসিতেছে। অতএব আমরা যে জ্ঞানের সহিত পরিচিত, তাহা আত্মচৈতন্যের শক্তির সহিত প্রকৃতির সংযোগের ফল। এইরূপ আমরা বাহিরের সত্তা যাহা জানিতেছি, তাহাও অবশ্য মনের সহিত 'ক' এর সংযোগোৎপন্ন। অতএব আমরা দেখিতেছি, আমি আছি, আমি জানিতেছি, ও আমি সুখী (অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাদের যে ভাব আসে যে, আমার কোন অভাব নাই) এই তিনটী ভাবে আমাদের জীবনের কেন্দ্রগত ভাব, আমাদের জীবনের মহান্ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আর ঐ কেন্দ্র বা ভিত্তি সীমাবিশিষ্ট হইয়া অপরবস্তুসংযোগে যৌগিক ভাব ধারণ করিলে আমরা উহাকে সুখ বা দুঃখ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এই তিনটী তত্ত্বই ব্যবহারিক সত্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক আনন্দ বা প্রেমরূপে প্রকাশিত হইয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেককেই জানিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই আনন্দের জন্য হইয়াছে। ইহা অতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার নাই। সমগ্র জগতেই এইরূপ। পশুগণ ও উদ্ভিদ্‌গণ, অতি নিম্নতম হইতে অতি উচ্চতম সত্তা পর্য্যন্ত সকলেই ভাল বাসিয়া থাকে। আপনারা উহাকে ভালবাসা না বলিতে পারেন, কিন্তু তাহারা অবশ্যই সকলে জগতে থাকিবে, সকলকেই জানিতে হইবে, সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। অতএব এই যে সত্তা আমরা জানিতেছি, তাহা পূর্ব্বোক্ত 'ক' ও মনের সংযোগফল আর আমাদের জ্ঞানও সেই ভিতরের 'খ' ও মনের সংযোগফল আর প্রেমও ঐ 'খ' ও মনের সংযোগ ফল। অতএব এই যে তিনটী বস্তু বা তত্ত্ব ভিতর হইতে আসিয়া বাহিরের বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যবহারিক সত্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রেমের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদিগকেই বৈদান্তিকেরা নিরপেক্ষ বা পারমার্থিক সত্তা, পরমার্থিক জ্ঞান ও পারমার্থিক আনন্দ বলিয়া থাকেন।

সেই পারমার্থিক সত্তা, যাহা অসীম, অমিশ্র, অযৌগিক, যাহার কোন পরিণাম নাই, তাহাই সেই মুক্ত আত্মা, আর যখন সেই প্রকৃত সত্তা প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যেন মলিন হইয়া যায়, তাহাকেই আমরা মানব নামে অভিহিত করি। উহা সীমাবদ্ধ হইয়া উদ্ভিদজীবন পশুজীবন, মানবজীবনরূপে প্রকাশিত হয়, যে অনন্ত দেশ এই গৃহের দেয়াল বা অন্য কোনরূপ বেষ্টনের দ্বারা আপাততঃ সীমাবদ্ধ বোধ হয়। সেই পরিমার্থিক জ্ঞান বলিতে যে জ্ঞানের বিষয় আমরা জানি, তাহাকে বুঝায় না—বুদ্ধি বা বিচারশক্তি বা সহজাত জ্ঞান কিছুই বুঝায় না, উহা সেই বস্তুকে বুঝায়, যাহা বিভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলে আমরা এই সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যখন সেই নিরপেক্ষ বা পূর্ণজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়, তখন আমরা উহাকে দিব্য বা প্রাতিভ জ্ঞান বলি, যখন আরো অধিক সীমাবদ্ধ হয়, তখন উহাকে যুক্তিবিচার, সহজাত জ্ঞান ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। সেই নিরপেক্ষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। উহাকে সর্ব্বজ্ঞতা বলিলেও উহার ভাব অনেকটা প্রকাশ হইতে পারে। উহা কোন প্রকার যৌগিক পদার্থ নহে। উহা আত্মার স্বভাব। যখন সেই নিরপেক্ষ প্রেম সীমাবদ্ধভাব ধারণ করে, তখনই উহাকে আমরা

* বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে বালুকাকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি—এই লোক প্রচলিত বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র কীটাণুবিশেষ (Parasite) হইতে মুক্তার উৎপত্তি।

প্রেম বলি—যাহা ক্ষুদ্রতর, বৃহত্তর বা অসীম সমুদয়ের প্রতি আকর্ষণস্বরূপ। প্রীতি কেবল সেই আনন্দের বিকৃত প্রকাশ মাত্র আর ঐ আনন্দ আত্মার গুণবিশেষ নহে, উহা আত্মার স্বরূপ—উহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতি। নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ আনন্দ ও জ্ঞান গুণ নহে, উহারা আত্মার স্বরূপ উহাদের সহিত আত্মার কোন প্রভেদ নাই। আর ঐ তিনটী একই জিনিষ আমরা এক বস্তুকে তিন বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকি মাত্র। উহারা সমুদয় সাধারণ জ্ঞানের অতীত আর তাহাদের প্রতিবিম্বেই প্রকৃতিকে চৈতন্যবান্ বলিয়া বোধ হয়।

আত্মার সেই নিত্য নিরপেক্ষ জ্ঞানই মানব-মনের মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদের বিচারবুদ্ধি বুদ্ধি হইয়াছে। যে উপাধি বা মধ্যবর্ত্তীর মধ্য দিয়া উহা প্রকাশ পায়, তাহার বিভিন্নতা অনুসারে উহার বিভিন্নতা হয়। আত্মা হিসাবে আমাতে এবং অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণীতে কোন প্রভেদ নাই, কেবল তাহার মস্তিষ্ক জ্ঞানপ্রকাশের অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী যন্ত্র, এই জন্য তাহার জ্ঞানকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলিয়া থাকি। মানবের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর ও জ্ঞান প্রকাশের উপযোগী, সেই জন্য তাহার নিকট জ্ঞানের প্রকাশ স্পষ্টতর, আর উচ্চতর মানবে উহা একখণ্ড কাচের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। অস্তিত্ব বা সত্তা সম্বন্ধেও তদ্রূপ; আমরা যে অস্তিত্বটীকে জানি, এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র অস্তিত্বটা সেই নিরপেক্ষ সত্তার প্রতিবিম্ব মাত্র, আর উহা আত্মার স্বরূপ। আনন্দ সম্বন্ধেও এইরূপ; যাহাকে আমরা প্রেম বা আকর্ষণ বলি, তাহা সেই আত্মার নিত্য আনন্দের প্রতিবিম্বস্বরূপ, কারণ, যেমন ব্যক্ত ভাব বা প্রকাশ হইতে থাকে, অমনি সসীমতা মিশিয়া থাকে, কিন্তু আত্মার সেই অব্যক্ত, স্বাভাবিক, স্বরূপগত সত্তা অসীম ও অনন্ত, সেই আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মানবীয় প্রেমে সীমা আছে। আমি আজ আপনাকে ভালবাসি, তার পর দিনই আমি আপনাকে আর ভাল বাসিতে না পারি। একদিন আমার ভালবাসা বাড়িয়া উঠিল; তার পর দিন আবার কমিয়া গেল, কারণ, উহা একটী সীমাবদ্ধ প্রকাশমাত্র। অতএব কপিলের মতের বিরুদ্ধে এই প্রথম কথা পাইলাম যে, তিনি আত্মাকে নির্গুণ, অরূপ, নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন যে, উহা সমুদয় সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সারস্বরূপ। আমরা যতপ্রকার জ্ঞানের বিষয় জানি, তিনি তাহা হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠতর, আমরা মানবীয় প্রেম বা আনন্দের চরমের পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে অধিক আনন্দময়, আর তিনি অনন্ত সত্তাবান্। আত্মার কখন মৃত্যু হয় না। আত্মার সম্বন্ধে জন্মমরণের কথা ভাবিতেই পারা যায় না, কারণ, তিনি অনন্ত সত্তাস্বরূপ।

কপিলের সহিত আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ে বিবাদ—তাঁহার ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা লইয়া। যেমন ব্যষ্টি বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যষ্টি শরীর পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতিক ব্যষ্টি প্রকাশশ্রেণীর পশ্চাতে উহার নিয়ন্তা ও শাস্তা স্বরূপ আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন সমষ্টিতেও বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডেও—সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি মন, সমষ্টি সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূতের পশ্চাতে তাহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপে কে আছেন, আমরা তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই সমষ্টি বুদ্ধ্যাদি শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপ একজন সর্ব্বব্যাপী আত্মা স্বীকার না করিলে ঐ শ্রেণী সম্পূর্ণ হইবে কিরূপে? যদি আমরা সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের একজন শাস্তা আছেন, এ কথা অস্বীকার করি; তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্রতম শ্রেণীর পশ্চাতেও যে একজন আত্মা আছেন, ইহাও অস্বীকার করিতে হইবে; কারণ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একই নির্ম্মাণপ্রণালীর পৌনঃপুনিকতা মাত্র। আমরা একতাল মৃত্তিকে জানিতে পারিলে সকল মৃত্তিকার স্বরূপ জানিতে পারিব। যদি আমরা একটী মানবকে বিশ্লেষণ করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎকে বিশ্লেষণ করা হইল; কারণ, উহারা একই নিয়মে নির্ম্মিত। অতএব যদি ইহা সত্য হয় যে, এই ব্যষ্টি শ্রেণীর পশ্চাতে এমন একজন আছেন, যিনি সমুদয় প্রকৃতির অতীত, যিনি কোন রূপ উপাদানে নির্ম্মিত নহেন অর্থাৎ পুরুষ—তাহা হইলে ঐ একই যুক্তি, সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের উপরও খাটিবে এবং উহার পশ্চাতেও একটী চৈতন্য স্বীকারের প্রয়োজন হইবে। যে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য প্রকৃতির সমুদয় বিকারের পশ্চাদ্দেশে রহিয়াছে, তাহাকে বেদান্ত সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর বলেন।

একণে পূর্ব্বোক্ত দুইটী বিষয় হইতে গুরুতর বিষয় লইয়া সাংখ্যের সহিত আমাদিগকে বিবাদ করিতে হইবে। বেদান্তের মত এই যে আত্মা একটীমাত্রই থাকিতে পারেন। আমরা বিবাদের আরম্ভেই সাংখ্যেরই মত লইয়া—যেহেতু আত্মা অপর কোন বস্তু হইতে গঠিত নহে, সেই হেতু প্রত্যেক আত্মা অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে, ইহা প্রমাণ করিয়া উহাদিগকে বেশ ধাক্কা দিতে পারি। যে কোন বস্তু সীমাবদ্ধ, তাহা অপর কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই টেবিলটী রহিয়াছে—ইহার অস্তিত্ব অনেক বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর সীমাবদ্ধ বস্তু বলিলেই পূর্ব্ব হইতে এমন একটী বস্তুর কল্পনা করিতে হয়, যাহা উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। যদি আমরা 'দেশ' সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাই, তবে আমাদিগকে উহাকে একটী ক্ষুদ্র বৃত্তের মত চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু তাহারও বহির্দেশে আরও 'দেশ' রহিয়াছে। আমরা অন্য কোন উপায়ে সীমাবদ্ধ 'দেশের' বিষয় কল্পনা করিতে পারি না। উহাকে কেবল অনন্তের মধ্য দিয়াই বুঝা ও অনুভব করা যাইতে পারে। সসীমকে অনুভব করিতে হইলে সর্ব্বস্থলেই আমাদিগকে অসীমের উপলব্ধি করিতে হয়। হয় দুইটীই স্বীকার করিতে হয়, নতুবা কোনটীকেই স্বীকার করা চলে না। যখন আপনারা কাল সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তখন আপনাদিগকে নির্দ্দিষ্ট একটা কালের অতীত কাল সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হয়। উহাদের একটী সীমাবদ্ধ কাল, আর বৃহত্তরটী অসীম কাল। যখনই আপনারা সসীমকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিবেন, তখনই দেখিবেন, উহাকে অসীম হইতে পৃথক করা অসম্ভব। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা তাহা হইতেই প্রমাণ করিব যে, এই আত্মা অসীম ও সর্ব্বব্যাপী। এখন একটী গভীর সমস্যা আসিতেছে। সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত পদার্থ কি হইতে পারে? মনে করুন, অসীম বস্তু দুইটী হইল—তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একটী অপরটীকে সীমাবদ্ধ করিবে। মনে করুন, 'ক' ও 'খ' দুইটী অনন্ত বস্তু রহিয়াছে। তাহা হইলে অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ'কে সীমাবদ্ধ করিবে। করিবে, কারণ, আপনি ইহা বলিতে পারেন যে, অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ' নহে, আবার অনন্ত 'খ' এর সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, উহা অনন্ত 'ক' নহে। অতএব অনন্ত একটীই থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অনন্তের ভাগ হইতে পারে না। অনন্তকে যত ভাগ করা যাক্ না কেন, তথাপি উহা অনন্তই হইবে; কারণ, উহাকে নিজ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে না। মনে করুন এক অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে; উহা হইতে কি আপনি এক ফোঁটাও জল লইতে পারেন? যদি পারিতেন তাহা হইলে সমুদ্র আর অনন্ত থাকিত না, ঐ এক ফোঁটা জলই উহাকে সীমাবদ্ধ করিত। অনন্তকে কোন উপায়ে ভাগ করা যাইতে পারে না।

কিন্তু আত্মা যে এক, তাহার উহা হইতেও প্রবলতর প্রমাণ আছে। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে এক অখণ্ড সত্তা—ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। আর একবার আমরা পূর্বকথিত 'ক' 'খ' নামক অজ্ঞাতবস্তুদ্বয়ের চিহ্নের সাহায্য গ্রহণ করিব। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, যাহাকে আমরা বহির্জগৎ বলি, তাহা 'ক'+মন, আর অন্তর্জগৎ—'খ'+মন। 'ক' ও 'খ' এই দুইটীই—অজ্ঞাতপদার্থবাচক—উভয়টীই অজ্ঞাত অজ্ঞেয়। এক্ষণে মন কি, দেখা যাক্। মন দেশ কালনিমিত্ত ছাড়া আর কিছুই নহে—উহারাই মনের স্বরূপ। আপনারা কাল ব্যতীত কখন চিন্তা করিতে পারেন না, দেশ ব্যতীত কোন বস্তুর ধারণা করিতে পারেন না, এবং নিমিত্ত বা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ছাড়িয়া কোন বস্তুর কল্পনা করিতে পারেন না। পূর্বোক্ত 'ক' ও "খ"; এই তিনটি ছাঁচে পড়িয়া মন দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেছে। ঐ গুলি ব্যতীত মনের স্বরূপ আর কিছুই নহে। এখন ঐ তিনটী ছাঁচ, যাহাদের স্বয়ং কোন অস্তিত্ব নাই, তাহাদিগকে তুলিয়া লউন। কি অবশিষ্ট থাকে? তখন সবই এক হইয়া যায়। ক ও খ এক বলিয়া বোধ হয়। কেবল এই মন, এই ছাঁচই উহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল এবং উহাদিগকে অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ এই দুইরূপে ভিন্ন করিয়াছিল। ক ও খ উভয়ই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমরা উহাদের উপর কোন গুণের আরোপ করিতে পারি না। সুতরাং গুণ বা বিশেষণ রহিত বলিয়া ঐ উভয়ই এক। যাহা গুণরহিত ও নিরপেক্ষ পূর্ণ, তাহা অবশ্যই এক হইবে। নিরপেক্ষ পূর্ণ বস্তু দুইটী হইতে পারে না। যেখানে কোন গুণ নাই, সেখানে কেবল এক বস্তুই থাকিতে পারে। ক ও খ উভয়ই নির্গুণ, কারণ, উহারা কেবল মন হইতেই গুণ পাইতেছে। অতএব এই ক ও খ এক।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তামাত্র। জগতে কেবল এক আত্মা এক সত্তা আছে আর সেই এক সত্তা, যখন দেশকালনিমিত্তের ছাঁচের মধ্যে পড়ে, তখনই তাহাকে বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, সূক্ষ্ম ভূত, স্থূল ভূত আদি আখ্যা দেওয়া হয়। সমুদয় ভৌতিক ও মানসিক আকার বা রূপ, যাহা কিছু এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা সেই এক বস্তু-কেবল বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র যখন উহার —একটু এই দেশকাল নিমিত্তের জালে পড়ে তখন উহা আকারগ্রহণ করে বলিয়া বোধ হয়—ঐ জাল সরাইয়া দেখুন—সবই এক। এই সমগ্র জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ, আর উঁহাকেই অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম বলে। ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাদ্দেশে আছেন বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন তিনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে আত্মা বলে। অতএব এই আত্মাই মানবের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর। একটীমাত্র পুরুষ আছেন—তাঁহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন ঈশ্বর ও মানব উভয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়, তখন উভয়ই এক বলিয়া জানা যায়। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনিই স্বয়ং অবিভক্ত আপনি। আপনি এই সমগ্র জগতের মধ্যে রহিয়াছেন। সকল হস্তে আপনি কার্য্য করিতেছেন, সকল মুখে আপনি খাইতেছেন, "সকল নাসিকায়—আপনি শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেছেন, সকল মনে আপনি চিন্তা করিতেছেন।" * সমগ্র জগৎই আপনি। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার শরীর। আপনিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ উভয়ই; আপনিই জগতের আত্মা আবার আপনিই উহার শরীরও বটেন। আপনিই ঈশ্বর, আপনিই দেবতা, আপনই মানুষ আপনিই পশু, আপনিই উদ্ভিদ, আপনিই খনিজ, আপনিই সব—সমুদয় ব্যক্ত জগৎই আপনি। যাহা কিছু আছে, সবই আপনি, যথার্থ 'আপনি' যাহা—সেই এক অবিভক্ত আত্মা—যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ব্যক্তিবিশেষকে আপনি 'আপনি' বলিয়া মনে করেন তাহা নহে।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতেছে, আপনি অনন্ত পুরুষ হইয়া কিরূপে এইরূপ খণ্ড খণ্ড হইলেন, অমুক রাম শ্যাম হরি, পশুপক্ষী ও অন্যান্য বস্তু হইলেন। ইহার উত্তর এই, এই সমুদয় বিভাগ আপাতপ্রতীয়মানমাত্র। আমরা জানি, অনন্তের কখন বিভাগ হইতে পারে না। অতএব আপনি একটা অংশমাত্র, একথা মিথ্যা। উহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আর আপনি যে অমুক রাম শ্যাম হরি, এ কথাও কোন কালে সত্য নহে, উহা কেবল স্বপ্নমাত্র। এইটা জানিয়া মুক্ত হউন। ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত।

"আমি মনও নহি দেহও নহি, ইন্দ্রিয়ও নহি—আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমিই সেই, আমিই সেই।" ‡

ইহাই জ্ঞান এবং ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই অজ্ঞান অজ্ঞানের স্বরূপ। আমি আবার কি জ্ঞান লাভ করিব? আমি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। আমি আবার জীবন কি লাভ করিব? আমি স্বয়ং প্রাণস্বরূপ। জীবন আমার স্বরূপের গৌণ বিকাশমাত্র। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি জীবিত, তাহার কারণ, আমিই জীবনস্বরূপ, সেই এক পুরুষ। এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা আমার মধ্য দিয়া প্রকাশিত নহে, যাহা আমাতে নাই এবং যাহা মৎস্বরূপে অবস্থিত নহে। আমিই ভূতসমূহরূপে প্রকাশিত হইয়াছি। কিন্তু আমি এক, মুক্তস্বরূপ। কে মুক্তি চায়? কেহই মুক্তি চায় না। যদি আপনি আপনাকে বদ্ধ বলিয়া ভাবেন ত বদ্ধই থাকিবেন, আপনি নিজেই নিজের বন্ধনের কারণ হইবেন। আর যদি আপনি উপলব্ধি করেন যে, আপনি মুক্ত, তবে এই মুহূর্তেই আপনি মুক্ত। ইহাই জ্ঞান—মুক্তিপ্রদানজ্ঞান এবং সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্যই মুক্তি।—উদ্বোধনে স্বামীবিবেকানন্দের বর্ণ বিজ্ঞান।

* গীতা—১৩শ অধ্যায় দেখ।

‡ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমী ন তেজো ন বায়ু
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।
—নির্ব্বাণষট্‌ক [১]

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহক অনুগ্রহ পূর্ব্বক [illegible] তাঁহাদের মূল্য শেষ হওয়া তারিখ দেখিয়া লইবেন। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। প্রাপ্তপত্র পত্রাদিতে যেন প্রত্যেক গ্রাহক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন। বিশেষ কারণ কিছু লেখা না থাকিলেও টাকা পাইয়া সপ্তাহে স্বীকার করিব।

৭৭৫ শ্রীযুক্ত ভূপতি নাথ পাণ্ডে
চন্দনপুর ৩১।১০।১০

৮০৭ " গুরুদাস বসু হেঃ পঃ টালীগঞ্জ মহেঃ ঐ

৮০৮ " রমণীভূষণ বিশ্বাস দিঘাপতিয়া ঐ

৮৫৪ " বদ্রিনারায়ণ সদারাম আগরওয়ালা
পাতা একবর্ষবালা ৩০।১১।১৯১০

৮৮৩ " মহম্মদ ইউসুফ আলি
হেঃ পঃ পাবনা জি টি ঐ

১৪৮৭ „ গোকুলচন্দ্র ঘোষ মাকড়াকোন্দা স্কুল ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে [illegible] শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette* *Chinsurah*,

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

সদালাপ। (২১)

(৯৩) ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় এডওয়ার্ড ফ্রান্সের রাজা হইবার কল্পনায় সসৈন্যে ঐ দেশে অবতীর্ণ হইয়া ক্রেসী নগরের রণযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং তাহার পরই ক্যালিস নগর অবরোধ করেন। ঐ সুরক্ষিত নগর ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। এডওয়ার্ড ঐ নগর এক বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত জলে স্থলে সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিয়া যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত রক্ষীদিগকে দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য করিতে পারিলেন তখন উহার সমস্ত ফরাসী অধিবাসীকে বাহির করিয়া দিয়া তথায় ইংরাজ ঔপনিবেশিক আনিয়া বাস করান। তদবধি বহুশত বর্ষ ক্যালিসনগর ফরাশিদিগের বুকে শেল স্বরূপ ইংরাজের হাতে ছিল। ঐ অবরোধে যখন দুর্গরক্ষিগণ একান্ত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হইয়া প্রথম কেল্লা ছাড়িয়া যাইতে চায় তখন এক বৎসর পর্য্যন্ত অসামান্য বাধা পাইয়া এবং বহুসংখ্যক সৈন্যনাশে এবং অপরিমিত অর্থব্যয়ে ক্রোধান্ধ ইংলণ্ডরাজ বলেন যে বালক বৃদ্ধ সৈনিক সাধারণ ক্যালিসস্থিত সকলকেই বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছা হয় সকলকে খুন করিবেন, ইচ্ছা হয় দাসস্বরূপে বিক্রয় করিবেন! ইহাতে দুর্গরক্ষিগণ ভীত হইয়া আরও কিছুকাল দুর্গরক্ষা করিতে থাকে। পরে এডোয়ার্ড বলেন যে যদি ছয় জন প্রধান নাগরিক গলায় শৃঙ্খল বাঁধিয়া ক্যালিসের ফটকের চাবি আনিয়া উহাঁকে দেয় তাহা হইলে ঐ ছয় জনেরই বধ সাধন করিয়া তিনি ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিবেন এবং অপর সকলকে নির্ব্বিবাদে নগর ছাড়িয়া যাইতে দিবেন। এই প্রস্তাবে ইউষ্টেস সেণ্টপিয়ার প্রমুখ ছয় জন ধনী ও মানী ব্যক্তি একে একে স্বদেশের ও স্বজাতির উপকারার্থ স্বেচ্ছায় বলিদান হইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইউষ্টেস সেণ্টপিয়ারই প্রথমে বলেন "এতলোক অনাহারে বা হত্যাকাণ্ডে মরার অপেক্ষা ছয় জনের মরাই সঙ্গত এবং আমি ঐ ছয় জনের প্রথম হইব। ভগবান পরলোকে দয়া অবশ্যই করিবেন।" উহাঁরাই বলে বাসে মহরের সেবা ছিলেন। সমগ্র সার্ব্বজনিকদিগের অগ্রণী ও প্রাণকর্ত্তাদের মধ্যে উহাঁরা এডোয়ার্ডের শিবিরে আসিলে ইংলণ্ডরাজ তৎক্ষণাৎ উহাঁদের শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দেন। "ইহাতে বড়ই নিন্দা হইবে" সভাসদেরা বলিলেও তিনি তাহার কোন উপরোধ রক্ষা করেন নাই। পরে রাজ্ঞী ফিলিপা রাজাকে—যিনি অল্পদিন পূর্ব্বে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ইংলণ্ডকে নিরুপদ্রব করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন,—স্বামীর পদতলে পড়িয়া উহাঁদের প্রাণভিক্ষা করিলে এডোয়ার্ড একান্ত অনিচ্ছায় উহাঁদের রাণীর জিম্মা করিয়া দেন। রাণী উহাঁদের যত্ন অনুভব করিয়া ভাল পরিচ্ছদ পরাইয়া ভাল করিয়া খাওয়াইয়া বিদায় দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

(৯৪) আত্মোৎসর্গ (পঞ্চ শিখের):- গুরু গোবিন্দ সিংহকোট কাজড়ায় ৺ নয়নাদেবীর দীর্ঘকাল উপাসনা করিয়া এবং হোমে পূর্ণাহুতি দিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন মন্দির হইতে ফিরিয়া বাটীতে আসিয়া শিষ্যগণকে সমবেত করিলেন তখন দেখিলেন যে যোদ্ধা শিখের সংখ্যা পাঁচ হাজার মাত্র। তিনি যাহা ঐ সময়ে বলিয়াছিলেন সেদিন ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারও বোয়ারদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাহাই বলিয়াছিলেন;—"সংখ্যায় তোমরা অল্প তাহাতে ক্ষতি কি? ভগবৎ প্রসাদে যদি তোমাদের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র শত্রুদিগকে লাগে এবং তাহাদের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র তোমাদের না লাগে তাহা হইলে তোমরা জয়ী হইবে।" যেখানে সংখ্যা অল্প ও ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রবল সম্ভবতঃ সেখানেই সর্ব্বকালে ঐ কথা নেতাদিগের মনে উদিত থাকিবে। শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া গুরু ঐ সময়ে বলেন যে তাঁহার পাঁচজন ব্যক্তিকে নরবলি দিবার জন্য প্রয়োজন। নরবলি ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। তৎক্ষণাৎ একজন ছুতার জাতীয় শিখ গুরুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পরে ক্ষত্রি, পরে ব্রাহ্মণ এইরূপে পাঁচজন আসিল। গুরু গোবিন্দ উহাঁদের এক জনকে একটা তাম্বুর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং তথায় বসাইয়া একটা মুখবদ্ধ পাঁঠা কাটিয়া রক্তাক্ত অসি হস্তে বাহির হইলেন। এইরূপে পাঁচ জনের সম্বন্ধে করিয়া উহাদের পুনরায় বাহিরে ডাকিয়া আনিলেন এবং সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন তোমাদের জীবন ৺ মাতাকে উৎসর্গ করা হইয়া গেল। তোমরা আর তোমাদের নাই। এখন দেবীর কার্য্য-তুষ্ট হননে ও ধর্ম্মরক্ষা কার্য্যে-ব্যাপৃত থাকিবে। তোমরা আমার পাঁচজন এক এক হাজার সৈন্যের সেনাপতি হইলে। আত্মোৎসর্গই নরবলি। পশুর মত বাহাকে তাহাকে ধরিয়া বলিদান দেওয়ার প্রকৃত নরবলি হয় না। গুরু গোবিন্দ সিংহ এই প্রণালীর কার্য্যে পাঁচ হাজারের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পাঁচ জনকে অক্লেশে বাছিয়া লইয়া ছিলেন এবং নরবলির প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই শিষ্যদিগের নাম জানা যায় নাই। কিন্তু ঐ মহাত্মাদিগের আত্মোৎসর্গে একটী বিশিষ্টতা এই ছিল যে উপস্থিত বিপদ বা মারামারির উৎসাহের মধ্যে ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে অগ্রসর হওয়া নহে। ইহা শীতলরক্তে, সুদৃঢ় মনে অচঞ্চলভাবে, স্বধর্ম্ম স্বদেশ ও গুরুভক্তি প্রসূত আত্মোৎসর্গ। ইহাঁরা কখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। এবং সকলেই সুকৌশলে ও উপযুক্ত স্থান সমূহে সৈন্যদিগকে পরিচালিত করিয়া সময়ে একে একে সমর শয্যাশায়ী হইয়া ছিলেন। গুরু বলিতেন "যে ত্যাগী ও সুশিক্ষিত ও পরোপকারী, সেই ব্রাহ্মণ। যেই নির্ভীক যুদ্ধে অটল সেই ক্ষত্রিয়।" তিনি সকল বর্ণের লোক লইয়াই সামরিক শিখদল গঠন করিয়াছিলেন

(৯৫) আত্মোৎসর্গ।—সুইজরলণ্ডের সাধারণ তন্ত্র ৫০০ বৎসর ধরিয়া প্রবল প্রতাপ ফ্রান্স, জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া এবং ইটালি রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাষা, ধর্ম্ম, আচার এবং পরিচ্ছদ বিভিন্ন। কেবল বাহিরের চাপে সুইসেরা ভিতরে সম্মিলিত!

সুইসদিগকে স্বাধীনতা রক্ষা জন্য অষ্ট্রীয়ার ডিউকের সহিত সেমপ্যাক নামক স্থানে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বর্ম্ম পরিহিত সুদীর্ঘ বর্শাহস্ত অষ্ট্রীয় যোদ্ধাদিগের লাইন কোন মতেই ভাঙ্গিতে না পারিয়া যখন সুইস কৃষকের দল নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল তখন জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উপায় না দেখিয়া আরনল্ড ভন উইঙ্কেলরিড নামক একজন বলবান সুইস দেশভক্ত তীরবেগে দৌড়িয়া অষ্ট্রীয় লাইনের উপর গিয়া পড়িলেন এবং দুইহাতে দুইজনের বর্শা ধরিয়া এবং মধ্যের এক জনের বর্শা আপনার বুকে বিদ্ধ করিয়া লইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। তিনজন অষ্ট্রীয় যোদ্ধা এই ব্যাপারে ক্ষণিক স্থান চ্যুত হইলে

এবং লাইন ভাঙ্গিল। সেই স্থান দিয়া কুঠার হস্তে সুইদেরা ব্যূহ প্রবেশ করিল এবং উহাদের নিজের দেশভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এরূপ বিক্রম প্রকাশ করিল যে অষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণ পরাজয় হইয়া গেল।

(২৬) প্রকৃত সন্ন্যাসী।—দাক্ষিণাত্যের কোন নগরে (১৮৬৯ অব্দে) একটী দ্বাদশ বর্ষীয় বালক স্কুল হইতে বাটী আসিতেছিল। সাধারণ সন্ন্যাসী বেশধারী একব্যক্তিও সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তখন বেলা তিনটা। বাটীর সম্মুখে পৌঁছিয়া বাটী ঢুকিবার পূর্ব্বে বালকের কি মনে হইল। ফিরিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার কি আহার হইয়াছে?" সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "না।" বালক জিজ্ঞাসা করিল "আমরা ব্রাহ্মণ, কিছু এখানে খাইবেন কি?"—সন্ন্যাসী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলে বালক সন্ন্যাসীকে বাটীর বাটীতে বসাইয়া মাতাকে সংবাদ দিল। অজ্ঞাত সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনায় মাতা বালকের উপর তুষ্টি প্রকাশ করিয়া সাধুকে শীঘ্র এবং সযত্নে আহার করাইলেন। এই কার্য্যে বালকের মনে বড় আহ্লাদ হইয়াছিল এবং তাহা মুখেও প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে বলিল "আপনি ত কিছুই বলেন নাই—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা না করিলে ত খাওয়া হইত না।" সন্ন্যাসী বালকের এই "আমি" শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "খাওয়াইয়া খুবই খুসি হইয়াছ?" ঐ হাসিতে ও কথায় বালক বড়ই লজ্জিত হইল। মনে হইল সাধু বুঝি বলিতেছেন যে, এরূপ সৎকর্ম্ম করায় অভ্যাস বুঝি নাই। তাই এতটা খুসি ফুটিয়া বাহির হইল!—ইহার পরই সাধু বালকের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "তোমাকে কে ডাকিতে বলিয়াছেন? তুমি কি এই রাস্তা দিয়া যে যায় তাহাকেই ডাকিয়া খাওয়াও?" কথায় ও স্বরে বালক বুঝিল যে সন্ন্যাসী বলিতেছেন—যিনি অন্ন দিবার কর্ত্তা তিনিই তোমার মনে ঐ প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা উদ্রেক করিয়াছিলেন—অনুগ্রহকে চাহিতে হয় না। বিস্মিত বালক বুঝিয়া দেখিল যে সে ত সত্য সত্যই সকলকে ডাকিয়া খাওয়ায় না। সে দিন ডাকিতে কেন মনে হইয়াছিল তাহার কোন সদুত্তর পাইল না। তখন জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি কখন কাহারও নিকট কিছুই চান না? আর রোজই খাওয়া হয়?"—সাধু উত্তর দিলেন "কাহাকেও কখন কিছু চাই না। তবে রোজই যে খাওয়া হয় তাহাও নয়—মাসে কখন কখন ৩।৪ দিন খাওয়া হয় না। সেই সেই দিন খাওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়াই অবশ্য খাওয়া ঘটে না। যেমন গৃহীদেরও ত ব্রত উপবাসে মাঝে মাঝে খাওয়া বাদ যাওয়া উচিত।" ঐ সন্ন্যাসীর কৌপিন ভিন্ন অন্য কিছুই সঙ্গে ছিল না। কম্বল, জলপাত্র, রুদ্রাক্ষ কিছুই না। সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে আত্মদানকারী মহাপুরুষ এক এক জন সাধারণ বেশে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে আজও এই পুণ্যভূমিতে যে বিচরণ করিতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(২৭) বৈরাগ্যের শান্তি।—ত্যাগী-মহাত্মাগণ "সম দুঃখ সুখ ক্ষমী।" কেহ মহাত্মা তুর্কহরিকে গালি দিলে ঐ সন্ন্যাসী উত্তর দেন "ভাই, আমার গালির প্রয়োজন নাই বলিয়া তোমার ঐ দান গ্রহণ করিলাম না। আর আমার কিছুই নাই—গালিও নাই, তাই তোমাকে দিতেও পারিলাম না।"

(২৮) মহত্ত্ব।—মেদিনীপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর. জি. কিল্‌বি মহোদয়ের চাপরাশীকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ায়। মিঃ কিল্‌বি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষ তুলিয়া লইবার জন্য ক্ষতস্থান চুষিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহার পর নিজের চিকিৎসা জন্য কসৌলি পাষ্টুর ইন্‌ষ্টিটিউটে গিয়াছিলেন। এইরূপ লোক ভিতরে আছেন বলিয়াই ইংরাজজাতি আজ মানব সমাজে এত উচ্চে অবস্থিত!

আকাশগামী পোত।

মহাশয়!

ইয়ুরোপখণ্ডে যে কোন বৈজ্ঞানিক বা কল কৌশলের আবিষ্ক্রিয়া হউক না প্রথমেই উহাকে পরজাতি পীড়ন বা যুদ্ধকার্য্যে কিরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা দেখিয়া লওয়া হয়। তৎপরে বাণিজ্য লাভের কথা ভাবা হয়। তাহার "পর" অন্য যাহাই হউক আসিতে পারে। জর্ম্মণির সমস্ত রেলপথ যুদ্ধের সময় সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য সমাবেশের সুবিধামাত্র দেখিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এতদ্বারা আনুষঙ্গিক অন্য সুবিধাও অবশ্য আছে। ভারতের রেলপথ সকলেও যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতিতে সৈন্য সমাবেশের সুবিধা এবং বাণিজ্যের সুবিধার দিকেই প্রধানতম দৃষ্টি আছে। প্রত্যেক গাড়িতে কয়জন সাধারণযাত্রী ও কয়জন সৈনিক যাইতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট এবং সৈনিকদিগের বন্দুক ঝুলাইয়া বা দাঁড়াইয়া রাখিবার জন্য ব্যবস্থাও করা আছে।

বেলুনের আবিষ্কারের পর যুদ্ধ-বেলুন সকলের ব্যবহার আরম্ভ হয়। রুষ জাপান যুদ্ধে পোর্ট আর্থর বন্দরস্থিত রুষীয় যুদ্ধ জাহাজগুলির উপর একটা পাহাড় টপকাইয়া গোলা বর্ষণ কার্য্যে পরিচালন জন্য জাপানীরা বেলুন হইতে দূরবীক্ষণ এবং তারশূন্য টেলিগ্রাফির ব্যবহার করিয়াছিল।

একণে ইংলণ্ডে রাইট ব্রাদার্স, জর্ম্মণিতে কাউণ্ট জেপেলিন, ফ্রান্সে মঃ বেরিয়ট বায়ুযান বা আকাশ পোত [এয়ার শিপ, এইরোপ্লেন বা ডিরিজিবল বেলুন] প্রস্তুত ও ক্রমশঃই উন্নত করিতেছেন। শূন্যমার্গ হইতে শেল গোলা, বোমা প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হইতে পারিলে, শূন্যমার্গ দিয়া সৈন্য প্রেরিত হইতে পারিলে; যে জাতির ঐরূপে বায়ুযান অধিক এবং উৎকৃষ্ট থাকিবে ভবিষ্যতে তাহারাই সকল যুদ্ধে জয়। বড় বড় রণপোত বহর, লক্ষ লক্ষ সৈন্য কোন কাজেরই আর থাকিবে না। এই ভাবনাই ইয়ুরোপীয় জাতি সকলের মধ্যে এখন উঠিয়াছে। স্থলযুদ্ধে একবিধ অস্ত্রধারী এবং একবিধ শিক্ষিত দলের মধ্যে সংখ্যাধিক্যেই জয়লাভ হয়। এইজন্য ইয়ুরোপীয় রাজ্যে সকল প্রজাই যুদ্ধ বিদ্যার শিক্ষিত হইতেছে এবং উহার আনুষঙ্গিক স্বাস্থ্যফল বক্তৃতা, শরীরের দৃঢ়তা, একজোটে কাজ করার অভ্যাস, বুক চওড়া, পিঠ সোজা প্রত্যেক প্রজায় অল্পই ইউরোপীয়েরা পাইতেছে। কিন্তু মনে কর জর্ম্মণির আকাশগামী পোতমালা নাই। জেনমার্কের উহা যথেষ্ট আছে। তখন জর্ম্মণির ২০।৩০ লক্ষ সৈন্য একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে এবং ক্ষুদ্র জেনমার্ক বা হলণ্ড জর্ম্মণিকেও হীনশক্তি করাইতে পারিবে। সুতরাং ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সকলেরই সুবিধা। তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই ক্ষুদ্রদিগকে মহা পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য সকলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বিশেষ গণনায় আনিতে হইবে। তবে যে কারণে শত বৎসর পূর্ব্বে ১ কোটী অধিবাসী লইয়া ইংলণ্ড ৩।০ কোটীর রাজ্য ফ্রান্সকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া নিজে সমুদ্রের অধিপতি হইতে পারিয়াছিল এবং যে কারণে সেই সমুদ্রের আধিপত্য বজায় রহিয়াছে অর্থাৎ যুদ্ধ জাহাজে অজস্র অর্থব্যয় এবং দৃঢ়চরিত্র সাহসী, উদ্যমী সন্তানগণের স্বদেশজন্য আত্মত্যাগে প্রবৃত্তি—সেই কারণেই ইংরাজ বায়ুতে

অধিপতি হইয়া রহিবে আমেরিকা। উঁহারা ভবিষ্যতের আকাশের সুসংবাদী হইলে সমস্ত পৃথিবীই উঁহাদের হাতে থাকিবে সন্দেহ নাই। শুনা যায় যে জাপানও গুপ্তভাবে আকাশপোত নির্ম্মাণ চেষ্টায় আছে। চীনের সহিত যোগ করিয়া উঁহারা যদি তিব্বতে ঐ সম্বন্ধে পোত পরীক্ষা বিধান ও আকাশগামী পোত প্রস্তুত করে ও পৃথিবীর কেহই সে খবর পাইবে না এবং একদিন সমগ্র পৃথিবীর ভীতির কারণ হইয়া উঁহাদের আকাশগামী পোতমালা প্রকাশিত হইতে পারে। ফলতঃ হিমালয়ের উত্তরভাগ পৃথিবীর চক্ষের বাহিরেই রহিয়াছে। ইংরাজেরাও এ বিষয়ের পরীক্ষা বিধান হটগঞ্জের পার্ব্বত্য প্রদেশে করিতেছেন। কাউণ্ট জেপেলিনের মত হ্রদের ভিতর করা হউক আর হটগঞ্জের পার্ব্বত্য প্রদেশে করা হউক ইয়ুরোপের মধ্যে কোন সম্বাদই ছাপা থাকিবার নহে। তিব্বতেই উহা গুপ্ত থাকিতে পারে; ইয়ুরোপের রাজনীতিজ্ঞেরা এই সকল ভয়াবহ ব্যাপারের আলোচনা করিতেছেন। আমরা ভাবিতেছি আকাশগামী পোত চলিলে টোল না থাকিয়া দেশ দেশান্তরে এবং তীর্থস্থানে যাওয়ার সুবিধা হইবে।

এডুকেশন গেজেট।

২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সাল ইং ১০ই ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা। [৪]

(শাসন সংস্কার)

বাঙ্গালায় ভূস্বামীদিগের দ্বারায় সদস্য নির্ব্বাচন—

বাঙ্গালায় জমিদারেরা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাঁচজন সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন। এই পাঁচজনের মধ্যে :—

"এ" গ্রুপ—বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ হইতে দুইজন,

"বি" গ্রুপ—পাটনা ত্রিহুত এবং ভাগলপুর বিভাগ হইতে দুইজন এবং "সি" গ্রুপ—উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বিভাগ হইতে একজন নির্ব্বাচিত হইবেন।

নির্ব্বাচকের যোগ্যতা—

[ক] [১] বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের যাঁহারা বাৎসরিক সাড়ে সাত হাজার টাকা ভূমি রাজস্ব অথবা ১৮৭৫ টাকা রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কসেস দেন। [২] পাটনা ত্রিহুত এবং ভাগলপুর বিভাগের যাঁহারা বাৎসরিক চারি হাজার টাকা ভূমিরাজস্ব অথবা ১০০০ টাকা রোডসেস ও পাব্লিক ওয়ার্কসেস দেন। [৩] উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর বিভাগের যাঁহারা বাৎসরিক দুই হাজার টাকা ভূমিরাজস্ব অথবা ৫০০ টাকা রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কসেস দেন অথবা [খ] যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত "রাজা" কিংবা "নবাব" উপাধি প্রাপ্ত, তাঁহারাই নির্ব্বাচকরূপে গণনীয় হইবেন।

একাধিক প্রকার যোগ্যতা থাকিলেও কেহ একটির অধিক ভোট দিতে পারিবেন না।

ভূস্বামীদিগের মধ্যে—

[ক] কোন সম্পত্তির ট্রষ্টীকে সেই সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া গণ্য করা হইবে না। তাঁহার নিজ নামে, ভূমি সংক্রান্ত রেজিষ্টারী বিধান অনুসারে রেজেষ্টারী করা ভূমিই ধর্ত্তব্য হইবে। এক গ্রুপের মধ্যে একাধিক বিভাগে সম্পত্তি থাকিলে তাহা ধর্ত্তব্য করা হইবে না।

[খ] কোন ব্যক্তি যদি কোন জমিদারীর আংশিক স্বত্বাধিকারী হয়েন এবং তাঁহার নিজ অংশের জন্য কত টাকা রাজস্ব দিতে হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে না পারেন, তাহা হইলে জেলার কর্ম্মচারী সেই রাজস্বের পরিমাণ যেরূপ অনুমান করিয়া দিবেন, তাহাই অবিরোধে গ্রাহ্য হইবে।

[গ] যদি কোন ব্যক্তির দুই বা তিনটি গ্রুপে এরূপভাবে ভূসম্পত্তি থাকে যে, তাহার রাজস্ব ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ হিসাবে ধরিলে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব অপেক্ষা অল্প হয় অথচ সকল গ্রুপের রাজস্ব একত্র করিলে নির্দ্দিষ্ট টাকা অথবা তদপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে যে গ্রুপে তিনি অধিক রাজস্ব প্রদান করেন সেই গ্রুপের নির্ব্বাচক বলিয়া তাঁহাকে গণ্য করা হইবে।

নির্ব্বাচকের তালিকায় যাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইবে, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই নির্ব্বাচক বলিয়া গণ্য হইবেন না।

[১] গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে কলিকাতা গেজেটে নির্ব্বাচকদিগের নামের তালিকা এবং উহার পরিবর্ত্তন অথবা সংস্কার প্রকাশ করিবেন।

[২] যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে নির্ব্বাচক হইবার যোগ্য বলিয়া মনে করেন, অথচ নির্ব্বাচকের তালিকা প্রকাশিত হইলে তাহাতে আপনার নাম দেখিতে না পান, অথবা যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন নির্ব্বাচকের যোগ্যতা সম্বন্ধে আপত্তি করেন, তাহা হইলে তিনি, গেজেটে নির্ব্বাচকের তালিকা প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে রিটার্ণিং অফিসারকে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা জ্ঞাপন করাইবেন।

[৩] রিটার্ণিং অফিসার আবেদনকারীর দাবী অথবা আপত্তি সম্বন্ধে যে বিবেচনা করিবেন, তাহাই শেষ নিষ্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং—

[৪] রিটার্ণিং অফিসারের নিষ্পত্তি গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

সদস্যের যোগ্যতা—

নির্ব্বাচকের তালিকায় যিনি যোগ্য বলিয়া স্থান পাইবেন, তিনিই ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক সদস্য নির্ব্বাচন—

মুসলমান সম্প্রদায় ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভায় যে চারিজন সদস্য নির্ব্বাচিত করিবেন, সেই চারিজনের মধ্যে দুইজন বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি এবং উড়িষ্যা বিভাগ হইতে আর অপর দুইজন পাটনা ত্রিহুত, ভাগলপুর এবং ছোট নাগপুর বিভাগ হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

যে সকল মুসলমানের ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে তাঁহারা আপনাদের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। প্রতিনিধিরা সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন।

(ক) যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "সি, এস, আই" অথবা "সি, আই, ই" উপাধি প্রাপ্ত অথবা "কৈসর-ই, হিন্দ" মেডেল পাইয়াছেন। অথবা

(খ) যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বা অনারারি সদস্য অথবা

(গ) যাঁহারা ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়রলণ্ড অথবা বৃটিশ ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তির পর দশবৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, অথবা

(ঘ) অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা

(ঙ) সরকারি অথবা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অথবা শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের দ্বারা স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক—(যে সকল শিক্ষকের বয়স অন্যূন ত্রিশ বৎসর এবং যাঁহারা কলিকাতায় মাসিক অন্যূন ৫০ টাকা এবং কলিকাতার বাহিরে অন্যূন ২৫ টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়েন।) অথবা—

(চ) যাঁহারা বঙ্গীয় মুসলমানগণের বিবাহ বা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ভার প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার অথবা

উক্ত প্রদেশের "বি" শ্রেণীর ছাত্রদিগের পরীক্ষা সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবেন। সুতরাং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের যে সকল স্কুলের সহিত এই "বি" শ্রেণীর সংস্রব আছে সেই সকল স্কুলও উল্লিখিত নিয়মে আবদ্ধ হইবে।

আবেদনের কাগজে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরিত এই মর্ম্মে কয়েকটি কথা লেখা থাকিবে—"মহাশয়, আগামী মার্চ মাসে স্কুলিতব্য "বি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা দিতে পাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ১০ টাকার ট্রেজরী রসিদ এই সঙ্গে পাঠান হইল।" স্কুলের অধ্যক্ষ অথবা প্রধান শিক্ষক মহাশয় এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট দিবেন—"আমি উক্ত পরীক্ষার্থীর স্বভাব চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা জানি না। উহার অনুশীলনী সমূহ দেখিয়া এবং নির্ব্বাচনী পরীক্ষার ফল দেখিয়া ঐ পরীক্ষার্থীর "বি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার মনে হয়। পরীক্ষার্থী আবেদনে স্বাক্ষর আমার সম্মুখেই করিয়াছে। এবং নিজে সে, যে বিবরণ লিখিয়া দিয়াছে, আমার বিশ্বাস মতে তাহা সত্য। আমি যতটা জানিতে পারিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস যে পরীক্ষার্থীর বয়স ১৯১০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে—বৎসর—মাস।

বিশেষ বিবরণ যাহা পরীক্ষার্থীকে কাগজে পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে তাহা এই—(ক) পরীক্ষার্থীর নাম, (খ) ১৯১০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে পরীক্ষার্থীর কত বৎসর কত মাস বয়ঃক্রম। ইউরোপীয়েরা যে ভাবে বয়স লেখেন সেই ভাবে লেখা চাই, অর্থাৎ জন্মের পর হইতে পূর্ণ কয় বৎসর কয় মাস তাহাই লিখিতে হইবে। (গ) ধর্ম—জাতি (ঘ) কোন জাতীয় লোক (nation tribe &c) (ঙ) যে স্কুল হইতে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতেছে; (চ পিতা বা অভিভাবকের নাম; (ছ) বাসস্থান—গ্রাম—জেলা; (জ) কোন্ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে চাহেন, (ঝ) কোন্ ভাষানুসারে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবেন, (ঞ) যদি পরীক্ষার্থী পূর্ব্বে পরীক্ষা দিয়া থাকে তবে কোন বৎসরে এবং কোন কেন্দ্রে, (ট) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কোন স্কুলে অধ্যয়ন করিবে।

"সি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা—এই পরীক্ষা ১৯১০ মার্চের প্রথমেই গৃহীত হইবে। কোন্ দিন কোন্ সময়ে কোন্ বিষয়ের পরীক্ষা হইবে এবং কোন্ কোন্ কেন্দ্রে পরীক্ষা হইবে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা কমার্শিয়াল পরীক্ষা এবং এডভাইসরি বোর্ডের সাধারণ তত্ত্বাবধানাধীনে এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইবার আবেদন পরীক্ষার্থী যে স্কুলে অধ্যয়ন করে সেই স্কুলের অধ্যক্ষ অথবা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের হাত দিয়া আগামী ১৯১০ সালের ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে কলিকাতা ৩০৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল শ্রেণীর ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ঐ তারিখের মধ্যে যাহার আবেদন আসিয়া উক্ত কর্ম্মচারীর হস্তগত না হইবে সেই পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না।

পরীক্ষার ফীয়ের পরিমাণ এবং উহা পাঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং আবেদনের কাগজ পূরণ সম্বন্ধে নিয়ম "বি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষার ন্যায়। কাগজের জন্ত ৩০৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ক্লাসের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট লিখিলে পাওয়া যাইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা স্বর্গীয় ডাঃ পিসেলের লাইব্রেরী দশ হাজার টাকায় খরিদ করিবেন স্থির করিয়াছেন। ঐ লাইব্রেরীটি ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইবে এবং উহার নাম রাখা হইবে—"ডাঃ পিসেলের সংগৃহীত গ্রন্থাবলী।

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থির হইয়াছে:—[ক] পাটনা কলেজে প্রিলিমিনারী ও ফাইন্যাল আইন পাঠ্য পড়ান হইবে। [খ] কলিকাতা স্কটিস চর্চ্চ কলেজকে ইংরাজী সাহিত্যে এম এ ক্লাস রাখার অধিকারে বঞ্চিত করিবার জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট মঞ্জুরী চাওয়া হইবে। [গ] নিম্নলিখিত বাহিরের ছাত্রগুলিকে এম এ পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইল—নির্ম্মলচন্দ্র দে, পার্শ্বনাথ সেন; চুণীলাল কুণ্ডু, পরমেশ্বর দয়াল, প্রমথ বড়ুয়া, সুরেশচন্দ্র গোহাইল, মাধবচন্দ্র কুণ্ডু, রমাপ্রসাদ সেন গুপ্ত, আথৌরী কীর্ত্তিনারায়ণ সিংহ, এন এন রায়, জিতেন্দ্রকুমার হালদার, করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র দাস, কামাখ্যাচরণ সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথ দত্ত; সতীশচন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরমোহন দে, সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, পুরুষোত্তম আর সক্সেনা, নন্দু সিংহ, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এবং মং টুই। বিএ পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইলেন।—শীতলপ্রসাদ ঘোষ, বৈদ্যনাথ ঘোষ এবং আতাউর রহমন। (ঘ) টি এন জুবিলি কলেজে বি এ শ্রেণীতে পাশ কোর্সে গণিত পড়াইতে অনুমতি দেওয়া হইল। [ঙ] মনলতা মজুমদার এবং ভবানীপ্রসাদ ইণ্টার মিডিয়েট আর্ট পরীক্ষা, গিরিজাভূষণ সরকার ২য় এম বি পরীক্ষা, নগেন্দ্রচন্দ্র দাস এবং আতাউর রহমন এম এ পরীক্ষা, অনিলচন্দ্র ঘোষ এবং অন্নদাপ্রসাদ চন্দ বিএ পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইলেন।

ট্রান্সভালে নিগৃহীত ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রজাদের দুঃখে সহানুভূতি এবং সেই দুঃখ দূর করিবার উপায় নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্যে গত শুক্রবার টাউনহলে এক সভা হয়। হিন্দু মুসলমান পার্শী প্রভৃতি জাতীয় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। মৌলবী আবদুল জব্বর খাঁ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিপন্ন ট্রান্সভালস্থ ভারতবাসীদিগের সাহায্য জন্ত মিঃ টাটা ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। সভাস্থলে আরও অনেক টাকা আদায় হইয়াছে। এই সভার কার্য্য বিলাতের প্রধান মন্ত্রী, ষ্টেট সেক্রেটারী এবং বড়লাট বাহাদুরের গোচর করিবার জন্ত সভাপতি মহাশয়কে সভা হইতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

আগামী ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসে বড়লাট বাহাদুর "লেভি" করিবেন।

বেলগেছিয়ার পশুচিকিৎসা কলেজে অধ্যয়নকারী ছেলেদের বিশ্রামভূমি বাড়াইবার জন্ত যে টাকা ব্যয় হইবে তাহার আংশিক সংকুলান জন্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক হাজার ছয়শত টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

নৈহাটী, গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিসের হেড কনষ্টেবল গত সোমবার একটা লোককে সন্দেহ করিয়া ধরিয়াছেন। উহার তখন জেলের কাপড় পরা ছিল এবং জেলে যেরূপ লোহার থালায় ব্যবহার হয় সেইরূপ একখানা লোহার থালা তাহার নিকটে পাওয়া যায়। পোষাকে নম্বর T 7.9 এবং 8.08 জিজ্ঞাসা করায় লোকটা দুইবার দুই রকম কথা বলিয়াছে—(১) জল পাইগুড়িতে একটা খুনি মোকদ্দমায় আমার দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়, আমি পোর্ট ব্লেয়ার হইতে পলাইয়া কোন রূপে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়া সেখান হইতে নৈহাটী আসিয়াছি। (২) দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়

ছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমাকে সেখানে খালাস দিয়াছেন। প্রথমে জন্মস্থান জলপাইগুড়িতে যাই, সেখানে জীবিকা সংস্থানের সুবিধা না হওয়ায় বাড়ী হইতে এখানে কোন চাকরীর চেষ্টায় আসিয়াছিলাম। উহার নিকট জেলের কয়েদীর একখানা টিকিট পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লেখা "দণ্ড প্রাপ্ত (convict) ভর্ত্তী নং ২০১১৪। শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাকে উপস্থিত করা হয়। ১৮ই ডিসেম্বর দিন পড়িয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া হইবে। লোকটীর নাম বলিয়াছে বাঞ্ছারাম রাজবংশী।

[প্রেসিডেন্সী] বহরমপুরে বৈষ্ণব সম্মিলন সভা উপলক্ষে একটি বৃহৎ সভা হয়। নানাস্থান হইতে বৈষ্ণবগণ এবং পণ্ডিতগণ আসিয়া সমবেত হন। অনেকে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাকারীদিগের মধ্যে মিঃ মুকরাও অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছিলেন, "ভক্তির অর্জ্জন করিতে হইলে বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। বেদ শিক্ষায় জ্ঞান হয়। আর এই জ্ঞান না হইলে ভক্তি হওয়া সম্ভব হয় না। সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য গীত করিয়া যে ভক্তির উদ্ভব হয় তাহা স্থায়ী হয় না। উহা তৎকাল যাবৎ উৎসাহজনিত মাত্র।" সভার কার্য্য দুই দিন ধরিয়া হয়। বাঙ্গালা ইংরাজী উড়িয়া তেলুগু প্রভৃতি ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী "ইদানীন্তন কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম, উহার উপকারিতা এবং ব্যভিচার এবং প্রতিকারের উপায়" সম্বন্ধে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী চারি কিস্তিতে চারি বৎসরে ৫০ হাজার টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দিতে চাহিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় তজ্জন্য মহারাজ বাহাদুরকে সাধুবাদ দিয়াছেন। আইনশিক্ষার উন্নতি জন্য ঐ টাকায় বৃত্তি দেওয়া হইবে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে যে ছাত্র আর্টস অথবা সায়েন্স কোর্সে গ্রাজুয়েট হইয়াছে বা হইবে সেই ছাত্রেরই ঐ বৃত্তি পাওয়ার পক্ষে দাবী অধিক থাকিবে।

[বোম্বাই] বোম্বাইয়ের পার্শী পঞ্চায়েতের ট্রষ্টিগণ পার্শী সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচক দল বিধানের প্রার্থনা জানাইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

[সাধারণ] বৈকুণ্ঠ একাদশী উপলক্ষে ত্রিচিনপল্লী জেলার অন্তর্গত শ্রীরঙ্গম নামক স্থানে মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় মহীশূর রাজ্য বোম্বাই সহর এবং কলিকাতা হইতেও অনেক লোক যাইয়া থাকে। এবারের মেলায় ঐ সকল স্থান হইতে লোক মেলাস্থলে যাইলে তথায় সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া সকৌন্সিল বড়লাট বাহাদুর সংক্রামক রোগ সংক্রান্ত ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এবং ১ উপধারা অনুযায়ী এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, ৩রা ডিসেম্বর হইতে আগামী ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত উল্লিখিত স্থান সমূহ হইতে কোন যাত্রী মেলা স্থলে যাইতেছে অথবা যাইবে বলিয়া মনে করিয়াছে বুঝিলে তাহাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি রেলওয়ে ষ্টেশনের টিকিট দেওয়া হইবে না :—ত্রিচিনপল্লী জংশন ত্রিচিপালকরাই, ত্রিচিনপল্লী ফোর্ট, শ্রীরঙ্গমরোড, মুক্তাপেট্টাই, তিরুছান্দরাই, ইনামাত্তুর, পেরু গামানী, পোলাগামপট্টি, তিরুচেন্না-ঘর, পুলতি এবং কোলাট্টর দক্ষিণ।

সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ৬ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে উড়িষ্যা এবং খাস বাঙ্গালায় মেঘ ঝড় দেখা গিয়াছিল। পুরীতে বেশী পরিমাণে এবং বালেশ্বর ও আঙ্গুলে নিয়মিত বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। খাস বাঙ্গালায় বৃষ্টির পরিমাণ অল্প। বেহারে বৃষ্টি হয় নাই, কৃষকেরা আমন ধান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শস্যের অবস্থা আশাপ্রদ। বেহার এবং উড়িষ্যার কোন কোন জেলায় আক মাড়া আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বসপ্তাহের সহিত তুলনায় হাজারিবাগে সাধারণের ব্যবহার্য্য চাউলের মূল্য কিছু চড়িয়াছে, রাঁচি জেলায় কমিয়াছে। যশোহর পাটনা গয়া, মজফরপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পুর্ণিয়া, হাজারিবাগ, পালামৌ, মানভূম এবং উড়িষ্যা বিভাগ (বালেশ্বর ছাড়া) হইতে গবাদির ব্যারামের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহাদের খাদ্যতৃণ ও পানীয় জলের অভাব কোথাও নাই।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ডেঃ মাঃ বাবু রসিক লাল সেন বর্দ্ধমানের সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত প্রোটেম মাঃ মিঃ সার মেদিনীপুরের মাঃ হইলেন। মিঃ আর জি কিলবি আই সি এস মেদিনীপুরের অতিঃ মাঃ হইলেন। প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ রীড হাওড়ার সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ হরকৃষ্ণ মহান্তি বালেশ্বরে সদরে স্থাপিত হইলেন।

বিচার—বাবু বিনোদ বিহারী মুখো বি এল ভুরিয়ায় মুঃ হইলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত পাঠ্য পুস্তকাবলী।

উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের ক্লাশ ১ এর জন্য ও অনুরূপ বাঙ্গালা স্কুলের শিশু শ্রেণীর জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন কৃত বর্ণ-পরিচয়, ／০ গঙ্গাচরণ বানার্জ্জি, সুনীতি পাঠ, ৵০। অবিনাশ চন্দ্র রায়, অক্ষরপাঠ। ৵০ অবিনাশ চন্দ্র গুপ্ত, শিশু সাহিত্য ৵০

বিবিধ।

শ্যামচন্দ্র দত্ত, আদর্শ লেখা, ১ম ও ২য় শ্রেণীর ও পাঠ্য।

উচ্চ ও মধ্য ইংরেজি স্কুলের শ্রেণী ২ ও ৩ এর জন্য এবং বাঙ্গালা স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

যোগেন্দ্রনাথ বসু, আদর্শ পাঠ ৵০ আর সি, বসু হিতকথা, ৵১০

অঙ্ক

কালীপদ বসু, সংক্ষিপ্ত শিশুরঞ্জন পাটীগণিত ১ম ও ২য় খণ্ড ।০ অবিনাশ চন্দ্র গুপ্ত, গণিত সোপান ।০,

উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের শ্রেণী ৩ ও ৪ এর জন্য এবং বাঙ্গালা স্কুলের তৃতীয় চতুর্থ মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

বিপিনবিহারী গঙ্গুলী, নীতি কুসুম, ৵০ প্রাণ কুমার গুহ, সাহিত্যসার ।০,

বিবিধ

শ্যামচন্দ্র দত্ত, স্কুল ড্রইং ১ম খণ্ড, ।৵০, ভার্ণাকুলার স্কুলের শিক্ষকদের জন্য ১—৪, জয়চন্দ্র মহলানবিশ, চিত্রশিক্ষা ১ম খণ্ড, ।০ ঐ, ঐ ড্রইং টেবলটস নং ১—৪ ভার্ণাকুলার স্কুলের ছাত্রদের জন্য ১—৪ পাঠ্য।

আসামী পুস্তক।

অঙ্ক।

শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, আসামী পাটীগণিত, ।৵০ আসাম উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য।

ইংরাজি পুস্তক।

অঙ্ক।

প্রসন্ননারায়ণ কালী, নিউ এরিথমেটিক ।৶৹ কাপড়ের বাঁধাই ॥৹ (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী জন্য)

উচ্চ ও মধ্য ইং স্কুলের শ্রেণী ৫ ও ৬ এবং বাঙ্গালা স্কুলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

সাদত আলি খান, সাহিত্য কুসুম, ৵৹ রসিক চন্দ্র বসু, রত্নমালা, ।৶৹,

অঙ্ক।

গৌরীশঙ্কর দে, ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরি-মিতি ।৹

ইতিহাস

রায় বাহাদুর কে পি, বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালা ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১ টাকা ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য

বিবিধ।

জয়চন্দ্র মহলানবিশ, চিত্রশিক্ষা ৩য় খণ্ড, ॥৶৹ শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য। ঐ ড্র ইং টেবলেটস নং ৫ ও ৬ ।৹ ছাত্রদের জন্য।

ইংরাজি পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

মেকমিলেন এণ্ড কো, কিং রিডার ৩য়, ॥৹

উচ্চ ইং স্কুলে শ্রেণী ৭ এর জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শকুন্তলা, ॥৹ অক্ষয়কুমার দত্ত, চারুপাঠ ২য় খণ্ড, ॥৹ কে, সি, চাটার্জ্জি, পদ্যশিক্ষা ॥৶৹ যদুগোপাল চাটার্জ্জি, পদ্যপাঠ ২য় খণ্ড ।৹

সংস্কৃত পুস্তক।

সাদত আলি খান, প্রবেশিকা সোপানম ৶৹ তারাকুমার কবিরত্ন, শিক্ষা ১ম খণ্ড, ৶৹, ঐ, ঐ ২য় খণ্ড ।৹ ৭ম শ্রেণীর জন্যও) ঐ, ঐ ৩য় খণ্ড ,

আসামী পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

কীর্ত্তিচন্দ্র বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রবেশিকা ব্যাকরণ ॥৹, (আসাম হাই স্কুলের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্যও)

ইংরাজি পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

এ, বারটন, ষ্টোরিজ ফ্রম দি আরাবিয়ান নাইটস, ১৲। গ্রিব, কেন্টারি টেলস, ১৲।

অঙ্ক।

বেকার এণ্ড বর্ণ, একজেমপ্লস ফর এলিমেন্টারি স্কুলস, টেইজ ৩, ৮ম শ্রেণীর জন্যও। গৌরীশঙ্কর দে, আর্থমেটিক, ১৸৹, ঐ। রায় কুমুদিনীকান্ত ব্যানার্জ্জি বাহাদুর, মেট্রিকুলেশন আর্থমেটিক ১ম খণ্ড, ঐ। গৌরীশঙ্কর দে, মেট্রিকুলেশন জিওগ্রাফি বুকস, ১—৩, ১৸৹ ঐ।

ইতিহাস।

ই. মার্সডেন, হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া ফর জুনিয়র ক্লাসেস, ৸৹; ৮ম শ্রেণীর জন্যও। জে, সি, এলেন, এ সারেটিভ অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্টরি ২৲; ঐ।

বিবিধ।

লঙ্গম্যানস গ্রিণ এণ্ড কো, ফিলিপস ইণ্ডিয়ান মডেল এটলাস, ৭—১০ শ্রেণীর।

স্কুল—৮

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাহিত্য সংগ্রহ, যদুগোপাল চাটার্জ্জি, পদ্যপাঠ ৩য় খণ্ড, ।৶৹।

সংস্কৃত পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

বিধুভূষণ গোস্বামী, লঘু প্রবন্ধ, ।৹। শ্রীনাথ সরস্বতী, সংস্কৃত প্রবেশ ।৹। নবীন চন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত প্রবেশ, ।৹।

ইংরাজি পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

পিটার পার্লি, টেলস এবাউট গ্রীস এণ্ড রোম। চার্লস কিংসলি, হিরোজ, ৲। পালগ্রেভ, চিলড্রেনস ট্রেজারি ২য় খণ্ড, ৲।

উ ইং স্কুল—৯

ইংরাজি পুস্তক।

সাহিত্য ব্যাকরণ।

নিউ গ্লোব রিডারস বুক সিক্স, ১৷৹।

বাঙ্গালা পুস্তক।

বিবিধ।

রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আদর্শ শিক্ষা, ।৶৹, ১ম গ্রেড ভার্ণাকুলার পণ্ডিত পরীক্ষার জন্য। নসীর আলি খান ইউসফজি, সিনিয়র ভার্ণাকুলার টিচার্স ম্যানুয়েল, ৲; নর্ম্মাল স্কুলে ট্রেনিং ক্লাসের জন্য।

ইংরাজি পুস্তক।

ভূগোল।

সিমসন এণ্ড রিচার্ডসন, এন ইন্ট্রোডাকশন টু প্র্যাকটিকেল জিওগ্রাফি, জুনিয়র কলেজ ক্লাসের জন্য।

সাহায্য কৃত অনুমোদিত স্কুল সমূহের জন্য অলটারনেটিভ পাঠ্য পুস্তক।

উচ্চ ও মধ্য ইংরেজি স্কুলের ক্লাস ১ এর জন্য ও অনুরূপ বাঙ্গালা স্কুলের শিশু শ্রেণীর জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বর্ণ পরিচয়, ／৹, শশধর সেন, সচিত্রবর্ণ ও বানান শিক্ষা, ／৹। এস, বি, চাটার্জ্জি, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পথ, ／৹, রাধিকামোহন বসাক, প্রথম শিক্ষা, ／৹ রামদয়াল চাটার্জ্জি অক্ষর পরিচয়, ／৹। গঙ্গাচরণ ব্যানার্জ্জি সুনীতি পাঠ, ৶৹। অবিনাশচন্দ্র রায়, অমিয় পাঠ, ৶৹, অক্রুরচন্দ্র সেন, শিক্ষা সোপান, ৶৹. এস, বি. চাটার্জ্জি, নবশিক্ষা, ৶৹।

উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের শ্রেণী ২ ও ৩ এর জন্য এবং বাঙ্গালা স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

সতীশচন্দ্র ঘোষ, চারুগাথা।

আসাম পুস্তক।

দুর্গা প্রসাদ মজুমদার, সোনাকবিতা ৶৹ আসাম নিম্ন প্রাইমারী স্কুলের ১ম, ২য় শ্রেণীর জন্য। ঐ শব্দ কবিতা ৶৹।

উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের শ্রেণী ৩ ও ৪ এর জন্য এবং বাঙ্গালা স্কুলের তৃতীয় চতুর্থ মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

এস, সি, বিদ্যারত্ন, উপদেশমালা ২য় খণ্ড; ৶৹ প্রসন্ননারায়ণ কালী, সাহিত্য পাঠ ১ম খণ্ড, ৶৹ পরমেশ্বর ভট্টাচার্য্য, জ্ঞান বিকাশ, ৶৹, প্রসন্নকুমার গুহ, সাহিত্য বোধ, ।৹ অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, চারু-সাহিত্য, ।৹

উচ্চ ও মধ্য ইং স্কুলের শ্রেণী ৫ ও ৬ এবং বাঙ্গালা স্কুলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের জন্য।

বাঙ্গালা পুস্তক

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

এস, বি চাটার্জ্জি, সাহিত্যপাঠ ২য় খণ্ড ।৶৹, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, চারুসন্দর্ভ, ॥৹ প্রতিনাথ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্যবোধ ব্যাকরণ, হাই স্কুলের ৭ম ও ৮ম শ্রেণীরও।

অঙ্ক।

এম, সি, বসাক জ্যামিতি বিকাশ।

উর্দ্দু পুস্তক।

হাকিজ জালালউদ্দিন গুকজার আখলাক (উর্দ্দু রিডার ১ম খণ্ড ৷৴০ মধ্য মাদ্রাসার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য।

ইংরাজিপুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

টি, সি, পাল, দি ফার্ষ্ট বুক অফ গ্রামার এণ্ড কম্পোজিসন, ।৵০ লিলি সোয়ার্ড, মডার্ন ইংলিশ রিডার বুক ফার্ষ্ট ।০, ঐ জুনিয়র ইংলিশ রিডার, ডি, এন, বিশ্বাস এবং পি, কে, সেন, মডেল ইংলিশ রিডার ৷৷৵০ ৭ম শ্রেণীরও।

সংস্কৃত পুস্তক।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

রামকমল বিদ্যাভূষণ, সরল পাঠম্ ৷৴০, করুণাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সংস্কৃত প্রাইমার ।০

আসামী পুস্তক।

হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী আরম্ভিমালা - আসাম উর্দ্ধ বিদ্যালয় সমূহে এবং মধ্য বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী।

পারশী পুস্তক।

মহম্মদ খলিলউল্লা, পারশী রীডার ১ম খণ্ড ।০।

ইংরাজি পুস্তক।

অঙ্ক।

বেকার ও বার্ণ, এলজেবরা কর এলিমেন্টারি স্কুলস্ থার্ড ষ্টেইজ, ৮ম শ্রেণীর ও। বার্ণার্ড ও চাইল্ড, এ নিউ জিওমেট্রি ফর মিডল ফর্ম্মস ৷৴১০, ৮ম—১০ম শ্রেণীর ও।

ভূগোল।

লঙ্গম্যানস্ গ্রিণ এণ্ড কো, জিওগ্রাফি অব্ দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার ।৵০।

উচ্চ ইং স্কুলের শ্রেণী ৮ এর জন্য।

রামকমল বিদ্যাভূষণ, বিবিধ প্রবন্ধম্ ।০।

বাঙ্গালা পুস্তক

বিবিধ।

যোগেন্দ্রমোহন দত্ত, আদর্শ লিখন ও পত্ররচনা শিক্ষা ।৴০।

লাইব্রেরী ও প্রাইজ পুস্তক।

(উচ্চ ইংরেজি স্কুলের প্রথম চারি শ্রেণীর জন্য। কোন কোন পুস্তক কলেজ লাইব্রেরীর জন্যও প্রয়োজনীয় হইতে পারে।)

ইংরাজী পুস্তক।

বিবিধঃ—গোল্ডেন দিটর্স ১৷৵০। দি এনচেন্টেড গার্ডেন ১।৵০। হার্ট রোডস্ অব হিষ্টরি ২৲। ডাক্তার আবদুল্লা সুহারায়দি; দি সেয়িংস অব মহম্মদ, মাত্র কলেজের জন্য। ইউসফ আলি, লাইফ এণ্ড লেবার ইন ইণ্ডিয়া।

নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ অনুমোদিত পুস্তকের তালিকা হইতে খারিজ হইল

এস বি, চাটার্জ্জি, সাহিত্য পাঠ ১ম খণ্ড ৷৴০ টেক্সট বুকরূপে অনুমোদিত। এম, সি বিদ্যারত্ন, সাহিত্য পারিজাত, ঐ। অভিজ্ঞ গ্র্যাজুয়েট নিউ ষ্টাণ্ডার্ড ইংলিশ রিডিংস ৸০; প্রাইজ বুক ও লাইব্রেরীরূপে অনুমোদিত। মতিলাল চক্রবর্ত্তী নূতন পাটীগণিত ।০ টেক্সট বুকরূপে অনুমোদিত ঐ পরিমিতিশিক্ষা ৷৷০; প্রাইজ বুক ও লাইব্রেরীরূপে অনুমোদিত। ঐ, শুভঙ্করী আর্য্যা ।০, ঐ।

লাইব্রেরী ও প্রাইজ পুস্তক।

(উচ্চ ইংরেজি স্কুলের প্রথম চারি শ্রেণীর পরের চারি শ্রেণীর জন্য এবং মধ্য ইংরেজি স্কুলের প্রথম চারি শ্রেণীর জন্য।)

উপেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি, চরিতাভিধান ৩৲। হরিরাম ধর, ছাত্রবোধ অভিধান ৸০। এস বি চাটার্জ্জি সুলভ বাঙ্গালা অভিধান, ৸০। বিবিধ :—আসামুল্লা অবজেক্ট লেসন ১ম খণ্ড ৷৴০। ঐ অবজেক্ট লেসন ২য় খণ্ড ৷৴০। রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আদর্শশিক্ষা ৷৴০ বিন্দুবাসনী দাসী, রুক্মিনী ৷৷৵০ শ্রীনাথ চন্দ্র, ইন্দ্র গ্রন্থ। মনীর আলি খান ইউসফজি সিনিয়র ভার্ণাকুলার টিচার্স ম্যানুয়েল ১৲

পারশী, আরবী ও উর্দ্দু পুস্তক।

এ, এ, হিসামুদ্দিন, এ গাইড টু পারশিয়ান আরেবিক রুটস অর পুলুরেলস ৸০। উর্দ্দু :—হাকিজ জালালুদ্দিন আহমদ, উর্দ্দু ইটিমলজি ⁄০।

ইংরাজি পুস্তক।

ইতিহাস :—টাউট, ফার্ষ্ট বুক অব ব্রিটিশ হিষ্টরী ২শি ৬পে। ঐ, হিষ্টরি অব গ্রেট ব্রিটেন ৩শি ৬পে। বিজ্ঞান—জেমস্ সিনক্লেয়ার ফার্ষ্ট এণ্ড সিকণ্ড ইয়ারস কোর্সেস ইন প্রাকটিকেল ফিজিক্স ১শি ৬পে [প্রত্যেক]। বিবি—ধয়েওলক্ কালডেকট, ওয়াসিংটন আর্ভিংস্ ওয়ার্ক ১০ পে। কেয়ারি কেভায়স্ ১শি। দি হল অব হিরোজ ১শি ৩পে। অঙ্কঃ—বেকার ও বার্ণ এ ফার্ষ্ট জিওমেট্রি ১শি ৬পে। বার্ণার্ড এণ্ড চাইল্ড এ নিউ জিওমেট্রি ফর মিডল ফর্মস্ ৩শি ৬পে। ডেকিন, এ নিউ জিওমেট্রি, পেপার।

বাঙ্গালা স্কুলের জন্য লাইব্রেরী ও প্রাইজ বুকরূপে অনুমোদিত।

বাঙ্গালা পুস্তক।

হরিরাম ধর ছাত্রবোধ অভিধান ৸০। এস, বি, চাটার্জ্জি, সুলভ বাঙ্গালা অভিধান ৸০। বিবিধ :—বৈকুণ্ঠের দাস গুপ্ত, শিশু ব্যাকরণ ৷৴০। আসানউল্লা, কিণ্ডারগার্টেন প্রাইমার ৷৴০।

সংস্কৃত পুস্তক।

তারাকুমার কবিরত্ন, চাণক্য শ্লোক ⁄১০।

আসামী পুস্তক।

লক্ষ্মীনাথ শর্ম্ম, নীতি শ্লোক। দুর্গেশ্বর শর্ম্মা অঞ্জলি ৷৷৵০। জৈনুদ্দিন আহমদ, সাহিত্য বোধ ৷৴১০।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

আগামী ১৯১০ সনের জানুয়ারী মাস হইতে বাগডোগরা গুরু ট্রেণিং স্কুলের নূতন সেসন আরম্ভ হইবে। যে সকল গুরুগণ মধ্য বাঙ্গালা কিম্বা উচ্চ প্রাইমেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন সাহায্য কৃত পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেছেন তাঁহাদিগকে মাসিক ৯৲ ও ৮ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া যাইবে।

গুরুগণ থাকিবার জন্য সুন্দর বোর্ডিং ঘরের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অস্পষ্ট ভাষী বা বিকলাঙ্গ কোন গুরু স্কুলে ভর্ত্তি করা যাইবে না। যিনি বর্ত্তমান সময় শিক্ষকতা কাজ ব্যতীত পড়িতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে এগ্রিমেণ্ট লইয়া মাসিক ৬ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া যাইবে। কিন্তু উক্ত স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দার্জ্জিলিং জিলায় দুই বৎসর পাঠশালায় শিক্ষকতার কার্য্য করিতে হইবে। ভর্ত্তি হইবার সময় প্রত্যেকে পাশ সার্টিফিকেট সহ উপস্থিত হইবেন। সত্বর নিম্ন ঠিকানায় অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীহরিমোহন ঘোষ, হেড পণ্ডিত বাগডোগরা গুরু ট্রেণিং স্কুল. পোঃ বাগডোগরা জেলা দার্জ্জিলিং

আগামী ১৯১০ সালের ৩রা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত কলিকাতা ট্রেণিং স্কুলের ১ম বার্ষিকী শ্রেণীতে নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা যাইবে। ১০ই জানুয়ারী প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণানন্তর ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। প্রবেশার্থীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্র সহ ছাত্রাবাসে এক মাস আহারের ব্যয় ৩৲ টাকা ও নিজ নিজ বিছানা এবং

তাহাদের [illegible] হইতে না পারিলে [illegible] না। এখানে শিক্ষক [illegible] দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন।

অন্যূন ৫০০ টাকা পুরস্কার।

নিম্নলিখিত নম্বরের নোট (মোট মূল্য ১৮২৬৫ টাকা) খোয়া গিয়াছে। বিগত ২২শে অক্টোবর বাগাইবে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ট্রাম কোম্পানীর নিকট খোয়া যায়। মালিকের নাম ও ঠিকানা—জগদ্বাস দাস, নরোত্তম দাস, কালকাদেবী রোড, বোম্বাই। এই ঠিকানায়, অথবা বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার অথবা হুগলীর পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট [illegible] একটি নোটের সন্ধান যদি কেহ পান [illegible]ন। মালিক উপযুক্ত পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। নোটের নম্বর এক হাজার টাকার করিয়া ১৮ খানা নং $\frac{8A}{80}$ ৬৩৪০৮ হইতে $\frac{8A}{80}$ [illegible] পর্যন্ত। ১৩ খানা ২০ টাকার, এবং [illegible] খানা ৫ টাকার নোট। নম্বর জানা নাই।

বিজ্ঞাপন

The Dawn Magazine

"Most usefull national organ"

Says the Hindu of Madras.

The Bengalee—"It is full of every-thing Indian and National."

The Amrita Bazar Patrika—"This is an exponent of Indian Nationalism on national and constitutional basis."

The Indian Mirror—"It gives us great pleasure to find that there is at least one journal like the Dawn which gives instruction to the young on the right lines."

The south Indian Mail—"A man who knows nothing about India, and cares still less for her, is sure to become a zealous patriot even after perusing one issue of this ably conducted Magazine."

The Ceylon Patriot—"The articles it contains clearly indicate the vast learning and deep original research of the writers on a variety of subjects which every Indian and Ceylonese ought to study."

Subscription—Annual Rs 3 or 4 (Popular or Superior Edition). But concession rate for students—Re 1 S only. If you have not already seen this monthly journal send one anna postage for a specimen copy.

Manager—The DAWN MAGAZINE 12 Lalbazar street, Calcutta.

কর্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা বর্ণমান স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "খা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আ.প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "ন" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate teacher for the B L free Institution at Bainchio (Hugli) on Rs 45 per month, with free quarters in the teachers' Boarding house. Apply to the Hd master.

An Assistant Hd master graduate on Rs 60 rising to Rs 70 for the Kalikisore H E school, Hasara.

Two graduates (one Hd master and another 2nd master) for the Rouile High school on Rs 55 and 50 respectively with chance of increment free board and lodge on tuition. 2years guarantee required.

A 2nd master competent to teach Mathematics according to the new Regulations for the Kauchantala J D J Institution, Murshidabad. Pay according to qualifications. Apply to the Hd master.

A graduate 2nd master for the Rajagram A S school on Rs 45 a month. Must be strong in English and Mathematicea. Apply to the Hd master A S school Rajagam. Po. Rahagram, via Bankura.

An Entrance passed clerk for the Zemindari-kachari of Kotalpukur Estate on Rs 15 a month. Specimen handwriting both Bengali and English must accompany the applications and they will be received by the undersigned up to the 15th December 1909. Khagendra nath Banerji Manager Kotalpukur Estate Kotalpukur E I R (Loop).

Two graduates (Hd master and asst Hd master) on Rs 60 and Rs 55 for the Rowile High school, Dacca. The Hd master Should be strong in English and the asst in Mathematics.

An F A 3rd teacher for the Panihati Trunath H E school only: one mile off the Sodepur station, E B S Railway, 24 Parganas, salary according to qualifications. Free board and lodging for a private tuition. Apply personally to Babu Gopal Chandra Ghoshal Head master, Panihati Trunath H E school.

A 2nd masrer for the Ranaghat Pal Chaudhuri H E school, on Rs 60 a month. Preference to a B course graduate with honours in Science or Mathematics, and strong in English to teach History, Geography, Mathematics and Additional Mathematics, according to the new regulations also a plucked B A with experience in teachin as 5th master on Rs 26 per mensem. Must stick at least 2 years.

An F A plucked private teacher on Rs 20 a month free board and lodging Apply to Sonaullah Talukdar po Atwari, Dinajpur.

An Entrance passed teacher or Bhattaprotap U P school, in Khulna. Voidya or Kayastha by birth. He shall have to take charge o the village Br. Po. The salary is, at present, Rs 10 per mensem. Boarding and lodging free. Apply before 15th current po Bhattaprotap.

A graduate teacher for the Kalma L K H E school (po Kalma, Dt Dacca) on Rs 50 a month. Must stick to the post at least two years.

A Hd mater with honours in English for Phultala Re-union High school on Rs 50 rising to 60, aso one F A one plucked F A, one Pandit passed Normal second or third year. Salary

Rs 20, 15, 15 respectively. Lodging boarding fees to Vaidyas and Kayesthas. Po. Phultala, Khulna

A Teacher of Persian for the Donough H E school, Jamalpur, Dt. Mymensingh, on Rs 30, plus an allowance of Rs 25 a month for acting as resident superintendent of the Sachse Mahammedan Hostel attached to the school. Candidates with a fair knowledge of English will be preferred. Apply to the Hd master before 20th December.

A B course graduate or B S C strong in Mathematics, as second master Katwa High school, on Rs 50.

A B course graduate strong in Mathematics for the Bishenpur H E school Dt Bankura. Salary Rs 45 to 55 annual increment of Rs 2.

For the Kukutia H E school (Dacca) a B A Hd master strong in English on Rs 45—50 with free lodging a plucked B A strong in Mathematics on Rs 20 with free board and lodge, and an English knowing Maulavi or an F A plucked Persian teacher with free board and lodge salary according to qualifications. Apply before 25th Dec. 1909.

A graduate, strong in Mathematics for Pratapnath H E school Khulna at Rs 60 as asst. Hd master free board & lodging. on condition of private tuition.

An F A Fourth master fo the Rashpur H E school on Rs 25 per mensem. Apply to Babu Anukul Chandra Mandal 42 Madhusudan Biswas'slane Howrah.

A B course graduate as 2 nd master for the Beldanga HE school on Rs 40 a month. Will have to join on the 3rd January next. Beldanga po Murshidadad (E B S R)

An F A strong in Sanskrit and Mathematics for the Itna H E school on Rs 25. Apply to the Hd master. Dt Jessore.

An F A Hd master for Khandalia M E school, on Rs 16 to 22 according to qualification Lodging and boarding free. Apply to Babu Kedarnath Das pleader Diamond Harbour 24 pergs.

An F A Hd master and Entrance 2nd master for Lakshmipur M E school Rungpur on Rs 25 and Rs 15 rising to Rs 30 and Rs 18 with free board and lodging. Mahishya Mahamedan and Kayastha preferred. Apply to the Dy Inspector of schools Gaibandha circle (Rungpur) within 31st December.

For the Baruipur H E school, Dt. 24 Pargannas, a graduate, strong in Mathematics, as third teacher on Rs 32 per mensem. Must stick to the post for at least 2 years. Baruipur po Dt 24 Pargannahs.

An Entrance passed second master for the Kamolgonj M E school, Sylhet Apply before 31st December. Po Kamalgunj, Sylhet.

An F A Hd master and a Hd Pandit passed under the new system on Rs 25 and Rs 18 respectively; lodging free for the Kulipore M E school, Pindira po. (Hooghly) via Pundooah E I R. Must stick at least for one year.

Three undergraduates who readup to the B A standatd—one in 'B' course to teach Geography under the New Regulations of the University, and two in 'A' course strong in English and Sanskrit respectively for the Dholla H E school (Mymensing). on salaries ranging from Rs 25 to Rs 30. Must stick to the posts for at least two full sessions. Will have to join from the beginning of the next session, in 3rd January, 1910.

A graduate strong in Mathematics as 2nd master of the Raniguni H E school on Rs 50 to 55 according to qualyfications. Must stick at least two sessions. Private tuition available. There is a Boarding House attached to the school.

An assistant teacher F A strong in Mathematics on Rs 15 with free board and lodging private tuition available and a B A strong in English on Rs 35 rising to 40 with free board and lodging private tuition available Kayestha preferable—Apply before 15th December. Bidyanandakai R B Institution Jessore.

An English knowing Kabyatirtha Hd Pandit and a senior Madrasa passed English knowing Moulavi for the Murshidabad Beldanga H E school on Rs 25 each a month.

A Govt titleholder Hd Pandit for the Chatmohor S N High school on Rs 25. Apply to the Hd master po Chatmohor (Pabna).

A B A teacher on Rs 45 and an F A on Rs 25 private tuitions available. Apply to Hd master A C Institute Dishergurh.

A B A on Rs 40 and a new Normal passed (from Hugly or Calcutta) Pandit on Rs 20 as assistant Hd master and 2nd Pandit and Drill and Drawing master for the Kboksa-Janipur H E school Nadia, 8 miles from Khoksa E B Ry: there is a boarding.

A Hd master F A for the Sabbisha M E school on Rs 30 po Shealkole, Tangail, Dt Mymensingh.

A graduate 2nd master for the Jagadballabhpur H E school (Dt Howrah) on Rs 40 a month. Must stick at least a year.

A graduate assistant Hd master strong in Mathematics for the S M Institute, Khankhanapur Dt Faridpur on Rs 50—60 per month. Must stick at least two years. Apply to the Asst. Secretary S M Institute C/o Hd master, Khankhanapur, suroj Mohini Institute Khankhanapur po Dt Faridpur.

A graduate Hd master strong in English on Rs 50 per month at present with free quarters private tuition available. Must stick at least for 3 years. Bhagirathpur H E school po. Bhagirathpur Murshidabad.

An English knowing first grade 2nd year Normal passed teacher on Rs 25. Siliguri H E school Dt. Darjeeling.

A Kayastha F A or plucked F A for Tantra M E school the former on Rs 17 and the latter on Rs 15 a month: free board and lodging on tuition. The place is one and half miles from Basirhat Railway station. Basirhat po. 24 pergs.

Two graduates (Hd master and [illegible]stant master) for the Sitlakati [illegible]E school in the Dt of Barisal. [illegible]y Rs 40—60 and Rs 35—45 [illegible]ctively according to qualifications, [illegible] free board and lodging. Must [illegible]k at least two sessions.

An Asst. Hd master for the Chitta[illegible]g H E school on Rs 60 A B course [illegible]duate with Honors in Mathematics [illegible] B Sc. preferred. The selected [illegible]didate will have to join his post [illegible] the Christmas vacation and will [illegible] to stick to it for at least 2 years.

[illegible] B course graduate for the post [illegible] 2nd master Raj H E school, [illegible] loop line, on Rs 50 per month. [illegible] before 10 th proximo.

An F A Hd master for the Habib[illegible] H E school on Rs 25 a month. [illegible] lodging. Every chance of secur[illegible] private tuition. Only two miles [illegible] Ranaghat Railway station, E B S R. Apply to Babu Rajani [illegible] no 32, Clive street, [illegible]cutta.

জেলা মালদহ, পোঃ অমৃতি, অমৃতি মইঃ [illegible] একজন ব্রাহ্মণ হেঃ মাঃ। বেতন ২০ [illegible] আবা। অথবা কেবল ২৫ টাকা।

[illegible] গড়াই মইঃ স্কুলে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। [illegible] আপাততঃ তিন মাসের জন্ত। বেতন ১৫ [illegible] আবা। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন [illegible]রিতে হইবে।

[illegible] মইঃ স্কুলে নূ নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। [illegible] ১৮ টাকা ও বাসা। পাকুড়িয়া সাঁড়াষেল [illegible] হইতে দুই ক্রোশ দূরে। শ্রীহরিবল্লভ [illegible] পাবনা জিলা স্কুল, পোঃ পাবনা, [illegible]বনা।

[illegible] মধ্য স্কুলে একজন নূ হেঃ পঃ। [illegible] ১৫ টাকা ও আবা। নর্ম্মাল হেঃ পঃ [illegible] চলিতে পারে। পোঃ ভাতশালা, জেলা [illegible]

[illegible]গ্রাম মইঃ স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স হেঃ [illegible] একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৫৲ [illegible] এবং বাসা। আবেদন সত্বর গ্রাহ্য। [illegible] রায়, হেঃ মাঃ, পোঃ আজিগ্রাম, ভায়া [illegible] পুর।

আতরা স্কুবের ত্রিপুরাসুন্দরী মইঃ স্কুলে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে ভাল ইংরাজী জানা এফ, এ পাশ একৈক হেঃ মাঃ। আশু। পোঃ আতরা, ময়মনসিংহ।

মইঃ স্কুলে একজন এফ, এ পাশ শিক্ষক ও একজন নর্ম্মাল পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিত। বেতন যোগ্যতা অনুসারে প্রদত্ত হইবে। ইংরাজী শিক্ষক আশু চাই। আবা পাইবেন। শ্রীহরি প্রসন্ন রায়, ১০২ নং পঞ্চানন তলা রোড, দক্ষিণ বাটরা, হাওড়া।

দাক্ষিণখণ্ড চৈতন্ত চতুষ্পাঠীর জন্ত একজন একজন সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়াইবার জন্ত বুৎপন্ন পণ্ডিত বেতন ৭ টাকা ও আবা। ইহা ব্যতীত নিমন্ত্রণও পাইবে অধ্যাপনাদিতে ও ডাক বসেই শ্রীসকলানন্দ ঠাকুর।

আইর কান্দী মধ্য স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। বেতন ১২—১৪ টাকা এবং আবা। শ্রীবিপিন চন্দ্র কর হেড পণ্ডিত, পোঃ গৌরনদী গ্রাম আইরকান্দি, জেলা বরিশাল।

হাসাড়া কালীকিশোর হাই স্কুলে বি কোর্স বিএ বা অঙ্ক শাস্ত্রে বুৎপন্ন এ কোর্স বিএ দ্বিতীয় শিক্ষক। বেতন ৭০ টাকা। অবিলম্বে আবেদন করিতে হইবে। জেলা ঢাকা।

জেলা মেদিনীপুর, পোষ্ট গড়হরিপুর পুরগড় মইঃ স্কুলে একজন এফ, এ, হেঃ মাঃ। বেতন ২০ টাকা ও আবা।

ব্রাহ্মণ গৌরবের মূলে তপস্যা ও ত্যাগ

(সঙ্কলিত)

কেবল ভারতের নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল পণ্ডিত সমাজে যে, প্রাচীন আর্য্যজাতির গৌরব গীতিকা গীত হইয়া থাকে—যাহার স্মরণে বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থাতেও মনে আশার সঞ্চার হয়, তাহার মূলে কি আছে? তাহার অব্যভিচারী নিয়ত কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কে না বলিয়া থাকিতে পারেন—তাঁহাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি ইহার মূলে রহিয়াছে। ইহা অতীব সত্য যে, আর্য্যজাতির ধর্ম্ম, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও দর্শন আজ পর্য্যন্তও বসুন্ধরাতে অজেয় রহিয়াছে। তাহাদের নীতি যে পূর্ব্বাপেক্ষা অবনতির পথে চলিয়াছে ইহা সত্যের অনুরোধে অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাও মিথ্যা নহে যে, বহুদিনের পরাধীন অবস্থাতে অপরাপর জাতির নীতি যে দশাতে উপনীত হইয়াছে তদপেক্ষা এইক্ষণেও আর্য্যনীতি অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ আছে। তথাপি সন্ধের ব্যক্তি দেখিয়া মর্ম্মাহত হন যে, এক সময়ে যে আর্য্যেরা ধর্ম্ম ও জ্ঞানের চর্চ্চা ছাড়িয়া অর্থ চিন্তার অবকাশই পাইয়া উঠিতেন না, আজ তাঁহার বংশধরেরাও ধনগৃধ্নুতার বশবর্ত্তী হইয়া অনার্য্যোচিত অকার্য্য করিতেছে। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর মধ্যে কৃতবিদ্য লোকও দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহারাও সুবর্ণ মুদ্রার চাকচক্য দেখিয়া ধর্ম্ম ও নীতিকে ভুলিয়া যান। এই শ্রেণীর আর্য্যদিগের এইরূপ নৈতিক অধঃপতনের কথা ভাবিলে অবশ্যই মনে হয় যে, আর্য্যজাতির উন্নতি সুদূরপরাহত; কিন্তু যখন আবার দেখিতে পাই যে, আর্য্যজাতির মধ্যে এমন ব্যক্তিও রহিয়াছেন, যিনি অকাতরে কর্ত্তব্য পালনের জন্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, তখন মনে আশার উদয় হয় যে, ইহাঁর এই মহান্ ভাব নিশ্চয় ঐ নীচভাবকে পরাজয় করিয়া আর্য্যজাতিকে অভ্যুদয়ের উচ্চ সোপানে তুলিয়া লইবে।

এইক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে, আর্য্যজাতির গৌরবের মূলে তাঁহাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান ও দর্শন রহিয়াছে। কিন্তু এইগুলি অকস্মাৎ স্বর্গ হইতে অবনীপৃষ্ঠে পতিত হয় নাই, অবশ্যই এই সকলের উদ্ভাবনকারী কোন না কোন আর্য্যজাতিই ছিলেন; আর যাঁহারা এইরূপ অমূল্য বস্তুর উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিচারশীল ব্যক্তি মাত্রের পক্ষেই সম্মান করা উচিত। আর ঐ উদ্ভাবনকারী কে ছিলেন, ইহার বিচার করিতে গেলে মহামান্য মহর্ষিদিগকেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ মহর্ষিরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ বংশে সমুদ্ভূত। এইরূপ মহীয়ান মহর্ষিরা বিপ্রবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই এক সময়ে ভারতের সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদের পূজা করিতে বাঙ্নিষ্পত্তি করিত না। এমন কি রাজ্যের অধীশ্বর পর্য্যন্ত শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর সর্ব্বপ্রথমে সদ্গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতেন। পৃথিবীতে ইহা হইতে আর অধিক সম্মানের বিষয় কি আছে? কেহ মনে করিবেন না যে, বর্ত্তমান প্রথা দাদাঠাকুরকে প্রণাম করার ন্তায় ইহার মূলেও লোকাচার প্রসূত সংস্কার মাত্র ছিল। কেন না তাঁহাদের পাবন চরিত্রের লোকোত্তর শক্তিই আপন অদম্য প্রভাবে রাজশক্তিকে অবনত করিত। ঐ শক্তির অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট না হইয়া কেহই থাকিতে পারিত না। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবর্চ্চস লাভ করিবামাত্র অপর সকলে উৎকৃষ্ট ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই তাঁহা

দিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। না করিবে কেন, তাঁহারা যুগপৎ ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অভিন্ন ব্যূহ ভেদ করিয়াছিলেন, এই জন্য কদাপি বিষয়াসক্তি প্রভৃতি প্রবল রিপু তাঁহাদের মন স্ববশে আনয়ন করিতে পারিত না। তাঁহারা আত্মবিজ্ঞানের অনাময় স্পর্শে এমন অবশ হইয়া যাইতেন যে, পার্থিব সুখের লালসা মনে উদিতই হইত না। এই কারণে রাজ্যশাসনের সমস্ত কৌশল জানিয়াও রাজপদ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতেন। অধিক কি বলিব, ব্রাহ্মণের রাজত্বে অধিকার নাই; এইরূপ বিধান নিবন্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের এই স্বর্গীয় নিঃস্বার্থ ভাবের উপমা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়? যখন রাজনীতি, যুদ্ধনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি নিখিল লৌকিক বিদ্যা তাঁহাদের রসনাগ্রে নৃত্য করিত, তখন ইচ্ছা করিলে যে রাজসিংহাসনও ব্রাহ্মণের করায়ত্ত হইত, এইরূপ সম্ভাবনাকেও ভ্রমাত্মক বলা যাইতে পারে না। পাঠক একবার অনুধাবন করুন যে, রাজ্যের জন্য দেশে দেশে পিতা পুত্র হত্যায়, পুত্র পিতৃহত্যায় লিপ্ত হইয়া থাকে; সামর্থ্যসত্ত্বে তাহা হইতে নির্লিপ্ত থাকা কতদূর মহান্ মনের পরিচয়—কতদূর ত্যাগ স্বীকারের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। এই জন্যই মনু বলিয়াছেন "অনৃশংসাৎ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রতে ইতরে জনাঃ"।

এইরূপ সন্দেহ করিতেও পারা যায় না যে, তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি জানিতেন না, কেননা ঐ সকল বিদ্যার গ্রন্থ তাঁহারাই প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই ত গেল গ্রন্থ রচনার কথা, আবার পরশুরাম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ যোদ্ধারও অভাব ছিল না। কেবল যে, ইঁহারা যোদ্ধাই ছিলেন এমন নহে, অনেক ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণকে বীরত্বের অযোগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন উল্লিখিত উদাহরণই, তাঁহারা যে ভ্রান্ত ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় বিজয়ী হইয়াও স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই, বরং ক্ষত্রিয়ের উপর ঐ ভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন। ইহা কি তাঁহার তাৎকালিক ক্ষত্রিয় দুর্নীতি নাশ মাত্রই ব্রতের সঙ্কল্প বলিয়া বুঝাইয়া দেয় না! ইহা কি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গৌরব বুঝাইয়া দেয় না? যতদিন শাস্ত্র মানিয়া ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপালন করিতেছিলেন ব্রাহ্মণ রাজ্যপালনে হস্তক্ষেপ করেন নাই। পরশুরামের প্রতি তখনকার ক্ষত্রিয়েরা যেরূপ কুৎসিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে এই রক্তাবলম্বনের প্রয়োজন বুঝিতে পারা যায়। যে শাস্ত্র মানিবে না, জনাপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া অকার্য্যে লিপ্ত হইবে সেই বাহুবল দর্পিত মদোদ্ধতদিগকে প্রহার ভিন্ন সংশোধনের উপায় নাই। সেইস্থানে ত্যাগী ব্রাহ্মণতেজঃসম্পন্নদিগকেও অস্ত্রধারণ করিতে হয়। সমাজের পরিত্রাহি ডাকে ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয় দমন করিয়াছিলেন। নিঃক্ষত্রিয়টা কথার কথা। যাহারা অত্যাচারী ক্ষত্রিয় তাহারাই নিহত হইয়াছিল। যাহারা সরলভাবে শাস্ত্রমত প্রজাপালন করিতেছিল তাহাদের বিনয়েই পরশু প্রতিহত হইতেছিল। পরশুরাম ক্ষত্রিয় মারিয়া কোথাও ব্রাহ্মণকে রাজা করেন নাই। নিজেও রাজত্ব করেন নাই। তিনি যেন রোমান ডিক্‌টেটর সিনসিনেটস বা মার্কিণ ওয়াশিংটন। সমাজের বিপত্তি জন্য অস্ত্রধারী। নচেৎ অস্ত্রধারণ জন্য ব্যগ্র নহেন। ক্ষত্রিয় মধ্যে শ্রীরামের উদয় হইতেই উঁহার কার্য্যশেষ হইয়া গেল। আর ক্ষত্রিয় ভীতি প্রদায়ক ক্ষত্রিয় সংযম উদ্দীপক পরশুর প্রয়োজন থাকিল না। ব্রাহ্মণ পরশুরাম যে, স্বয়ং রাজসিংহাসন অধিকার না করিয়া পেনসন জায়গীর কিছুই না লইয়া তপস্যার্থ অটবীর আশ্রয় লইলেন, ইহাই আর্য্যের মহত্ত্বের পরিচায়ক।

দুঃখের বিষয় এই, যে বিদ্যার প্রভাবে লৌকিক সুখ ও বৈভবের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ রাজাসনকেও অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারা যায়, তাহাকেও আজ কৃতবিদ্য লোক অনাদর করেন। অনেকের মুখে শুনিতে পাই, প্রাচীন মহর্ষিরা বর্ত্তমান প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য লোক অপেক্ষা কম জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বনামধন্য সুশিক্ষিত রাজা মাধবরাও মহাশয়ও বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে, "Avoid the mischievous error of supposing that our ancient forefathers were wiser than men of the present times. It can not be true Every year of an individual's life he acquires additional knowledge. Knowledge thus goes on accumulating year by year."—
অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের লোক অপেক্ষা প্রাচীন যুগের লোকেরা অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন এইরূপ অনিষ্টজনক ভ্রান্ত ধারণাকে পরিত্যাগ করা উচিত। ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না। প্রত্যেক বৎসরে প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান ও দর্শন-শক্তি বাড়িতে থাকে। এইরূপ ক্রমশঃ [illegible] জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই কি?

এই সম্বন্ধে ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, পুরাকালের ঋষি অপেক্ষা বর্ত্তমান ঋষিদিগের বহির্জগতের ভূনীতি, পার্থিব সুখ ও তদুপকরণ সংগ্রহের জ্ঞান প্রভৃতি অধিক হইলেও অন্তর্জগতের ধর্ম্মনীতি, আধ্যাত্মিক সুখ ও তদুপায় সকলের জ্ঞান ও তৎসম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। যেরূপ প্রাচীন যুগে অন্তর্জগতের জ্ঞানটা বাড়িয়াছিল বলিয়া বহির্জগতের জ্ঞান আশানুরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, তদ্রূপ বর্ত্তমান যুগে বহির্জগতের জ্ঞানটা বিস্তৃত হওয়ায় অন্তর্জগতের জ্ঞানকে সঙ্কোচ নীতির পথে চলিতে হইয়াছে। ইদানীন্তন লোকেরা দৈনন্দিন ধর্ম্ম, সত্য, শান্তি, স্বার্থত্যাগ, তিতিক্ষা ও সমবেদনার পথ ভুলিয়া পাপ, মিথ্যা, অশান্তি, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ এবং অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে চলিতেছে। প্রাচীন যুগের অপেক্ষা ইদানীন্তন যুগের মহোদয়েরা অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এই কথাটার ইহাই অর্থ হইতে পারে যে, এই যুগের লোকের বহির্জগৎ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক পল্লবগ্রাহিতা হইয়াছে বা হইতেছে। কিন্তু বুদ্ধির মৌলিক তত্ত্ব কিছুই বাড়ে নাই, প্রত্যুত কমিতেছে। ইহার কারণ অসংযতেন্দ্রিয়তা; কোথায় সেই মহর্ষি সেবিত ব্রহ্মচর্য্য? নবীন ঋষিরা যে, কোন একটা বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারেন না এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অনতিবিলম্বেই তাঁহাদের মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে ইহারও নিদান ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই বটে। তাঁহাদের আয়ুক্ষীণতাও এইরূপ নিয়মেই ঘটিয়াছে। ধর্ম্মভাবের অভাব ও বিলাসিতা বৃদ্ধিতে যে, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছেন, এই কথা অতীব সত্য।

বোধ হয় শিক্ষিত কোন ব্যক্তিই ইহাতে সন্দেহ করিবেন না যে, ব্রাহ্মণই প্রায় সমস্ত আর্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যাঁহাদের প্রসাদে বেদ বেদান্ত প্রভৃতির অমূল্য উপদেশ পাইয়া আমরা মনুষ্য জন্ম সফল করিতেছি, তাঁহাদের উপর কৃতজ্ঞ না হওয়া কি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক? বেদ যাঁহাদিগকে বিরাট পরমেশ্বরের শ্রীমুখ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি রাগ দ্বেষের বাগজালে পড়িয়া অবজ্ঞা করা উচিত? এইস্থলে হয়ত অনেকে বলিয়া উঠিবেন, ব্রাহ্মণেরা উদারতা বিসর্জ্জন দিয়া বিদ্যাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন বলি

তাঁহাদের উপর ভক্তি হয় না। আমরা কিন্তু এই কথাটাকে আদৌ জ্ঞানসম্মত না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ দ্বিজাতিবর্ণের পক্ষে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের বিধান আছে। বেদে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার নাই সত্য, কিন্তু পুরাণ প্রভৃতির অধ্যয়নে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হয় নাই। অথচ ব্রাহ্মণের পক্ষে আপৎকাল ব্যতীত অব্রাহ্মণের নিকট হইতে অধ্যয়ন বিহিত হয় নাই। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ যেরূপ সুচারুরূপে অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন অপর বর্ণ সেইরূপ পারিত না। কেন না, তাহারা স্বজাতি কার্য্যে আবদ্ধ থাকিত বলিয়া শাস্ত্র চিন্তার যথেষ্ট সময় পাইত না। দিবারাত্রি যাহারা যে বিষয়ে লিপ্ত থাকে, তাহাদের নিকট সেই বিষয়ের শিক্ষা উত্তমরূপে হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা এই তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণদিগকেই আচার্য্য-পদে ব্রতী করিতেন। ধর্ম্ম ও শাস্ত্র গবেষণা বিষয়াসক্ত লোকের দ্বারা ভালরূপে হইতে পারে না ইহা যখন সত্য, তখন কোনও মাত্র সর্ব্বস্ব নিস্পৃহ ব্রাহ্মণের উপর যে ঐ উভয় কার্য্যের ভার ছিল, ইহাকে কোন প্রকারে অন্যায় বলা যাইতে পারে না। তাঁহারা নামে গৃহস্থ ছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের মহান্ জ্ঞান ও বৈরাগ্যই প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে।

কেহ কেহ আবার দান ও ভোজনের কথা পাড়িয়া ব্রাহ্মণদিগকে স্বার্থপর বলিয়া উপহাস করিতে ছাড়েন না। এইস্থলে বিচার্য্য যে, অর্থাগমের প্রধান সাধন রাজ্য, বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের অধিকৃত ছিল; ঐ গুলিতে ব্রাহ্মণের হস্তক্ষেপ করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং উপহাসকারীর কি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে না যে, বায়ু ভক্ষণ করিয়া কালহরণ করাই তাঁহাদের উচিত ছিল? হাসির কথা নহে, ইহা মহীয়ান্ অন্তঃকরণের পরিচয়—অতি সামান্য জীবিকাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলনে জীবন অতিবাহিত করা ও সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের পরম হিতসাধনে নিয়োজিত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বকালের ভূদেবেরা আদর্শ-চরিত্র ছিলেন, তাই শাস্ত্রে লিখিত আছে—"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।" পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণেরা যদি তথাকথিত ব্রাহ্মণই হইতেন, তবে কি মনু জলদগম্ভীরস্বরে ব্রাহ্মণের এইরূপ অতুলনীয় মহত্ত্ব ঘোষণা করিতে সাহস পাইতেন? ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া মনু বস্তুতঃই তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। "বিপ্রাঃ দেবাঃ"। "ভূদেবাঃ"। "ব্রাহ্মণো দেবতা"। কোন সমাজে জীবন ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া জগতের হিত সাধনে ব্রতী হওয়াও যদি স্বার্থপরতা নামে অভিহিত হয় তবে যে, পরার্থপরতা কি হইতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। পরন্তু পাশ্চাত্যভাবের চশমাটাকে কিছুকালের জন্য খুলিয়া আর্য্যভাবের অঞ্জন লাগাইয়া প্রাচীন ভারতের দিকে চাহিয়া দেখিলে এই বিপর্য্যয় বুদ্ধিটা তিরোহিত হইলেও হইতে পারে। দেশীয় শাস্ত্র চর্চ্চার অভাবে এই প্রকার অনেক কুসংস্কার প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য সম্প্রদায়ের মনে জমিয়া রহিয়াছে। আশা করিতে পারি এইক্ষণে যে প্রাচীন ও নবীনভাবের মিশ্রণ তরঙ্গ উঠিয়াছে, উহা দ্বারা তাহা ধুইয়া যাইবে।

আবার এইরূপ কৃতবিদ্য লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা পুরাকালের পূতচরিত্র ব্রাহ্মণদিগের উপরও উৎপীড়নকারী বলিয়া অভিযোগ আনয়ন করেন। তাঁহারা স্বপক্ষ সমর্থনে "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" ও "একমেবৈব শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ" ইত্যাদির উদাহরণ দিয়া থাকেন। এই স্থলে বিবেচ্য যে, পুরাকালে শূদ্রেরা খাঁটি কোন না কোন ভাগ ছিল তোম বুদ্ধিমান, বর্ত্তমান সুশিক্ষিত শূদ্র নামধেয়। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আর্য্যরক্ত সমন্বিত জাতি সকলের ন্যায় মার্জ্জিতবুদ্ধি ছিল না। তাহাদিগকে "মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি" উক্তির লক্ষ্য স্থল বলিলেও কোন প্রকার অসঙ্গতি দোষ আসিবে না। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে মতি অর্থাৎ পরা বিদ্যা তাহাদিগকে না দেওয়াই উচিত। আর দিলে যে, "উপদেশোহি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে" নীতিতে বিপরীত ফল ঘটিত না তাহার প্রমাণ কি? একরূপ অধিকারীকে বেদান্ত বুঝাইতেছেন আর ব্রাহ্মণের সেবাতে—অর্থাৎ শ্রদ্ধাসংযুক্ত সংসর্গে—তদানীন্তন শূদ্রের পরম ধর্ম্মলাভ হইত তাহাতেই বা কি সন্দেহ? সকলেরই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃমাতৃ সেবার কি ফল নাই? নিজের গুরুদেবের সেবায় কি প্রত্যক্ষলাভ পান না? তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা কৃতবিদ্য পরমধার্ম্মিক ও মানব মাত্রের আদর্শ ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের সেবা করিতে যাইয়া শূদ্রেরা সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ শ্রবণ দ্বারা ক্রমনীতিতে পরম গতির দিকে অগ্রসর হইত। আজও কি ব্রাহ্মণের সংসর্গে সদাচারসম্পন্ন হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও শুদ্ধাচার হয় না? ইহাও সত্য যে, ঐ সময়ে প্রকৃত শূদ্রদিগের সম্পদ লাভ হইলেই তাহারা সমাজের বিশেষতঃ অসহায় ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার করিত এবং বর্ব্বরতা হেতু উহার অপব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হইত না, সুতরাং এইরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের সম্পত্তি রাজাধিকৃত হউক। বর্ত্তমান সৎশূদ্রদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া তদানীন্তন প্রকৃত শূদ্রের জীবন মীমাংসা হইতে পারে না, কেন না তাহারা অত্যন্ত বর্ব্বর ও অনাচারী ছিল। সুতরাং তাহাদিগকে সুশাসনে রাখিবার জন্য যদি কোন কঠোর বিধান বিহিত হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য বিধানকারীদিগকে দলনকারীর দলে ভর্ত্তি করা যায় না। দুষ্ট হস্তীর ও বন্য অশ্বের দমন বশ করার সময়ে কঠোরতার প্রয়োজন আছে। এখন পরাধীনতা হেতু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যেরূপ শিথিল হইয়া পড়িয়া ও শূদ্রের উন্নতি হেতু যেরূপ একাকার চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব্বে এইরূপ ছিল না। তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে যথোচিত শাস্তি অনেক অধিক প্রয়োজন ছিল। এইরূপ অবস্থাতে বেদ শ্রবণ বা বেদ প্রাপ্তাচিত্ত তপস্যাদির দ্বার অনধিকারিগণ করিলে যে, কঠোর দণ্ডবিধান দেখিতে পাওয়া যায় ইহার উদ্দেশ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন আমরা আইন মতে অস্ত্র রাখিতে অনধিকারী। কোমরে ছুরা বিভলভার এবং হাতে একটা মিলিটারী রাইফল লইয়া এবং পশ্চাতে একটা তোপ টানিয়া—দশজনে বাহির হইলে অনধিকার চর্চ্চার ফল সঙ্গে সঙ্গে পাইতে হইবে কি না? কয়েকদিবস বিদ্রোহ কোন শাসন কর্ত্তার কখন চাহেন না। ব্রাহ্মণেরা গুণের আদর করিবার সময়ে নীচবর্ণ ও উত্তমবর্ণ লইয়া কোন প্রকার গোল যোগ করিতেন না। তাই "শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যাং আদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" বিধান রহিয়াছে। নিকৃষ্ট শূদ্র হইতে বিষনিবারিণী বিদ্যা ও অন্ত্যজ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণের বিধান ব্রাহ্মণের পক্ষে যে সমদর্শিতার পরিচায়ক ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। সূত পুরাণের বক্তা ও ব্রাহ্মণ শ্রোতা, এই ঘটনা এবং শূদ্র সঞ্জয় ও বিদুরকে ব্যাসের ন্যায় মহর্ষির সমাদর করায় বৃত্তান্তও ব্রাহ্মণের উদার ভাব ব্যক্ত করিয়া দেয়। ভাগবতপ্রণেতাও স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়া লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই—"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং"। ব্রাহ্মণ যদি বাস্তবিক শূদ্রবিদ্বেষী ও

কেবল নিজবর্ণ হিতৈষী হইতেন তবে কি তাঁহাদের লেখনী হইতে এইরূপ উদার শাস্ত্রপাঠ শূদ্রবাণী নিঃসৃত হইত? তবে যে বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে উদারতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহার কারণ তাঁহারা বেদের উপর অত্যন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি রাখিতেন বলিয়া, "স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়েতাং" শ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হন নাই। যাহা হউক ঐ শূদ্রেরা যে পুরাণ পদ্ধতি পড়িয়া জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং বহুশত বর্ষ সেই পরম ধন ভোগ করিয়া যে জাতি অনেকটা উন্নত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কিছু অনার্য্যরক্তের সংমিশ্রণ থাকায় অনেক সৎশূদ্রও ব্রাহ্মণবিদ্বেষী; পরন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাত ঋষি দিগের সম্বন্ধে বিশেষ ভক্তি পোষণ করেন না। আরও ভক্তি ও বিনয়ের অনুশীলনে ওপারটুকু বাহির হইয়া যাইবে। এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যদি তাহা না হইত তবে ধর্ম্মবাদ পদ্ধতির শাখা কখন মহা আরম্ভ হতে দেখিতে পাইতাম না।

অনেকের মত এই যে, আর্য্যেরা (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) বিজেতা ও শূদ্র বিজিত ছিল। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে ব্রাহ্মণেরা তাহাদের উপর যেরূপ সোজা ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। তবে যে নব্য সম্প্রদায়ের কোন কোন শূদ্রাবলম্বী মহাশয়েরা প্রাচীন ঋষিদিগকে অসুরের দলভুক্ত করিতে লজ্জা বোধ করেন না, ইহার কারণ বর্ত্তমান শূদ্রদিগের আদর্শে তাঁহারা প্রাচীন শূদ্রদিগের জীবন কল্পনা করিয়া লয়েন ও বর্ত্তমান অধঃপতিত বামনঠাকুরদিগের ন্যায়ই পূর্ব্বকালের বিপ্রদিগকে মনে করেন।

ব্রাহ্মণেরা যদি প্রাচীন রোমান বা আমেরিকানদিগের ন্যায় বিজিত জাতির সহিত ব্যবহার করিতেন, তবে আজ ভারতে শূদ্রজাতি অদৃশ্য হইয়া যাইত। তাঁহারা বেদজলধিমন্থন করিয়া যে জ্ঞানরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহার জ্যোতিতে তদীয় হৃদয়ে সঙ্কীর্ণ ভাবের তিমির স্থান পাইত না। তাই বেদে দেখিতে পাই "ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্মৈবেমে কিতবাঃ"— এই দাসেরা (মৎস্যজীবীরা) ও ব্রহ্ম এবং এই কিতবেরাও (ছলকারীরা) ব্রহ্ম। ফলতঃ যাঁহাদের জ্ঞান অন্তিম সীমায় উপনীত হয় তাঁহাদের মনকে কখন নীচভাব কলুষিত করিতে পারে না। তাঁহারা শূদ্র, শপপুত্র ও অন্ত্যজশূদ্র পর্য্যন্ত সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। এইরূপ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের আখ্যায়িকাও অধ্যাহার করা যাইতে পারে। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিলেন, কিন্তু শান্তির প্রতিমূর্ত্তি তত্ত্বদর্শী বশিষ্ঠের মন লেশ মাত্র বিচলিত হইল না। কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি এইরূপ ব্রাহ্মণের গৌরব না করিয়া থাকিতে পারে? কোন্ বিচারশীল পুরুষ প্রলাপ বাক্যে ভুলিয়া এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে অসুর দলে ভর্ত্তি করিতে সাহস পায়?

প্রাচীন ও বঙ্গ শূদ্রেরা বিজিত ও এই দেশ তাহাদের অধুষিত ছিল। আর্য্যজাতি উত্তর কুরু হইতে ক্রমশঃ আসিয়া ভারত অধিকার করেন ইহা যখন স্বীকার্য্য, তখন অতি দূরবর্ত্তী বিভিন্ন দেশবাসী বলিয়া উভয়ের ভাষাগত যে বিলক্ষণ পার্থক্য ছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? পক্ষান্তরে আর্য্যজাতি সুসভ্য ও সুশিক্ষিত আর শূদ্রজাতি অসভ্য ও অশিক্ষিত: সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে আর্য্যজাতির কণ্ঠনিহিত বেদের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা শূদ্র শূদ্রজাতির পক্ষে দুঃসাধ্যই ছিল। আর ঐ সময়ে কণ্ঠলিপির আবিষ্কার হইয়াছিল কি না এই বিষয়েও সন্দেহ আছে, বোধ হয় মুখেই গ্রন্থের কার্য্য করিত। পরস্পর আচার বৈলক্ষণ্য হেতু উভয়ের মধ্যে মিশামিশির ভাবটাও অত্যন্ত কম ছিল। যদিও ভারত অধিকারের বহুদিন পরে উভয়ের মধ্যে সহযোগের মাত্রাটা ক্রমবিকাশের দিকে চলিয়াছিল, তথাপি প্রথম অবস্থাতে যে ঐরূপ ছিল না ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহার দ্বারা বুঝা গেল যে, আর্য্যজাতির গৌরব ধর্ম্ম, জ্ঞান ও দর্শনমূলক। আর ঐ গুলির আবিষ্কার ব্রাহ্মণ হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা যে কোন জাতির উপর অন্যায় প্রভুত্ব বা অত্যাচার করেন নাই তাহাও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

চাণক্যের ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি অটলপ্রতিজ্ঞ নৈতিক মন্ত্রী জগতে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। রাক্ষসের ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রভুভক্ত মন্ত্রীও বিরল বলিয়াই মনে হয়। পরন্তু নিঃস্বার্থভাবে উভয়েই অদ্বিতীয়—উভয়েই ব্রাহ্মণোচিত সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত। পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কি প্রাতঃস্মরণীয় নহে। ইঁহারা ও শূদ্ররাজারই মন্ত্রী ছিলেন। ব্রাহ্মণ পেশোয়াদিগের অধিকারেই কাহার সিন্ধিয়া, মেহপালক গুইকোয়ার, এবং বালক হোলকার রাজালাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের স্বভাবই গুণ গ্রহণ। এখনকার ব্রাহ্মণকে প্রবৃত্তি না হয় সম্মান করিও না, কিন্তু প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণদিগকে গালি দিও না। তাঁহাদের রক্তে ও শিক্ষায় আজ লেখনী ধারণে লেখাপড়া। যাহারা যে জাতীয় হউন না কেন তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্য অল্পাধিক পরিমাণে ঋণস্বীকৃত। (সাহিত্য সংহিতা ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা)

মূল্য-প্রাপ্তি।

যাহারা মূল্য পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের নাম ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা কাগজে লেখা থাকিবে। যাঁহারা টাকা পাঠাইবেন তাঁহারা আপন আপন নম্বর ব্যবহার করিবেন। কিছু লেখা না থাকিলে টাকা প্রাপ্তি স্বীকারে বুঝিতে হইবে।

১৪৯১ শ্রীযুক্ত হেঃ মাঃ চুড়াইন স্কুল, ঢাকা ৩০।১১।১৯৬০

১৪৯২ „ শিক্ষক নদীহা স্কুল, বর্দ্ধমান ঐ

১৪৯৩ „ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাগতক গ্রাম ঐ

১৪৯৪ „ সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু কুসুমগ্রাম ঐ

১৪৯৫ „ যজ্ঞপতি বিদ্যাবিনোদ যোগড়া ঐ

১৪৯৬ „ দৈবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীপাশা ঐ

১৪৯৭ „ প্রঃ শিঃ কদাগাছিয়া স্কুল ঐ

১৪৯৮ „ উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য খাটী কোমরা ঐ

১৪৯৯ „ রাসবিহারী দে গোলনাজী ঐ

১৫০০ „ ফণিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় কানুহা ঐ

১৫০১ „ আবদুল গফুর আহম্মদ ঐ

১৫০২ „ কিশোরীনাথ বসু কুড়িগ্রাম স্কুল ঐ

১৫০৩ " পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বারহাট্টা ঐ

১৫০৪ „ ভবতারণ মুখোপাধ্যায় বেতে স্কুল ঐ

১৫০৫ „ অঘোরনাথ কর্ম্মকার বয়ড়া স্কুল ঐ

১৫০৬ „ প্রমদাচরণ চক্রবর্ত্তী মন্নারহাট বোর্ড ঐ

১৫০৭ " কালীকমল ভট্টাচার্য্য মালঞ্চপাড়া স্কুল ঐ

৯৭৭ „ জগবন্ধু মোদক কলিকাতা ঐ

৮৫১ " শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাটাল ঐ

৮৪৪ " তারকচন্দ্র সান্যাল হেঃ পঃ রাণীনকৈল ঐ

৮৩৫ „ রজনী কান্ত হাজরা ঐ

৭৯৩ „ দীনবন্ধু রায় হেঃ মাঃ ইছাপুর ৩১।১০।১৯৬০

৭৭৬ „ হরিলাল সাহা শিঃ দেওঘর ঐ

৭৬৯ „ শিঃ পাঁচলা মহেং ৩০।১০।১৯৬০

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি মাসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় Educational Gazette Chinsurah,

প্রাপ্তপত্র

সম্পাদকীয় মতামত নয়

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের ভাব

মহাশয় !

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ পড়িয়া উহাকে পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হইল। অনেক ভাল কথা ছিল, কতক সঙ্কীর্ণতা ছিল। কি তাহা ঠিক করিতে পারি না। অসাম্প্রদায়িক দিবেব হইতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটীকে নিরপেক্ষ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

এই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনতম যুগ হইতে ধর্ম্মের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। বেদে আমরা কি দেখিতে পাই যে আর্য্য-ঋষিগণ অনন্ত দেবের সন্ধানে ঘুরিতেছেন; তাঁহারা বায়ুবরুণ বজ্রবিদ্যুতের স্তব করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি কেবল বাহ্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রভূত শক্তিমান পদার্থ নিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ নহে, কিন্তু সকল শক্তির মূল কারণের দিকে তাঁহারা দৃষ্টি করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদের এই কালব্যাপী সকল চেষ্টার পরে এদেশে উপনিষদের উদ্ভব হইল। উপনিষদকার ঋষিগণ "সেই একের" সন্ধান পাইয়া, তাঁহাকে আপনাদের সাধনা প্রভাবে লাভ করিয়া, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অবধারণে পারদর্শী হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ" সূর্য্য আমাদের দেবতা নহেন, চন্দ্র তারা আমাদের উপাস্য নহেন, অগ্নি বিদ্যুৎ আমাদের আরাধ্য নহেন; কিন্তু যে মহাশক্তি সূর্য্যচন্দ্র-তারার পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে কক্ষপথে নিয়োজিত করিতেছেন, বিদ্যুতে অগ্নিতে তেজ বিতরণ করিতেছেন, তিনিই আমাদের পরমারাধ্য পরম দেবতা। প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এই যে সন্ধানলাভ, তাহা স্মরণে চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য আমরা প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনার প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করি, "যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু যো বিশ্বংভুবনমাবিবেশ য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ" যিনি অগ্নিতে রহিয়াছেন অথচ যিনি অগ্নি নন, যিনি জলে রহিয়াছেন অথচ জল নন, যিনি ওষধি বনস্পতিতে বিশ্বভুবনে রহিয়াছেন অথচ উহাদের কিছুই নন, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। আমরা আপনাদৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অর্থ অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু এই মহাসত্যে পৌঁছিতে ঋষিদিগের কত যুগব্যাপী সাধনা ও তপস্যা লাগিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে শক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া শক্তিমানের উপাসনা—এই যে সোপান হইতে সোপানান্তরে গমন বড়ই কঠিন ও অভিনিবেশ সাপেক্ষ। আমাদের দেশে অনেকেই এখনও ঠিক-ভাবে তাহা ধরিয়া উঠিতে পারেন না। কেহ গঙ্গাকে দেখিয়া প্রণিপাত করেন, কেহ বা বৃক্ষ বিশেষকে নমস্কার করেন, কেহ বা সূর্য্য কেহ বা অগ্নির পূজা করেন, এইরূপ বিবিধ শক্তির আরাধনা করেন। কিন্তু এ সকলই যে তাঁহারই শক্তির বিকাশ, তাঁহার অভাবে যে ইহার কিছুই থাকিতে পারে না, এ সকলের পশ্চাতে যে তাঁহারই হস্ত তাঁহারই শক্তি কার্য্য করিতেছে, কয়জন তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিমানকে স্মরণ করেন। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" এ সকলেরই আবির্ভাব ও দীপ্তি যে তাঁহা হইতে, কয়জনের দৃষ্টি ও চিন্তা সে দিকে ধাবিত হয় এবং কয়জনের মস্তক সেই শক্তিমানের উদ্দেশে অবনত হয়। এক ভাবে বলিতে গেলে বেদের ভাব 'প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বর সন্দর্শন'; কিন্তু উপনিষদের ভাব আরও গভীর ও সমুন্নত, সে কি না 'আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন'। প্রকৃতি তাঁহাকে দেখিবার দর্পণ বটে, কিন্তু আমাদের আত্মাই তাঁহাকে দেখিবার সুবিমল দর্পণ। আত্মার ভিতরে যদি পরমাত্মার নিষ্কলঙ্ক ছবি সন্দর্শন করিতে পারিলে, তবে ত তোমার সাধনার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল। মানবাত্মা তাঁহারই আদেশে গঠিত। কিন্তু এই আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন তাঁহার সত্তাতে তাঁহার ভাবে অবগাহন ইহা হইতেও উচ্চতর সত্যে বেদান্ত উত্তরকালে অত্যুচ্চ অধিকারী দিগকে লইয়া চলিল। বেদান্ত বলিলেন তাঁহার সঙ্গে আপনার অভেদ, চিন্তা কর। জীবাত্মার উপাধি বাদ দাও। ঈশ্বরে উপাধি বা গুণ সকল বাদ দাও। উভয়ের যাহা বাকী থাকিবে তাহা এক। এবং সেই একই আছে। সমাধিতে অনুভব করিয়া দেখ। ইহা অপরের মুখে ঝাল খাওয়া নয়। অপরোক্ষ অনুভূতি। ইহা যোগ সাধনার জিনিস। উহা পাণ্ডিত্যের কথা নয়। যদি শমদমাদি দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি, উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া থাক তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। নচেৎ ও তত্ত্ব ছাড়িয়া দ্বৈত ভাবে নিজের উপযুক্ত ভাবে উপাসনাদি কর। বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী কোটিতে ১০ জন। মুখে বৈদান্তী বলিলে বেদান্তী হয় না। মুখে যাঁহারা নিজেদের বিনয়ের সহিত দ্বৈতবাদী বলেন তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ সাধক হয়ত অনেক বেদান্ত তত্ত্ব অনুভবের দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছেন! বেদান্ত সমাধির কথা। জীবন্মুক্তের কথা। সাধারণের জিনিস নহে। বেদান্ত প্রকৃত অধিকারীকে বলেন যদি এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পার তাহা হইলে মুক্তি ত তোমার করতলগত!

আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন—এই দ্বৈত ভাব হইতে অনধিকারী লোকে যতই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ চিন্তার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই উহাদের মধ্যে সাধন নীরস হইতে আরম্ভ করিল। আত্মার উপর হইতে সেই দৃষ্টি অপনয়ন করিতে না পারিয়া বৃথা সোঽহং বলিয়া উপাস্য উপাসক ভাব উহাদের মধ্যে তিরোহিত হইবার উপক্রম হইল, সংসার বৈরাগ্য ও সর্ব্ববিধ কঠোরতা আসিয়া ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সর্পে যেমন রজ্জুভ্রম হয়, সেইরূপ মরীচিকা ও ভ্রান্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, বেদান্তের এই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা অনধিকারী লোক সমাজে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে শিক্ষা যাহার উপযুক্ত নহে তাহা ব্যাপক কাল ধরিয়া মনুষ্যকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। যে কখ শিখিবার বা কথামালা শিখিবার অবস্থায় আছে তাহাকে সংস্কৃত ভাগবত পড়াইতে গেলে তাহার উন্নতি হয় না। মাথা খারাপ হইয়া যায়। দ্বৈত ভাবের উপদেশই সকলের প্রয়োজনীয়। তাহার উপরের ভাব যোগ পাইবার উপযুক্ত তিনিই পাইবেন। সকলেই শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন না।

এ দিকে বেদের ক্রিয়াকাণ্ড জীব হিংসা সাধারণ আর্য্য মানবগণকে কেমন উচ্চতর পথে লইয়া যাইতে ছিল। উপনিষদের ভাব, বেদান্তের ভাব, একমাত্র জ্ঞানোন্নত লোকেরই ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু লোকে যতই কেন বিপথগামী হউক না, জনসমাজ যতই কেন প্রকৃত ধর্ম্মপথ কল্যাণমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হউক না, যখনই তাহা সত্য সত্যই উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা স্পর্শ করে, তখনই প্রতিবাদের সময় উপস্থিত হয়। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে বুদ্ধদেবের জন্ম। তিনি "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বলিয়া ঘোষণা করিলেন, ধর্ম্মের নামে অকারণ জীবহত্যার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি আরও বলিলেন কর্ম্ম মাত্রেই পুনর্জ্জন্মের হেতু। এই বিবিধকষ্টক্লেশ সঙ্কুল পুনর্জ্জন্ম যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বাসনা

ত্যাগের উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যদি বাসনা উন্মূলন করিতে পার, তাহা হইলে নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইবে।

বৌদ্ধধর্মে স্রষ্টার কথা না থাকায় ব্রহ্মের কথা না থাকায় লোকের তৃপ্তি হইল না। উহার উচ্চ নীতিই উহাকে উচ্চে তুলিয়াছিল। তাহার পালনে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের অমনোযোগ আরম্ভ হইবা-মাত্র উহাতে ভারতবাসীর অশ্রদ্ধা হইল। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগের সকল ভাল জিনিস রাখিয়া গীতাপাঠে সকলেরই অধিকার দিয়া বৌদ্ধের মত বাদের ভিতরে ব্রহ্ম স্থাপন করিয়া সর্ব্বোচ্চদিগের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উপায় দিয়া তথায় অদ্বৈতবাদ স্থাপন এবং সরল কবিত্বপূর্ণ ও ভক্তিপূর্ণ স্তবাদিতে ভক্তির সোপান সাধারণকে ছাড়িতে না দিয়া ভারতের মহাকল্যাণ সাধন করিয়া গেলেন। বিবেক চূড়ামণিতে তিনি "মোক্ষ সাধন সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী" বলিয়াছেন। উচ্চাধিকারী প্রভৃতের উপায় দেখাইয়া আত্মার একত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন। ঈশ্বরের (সগুণ ব্রহ্মের) সহিত জীবাত্মার তুলনায় বলিয়াছেন খদ্যোতে এবং সূর্য্যে; পরমাণুতে ও সুমেরু পর্ব্বতে কূপে এবং মহাসাগরে। সেব্য সেবক ভাব অপলাপ করিতে শঙ্করাচার্য্য এ অবস্থায় বলেন নাই। উহাদেরও পশ্চাতে নির্গুণ ব্রহ্ম নিত্য একরস বর্ত্তমান সমাধির উপযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য মাত্র বলায় দোষ হয় নাই। না বলিলে সত্যের অপলাপ হইত। গীতার শিক্ষা ক্রমে লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইল। গীতা সমন্বয় গ্রন্থ; গীতাকার কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া বলিলেন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে ত দেখিতেই হইবে, তাহার সঙ্গে সর্ব্বভূতে তাঁহার অধিষ্ঠান হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, সমদর্শী হইতে হইবে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, সংসার অচল হইয়া উঠিবে, ঈশ্বরের লক্ষ্য ব্যর্থ হইবে। ফলকামনা-শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য সাধন কর, কর্ত্তব্যের অনুরোধে মাত্র কর্ত্তব্য পালন কর ফলের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। এই ভাবে যদি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার মুক্তিলাভে নিশ্চয়ই সক্ষম হইবে। ভক্তি সাধনার পথ সহজ পথ। নির্গুণের ধ্যান দেহীর পক্ষে কষ্টকর। এই ভাবে যুগযুগান্তর চলিতে লাগিল আজও ইহাই চলিতেছে। বিবিধ কাহিনীর ভিতর দিয়া ধর্ম্মের ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুরাণের বিপুল চেষ্টা এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ঘাত প্রতিঘাত তান্ত্রিক-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তান্ত্রিকধর্ম্ম মদ্যপ বেশ্যাসক্ত মাংসাহারী পশুবৎ লোকদিগকেও উপেক্ষা করিল না সকলের জন্য গুরূপদেশ সাপেক্ষ অসাধারণ শিক্ষার ও সাধনার গুরুপদেশকে দিব্যভাব অবলম্বনের পথে লইল। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সন্দর্শন করা এবং দেশমনে দৃঢ় করান তন্ত্রের গৌরব। মাতৃভাবে ঈশ্বরের সাধনা অতি সমুন্নত শিক্ষা। শঙ্করাচার্য্যও সাধারণের জন্য স্তব রচনায় ইহা দেখাইয়াছেন ইহা অন্য দেশের ধর্ম্মের ভিতরে নিতান্তই বিরল। বেদ তাঁহাকে উচ্চাধিকারীর নিকট এই সর্ব্বভাবে প্রকাশ করিয়া পিতৃভাবেও সেবা করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। "পিতা নোহসি" তুমি আমাদের পিতা, আর মনুষ্য মাত্রেই ভ্রাতা, এ শিক্ষা বেদ আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল। ঈশ্বর যে আমাদের বন্ধু তিনি যে আমাদের সুখ দুঃখে উদাসীন নন, এ শিক্ষাও বেদ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিল। কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্তে মৈত্রী-ভাব, বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদিগকে এ সত্যের শিক্ষা প্রকট করিয়াছিল। কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্ম করুণাময়ী মাতা বলিয়া তাঁহাকে সাধন করিতে আমাদিগকে বলিয়াছেন। পিতার স্নেহের ভিতরে যেন একটু কঠোরতা আছে, কিন্তু মাতার করুণার ভিতরে কেবলই ক্ষমা—কেবলই দয়া। আমরা যতই কেন মহাপাপে পাপী হই না, তাঁহার নিকট হইতে পরিচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই। তিনি তাঁহার উদার ক্রোড় প্রসারিত করিয়া আমাদের মত দুর্ব্বল সন্তানকে কেবলই আহ্বান করিতেছেন।

তান্ত্রিক ধর্ম্মের অন্য দিকে যে জীব-হিংসা রহিয়াছে ও মূর্ত্তিপূজার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে ঐ সকলের উপযোগীদের জন্য প্রয়োজনীয়। এখন কত বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ মদ্য মাংস খাইতেছেন এবং সাহেবদের ইষ্টদেবতারূপে আদর্শ রাখিয়াছেন, উঁহারা যদি কপটতা ছাড়িয়া নিজেদের তান্ত্রিক বলিয়া স্বীকার করিয়া শোধিত মদ্য ও বলিদানের মাংস ব্যবহার করেন ও "মা মা" বলিয়া ডাকেন তাহা হইলে কিছু উন্নতি হয় না কি? যখন ভিন্ন অধিকারী আছে তখন কপটতা ছাড়িয়া তাহা স্বীকার করিয়া উন্নতির পথে যাওয়াই ভাল নয় কি? উচ্চ তান্ত্রিকেরা মদ্যমাংস মৈথুন বর্জ্জিত। তাঁহারা দ্বৈতের উপাসনা দিয়া যোগে অদ্বৈতে পৌঁছেন। তন্ত্র দুর্ব্বলের মনে সৎ সাহস দেয় তন্ত্রেই কলির মানবের জন্য উপনিষদের মন্ত্র সকল গুরুমুখে ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে হয়। ভ্রষ্ট তান্ত্রিকের অনাচার দেখিয়া লোকে উত্ত্যক্ত হইলে গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া ঘোষণা করিলেন "নামে রুচি ও জীবে দয়া" ইহাই ধর্ম্ম। [illegible] তাহা ধর্ম্ম নহে। বেদ [illegible] স্বরূপ তুরীয়ই বলিয়াছেন, কিন্তু গৌরাঙ্গদেব যে ভক্তির বন্যা বঙ্গদেশে প্রবাহিত করিলেন, নাম-কীর্ত্তনের মহাত্ম্য যাহা ঘোষণা করিলেন, তাহা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব ও নিতান্তই সর্ব্বসাধারণী।

বেদের শিক্ষায় প্রকৃতিতেই মূর্ত্তি পূজার উপযোগী ভাব। উপনিষদের শিক্ষায় অবতারবাদের বা মূর্ত্তিপূজার স্থান সহ উচ্চাধিকারীর জন্য ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ে পৃথক পৃথক প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করাইয়া ভিতরের একত্বে স্মরণ করাইয়া আধিদৈবিক ভাবেও আদর্শ জীবনে লক্ষ্য দেওয়ার চেষ্টায় অবতারবাদ ও মূর্ত্তিপূজা এদেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ভিতরে অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ক্রমে মুসলমানী একেশ্বরবাদ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশে প্রবেশ করায় এক আমাদের ও ধর্ম্মের ঐ অংশ ক্রমে ক্রমে অধিকতর বিকশিত হইতে আরম্ভ করিল। তাহারই ফলে আমরা নানক পন্থ ব্রাহ্ম পদ্ধতি প্রভৃতি লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম পদ্ধতি।

ব্রাহ্মধর্ম্মও বলিতেছেন, প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে অভ্যাস কর; আত্মার ভিতরে তাঁহাকে নিরীক্ষণ কর, অন্য সকল প্রকার বাসনা পরিহার করিতে পার, কিন্তু অনধিকারী সাধারণ মানব তাঁহাকে পাইবার কামনা ও উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিতে যাইও না। সর্ব্বোচ্চ হইলে তাঁহাকে যোগে পাইবে। এখন দ্বৈতভাবে থাক। জীব হত্যা করিও না, ধর্ম্মের নামে রক্তপাত করিও না, উপাস্য উপাসকের নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা কর, তবে বিপদে সম্পদে দারিদ্র্যে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর, তাঁহার অমোঘ আশ্রয় গ্রহণ কর, ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান কর, সমদর্শী হও, সকলস্থানে তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত যাবৎ জীবে দয়া প্রদর্শন কর, তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন কর, ঈশ্বরকে পিতৃভাবে—বন্ধুভাবে—মাতৃভাবে পূজা কর, সকল মনুষ্যের সহিত ভ্রাতৃ—সৌহার্দ্য স্থাপন কর। সাধারণ হিন্দু ইহা ছাড়াও বলিতেছেন যে, অবতারবাদ মূর্ত্তিপূজা ও মধ্যবর্ত্তিতাবাদ একেবারে পরিত্যাগ করা দুঃখের কথা। উহা যাহারা পারিবে না তাহারাই সংখ্যায় অধিক। নিরাকারে ও অনন্তে বদ্ধদৃষ্টি যখন হইতে পার না তখন মুখে মিথ্যা বলিও না। মুসলমান খৃষ্টান পর পর রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের

ধাতির ধারিও না। অপবিত্র ও বৃথা আড়ম্বর করিয়া মূর্তিতেই মনোনিবেশ কর। নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া ভক্তিভাবে পূজা কর। যদি বা পূজার উপহারের নিকট ভগবান থাকেন। তিনি সর্বব্যাপী তোমার আত্মাও তিনি কিন্তু যতদিন তাহা না অনুভব করিয়াছ আবাহন বিসর্জন করিতে থাক। ভক্তি সহকারে পূজার সময়ে মনকে দৃঢ় করার জন্য আবাহন। যিনি প্রতি নিশ্বাসে ভগবৎ স্মরণ করেন তাঁহার জন্য বিসর্জন স্বীকার করিতেই হইবে। মন হইতে বিসর্জন স্বীকার না করিলেই বাড়াবাড়ি হয় না।

মা, দেবি, হরি, রাম, ব্রহ্ম প্রাণ ভরিয়া বল তাঁহার ও আমার মধ্যে অন্য কোন ব্যবধান নাই; আমরা তাঁহাকে প্রাণভরে ডাকিলে তিনি আমাদের প্রার্থনা বাক্য গ্রহণ করিবেনই এই অনন্ত বিশ্বাসে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর; চরিত্রকে নির্মল কর, অন্তরের ভিতরে যে সকল সাধুভাব আছে তাহা বিকশিত কর, ব্রহ্মোপাসক গৃহস্থ হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিপালন কর, গৃহীর কার্য্য সাধন কর, হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার স্বরূপকে খর্ব্ব করিও না, তিনি অপ্রতিম—তিনি অণুর অপেক্ষা অণু, বড় অপেক্ষা বড়, তিনি নির্বিকার—নিরাকার এবং সাকারের বাহিরে, তিনি অবাঙ্মনসোগোচর, তিনি পরম গুরু এইভাবে সাধনা কর, সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। সংক্ষেপতঃ ইহাই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম। ইহাতে গীতা নিত্য পাঠ্য। এসম্বন্ধে কোন সম্প্রদায়েরই মতভেদ নাই।

শ্রী.— [illegible]

সদালাপ। (২২)

[৯৮] কর্ত্তব্যপরায়ণ পাদ্রি।—যাজকদিগের উপর এখন অনেকে বিরক্ত। কিন্তু উঁহাদের দ্বারাই স্পষ্টবাদিতা সম্ভব। পুরোহিতেরা আগেকার মত তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী হউন এবং গৃহস্থেরা আবার উঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবার যোগ্য হউন।

ডেনমার্কের রাজা ক্যানুটের উত্তরাধিকারী রাজা গোরেক খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন বদলায় নাই। তিনি খৃষ্টীয় পাদ্রিদিগকে শাসাইতেন যদি তাঁহার যথেচ্ছাচারে উঁহারা কেহ অণুমাত্র আপত্তি করেন তাহা হইলে তিনি আবার রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজার সহিত মিলিয়া থর দেবের পূজার প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং যে অল্প পরিমাণ প্রজা তাঁহার ন্যায় এখন খৃষ্টান হইয়াছে তাহা যেন তখন একেবারে উৎপাত করিবেন। কোন সময়ে রাজা গোরেকের হুকুমে এক জন সম্রান্ত লোকের সামান্য উপহাস করা অপরাধে বিনা বিচারে শিরশ্ছেদন হয়। ইহার পরে একদিন রাজা রসকিল্ড ক্যাথিড্রাল গির্জ্জায় প্রবেশ করিতেছিলেন কিন্তু বিশপ উইলিয়ম হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা দ্বাররোধ করিয়া বলিলেন "এখানে কয়াঙ্গীলেরা এবং অনুতাপযুক্তেরা সর্ব্বশক্তিমান এবং পরম দয়াল ঈশ্বরের ভজনা করিতে আইসেন এখানে দুর্দ্দান্ত নররক্ত পিপাসু হত্যাকারীদিগের প্রবেশে অধিকার নাই!" এই অচিন্তাপূর্ব্ব রাজাপমানে রাজানুচরগণ সকলেই ক্রোধে হস্তস্থিত যুদ্ধ কুঠার উঠাইল, উগ্রস্বভাব রাজা কটিবন্ধে সংযুক্ত কোষে নিবদ্ধ তরবারিতে হস্ত দিলেন। বিশপ উইলিয়াম অটলভাবে পূর্ব্ববৎ দ্বাররোধ করিয়া রাখিয়া শুধু মাথা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন "ইচ্ছা হয় তোমরা আমার মাথা কাটিয়া গির্জ্জায় প্রবেশ কর আমি জীবিত থাকিতে ভগবানের স্থান তোমাদের দ্বারা কলুষিত হইতে দিব না।" রাজা যুদ্ধক্ষেত্রের উৎসাহে মত্ত অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের অনেক সাহসের কার্য্য অনেক দেখিয়াছিলেন; নিজেও অতীব বিপদ সঙ্কুল স্থানে যুদ্ধ করিতে ধাবিত হওয়া সম্বন্ধে কখন কুণ্ঠিত হয়েন নাই; তাঁহার কোপদৃষ্টিতে বড় বড় যোদ্ধাদের কম্পিত হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত্রের এরূপ সম্পূর্ণ নির্ভীকতা কখন দেখেন নাই এবং শুনেন নাই। উচ্চ মতবাদের জন্য এরূপ অকম্পিত ভাবে মৃত্যু আলিঙ্গনে উন্মুখতায় মহত্ত্ব তাঁহার বীর হৃদয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজবাটিতে ফিরিয়া গেলেন। তথায় রাজবেশ ও অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নগ্নপদে, ক্যাম্বিসের পোষাক পরিয়া, নগ্ন শিরে গির্জ্জায় ফিরিয়া আসিলেন। হেঁটমুণ্ডে গির্জ্জা দ্বারে পৌঁছিয়া পাদ্রির নিকট অপরাধ মার্জ্জনার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, বিশপ উইলিয়াম তাঁহাকে গির্জ্জার মধ্যে অনুতাপান্বিতদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য জপ করিতে দিলেন। তিনদিন অনাহারে জপ করাইয়া তাহার পর বিশপ রাজাকে ক্ষমা করিয়া সাধারণের সহিত ভজনার অধিকার দিয়াছিলেন। ইহার পর রাজা এবং বিশপের এরূপ বন্ধুত্ব হইল যে দুজনেই প্রার্থনা করিতেন যে উঁহাদের যেন এক সময়ে মৃত্যু হয়। তাহাই হইয়াছিল এবং উঁহাদের দুজনেরই সমাধি ঐ গির্জ্জায় পাশাপাশি দেওয়া হইয়াছিল।

(২৯) পিতৃঋণ শোধ — ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা যোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁহার বহু লক্ষ টাকা দেনা ছিল। তিনি পাকা করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি পৃথক এবং বেনামী রাখিয়া দিয়াছিলেন সুতরাং উত্তমর্ণদিগের ঐ সম্পত্তির উপর বর্ত্তমান ইংরাজী আইন অনুসারে কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের পবিত্র প্রাচীন আইন বা স্মৃতির ব্যবস্থা মতে পিতৃত্যক্ত কোন সম্পত্তি থাকুক বা না থাকুক, পিতার সকল ঋণই শোধ দিতে হয়। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও প্রাচীন ভারতের সুপুত্রের ন্যায় সুসঙ্গত ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পিতার উত্তমর্ণদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত সম্পত্তিই উত্তমর্ণদিগের হস্তে তালিকাভুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ সুভদ্র ব্যবহারে উত্তমর্ণগণ প্রীত হইয়া উঁহার কোন সম্পত্তিই বিক্রয় করেন নাই পরন্তু ঐ সম্পত্তির ব্যবস্থার ভার তাঁহার নিকটই রাখিয়া দিয়াছিলেন। সামান্য পরিমাণ মাত্র অর্থ পারিবারিক ব্যয় জন্য লইয়া উদ্বৃত্ত সমস্ত টাকাই ঋণ শোধে নিযুক্ত করায় বহুবর্ষে দেবেন্দ্র নাথের সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া যায়। তাঁহার সুব্যবস্থায় জমীদারীর আয়ও অনেক বাড়ে এবং দাতব্য চিকিৎসা জন্য এক লক্ষ টাকাও দান করা হয়। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরই পরিমিত টাকা ঐরূপ কার্য্যে দেওয়ার ইচ্ছা এক সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু দিয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ কার্য্যই প্রকৃত শ্রাদ্ধ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃঋণ শোধ এবং পিতার ইচ্ছা সকল পূর্ণ করিবার জন্য যাহার চেষ্টা নাই তাহার দ্বারা বৃষোৎসর্গ বা দানসাগর তাহার নিজের গর্ব্ব পরিতৃপ্তি জন্য অনুষ্ঠিত, তাহা প্রকৃত শ্রাদ্ধ নয়। অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলনে উন্নতি লাভ করায় এবং উপরোক্তরূপ সদ্গুণে ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্ব্বত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। পিতৃপুরুষে শ্রদ্ধাসম্পন্ন দেবেন্দ্রনাথ এই জন্যই নিজেকে "ব্রাহ্ম পদ্ধতির হিন্দু" বলিতেন; ভারতের সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা রাখিয়া সেই জন্যই আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ভাবে তিনি বাঙ্গালা দেশে উপনিষৎ ও গীতার আলোচনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিশালী পুত্রগণ সকলেই বিদ্বান, স্বদেশভক্ত ও সদ্গুণ সম্পন্ন। তাঁহার যশ নির্ম্মল এবং তিনি ভাগীরথী তীরে বাস করিতে ভাল বাসিতেন।—"পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্য লক্ষণং।"

(১০০) সাধুতা (হাতেম)।—এমন দেশের রাজা দানশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেহ তাঁহার নিকট সর্ব্বগুণশালী হাতেমের সদ্গুণ বর্ণনা করিলে রাজার ঈর্ষা হইল। তিনি যশ সম্বন্ধে নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য গোপনে একজন অনুচরকে আদেশ করিলেন "হাতেমের মাথা কাটিয়া আন।" রাজচর দূরবর্ত্তী স্থানে হাতেমের গ্রামে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে পৌঁছিলে একজন সৌম্যমূর্ত্তি বিনয়ী যুবক কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট আতিথ্য সৎকার করিলেন। দুইজন একঘরে শয়ন করার সময় যুবক তাহার অতিথিকে ঐ বাটীতে দুই এক দিন বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলে, রাজকর্ম্মচারী বলিল "আমার প্রতি গুরুতর গোপনীয় কার্য্যের ভার আছে। প্রাতঃকালেই যাইতে হইবে।" যুবক তাঁহার কার্য্যের সম্পূর্ণ সাহায্য করিবেন বলিয়া শপথ স্বীকৃত হইলে রাজকর্ম্মচারী তাহার প্রতি হাতেমের মুণ্ড ছেদনের আদেশের কথা প্রকাশ করিল এবং সহায়তা প্রাপ্তি জন্য অনেক টাকা পুরস্কার দিতে চাহিল। যুবা বলিল "ভাই! আমিই হাতেম। তুমি অবিলম্বে আমার মুণ্ড ছেদন করিয়া প্রস্থান কর। এই গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পূর্ব্ব দিকের পথে এখনই গেলে আমার অনুচরেরা বা গ্রামবাসীরা কিছুই জানিতে পারিবে না। আমি এই ঘরে নিদ্রিত আছি বলিয়া জানিবে। অনেকটা সময় পলাইবার জন্য নিশ্চিন্তে পাইবে এবং নিরাপদে কার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিতে পারিবে। নচেৎ ফিরিবার সময় বড়ই বিপদ সম্ভাবনা।" এই মহত্বে মুগ্ধ রাজভৃত্য হাতেমের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

(১০১) ধর্ম্মই রক্ষা করেন।—ধর্ম্মাধিক যুধিষ্ঠির কয়েকবার বিষম পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সকল সময়েই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া চলায় "অজ্ঞাত' বাধার বিষম সঙ্কটেও সত্যকে ধরিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

(১) যখন জল আনিতে গিয়া এবং যক্ষের প্রশ্ন [illegible] না দিয়াই জলস্পর্শ করিয়া ভীম, অর্জ্জুন নকুল সহদেব মৃতপ্রায় পড়িয়াছিলেন, এবং যুধিষ্ঠির "[illegible]" সম্বন্ধীয় ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া যক্ষ [illegible] তাহাদের মধ্যে একজনকে মাত্র [illegible] অধিকার পাইয়াছিলেন তখন [illegible] এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন সহোদর অর্জ্জুনের জীবন না চাহিয়া তিনি বিমাতা মাদ্রীকে স্মরণ করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের জীবনই চাহিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মপরায়ণতায় তুষ্ট হইয়া যক্ষরূপী ধর্ম্ম তাঁহার সকল ভ্রাতারই জীবন দিয়াছিলেন।—ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং—সকল সময়ে ঐহিক বিষয়ে ইহা প্রত্যক্ষ "দেখা না গেলেও" ইহাই প্রকৃত এবং মহা সত্য।

(২) যখন গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে ভীম এবং দুর্য্যোধনকে শিব মন্দিরে কিছু পরে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে এবং তিনি পূজা শেষে উহাদের নিরীক্ষণ করিলে উহাদের শরীর দৃঢ় হইবে তখন যুধিষ্ঠির উভয়কেই বলেন "একেবারে উলঙ্গ হইয়া মন্দিরে যাও, সর্ব্বশরীর দৃঢ় হইবে; মার কাছে পুত্রের কোন লজ্জা নাই।" "হাম বড়া" বুদ্ধি পরিচালিত দুর্য্যোধন লজ্জাবশতঃ মল্লকচ্ছ পরিয়া গিয়াছিলেন। এবং মনে করিয়া ছিলেন যে জ্যেষ্ঠের কথা না শুনিয়া খুব বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন। গান্ধারীর দৃষ্টি ঐ স্থলে কাপড়ের উপর পড়ায় তাঁহার উরুদ্বয় তেমন দৃঢ় হইল না। জ্যেষ্ঠের একান্ত বশীভূত ভীম অনুজ্ঞা সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া উলঙ্গ হইয়াই গিয়াছিলেন। ভীমের সর্ব্বশরীরই দৃঢ় হইল। গান্ধারী মনে করিলেন যুধিষ্ঠির কুটিলতাপূর্ব্বক দুজনকে দুরকম পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং সে জন্য যুধিষ্ঠিরকে শাপ দিতে উদ্যত হন। কিন্তু দুর্য্যোধনকে তখন নিজের ভুল স্বীকার করিতে হইল। এবং সেই ভুলই শেষে তাঁহার কাল হইল। নচেৎ উরুভঙ্গ হইত না। দুর্য্যোধনই খুড়তুতো ভাইদের দেখিতে পারিতেন না। যুধিষ্ঠিরের মনে কোন পাপ ছিল না। তিনি এ স্থলেও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সরলভাবে দুজনকেই উচিত উপদেশই দিয়াছিলেন।

[৩] যখন স্বর্গারোহণ জন্য পাণ্ডবেরা যাত্রা করেন তখন হস্তিনা হইতেই এক কুকুর তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিল। পত্নী ও ভ্রাতা সকলেই পার্ব্বত্য পথে স্খলিতপদ হইয়া একে একে পড়িয়া গেলে যুধিষ্ঠির স্বর্গদ্বারে পৌঁছিলেন। তখনও কুকুর সঙ্গী। দ্বিজবেশী ইন্দ্র কুকুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রবেশে অনুমতি দিলেন এবং অস্পৃশ্য কুকুরের স্বর্গ প্রবেশে অধিকার কোন মতেই হইবে না ইহা জানাইলেন। যুধিষ্ঠির কুকুরকে ছাড়িয়া স্বর্গ প্রবেশে অসম্মতি জানাইলে দ্বিজবেশী ইন্দ্র তর্ক উত্থাপন করিলেন। ভ্রাতা ও পত্নীহীন হইয়া যখন তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন তখন কুকুরহীন হইয়া স্বর্গে থাকিতে আপত্তি হইতে পারে না। যুধিষ্ঠির সঙ্গী কুকুরকে ছাড়িয়া স্বর্গে [illegible] করিতে পুনর্ব্বার আপত্তি [illegible] করিয়া বলিলেন যে জীবিতের দেহ পরিত্যক্ত [illegible] থাকে, মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া থাকা [illegible] কার্য্য, কিন্তু জীবিত সঙ্গী হইলেও দীন হইলে তাহাকে তিনি ত্যাগ করিতে পারিবেন না। কুকুরের জন্য এইরূপে স্বর্গভোগ ত্যাগ [illegible] করিলে কুকুর ধর্ম্মবেশ ধারণে তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গ প্রবেশের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং দ্বিজবেশী ইন্দ্র তাঁহাকে সাদরে স্বর্গে প্রবেশ করাইলেন।

[৪] যখন জীবনের মধ্যে একমাত্র দোষের জন্য সকলের পীড়াপীড়িতে "অন্যায়" যুদ্ধে অভিমন্যুকে নিহতকারী দ্রোণাচার্য্য সম্বন্ধে, অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলাতে) তাঁহার নরক দর্শন হইল তখনই ইন্দ্রের মায়ায় সেই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় স্থান হইতে দ্রৌপদী ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব প্রভৃতির কাতরোক্তি তাঁহার কর্ণে আসিতে লাগিল। নরক দর্শনে তাঁহার নিজ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে—তিনি স্বর্গে ফিরিতে পারেন ইন্দ্র তাহাকে ইহা বলিলে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সান্নিধ্য-ত্যাগ করিয়া নিজের সুখের জন্য আনন্দময় স্বর্গে ফিরিতে অস্বীকার করিলেন। তখন এ সকলই যে তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার পরীক্ষার্থ মায়া মাত্র তাহা জানাইয়া ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে স্নান করাইয়া উজ্জ্বল শরীর দিয়া স্বর্গে ভ্রাতৃবর্গের নিকট লইয়া গেলেন।

[১০২] এক জোট হওয়া।—[যুধিষ্ঠির]—এক জোট হওয়া সম্বন্ধে ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠিরের উপদেশ যেমন ইউরোপীয়েরা কার্য্যতঃ প্রতিপালন করেন তেমন কোন জাতিই করে না। উহাঁদের ভিতরে মতভেদ অনেক কিন্তু বাহিরে উহারা "একদল"। যখন পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইয়া উহাদের নিকট নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন জন্য দুর্য্যোধন সৈন্য সামন্ত সহ বন ভোজন করিতে যান তখন তাঁহার সৈন্যেরা চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া কিছু ক্ষতি করায় গন্ধর্ব্বরাজ কুরুদিগকে আক্রমণ করেন এবং সকলকেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া লইয়া যান। পাণ্ডবেরা এই সংবাদ পাইলে ভীম প্রভৃতি সকলকেই সোল্লাসে বলিলেন "যেমন কার্য্য তেমন ফল"। যুধিষ্ঠির ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিলেন "ভাই দুর্য্যোধনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আইস। যখন আমাদের আপোষে ঝগড়া হয় তখন আমরা পাঁচ ভাই আর উহারা এক শত। কিন্তু

"যখন তৃতীয় কোন প্রবল উপস্থিত তখন আমরা এক শত পাঁচ ভাই এক জোট।" উদারচরিত প্রজ্ঞাবতী ধর্ম পরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই উপদেশের যাথার্থ্য বুঝিয়া তাঁহার বশতাপন্ন অর্জ্জুন সশস্ত্র গিয়া দুর্য্যোধনকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন।

ভারতবাসী সকলেই কর্ত্তব্যে এই শিক্ষার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এবং ধর্মপথে সমগ্র জগতের সহিত নিয়ত প্রতিযোগিতার সুদৃঢ় "স্বদেশী" ভাব প্রণোদিত এবং একজোট হইবেন।

[১০৩] বাল্যের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা।—বাল্যকাল হইতে "উচ্চ বিষয়ে" আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা ভাল। হিন্দু কলেজে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহোদয় এবং ৺নাব ভুল লতিফ খাঁ সাহেব সহপাঠী ছিলেন। উঁহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়া ছল। একদিন উঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল যে উত্তরকালে উঁহারা কে কি হইতে চাহেন। যিনি পরে নবাব আবদুল লতিফ খাঁ সি আই ই এবং ভোপালের প্রধান মন্ত্রী এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তিনি তখন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে উচ্চ রাজকর্মচারী হইবেন। যিনি পরে মেঘনাদ বধ কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটকের রচয়িতা এবং বাঙ্গালার একজন প্রধান কবি হইয়াছিলেন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বড় কবি হইবেন। যিনি পারিবারিক সামাজিক ও আচার প্রবন্ধে ভারতবাসীর জন্য বর্ত্তমান কালের কর্ত্তব্য সুপরিস্ফুটকারী এবং সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ শিক্ষার পোষকরূপে বিশ্বনাথ ফণ্ড স্থাপয়িতা এবং নিজের পবিত্র স্বদেশভক্ত জীবনে আর্য্যকর্ত্তব্যনিষ্ঠার এবং পাশ্চাত্য স্বদেশ ভক্তির শুভ সম্মিলনের আদর্শ [কবিবর ৺হেমচন্দ্রের কথায় বলিলে "ইংরাজী শিক্ষায় ফুল বাঙ্গালী শিকড়] প্রদর্শনকারী হইয়াছিলেন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যেন "অণুমাত্রেও দেশের কোন কাজে" লাগিতে পারেন।

(১০৪) মতভেদ—সহৃদয়তা।—সদালাপের সকল প্রবন্ধ সকল ব্যক্তিরই মনোনীত হওয়া সম্ভব নহে। ফলতঃ কোন ধারাবাহিক প্রবন্ধমালার "সকল কথা" সকলের মনঃপূত হয় না। এই সংগ্রহে সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই প্রতি প্রীতি পোষণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভালকথা প্রচারের চেষ্টা হইতেছে। এমন হিন্দু নামধেয় ব্যক্তি আছেন যিনি মুসলমান মহাপুরুষদিগের প্রশংসা দেখিলেই চটিয়া আগুন। এমন মুসলমানও আছেন যিনি সম্রাট আরঙ্গজেবের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তিবশতঃ ঐ সম্রাটের ঐতিহাসিক চরিত্র সমালোচনাকে "মুসলমান বিদ্বেষের" পরিচায়ক মনে করেন। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য কি?—পাঠকদিগের কর্ত্তব্য, যে যে প্রবন্ধ তাঁহাদের পছন্দ না হয় সে গুলিকে কালির রেখা দিয়া কাটিয়া যেন এবং দ্বিতীয়বার আর না পড়েন এবং লেখকের সুমতির জন্য ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করেন। "সকল লেখকেরই" উচিত যে, ধর্ম্ম বা জাতিগত বা ব্যক্তিগত কোন প্রকার বিদ্বেষ মনে না পোষণ করেন এবং যে বিষয়ে তাঁহার লেখার কোন অংশে কাহারও কখন অসন্তোষ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারেন তাহা যেন ভবিষ্যতে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া লিখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। মনকে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির কোন অংশের প্রতিই অকারণে বিরক্ত করিয়া রাখিতে নাই।

৺রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই।

ইঁহার জন্মস্থান কলিকাতা। জন্ম সন ১৮৪৮। পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত লর্ড বেণ্টিংকের আমলের একজন ডেপুটী কালেক্টর। এই সময়েই এই পদের সৃষ্টি হয়। খুল্লপিতামহ রসময় দত্ত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং ঐ সময়ের ছোট আদালতের জজ ছিলেন। কুমারী ৺তরুবালা দত্ত যিনি ইংরাজীতে কাব্য লিখিয়া ইংরাজ সমাজে প্রশংসা পাইয়াছেন, তাঁহারও জন্ম এই পরিবারের মধ্যে—রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য কন্যা। শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় রমেশচন্দ্র পিতৃব্য শশিচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে রমেশচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হন। এফ এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়াছিলেন। ডেপুটী কালেক্টরী কার্য্যে তাঁহার পিতাকে বিভিন্ন জেলায় মধ্যে মধ্যে বদলী হইতে হইত। রমেশচন্দ্র দত্ত পিতার সঙ্গে বাঙ্গালার নানাদেশ বেড়াইয়া দেশ ভ্রমণ জাত অভিজ্ঞতা অনেকটা লাভ করিয়াছিলেন। তখন রেল না থাকায় ঐরূপ গতায়াতে অনেক দেশের অবস্থাদি জানিবার পক্ষে তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ৩রা মার্চ্চ বিলাত যান। সমভিব্যাহারী বন্ধু শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিহারীলাল গুপ্ত। পর বৎসর এই তিনজনই সিভিল সর্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র সংস্কৃতে সর্ব্বপ্রথম, ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় এবং পরীক্ষায় গুণানুসারে তৃতীয় হইয়াছিলেন।

১৮৭১ হইতে ১৮৮২ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার শাসন বিভাগে উচ্চপদ সমূহে সরকারী কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালে সাহাবাজপুরে বন্যা হইয়া তাহাতে এবং পরে দুর্ভিক্ষ ও কলেরায় বিস্তর লোক ক্ষয় হয়। তখন তিনি সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার যত্নে অনেক দুঃস্থ পরিবার সামলাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৫ পর্য্যন্ত তিনি বাখরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই সময়ে মার্কুইস অফ রিপণ তাঁহার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, তিনি যেরূপ প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন বিলাতের লোকে তাহা জানিতে পারিলে ভারতবাসীর উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ততা সম্বন্ধে আর কোন কথা উঠিবে না। মার্কুইস নিজে তাঁহার সম্বন্ধে কথা বিলাতের লোককে জানাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

১৮৯০ খৃঃ অব্দে তিনি বর্দ্ধমানে বদলী হন। বর্দ্ধমান হইতে দিনাজপুরে এবং দিনাজপুর হইতে মেদিনীপুরে বদলী হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে ইনি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এ দেশীয়ের এই পদে নিয়োগ ইহাই সর্ব্ব প্রথম। ১৮৯৭ সালে কিছুদিনের অবকাশ লইয়া অবকাশান্তে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

স্যর এণ্টনি ম্যাকডোনেল বাঙ্গালায় রেভিনিউ সেক্রেটরী থাকিয়া যখন প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন সেই সময়ে ইনি তাঁহার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই জন্য স্যর এণ্টনিও সরকারী গেজেটে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন। দরিদ্র কৃষকদিগের প্রতি তিনি বরাবরই যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র দত্ত (কাশ্মীরের সংস্কৃত ইতিহাস লেখক) মহাশয়ের সঙ্গে আবার বিলাত যান। ইউরোপের অনেক স্থান বেড়াইয়া কিছুদিন পরে আবার দেশে ফিরিয়া আইসেন। ১৮৯৭ সালে পুনরায় বিলাত যাইয়া প্রায় সাড়ে বৎসর কাটাইয়া আসেন। ঐ সময়ে ইউরোপ অঞ্চলের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ছোটলাট বাহাদুর স্যর চার্লস ইলিয়ট ইঁহার যোগ্যতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৯২

খৃঃ অব্দে গবর্ণমেন্ট ইহাকে সি আই ই উপাধি দেন। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর থাকা অবস্থায় ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় রমেশচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। "ইউরোপে তিন বৎসর" নামক একখানি পুস্তক ইংরাজীতে রচনা করেন। বঙ্কিম বাবুর সহিত ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শুনা যায়, একদিন বঙ্কিম বাবু কথা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রকে বাঙ্গালা লিখিতে অনুরোধ করায় রমেশচন্দ্র বলেন উহাতে আমার অভ্যাস নাই। বাঙ্গালার 'ষ্টাইল' অর্থাৎ লিখন ভঙ্গী আমার কিছু নাই। বঙ্কিম বাবু বলেন, "তোমার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি যাহা লিখিবে তাহাই ভাষার "ষ্টাইল" হইবে। ইহার পর ১৮৭৪ হইতে ১৮৮০ মধ্যে তাঁহার চারিখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে ইনি ঋগ্বেদের অনুবাদ করেন। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার এক সংস্করণ বিলাতেও মুদ্রিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ ইনি লণ্ডন ইউনিভারসিটীতে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান প্রধান স্থলগুলি ইনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। প্রোফেসর ম্যাক্স মূলর এই উভয় গ্রন্থেরই ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের শিল্প বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক কথা লিপিবদ্ধ করতঃ ১৯০২ সালে ইনি ভারতের অর্থনীতি বিষয়ক অবস্থার এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

১৯০৪ খৃঃ অব্দে ৫৫ বৎসর বয়সে রমেশচন্দ্র বরোদার রাজমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তিন বৎসর এই পদে কার্য্য করিয়া বরোদার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করেন। গুইকোয়ার ইহার পরামর্শ লইয়া ৩০ লক্ষ টাকা পরিমাণ প্রজাদের বাকী খাজনা রেহাই দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে শ্রমজীবী কৃষকদের দেয় কতক ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়া হয়, ধনীদিগের মধ্যে আয়কর প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, চুঙ্গী মাশুল উঠিয়া যায়, অনেক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক হয়, "পঞ্চায়েত বোর্ড" অর্থাৎ গ্রাম্য সভা স্থাপিত করিয়া তাহার হস্তে গ্রামশাসনক্ষমতা দেওয়া হয়। গ্রামের পূর্ত্তের কাজ, নিম্ন শিক্ষা পরিচালন প্রভৃতি অনেক কাজ এই সভার উপর দেওয়া আছে এবং এই সমস্ত কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্থানীয় সেসের আয় দেওয়া আছে। এই সকল ভিন্ন রাজ্যের হিতকর অনেক অনুষ্ঠান ইহারই যত্নে হইয়াছে।—

এরূপ বিচক্ষণ কৃতকর্ম্মা লোক এরূপ অকালে মৃত না হইয়া আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে দেশের অশেষ কল্যাণ যে সাধিত হইত সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

৺ রমেশ চন্দ্র দত্ত সি আই ই মহাশয়ের মৃত্যু পলক্ষে ভট্টপল্লী সাহিত্য সেবক সম্মিলনীতে পঠিত

পরিক্ষীণং দীনং হৃদয়মধুনা বঙ্গজননি,
ক তব গর্ব্বস্তে ভারত! তনয়রত্নপ্রসবিতুঃ
রমেশোঽস্তং যাতো বিনয়বিভবো গৌরবমণি
বিচিত্রঃ সত্যং ভো মরভুবি বিভোরীশিতমিহ॥

জগদীশ! সদা কৃপাকৃতিঃ
শিবসংঘাতনয়োঽত্র সাকৃতিঃ
অশনিগর্দ্দয়ং নিপাতিতো
মৃদুকল্পে হৃদি নো বৃথাহিতঃ॥

ননু সজ্জিরজ কিমত্রবৈ
বিধি মাঙ্গলিক বিভবৈর্নবৈঃ
নববঙ্গজনোঃ সমীহিতা
শিবমীশাদ্বিমঙ্গলস্থিতা॥

উচিতং ননু তৎ কৃপাকণা
শুভবর্ষায় ঘনা মরুদ্গণাঃ।
কমলজামিয়দ্ গুণান্বিতং
জিতসেবাপরমাত্মজীবিতঃ॥

পিহিতং ভুবি জন্মভিগৌরবং
মরভুমা,—বধিমিশ্রসৌরভং।
গতমেব পুরাণসাধনে
সুখহাসামল কাব্যকাননে॥

সচিবেন হি তেন কোবিদা
নৃপকার্য্যে পটুনা ত্রয়ীবিদা
অমরাকুল মন্ত্রসাধনে
গুণিনা দীনদিনোঽস্তৃতিকারণে॥

শুভসূক্তি পুরাণ চারিতে
কাব্যবাল্মীকি পরাশরামৃতে।
রহিতা সুধিয়া, কিমদনে'
ঘটিতং ভারতি! ভেঽস্তুতক্ষণে॥

অতি দুর্গতিভব সমাকুল
ভব রব। [illegible]
[illegible]
খচিতং পিহিতেন যক্তবলে॥

যদি বহুঃ হিত্র শাশ্বত হিমবঃ
যদি ন মৃত্যুরিহাবনি সম্ভবঃ।
তদিহ দুর্জ্জন ভারত সদনে
মৃতিকশায়মতীপরূপাবলে॥

মারতত মহাজনঃ প্রকরতু,
কীণং নৃপাসক্ত তৎ,
মৃতো দীনসির্নীর্ষিতা শিশিরতা
স্বাভাবিকী দুস্ত্যজা।
উৎসাহায় সহায় সাধনশতৈঃ
সৌহার্দ্দি সৎ ভারতং,
প্রীতো কীর্ত্তিকৃতৈর্হি বঙ্গজননী,
বিদ্যার্ণতাং গৌরবং॥

শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা, সম্পাদক

এডুকেশন গেজেট।

২রা পৌষ ১৩১৬ সাল ইং ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল

পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবস্থাপক সভা। [৫]

(শাসন সংস্কার)

ভূস্বামীদিগের দ্বারা সদস্য নির্ব্বাচন—

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভূস্বামীরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় দুইজন সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। ঐ দুইজন সদস্যের মধ্যে

(ক) একজন পর্য্যায় ক্রমে ঢাকা বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগ হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন এবং

(খ) অন্য একজন চট্টগ্রাম সুরমা ভেলি এবং হিল ডিষ্ট্রিক্ট বিভাগ হইতে পর্য্যায় ক্রমে নির্ব্বাচিত হইবেন।

ঢাকা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে প্রথমে সদস্য নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবে। গোয়ালপাড়া জেলা সুরমা ভেলি এবং হিল ডিষ্ট্রিক্ট বিভাগের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

নির্ব্বাচকের যোগ্যতা।—(১) (ক) সুরমা ভেলি ও হিল ডিষ্ট্রিক্টস বিভাগ হইতে যাঁহারা বাৎসরিক অন্যূন পাঁচশত টাকা রাজস্ব অথবা ১২৫ টাকা রোডসেস এবং পব্লিকওয়ার্ক সেস দেন এবং (খ)

অন্যান্য বিভাগ হইতে যাঁহারা বাৎসরিক অনূন তিন হাজার টাকা রাজস্ব অথবা সাড়ে সাত শত টাকা রোডসেস ও পব্লিক ওয়ার্কসেস দেন, তাঁহারাই নির্বাচক বলিয়া গণ্য হইবেন অথবা

(২) গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা স্বীকৃত রাজা বা নবাব অথবা তদপেক্ষা কোন উচ্চতর উপাধির অধিকারী, তাঁহারাই নির্বাচক গণ্য হইবেন।

যদি কোন ব্যক্তির একাধিক প্রকার যোগ্যতা থাকে, তাহা হইলেও তিনি একটির অধিক ভোট দিতে পারিবেন না।

ভূস্বামীদিগের রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, কোন সম্পত্তির ম্যানেজার বা ট্রাষ্টি অথবা কোন দেবোত্তর সম্পত্তির যথা মোহন্ত, গোস্বামী, মাতোয়ালী, অথবা কোন ওয়াকফের কার্য্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি নিজ নিজ অধীন সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। সুতরাং এই বিধান অনুসারে তাঁহারা নির্বাচক হইতে পারিবেন না।

(খ) আসাম ভেলি বিভাগ, সুরমা ভেলি এবং হিল ডিষ্ট্রীক্ট বিভাগ ব্যতীত কোন বিভাগের ভূস্বামীর নিজ নামে যদি রেজিষ্টারি করা সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে নির্বাচক বলিয়া গণ্য করা হইবে না। (গ) যদি কোন সম্পত্তির একাধিক অংশী থাকেন এবং প্রত্যেক অংশীর কত অংশ তাহার কোন নির্দ্দেশ না থাকে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের অংশের পরিমাণ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া না যাইবে, ততক্ষণ প্রত্যেক অংশীই সম অংশীভাগী বলিয়া গণ্য হইবেন। (ঘ) "সেস" অর্থে গবর্ণমেণ্ট ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "সেস বিধান" অনুসারে এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের "আসাম লোকাল রেটস্ রেগুলেশন" অনুসারে যে কর ধার্য্য করিয়াছেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। (ঙ) আসামভেলি বিভাগ, সুরমাভেলি ও হিল বিভাগ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের "আসাম ল্যাণ্ড এণ্ড রেভিনিউ রেগুলেশন" অনুসারে যাঁহারা ভূস্বামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাও সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দিবসে বা তৎপূর্ব্বে নির্বাচকদিগের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে। গেজেটে তালিকা প্রকাশিত হইলে উহার নকল প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসের কোন প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। কোন ব্যক্তি ভোট প্রদানের অধিকারী কি না তাহা ঐ তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রয়োজন অনুসারে ঐ তালিকার সংশোধন বা সংস্কার করিতে পারা যাইবে। (২) কোন ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের ইচ্ছায় অথবা কোন ব্যক্তির আবেদন অনুসারে নিজের অধীন জেলার নির্ব্বাচকদিগের নামের তালিকার সংশোধন করিতে পারিবেন। (৩) এই প্রকার সংশোধনের পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট যথারীতি তদন্ত করিবেন। (৪) ম্যাজিষ্ট্রেটের এইরূপ সংশোধন কার্য্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের আদেশেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। (৫) যদি আপীল করিতে হয়, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ প্রচারের এক সপ্তাহের মধ্যে আপীল করিতে হইবে। তবে, কমিশনার ইচ্ছা করিলে আপীলের সময় বর্দ্ধিত করিয়া তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত করিতে পারেন। (৬) আপীলের সময় অতীত হইলে, অথবা যদি আপীল হয়, তাহা হইলে কমিশনারের মন্তব্য প্রকাশের পর গেজেটে ও ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে সংশোধিত বা পরিবর্দ্ধিত তালিকা প্রকাশিত হইবে।

যাঁহারা নির্ব্বাচকের তালিকায় স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহারাই সদস্য হইবার অধিকার পাইবেন।

মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সদস্য নির্ব্বাচন।— পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায় যে চারিজন সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন, সেই চারিজনের মধ্যে

(১) ঢাকা বিভাগ হইতে একজন,

(২) চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে একজন (চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতীত)

(৩) রাজসাহী বিভাগ হইতে একজন এবং—

[৪] সুরমা ভেলি ও হিল ডিষ্ট্রিক্ট বিভাগ হইতেওএকজন

[৫] আসাম ভেলি বিভাগ হইতে পর্য্যায় ক্রমে একজন নির্ব্বাচিত হইবেন। ৪নং বিভাগের হিলডিষ্ট্রীক্ট ও ৫নং বিভাগের গারোহিল ডিষ্ট্রীক্ট তালিকাভুক্ত হয় নাই। সুরমাভেলি প্রথম নির্ব্বাচনাধিকার পাইবে।

নির্ব্বাচকের যোগ্যতা।—[১] যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা স্বীকৃত কোন উপাধিধারী, অথবা [২] যাঁহারা "কৈসর-ই-হিন্দ" পদকধারী, [৩] যাঁহারা "সি, আই, ই," বা "সি, এস, আই" উপাধিধারী অথবা [৪] যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বা অনারারি সদস্য [৫] বৃটিশ ভারতের অথবা ইংলণ্ড স্কটলাণ্ড ও আয়রলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা [৬] কোন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা [৭] কোন মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোন স্কুল বা কলেজের শিক্ষক, গবর্ণমেণ্টের দ্বারা স্বীকৃত কোন মাদ্রাসার শিক্ষক অথবা মুসলমানগণের বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদের রেজিষ্ট্রার অথবা [৮] যাঁহারা [ক] আসাম ভেলি বিভাগে বার্ষিক অনূন ৫০ টাকা [খ] অন্যান্য বিভাগে বার্ষিক অনূন একশত টাকা রাজস্ব অথবা অনূন ৫০ টাকা সেস প্রদান করেন অথবা [৯] জোতদারি হিসাবে গোয়ালপাড়া জেলায় বার্ষিক আড়াইশত টাকা রাজস্ব প্রদান করেন অথবা [১০] যাঁহারা বার্ষিক অনূন একহাজার টাকা আয়ের উপর আয় কর প্রদান করেন, অথবা [১১] যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক পঞ্চাশটাকা পেন্সন পাইয়া থাকেন, তাঁহারাই নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

একাধিক প্রকারে যোগ্য হইলেও কেহ একটীর অধিক ভোট দিতে পারিবেন না।

ভূস্বামীদিগের ন্যায় মুসলমান নির্ব্বাচকগণের তালিকাও স্থানীয় গেজেটের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সবডিভিসনাল আফিসে প্রকাশিত হইবে।

তালিকা সংশোধন প্রভৃতি কার্য্যও অন্যান্য স্থলের বর্ণিত ব্যবস্থার ন্যায় হইবে।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন।—প্রত্যেক জেলা বা মহকুমার নির্ব্বাচকগণ সেই জেলা বা মহকুমা হইতে কতজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবেন তাহার একটা তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

নির্ব্বাচকের তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহারা নিজ নিজ জেলা বা মহকুমায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

অন্যান্য স্থলে প্রতিনিধি মনোনয়নের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, এই স্থলেও সেইরূপ ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়াছে।

যাঁহারা নির্ব্বাচক বলিয়া গণ্য হইবেন, তাঁহারাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারী বলিয়া গণনীয় হইবেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের চা করগণ ব্যবস্থাপক সভার দুইজন সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছেন। ঐ দুইজন সদস্য [১] ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের আসাম ব্রাঞ্চ (২) সুরমা ভেলি ব্রাঞ্চ

এবং (৩) ডুরার্স প্রাক্টার্স এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।

নারায়ণগঞ্জের চেম্বার অফ কমার্স বা বণিক সভা স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য নির্ব্বাচিত করিবেন। বণিক্‌সভার সদস্যগণ আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন; সভাপতি নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নাম গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন।

———:০:———

শিক্ষা বিষয়ক [২]

জয়েণ্ট টেক্‌নিকাল পরীক্ষা সভা—এই সভার সভাপতির আদেশমত শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের এবং ঢাকা ও বাঁকীপুরের ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের ছেলেদের উত্তরাধিকারী পরীক্ষা আগামী ১লা মার্চ্চ মঙ্গলবার নিম্নলিখিত কেন্দ্র সমূহে আরম্ভ হইবে—(১) শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ, (২) বেহার ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল বাঁকীপুর, (৩) ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল। স্কুলের মাসিক পরীক্ষায় অথবা অপর নির্ব্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা অন্য কোন প্রকারে উপযুক্ত বুঝিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ পরীক্ষার্থীর নাম শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে পরীক্ষা বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ বি হিটনের নিকট পাঠাইবেন। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী বা তৎপূর্ব্বে ঐ নাম যাইয়া পৌঁছন চাই।

উল্লিখিত কলেজ ও স্কুলের ছেলেদের সব উত্তরাধিকারী পরীক্ষা ১৪ই মার্চ্চ উল্লিখিত কেন্দ্র সমূহে গৃহীত হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ব্বাচিত পরীক্ষার্থীদের নাম উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে ১৫ই ফেব্রুয়ারী বা তৎপূর্ব্বে নাম যাইয়া পৌঁছন চাই

"সি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা—পরীক্ষার কেন্দ্র কলিকাতা ৩০৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, বারাসত এবং রাঁচি। ১লা মার্চ্চ ১৯০১ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে ১০টা হইতে ১টার মধ্যে পাটিগণিত ও বীজগণিত এবং অপরাহ্নে দেড়টা হইতে সাড়ে চারিটার মধ্যে জ্যামিতি ও পরিমিতির পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ২রা মার্চ্চ বুধবার পূর্ব্বাহ্নে ড্রইং ও ব্যবহারিক জ্যামিতি, অপরাহ্নে ইতিহাস, ৩রা বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে ভূগোল, অপরাহ্নে মডার্ণ ইংলিশ ১ এবং অনুবাদ, এবং ৪ঠা পূর্ব্বাহ্নে মডার্ণ ইংলিশ ২ এবং অনুবাদের পরীক্ষা হইবে, কলিকাতা কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনের ভার থাকিবে গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ক্লাসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর উপর এবং উত্তরপাড়া, বারাসত এবং রাঁচি স্কুলের হেড মাষ্টার যথাক্রমে উত্তরপাড়া, বারাসত এবং রাঁচি কেন্দ্রের পরীক্ষার তত্ত্বাবধান করিবেন।

পরীক্ষাদিতে অনুমতি পাইবার জন্য আবেদন গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ক্লাসের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট করিতে হইবে। আবেদন "বি" শ্রেণীর পরীক্ষার্থীকে যেরূপ করিয়া করিতে হইবে এবং "বি" শ্রেণীর পরীক্ষার্থীকে প্রিন্সিপাল অথবা হেড মাষ্টার যে ভাবে সার্টিফিকেট দিবেন "সি" শ্রেণীর পরীক্ষার্থীর সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। পরীক্ষার ফী ১০ টাকা। আবেদনের কাগজে পরীক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি লিখিয়া দিতে হইবে:—নাম, বয়স (১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে কত বৎসর কত মাস বয়স হইয়াছে। ইউরোপীয় ধরণে বয়স লিখিতে হইবে অর্থাৎ জন্মের তারিখ হইতে কত বৎসর এবং কত মাস পূর্ণ হইয়াছে,) ধর্ম্ম, জাতি, কোথায় পড়া হইয়াছে, এখন কি করেন, বাসস্থান, পিতা অথবা অভিভাবকের নাম, কোথায় পরীক্ষা দিবেন, কোন্ ভার্ণাকুলারে পরীক্ষা দিতে চাহেন।

—

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর গত বুধবার স্পেশিয়াল ট্রেণে অপরাহ্ন সাড়ে চারিটার সময় হাওড়ায় ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। ফোর্ট উইলিয়ম হইতে যথারীতি তোপধ্বনি হয়, সশস্ত্র পুলিস ও সেনা দ্বারা ষ্টেশন ও গমন পথ পরিরক্ষিত হইয়াছিল। বড়লাট বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিলে তথায় ছোটলাট বাহাদুর প্রধান সেনাপতি প্রধান বিচারপতি প্রমুখ হাই কোর্টের বিচারপতিগণ প্রভৃতি তাঁহার যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

গত শনিবার রাত্রিশেষে আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় দণ্ডপ্রাপ্ত সাতজন আসামীকে "মহারাজ" নামক কয়েদীবাহক জাহাজে আণ্ডামানে চালান দেওয়া হইয়াছে। রাত্রি সাড়ে তিনটায় আলিপুর জেল হইতে বাহির করিয়া সাড়ে চারিটার সময় জাহাজে উঠান হয়। সাতজন আসামী যথা বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ সরকার, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, এবং ইন্দুভূষণ রায়।

[প্রেসিডেন্সী] ইংরেজ মাস এক আর হুগলীতে গত মঙ্গলবার কৃষ্ণনগরে ডেপুটি ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমিবিলের এজলাসে আনা হইয়াছিল। কুষ্টিয়া মহকুমায় কয়েকজন বাজারে অনেক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে ইহারা ডাকাতি করিয়াছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের গুলিতে বাড়ীর পাঁচ জন লোককে আহত করিয়াছিল এই অভিযোগ। কতকগুলি সাক্ষীর জবান বন্দী লইয়া মোকদ্দমা মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

শান্তিপুর—এ স্থানে রাসমেলা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অন্য বারের ন্যায় এবার লোক সংখ্যা বেশী না হইলেও প্রায় ষাট হাজার লোক সমাগম হইয়াছিল।

[ঢাকা] নরীবার ডাকাতির সম্বন্ধে প্রমথ নাথ গুহকে শাস্তি পর মাঝে এক যুবক ধৃত হইয়াছিল; দীর্ঘকাল হাজতে থাকিয়া কিছুদিন হইল শান্তিপদ ২০০০৲ টাকার জামিনে মুক্তি পায়। ইতিমধ্যে আগরতলাতে পুনরায় তাহাকে ধরা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর আগরতলায় উপস্থিত থাকিয়া ত্রিপুরা রাজের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকায় সময় আশুতোষ দাস ও দীনেশচন্দ্র মুস্তফি নামক দুই জন যুবকের সঙ্গে শান্তিপদকেও সন্ন্যাসীবেশে আগরতলা ষ্টেশনে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল। ইহাদের দেখিয়া পুলিশের সন্দেহ হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া দীনেশকে আগরতলা জেলে এবং আশু ও শান্তিকে ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে। মোকদ্দমার একদিন শুনানি হওয়ার পর আবার দিন পড়িয়াছে, এবং শান্তিপদের প্রতি ২০০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকার জামিন লওয়ার আদেশ হইয়াছে।

ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টার ৺দীননাথ সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ আদিনাথ সেন ও সরকারী বৃত্তিভোগী ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার, উভয়েই এই বৎসর গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এস, সি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

[চট্টগ্রাম] ত্রিপুররাজের রাজ্যাভিষেকোৎসব উপলক্ষে, বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতবর্গের সম্মিলনে আগরতলায় এক সভা হইয়াছিল; সভাস্থলে, নূতন মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পক্ষ হইতে, পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সম্পাদক

ত্তাবধানে থাকিবে, বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত মহাশয়, সম্বর্দ্ধনাসূচক এক অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

[রাজসাহী] গত ১১ই অগ্রহায়ণ শনিবার রাজসাহী টেকনিকাল স্কুলের ছাত্র শ্রীমন্মথনাথ সেন স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়াছে; পুলিশ তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছেন। অনন্তর, মন্মথনাথকে হলুদবাড়ী ডাকাতির সংশ্রবে ধৃত করিয়া কুষ্টিয়ায় চালান দেওয়া হইয়াছে।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ রবিবার রাজসাহী আদর্শ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে উক্ত বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রাজসাহী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান উকিল ও জমিদার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মৈত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সভাতে স্থানীয় বহুগণ্যমান্য ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে তিনোর থানার অন্তর্গত গ্রামনিবাসী শিক্ষানুরাগী শ্রীযুক্ত খাদেমের মৈত্র মহাশয়, এই বিদ্যালয়ের সংস্থাপনের জন্য ৮১ বিঘা পরিমিত লাখেরাজ জমি এবং বার্ষিক ২৫ মণ চাউল দান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়াতে, তিনি "স্বদেশরত্ন" উপাধি লাভ করিয়াছেন।

[পঞ্জাব] দ্বারবঙ্গের মহারাজ হিস হাইনেস মহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই ই এবং স্যর প্রফুল্লচন্দ্র চাটার্জ্জি নাইট এম, এ এল এল বি, ডি এল, সি আই ই "নিখিল ভারত ব্রাহ্মণ কনফারেন্স" সভাপতির কার্য্য করিবেন। আগামী ১৯১৩ সালের ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোরে এই সভার অধিবেশন হইবে।

[ঢাকা] পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা বিভাগের পরিচালিত পরীক্ষার উন্নতিকল্পে ছোটলাট বাহাদুর নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছেন:—সেন্ট্রেল বোর্ড অব একজামিনার নামে একটী শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হইবে; ইহার সভ্য থাকিবেন,—[১] ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ [সভাপতি], [২] ঢাকা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার, [৩] কটন কলেজের অধ্যক্ষ, [৪] আসাম উপত্যকা ডিষ্ট্রীক্টের স্কুল ইনস্পেক্টার, (৫) বালিকা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শয়িত্রী, [৬] সুর্মা উপত্যকা ডিষ্ট্রীক্টের ইনস্পেক্টর, [৭] ঢাকা কলেজের অধ্যাপক. [৮] ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ঢাকা পোগোস স্কুলের হেড মাষ্টার [সম্পাদক]। অতিরিক্ত সভ্য নিয়োগের ভার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের হস্তেই থাকিবে। নিম্নলিখিত পরীক্ষায় অথবা ডিরেক্টারের ইচ্ছাক্রমে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিগৃহীত অন্য পরীক্ষাতেও এই শিক্ষা পরিষদ কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিতে পারিবেন। পরীক্ষার নাম:—[১] আসামের মধ্যম বিদ্যালয়ের পরীক্ষা, [২] জোড়হাট ও শিলচরে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা, [৩] শিক্ষা বিভাগে নিয়োগের জন্য কর্ম্মচারীর পরীক্ষা, [৪] আসামে মাদ্রাসার পরীক্ষা, [৫] আসামে শিক্ষাধীন শিক্ষকের পরীক্ষা। এই বোর্ড [১] উল্লিখিত পরীক্ষার তত্ত্বাবধান, [২] প্রশ্নপত্র পরীক্ষা, [৩] পরীক্ষক, নির্ব্বাচন, [৪] পরীক্ষায় পাশ ও ফেল নির্দ্ধারণ, [৫] সরকারী গেজেটে প্রকাশার্থ উত্তীর্ণ ছাত্রের নাম ডিরেক্টার সমীপে প্রেরণ, [৬] আয় ও ব্যয়ের বরাদ্দ করিবেন।

এই বোর্ডের সভ্যগণ ঢাকা প্রবাসী হইলে, কোনরূপ ভাতা পাইবেন না; কিন্তু স্থানান্তর হইতে প্রত্যাগত হইলে, যাতায়াত খরচ পাইবেন। পাঠ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে, এই সভা ডিরেক্টারকে উপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

রুষে ও জাপানে এখন মিত্রভাব। একটা জনরব উঠিয়াছিল রুষ জাপানের মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিবে। সেন্ট পিটসবর্গ হইতে প্রচারিত এক সরকারী পত্রে এই জনরব অমূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

জাতীয় সমিতির আগামী অধিবেশনে কে সভাপতির কার্য্য করিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই। উক্ত পদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে যে কোন এক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিবার কথা হইয়াছে—লক্ষ্ণৌয়ের মিঃ গঙ্গা প্রসাদ বর্ম্মা, বোম্বায়ের মিঃ দাজি আবাজি খারে, আলাহাবাদের পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, পুনার মিঃ গোখেল, বাঁকীপুরের মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, আমরোটির রাও বাহাদুর আর এন মুধলকার, এবং কলিকাতার মিঃ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে গত সোমবার জাতীয় সমিতির ষ্টাণ্ডিং কমিটীর একটি অধিবেশন বোম্বাইয়ে হইয়াছিল। উক্ত কমিটী পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের উক্ত পদে নিয়োগ সম্বন্ধে পোষকতা করিয়াছেন।

বরিশাল জেলা বোর্ড মিঃ পি এল রায়কে এবং মিউনিসিপ্যালিটী বাবু নিবারণ চন্দ্র দাসকে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটী কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায়কে, মালদহ ইংলিস বাজার মিউনিসিপ্যালিটী বাবু রাধিকাচন্দ্র শেঠকে, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালির জেলাবোর্ড কমিল্লার উকিল বাবু আনন্দ মোহন সাহাকে, ঢাকা বিভাগের জেলাবোর্ড চৌধুরী ইসমাইল এবং মিউনিসিপ্যালিটী ফরিদপুরের উকিল মৌলবী আবদুর রহমনকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান বিভাগের জেলাবোর্ড কর্তৃক মেদিনীপুরের মিঃ কে বি দত্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্যর বিজয় চাঁদ মহাতাব বাহাদুর কে সি এস আই এবং মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের জমিদারগণ কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের জেলাবোর্ড মহারাজ হৃষীকেশ লাহাকে এবং মিউনিসিপ্যালিটী বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেনকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। বর্দ্ধমান বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী দ্বারা রায় কিশোরী লাল গোস্বামী বাহাদুর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্য ১৯১১

প্রেসিডেন্সী—সরল শিশুপাঠ ২য় ও ৩য় ভাগ যোগীন্দ্রনাথ বসু কৃত এবং নব শিশুশিক্ষা পাটীগণিত নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।

বর্দ্ধমান—মডেল রিডার ১ম মানের জন্য রায় সাহেব এম গুলাব সিংহ এণ্ড সনস্ এবং ২য় মানের জন্য হেয়ার প্রেস দ্বারা প্রকাশিত। দি স্কলার্স বুক অন এরিথমেটিক মেঃ ম্যাকমিলান কোং প্রকাশিত।

পাটনা এবং ত্রিহুত—বাঙ্গালা—শিক্ষাসোপান ২য় ও ৩য় ভাগ যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি কৃত। হিন্দী এবং উর্দ্দু মডেল রিডার ১ম ও ২য় মানের জন্য রায় সাহেব এম গুলাব সিংহ এণ্ড সনস প্রকাশিত। পাটীগণিত বাঙ্গালা হিন্দী এবং উর্দ্দু—বর্দ্ধমানের ন্যায়।

ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর—পাটনা ও ত্রিহুতের ন্যায়।

উড়িষ্যা—বাল্যপাঠ ১ম ও ২য় ভাগ রায় সাহেব এম গুলাব সিংহ এণ্ড সনস্ প্রকাশিত। পাটীগণিত বর্দ্ধমানের ন্যায়।

MATRICULATION EXAMINATION, 1012.

MATHEMATICS.

No text-books are prescribed. The subject is to be studied in accordance with the Syllabus prescribed in the Regulations of the University.

SANSKRIT.

The following portions of the Calcutta University Sanskrit Selections for 1911, edited by the Hon'ble Mr. Justice Ashutosh Mookerjee, Sarasvati, C. S. I., M. A. D. L., D. SC., F. R. A. S., F. R. S. E., and Dr. G. Thibaut, C. I. E., PH. D., D. SC.:—

Part I.

Panchatantram and Hitopadesa Pages 1—3, 29—84.

Vishnupuranam, 97—108.

Part II.

Sitaharanam Pages 117—135.

Dhitarashtrabilapa „ 119—209.

GRAMMAR

Elementary Sanskrit Grammar to be shortly published by the University.

PERSIAN.

University Selections compiled and edited by Shams-ul-Ulama Ahmad and Shams ul-Ulama Mirza Ashraf Ali for the Matriculation Examination in 1911, omitting the following pieces:—

1. The Tazkirat Shuara of the Baristan i-Jami.
2. Khamsah-i-Nizami.

PERSIAN GRAMMAR.

The following books are recommended:—

Dastur-i-Parsi-Amoz Part 1, or Miftah-ul-Quwaid

ARABIC

University Selections compiled and edited by Shams-ul-Ulama Ahmad and Shams ul-Ulama Mirza Ashraf Ali.

ARABIC GRAMMAR.

A book on Arabic Grammar to be published by the University for the Matriculation and Intermediate Examinations.

BENGALI.

(For the female candidates).

Iswarchandra Vidyasagar Sitar Vanavas

Akhshyakumar Dutt. Charupatha, Part II

Hemchandra Banerjee Poetical Selections (omitting the Introduction).

GRAMMAR.

Any of the following:—

Nakuleswar Vidyaphushan Bengali Grammar [new edition].

Prasannachandra Vidyaratna Sahitya Prabesh.

Harishikesh Sastri Bengali Grammar.

HISTORY.

History of India.

The following books on Indian History are recommended to indicate the standard of knowledge required:—

Adhar chandra Mookerjee A Short History of the Indian People [S K Lahiri & Co.]

Haraprasad Sastri History of India [Blackie & Son, 1907].

Sir William Hunter Brief History of the Indian Peoples.

R C Dutt A Brief History of Ancient and Modern India.

A F Rudolf Hoernle and H A Stark History of India [Hindu Period only].

C F deLa Fosse History of India for High Schools [British Period only].

Vindecnt A Smith The Students' History of India.

Administration and Progress of India under British Rule.

N N Ghose England's work in India.

GEOGRAPHY

The following books are recommended as indicating the methods of study and the standard of knowledge required:—

A J Herbertson The Oxford Geographies, Vol II.

C B Clarke Class Book of Geography.

The World with fuller treatment of India [Longman's Geographical Series for India Book II.]

J B Reynolds Asia

Blanford Elementary Geography of India, Burma and Ceylon

Blanford The Rudiments of Physical Geography for the use of Indian Schools.

J F Unstead The Practical Geography, Parts I and II.

The following book is recommended for the use of teachers in connection with the teaching of "Sand Modelling in the lower classes of schools:—

A E Frye The Child and Nature.

N B—For a list of appliances which a recognised High school is required to possess for teaching the subject of Geography for the Matriculation Examination, see Calcutta University Calendar, Part II, pages 834-835.

ELEMENTARY MECHANICS

No text-books are prescribed.

N B—For a list of apparatus indicating the approximate requirements of a recognised High School seeking to teach Elementary Mechanics for the Matriculation Examination, see Calcutta University Calendar, 1908 Part II pages 835-836.

ENGLISH.

The following works are recommended to indicate the standard up to which students will be expected to have read:—

Prose.

Lal Bihari De Folk Tales of Bengal

Walter Copland Perry Boy's Odyssey (Macmillan).

Scott Reading from the Waverley Novels

Kingsley Heroes

Defoe Robinson Crusoe (Collins)

G. Kupfer Legends of Greece and Rome (G. Harrop).

Arabian Nights, edited by Andrew Lang (Longmans, Green & Co.)

Animal Story Book edited by Andrew Lang (Longmans, Green & Co)

Washington Irving Rip Van Winkle, Legend of Sleepy Hollow

Grimm Popular stories (Clarendon Press, Oxford).

Boy's Ramayana.

Tales from the Hindu Dramatists.

Lamb's Tales from Shakespeare.

Poetry.

Jennings English Poems, Part I (Macmillan).

Palgrave Children's Treasury, Part I (Macmillan).

Poetical English Reader (Calcutta School Book Society, Part III).

Lahiri's Select Poems Revised edition published by the Calcutta University

VERNACULAR COMPOSITION.

BENGALI.

(Books recommended to be read as presenting models of style).

Iswarchandra Vidyasagar Sakuntala (expurgated edition)

Rajanikanta Gupta Pratibha.

Chandranath Basu Savitri

Tarakumar Kaviratna Katha Sar

(omitting the poetical portions).
Dineschandra Sen — Sati.
Haranchandra Rakshit — Prathibha Sundari

—:o:—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—মৌঃ সৈয়দ মহঃ কোহেন হক প্রোবেঃ ডেঃ কঃ হইয়া পাবনার সদরে স্থাপিত হইলেন। মিঃ এফ ডবলিউ রবার্টসন আই সি এস পাটনার সদরে স্থাপিত হইলেন। পূর্ণিয়ার ডেঃ মাঃ বাবু পুলিন বিহারী শ্রীকন্ত কিষণগঞ্জ মহকুমায় বদলী হইলেন। মিঃ জি টি ডি লেপি প্রোবে ডেঃ কঃ হইয়া রাঁচির সদরে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু সারদানন্দ দাস যশোহরের সদরে স্থাপিত হইলেন।

বিচার—মৌঃ আমীর হামজা বি এল মতিহারীর, বাবু মালতী নাথ বসু বি এল বনগাঁর মুঃ হইলেন। বনগাঁর মুঃ বাবু ভগবতী চরণ কুণ্ডু সিরাজগঞ্জের মুঃ এবং সিরাজগঞ্জের মুঃ বাবু ভগবতী চরণ মিত্র যশোহরের সবজজ হইলেন।

মৌঃ সৈয়দ মহম্মদ আলি জুলাইয়াজা মুরশিদাবাদের সদরে সব ডেঃ কঃ হইলেন। ছুটিপ্রাপ্ত সব ডেঃ কঃ বাবু অমূল্য কৃষ্ণ দত্ত প্রেসিডেন্সী বিভাগে স্থাপিত হইলেন। মৌঃ মহ. রশিদ প্রোবে সব ডেঃ কঃ হইয়া কটকের সদরে স্থাপিত হইলেন। প্রোবে সব ডেঃ কঃ বাবু মথুরাপ্রসাদ চৌবে, মিঃ ডবলিউ ডি ডি ক্রিষ্টিয়ান, বাবু জগন্নাথ প্রসাদ পাটনায়েক যথাক্রমে মজফরপুর সারন এবং সম্বলপুরে ৫ম শ্রেণীর সব ডেঃ কঃ হইলেন। বাবু যোগেশ চন্দ্র মিত্র বালেশ্বর ও কটকে সহকারী বন্দোবস্ত কর্ম্মচারী হইলেন।

শিক্ষা—বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ডিরেক্টর মিঃ এইচ আর জেমস ১ মাস ১৭ দিনের ছুটী পাইলেন। পাটনা কলিজের হেঃ মাঃ বাবু হেমচন্দ্র সরকার কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসর হইলেন।

বর্দ্ধমান পূর্ব্ব সদর সার্কেলের সব ইনঃ বাবু অধর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। মৌঃ মহঃ রশিদ তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতা হিন্দু স্কুলের শিঃ বাবু সুরেশ চন্দ্র মুখো বি এ প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইনঃ আফিসের অতিরিক্ত ক্লার্ক হইলেন।

কৌতুক-কণা।

জনৈক স্কুলের ছাত্র (হঠাৎ কবি) "পর্ব্বত" সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন ছন্দের কবিতা লিখিয়া তাঁহার কোন বন্ধুকে উহা পড়িতে দেন, এবং "কোন কবিতাটী ছাপাইবার উপযুক্ত" তাহা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধু কেবলমাত্র প্রথম কবিতাটী পড়িয়াই বলিলেন যে "অপরটী ছাপাও।" দ্বিতীয় কবিতাটীও পড়িয়া দেখিবার জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি তাহা পড়িলেন এবং পুনর্ব্বার গম্ভীরভাবে বলিলেন "অপরটী ছাপাও।"

বলা বাহুল্য ইহার পরে ছাত্রটী আর কখনও তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে বন্ধুটীর মতামত জিজ্ঞাসা করেন নাই।

—

ডাক্তার—আচ্ছা কর্ণেল, তুমি যখন কোন মানুষ মার তখন তোমার মনের অবস্থা কেমন থাকে?

কর্ণেল (বন্ধু)—খুব ভাল; ডাক্তার, তোমার কেমন থাকে?

—

পঞ্জাব মেল "বর্দ্ধমান" ছাড়িবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটী ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া একটী ইণ্টারক্লাসে প্রবেশ করিলেন। কামরাটী যাত্রীতে পূর্ণ ছিল, কেবল একটী মাত্র খালি "সিটের" উপর একটী "গ্লাডষ্টোন" ব্যাগ রক্ষিত ছিল। ভদ্রলোকটী অন্যান্য যাত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"এই স্থানটীতে কি কেহ বসিয়াছিলেন?"

একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক (ব্যাগটীর প্রকৃত অধিকারী)—হাঁ, আমার বন্ধুটী এখনি নামিয়া বুকষ্টলে গিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সিটের উপর তাঁহার ব্যাগটী রাখিয়া দিয়াছেন।

নবাগত ভদ্রলোক ক্ষুব্ধভাবে "তাহ'লে আমাকে অগত্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যেতে হবে—বসিবার ত আর স্থান নেই"।

ঘণ্টা, ফ্লাগ নাড়া ও হুইসিল—ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ট্রেণের গতি একটু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, নবাগত ভদ্রলোকটী ক্ষিপ্রকারিতার সহিত গ্লাডষ্টোন ব্যাগটি জানালা গলাইয়া প্লাটফরমের উপর ফেলিয়া দিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে বলিলেন—

"মহাশয় আপনার বন্ধুটী ট্রেণ ফেল করিলেন. আমি তাঁহার স্থানটীতে বসিতে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইলাম, তিনিও তাঁহার ব্যাগটী ফেরত পাইয়া বোধ হয় সেইরূপ আনন্দই পাইলেন, কি বলেন? বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীর মুখের ভাব অনুমেয়]—

—

পরীক্ষার ফল।

রংপুর, বি, জে, টেকনিক্যাল স্কুল হইতে, নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১৯০৯ সনের আমীন বিভাগের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

গুণানুসারে।

১ম বিভাগ।

বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, আসির উদ্দীন মণ্ডল, আমানতউল্লা মণ্ডল, বিনয়কান্ত মৈত্র, কালীকুমার ভট্টাচার্য্য; এসমাইল উদ্দীন ফকীর, মইজউদ্দীন আকন্দ।

২য় বিভাগ।

মোহাম্মদউদ্দিন আহম্মদ, প্রমথনাথ বড়ুয়া, শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রমোহন নিয়োগী কলিমউদ্দিন সেখ, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, রোহিণীরঞ্জন মুচ্ছদি, বাহারউদ্দিন সেখ, হাসেনআলি মণ্ডল, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র দাস, বিভূতিভূষণ সাহা।

৩য় বিভাগ।

রাধাবল্লভ মুখোপাধ্যায়।

—

শিক্ষাসংক্রান্ত।

আগামী ১৯১০ সনের জানুয়ারী মাস হইতে বাগডোগরা গুরু ট্রেণিং স্কুলের নূতন সেসন আরম্ভ হইবে। যে সকল গুরুগণ মধ্য বাঙ্গালা কিম্বা উচ্চ প্রাইমেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন সাহায্যকৃত পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেছেন তাঁহাদিগকে মাসিক ৯৲ ও ৮ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া যাইবে।

গুরুগণ থাকিবার জন্য সুন্দর বোর্ডিং ঘরের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অস্পৃষ্টজাতী বা বিকলাঙ্গ কোন গুরু স্কুলে ভর্ত্তি করা যাইবে না। যিনি বর্ত্তমান সময় শিক্ষকতা কাজ ব্যতীত পড়িতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে এগ্রিমেণ্ট লইয়া মাসিক ৬ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া যাইবে। কিন্তু উক্ত স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দার্জিলিং জিলার দুই বৎসর পাঠশালায় শিক্ষকতার কার্য্য করিতে হইবে। ভর্ত্তি হইবার সময় প্রত্যেকে পাশ সার্টিফিকেট সহ উপস্থিত হইবেন। সঙ্গে নিজ টিকাবার খর্চ আনার

ফিকিট সহ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীহরিমোহন ঘোষ, হেড পণ্ডিত বাগডোগরা গুরু ট্রেনিং স্কুল, পোঃ বাগডোগরা জেলা দার্জিলিং

আগামী ১৯১০, জানুয়ারী মাসে টাঙ্গাইল গুরুট্রেনিং স্কুলের সেশন আরম্ভ হইবেক। এই স্কুলে পঠনেচ্ছু টাঙ্গাইল মহকুমার প্রাইমেরী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে স্বকীয় পাশ (মধ্য শ্রেণীর) সার্টিফিকেট ও স্থানীয় স্কুল-সবইনস্পেক্টর মহোদয়ের ভর্ত্তির আদেশাত্মক পত্র সহ আসিয়া বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহেই ভর্ত্তি হইবার জন্ত এতদ্বারা আহ্বান যাইতেছে। সার্টিফিকেট না থাকিলে সবইনস্পেক্টর মহোদয়ের পত্রে শিক্ষকের পিতার নাম, বাসস্থান, যোগ্যতা, বয়স, চরিত্র শিক্ষকতার কাল প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রকটিত থাকা আবশ্যক। প্রবেশার্থী শিক্ষক টাঙ্গাইল মহকুমার মধ্যশ্রেণীর কোন বিদ্যালয়ের হইলে কিংবা অন্ত মহকুমার কি জেলার যে কোন বিদ্যালয়ের হইলে টাঙ্গাইলের মাননীয় স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহোদয়ের অনুমোদন আবশ্যক করিবে। অনুপযুক্ত, বিকলাঙ্গ, ও ৪০ বৎসরের অধিকবয়স্ক কোন শিক্ষককে ভর্ত্তি করা হইবে না। শিক্ষার্থিগণকে স্কুলসংলগ্ন বোর্ডিংয়ে থাকিতে হইবে; আহার্য্য বাবদে তাঁহাদিগকে মাসিক ৬৲ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া যাইবেক, স্কুলে কোন বেতনাদি লাগিবে না। অন্ত কোন বিষয় জানিতে হইলে ৴১০ অর্দ্ধ আনার ষ্টাম্পসহ সত্বর আমার নিকটে দরখাস্ত করিতে হইবে।

শ্রীআবদুল জব্বার মণ্ডল। প্রধান শিক্ষক।
টাঙ্গাইল গুরুট্রেনিং স্কুল।

হুগলী ট্রেনিং স্কুল।

১৯১০ খৃঃ হইতে ট্রেনিং স্কুলের নূতন ব্যবস্থানুসারে তিন বৎসরকাল পড়িতে হইবে। যথা ইংরাজি কোর্স পর্য্যন্ত ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

প্রথম বর্ষীয় শ্রেণীতে প্রবেশার্থী ছাত্রগণকে আগামী ৩রা জানুয়ারি সোমবারে আসিয়া স্কুলে উপস্থিত হইতে হইবে। ১০ই জানুয়ারি সোমবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণকে ভর্ত্তি করা যাইবে এবং ফলানুসারে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

হুগলী ট্রেনিং স্কুল ১৪ই ডিসেম্বর ১৯০৯

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রধান শিক্ষক।

আগামী ১৯১০ সালের ৩রা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের ১ম বার্ষিকী শ্রেণীতে নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা যাইবে। ১০ই জানুয়ারী প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণান্তর ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। প্রবেশার্থিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্র সহ ছাত্রাবাসে এক মাস আহারের ব্যয় ৬৲ টাকা ও নিজ নিজ বিছানা এবং আহারের বাসন লইয়া উক্ত কয় দিনের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে না পারিলে আর ভর্ত্তি করা যাইবে না। প্রধান শিক্ষক কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

রঙ্গপুর জেলার পোঃ ডিমলা, ডিমলা ষ্টেশনের অন্তর্গত বোর্ড সাহায্য প্রাপ্ত খড়িবাড়ী ইসলামিয়া এম ই স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ বা ফেল সেকেণ্ড মাষ্টার চাই। বেতন যোগ্যতানুসারে ১২৲ হইতে ১৫৲ করা যাইবে, আর একজন বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়া আরবী পারসী জানা মুসলমান মৌলবী মাসিক ৮ টাকা ও আবা উপরি আয়ও আছে, সেকেণ্ড মাষ্টার প্রাইভেট পাইতে পারিবেন বাসা পাইবেন।

খণ্ডঘোষ (জেলা বর্দ্ধমান) মইং স্কুলে বৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৫৲ টাকা হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন।

একজন এফ এ আপাততঃ ৩ মাসের জন্ত। ৩০৲ টাকা ও আপ্রা বাসা পাইবেন। পাণ্ডুা হাই স্কুল, পোঃ পোআর ডিহি জেলা মানভূম।

বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত কোন মইং স্কুলে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে একজন এফ এ ফেল বা। এফ ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল প্রো গ্রা। প্রাইভেট পড়া ইলে বাসা পাইবেন। শ্রীরুদ্রণী কান্ত সরকার গ্রাম বাঁধাজিড়ি, পোঃ হাসুকল গ্রাম জয়া খয়ুকপুর ই, আই, আর, লুপ

জেলা বরিশাল পোঃ বাহিলাড়া, বাহিলাড়া মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার ও বানুদের পাড়া মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ বেতন যথাক্রমে ১০ টাকা ও ২০৲ উভয় স্কুলেই আবা। কর্ম্মঠ লোক হইলে প্রাইভেট টিউসন পাওয়া যাইতে পারে, আবেদন পত্র বাহিলাড়া স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

হাটাবাড়ী মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ এবং এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার বেতন যথাক্রমে ৫৫ হইতে৩০৲ টাকা, ও ১৫৲ টাকা। শ্রীরাম গোবিন্দ দে সহকারী সম্পাদক হাটাবাড়ী চট্টগ্রাম।

শ্যামপুর মইং স্কুলে নর্ম্মাল পাশ একজন হেঃ পঃ বেতন আপাততঃ ১৩ টাকা ও আবা। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ শ্যামপুর জেলা হাওড়া।

দাউদপুর স্কুলে এফ এ পাশ একজন হেঃ মাঃ বেতন ২৫৲ টাকা বৈদ্য হইলে বাসা খরচ লাগিবে না। পোঃ নবীবগঞ্জ দিনাজপুর।

কেতলাল মইং স্কুলের জন্ত একজন হিন্দু এফ এ পাশ হেঃ মাঃ ও নূ নর্ম্মাল বৈবার্ষিক হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে ২৫৲ ও ২০ টাকা এবং আবা। পোঃ কেতলাল বগুড়া)

জেলা মেদিনীপুর গড়বেতা উইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ ড্রিল ড্রইং ও ব্যায়াম জানা শিক্ষক বেতন ১৫৲ টাকা, যাহাতে দক্ষতা দেখাইতে পারিলে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে।

কাঁথি উইং স্কুলে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে একজন ইংরাজী জানা পার্সি শিক্ষক। আগামী ১৯১০ সালের ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন শিক্ষক। বেতন ১০৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা এবং আবা। শ্রীশ্যাম কিশোর দাস ফুলবাড়ী মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয় পোঃ অঃ ফুলবাড়ী ময়মনসিংহ।

A Hd master passed F A and a Hd Pandit passed normal for the Sonamukhy M E school at pre ... 3 months on Rs 25 and 18 a month respectively.

For the Ajgora H E school, po Ajgora Khulna, an F A teacher on ... per month and also an Entrance ... teacher on Rs 10 per month besides the board and lodging.

An F A Hd master for the Baharagora M E school in Singhbum from 3rd January to 31st march 1910 on ... a month lodging free. Baharagora ... 18 miles distant from Chakulia ... R station and conveyence is available.

An Entrance passed 2nd master, a recent Normal passed Hd Pandit and a Final Madrassa passed Hd Moulvi for the Nilakhia middle Madrassa po Joygunj Bazar, Dt Mymensingh on Rs 15, 18, and 15 respectively per month.

An undergraduate teacher for the Union Institution Paikpura on Rs 25 to Rs 30 per month according to qualification. He may get free board and lodging on undertaking private tuition. Po Paikpara, Dt Dacca.

A graduate Hd master for the Paschimgaon Laksam H E school on Rs 60 lodging free.

An F A Hd master for the Rajaram pur middle madrasah on Rs 25 a month. Apply to Syed Indali, Rajarampur M Madrasah po Phulbari Dt Dinajpur.

An Entrance passed or plucked private tutor on Rs 8 per month with free board and lodging. Preference to any candidate except Brahmin and Baidya. Apply to Babu Hrishi Kesh Biswas. Binyanandapur village, po Sundarebak (Burdwan).

A graduate Hd master strong in English (B A or M A) for the Saroatale Govt aided H E school Chittagong on Rs 60—100 per month. After three months the pay will be increased to Rs 70. Must furnish a legal guarrantee to stick to the post for at least a term of two years. Quarters free.

An A course B A plucked man for the first assistant English teachership ... the Nator Maharaja's H E school ... six months on Rs 30 per mensem. Applications with copies of testimonials will be received by the Hd master up to 14th Inst. The selected candidate to join on 4th January next. There is a hostel attached.

An F A Hd master for the Habibpur M E school, Dt Nadia. on Rs 25 a month with free lodging. Only two miles distance from Ranaghat Railway station E B S Ry. Apply to Babu Rajani Kanta Dutt at no 32 Olive street Calcutta.

An English knowing Hd Pandit for the Amlasadarpur H E school (Nadia) on Rs 25 a month.

Two graduates one for Dhankuria H E school (24 pergs) on Rs 50 per mensem and the other for Guptipara H E school (Hoogli) on Rs 45 per mensem. Boarding and lodging are free in both places. Tuition is available. Apply sharp D N Ballav 26 Gailiff street, Shambazar canal side Calcutta.

A B course graduate for the post of the second master of the Kurigram High school on Rs 50 a month.

A Hd master and an undergraduate teacher for the Nawabgange Hari mohon Institution on Rs 50 and Rs 25 respectively po Chapai Malda.

A Hd master F A for the Nalchira H E school. A Baidya or a Kayastha preferred Board and lodging free po. Basudebpura Dt Barisal.

A graduate for the Autshahi R N H E school on Rs 40 at present. Po Autshahi (Dacca).

Two gradutes Hd master and 2nd master for Indas H E school on Rs 55 and 45 respectively po Indas (Bankurah).

An F A Hd master for the old Malda coronation M E school on Rs 25 a month with an annual increment of Rs 1 one up to 30 lodging free. Po. Nimasarai, Maldah.

A normal passed Drawing teacher for a maffosil aided H E school on Rs 10—12 per month with free board and lodging. Apply to Babu Benode behary Ghosh B A Hd master Babulia I S H E school, Babulia po Khulna Dist.

An Entrance passed 2nd master on Rs 15 per mensem for the Satbaria M E school po Satbaria, Pabna. Private tuition available. Apply to the Hd master, Satbaria M E school. Satbaria is situated on the Eastern bank of the river "Padma" is a healthy place.

A Hd Pandit for Kenragachhi M V school. Po Kenragachi, Dt. Khulna.

An F A asst teacher, strong in Mathematics, for the Joypur Fakir Das High school, Dt Howrah po Kundule salary Rs 25 to 30 according to qualification with free quarters in an exceptionally healthy place. Apply before the end of December

---

মার্কস অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

উদ্ধৃত।

জগতের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাঁহার পূজাতেই আপনাকে নিয়োগ করিবে। সেটি কোন্ পদার্থ?—তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁহার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত ও পরিশাসিত হইতেছে। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাকে যেমন তুমি পূজা করিয়া থাক, সেইরূপ তোমার অন্তরের মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাকেও তোমার পূজা করা কর্ত্তব্য, তাহা পরমদেবতারই কাছাকাছি। সেটি যে তোমার অন্তরের প্রভু, তোমার কার্য্য ও ভাগ্যের কর্ত্তা—তাহা তাহার কার্য্যগুণেই প্রকাশ পায়।

জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে—কত শীঘ্র প্রকৃতির দৃশ্য সমূহ পরিবর্ত্তিত হয় তাহা ভাবিয়া দেখিবে। ভৌতিক জগৎ নিত্য নিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তনের কার্য্য চলিতেছে—কার্য্যকারণের মধ্য দিয়াই সেই পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। তাহার পর আমাদের খুব নিকটেই, অতীত ও ভবিষ্যৎরূপ দুইটা রসাতল মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—অভ্যন্তরে সমস্ত পদার্থ অন্তর্হিত হইতেছে। অতএব সে কি মূঢ় যে এই সমস্ত ক্ষণিক পদার্থের জন্য গর্ব্বিত হয়, উদ্বিগ্ন হয়, দুঃখিত হয়—হায়! যেন এই সমস্ত পদার্থ চিরকাল থাকিবে।

মনে রাখিবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তুমি একটি পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; তোমার ভাগ্যে

যে কালাংশ পড়িয়াছে তাহারও কি অপরিমেয় স্বল্পতা, এবং তদৃষ্ট রাজ্যের মধ্যেও তুমি কি নগণ্য ।

তোমার দৈহিক অনুভূতিসমূহ প্রীতিজনকই হউক, বা অপ্রীতিজনকই হউক, তোমার অন্তরে যে কর্ত্তৃপুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন—সেই সকল অনুভূতির সহিত যেন তাঁহার বিশেষ কোন সংশ্রব না থাকে। দেহের বিশেষ বিশেষ অংশের অনুভূতি সেই সেই অংশের মধ্যেই বদ্ধ থাকুক ; তোমার মন যেন তাহাদের হইতে তফাতে থাকে,—তাহাদের সহিত যেন মিশ্রিত না হয়। এ কথা সত্য, সমবেদনার নিয়ম প্রভাবে আমরা দেহের প্রত্যেক অংশের বেদনা ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভব করিয়া থাকি ; কেন না প্রকৃতির নিয়মকে একেবারে অতিক্রম করা যায় না। তবে, দৈহিক অনুভূতি একেবারে নিবারণ করিতে না পারিলেও, উহাকে অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া কিংবা উহাকে আমাদের ভাল মন্দের প্রধান হেতু বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে।

দেবতাদিগের সহিত আমাদের একত্র বাস করা উচিত। তিনিই দেবতাদিগের সহিত বাস করেন যিনি বিধাতার বিধানে নিত্য তুষ্ট এবং যিনি সেই অন্তরে বক্তার আজ্ঞা পালন করেন যে দেবতা বিধাতারই প্রতিনিধি ও ঈশ্বরের আত্মজ। এই দেবতা আর কেহই নহেন—ইনি সেই অন্তরাত্মা—সেই বিবেকবুদ্ধি যাহা সকলেরই আছে।

মনে করিয়া দেখিবে, দেবতাদিগের প্রতি, পিতামাতার প্রতি, ভ্রাতাভগিনীর প্রতি, স্ত্রীপুত্রের প্রতি, শিক্ষকের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, ভৃত্যের প্রতি, তুমি বরাবর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ। লোকে তোমার সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পারে কিনা,—"ও ব্যক্তি কার্য্যে কিংবা বাক্যে কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই।" আরও মনে করিয়া দেখিবে, কি পরিমাণ কাজ তুমি করিয়াছ, এবং তাহা সমাধা করিবার জন্য তোমার যথেষ্ট বল ও দৃঢ়তা ছিল কি না ; তোমার কার্য্য যদি শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার জীবনের ইতিহাসও শেষ হইয়াছে জানিবে। আরও মনে করিয়া দেখিবে, কত সুন্দর দৃশ্য তুমি দেখিয়াছ, কত সুখ দুঃখ তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ, কত যশকীর্ত্তি তুমি উপেক্ষা করিয়াছ, এবং অপকারী ব্যক্তির কত উপকার করিয়াছ।

তুমি শীঘ্রই ভস্ম ও কঙ্কালে পরিণত হইবে। পৃথিবীতে হয় ত তোমার নাম থাকিয়া যাইবে কিংবা যাইবে না। কিন্তু নাম জিনিসটা কি ? ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি ছাড়া উহা আর কিছুই নহে। তার পর, এ সংসারে যে সকল জিনিসের খুব আদর সে সমস্তই শূন্যগর্ভ, অসার, গলিত, ও অকিঞ্চিৎকর। ইহা কুকুরের হাড় কাড়াকাড়ির মত ; ইহা ছেলেদের খেলনা কাড়াকাড়ির মত —তাহারা পাইলে উৎফুল্ল হয়, আবার না পাইলে অশ্রুজলে ভাসে। তবে, এই পৃথিবীতে, কোন্ জিনিস তোমার অবলম্বন হইতে পারে ? যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল হয়, যদি ইন্দ্রিয়গণ কুয়াসাচ্ছন্ন ও ভ্রম-প্রবণ হয়, যদি অন্তঃকরণ রক্তমাংসেরই রূপান্তরমাত্র হয়, এবং ক্ষুদ্র মানুষের নিন্দাপ্রশংসা যদি নিতান্তই তুচ্ছ জিনিস হয়—আমাদের অবস্থা যদি বাস্তবিকই এইরূপ হয়, তবে যতক্ষণ না তোমার প্রাণবায়ু দেহ হইতে অপসারিত হইতেছে ততক্ষণ ধৈর্য্যসহকারে একটু অপেক্ষা করিয়া থাক না কেন ;—কিন্তু ততক্ষণ আমি কি করিব ? ইহার সহজ উত্তর এই—দেবতাদের পূজা কর, দেবতাদের মহিমা কীর্ত্তন কর ; মানুষের উপকার কর ; এবং সকলের শেষে এই কথাটি মনে রাখিও, তোমার রক্তমাংস ও নিশ্বাসের বাহিরে যাহা কিছু অবস্থিত, তাহা তোমার নহে, তোমার আয়ত্তাধীন নহে।

তুমি যদি কোন কাজ ভাল করিয়া আরম্ভ কর, এবং যদি তোমার চিন্তা ও কার্য্যকে সুপ্রণালী ক্রমে নিয়োগ কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। ঈশ্বর, মনুষ্য ও জ্ঞানবান জীবমাত্রেরই অন্তরে দুইটি তত্ত্ব বিদ্যমান ;— একটি,—বাহ্য বিষয়ের বাধা না মানা ; আর একটি—সাধুভাব ও সাধু কার্য্য আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখে না, উহারা আপনারাই পরম সন্তোষের হেতু—এই কথাটি উপলব্ধি করা। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ ব্রাহ্ম সংবৎ ৮০, বিক্রম সম্বৎ ১৯৬৬, সংখ্যা ৭৯২

—

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহক গণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করে। বিশেষ কারণ কিছু লেখা না [illegible] পর্যন্ত বুঝিতে হইবে।

৮৮৫ শ্রীযুক্ত বাবু জিতেন্দ্র মুরারী ভট্টাচার্য্য, হেঃ মাঃ বরাকর মইং স্কুল [illegible]।০৯

১৫০৮ „ শ্রীপতি চরণ চৌধুরী, হেঃ মাঃ পাঁশকুড়া ঐ

১৫০৯ „ হেঃ মাঃ কুমিরাবহু হাইস্কুল ঐ

৮২৩ „ অনন্তকুমার বসু, শীতলগ্রাম ঐ

৮২৮ „ অঘোর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হেঃ পঃ জি, টী স্কুল বিহিয়ার ঐ

৪২ „ তিনকড়ি দত্ত, হেঃ মাঃ আতরা মইং স্কুল ঐ

১৯ „ অজিজ উদ্দিন সরকার বাগডুয়ার ঐ

১৫১০ „ চন্দ্রভূষণ রায় হেঃ পঃ আঙ্গুলিয়া মইং স্কুল ঐ

১৫১১ „ দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরী, হেঃ মাঃ সাগরকান্দি ঐ

১৫১২ „ নরপতি নাথ চট্টোপাধ্যায় কাটরতকি স্কুল ঐ

৭৭৭ „ হরিমোহন ব্যাকরণতীর্থ, পিজলাকাটি ঐ

৮১৪ „ হরলাল চৌধুরী, হেঃ মাঃ বিলাসীপাড়া ঐ

৯০৩ „ দেবেন্দ্রনাথ দাস গোকুলনগর ঐ

৮০৯ „ রতিকান্ত প্রামাণিক, হেঃ পঃ নাগেরহাট ঐ

৪৫৮ „ নবকুমার রায়, হালদিয়া ঐ

৮০১ „ ছাত্রবৃন্দ রাজারামপুর বিঃ মাত্রাসা ঐ

১৫১৩ „ প্রিয়নাথ বল, হেঃ পঃ নন্দেরচাঁদ ঘাট ঐ

১৫১৪ „ গৌরচন্দ্র সিদ্ধান্ত হেঃ মাঃ পীরগঞ্জ ঐ

১৫১৫ „ কালীকুমার বিদ্যাবাগীশ, খাটুরা ঐ

১৫১৬ „ শিক্ষক কাশীপুর মইং স্কুল ঐ

১৫১৭ „ হেঃ মাঃ সাবেকা সাহাল ট্রেনীং ঐ

১৫১৮ „ মহেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কুমিরা ঐ

১৫১৯ „ হেঃ মাঃ আহিরণ মইং স্কুল ঐ

১৫২০ „ সুরেন্দ্র কুমার দাস, গোপীনাথপুর ঐ

৬২১ „ কেদার নাথ চক্রবর্ত্তী, হেঃ পঃ পরেশনাথপুর ঐ

—

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*,

পঞ্চপাত্র

সদালাপ। (২৩)

১০৬। মহাপুরুষের বল। মহাত্মা ওমর, মহাপুরুষ মহম্মদের ভক্ত শিষ্য এবং মুসলমান খলিফাদের অতি উজ্জ্বল রত্ন। ইনি মুসলমান হওয়ার পূর্ব্বেও অসম সাহসী ও অদম্য উৎসাহশালী যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মহাপুরুষ মহম্মদের একেশ্বরবাদ প্রচার উপলক্ষে যখন মক্কায় গোলযোগ চলিতেছিল তখন সরলচিত্ত ওমরের মনে হইল এত বাগ্‌বিতণ্ডা ও গোলমালের মূল নষ্ট হইলেই যখন সব হাঙ্গামা চুকিয়া যাইতে পারে, তখন তাঁহারই কর্ত্তব্য যে নূতন ধর্ম্ম প্রচারককে কাটিয়া ফেলেন। এই কথা মনে হইবামাত্র ওমর তরবারি হস্তে মহাপুরুষের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্বারে কাহাকেও পাইলেন না। মুক্ত দ্বারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে মহাপুরুষ মহম্মদ উপাসনা করিতেছেন। এবং ঠিক সেইমুহূর্ত্তেই ভগবানের নিকট কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন—"কৃপা করিয়া ওমরের মতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিন। ভিতরে সে মানুষ ভাল, কেবল সত্যালোক পায় নাই। তাহার পারলৌকিক দুর্গতি না হয়, কৃপানিধান! ইহা আপনার দাসানুদাসের একান্ত বিনীত প্রার্থনা। আপনার পুণ্যনামে তাহার ভক্তি উদ্রেক করিয়া দিন।" হত্যা করিতে আগত ওমর তাঁহারই জন্য এই ধরণের প্রার্থনা হঠাৎ শুনিতে পাইলেন। সরলমনা ওমরের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া মহাপুরুষের নিকট কাতর ভাবে শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার অতি প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ লোক এরূপভাবে মুসলমান পক্ষে যাওয়ায় সে পক্ষে উৎসাহ বৃদ্ধি এবং অপর পক্ষে ভগ্নোৎসাহ ঘটিল। মহাপুরুষের মন ভগবৎ সংস্পর্শে এত উচ্চ না হইলে কখনই প্রাথমিক মুসলমানকে অত সহজে [illegible] তুলিতে পারিতেন

(১০৭) এক দফা।—মহাত্মা ওমরের সময়ে মিশর জয় হয়। কথিত আছে যে আলেকজান্দ্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকাগার লক্ষাধিক প্রাচীন পুঁথিসহ তাঁহারই আদেশে ভস্মীভূত হয়। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যদি ঐ সকল পুস্তকের কথা কোরাণে থাকে তবে উহাদের রাখার প্রয়োজন নাই, কোরাণেই সব কাজ চলিবে। আর যদি উহাতে কোরাণের বিরোধী কথা থাকে তাহা হইলে রাখা উচিত নয়। সুতরাং ঐ সকল নিষ্প্রয়োজনীয় না হয় হানিকর পুস্তক পুড়াইয়া ফেলাই ভাল। "কোন কোন ঐতিহাসিকেরা নানা প্রকার গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে সে লাইব্রেরী পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল. ওমর বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তিনি ওরূপ হুকুম দেন নাই। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে একমনা ভক্তদিগের 'বৃথা পাণ্ডিত্যের" উপর কতকটা অশ্রদ্ধা থাকে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বৎ ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

বাক্য ও শব্দের আড়ম্বর এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যান চাতুর্য্য ভুক্তির জন্য, মুক্তির জন্য নয়।

রাজা হিসাবে লাইব্রেরী পোড়ান অসঙ্গত হইলেও সরলমনা এবং ভগবানে একলক্ষ্য প্রাথমিক মুসলমান যোদ্ধার দ্বারায় নূতনদেশে স্বধর্ম্মের ধ্বজা প্রথম উড়ান উপলক্ষে ঐরূপ হুকুম দেওয়া অসম্ভব নয়।

(১০৮) হিন্দু বালিকার সুশিক্ষা। (মহারাণী শরৎসুন্দরী)—পুঁঠিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া ৺মহারাণী শরৎসুন্দরীর পিতা ভৈরব নাথ ধনী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া শরৎ সুন্দরী আদরেই প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। ৫ বৎসর ৭ মাস বয়সে পুঁঠিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। শরৎ সুন্দরীর মাতা ভবময়ী অতি সুশীলা ও গুণবতী ছিলেন। প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে দেখে নাই। মাতার সলজ্জ ও সুনম্র আচরণের দৃষ্টান্তে যে বয়সে অন্য বালিকারা উলঙ্গ অবস্থায় থাকে সেই বয়সেই শরৎসুন্দরী আপন হাতে কাপড় পরিতে শিখিয়াছিলেন। বাহিরের বাটীতে আসিতে লজ্জাবোধ করিতেন। মায়ের শিক্ষা ও উৎসাহে খেলাচ্ছলে তিনি দেবপূজা জপ ও ব্রতানুষ্ঠান করিতেন। তিনি মাতার সঙ্গে শুদ্ধাচারে ও পবিত্র দেহে থাকিয়া ব্রতপূজাদির দ্রব্যাদি আয়োজনে সাহায্য করিতেন ও ব্রতকথা মন দিয়া শুনিতেন। পঞ্চম বৎসর বয়সেই পিতা মাতার নিকট জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। সে অনুমতি না পাইয়া বিশেষ ক্ষোভ হইলেও তাহা প্রকাশ করেন নাই। ঐ অল্পবয়সেই মনের ইচ্ছা মনে দমন করিয়া ছিলেন। তিনি পিতার অতিথিশালায় প্রত্যহ ভোজ্য বিতরণ দেখিতেন। নানাদেশীয় নানা শ্রেণীর দুঃখী ও আতুর লোকদিগকে আতিথ্য প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া লোকের দুঃখমোচন চেষ্টা যে মানব জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য তাহা দৃঢ়রূপে বাল্যকাল হইতে বুঝিয়াছিলেন এবং জীবনে যে কত প্রকার দুঃখই লোককে সহ্য করিতে হয় তাহা ঐ দুঃখী ও আতুর দিগকে দেখিয়া বুঝিতে পারিয়া নিজেও সহিষ্ণুতা শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহী প্রত্যহ বিষ্ণুর সহস্র নাম শুনিতেন। নাতিনী শরৎসুন্দরীও তাঁহার নিকট বসিয়া তাহা প্রত্যহ শুনিতেন। ভগবানের নাম জপ সম্বন্ধে ভক্তি এবং নিয়মানুপালিতা এতদ্দ্বারা শিক্ষা হয়।

একবার শরৎসুন্দরীর পিতা ভৈরব নাথ তাঁহার কোন কর্ম্মচারীকে গুরুতর অপরাধ জন্য পদচ্যুত করেন। বালিকা শরৎসুন্দরী ঐ কথা শুনিয়া মনে করিলেন "তবে ত লোকটা খাইতে না পাইয়া মরিবে।" তিনি পিতাকে ঐ কর্ম্মচারীর জন্য অনুরোধ করিতে গিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ভৈরবনাথ কন্যার অপূর্ব্ব করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া কর্ম্মচারীর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কার্য্যের যাহাতে পরিদর্শনে সুব্যবস্থা অধিক হয় তাহার বন্দোবস্ত রাখিয়া কর্ম্মচারীকে পুনরায় তাহার পদ দিলেন। একবার তাঁহার পিতা তাঁহার কোনকর্ম্মচারীর পাঁচটাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই কর্ম্মচারী বলে যে আমি গরীব আমার অনেকগুলি পোষ্য টাকা দিতে হইলে সকলকে না খাইয়া মরিতে হইবে। শরৎসুন্দরীকে তাঁহার পিতা মধ্যে মধ্যে দুই এক টাকা দিতেন। সে টাকা তাঁহার দানেই ফুরাইয়া যাইত। ঐ অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কথা কর্ণগোচর হওয়ায় এবং তখন উঁহার টাকা না থাকায় শরৎসুন্দরী একজন পুরাতন কর্ম্মচারীর নিকট পাঁচটাকা ধার চাহিলেন। মনে করিলেন পিতার নিকট যে টাকা পাইবেন তাহা হইতে ঐ ধার শুধিবেন। উক্ত কর্ম্মচারী তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পাঁচটি টাকা আনিয়া দিল, বালিকা গোপনে সেই টাকা দণ্ডিত ব্যক্তিকে দিলেন। এই কথা তাঁহার পিতা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন "মা তোমার যখন যাহা দরকার হইবে আমাকেই নির্ভয়ে বলিও"।

(১০৯) স্বামীর সহিত তাদাত্ম্য (ঐ)—মহারাণী শরৎসুন্দরী তাঁহার স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের মন বুঝিয়া তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজনীয় সমস্তই অতি পরিপাটীরূপে স্বহস্তে প্রস্তুত রাখিতেন, অথচ

এরূপ ভাবে করিতেন যে কোন প্রকার নিন্দা প্রকাশ না পায়। সকল বিষয়েই পত্নী তাঁহার মন বুঝিতে পারেন এবং সেই ভাবেই চলেন দেখিয়া রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ শরৎসুন্দরীর প্রতি এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন যে কলিকাতা যাইবার সময় বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিয়া গেলেন যে রাণী যাহা করিতে বলিবেন তাহাই যেন করা হয়। কর্ম্মচারী হাসিয়া বলিল, "মা যদি বাপের বাড়ী যাইতে চাহেন ?" যোগেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন তাহাহইলে "অবশ্যই যাইতে দিবে। কিন্তু অসাধারণ কোন প্রয়োজন ব্যতীত কখনই যাইতে চাহিবেন না বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। [বড় বড় রাজবাড়ীতে রাণীদের বাপের বাড়ী যাওয়ার রীতি নাই]

(১১০) আদর্শ হিন্দু বিধবা (ঐ)—তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর মাত্র বয়সে স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর শরৎসুন্দরী যে মস্তক মুণ্ডন করিয়া তৈল সংস্কারাদি ত্যাগ করিলেন মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাই পালন করিয়াছিলেন।

বিধবা হইয়াতিনি ভূমি শয্যা এবং ব্রত উপবাসাদি ঘোরতরব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করেন। পিতার কথাতে বাঙ্গালার নিষ্ঠাচারিণী বিধবাদের উদাহরণে নিজের কঠোর ভাব কিছুমাত্র লাঘব করেন নাই। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত কম্বলে শয়ন করিয়াছিলেন। বিবাহের সময় প্রাপ্ত যৌতুক—স্বামীর সম্পত্তির আয় হইতে কাঙ্গালী ভোজন ও দান কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন।

১২৭২ শকাব্দের প্রথমে কিঞ্চিদধিক১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মহারাণী শরৎ সুন্দরীর হস্তে স্বামীর সম্পত্তির সমস্ত ভার অর্পিত হয়। সমাপন কালে ট্রয় ওয়েলস সাহেবের সুখ্যাতিপূর্ণ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কর্তৃপক্ষীয়েরা এই সৎকার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। রিপোর্ট করিবার পূর্ব্বে ওয়েলস সাহেব নিজের স্ত্রীকে শরৎ সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইবার প্রস্তাব করিলে কর্ম্মচারীদের মত হইল, কিন্তু হিন্দু বিধবা ম্লেচ্ছ রমণীর সংস্পর্শে আসিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে যখন কালেক্টর সাহেবের সুশীলা পত্নী স্বীকার করিলেন যে, করমর্দ্দনাদি কোন প্রকারের স্পর্শ তাঁহা করিতে হইবেনা তখন শরৎ সুন্দরীর অনিচ্ছা সত্বেও কালেক্টর পত্নী রাজবাটীতে আসিলে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন। বিবি অল্পবয়সে শরৎ সুন্দরীর মুণ্ডিত মস্তক ও মোটা বস্ত্র পরিধান এবং কম্বলের আসন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হন, এবং কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন "তোমার বয়সে তোমাদের দেশেও অনেকের বিবাহ হয় না। আর তোমাদের শাস্ত্রে বালবিধবার বিবাহের বিধান আছে শুনিয়াছি। তুমি পুনরায় বিবাহ করিলেই ত ভাল হয়"। শরৎ সুন্দরী এই কথার পর হইতে আর কোন কথার উত্তর দেন নাই। শুধু নত মুখে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিবি যখন দেখিলেন কথাটা বলা ভাল হয় নাই তখন তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। শরৎ সুন্দরীর একান্ত অনুতাপ হইল যে তিনি ম্লেচ্ছ রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়া সেই অকৃত দোষেই এইরূপ অশ্রাব্য উক্তি শুনিয়া কলুষিত হইলেন। তিনি তিন দিবস জল বিন্দু গ্রহণ করেন নাই। রোদনে ও জপে ঐ অনিচ্ছায় প্রাপ্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

যৌবন লাবণ্য নষ্ট করিবার জন্য এবং ধর্ম্মানুপালিত হওয়া শরৎ সুন্দরী ব্রতমালা পড়িয়ে আর্য্যধর্ম্মের কর্ত্তব্য যত প্রকার ব্রত আছে সমস্তই গ্রহণ করিলেন। দেবাদির মিষ্টান্ন সামগ্রী সমস্ত স্বহস্তেই প্রস্তুত করিতেন বিধবা হইয়া অল্প দিন পরে তিনি কঠিন জ্বরে অত্যন্ত পীড়িতা হন এবং তাঁহার অতিশয় তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। সেই দিন একাদশী, শরৎ সুন্দরী যাতনায় মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, কিন্তু তথাপি পিতার কথাতেও কোন মতেই জল-স্পর্শ করিতে সম্মত হইলেন না। পিতা বলিলেন, সমস্ত পাপ আমার হইবে। তথাপি কন্যা শুনিলেন না। ভৈরবনাথ জানিতেন তাঁহার ধর্ম্ম মুগ্ধা বালিকা কন্যা পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতি বড়ই ভক্তিমতী, ;তিনি পুঠিয়ার উপস্থিত পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন। অনেকে এ ব্যবস্থা দিলেন দু একজন আপত্তি করিলেন। শরৎ সুন্দরী অতঃপর ঘৃণার সহিত একাদশীতে জল পানের ব্যবস্থা উপেক্ষা করিলেন এবং যাঁহারা ঐ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন আজীবন তাঁহাদিগকে মনে মনে কুলাঙ্গার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহাদের বড়ই ভক্তি করিতেন এবং পরে তাঁহাদের বিশিষ্ট রূপেই পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

তিনি প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া সমাগত পত্রাদি পাঠ ও সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় চিকের অন্তরাল হইতে কর্ম্মচারীদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া দাসীদ্বারা স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতেন। কাশীধামে গিয়া অবধি ঐ নিয়ম শিথিল করিতে হইত না। তাহার পর অতিথিদের প্রাণ না ভাবিয়া যথাক্রমে ব্যবস্থা দিয়া ১০, ১১টার সময় স্নানান্তে বিষ্ণু সহস্র নামাদি পাঠ প্রভৃতি নিত্য কার্য্য সকল, গোসেবা, গোগ্রাসদান প্রভৃতিতে ৩টা বেলা উত্তীর্ণ হইত। তাহার পর অন্যান্য বিধবাদিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া কদলীপত্রে কঠোর আহার করিতেন। বিধবা হইয়া ছানা ক্ষীর মাখন কখন স্পর্শ করেন নাই। অন্ন ও একটু দুধ মাত্র খাইতেন। তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই ৪০।৫০ জন অনাথা বিধবা বাস করিতেন। উঁহাদের জন্য উত্তম উত্তম আহারীয় আয়োজন হইত কিন্তু তাঁহার আহার শুধু প্রাণ ধারণের উপযোগী মাত্র ছিল। রাত্রে একটা বড় ঘরে বিধবাদিগের সহিত শয়ন করিতেন। অপরের বিছানা থাকিত, নিজে প্রথমাবস্থায় শুধু ভূমিতলে বা কম্বলে শুইতেন। শেষে একান্ত রুগ্নাবস্থায় কম্বলের উপর একখণ্ড চাদর মাত্র দিয়া বিছানা হইত সমস্ত বিধবা দিগকে তিনি মা দুর্গা বৎ পূজা করিয়া বাটীতে রাখিতেন। বিধবা হইয়া অবধি দেব পূজার জন্য পুষ্পমালা বা পুষ্পের অলঙ্কার ভিন্ন আর কোন শিল্পে হাত দেন নাই।

(১১১) আদর্শ তীর্থযাত্রা (ঐ)—১২৭২ অব্দের বর্ষাশেষে মহারাণী শরৎ সুন্দরী পিতার সহিত ৺ গয়াধামে গমন করিলেন। গয়াকৃত্য অন্তে কাশীতে গিয়া পঞ্চক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ ও সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন; পরে মথুরা বৃন্দাবন তীর্থ দর্শনের পরে পুনর্ব্বার বারাণসীতে আসিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের প্রখর রৌদ্রে তিনি পদব্রজে বৃন্দাবনে ক্রমে ক্রমে ৮৪ ক্রোশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ভৈরব নাথ কন্যার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একখানি পাল্কী রাখিতেন। একবার কণ্টক বিদ্ধ ও ক্ষত হইয়া পায়ের যাতনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই কিন্তু তথাপি হৃদয়ের দৃঢ়তা বলে তিনি পদব্রজে তীর্থ পর্য্যটন সঙ্কল্প ভঙ্গ করেন নাই। ১২৭৩ অব্দে ভৈরব নাথ ৺ কাশী প্রাপ্ত হন। পিতার শুশ্রূষা করিবার জন্য শরৎ সুন্দরী তথায় ছিলেন। তিনি পিতৃদেবতার কঠিন রোগের সময় এবং মৃত্যুকালে সেবা করিতে পান নাই বলিয়া বড়ই মনঃ কষ্টে ছিলেন। পিতৃদেবের চরণোপান্তে বসিয়া দীর্ঘকাল একমনে তাঁহার সেবা করেন।

১২৯২ সালে শীতকালে শরৎ সুন্দরী শেষ তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হন। তাঁহার পর্য্যটনী মনে

ছিলেন। বিন্ধ্যাচল প্রয়াগ এবং অযোধ্যা দর্শন করিলেন। সে সময়ে যোগেন্দ্র এরূপ দুর্বল হইয়াছিলেন যে সেরূপ অবস্থায় কোন রুগ্নশরীর। এক্ষণে পদব্রজে ১৫ ক্রোশ অযোধ্যা প্রদক্ষিণ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তিনি এলাহাবাদ, চিত্রকূট, ত্র্যম্বকেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, নন্দপ্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল, জ্বালামুখী (এই স্থানে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন) কলিকাতা, মথুরা এবং বৃন্দাবন দর্শন করিয়া কাশীতে ফিরিলেন। ১৫ই ফাল্গুন ১২৯৩ সাল ৮ কাশীধামে ৩৭ বৎসর ৫ মাস ৫ দিন বয়সে শরৎ সুন্দরীর দেহত্যাগ হয়।

(১১২) কার্য্য দক্ষতা ও সহৃদয়তা (ঐ)।—মহারাণী শরৎ সুন্দরী পিতার মৃত্যুর পর প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকারকর্ত্রী হইলেন। পতির সম্পত্তি, পিতার সম্পত্তি এবং মাতা ও বালিকা-কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পর্য্যন্ত তাঁহার উপর পড়িল। তিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে অতি সাবধানে সকল কার্য্যই সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে লাগিলেন। অতিথি, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, দান, পীড়িতের চিকিৎসা দারিদ্র্যের অভাব মোচন ইত্যাদিতে নিরত থাকায় অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিল। যোগেন্দ্র নারায়ণের সময় হইতে শরিকদিগের সহিত এবং ওয়াটসন কোম্পানীর সহিত যে সকল মোকদ্দমা চলিতেছিল তাহা বহুব্যয় সাধ্য সহজে তিনি মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। কয়েকটী বিষয়ে সাহেবেরা কিছুতেই অন্যায় জিদ ছাড়িতে চাহিলেন না। অথচ তিনি ছাড়িলে জমিদারীর বড়ই ক্ষতি হয়, কেবল সেই স্থলেই কর্ত্তব্য পালন জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইলেন। ধনীদিগের মধ্যে স্ত্রী কর্তৃত্বের সময় জমিদারী কর্মচারীরা সর্ব্বত্রই জ্ঞাতিদিগের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু শরৎ সুন্দরীর কর্তৃত্ব কালে সেরূপ কিছুই ঘটিতে পায় নাই।

শরৎসুন্দরী কোন বিষয়েই স্বাধীনতার পরিচয় দিতেন না। যে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বে ঐরূপ অবস্থায় কি হইত তাহা প্রাচীন কর্মচারীদের নিকট জানিয়া লইয়া তাঁহাদের মত শুনিয়া অতি সাবধানে ব্যবস্থা করিতেন। এই সম্মাননায় ঐ কর্মচারিগণও বিশেষ তুষ্ট থাকিতেন, তাঁহার আমলে বহুদিনের বিবাদ সমস্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। তাঁহার অকপট ব্যবহারে ও সৌজন্যে কেহই বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারিতেন না। একজন আত্মীয় রাজা জয়েন্দ্র নারায়ণ দৈব দুর্বিপাকে সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়াছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের তীর্থবাস ও ভরণ পোষণের সমস্ত ভার শরৎ সুন্দরী স্বেচ্ছায় বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক আত্মীয় আনী কুমার গোপালেন্দ্র রায়ের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন থাকা কালে উক্ত কুমারের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। কালেক্টর সাহেব বিবাহ বাবদে এত অল্প টাকা মঞ্জুর করিলেন যে তদ্দ্বারা পুঠিয়া রাজবংশীয়ের বিবাহে সম্মান রক্ষা হয় না। শরৎসুন্দরী ঐ বিবাহ উপলক্ষে ছয় হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কুমারের মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিস্তর টাকার সাহায্য করিলেন। কোন গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁহার সম্পত্তি অধিক তিনি যদি সকল শরিকের সহিত এইরূপ অকপট ভাবে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে উন্মুখ হন এবং অতি বিনীত ভাবে সহায়তা করিতে থাকেন তাহা হইলে এ দেশের সর্ব্বনাশের মূল শরিকি বিবাদ ঘটে না। ইহাই প্রকৃত কার্য্যদক্ষতার পরিচায়ক

শরৎ সুন্দরী প্রধান প্রধান কর্মচারীদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কর্ম করিতেন না। কর্মচারীরা সমস্ত আপত্তি করিলেই নিজের সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতেন। তাঁহারা কারণ দেখাইয়া দানাদিতে বাধা দিলে নিজের জায়গীর মাসহারাদির যে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকার তহবিল ছিল তাহা হইতে গোপনে টাকা দিতেন; নিজের মত প্রবল করিয়া কর্মচারীদের মনে কখন ব্যথা দিতেন না।

তিনি কাহারও নিন্দা শুনিতে ভাল বাসিতেন না. পাপাত্মার প্রতিও দয়া করিতেন এবং কোন কর্মচারীকেই কর্মচ্যুত করেন নাই। পবিত্রতার বিশ্বাসের ও উদারতার এরূপ মাহাত্ম্য যে কর্মচারীর মনে এতটা কর্তব্য পরায়ণতার উদ্রেক করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার হাতে ধরা পড়িবার অবশ্যম্ভাবিতা দেখিয়া এবং ধরা পড়িলে আপামর সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইতে হইবে জানিয়া কেহই তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিরুপম এবং ধর্মময় জীবন দর্শনে সাধারণের এই একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার অনিষ্ট করিলে অত্যাহিত ঘটিবে। এই আশঙ্কা হইতে অধিকাংশ কর্মচারীর চরিত্র শোধিত হইয়াছিল।

এক সময়ে পুরোহিত বংশের এক জনকে তিন হাজার টাকা দিয়া তাঁহার ঋণ শোধ করিয়া দিতে চাহেন। কর্মচারীরা আপত্তি করিলে ঐ টাকা কর্জ দেওয়ার কথায় তাঁহাদিগকে সম্মত করান। পরে তাঁহার একটি চতুষ্পাঠী করিয়া মাসিক ৪০ টাকা বৃত্তি দিয়া এবং শ্রাদ্ধাদিতে অনেক দান করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি কাহারও নিষ্কর বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করেন নাই। দীর্ঘকাল ভোগকেই উৎকৃষ্ট দলিল বলিয়া স্বীকার করিতেন, এমন কি জরিপে নিষ্কর জমি বৃদ্ধি হইলেও সে অংশ বাজেয়াপ্ত বা উহাতে কর ধার্য্য করিতেন না।

(১১৩) স্নেহপ্রবণতা ও কর্মচারীর সম্মান (ঐ)—পিতার মৃত্যুর পর মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি একদিন পিতৃভবনে যাইবার সঙ্কল্প করেন। প্রাচীন কর্মচারী আপত্তি করিলেন "পুঠিয়ার রাণীর পক্ষে বাপের বাটীতে যাওয়া ঠিক নয়। মাতার অসুখ যখন তেমন বেশী কিছু নয় বরং তাঁহাকেই রাজবাটীতে আনা হউক।" শরৎ সুন্দরীর ইচ্ছা হইল না যে কষ্ট দিয়া পীড়িতা মাতাকে রাজবাটীতে আনেন, তিনি শীঘ্রই মাতাকে দেখিতে নিজের যাইবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন। কর্মচারী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, ৺রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণের রাণীকে বাপের বাড়ীতে যাইবার মত দিতে পারি না। তবে আপনি "কর্ত্রী"। কিন্তু মা! কর্তব্য পালন ছাড়া ইচ্ছামত কার্য্যত আপনি কখনই করেন না। মার অসুখের নামেই এরূপ বিচলিত কেন হইতেছেন?" এই কথায় মহারাণী শরৎ সুন্দরী প্রাচীন কর্মচারীর প্রতি বিশেষ তুষ্ট হইয়া তখনি বাপের বাড়ী যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

(১১৪)দানধর্ম (ঐ)।—মহারাণী শরৎ সুন্দরী ১২৮১ অব্দের মাঘ মাসে দত্তকপুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে ৩০ হাজার টাকা দানাদিতে ব্যয় করেন। ১২৮৭ সালের ২৪শে ফাল্গুন ঐ পুত্রের বিবাহে দেড় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন। তন্মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দীন দুঃখীরা ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা পাইয়াছিলেন। কাশী কান্যকুব্জ হইতেও পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৮ বৎসর রাজ্য পালন কাল মধ্যে তিনি পতির জমিদারীর বার্ষিক আয় অনেক টাকা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দশ লক্ষ টাকার নূতন সম্পত্তি খরিদ ভিন্ন নগদ টাকা কিছুই জমান নাই বরং অত্যন্ত ঋণও হইয়াছিল। নিজের জায়গীর মাসহারা প্রভৃতিতে প্রায় বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা এবং পতির সম্পত্তিরও প্রায় সমস্ত আয় পূজা দানাদিতেই ব্যয় করিতেন। কর্মচারীরা বলিতেন যে, সমস্ত আয়ের টাকাই এরূপে ব্যয় করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে নাবালকের সম্পত্তি কাড়িয়া

লইবেন। তিনি উত্তর করিলেন, "তাহাদের আপাতত নাই, কিন্তু পুঠিয়ার রাজবংশ ধর্ম্মবলেই বলীয়ান, যাবৎ তিনি যতদিন সাধ্য পালন করিবেন।" প্রজারা পরম সুখে বাস করিত এবং শরৎ সুন্দরীর বন্দোবস্তে ওয়াটসন কোম্পানীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ায় তাহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে স্বীকার করে। তিনি ১৮৭৮ সালে বন্যার সময় অনেক অর্থ দান করেন এবং ১২৮০ ও ১২৮১ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বিস্তর টাকার খাজনা মাপ করেন এবং প্রত্যহ অসংখ্য লোককে আহারীয় দ্রব্য এবং নগদ টাকা ৩।৪ মাস ধরিয়া দিয়াছিলেন। পুঠিয়ার বৃন্দাবনে এবং কাশীধামে দেবালয় নির্ম্মাণ ও অন্নসত্রের উন্নতির জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বৎসর বৎসর অন্নপূর্ণা পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বিস্তর টাকা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দীন দরিদ্রদিগকে দিতেন; কর্ম্মচারীরা নাবালকের সম্পত্তির উপর নূতন কাহারও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সামান্য সামান্য ব্রতাদি উপলক্ষ করিয়াও তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট দান করিতেন। একবার অনন্ত চতুর্দ্দশীর ব্রত প্রতিষ্ঠার সময় একপ্রস্থ স্বর্ণ পাত্রাদি উৎসর্গ করিয়া প্রায় ১৫ হাজার টাকা দান করেন।

রাজশাহী ইংরাজী স্কুল কলেজে পরিণত হইলে প্রাচীর ও বোর্ডিং নির্ম্মাণ জন্য তিনি ১১ হাজার টাকা দান করেন। জলাশয় খনন ও পথ প্রস্তুতের জন্যও অজস্র অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ অব্দে দিল্লীর দরবারে শরৎ সুন্দরী "মহারাণী" উপাধি প্রাপ্ত হইলে বলেন যে, আমার ন্যায় হিন্দু বিধবার এ সকলে ঘোরতর বিড়ম্বনা, তবে রাজ প্রসাদ উপেক্ষা করিতে সাধ্য নাই।"

১২৯০ অব্দের ১৭ই অগ্রহায়ণ মহারাণী কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীধামে তিনি দুর্গোৎসব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা পূজা এবং সরস্বতী পূজাদি কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। প্রত্যহ স্বপাকে এক হইতে তিনজন পর্য্যন্ত দণ্ডী ভোজন করাইতেন। বিধবা হইয়া অবধি প্রত্যেক চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণে মন্ত্র পুরশ্চরণ ও ভূরি দানাদি করিতেন। প্রত্যহ নিজের নিত্য পূজায় অনেক টাকার ভোজ্য সামগ্রী ও নগদ দান করিতেন। কাশীবাসের বাধা ও মধ্যে কাশী খণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে কর্ত্তব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ শাস্ত্র কথা শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানে অনেকটা প্রবেশ লাভ হইয়াছিল।

(১১৫) সদাশয়তা (ঐ)।—

(ক) মহারাণী শরৎসুন্দরীর দত্তক পুত্রের বিবাহের সময় সমাগত এক বৃদ্ধা বিধবা অসাবধান হইয়া শয়নগৃহে মলত্যাগ করিয়া ফেলায় চাকরাণী লজ্জায় মৃতাবস্থা সেই বিধবাকে বাক্যযন্ত্রণা দিতেছে দেখিয়া তিনি স্বহস্তে উহা পরিষ্কার করেন এবং যাহারা জানিতে পারিয়াছিল তাহাদিগকে ঐ বিষয়ের কোন উল্লেখ করিতে পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন। রাণী একান্ত লজ্জিতা বৃদ্ধাকে বলিলেন "মা! পীড়ার সময় এরূপ সকলেরই হইয়া থাকে। সে সময়ে আপনার লোকেই যত্ন করে। আমাকে আপনার কন্যা বলিয়াই জানিবেন।"

(খ) মহারাণীর দত্তক পুত্রের বিবাহ জন্য দুইটী পাত্রী দেখিয়া দুইটিই পছন্দ হইয়াছিল। শেষে একস্থানে বিবাহ স্থির হইয়া গেলে অপর পাত্রীটির বিবাহের সমস্ত ব্যয় শরৎসুন্দরী নিজে বহন করিয়া উহাকে উপযুক্ত পাত্রে দান করাইয়াছিলেন। এবং বলিয়াছিলেন ঐ পাত্রীটিকেও আমি পুত্রবধূরূপে দেখিব। দুইটীই আমার ছেলে এবং দুইটীই আমার বৌ হইল। এতই হৃদ্য সহানুভূতি দ্বারা তিনি আশাভঙ্গের নিরাকরণ করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন।

(গ) কোন মুসলমান প্রজার গোহত্যা অপরাধে কর্ম্মচারিগণ তাহার ১০০ টাকা দণ্ডবিধান করিয়া আদায় জন্য তাহাকে আবদ্ধ করেন। শরৎসুন্দরী বলিলেন "উহার অর্থ আমার তহবিলে অবৈধভাবে আনিয়া আমাকে পাপগ্রস্তা করিবেন না। উহার ধর্ম্ম বা আচারের দোষ সংশোধন করার ভার আমার উপর নাই। আমার ধর্ম্ম বা আচারে যদি দোষ থাকে তাহার সংশোধনের ভার ও উহার উপর নাই। যে যাহার আপন আপন কুলধর্ম্ম পালন করুক। আর কখন কোন প্রজাকে কোন কারণেই আবদ্ধ করিয়া কষ্ট দেওয়া হইবে না।"

কর্ম্মচারীরা এই বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলে তবে শরৎ সুন্দরী সে দিন স্নান আহার করেন।

কর্ম্মচারীদিগের মত ফিরাইয়া কাজ করাইতেন। নিজের "হুকুম" কখন জারি করিতেন না। কর্ম্মচারীরা অন্য মত অবলম্বন করিলে পাঁচ বৎসরের বালিকার ন্যায় অনাহারে থাকিয়া তাঁহাদিগকে [illegible] আনয়ন করিতেন।

(ঘ) বিধবা হইয়া অবধি মহারাণী [illegible] অনেকগুলি নিরাশ্রিতা বিধবা দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতেন এবং তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেন। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বড়ই কঠোরভাষিণী ছিলেন। পুণ্যার্জ্জন করিতেছেন বলিয়া যাঁহারা মনে করেন এরূপ অনেক বিধবাই একান্ত গর্ব্বিতা হইয়া থাকেন। উঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ হইত কখন কখন উঁহারা মহারাণীকেও দুর্ব্বাক্য বলিতেন। শরৎ সুন্দরী সকলই ক্ষমা করিতেন। একদিন কোন স্বপাকে-আহারকারিণী বিধবাকে তিনি আধখানি কাঁঠাল দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিত্য পূজায় উপবেশন করিয়াছিলেন। যাহার উপর কাঁঠাল দিবার ভার হয় তিনি আধখানির পরিবর্ত্তে সিকিখানি কাঁঠাল দেন এবং বিধবাকে বলেন "মা ঐ পরিমাণই দিতে বলিয়াছেন।" বিধবা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল "যে ভাগ করিয়া দিতে বলিয়াছে সে কি কাণের মাথা খাইয়া জানিতেছে না যে তুমি কি বলিতেছ? আর চোখের মাথা খাইয়া দেখিতেছে না যে তুমি কি অন্যায় করিতেছ? তবে কথা কয় না কেন! যার কাঁঠাল সেই খাক্।" এই বলিয়া বিধবা কাঁঠাল খণ্ড শরৎ সুন্দরীর পূজার উপকরণের উপর ফেলিয়া দিল!! পূজার সময় শরৎ সুন্দরী মৌনা ছিলেন এই মাত্র অপরাধ। তিনি পূজার সময়ে সাংসারিক কোন বিষয়ের জন্যই মৌনভঙ্গ করিতেন না। উহাকে ভগবানের অবমাননা মনে করিতেন বলিয়া মৌনভঙ্গ হঠাৎ হইয়া গেলে পুনর্ব্বার প্রথম হইতে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজারম্ভ করিতেন। এবারেও ঐকাণ্ড ঘটিলে পূজাভঙ্গ করিতে হইল। তিনি বিধবাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া শান্ত করিলেন এবং পুনর্ব্বার আয়োজনাদি করিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে কিছু অতিরিক্ত জপ করিয়া প্রথম হইতে পূজা করিলেন। সেদিন আহারাদি করিতে সন্ধ্যা হইল। সকলেই বিধবার অন্যায় কার্য্যে দোষ প্রকাশ করিল, কিন্তু শরৎ সুন্দরী তাহার প্রতি অণুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না।

(ঙ) অন্য এক সময়ে দুই কলহপরা বিধবা বাটী হইতে পরস্পরের প্রতি গালি বর্ষণ করিতে করিতে উভয়েই মনে করিলেন যে, শরৎসুন্দরীর সাহসেই প্রতিপক্ষ এরূপ করিতে পারিতেছে। ক্রমে উভয়েই তাঁহাকে গালি দিতে দিতে অজ্ঞান হইল। পরিচারিকারা "একপর্দ্দা" বলিয়া উহাদিগকে মা

[illegible] উহারা [illegible] বলিলেন [illegible] বলিলেন। [illegible] আমাকেই [illegible]।

(১১৫) বিশ্বাসী দারবান।—পারস্যের রাজা শাহ আব্বাস একদিন কোন শিক্ষা পাত্রের বাটীতে [illegible] হইয়া অতিরিক্ত মদ্যপান করেন। তাঁহার [illegible] এবং অন্যান্য সকলেও অতিরিক্ত মদ্য পানে চেতনাশূন্য হন। ঐ অবস্থায় শাহ আব্বাস টলিতে টলিতে শিক্ষাপাত্রের ভিতর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হন। দারবান দ্বাররোধ করিয়া ক্রোড় হস্তে এরূপভাবে দণ্ডায়মান রহিল যে উহাকে না সরাইয়া দ্বার পার হওয়া অসম্ভব। শাহ আব্বাস বলিলেন "সরিয়া যাও নচেৎ তরবারির আঘাতে মস্তক কাটিয়া ফেলিব।" দারবান মাথা পাতিয়া দিল এবং বলিল "তাহাই করুন। আপনি আমার এবং এদেশের সকলেরই রাজা। কোন অবস্থাতেই আপনার অঙ্গে হস্ত তুলিতে পারিব না এবং জীবিত থাকিতে মনিবের অন্তঃপুরে পরপুরুষ ঢুকিতেও দিতে পারিব না। আপনি পুরুষদিগের রাজা—অন্তঃপুরমধ্যস্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রভু নহেন। উহারা অন্তঃপুর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনা। এজন্য জানাইতেছি যে আমাকে মারিয়া ভিতর বাড়ীতে [illegible] যাও আপনার পক্ষে নিরাপদ নহে। তেজস্বিনী তরানী অন্তঃপুরিকারা আপনার উপর পর পুরুষ হিসাবে নিঃসঙ্কোচে অস্ত্রাঘাত করিবে। সেখানে উহারা রাজা বলিয়া মানিবে না।" শাহ আব্বাসের নেশা কাটিয়া গেল। তিনি নীরবে রাজবাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন তাঁহার প্রিয়পাত্র সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শাহ আব্বাসের নিকট আসিয়া বলিলেন "আপনি [illegible]। আপনি সর্ব্বত্র যাইতে পারেন" এবং দারবানের রূঢ়তা জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "সে লোকটাকে আমি ছাড়াইয়া দিয়াছি।" শাহ আব্বাস বলিলেন "তুমি স্বেচ্ছায় উহাকে কাজ ছাড়াইয়া দিয়াছ জানিয়া আমি যে কত সুখী হইলাম তাহা বলিতে পারি না! [illegible] আমাকে আর ভিক্ষা করিতে হইল না। [illegible] আমি আজ হইতে আমার শরীররক্ষী [illegible] সভায় নিযুক্ত করিলাম। আমার [illegible] তোমার অন্তঃপুরিকাদিগের নিকট [illegible] অন্যায় অশিষ্ট ব্যবহার জন্য আমার [illegible] জানাইও।

[illegible] রাজোচিত উদারতা।—ইংলণ্ডাধিপ [illegible] উইলিয়মের বিরুদ্ধে এবং ষ্টুয়ার্ট বংশীয়

[illegible] রাজা [illegible] দ্বিতীয় জেমসের পক্ষে একটী রাষ্ট্র বিপ্লব জন্য চক্রান্তে কোন সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। ঐ সম্বন্ধে অনেকগুলি চিঠিপত্র রাজা উইলিয়মের হস্তগত হইলে রাজা সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাজবাটীতে নিজের খাস কামরায় ডাকাইয়া আনিয়া সেই চিঠিগুলি তাঁহার হাতে দেন। চিঠিগুলি দেখিবামাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটী বুঝিলেন এইবারে গ্রেপ্তারের ও দুর্গবদ্ধ রাখার হুকুম হইবে এবং কয়েকদিন মধ্যেই বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু রাজা তাঁহাকে ধীরভাবেই বলিলেন "যাহারা মনিবের দুঃসময় বন্ধুর ন্যায় তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকেন এবং সকল বিপদকে তুচ্ছ করিয়া এবং সকল আশা ত্যাগ করিয়া শুধু প্রভুভক্তির আবেগে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারাই এ জগতে পূজনীয় এবং তাঁহাদের ন্যায় ধরাতলে একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু। সেরূপ লোকের হানি আমি কোন মতেই করিতে পারি না।" এই বলিয়া রাজা স্বহস্তে বাতির শিখায় ধরিয়া চিঠিগুলি তখনি পুড়াইয়া ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রাজদ্রোহ অপরাধের প্রমাণ একেবারে লোপ করিয়া দিলেন। উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সৌজন্যে ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ভগবান যখন আপনার ন্যায় উচ্চমনা ব্যক্তিকে আমার প্রাচীন মনিবের প্রতিযোগী করিয়া পাঠাইয়াছেন তখন তাঁহার দুর্ভাগ্য কাটিতে দেওয়ার ভগবানের অভিপ্রায় নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। আমার যে জীবন প্রাচীন মনিবের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলাম তাহা ঐ চিঠি ধরা পড়াতেই শেষ হইবার কথা। এখন যে জীবন ধারণ করিব তাহা আপনার নিকট হইতে অযাচিত দানলব্ধ। উহা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে আমার অধিকার নাই। উহা আপনার অধীনেই দেশের কার্য্যে নিযুক্ত করিব।"

[illegible] গেজেট।

৯ই পৌষ ১৩১৬ সাল ইং ২৪শে ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করা সম্বন্ধে নিয়মাবলী

সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের সম্মতিক্রমে ছোটলাট বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিতরূপ নিয়ম বিধান করিয়াছেন—

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ প্রশ্ন করিতে পারিবেন না।—(ক) ভারত সম্রাট, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল, অথবা ছোটলাট বাহাদুরের সহিত কোন বৈদেশিক রাজ্য অথবা ভারতের কোন দেশীয় রাজ্যের সংস্রব সম্পর্কীয় অথবা কোন দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্পর্কীয় কোনরূপ প্রশ্ন, অথবা (খ) সম্রাটের শাসনাধীন প্রদেশের মধ্যের কোন বিচারালয়ের বিচারাধীন কোন বিষয় সম্পর্কীয়।

প্রশ্নগুলি এরূপভাবে গঠিত হওয়া চাই যেন (১) কোন বিষয়ে সংবাদ জানিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। (খ) প্রশ্ন যেন বেশী বড় না হয়। (গ) প্রশ্নমধ্যে যুক্তি, তর্ক, নিন্দাবাদ, শ্লেষ, নিন্দাবাদ না থাকে। কোন ব্যক্তির সরকারী বা সাধারণের কার্য্যের সহিত যতটুকু সম্পর্ক সেই ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র আচরণ সম্বন্ধে কেবল ততটুকু মাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারা যাইবে।

সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল অথবা ষ্টেট সেক্রেটারী এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে না, তবে মোটামুটি বিবরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে এবং উত্তরেও সেইরূপ মোটামুটি বিবরণ মাত্র বলা হইবে।

কোন সদস্য যদি কোন প্রশ্ন ব্যবস্থাপক সভায় করিতে ইচ্ছা করেন তবে যে তারিখের অধিবেশনে সেই প্রশ্ন করিবেন সেই তারিখের অন্ততঃ পূর্ণ দশদিন পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে সভার সেক্রেটরীকে লিখিয়া জানাইবেন। এবং যে প্রশ্ন তিনি করিতে চাহেন তাহারও একটা নকল ঐ সঙ্গে পাঠাইবেন। সভাপতি মহাশয় ইচ্ছা করিলে দশ দিনের কম সময়ের নোটিশ পাইয়াও প্রশ্ন গ্রাহ্য করিতে পারেন এবং এবং কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আবশ্যকমত বেশী সময়ও লইতে পারেন।

সেক্রেটরীর নিকট প্রশ্নের নোটিশ ও সেই সঙ্গে প্রশ্ন পাঠাইলে সেক্রেটরী উহা সভাপতি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিবেন। সভাপতি মহাশয় ঐ প্রশ্ন গ্রাহ্য করিবার না হইলে গ্রাহ্য না করিতে পারেন অথবা যদি দেখেন যে উহা নিয়মানুযায়ী যেরূপ ভাবে গঠিত হওয়া উচিত ছিল, সেরূপ ভাবে গঠিত হয় নাই তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার নিকট সংশোধনের জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। প্রশ্নটি সংশোধন করিয়া পুনরায় পাঠাইবার জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে সেই সময়ের মধ্যে না পাঠাইলে ঐ প্রশ্ন প্রত্যাহৃত হইল বলিয়া বুঝা হইবে।

সভাপতি মহাশয় কোন প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিলে সেই অগ্রাহ্য করা সম্বন্ধে কোন কারণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য নহেন। কেবল এই মাত্র বলিতে পারেন যে উহার উত্তরে সাধারণের স্বার্থ কিছু নাই অথবা ওরূপ প্রশ্ন অন্য ব্যবস্থাপক সভার অথবা গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার করা ঠিক। সভাপতির আদেশ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা সভাস্থলে হইতে পাইবে না।

যে সকল প্রশ্ন গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগের একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত হইবে। সভাপতি মহাশয় যেরূপে ভাল বুঝিবেন সেই প্রকারে প্রশ্ন করা ও তাহার উত্তর দেওয়া হইবে।

কোন সদস্য যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর সম্বন্ধে আরও কিছু খুলিয়া লওয়ার আবশ্যক বুঝিলে সেই প্রশ্নের আনুষঙ্গিক প্রশ্ন করিতে পারেন। যাঁহার উপর ঐ প্রশ্নের উত্তর দানের ভার তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর তখন নাও দিতে পারেন এবং নূতন করিয়া উহার জন্য নোটিস দিয়া আগামী অধিবেশনে উহার উত্তর পাইবার জন্য আবেদন করিতে বলিতে পারেন। সভাপতি মহাশয় ইচ্ছা করিলে এইরূপ আনুষঙ্গিক প্রশ্ন অগ্রাহ্যও করিতে পারেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে কোন কারণ দেখাইতে হইবে না।

সভাপতি মহাশয় এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন যে আনুষঙ্গিক কোন প্রশ্ন প্রত্যাহৃত হইলেও উহার উত্তরে সাধারণের স্বার্থ আছে বুঝিলে উত্তর দেওয়া যাইতে পারিবে।

কোন প্রশ্ন অথবা উহার উত্তর সম্বন্ধে সভাস্থলে আলোচনা হইতে পারিবে না। যে সকল প্রশ্ন করা হইবে এবং সেই সকল প্রশ্নের যে সকল উত্তর দেওয়া হইবে সভার কার্য্যবিবরণীতে তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ থাকিবে। সভাপতি মহাশয় যে প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা ঐরূপে লিপিবদ্ধ থাকিবে না। সাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সভাপতি মহাশয় প্রশ্ন করার ও উহার উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্দেশ করিয়া দিতে পারেন।

[illegible]রামপুরের সরকারী বয়ন বিদ্যালয়।

[illegible] বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সম্বন্ধে নিয়মাবলী গত ২ [illegible] কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]লার অনেক স্থানের তাঁতিরা এখনও [illegible] তাঁত ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু আধুনিক তাঁত তদপেক্ষা অনেক উন্নত। এই আধুনিক তাঁত বয়ন প্রণালী শিখাইয়া, তাঁতে বস্ত্রবয়ন সম্বন্ধে ইদানীং যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষিত করিয়া দেশের বস্ত্র শিল্পের সমুন্নতি করাই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

এই বিদ্যালয়ে দুইটী শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে—(১) যাহারা কতকটা শিক্ষিত তাহাদিগকে উচ্চ শ্রেণীতে লওয়া হইবে। এই শ্রেণীতে শিক্ষিতগণ বয়ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যক্ষ এবং বস্ত্রশিল্পের উদ্ভাবক হইতে পারিবে। (২) শ্রীরামপুর এবং অপরাপর স্থানের যে সকল লোক খুব খাটিতে পারে তাহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীতে লওয়া হইবে।

শ্রীরামপুর স্কুলে শিক্ষকাদি নিয়োগ এবং স্কুলের পরিচালনা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট দ্বারা হইয়া থাকে। বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

উচ্চ শ্রেণীর সম্বন্ধে নিয়ম—প্রতি বৎসর এই শ্রেণীতে ১৫ জনের বেশী ছাত্র লওয়া হইবে না। এই ১৫ জনের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ১০ জন ছাত্র থাকিবে।

এই শ্রেণীতে যাহারা ভর্ত্তি হইবে তাহাদের বি শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই; অথবা শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের আপ্রেণ্টিস বিভাগের সব ওভারসিয়র শ্রেণীর সহিত সংসৃষ্ট কোন টেকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষিত হওয়া চাই।

জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই বিদ্যালয়ের সেশন আরম্ভ হইবে। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পাইবার জন্য প্রিন্সিপালের নিকট আবেদন করিতে হইবে। সেই আবেদন পত্রের সহিত নিম্নলিখিত বিবরণগুলি লিখিয়া পাঠাইতে হইবে—(ক) পিতা অথবা অভিভাবকের নাম, ঠিকানা, এবং ব্যবসায়। (খ) জাতি ও ধর্ম্ম। (গ) বয়সের উপযুক্তরূপ নিদর্শন। (ঘ) শেষ যেখানে অধ্যয়ন করা হইয়াছে তথাকার হেড মাষ্টার অথবা প্রিন্সিপালের নিকট হইতে সচ্চরিত্র সম্বন্ধে সার্টিফিকেট।

এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসর স্থায়ী, ১৫ টাকার করিয়া কুড়িটি গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে দেওয়া হইবে। যে সকল ছেলেকে বৃত্তি দেওয়া হইবে তাহারা যদি প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয় তবে দ্বিতীয় বৎসরে আর ঐ বৃত্তি পাইতে পারিবে না।

উচ্চ শ্রেণীতে যে সকল ছাত্র ভর্ত্তি হইবে তাহাদের এই মর্ম্মে লিখিত অঙ্গীকার করিতে হইবে যে এই বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হইয়া গেলে তাহারা এই বয়ন ব্যবসায়ই অবলম্বন করিবে।

এই শ্রেণীতে দুই বৎসর পড়িতে হইবে। বিদ্যালয় বৎসরে যতদিন খোলা থাকিবে তাহার শতকরা ৭৫ দিন হিসাবে ছাত্রগণকে উপস্থিত থাকা চাই।

যে সকল ছাত্র প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগকে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠাইয়া দেওয়া হইবে কিন্তু কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে প্রথম বৎসরের পরীক্ষা দিয়াই স্কুল ছাড়িয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় বৎসরের পাঠ্য পড়িয়া যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দিবেন।

প্রথম বৎসরের পাঠ্য—[ক] ব্যবহারিক বয়ন, [খ] বস্ত্রবয়ন যন্ত্রের অঙ্কনাদি [গ] মডেল ড্রইং [ঘ] ফ্রি হ্যাণ্ড ড্রইং, [ঙ] বস্ত্র সম্বন্ধে উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ, [চ] কাপড় বুনিবার উপযুক্ত করিয়া সূতা প্রস্তুত করণ, [ছ] সূতার কাঁস, [জ] কাপড়ের পাড় প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা।

দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্য—[ক] ব্যবহারিক বয়ন, [খ] কার্য্য বিধান, [গ] ইঞ্জিনিয়ারীং ড্রইং [ঘ] সূতা সংক্রান্ত রাসায়নিক তথ্য, [ঙ] বস্ত্র সম্বন্ধে উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ, [চ] পাড় প্রভৃতির শিক্ষা [ছ] বয়ন যন্ত্রাদি।

শ্রীরামপুর ও নিকটবর্ত্তী স্থানের তাঁতী ও তাহাদের ছেলেদের উপকারের জন্য এই নিম্ন শ্রেণী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তাঁতি এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের তাঁতিরাও এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। জানুয়ারী মাসে এবং সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছামত অন্য সময়েও ভর্ত্তি হইতে অনুমতি পাইবার জন্য আবেদন করিতে পারা যাইবে। ৫০ জনের অধিক ছাত্র এই শ্রেণীতে লওয়া হইবে না।

মাসিক ৬ টাকা হিসাবে কুড়িটি এবং মাসিক ৪ টাকা হিসাবে কুড়িটি বৃত্তি এই শ্রেণীতে দেওয়া হইবে। বৃত্তিগুলি চারি মাস হইতে এক বৎসর স্থায়ী হইবে। এই বৃত্তির টাকায় ছাত্রদের খরচা কুলাইবে না। জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি যখন ছাত্র পাঠাইবেন সেই সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন যেন এই বৃত্তির টাকা

লইয়া মাসিক বৃত্তি করিয়া টাকা তেলেদের মধ্যে হইতে পারে। এই পরিমাণ টাকায় তাহাদের ব্যয় চলিবে বলিয়া বৃত্তি ধরা হইয়াছে। জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, দিল্লী স্কুল প্রভৃতি হইতে যাহারা বৃত্তি পাইবেন, তাঁহারা আবেদন ইহাদের হাত দিয়া প্রিন্সিপ্যালের নিকট পাঠাইবেন। চারি হইতে এক বৎসর যাবৎ এই শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা তার্থীকুলারেই দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিতরূপ পাঠ্য এই শ্রেণীতে পড়ান হইবে—[ক] ব্যবহারিক বয়ন, [খ] ক্রি ... ভুইং, [গ] বস্ত্রের উদ্ভাবন এবং বিশ্লেষণ এবং [ঘ] ব্যবহারিক রঞ্জকরণ।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] ওয়েষ্ট কেণ্ট রেজিমেণ্টের ... গোরা একটি এগার বৎসরের ভুটিয়া মেয়েকে গুরুতর আঘাত করা অপরাধে তৃতীয় বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় হাইকোর্টের বিচারপতি ... গোরার পূর্ব্বের ভাল চরিত্র বিবেচনায় এবং জুরিগণ কর্ত্তৃক দয়া প্রকাশে অনুরুদ্ধ হওয়ায় নয় মাসের জন্য তাহার সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নির্ব্বাচিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে ;—মিঃ পি ডব্লিউ এস গ্রোহাম (বাঙ্গালার ...), মিঃ মজহরুল হক ব্যারিষ্টার (বাঙ্গালার মুসলমানদিগের তরফ), বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন (প্রেসিডেন্সী মিউনিসিপ্যালিটী), রায় কিশোরী লাল গোস্বামী বাহাদুর (বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটী), খাঁ বাহাদুর মৌলবী সরফরাজ হোসেন খাঁ (পাটনা মিউনিসিপ্যালিটী) বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ (ত্রিহুত মিউনিসিপ্যালিটী), মিঃ দীপনারায়ণ সিংহ (ভাগলপুর মিউনিসিপ্যালিটী), বাবু হৃষীকেশ লা (প্রেসিডেন্সী জেলা বোর্ড), মিঃ ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত (... জেলা বোর্ড), মৌলবী সৈয়দ জহিরুদ্দীন (... জেলা বোর্ড), মিঃ টি আর ফিলগেট (... জেলা বোর্ড); মিঃ মধুসূদন দাস (উড়িষ্যা জেলা বোর্ড] মহারাজাধিরাজ বৰ্দ্ধমান ও মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী [প্রেসিডেন্সী ও বৰ্দ্ধমান বিভাগের জমিদার পক্ষ হইতে].

ফৌজদারী কার্য্যের অবৈতনিক জজ প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর [নাইট] মহাশয়কে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করিয়াছেন।

আগামী ৩রা জানুয়ারী বেলভেডিয়ার দরবার হলে বেলা এগারটার সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশন হইবে।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় যে পাঁচজন আসামীর বিচার সম্বন্ধে চীফ জষ্টিস ও জষ্টিস কারণডফের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল, সেই পাঁচজনের বিচারভার মিঃ জষ্টিস হ্যারিংটনের উপর দেওয়া হইয়াছে। আগামী ৩রা জানুয়ারী উহাদের বিচার আরম্ভ হইবে।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমার সহিত সংস্রব আছে সন্দেহে তারানাথ চৌধুরীকে এতদিন ধরিবার জন্য চেষ্টা হইতেছিল। সম্প্রতি বেনারসে তাঁহাকে ধরা হইয়াছে শুনা যাইতেছে।

[বোম্বাই] নাসিকের কলেক্টর মিঃ জ্যাকসন আই সি এস গত ২১শে ডিসেম্বর রাত্রিতে এক হত্যাকারীর গুলিতে হত হইয়াছেন। নাসিক হইতে ইনি বোম্বাইয়ে বদলী হইয়াছিলেন। বিদায় অভিনন্দনের জন্য নাসিকের লোকেরা সভা করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করে। তিনি সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, সভার কার্য্য শেষ হইলে মিঃ জ্যাকসন সকলের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে হত্যাকারী গুলি করে। আর এক রকম কথা এই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মিঃ জ্যাকসন নাকি দেশীয়ের থিয়েটার দেখিতে তথায় প্রবেশের সময় হত্যাকারী লুক্কায়িত থাকিয়া গুলি করে। হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে। সে নাকি আত্মহত্যা হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, পারে নাই। থিয়েটারের লোকেরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। কালেক্টর জ্যাকসন লোকানুরাগভাজন ছিলেন। তাঁহার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে সকলেই বিশেষ দুঃখ এবং কষ্ট অনুভব করিতেছেন। ২২শে প্রাতে নাসিক মিউনিসিপ্যালিটী সভা করিয়া শোক প্রকাশ করেন। নাসিকের অধিবাসীরাও শোক প্রকাশ জন্য সভা করিয়াছিল। মফস্বল হইতেও অনেক লোক ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আফিস আদালত দোকান পাট এক দিন সমস্তই বন্ধ ছিল।

[ঢাকা] ফরিদপুরে যাহাতে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার একটি কেন্দ্র হয় তজ্জন্য ফরিদপুর জেলা সমিতি হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভায় এক আবেদন পাঠান হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্লিফোর্ড এবং শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহার পোষকতা করেন। আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। ১৯১০ সালের মার্চ্চ হইতে ফরিদপুর ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার কেন্দ্র হইল।

[পঞ্জাব] পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় ভাইস চ্যান্সেলার জষ্টিস রবার্টসন বলিয়াছেন, "ভারতীয় ছাত্রের উপর ইদানীং বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা হইতেছে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহার কার্য্যকলাপাদি পর্য্যবেক্ষণ করা হইতেছে একথা বলিলেও বাহুল্য হয় না। বিগত কয়েক বৎসর হইতে ভারতীয় ছাত্রের স্বভাব চরিত্র এবং আচরণ বিশেষ ভাবেই সমালোচিত হইতেছে। অতঃপর লোকে বৃথা অভিমান, নিয়মানুগামিতার ব্যতিক্রম এবং অন্যান্য অসদাচরণের দৃষ্টান্ত বুঝাইতে ভারতীয় ছাত্রেরই উল্লেখ করিবে। অর্থাৎ ভারতীয় ছাত্রকে ঐ সকল বিরুদ্ধ গুণের মূর্ত্তিমান ... মনে করিবে এমন আশঙ্কা এখন হইতেই হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি কিন্তু ভারতীয় ছাত্রের ওরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করি না। আমি চাই, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাহাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক উত্তর দিতে যেন সক্ষম হয়। আমি চাই তোমরা সকলেই চেষ্টা করিয়া দেখ যে কিরূপভাবে জীবন গঠিত করিলে তোমরা জগদীশ্বর ও মনুষ্য উভয়েরই সেবা করিতে সক্ষম হইবে। আত্মসংযম, যে কিছু ভাল তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পবিত্রতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ... নীতিপরায়ণতা এবং স্বাবলম্বন এই সকল গুণ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা যেন দেখাইতে পারি।

[সাধারণ] নিম্নলিখিত দিন সমূহে পর্ব্বোপলক্ষে ১৯১০ সালে অধস্তন দেওয়ানী আদালতগুলি বন্ধ থাকিবে।— ক, নববর্ষ ১লা জানুয়ারী। (খ) উত্তরায়ণ বা মকরসংক্রান্তি ১৩ই জানুয়ারী কেবল নোয়াখালি, সিলেট, এবং ত্রিপুরা জেলায় সম্বলপুরে, কটক জেলার বারগড়ে এবং কাঁথিতে দশহরার পরিবর্ত্তে এই দিনে ছুটী থাকিবে। ... রাজপুরে উল্টা রথের পরিবর্ত্তে, বাসন্তী ... এবং আসাম জেলি জেলায় বারুণীর পরিবর্ত্তে ... নায় কার্ত্তিক পূজার প্রথম দিনের পরিবর্ত্তে ছুটী থাকিবে। আসাম জেলি সর্ব্বত্রই ... [গ] মহরম ১১শে হইতে ২০শে জানুয়ারী— ১২ই জানুয়ারী চাঁদ দেখা গেলে ১৮ই হইতে

২২শে পর্য্যন্ত আদালত সমস্ত বন্ধ থাকিবে [ঘ] মহর অমাবস্যা ১০ই ফেব্রুয়ারী [কেবল সারণে শ্রীপঞ্চমীতে ২য় দিনে ছুটীর পরিবর্ত্তে এই দিনে ছুটী থাকিবে] [ঙ] শ্রীপঞ্চমী ১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী [সারণে ১ দিন], [চ] দোলযাত্রার ৯ই মার্চ্চ [ছ] শিবরাত্রি ৯ই ও ১০ই মার্চ্চ, [জ] ফতেদোয়াজদহম, ২৫শে মার্চ্চ—১১ই মার্চ্চ চাঁদ দেখা দেখা গেলে ২৫শে মার্চ্চ, (ঝ) দোলযাত্রা ২৫শে ২৬শে মার্চ্চ, (ঞ) গুডফ্রাইডে ২৫শে হইতে ২৮শে মার্চ্চ (ট) বারুণী ১৭ই এপ্রেল (বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা এবং আসাম ভেলি জেলায় অথবা পুরী সম্বলপুর ও বারগড়ে এই দিনে ছুটী থাকিবে না), (ঠ) চৈত্রসংক্রান্তি ১৩ই এপ্রেল (ড) বাঙ্গালা নববর্ষ ১৪ই এপ্রেল কেবল নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলায় বারুণীর পরিবর্ত্তে বাখরগঞ্জ চট্টগ্রাম এবং আসাম ভেলিতে দশহরার পরিবর্ত্তে ঢাকায় জগদ্ধাত্রী পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে এবং খুলনায় কার্ত্তিক পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে, (ঢ) শ্রীরামনবমীর পূর্ব্ববর্ত্তী দুই দিন ১৬ই ও ১৭ই এপ্রেল কেবল চট্টগ্রাম জেলায় উলটারথের এবং জগদ্ধাত্রী পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে এই দুই দিন ছুটী থাকিবে] [ণ] অশোকাষ্টমী ১৭ই এপ্রেল কেবল ঢাকা ও ময়মনসিংহে বারুণীর পরিবর্ত্তে, রংপুরে উলটারথের এবং আসাম ভেলিতে জগদ্ধাত্রী পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে এই দিন ছুটী থাকিবে), (ত) শ্রীরামনবমী ১৮ই এপ্রেল, (থ) শীতল ষষ্ঠী ১৪ই জুন (কেবল সম্বলপুর ও বারগড়ে বারুণীর পরিবর্ত্তে] (দ) দশহরা ১৭ই জুন (বাখরগঞ্জ, কটক, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, সিলেট এবং আসাম ভেলি জেলায় এবং কাঁথিতে এই দিনে ছুটী থাকিবে না, [ধ] স্নানযাত্রা ২২শে জুন [কেবল পুরীতে বারুণীর পরিবর্ত্তে] [ন] অম্বুবাচী ২৫শে জুন [কেবল আসাম ভেলি জেলায় কার্ত্তিক পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে [প] সম্রাটের জন্মদিন [উৎসব দিন পরে প্রকাশিত হইবে [, [ফ] রথযাত্রার পূর্ব্বদিন ৭ই জুলাই [কেবল পুরীতে জগদ্ধাত্রী পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে] [ব] রথযাত্রা ৮ই জুলাই [ভগলপুর, গয়া, পাটনা পূর্ণিয়া, সারণ, সাহাবাদ, মজফরপুর এবং দারবঙ্গে এই দিনে ছুটী থাকিবে না] [ভ] উলটা রথ ১৬ই জুলাই [চট্টগ্রাম, রংপুর, ভগলপুর, গয়া পাটনা, পূর্ণিয়া সারণ, সাহাবাদ, মজফরপুর দারবঙ্গ, সিলেট এবং নোয়াখালি জেলায়, এবং জব্বলপুরে এই দিনে ছুটী থাকিবে না ; কেবল ত্রিপুরায় ১৬ই [illegible] [illegible] এই [illegible] থাকিবে] [ম] মনসা পূজা [illegible] কেবল নোয়াখালি এবং সিলেটে [illegible] পরিবর্ত্তে] [য] সবেবরাৎ ২০শে আগষ্ট [৬ই আগষ্ট চাঁদ দেখা গেলে ২১শে আগষ্ট] [র] রাখীবন্ধন ২০শে আগষ্ট [কেবল সম্বলপুর ও বারগড়ে কার্ত্তিক পূজার প্রথম দিনের পরিবর্ত্তে, (ল) জন্মাষ্টমী ২৭শে ও ২৮শে আগষ্ট পূর্ণিয়া জেলায় ২য় দিনে ছুটী থাকিবে না। (ব) গণেশ চতুর্থী ৭ই সেপ্টেম্বর কেবল সম্বলপুর ও বারগড়ে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম দিনের পরিবর্ত্তে [শ] নবান্ন ১১ই সেপ্টেম্বর কেবল সম্বলপুর ও বারগড়ে কার্ত্তিক পূজার দ্বিতীয় দিনের পরিবর্ত্তে এই তারিখে অথবা জেলার জজ সাহেব যে তারিখ স্থির করিবেন সেই দিন ছুটী থাকিবে] [ষ] মহালয়া, ইদলফেতর দুর্গা লক্ষ্মী, কালীপূজা এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ২রা অক্টোবর হইতে ৩রা নবেম্বর [স] ছট্ ৮ই নবেম্বর [কেবল ছোটনাগপুরে কার্ত্তিক পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে] [হ] কোলযাত্রা ৯ই নবেম্বর [কেবল রাঁচির সহরে কার্ত্তিক পূজার ১ম দিনের পরিবর্ত্তে] [ড়] জগদ্ধাত্রী পূজা ১১ই ও ১২ই নবেম্বর [ভগলপুর, গয়া, পাবনা, সারণ, সাহাবাদ, মজফরপুর এবং দারবঙ্গ জেলায়। এবং সম্বলপুর ও বারগড়ে এই দিন ছুটী থাকিবে না। চট্টগ্রাম, ঢাকা, পূর্ণিয়া এবং আসাম ভেলি জেলায় এবং পুরীতে এই পর্ব্বের ২য় দিন ছুটী থাকিবে না, (ঢ়) জগদ্ধাত্রী মেলা ১৪ই হইতে ১৯শে নবেম্বর [কেবল ভগলপুর গয়া, পাটনা, সারণ, সাহাবাদ, মজফরপুর, দারবঙ্গ, জেলায় রথ উলটা রথ জগদ্ধাত্রী এবং কার্ত্তিক পূজার পরিবর্ত্তে ; পূর্ণিয়ায় রথ, উলটা রথ কার্ত্তিক পূজা, জন্মাষ্টমী এবং জগদ্ধাত্রীর ২য় দিনের পরিবর্ত্তে ছুটী থাকিবে] (য়) কার্ত্তিক পূজা ১৬ই ও ১৭ই নবেম্বর [খুলনা ভগলপুর, গয়া, পাটনা, সারণ, সাহাবাদ, মজফরপুর, দারবঙ্গ এবং পূর্ণিয়া জেলায় , সম্বলপুরে এবং বারগড়ে, এই দিনে ছুটি থাকিবে না। দিনাজপুর জেলায় এবং ছোটনাগপুর বিভাগে এবং আসাম ভেলি জেলায় এই পর্ব্বের ২য় দিনে ছুটী থাকিবে না এবং রাঁচির সহরে ইহার প্রথম দিনে ছুটী থাকিবে না]:[ং] রাস পূর্ণিমা ১৬ই নবেম্বর [কেবল কটক জেলায়—সম্বলপুর ও বারগড়ে জগদ্ধাত্রী পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে এবং জেলার অবশিষ্টাংশে দশহরা পরিবর্ত্তে এবং দিনাজপুর জেলায় কার্ত্তিক পূজার ২য় দিনের পরিবর্ত্তে] [ঃ] [illegible] ১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর ([illegible] চাঁদ দেখা গেলে ১৪ই ও ১৫ই ছুটী থাকিবে] [ঁ] বড়দিন [illegible] হইতে ৩১শে ডিসেম্বর।

স্কুলেশিক্ষা শ্রীমতী রেবা রায় [illegible] মহিলা নহেন, তিনি হিন্দু। [illegible] তাঁহার নাই। এই বিদ্যানুরাগিণী নারীর চেষ্টায় দুই তিন বৎসর হইল কটকে বালিকাদিগের জন্য একটী এন্ট্রান্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নিজ অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিক্রয় করিতে হইয়াছে। কটকের অনারেবল শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয়ের দুহিতা সুশিক্ষিতা কুমারী শৈলবালা দাসও স্ত্রীশিক্ষার জন্য শ্রম করিতেছেন। তিনি বিলাতে গিয়া বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে শিক্ষাদান-প্রণালী শিখিয়া আসিয়াছেন। এবং কটকে একটী উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। একটী সহরে দুইটী এক শ্রেণীরই বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা উভয় স্কুলেরই ক্ষতি অনিবার্য্য। ইহাঁরা উভয়ে মিলিতা হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যত্নশীলা হইলে উড়িষ্যায় শীঘ্রই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারে। (ভারত মহিলা)

ময়মনসিংহ সহরে একটী "মহাকালী" পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমতী মাতাজি তপস্বিনী ঐ পাঠশালা দেখিবার জন্য ময়মনসিংহ গিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ের পুরস্কার বতরণ উপলক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে প্রায় চারিশত টাকা মূল্যের স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার পুরস্কারস্বরূপ বিতরিত হইয়াছে।

মুক্তাগাছার ধনশীলা জমিদার শ্রীমতী বিমল সুন্দরী চৌধুরী এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আট হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

[illegible] বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত বিগত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টার কর্ত্তৃক আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হন। গত ১২ই ডিসেম্বর উভয়েই কলিকাতায় আসিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কীটতত্ত্বে অভিজ্ঞ বলিয়া, আমেরিকায় যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং আমেরিকার এণ্টোমলজিক্যাল সোসাইটীর সদস্য পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের খনি হইতে গত অক্টোবর মাসে ৪৬ হাজার ৭ শত ৮২ আউন্স অর্থাৎ ২৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার সুবর্ণ বাহির

An F A (Bonafide teacher) Hd master for the Morrelgunj M E school on Rs 29 per month.

An F A Hd master for the Tajpur M E School on Rs 25 to Rs 30, according to qualifications. Tajpur is a healty place on the banks of the Damodar at a distance of 3 miles from Amta on the Howrah Amta Light Railway in the district of Howrah. Apply to Babu Manmatha Nath Roy, M A B L 2 Balaram Basu's Lane Bhawanipur Calcutta.

A graduate Hd master strong in English, two graduate asst. teachers on Rs 55 Rs 45 and Rs 35 (according to qualifications) and Rs 25 a month respectively. Quarters free Baliator H E school District Bankura.

A teacher for the Mohestola Lower Primary school. Salary Rs 10 per month with free lodging and board. The applicant must be middle English or Normal Traibasuk passed. Apply to Babu Haran Chandra Banerjee, Mohestolla Lower Primary school, 24 perganas.

A Hd master for the Tahirpur Raj M E school on Rs 20 for six months with prospect of being permanent. Food and lodging free on private tuition. Po Tahirpur, Rajshahi.

A graduate assistant master on Rs 30 per month at present from the 15th January 1910. Apply to the Hd master Mission High school Midnapur.

A plucked B A strong in mathematics for Amta H E school on Rs 30 per month. Amta is the terminus station of Howrah Amta Railway and only 27 miles off from Calcutta.

এণ্ট্রান্স পাশ ব্রাহ্মণ শিক্ষক। ১০৲ ও আবা, শ্রীশ্যামাচরণ রায়, গ্রাম বড় কাঠালিয়া, পোঃ নীলগঞ্জ ষ্টেশন বারাকপুর, ২৪ পঃ।

দোর ভাজনগর মইঃ স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ আবশ্যক বেতন আপাততঃ মাসিক ১২৲ টাকা, শীঘ্রই ১৫৲ হইবে। আগামী ২রা জানুয়ারীর মধ্যে, বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় আবেদন করুন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ মিশ্র পোষ্ট গোলাপচকা জেলা মেদিনীপুর।

বড়চাঁতরা রামকানাই এম ভি স্কুলে একজন হেঃ পঃ নর্ম্মাল পাশ বেতন ২০ টাকা। একজন ২য় পণ্ডিত এণ্ট্রান্স ফেল বেতন ১০ টাকা সংস্কৃত জানা হইলে ভিন্নাধ্যয়ে আবা। অন্য জাতি হইলে প্রাইভেট বাহার। এক ট্রেনিং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ বা ছাত্রবৃত্তি পাশ ৩য় পণ্ডিত বেতন ৮ টাকা আহার। পোঃ সোনামুখী গ্রাম বড়চাঁতরা জেলা বাঁকুড়া।

জেলা দিনাজপুর পোঃ রাণীশঙ্কৈল কর্ণাইট মইঃ স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫৲ টাকা বাস মুসলমান হইলে আবা।

ভাল ইংরাজী জানা গ্রাজুয়েট, রামগোপালপুর হাই স্কুল, জেলা বর্দ্ধমান। গুণানুসারে ৪৫ টাকা হইতে ৬০ টাকা, বেতন উল্লেখে আবেদন করুন। শ্রীযুক্ত ভুদেব চট্টোপাধ্যায়, স্থপঃ রামগোপালপুর পোঃ বর্দ্ধমান।

জেলা বীরভূম পোঃ [illegible], [illegible] এম ভি স্কুলে নর্ম্মাল উত্তীর্ণ সহকারী হেঃ পঃ। বেতন ১২৲ টাকা ও বাসা। প্রাইভেট টুইশন পাবে। শ্রী[illegible] চন্দ্র রায় চৌধুরী আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী।

খড়ারিয়া মইঃ স্কুলে হেঃ পঃ। বেতন ২৫৲ পোঃ মঙ্গলকোট জেলা খুলনা।

বড়গ্রাম মইঃ স্কুলে একজন ত্রৈবার্ষিক ড্রিল জানা হেঃ পঃ: বেতন আপাততঃ মাসিক ১২৲ আহার। বাসস্থান পাইবেন। ১০শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন পোঃ মানাই জেলা মালদহ।

আমার পেটবিন্দি স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৫ ও আবা। শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় পোঃ মহাপাল মেদিনীপুর।

কলিকাতা ভবানীপুর ১৭।২ নং চক্রবেড় এম ই স্কুলে মাসিক ১৭ টাকা বেতনে একজন বর্দ্ধমান ট্রেনিং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ ৪র্থ পণ্ডিত প্রাইভেট টিউশনের সুবিধা আছে।

পীরগঞ্জ ইউনিয়ন মইঃ স্কুলে নূ ট্রেনিং পাশ বেতন ২০ টাকা ও বাসস্থান। পোঃ পীরগঞ্জ রঙ্গপুর।

থগা বড়বাড়ী মইঃ স্কুলে এক জন হেঃ মাঃ এফ, এ, বেতন ২৫৲ টাকা ও আবা। ৩০ টাকা বেতন হইলে বাসস্থান পাইবেন, খোরাকী পাইবেন না। শ্রীযুক্ত নীরবন্ধু সরকার থগা বড়বাড়ী। পোঃ ডিমলা রংপুর।

টাওরা মইঃ স্কুলে একজন হেঃ মাঃ। বেতন ১৬ টাকা ও আবা। পোঃ বন্না গ্রাম টাওরা জেলা যশোহর।

আমার বাটীতে ৩।৪টী ছেলেকে পড়াইবার জন্য জনেক প্রাইভেট শিক্ষক। হিন্দু হইলে বেতন ১০ টাকা ও বিনাব্যয়ে আহার ও বাসস্থান। মুসলমান হইলে আবা এবং ৭৲ টাকা শিক্ষক মাইনর পাশ ও এণ্ট্রান্স পড়া চাই। পোঃ ধুলিয়ান মোঃ প্রতাপগঞ্জ জমিদারি কাছারি জেলা মুর্শিদাবাদ।

পোঃ চন্দ্রদিঘার জেলা ফরিদপুর মেচাড়া স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ একজন মাষ্টার বেতন আপাততঃ ১০৲ টাকা ও আবা। এবং মধ্য ইংরেজী পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষক ব্যাকরণ সমাপ্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শিক্ষক। খোরাক এনিয়মে দেওয়া যাইবে।

অভ্রাজবাটীর জন্য একজন কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী। বেতনাদির বিষয় আবেদন পত্রের প্রত্যুত্তরে সমস্ত জ্ঞাতব্য। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট ১৯১০ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে। শ্রীহেমেন্দ্রলাল বৈদ্য কেমিষ্ট ফিজিসিয়ান খড়ুয়োই রাজবাটী জেলা মেদিনীপুর।

গয়হাটা উদয়তারা মইঃ স্কুলে ১৮ টাকা বেতনে নর্ম্মাল ট্রেনিং পাশ হেঃ পঃ ১২ টাকা বেতনে গুরুট্রেনিং পাশ ও দেশী অঙ্ক জানা দ্বিতীয় পণ্ডিত। মাসিক ১০ টাকা বেতনে থার্ড মাষ্টার। পোঃ গয়হাটা টাঙ্গাইল।

নব স্থাপিত কোড়খালী হাই স্কুলে এম, এ, হেঃ মাঃ। বি, এ, ২য় শিঃ ও কাব্যতীর্থ হেঃ পঃ বাসস্থান পাইবেন। এণ্ট্রান্স পাশ অথচ পার্শী পড়াইতে সক্ষম জনৈক মুসলমান শিক্ষক। আবা পাইবেন। বেতন যথাক্রমে —৭০৲, ৪০৲, ২৫৲ ও দশ টাকা, শ্রীভূতনাথ প্রামাণিক পোঃ গোলাপচক, জেলা মেদিনীপুর।

গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ ভাল ইংরাজী জানা। গোবিন্দপুর হাই স্কুল, ঢাকা। গুণানুসারে ৫০ হইতে ৬০ টাকা। আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। বাসা পাইবেন।

গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। কোটালিপাড়া হাই স্কুল, ফরিদপুর। ৪৫-৫০ টাকা ও আবা। হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করিতে হইবে। অন্ততঃ এক সেশন থাকিতে হইবে।

ভাল গণিত জানা গ্রাজুয়েট শিঃ। খানখানাপুর এস এম ইনঃ, পোঃ খানখানাপুর, জেলা ফরিদপুর। ৫০৲ হইতে ৬০৲ হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

গ্রাজুয়েট ৫০৲ ও অপর গ্রাজুয়েট ৩৫৲। বানগোড়া উমালোচন হাই স্কুল ত্রিপুরা।

বি কোর্স গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ ভাল গণিত জানা কুড়িগ্রাম হাই স্কুল, জেলা রংপুর। গুণানুসারে ৫৫ হইতে ৬০ টাকা।

INTERMEDIATE EXAMINATION IN ARTS, 1912.

English

Poetry

Wordsworth—Selections by Webb Part I. Milton—Comus. Tennyson—The Coming of Arthur. Scott—Marmion, omitting Canto II.

Prose.

Sir A. Lyall—Tennyson (English Men of Letters series). Colonel Malleson—Akbar (Rulers of India Series). Collins—Odyssey (Ancient classics for English Readers).

A paper will be set on Essay, Prosody and Rhetoric and some questions will be set on unseen passages from works of the same standard of difficulty as those prescribed for the Matriculation Examination.

Bengali

(Books recommended to be read as presenting models of style.)

Iswarchandra Vidyasagar—Sitar Banabas, Kaliprasanna Ghose—Prabhatchinta. Chandranath Basu—Samajam Siksha. Saabhushan Sen—Karmakshetra Dineschandra Sen—Ramayani Katha (omitting the notes). Rajendranath Vidyabhushan—Kalidas.

Sanskrit.

Poetry

Raghuvansam—Cantos II and XIV with Mallinatha's Commentaries, Bhattikavyam—Cantos I and XII.

Prose

Mahabharatam and Dasa Kumaracharitam, expurgated edition to be prepared by Pandit Tarakumar Kaviratna. (Portions to be read to be notified hereafter.)

Bengali.

For the female candidates.

Kaliprasanna Sinha—Mahabharata (Nalopakhyan). Michael Madhusudan Datta—Meghnad-badha, Canto IV. Nabinchandra Das—Raghuvansa, Canto XIII. Akshaykumar Datta—Charupath, Part III.

History

The following books are recommended:—

Tout—Advanced History of Great Britain. Ransome—Advanced History of England. Brewer—The Student's Hume. Oman—History of England. Gardiner—Student's History of England. Bury—History of Greece for Beginners. (N B—This book comes down only to 322 B C) Smith—Smaller History of Greece, revised by Marindin. Smith—Smaller History of Rome, revised by Greenidge Shuckburgh—History of Rome for Beginners. Merivale and Puller—School History of Rome [only the portion from Actium to the end

Logic

The subject of Logic is to be studied as defined by the syllabus. Students are recommended to use one or more of the following books, or selected portions thereof, with special reference to the course laid down to the syllabus:—

Carveth Read—Logic Deductive and Inductive. Bain—Logic [Deduction and Induction]. Welton—Logic, Vol II

Preparatory Reading—Students are advised to read—

Jevons—Elemantary Lessons in Logic.

or

Minto—Logic.

before Joining the regular class

The following books are recommended for the guidance of teachers:—

Hamilton—Lectures on Logic. Mill—System of Logic. Jevons—Principles of Science. Bradley—Principles of Logic. Bosanquet—Logic. Sigwart—Logic. Ueberweg—System of Logic and History of Logical Doctrines. Venn—Empirical Logic. Keynes—Formal Logic.

Mathematics.

No text-books are prescribed. The subject is to be taught in accordance with the sylabus prescribed in the New Regulations.

Geography.

A J Herbertson—The Oxford Geographies, Vol III. Ellis W Heaton—The World. J B Reynolds—Europe W H Arden Wood—General Geography for Indian Students. H R Mill—The Realm of Nature. Simons & Richardson—Introduction to Practical Geography. G James Morrison—Maps their uses and construction. W A Elderton—Maps and Map-drawing.

Physics.

R A Millikan and H G Gale A First Course in Physics.
(Ginn & Co., New York and London)
Glazebrook, Heat—Glazebrook, Light—(Cambridge Physical Series) Aldous—Elementary Course in Physics W Watson—Elementary Practical Physics.

Chemistry.

W A Shenstone—Inorganic Chemistry. W Jago—Inorganic Chemistry Theoretical and Practical, stage II—A manual for students in advanced classes Perkin and Lean—Introduction to the study of Chemistry. Donington—Practical Exercises in Chemistry. H E Stapleton—Introduction to Practical Chemistry. P C Ray—(Elementary) Inorganic Chemistry.

Physiology.

Hill—Manual of Human Physiology.

Botany.

Farmer. J B—Practical introduction to the study of Botany (London, 1905). Bailey, L H—Botany, and Elementary Text for schools (New York, 1901). Darwin, F—Elements of Botany (Cambridge, latest edition).

Candidates who take up Botany will be required to possess a special knowledge of the following Natural Orders of plants:—

(1) Cruciferae. (2) Malvaceae. (3) Rhamnaceae or Sapindaceae. (4) Leguminosae. (5) Cucurbitaceae. (6] Rubiaceae. [7] Compositae. [8] Solanaceae. [9] Labiatae. [10] Amarantaceae [11] Commelynaceae. 12. Gramineae.

At the Intermediate Examination in arts and Science a study of the life history of the following "Selected plants" is required to illustrate the gradual ascent in complexity of structure and reproductive cycle from the lowest fungi and algae to the phaneregams:—

(1) Mucor. [2] Spirogyra. [3] A Moss. (4) A Fern. [5] A Conifer [6] A Monoctyledon. [7] A Dicotyledon.

নাথ এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৫।২৬ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট কলিকাতা।

অঙ্কতালিকা পাটীগণিত (পাটিগণিত) গেজেট অনুমোদিত) (বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্দ্ধারিত সমস্ত সংস্করণ। শ্রীপ্রসন্ন পাল প্রণীত মূল্য——/১০

উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্যশ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের নিমিত্ত এই পুস্তকে মানসাঙ্কের ৭৭টি সঙ্কেত ও প্রায় ৩৫০ টি প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কেতগুলি অভ্যস্ত থাকিলে যে কোন মৌখিক অঙ্কের উত্তর সহজে বাহির করা যায়। প্রত্যেক ছাত্রের এইরূপ একখানি করিয়া পুস্তক রাখা একান্ত আবশ্যক। শ্রীপ্রসন্ন পাল প্রণীত, মূল্য—৶০ আনা

৫। সরল অভিধান। (প্রকৃতি প্রত্যয় বিশেষ্য বিশেষণাদি, স্ত্রীলিঙ্গে ধাত্বর্থ ও ধাতুর অর্থ সহিত সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত এবং প্রকাশিত) কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত শ্রীদ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১।০ দশ আনা মাত্র।

সচিত্র শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা।

(বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত ও পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত)—

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত —মূল্য /০

সচিত্র সহজ ড্রিল শিক্ষা।

ড্রিল শিক্ষা—শ্রীমন্মথমোহন ঘোষ—

বেঃ শ্রীমুটবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ০

সচিত্র ভিক্টোরিয়াবর্ণশিক্ষা

(বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী অনুসারে শিশুগণের প্রথম শিক্ষার নিমিত্ত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য এক আনা পি সি নাথ—ম্যানেজার।

নং ৯৫০ ৩১।১২।০৯

কুমারী

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম এ বি এল প্রণীত। ৩৪২ পৃষ্ঠা। নূতন যুগের নূতন, অপূর্ব্ব ও পবিত্র উপন্যাস। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই পাঠ্য। সুন্দর বাঁধা মূল্য দুই টাকা মাত্র। কাগজের মলাট সাড় সিকা। স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের জন্য যথাক্রমে ১৷০ ও ১৷০ টাকা। যাঁহারা অবিনাশ বাবুর "সীতা" ও "পলাশবন" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কুমারীও পাঠ করুন। ভাষা ও রচনা শিল্পের গুণে অদ্বিতীয়। ম্যানেজার সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নং ৯৫০ ৭।১।১৯১০

দেশপূজ্য ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র বন্ধু ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল রচিত প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস প্রেসিডেন্সী বিভাগের অপার প্রাইমারী পরিক্ষার কোর্স হইয়াছে মূল্য ৶০ আনা। উচ্চ ইংরাজী স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকের বহুল প্রচারের চেষ্টা করিবেন। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার।

নং ৯৫১ ৪।১।১৯১০

শিক্ষাসংক্রান্ত।

আগামী ১৯১০ সালের ৩রা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা যাইবে। ১০ই জানুয়ারী প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণানন্তর ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। প্রবেশার্থিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্র সহ ছাত্রাবাসে এক মাস আহারের ব্যয় ৬৲ টাকা ও নিজ নিজ বিছানা এবং আহারের বাসন লইয়া উক্ত কয় দিনের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে না পারিলে আর ভর্ত্তি করা যাইবে না। প্রধান শিক্ষক কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল

হুগলী ট্রেনিং স্কুল।

১৯১০ খৃঃ হইতে ট্রেনিং স্কুলের নূতন ব্যবস্থানুসারে তিন বৎসরকাল পড়িতে হইবে। মধ্য ইংরাজি কোর্স পর্য্যন্ত ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

প্রথম বর্ষীয় শ্রেণীতে প্রবেশার্থী ছাত্রগণকে আগামী ৩রা জানুয়ারি সোমবারে আসিয়া স্কুলে উপস্থিত হইতে হইবে। ১০ই জানুয়ারি সোমবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণকে ভর্ত্তি করা যাইবে এবং ফলানুসারে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

হুগলী ট্রেনিং স্কুল ১৪ই ডিসেম্বর ১৯০৯
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রধান শিক্ষক।

ফরিদপুর, নগরকান্দা মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার ও ট্রেনিং পাশ একজন হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা ও খোরাক। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বসু হেড মাষ্টার।

উক্ত স্কুলে মাইনর পাশ নূ হেঃ পঃ। বেতন ১০৲ ও আবা। কোচর সদেগাপ ও কায়স্থের আবেদন অগ্রগণ্য। হস্তাক্ষর ভাল চাই। পোঃ উলিপুর, রঙ্গপুর।

নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা ও বাসা। কায়স্থ বা মাহিষ্য চাই। শ্রীমহিমাচন্দ্র মিত্র বারুইপুর পোঃ বাসুলডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

জেলা যশোহর নলডাঙ্গা ভূষণ উইং স্কুলে ১৭ টাকা বেতনে আপাততঃ ৬ মাসের জন্য নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন দ্বিতীয় পণ্ডিত ও ড্রিল ও ড্রইং মাষ্টার। প্রাইভেট টিউশন পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা চরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট নলডাঙ্গা রাজবাটী পোঃ অঃ ঠিকানায় আবেদন করুন।

সাতস মইং স্কুলে একজন ড্রিল ড্রয়িং জানা নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১২ টাকা হইতে ১৫ টাকা ও বাসা। সাজিয়াড়া পোঃ জেলা খুলনা।

জেলা বর্দ্ধমান, মলেপুর গঙ্গাঘাট হইতে ২ ক্রোশ পশ্চিম বহড়াম গ্রামে একজন অধ্যাপক। মুগ্ধবোধ ও কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দেওয়াইতে পারা এবং যাজমানিক ক্রিয়া কলাপ করাইতে বিশেষ অধিকার থাকা আবশ্যক। বাসাখরচ বাদ মাসিক ১২ টাকা বৃত্তি পাইবেন। ভদ্রলোকের বাস বলিয়া অতিরিক্তও কিছু কিছু পাওনা আছে। পৌষ মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীরামশরণ বিদ্যাবাগীশ ঘাটবন্দর পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

সোণারপুর ষ্টেসন হইতে দেড়ক্রোশ এলাটি মইং স্কুলে ২০ টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক শিক্ষক। পত্র লিখিয়া বা সাক্ষাতে আবেদন করিবেন পোঃ সোণারপুর।

ভাট্‌টা উঃ প্রাঃ বালিকা বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষয়িত্রী বেতন আপাততঃ ১২ টাকা শীঘ্র ১৬ হইবার সম্ভাবনা। নিঃ প্রাঃ পড়াইতে পারা চাই। জেলা পূর্ণিয়া।

জেলা বগুড়া ধুনট মইং স্কুলে বাসা ও মাসিক ১৫ টাকা বেতনে নূ নর্ম্মাল দ্বিতীয় বার্ষিক হেঃ পঃ কায়স্থ বা মুসলমান হইলে ভাল হয়।

জেলা নদীয়া হরধাম মইং স্কুলে এক এ হেঃ মাঃ বেতন ২৫ টাকা হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করুন পোঃ হরধাম।

জেলা নদীয়া হরধাম মইং স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা পোঃ হরধাম।

জেলা ময়মনসিংহ পোঃ উজি, সতরবাড়ী মইং স্কুলে মাসিক ১৮ টাকা বেতনে একজন ট্রেনিং পাশ হেঃ পঃ খোরাকী বাবদ তজ্জ ২ টাকা দেওয়া যাইবে। বাসা পাওয়া যাইবে।

জেলা খুলনায় অন্তর্গত তালা বি দে স্কুলে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে একজন ইংরাজী জানা পাশকরা মৌলবী।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

সদালাপ। (২৪)

(১১৭) সতীধর্ম।—আমাদের এই সীতা সাবিত্রীর দেশে আজও অনেক ঘরে সতী সাধ্বীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এখনও অনেক পতিপ্রাণা সতীদাহ নিষিদ্ধ হইলেও পতির শবের সহিত স্বীয় শব দাহ করাইতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুরের বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টারের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী ট্রেণের সামনে কাটা পড়িয়া স্বামীর সহিত একত্রে ৺ গঙ্গাতীরে দাহকার্য্য করাইয়া লইয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একজন সতী পতির আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া অঙ্গে কাপড় ও চাদর উত্তমরূপে জড়াইয়া তাহাতে কেরোসিন লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সজ্ঞানে স্বেচ্ছাবে পতির শবের সহিত দাহের সহিত এ সকলে প্রভেদ আছে। এ সকলে আকস্মিক উত্তেজনাও আছে। আমি এরূপ আত্মহত্যার প্রশংসা করিতেছি না। কিন্তু তাঁহারা একান্ত পতিগত প্রাণা বলিয়াই যে এরূপ ঘটনা সকল ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আজও এই ভারতভূমে লক্ষ লক্ষ ঘরে পতির জন্য সকল প্রকার দুঃখ অম্লান বদনে সহ্য করা হইতেছে। সেবায় ও শুশ্রূষায় একাগ্রতায় এবং দেবারাধনায় রোগক্লিষ্ট কত আসন্নমৃত্যু পতিকে ভারতের সতী লক্ষ্মীরা সাবিত্রীর আদর্শে যমরাজের কবল হইতে টানিয়া রাখিতেছেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পতিপ্রাণা স্ত্রীলোক আছেন। সর্ব্বত্রই উঁহারা ত্যাগের প্রতিমারূপে বিচরণ করিতেছেন।

(১১৮) সতীধর্ম।—ফরাসীদেশীয়া ম্যাডাম লাভার্ণ অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার স্বামী মুঃ লভার্ণ ফ্রান্সের পূর্ব্ব সীমায় লঙ্গউই নামক দুর্গের গবর্ণর ছিলেন। বিবাহের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত উঁহাদের পরস্পরের ভালবাসায় পৃথিবী উঁহাদের স্বর্গতুল্য বোধ হইতেছিল। তাহার পরই ১৭৯৩ অব্দে ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে যখন প্রুশীয়েরা ফ্রান্স আক্রমণ করে তখন ঐ দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া দুর্গরক্ষী কতক সৈন্যসহ মুঃ ল্যাভার্ণ রাত্রে শত্রুর লাইন কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গ হারাণর জোধায় সাধারণ তন্ত্র সভার হুকুমে উাহার গ্রেপ্তার ও বিচার আরম্ভ হয়। মুঃ ল্যাভার্ণের বয়স তখন ৬০ বৎসর। তাঁহার পত্নীর বয়স ২০ বৎসর মাত্র। গ্রেপ্তারের পরেই মুঃ লাভার্ণের কঠিন ব্যারাম হয়। ম্যাডাম লাভার্ণ জজদিগকে তাঁহার স্বামীর রোগ আরোগ্য পর্য্যন্ত বিচার স্থগিত রাখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। উঁহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া উঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। অনেকে এমনও বলেন যে বৃদ্ধপতির প্রাণদণ্ড হইলে উঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহের সুযোগই হইবে! সাধারণের রক্ষা বিধায়ক সমিতি (কমিটি অফ জেনেরাল সেফটি) নামে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের একান্ত বিদ্বেষী ঐ বিচারক মণ্ডলীই তখন বিনা প্রমাণে বা সামান্য প্রমাণে প্রত্যহ শত শত লোকের প্রাণদণ্ড করিতেছিলেন। মুঃ ল্যাভার্ণকে একখানা তক্তার ফেলাইয়া বিচারালয়ে আনা হইল এবং দুই একটী প্রশ্নের পরেই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হইল। তখন ম্যাডাম লাভার্ণ উচ্চৈস্বরে "রাজার জয়", "রাজার জয়" এই চীৎকার আরম্ভ করিলেন। উঁহারা সাধারণ তন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন—সাধারণ তন্ত্রেরই জন্য উঁহার স্বামী যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পতির অন্যায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া সতীর নিজের মৃত্যু কামনা ভিন্ন অন্য কোন ইচ্ছা ছিল না। ম্যাডাম লাভার্ণকে তখনি গ্রেপ্তার করা হইল। তিনি বলিলেন রক্তপিপাসু সাধারণতন্ত্রের নিপাত তিনি কায়মনে প্রার্থনা করেন এবং তিনি রাজতন্ত্রের পক্ষপাতিনী। উঁহাকে সাবধান করা হইল যে এইরূপ উক্তিতে বধদণ্ড হইবে। ম্যাডাম লাভার্ণ বলিলেন যে তিনি দিবারাত্রি রাজপক্ষের ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত থাকিবেন এবং রাজপক্ষের জয় না দেখিয়া তিনি স্থির হইতে পারিবেন না। তাঁহারও বধদণ্ডের অনুজ্ঞা হইল। তখন পাগলিনী সতী অবিলম্বেই প্রকৃতিস্থা হইলেন। মুখে আনন্দের ও শান্তির রেখা দেখা গেল। এক সঙ্গেই পতি পত্নী বধমঞ্চে আরোহণ করিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বৃদ্ধ লভার্ণ অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

(১১৯) দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বাস (মণিকর্ণিকা স্নান)।—পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "আজ কাশীতে গ্রহণের সময় মণিকর্ণিকায় যে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেছে তাহারা সকলেই কি উদ্ধার হইবে?" মহাদেব বলিলেন "মনে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় না থাকিলে স্নানে শরীর ধৌত মাত্র হয়। বরং ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ"। দেবাদিদে[ব] পরামর্শ মত পার্ব্বতী ব্রাহ্মণপত্নীর রূপে ঘা[টে] গিয়া বলিলেন। সদাশিব শবরূপে নিকটে পড়ি[য়া র]লেন। পার্ব্বতী বলিতে লাগিলেন "আপনাদে[র] মধ্যে কে নিষ্পাপ আছেন আমার পতিকে স্প[র্শ] করুন। তাহা হইলেই তিনি জীবিত হইবে[ন] এরূপ দৈবাদেশ পাইয়াছি। তবে নিষ্পাপ [না] হইয়া যিনি স্পর্শ করিবেন তাঁহার মৃত্যু হইবে[।]" কেহই শব স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না। এ[ক] চণ্ডাল স্নান করিতে আসিতেছিল। ঐ কা[তর] আবেদনে তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। বলিল "মা! আমি ভক্তিহীন এবং বড় পা[পী] কিন্তু এমন সময়ে মণিকর্ণিকাস্নানে দেবাদিদে[ব] মহাদেবের বরে অবশ্যই অবিলম্বে নিষ্পাপ হই[ব]। একটু অপেক্ষা কর এখনি আমি একটা ডুব[ি] করিয়া আসিতেছি।" চণ্ডাল স্নান করিয়া আসি[য়া] নির্ভয়ে শব স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ জীবিত হ[ইয়া] উঠিলেন এবং বলিলেন "এত লোকের মধ্যে এক জনের মাত্র প্রকৃত স্নান হইয়াছে।"

(১২০) আদর্শ ব্রাহ্মণের কৃপা (ত্রিপুরারাজে[র])।—স্বাধীন ত্রিপুরায় একজন মহারাজা কোন সম[য়] নানা কারণে দেনায় জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁ[হার] গুরুদেব গৃহী ব্রাহ্মণ। সপরিবারে রাজপ্[রাসাদের] এক অংশেই থাকিতেন। কিছুই সঞ্চয় করি[তেন] না। রাজবাড়ীর সিধায় ভরণপোষণ হই[ত।] সকলেরই তিনি বিপদের বন্ধু! রাজ্যমধ্যে স[কলে]ই তাঁহাকে ভক্তি করিত। মহারাজা প্র[ত্যহ] একটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে[ন।] উহা দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। এক[দিন] মহারাজা দেনার কথা ভাবিতে ভাবিতে প্র[ণাম] করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ বিষণ্ণ, অন্তরে কা[ত]রতা। গুরুদেব মহারাজাকে বলিলেন "আ[মার] অন্য কিছু নূতন প্রণামী চাই।" ভক্তিমা[ন] নির্লিপ্ত গুরুদেবকে অদেয় কিছুই নাই ভাবিয়া রাজা বলিলেন "যাহা বলিবেন তাহাই দিব।" বলিলেন "তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমাকে দ[াও] আমার প্রসাদভোজী হইয়া রাজবাড়ী[তে] থাকিবে। কিন্তু কাহাকেও এ দানের কথা ব[লিবে] না; কেবল নিজে সম্পত্তির আয় সম্বন্ধে এবং ব্যয় সম্বন্ধে কোন হুকুমই আর দিও না—সকল আমার অনুজ্ঞানুসারে চলিতে বলিয়া দিও।" কি কি হইবে এই চিন্তায় জর্জ্জরিত মহারাজা এ[ত] তুই স্বীকার করিয়া হৃদয়ের গুরুভার নাম[াইতে] পারিলেন এবং অনেকটা শান্তিলাভ করি[লেন।]

গুরুদেব রাজবাটীর সদর দরজার নিকট গিয়া বসিলেন। সকল কর্মচারীদিগকেই হাতে ধরিয়া প্রজার বিপদের সময় উচিত ব্যবহার করিতে বলিলেন। সকল গ্রামের প্রধানলোকদিগকে ডাকাইয়া মহারাজের দেনা শোধ জন্ত কিছু কিছু টাকা তুলিয়া দিতে বলিলেন। অত্যাচারী কর্মচারীরা অনেকেই ঐ সময়টায় ভাল হইল। কুচক্রী ও চোর দুদশজন ছাড়িয়া গেল। অপব্যয় রহিল না। প্রজার অভাব অভিযোগের সুবিচারে রাজ্যের শান্তি ও উন্নতি হইল। আয়ও বাড়িল। কিছুদিনের মধ্যেই ঋণজাল কাটিয়া গেল। তখন গুরুদেব একটী বিবপত্রে সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া আশীর্ব্বাদী স্বরূপে মহারাজাকে দিলেন। মহারাজা বলিলেন "আমি দত্তাপহারী ও গুরুর সম্পত্তি গ্রহণকারী হইব না।" গুরুদেব বলিলেন "আমার আশীর্ব্বাদী গ্রহণে অমত করিও না, ধর্মপথে থাকিয়া আবার স্বহস্তে রাজকার্য্য পরিচালনা কর।"

ইহাই ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ। এই রাজ্যদান ও রাজ্যের পুনঃ প্রাপ্তির কথা প্রচার করিতে নিষেধ থাকায় ইহার রহস্য অনেকেই জানেন না। সেইরূপ পরহিত ব্রতাচারী সংযমী শক্তিপূর্ণ ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন গুরুদলের আবির্ভাবেই হিন্দু পুনরায় উন্নত হইতে পারেন। মুসলমানেরও তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চমনা আদর্শ শিক্ষক চাই।

(১২১) ঐ—ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ানের কন্যা ইলিয়ানর ক্রিশ্চিয়ানা যখন সাত বৎসর বয়সের তখন উঁহার করফিজ্ উলফেল্ড নামক একজন ডেনিশ সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত বিবাহের কথা স্থির হয়। পরে যখন তাঁহার ১২ বৎসর বয়স তখন স্যাক্সনির রাজকুমারের সহিত সম্বন্ধ আইসে এবং রাজার ইচ্ছা হয় যে শেষোক্ত স্থলেই বিবাহ দেওয়া হয়। ইলিয়ানর উহাতে অস্বীকৃত হন এবং যেখানে "একবার" কথা উত্থাপন হইয়াছিল সেইখানে ভিন্ন অন্যত্র বিবাহ হইতেই পারে না আমাদের সাবিত্রী মাতার অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে উলফেলডের সহিত উঁহার বিবাহ হয়। উহার কয়েক বৎসর পরেই রাজার মৃত্যু হইলে উলফেলডের ক্রুর ও প্রচণ্ড স্বভাব প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি পুনঃ পুনঃ রাজদ্রোহের চেষ্টায় কখন নির্ব্বাসিত ও কখন কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন। সকল অবস্থাতেই রাজকুমারী পতির কষ্টমোচন জন্য সর্ব্বত্রই সঙ্গে থাকিতেন। অনুবন্ধেরও কষ্ট সময়ে সময়ে হইত কিন্তু তিনি কখন পিতৃভবনে গিয়া নিরাপদ হইতে চাহেন নাই। পতির শেষ কারাদণ্ডে তিনি কারাগারে সঙ্গিনী হন। তাহার ৪৩ বৎসর পরে উঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি কারাগার হইতে বাহির হইয়া কয়েকদিন মাত্র জীবিত ছিলেন।

(১২২) ঐ।—রোমীয় সম্রাট দুরাত্মা ক্লডিয়াস পটস নামক কোন সম্ভ্রান্ত রোমীয়ের প্রতি বধ দণ্ডাজ্ঞা দিয়া অনুজ্ঞা করেন যে ঐ দণ্ড স্বহস্তে পরিবারবর্গের মধ্যে বসিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া বধ করা হইবে। এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা পালনে একটু ইতস্ততঃ করায় উপস্থিত রাজ সৈন্যের হস্তে পতির অশেষ যন্ত্রণার ভয়ে এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিবেন না বলিয়া পীটসের স্ত্রী স্বীয় বক্ষে ছুরিকা মারিয়া রুদ্ধকণ্ঠে অশেষ চেষ্টায় বলিয়া উঠেন "প্রিয়তম! ইহাতে তেমন বেশী কষ্ট ত হয় না!"— পতি পত্নীর একত্রেই দেহের সংকার হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় এ দেশীয় লক্ষ লক্ষ সতী আজও ঐরূপ ব্যবহার করিবেন সন্দেহ নাই।

(১২৩) মহত্ব।—কাঠিয়াওয়ারে জুনাগড় সহরের পশ্চিমদিকে রৈবতক এবং গির্ণার পর্ব্বত। গির্ণারের তিনটী শৃঙ্গে অম্বাজী বা দেবীর, গোরখনাথের এবং দত্তাত্রেয়ের মন্দির। মোট ৯ হাজার সিঁড়ি। উহাতে উঠিবার জন্য ঝোলার বন্দোবস্ত আছে। ঝোলার বাহকগণ সাধারণতঃ বেশ সবলশরীর। পদব্রজে অতটা পাহাড়ে চড়িতে ও নামিতে অক্ষম কেহ অন্নদিন হইল ঝোলায় চড়িয়া গির্ণারে উঠিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন সময়ে একজন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলশরীর বাহক রৌদ্রের তাপে ও পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া সঙ্গে যে পাণ্ডার দরোয়ান ছিল সে ঐ সিন্ধী মুসলমান জাতীয় বাহকের স্থলে স্বেচ্ছায় কাঁধ দিল এবং বলিল "সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া অপরের কষ্ট দেখা যায় না।" দরোয়ান জাতিতে ছত্র। ঝোলা কাঁধে করা তাহার কার্য্য নহে, এবং পয়সার জন্য সে কখনই ঐ কাজ করিত না।

কবে ভারতের হিন্দু মুসলমান সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্ববর্ণের মধ্যে এইরূপ মন হইবে!

(১২৪) স্বদেশ ভক্তি।—স্পেনে যখন মুর বা মুসলমানদিগের প্রাধান্য লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল তখন স্পেনের রাজা পঞ্চম সাঙ্কোর সহিত তাঁহার ভ্রাতা জুয়ানের বিবাদ হয়। জুয়ান মুরদিগের নিকট গিয়া উঁহাদের সহায়তা প্রার্থনা করে এবং বলে যে পাঁচ হাজার মাত্র মুসলমান সেনা সঙ্গে দিলে টারিফার দুর্গ অ্যাহর্গ, সে মুরদিগকে অধিকার করিয়া দিবে। জুয়ানের বিদ্রোহের পূর্ব্বে টারিফার কিল্লাদার আলনজো পেরেজ ডি গজ্‌মানের জ্যেষ্ঠ পুত্র উঁহার নিকট চাকরী করিত। জুয়ান ঐ যুবককে ছাড়ে নাই। উঁহাকে লইয়া টারিফার সম্মুখে আসিয়া সে গজ্‌মানকে জানাইল যে যদি দুর্গ উঁহার হস্তে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে সে গজম্যানের পুত্রের গলা কাটিবে। এইরূপ ভয় দেখাইয়া জুয়ান অপর একটী কেল্লা দখল করিয়াছিল। সেই দুর্গাধিপতির বিধবা পত্নী পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়তম পুত্রকে এমন করিয়া দেখিয়া লইয়া চক্ষের অশ্রু রোধ করিয়া মহাবীর গজমান অকম্পিত এবং তীব্র ঘৃণাত্মক স্বরে বলিলেন "আমার পুত্র দেশের শত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষার জন্যই জন্মিয়াছিল। শত্রুহস্তে দেশ সমর্পণের কারণ হইয়া আমাদের বংশে কেহ জন্ম গ্রহণ করে না। বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উঁহাকে হস্তগত করিয়া যদি আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব বলিয়া এখন উঁহার প্রাণ নষ্ট করা হয় তাহা হইলে ইহকালে ঘোর লজ্জা এবং পরকালে অনন্ত যন্ত্রণা তোমারই হইবে এবং অক্ষয় সম্মান অপার্থিব সম্পদ আমার পুত্র পাইবে। এরূপ স্থলে উঁহার প্রাণের জন্য দুর্গ সমর্পণ। দূরে থাকুক যদি তোমাদের কোন অস্ত্রের অভাব থাকে ত এই ছুরিকা দ্বারাই তোমাদের দলকে ঘৃণিত পাপে মগ্ন কর এবং ঈশ্বরের কোপে বিনষ্ট হও!"—গজম্যান কটিস্থিত ছোরা দুর্গ প্রাচীরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। অল্পপরেই দুর্গের বাহির হইতে ও ভিতর হইতে মহা আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। ক্রোধান্ধ জুয়ান গজম্যানের পুত্রকে গর্হ্য সমক্ষে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। এই ঘটনার কোলাহলে, ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গজমান যখন ঘটনা শুনিলেন তখন শুধু বলিলেন "আমার মনে হইয়াছিল বুঝি শত্রু দুর্গে চড়াই করিয়াছে।" বীর প্রকৃতিক মুসলমান সৈনিকেরাও এই কার্য্যে একান্ত বিরক্ত হয় এবং "এরূপ দুর্লব্য দুর্গ এত অল্প সংখ্যায় দ্বারা এবং জুয়ানের ন্যায় লোকের পরিচালনায় অধিকৃত হওয়া সম্ভব নয়' বলিয়া উঁহারা তখনই তথা হইতে ফিরিয়া যায়।

(১২৫) (সত্য ও অস্তেয়) ৺নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার জীবনলীলা সম্বরণের মাস ছয়েক পরেই জনাবের ৫·.র

...লাভ পায়। বীমা করার সময় ডাক্তারেরা ঘিনেক পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে নীরোগ বলিয়াছিলেন। ... রোগের সূত্রপাত অবশ্যই বীমার পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছিল এই বিশ্বাসে তিনি ... সে সময়ে নীরোগ বলার জন্য দোষী করিয়া ইনসিউরেন্স (বীমা) কোম্পানীকে ... যে উহার মৃত্যুর পর টাকা দিতে ... না। এখন অনেকে এই কার্যকে রোগের ... চিত্তবিকার প্রসূত মনে করিবেন কিন্তু ... অন্তের (অচৌর্য) এবং সত্য সম্বন্ধে ... সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া আমাদের ... দিগের পবিত্র চরিত্র গঠিত করিয়া... গেন যে এখনও তাহার কার্য্যকারিতা ... কোন হিন্দু সন্তানে সম্পূর্ণ ভাবেই প্রকাশ ...।

সহজ মুষ্টিযোগ।

১। প্লীহা রোগে—যত বড় ও যত দিনের প্লীহা হউক না কেন আহারের সময়ে উবু হইয়া বসিয়া হাঁটু ও উরুতের মধ্যে বাঁ হাত চাপিয়া আহার করিলে প্লীহা আরোগ্য হয়। অন্ততঃ ... মাস এই রূপ করিতে হইবে। ইহাতে পেটের যাবতীয় দোষ অর্থাৎ প্লীহা যকৃৎ (লিবর) অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া পেট সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

২। স্ত্রী লোকের ঋতুকালে বেশী রক্তস্রাব হইলে ও বেশী দিন রক্ত ও জল বহির্গত হইলে আলনা বেলের শিকড় কোমরে বাঁধিয়া রাখিলে লাভ হইবে।

৩। পেটে কিছু বেদনা হইলে সরিষার তৈল ... জল দিয়া সেই স্থানে মলিলে ব্যথা ভাল হয়।

৪। আহারের পর নাকে কাটি দিয়া হাঁচিলে ... শক্তি বাড়ে।

৫। নাসারোগে—হরীতকীর আঁটি একটা ...ত্তের সূতায় বাঁধিয়া কোমরে রাখিলে নাসা রোগ ভাল হয়।

৬। রেশমের সূতায় তামার পয়সা বাঁধিয়া ... ধারণ করিলে শরীর অনেকটা নিরাময় হয়।

৭। পেট ফাঁপিলে—লবণ ও যোয়ান অল্প পরিমাণে লইয়া মুখে দিয়া তৎপরে জল দিয়া ... পেট ফাঁপা ভাল হয়।

৮। খাঁটি এক বলক গরম দুধে অল্প ভাল ...ওয়া ঘি দিয়া খাইলে শরীরের জোর হয়।

৯। বৌ ছিটকি গাছের শিকড় পানের খিলির সহিত খাওয়ায় পুরুষত্ব হানির উৎকৃষ্ট ঔষধ হয়।

১০। আহারের পর পান খাইয়া তৎপরে কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইয়া খড়িকা খাইলে দন্ত শক্ত হয়।

১১। সকালে মুখ ধুইবার সময়ে পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া চক্ষুতে তিন বার শীতল জলের ঝাপটা দিলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে।

১২। সকালে মুখ ধুইবার সময়ে ঠাণ্ডা জল দিয়া কপাল ধুইলে স্মৃতি শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

১৩। উত্তর দিকে মাথা করিয়া শুইলে স্মৃতি শক্তির লোপ হয়।

১৪। রাত্রিতে শুইবার পূর্ব্বে ঠাণ্ডা জল দ্বারা পা ধুইয়া শুইলে সুনিদ্রা হয় ও স্বপ্ন বিকারের ভয় থাকে না।

১৫। নাকের ভিতরের চুল তুলিলে দৃষ্টি শক্তির হানি হয়।

১৬। পুঁই পাতা তলপেটের নীচে প্রস্রাবের দ্বারে শক্ত করিয়া বাঁধিলে প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব হইবে।

১৭। বালকের বিছানায় প্রস্রাব করা রোগ থাকিলে শনি কিম্বা মঙ্গলবারে ভোর বেলায় একটা বাঁশের আগা নত করিয়া সেই আগায় প্রস্রাব করাইলে রোগ ভাল হইবে।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরি, খাঁটুরা পোষ্ট আফিস, ২৪ পরগণা।

বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রসিদ্ধ মহাত্মা ৺ দ্বিজ হরিদাস। [১]

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ, পরম বৈষ্ণব, মহাত্মা ৺ দ্বিজ হরিদাস মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার অধীন ভরতপুর থানার অন্তর্গত কাঞ্চন গড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। অধুনা এই ক্ষুদ্রপল্লী সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি বিবর্জ্জিত কয়েকঘর কৃষিবল অশিক্ষিত ভদ্রাভদ্রের বাসস্থান মাত্র হইলেও এক সময়ে গ্রামটী যে কিয়ৎ পরিমাণে সমৃদ্ধশালী ও অনেকগুলি সৎ ব্রাহ্মণের বাস ভূমি ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে পদ্ম পুকুরের ধারে, বৈষ্ণব তীর্থ "দ্বিজ হরিদাসের পাট" নামে একটী প্রাচীন জরাজীর্ণ ইষ্টকনির্ম্মিত নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, উহাকেই সেই বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রসিদ্ধ, একান্ত ভগবন্নিষ্ঠ মহাপুরুষের শেষ স্মৃতি চিহ্ন ও তাঁহার বাসভূমির অতীত সাক্ষী বলা যাইতে পারে।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায়, ইনি ব্রজলীলায় কালাক্ষী নাম্নী সখী এবং গৌরাঙ্গ লীলায়, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মূলশাখার অন্তর্গত মহান্ত বা উপমহান্ত শ্রেণীভুক্ত।

দ্বিজ হরিদাসের পিতা মাতার নাম কিম্বা ইহার বাল্য লীলার বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে এ প্রদেশে জনশ্রুতি এই যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাঢ় ভ্রমণ কালে এই কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে উক্ত মহাত্মার আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিয়া এক দিবা রাত্রি এখানে অবস্থান করেন এবং "গাঁ গোড়ে" নামক ক্ষুদ্র ডোবায় জলজাত উত্তম হিঞ্চা ও কেঁচুনের শাক দেখিয়া তাঁহার শাক ভোজনের অভিলাষ হয়। ভক্তপ্রবর দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিদাস কি উপায়ে আশ্রমাগত অতিথির যথারীতি আতিথ্য সৎকার করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় প্রভু হরিদাসকে বলিলেন, "হরিদাস" আমি শাক খাইতে ভাল বাসি. তুমি আমাকে এই হিঞ্চা শাক রন্ধন করিয়া ভোজন করাও। ইহা ব্যতীত অন্য শত ব্যঞ্জনেও আমি পরিতৃপ্ত হইব না।" প্রভুর শ্রীমুখের আদেশ পাইয়া হরিদাস সেই শাকার রন্ধন করতঃ ভাবিতে লাগিলেন, আমি কিরূপে প্রভুকে এই তিক্ত আস্বাদ যুক্ত হিঞ্চাশাক ভোজন করিতে দিব। ভক্তগত প্রাণ মহাপ্রভু ভক্তের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন, "হরিদাস" তুমি ভাবিও না, এই শাকান্নই আমার অতি উপাদেয় আহার্য্য। হিঞ্চা শাকের তিক্তাস্বাদনের জন্য ভাবিও না, এ শাক কখনই তিক্তাস্বাদযুক্ত হইবে না।" এই বলিয়া পার্ষদগণ সহ ভোজনে বসিলেন। ভোজন কালে সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, হিঞ্চা শাক তিক্তাস্বাদের পরিবর্ত্তে অতি মধুর মিষ্টাস্বাদে পরিণত হইয়াছে। এই ঘটনায় সকলেই হরিদাসের অবিচলা ভক্তি ও মহাপ্রভুর অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত হইলেন। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে গিয়া গ্রামবাসীদের নিকট শুনিলাম এই গাঁ গোড়ের হিঞ্চাশাক অদ্যাপি খাইতে মিষ্টস্বাদযুক্ত বোধ হয়। শাক যে প্রভুর অতি প্রিয় খাদ্য ছিল ইহা কেবল জনশ্রুতি নহে, বৈষ্ণব গ্রন্থেও দেখা যায়—

"সভা হৈতে ভাগ্য বড় শ্রীশাক ব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভু করেন গ্রহণ।"

প্রভু বলেন—

"হালকা ফেলাক্কা শাক ভোজন করিলে।
আরোগ্য থাকরে তার কৃষ্ণ ভক্তি মিলে।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত শেষ খণ্ড চতুর্থ অধ্যায়।

এই সময় মহাপ্রভু যে কাঞ্চন পড়িয়ায় এক দিন অবস্থান করেন, চৈতন্য ভাগবতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

"দিন অবসানে প্রভু এক বস্তু গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত ব্রাহ্মণ আশ্রমে।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত শেষ খণ্ড ১ম অধ্যায়।

এডুকেশন গেজেট।

১৬ই পৌষ ১৩১৬ সাল ইং ৩১শে ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল

জাতীয় সমিতি।

লাহোরে রাজলা হলে এবারে জাতীয় সমিতির অধিবেশন হইয়া গেল। প্রতিনিধির সংখ্যা এবারে অধিক হয় নাই। বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ হইতে অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি গিয়াছিলেন। চরমপন্থীদলের প্রতিনিধি হইয়া কেহ যান নাই। আলাহাবাদের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য সভাপতি হইয়াছিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর বেলা একটার সময় সমিতির প্রথম দিনের কার্য্যারম্ভ হয়। অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি মিঃ হরকিষণ লাল প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা সূত্রে একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে সমিতির সভাপতি মালব্য মহাশয় বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতার সূচনায় তিনি বলেন যে, সমিতির অধিবেশনের ছয় দিন মাত্র পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারেন যে তাঁহাকে সভাপতির কার্য্য করিতে হইবে, সুতরাং বক্তৃতা প্রস্তুত করিবার জন্য যথেষ্ট অবসর তাঁহার ঘটে নাই। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার শরীরও ভাল ছিল না এবং নিজের কাজে মফস্বলে তাঁহার অনেকটা সময়ও কাটিয়া গিয়াছিল।

মিঃ লালমোহন ঘোষ ও মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আজ মিঃ লালমোহন ঘোষ জীবিত থাকিলে তাঁহার বক্তৃতায় অনেক কাজ হইত। মিঃ জন ব্রাইটের ন্যায় ব্যক্তিগণও তাঁহার বক্তৃতা শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের বিজ্ঞাবত্তা এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পটুতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে জাতির চরিত্রের উন্নতি করিতে সাহিত্যের কার্য্যকারিতা খুব বেশী। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পোষণ করিয়া সেই পক্ষে অনেকটা কাজ করিয়া গিয়াছেন।

লর্ড রিপণের মৃত্যুতে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, লর্ড রিপণ ভারতের বন্ধু ছিলেন। তিনি ভারতের সুশাসনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাজশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতবাসীকে কতকটা অধিকার দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে এংলো ইণ্ডিয়ানেরা এবং তাঁহাদের বিলাতস্থ বন্ধুগণ অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সে সকল আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া নির্ভীকভাবে নিজের অভিমত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কয়দিন পূর্ব্বে তিনি অসুস্থাবস্থায়ও পার্লিয়ামেণ্টে আসিয়া ভারতের পক্ষে লর্ড মর্লির শাসন সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবের পোষকতা করার যৌক্তিকতা দেখাইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় লর্ড মর্লির শাসন সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। বলেন যে, শাসন সংস্কার সম্বন্ধে লর্ড মর্লির প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ নহে। বাঙ্গালায় আগামী বৎসর হইতে একটি কার্য্যকরী সভা হইবে, কিন্তু যুক্ত প্রদেশ এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ঐ সভা পাইবে না, অথচ ঐ উভয় প্রদেশের লোকসংখ্যা কম নয়। মুসলমানদিগকে হিন্দু এবং অপরাপর জাতি সম্প্রদায় অপেক্ষা সুবিধা বেশী দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। বলিয়াছেন যে, সুবিধা উঁহাদিগকে বেশী দেওয়ায় আমরা দুঃখিত নহি, বরং আহ্লাদিতই হইয়াছি, তবে ঐ সুবিধা সকলের পক্ষে সমান করিয়া দিলেই যেন ভাল হইত।

[illegible]

পার্লিটী অথবা জেলা বোর্ডের সদস্যেরাই স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদ প্রার্থী হইতে পারিবেন এরূপ ব্যবস্থায় অনেক ভাল লোককে ব্যবস্থাপক সভায় পাওয়া যাইবে না। সদস্য নিয়োগ সম্পত্তিমূলে না হইয়া সুশিক্ষা মূলেই হওয়া উচিত। পার্লিয়ামেণ্টে সদস্য নিয়োগ সম্বন্ধেও তাহাই হইয়া থাকে এই ভারতভূমিতে সুবিদ্বান্ এবং পবিত্র চরিত্র সহস্র সহস্র লোকে অর্থোপার্জ্জনে উপেক্ষা করিয়া শিক্ষাদান, ধর্ম্মপ্রচার এবং সাধারণের হিতকর অন্যবিধ কার্য্যে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কিরূপ ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন না, সে সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে সভাপতি মহাশয়ের বিবেচনায় অনেক যোগ্য লোকের উহাতে প্রবেশাধিকার জন্মিতে পারিবে না; সুতরাং ঐ নিয়ম একটা কড়া না করিলেই যেন ভাল হইত।

সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যাই অধিক থাকিবে এইরূপ ব্যবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ১৮৮৬ সাল হইতে জাতীয় সমিতি এই প্রস্তাব করিয়া আসিতেছেন যে, বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক সভাগুলিতে অন্ততঃ অর্দ্ধেক সংখ্যক সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং এক চতুর্থাংশের অধিক সরকারী সদস্য থাকিবেন না। লর্ড মর্লি বড় ব্যবস্থাপক সভার জন্য বেসরকারী সদস্য সংখ্যা সরকারী সদস্য অপেক্ষা বেশী করায় মত দেন নাই, কিন্তু আমাদের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, শাসন সংস্কার সংক্রান্ত নূতন বিধি অনুসারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির কাজ কর্ম্ম সন্তোষজনকরূপে চলিতেছে দেখিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে বড় ব্যবস্থাপক সভায়ও বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা সরকারী সদস্যসংখ্যা অপেক্ষা বাড়াইয়া দিবেন। বাঙ্গালায় এই ব্যবস্থা মত ঠিক কাজ বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর স্যর এডোয়ার্ড বেকারের যত্নে হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা বেশী থাকিলেও আসলে তাহাতে উদ্দেশ্য সম্যক সিদ্ধ হবে বলিয়া মনে হয় না। যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর ছয় জন বেসরকারী সদস্য মনোনীত করিয়াছেন—রামপুরের নবাব, টিহরীর রাজা কাশীর রাজা, জনৈক মুসলমান নবাব, এক জন ইউরোপীয় নীলকর এবং একজন বেসরকারী ভারতীয় বণিক সমিতির প্রতিনিধি। প্রথমোক্ত দুই জন স্বাধীন সর্দ্দার, কাশীর রাজাও এক প্রকার তাহাই, ব্রিটিশের ভারতীয় প্রজার সুখ দুঃখ যাহাতে আছে এরূপ আইন কানুন বা অপরাপর বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকার তাঁহাদের দেওয়া সভাপতি মহাশয় সমীচীন মনে করেন না। চতুর্থ ব্যক্তি ইংরাজী জানেন না। ফলকথা, মুসলমান সম্প্রদায় এবং ভূস্বামীদিগকে অধিকার বেশী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কম দিবার নিয়ম হওয়ায়, বেসরকারী সদস্য সংখ্যা সরকারী সদস্য অপেক্ষা এই সকল প্রাদেশিক সভায় অধিক থাকিবার ব্যবস্থা থাকিলেও ব্যবহার ক্ষেত্রে উহাতে কাজ তেমন হইবে না।

[illegible] তিনি মনে করেন। ভারতের [illegible] শ্রেণীর লোকেরা পঁচিশ বৎ-[illegible] অধিক কাল ধরিয়া জাতীয় সমিতির [illegible] ভারতের সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের [illegible] সার্ব্বোন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়া আসিতে [illegible] এরূপ স্থলে ঐ শিক্ষিত দলের ব্যবস্থা [illegible] সমস্ত নিযুক্ত হইতে পাওয়াই দাবী

[illegible] মহাশয় বলিয়াছেন, মুসলমান এবং [illegible] সম্প্রদায়ের অধিকার একটু বেশী করিয়া [illegible] ব্যবস্থায় জাতীয় সমিতি নারাজ নহেন; [illegible] কথা এই যে, সাধারণ ভাবে এই অধি-[illegible] হইলে ব্যবস্থাপক সভায় দেশবাসীর প্রতিনিধিদের কার্য্য খুব ভাল রূপই হইতে পারে। [illegible] এমন কথা আছে যে, কাজ কর্ম্ম [illegible] দেখিয়া আবশ্যক মত ব্যবস্থার পরি-[illegible] পারিবে, কিন্তু যে সকল আপত্তি [illegible] কোন কোনটির নিরাস বোধ [illegible] পারে। ষ্টেট সেক্রেটরী [illegible] বাহাদুর এ সম্বন্ধে বিবেচনা [illegible]

[illegible] মহাশয় বলিয়াছেন, দেশে স্বাস্থ্য-[illegible] বহুল পরিমাণ লোকে কষ্ট পাই-তেছে, [illegible] কোন প্রতিকার এখনও হয় নাই। [illegible] এ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করি-[illegible], কিন্তু তাহার কতদূর কি হই-[illegible] এখনও জানা যায় নাই। ম্যালেরিয়া [illegible] অনেক লোক মারা গিয়াছে। [illegible] লোকেদের মধ্যে দারিদ্র [illegible]। দেশের লোক অজ্ঞ, সেই অজ্ঞতা [illegible] তাহারা স্বাস্থ্য বিধি পালন করে না। গবর্ণমেণ্ট এদিকে একটু বিশেষ লক্ষ্য করেন ইহা প্রার্থনীয়। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে লোকেদের এই অজ্ঞতা [illegible] করিয়া তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্য বিধান [illegible] অনেকটা মনোযোগী হইতে পারিবে। [illegible], জর্ম্মণী আমেরিকা, জাপান এবং অন্যান্য [illegible] রাজ্যে এই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানেও ঐরূপ শিক্ষা দানের [illegible] করিতে গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত আছেন, তথাপি উহা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে [illegible] টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা এই [illegible] উচিত। এদেশের লোক সকল রকম [illegible] করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু শিক্ষার [illegible] ইহাদিগকে শিল্পাদি বিষয়ে অন্যজাতীয় লোকের নিকট পরাস্ত হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়েও একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখেন ইহা প্রার্থনীয়।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ প্রাদেশিক রাজস্বের নির্দ্দিষ্টমত কতক অংশ ভারত গবর্ণমেণ্টকে দিয়া অবশিষ্ট খরচ করিতে পাইবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইলে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ের প্রতি ভালরূপ দৃষ্টি করিতে পারেন।

সেনাবিভাগীয় ব্যয়সঙ্কোচ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট দুই প্রকারে এই ব্যয়সঙ্কোচ করিতে পারেন—(১) সৈন্য কমান, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা সমীচীন মনে করেন না। (২) ভারতের সেনাবিভাগীয় ব্যয়ের কিয়দংশ ইংলণ্ড যদি বহন করেন তাহা হইলে এখানকার সেন্য বিভাগের ব্যয়ভার অনেক কমিয়া যায়।

সেনাবিভাগের উচ্চপদ ভারতবাসীকে দিবার ব্যবস্থা হইলেও সৈনিক ব্যয় কিছু কমে। ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে অসৈনিক বিভাগের খরচও অনেক কমিয়া যায়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় দুঃখভাবে ভারত-বাসীদিগের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলিয়া এদেশে যে সকল হত্যাকাণ্ড হইতেছে তৎসম্বন্ধে বিশেষ রূপ ঘৃণা ও রোষ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন "জানি না, ভারতবাসী যুবকদের মধ্যে এই ঘৃণ্য নীতি কোথা হইতে আসিল, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই নিন্দনীয় কার্য্য ব্যক্তিগতমাত্র, সাধারণ লোকবর্গের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।"

সভাপতি মহাশয় স্যর কর্জন ওয়াইলী, ডাঃ লালকাকা এবং মিঃ জ্যাকসনের শোচনীয় মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতঃ আহমেদাবাদের বোমা নিক্ষেপ ব্যাপারে বিশেষ নিন্দাবাদ ও ঘৃণা প্রদর্শন করেন।

১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে যাঁহাদের নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে এবং বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করেন। মিঃ আমীর আলিকে প্রিভি কৌন্সিলের সদস্য নিয়োগ করায় সভাপতি মহাশয় ষ্টেট সেক্রেটরী মহা-শয়কে সাধুবাদ প্রদান করেন।

উপসংহারে সভাপতি মহাশয় জাতীয় সমিতির গঠন সম্বন্ধে পূর্ব্বের ও বর্ত্তমানের অবস্থা আলোচনা করিয়া হিন্দু মুসলমানের সম্মিলনের আশা করিয়া বলেন যে, এক্ষণে যেরূপ দোহে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকটা স্বাতন্ত্র্য জন্মাইয়া রাখিয়াছে সেইটুকু ভাঙ্গিয়া গেলে হিন্দুমুসলমান সম্মিলিত হইয়া একযোগে সাধারণের সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[প্রেসিডেন্সী] অমৃতবাজার পত্রিকায় অনৈক সংবাদদাতা কুষ্টিয়া হইতে লিখিয়া পাঠাই-য়াছেন যে, মুসলমানদিগের বিগত ঈদ পর্ব্বোপ-লক্ষে হিন্দুদিগের মনে যাহাতে আঘাত না লাগে এরূপভাবে পর্ব্বানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবার জন্য সব ডিভিসনাল অফিসার মৌলবী আমীন উল ইসলামের নিকট অনেক আবেদন প্রেরিত হয়। বড়ই সুখের বিষয় সবডিভিসনাল অফিসার ছাগ মারিয়া পর্ব্বানুষ্ঠান সমাধা করিয়াছেন;

[বোম্বাই] নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাক-সনের হত্যা সম্বন্ধে বিশেষরূপ তদন্ত চলিতেছে। শুনা যায়, হত্যাকারী বলিয়া যে লোকটাকে ধরা হইয়াছে সে বলিতেছে যে সে আরাঙ্গাবাদ হইতে আসিয়াছে। এই সূত্র ধরিয়া পুলিস রেলওয়ে ষ্টেসন সমূহে যে সকল লোক আরাঙ্গাবাদ হইতে আসিতেছে বা আরাঙ্গাবাদে যাইতেছে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান লইতে থাকে বিগত ২২শে ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যার পর দুইজন হিন্দুর নিকট আরাঙ্গাবাদের টিকট পাওয়া যায়। পুলি-সের প্রশ্নে তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে যেরূপ উত্তর দেয় তাহা সন্তোষজনক না হওয়ায় পুলিস তাহা-দিগকে ধরিয়া উর্দ্ধতন পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট লইয়া যায়। তাহারা সেখানে বলে যে, সুন্দর নারায়ণ মন্দিরের নিকট আদিত্যের পীঠ নামক একটা বাড়ীর ত্রিতালায় তাহারা বৈদ্যনামে অভি-হিত তিন ভাইয়ের সহিত কয়েকদিন হইতে বাস করিতেছে। এই সন্ধান পাইয়া পুলিসের ইন-স্পেক্টর জেনারেলের পার্শনাল আসিষ্টান্ট মিঃ গার্ডার অন্যান্য পুলিস কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ২৬শে ডিসেম্বর বৈকালে ঐ বাড়ী ঘেরাও করিয়া খানা তালাসী করেন। হত্যাকারী যেরূপ রিভলভার (ব্রাউনস অটো মেটীক রিভলভার) দিয়া মিঃ জ্যাকসনকে হত্যা করিয়াছিল, সেই প্রকারের আর একটি রিভলভার বিছানার নীচে লুকায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে খানাতালাসী হয় সে সময়ে শঙ্কর বলবন্ত বৈদ্য এবং চিন্টু বল-বন্ত বৈদ্য নামক দুই ভাই তথায় ছিল। রিভল-

[illegible] এই উন্নতি সাধন করিয়া লইবার যথেষ্ট [illegible] হইয়াছে। ইউরোপ আমেরিকা শিক্ষা [illegible] উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। এই [illegible] সমিতির চেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অংশে [illegible] ছাত্রাবাস এবং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে [illegible] ক্ষত্রিয় সমাজ ব্যাপকভাবে অবস্থিত [illegible] সকল অনুষ্ঠান প্রয়োজনমত হইতে [illegible] বিলম্ব আছে। রাজপুত ছেলেরা [illegible] স্কুলেই অধ্যয়ন করুক। গবর্ণমেণ্ট [illegible] কার সকলের শিক্ষা হয় তবে [illegible] বালকদের শিক্ষা না হইবেই বা কেন? [illegible] বিষয়ে স্ত্রী শিক্ষাই প্রথম। [illegible] যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই ভাবে [illegible] শিক্ষা দেওয়া হউক, শিক্ষার জন্য [illegible] ঘুচিয়া যাউক, এ কথা আমি বলি [illegible] স্ত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্র। ইহা- [illegible] শিক্ষিত করিতে হইবে যেন [illegible] ভগ্নী, স্ত্রী ও কন্যা হইতে [illegible] শিক্ষার একটি প্রধান [illegible] শ্রেণীর ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিবাহ [illegible] চলিত হয় ইহা প্রার্থনীয়। এই [illegible] বৎসরে একবার করিয়া অধিবেশন [illegible] কয়েকটি করিয়া বিষয় নির্দ্ধা- [illegible] তাহার পর এক বৎসর ধরিয়া [illegible] নিদ্রায় কাটাইবেন এরূপ হইলে [illegible] হইবে না। কাজ চাই।”

[illegible] নূতন ব্যবস্থাপক সভায় এ [illegible] ব্যক্তিগণ মনোনীত হইয়া- [illegible]

[illegible] ব্যবস্থাপক সভা—(মিউনিসিপালিটি [illegible] জে আপকার কলিকাতা, রায় [illegible] গোস্বামী বর্দ্ধমান; মিঃ দীপ- [illegible] ভাগলপুর, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন [illegible] বাবু [illegible] সহায় ছোট নাগপুর, [illegible] হোসেন খাঁ পাটনা, বাবু [illegible] ত্রিহুত। (জেলা বোর্ড [illegible] আর স্কুগেট ত্রিহুত, মৌলবী [illegible] পাটনা, মহারাজ কুমার হৃষী- [illegible] বাবু শিবশঙ্কর সহায় ভাগল- [illegible] দত্ত বর্দ্ধমান, (ছোটনাগপুর এবং [illegible] এখনও জানা যায় নাই)। [illegible] তরফ হইতে) মিঃ জে সি শারক [illegible] মার্কেণ্টাইল বণিক সমিতি হইতে [illegible] সমিতি হইতে। (ভূস্বামী-

দিগের তরফ হইতে) বর্দ্ধমান ও কাশিমবাজারের মহারাজ যথাক্রমে বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী হইতে, কুমার কীর্ত্তানন্দ সিংহ এবং মহারাজ কুমার গোপালশরণনারায়ণ সিংহ পাটনা এবং ত্রিহুত ও ভাগলপুর হইতে। (উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুরের এখনও জানা যায় নাই)। (বিশ্ববিদ্যালয় তরফে) বাবু দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। [মুসলমানদিগের তরফে] ডাঃ আবদুল্লা মামুন সুরবর্দ্দী এবং মিঃ গোলাম হোসেন কাশিম আরিফ প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান এবং উড়িষ্যা বিভাগ হইতে। [ভাগলপুর এবং ছোটনাগপুরের এখনও জানা যায় নাই]

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম—[মিউনিসিপালিটী হইতে] রায় বাহাদুর ভুবনরাম দাস আসাম ভেলি, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় রাজসাহী, খাঁ বাহাদুর খোরজা মহম্মদ ইউসুফ ঢাকা, মৌলবী আবদুর রহমন ফরিদপুর। [জেলা বোর্ড হইতে] কুমার মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরী রাজসাহী, মিঃ মাণিক চন্দ্র বড়ুয়া আসাম ভেলি, বাবু অনঙ্গমোহন নাহ চট্টগ্রাম, মহম্মদ ইসমাইল খাঁ চৌধুরী ঢাকা, মিঃ আর এইচ হেণ্ডারসন সি আই ই সুর্ম্মা ভেলি। [সওদাগর পক্ষে] মিঃ চ্যাপলেন[illegible] প্রাণ্টার, মিঃ জজ্জ্ মরগান নারায়ণগঞ্জ চেম্বার। [ভূস্বামী পক্ষে] দিঘাপতিয়ার রাজা, বাবু বিনোদকুমার রায় চৌধুরী। [পোর্ট কমিশনরদের তরফে] মিঃ জার্ণন উড্স্ চট্টগ্রাম ; [মুসলমান পক্ষে] মৌঃ হেমায়ত উদ্দীন ঢাকা, মৌঃ সৈয়দ হয়দার চৌধুরী চট্টগ্রাম, সৈয়দ আবদুল মাজিদ সুর্ম্মা ভেলি, মৌঃ তামিযুদ্দীন রংপুর।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায়—(পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভূস্বামীর তরফে) রাজা প্রমদানাথ রায়; (পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মুসলমান পক্ষ হইতে) সৈয়দ শামসুল হুদা (বাঙ্গালার ভূস্বামীদের তরফে) বর্দ্ধমানের মহারাজ। (বাঙ্গালার মুসলমানদিগের তরফে) মিঃ মজহরুলহক, (বাঙ্গালার বণিক সমিতি হইতে) মিঃ গ্রাহাম, (ব্রহ্মের বেসরকারী সদস্যদের পক্ষে) মং বা টু সি আই ই কে এস এম (মধ্য প্রদেশের ডিষ্ট্রিক্ট কৌন্সিল এবং মিউনিসিপাল কমিটী হইতে) মিঃ মাণিকজী বৈরামজী দাদাভয়; (মধ্য প্রদেশের ভূস্বামীদের তরফে) মিঃ গঙ্গাধর রাও মাধব চিৎনবীশ সি আই ই।

স্পেনের ও পোর্ত্তুগালের সর্ব্বত্র এবং সুইজরলণ্ড ও বেলজিয়মে ভয়ঙ্কর বন্যা আসিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে স্পেনে এরূপ বন্যা হয় নাই। অনেক লোকজন মারা পড়িয়াছে, সিনালোনিয়া জেলায় শতশত বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। মিউচা- টেলের একটি জেলায় চৌদ্দ অপেক্ষাও অধিক বাড়ী কোনটা একেবারেই পড়িয়া গিয়াছে, কোনটা বা খুবই বেশী রকম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানের কসবাগ্রামের মুসলমান জমিদার- মহিলা শ্রীমতী ফতেমা খাতুন বিবি ঐ অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বার্ষিক এক হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। এই অর্থ সাহায্যে একটা মাদ্রাসা স্থাপিত হইবে। গবর্ণমেণ্টও বৎসরে এক হাজার টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন। ফতেমা বিবি এই মাদ্রাসার জন্য পাঁচহাজার টাকা ব্যয়ে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, আর পাঁচ হাজার টাকায় একটী লাইব্রেরী করিয়া দিবেন।

বেরিবেরি রোগের নিদান আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে কাপ্তান ক্রেগস্ আই. এম. এস কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই অনুসন্ধান আরম্ভ করিবেন। ভাঃ মঃ

সে দিন বড়লাট বাহাদুর কোলারের স্বর্ণখনি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মহীশূর—কোলারের প্রায় পাঁচ মাইল ব্যাপী মরুভূমির মধ্যেই স্বর্ণখনিগুলি অবস্থিত। বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ খনির কার্য্য চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৬ কোটী টাকার স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে। এই টাকার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র মহীশূরের রাজার হস্তগত হইয়াছে। বাকী টাকা খনির মালিকগণ— ছয়টী ইংরেজ কোম্পানী—প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রায় ৮০ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ রায় দুর্গাপ্রসাদ বাহাদুর বেহার মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। বেহারের ডেঃ মাঃ মিঃ জে ডেভিডসন মজঃফরপুরের সদরে বদলী হইলেন। পাটনায় ডেঃ মাঃ বাবু শ্যামনারায়ণ সিংহ বাড় মহকুমার ভার পাইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ মিঃ স্যামুয়েল চন্দ্র সাঁওতাল পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন; ডেঃ মাঃ মিঃ ডি সওয়ার গয়ার সদরে বদলী হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু রমাপতি চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরের সদরে

স্থাপিত হইলেন। জঃ মাঃ মিঃ হর্টনী গয়ার সদরে স্থাপিত হইলেন।

সব ডেঃ কঃ বাবু তারিণী প্রসাদ বর্ম্মা মজঃফরপুরের সদরে বদলী হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত সব ডেঃ কঃ বাবু অতুল বিহারী গোঁসাই সিবান মহকুমায় স্থাপিত হইলেন।

বিচার—বাবু কিশোরী মোহন বসু এম এ বি এল সাতক্ষীরার মুঃ হইলেন। কাঁথির মুঃ বাবু উপেন্দ্র নাথ গুপ্ত বনগাঁর এবং বাবু তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এম এ বি এল উলুবেড়িয়া এবং শ্রীরামপুরের মুঃ হইলেন। উলুবেড়িয়া এবং শ্রীরামপুরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুঃ বাবু ভুজগেন্দ্র মুস্তফি কাঁথির মুঃ হইলেন।

শিক্ষা—মুঙ্গের জেলা স্কুলের হেঃ মাঃ বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ পাটনা ট্রেনিং স্কুলের হেঃ মাঃ হইলেন। সাঁওতাল পরগণার ডেঃ ইনঃ মিঃ ম্যানুয়েল বিধুধন মণ্ডল ভগলপুর বিভাগের সহকারী ইনঃ হইলেন।

মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম

ছোটনাগপুর বিভাগ—১৯১০

[প্রত্যেক বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ৪৲ টাকা, ৩ বৎসর স্থায়ী]

হাজারিবাগ

মধ্য ইংরাজী—রামানুগ্রহ প্রসাদ হাজারিবাগ জেলা আকনু রামগদি শ্রীরামপুর, প্রীতিকণা বিশ্বাস গিরিডি বালিকা, বালবক্স শেঠ ইচক।

মধ্য বাঙ্গালা—কমলাপতি মিশ্র হাজারিবাগ, গবর্ণ, ভবাণী সিংহ ঐ মাহেশ্বরী প্রসাদ পদ্মা।

রাঁচি

মধ্য ইংরাজী—সৈয়দ গোলাম জিলানী রাঁচি, দেবেন্দ্র নাথ বন্দো ঐ।

মধ্য বাঙ্গালা—বাহুর রাম খুন্তি, দৈজাথ বুন্তি রাঁচি সেণ্টপল, রামনন্দন সহায় রাঁচি মধ্য।

পালোমো

মধ্য ইংরাজী—হবিবুর রহমন হোসেনবাদ

মধ্য বাঙ্গালা—ফাল্গুনী রাম হরিহরগঞ্জ

মানভূম

মধ্য ইংরাজী—বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বড়বাজার, মহেশ্বর দত্ত পাড়া, ধরণীধর সেনগুপ্ত মঙ্গলদা; হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ঝালদা, কৃষ্ণপ্রসাদ মাহিন্তি বড়বাজার।

মধ্য বাঙ্গালা—আশুতোষ রায় মুরাডিড, নলিনী কান্ত দাস চিরোমা।

সিংহভূম

মধ্য ইংরাজী—গোনো হো চাইবাসা মথুরা হো ঐ, নামদেব নৈত্র চক্রধরপুর।

মধ্য বাঙ্গালা—চান্দ্র হো অমুনা গবর্ণ

উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম

ছোটনাগপুর বিভাগ—১৯১০

হাজারিবাগ

অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় পাথুরিয়া, রামেশ্বর সিংহ হাজারিবাগ গবর্ণ, মহেশ্বরী প্রসাদ হাজারিবাগ, জয়মণি সহায় মিন হিন্দী বালিকা।

রাঁচি

কুঞ্জ বিহারীলাল রাঁচি হরিপদ দাস বুন্দু, পদ্ম সিংহ তামার, জনার্দ্দন বন্দোচাঁদকোপা।

পালামো

দেবরাম নাগাকতারি, কৌলেশ্বর রাম ডালটনগঞ্জ ট্রেনিং স্কুল সংলগ্ন উপা, রঘুনাথ লাল রাঙ্কা।

মানভূম

সত্যোষিণী ঘোষ রঘুনাথপুর মিশন বালিকা, কামাখ্যাচরণ বন্দো মধুতটী, বৈকুণ্ঠ সিংহ চৌধুরী চিরুদী, রাধানাথ মিশ্র গোপালপুর, রাখহরি গোস্বামী খাট রাঙ্গামাটিয়া।

সিংহভূম

প্রসন্ন কুমার পাল পারুলিয়া, রামরতন সাহ-দেবে; প্রীষ্ট আশ্রিত মন্দীয়া এস পি জি মিশন বালিকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১০ খৃষ্টাব্দের নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

বি এ পরীক্ষা।

ইংরেজি [পাশ]. কাদার জে পাওয়ার ; এ এম সর্ব্বাধিকারী ; ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, জি ক্রস, জে সি স্মিমকার, ফাদার ও নীল।

ইংরেজী [অনার],—এইচ এম পার্সিভাল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, দেবেন্দ্রনাথ বসু।

বাঙ্গালা রচনা ;—পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, [প্রধান পরীক্ষক], অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ বসু।

ইংরাজী সাহিত্যে অন্যতম প্রশ্নপত্র—ই এম হুইলার।

সংস্কৃত [পাশ] ;—উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী।

সংস্কৃত [অনার]—ডাক্তার জি থিব ; ডাক্তার সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ দে, রামাবতার শর্ম্মা।

ইতিহাস [পাশ] ;—বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, যদুনাথ সরকার আর বি র‍্যামস্‌বোথম।

অনার—ডবলিউ এ জে আর্কবোল্ড, এম এম বসু, ট এফ ওটেন।

অর্থ ব্যবহার শাস্ত্র ও রাজনীতিক দর্শন [পাশ]—মনোহরলাল, ডবলিউ সি ওয়াডস ওয়ার্থ, জি এফ সিরাজ।

অনার—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ; মনোহর লাল, ডাক্তার কে ডি রায়ণ।

দর্শন [পাশ].—ডবলিউ এস আরকুহার্ট, এস এল থমসন, হীরালাল হালদার।

অনার—ডাক্তার জি থিবো, জি আর এস রস, জ্ঞানরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।

বি এ, এবং বি এস সি পরীক্ষা।

গণিত [পাশ],—কালীপদ বসু, ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণপ্রসাদ দে।

অনার.—গণেশপ্রসাদ, বিপিনবিহারী গুপ্ত, আর ডবলিউ এফ সা।

ফিজিক্স [অব্যবহারিক]—, [পাশ]—রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

অনার ;—সি ডব্লিউ পিক ; বি এন দাস।

ব্যবহারিক—পাশ ও অনার ;—পি ব্রুল ; ই পি হ্যারিসন ; শরৎচন্দ্র দত্ত।

রসায়ন [অব্যবহারিক] [পাশ]—জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী, ফাদার ভ্যান নেষ্ট।

অনার ;—ই আর ওয়াটসন ; পি ডবলিউ রবার্টসন।

ঐ ব্যবহারিক—পাশ ও অনার ;—ই আর ওয়াটসন ; চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী। ডবলিউ এ কে ক্রাইষ্ট, মিঃ হাণ্টার।

শারীরবিদ্যা ;—কাপ্টেন ডি ম্যাক্‌কে ; এস সি মহলানবিস ; ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

উদ্ভিদ্‌তত্ব—আই এইচ বারকিল ; এস সি মহালানবিস ; ডবলিউ স্মিথ।

ভূতত্ব ;—ই ভ্রেডেনবার্গ, জি এইচ টিপার ; এল ফার্মার।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা।

ইংরাজী—রেভারেণ্ড জে ল্যাব [প্রধান পরীক্ষক], জে, এস জেমিন ; ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, এফ সাণ্ডমার্সেন, আর এল মৈত্র ; ফাদার

[illegible] ডবলিউ ওয়ালেস, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ; বিজয় [illegible] মুখোপাধ্যায়; গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়; সতীশচন্দ্র দে; ভূষণ [illegible] দাস; শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ; পি জিন্‌কিন, [illegible] এ ওয়ারেণ, হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, [illegible] কান্ত গুহ, নরেন্দ্রনাথ রায়; সত্যেন্দ্রনাথ [illegible]

বাঙ্গালা রচনা,—দীনেশচন্দ্র সেন [প্রধান [illegible]]; অবিনাশচন্দ্র দাস; যোগেন্দ্র রায়, [illegible] সেন; নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; কোকি[illegible] ভট্টাচার্য্য; ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, [illegible] ভট্টাচার্য্য;

ইংরাজী সাহিত্যে অন্যতম প্রশ্নপত্র—এক পি [illegible]।

বাঙ্গালা [স্ত্রী পরীক্ষার্থীদিগের জন্ত]—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী; দীনেশচন্দ্র সেন।

সংস্কৃত,—[illegible] প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (প্রধান পরীক্ষক); [illegible] গুপ্ত; কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য [illegible]; বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; [illegible] বিদ্যারত্ন; সুরেন্দ্রনাথ [illegible] চক্রবর্ত্তী; সাতকড়ি অধিকারী, [illegible] শাস্ত্রী।

[illegible]—বিপিনবিহারী সেন, এন সি সেন, [illegible] গুপ্ত; এন কে নাগ, অক্ষয়কুমার সরকার [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়; সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়; উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

[illegible]—এইচ টাকেন; অম্বিকাচরণ [illegible] দে, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টা[illegible], [illegible] মুখোপাধ্যায়, বীরচন্দ্র সিংহ।

গণিত—ডাক্তার ডি এন মল্লিক; রজনীকান্ত [illegible], [illegible] এ ই রাউন, সারদা প্রসন্ন দাস, [illegible] মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় [illegible], ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী[illegible] চট্টরাজ, রাজমোহন সেন, ফণীন্দ্রলাল গঙ্গো[illegible], [illegible], বি সি ঘোষ।

[illegible]—[illegible] ত্রিবেদী, [illegible] [illegible], পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, তারাপদ মুখোপাধ্যায় [illegible] মল্লিক, তুলসীদাস কর, বামাচরণ ভট্টা[illegible] মোহিনী মোহন রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

[illegible]—রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, মেডা[illegible], বিধুভূষণ দত্ত, কিরণ চন্দ্র মিত্র, [illegible], কামদাচরণ চক্রবর্ত্তী; চুনীলাল [illegible] নায়ক, যতীন্দ্রনাথ সেন।

[illegible]—ডব্লিউ এইচ আর্ডেন উড, ডবলিউ [illegible]।

শারীর বিদ্যা—ক্যাপ্টেন ডি ম্যাকে, সত্য[illegible] চক্রবর্ত্তী।

উদ্ভিদ বিদ্যা—ডব্লিউ ডব্লিউ স্মিথ, ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভূতত্ব এবং খনিজতত্ব—পি এন দত্ত, হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

ইংরেজী,—জে এন দাস গুপ্ত, (প্রধান পরীক্ষক) জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ, এল এল প্রিতম সিংহ, মহম্মদ আজিজুল হক, গোপালচন্দ্র মৈত্র, রায় প্রসন্ন মিত্র বাহাদুর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এন সি দাস, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডবলিউ আর লিকোরেন্‌, সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পান্নালাল বসু, বেণীমাধব গাঙ্গুলী, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়; জে এন মুখোপাধ্যায় রেভারেণ্ড এ মর্‌ [illegible] ক্লাপ; হেমচন্দ্র সরকার, শ্রীমতী রাজকুমারী দাস।

গণিত;—গৌরীশঙ্কর দে।

অবশ্য পাঠ্য (Compulsory paper)—সারদা মোহন ভট্টাচার্য্য; হরিলাল চৌধুরী, সতীশচন্দ্র বসু, রাইচরণ বিশ্বাস; রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র ঘোষ, অনাথনাথ পালিত, নরেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার।

অতিরিক্ত (Additional paper)—বাধাল রাজ বিশ্বাস, উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্যামাচরণ বসু, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত, মন্মথ নাথ রায়, জে ডি ক্রাজিন্স।

সংস্কৃত—নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অবশ্য পাঠ্য (Compulsory paper) কুলদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, রামলাল কাঞ্জিলাল, বনমালী চক্রবর্ত্তী, দেবেন্দ্র নাথ রায়, কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায়; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, যোগেশচন্দ্র শাস্ত্রী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

অতিরিক্ত(Additional paper) ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি চক্রবর্ত্তী, অবিনাশচন্দ্র গুহ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ রায়, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত বিশ্বনাথ শাস্ত্রী।

বাঙ্গালা,—রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

বাঙ্গালা রচনা,—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পূর্ণচন্দ্র দে, রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দনাথ গুহ, বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত, চারুচন্দ্র বসু, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী, হরনাথ বসু।

ইংরাজী সাহিত্য অন্যতম প্রশ্নপত্র—রেভারেণ্ড আর গী।

ইতিহাস—অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র সেন, রাখালদাস বসু, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মন্মথমোহন বসু, সুরেশচন্দ্র রায় যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

কেবলমাত্র বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত উত্তর পত্রের জন্ত—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

ভূগোল—বিরাজমোহন মজুমদার, শশিভূষণ বসু শরৎচন্দ্র মজুমদার, জে এইচ এলিস, বি সি দত্ত, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিবারণচন্দ্র রায়।

যন্ত্র বিজ্ঞান (Mechanics)—এফ ওয়ালফোর্ড।

Notice.

His Excellency the Chancellor has been pleased to direct that four ordinary fellows shall be elected this year in accordance with the provision of chapters 12 and 13 of the University Regulations.

The procedure for the elections shall be as follows:—

(a) The faculty of medicine to elect two Fellows, one of whom at least shall be the head of, or a Polessor in a College affiliated to the University in Medicine. The election shall be held on the 5th march 1909.

(b) The Registered Graduates to elect two Fellows from among themselves. The election shall be held on the 12th March 1909.

Further particulars regarding the elections will be notified later on.

G. Thibaut Registrar.

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A graduate Hd master for the Bajitpur H E school (Mymensing) on Rs 75—80.

A Hd master F A for the Boyra M E school on Rs 25 a month with free loding. Apply to M Mojibar Rahman Pleader, Bogra.

A Normal 3rd year passed as Drill and Drawing master on Rs 20 per month with free quarters one with experience in teaching and special knowledge in Bengali preferred. Apply to the Hd master Jharia H E school Manbhum.

A plucked B A or F A 3rd master on Rs 25 rising to Rs 30 lodging free. Panchetgarh H E school, Dt. Midnapore.

An English knowing Hd Pandit for Lakshmanath H E school on Rs 25 a month with free family quarter and prospects of tuition and increase of pay. Govindo Chandra Sircar Hd master.

A graduate strong in Mathematics as 2nd master of the Barpeta aided High school on Rs 60 per mensem. Apply before 15th January 1910.

A Hd master for Sakrara M E school thana Rayne, Dt Burdwan on Rs. 30 per month. Apply to Babu Narendra Nath Chatterjee Pleader Judge's court Burdwan.

For the S C Institution a teacher on Rs 10 to 15 according to qualifications. Lodging and boarding free. Private tuition available. Apply before 15th January 1910 to Babu Lalit mohan Chatterjee Baruipara Po (Khulna).

An Entrance passed Kaystha teacher for the Araihazar H E school (Dacca) on Rs 12—15 according to qualifications board and lodging free on private tuition Dacca.

An F A teacher for an M E school on Rs 15 a month free lodging and boarding. Apply to Babu Lalit Mahon Dhor Manirampore po Jalalpore village (Jessore).

A graduate for the Belpukur H E school on Rs 40 rising to 45 servant and quarters free Nadia.

An F A Hd master for the Sukhanpakur M E school on Rs 30 per mensem increasing to Rs 35 lodging and boarding free on tuition po Sukanpukur, Dt. Bogra.

A graduate Asst Hd master K M Ins Irhphla on Rs 50 per month quarters free. Apply to Babu Bhuban Mohun Rudra Asst secretary K M I Irhphala Irhphala po Dt Midnapore.

A 2nd year Normal passed teacher for the Phansidewa M E school Dt. Darjeeling on Rs 25 for one year at present po. Phansidewa Dt. Darjeeling Apply before 19th January 1910.

An undergraduate strong in English as 2nd asst teacher and a Hd Pandit for the Amlasadarpur High school (Po Amlasadarpur Dt Nadia) on Rs 25 a month each.

A graduate Hd master strong in English, two graduate Asst Teachers and an F A teacher on Rs 56, 45, 35 and 25 respectively for the Baliator H E school Dt Bankura quarters free.

A Hindu Hd master F A and a Mahomedan Entrance 2nd master on Rs 20 and 10 respectively for the Jaldhaka M E school Rungpur. Board and lodging free for both. Must stick 2 years. M A Chowdhury Asst secretary to the Jaldhaka M E school Po Jaldhaka Dt. Rungpur.

For the Kalia Charitable Dispensary a govt passed native Doctor on Rs 20 to 25 per month according to qualifications po Kalia Dt Jessore.

A graduate Hd master for the Patrasaer H E school on Rs 50 to 60 per month with free quarters. Apply to Babu Bireswar Ghosal P H E school po Patrasair, via Panagtor (Dt Bankura.)

For the Giridih H E School a Hd master M A or B T on Rs 80—4—100 first Asst. teacher a graduate strong in Mathematics on Rs 60—2—70 a Hd Pandit on Rs 35, a 2nd Pandit on Rs 25, an English knowing Drawing Teacher on Rs 20 and an additional teacher on Rs 25. The Hd Pandit must know English sufficient to teach translation, 2nd Pandit must be English knowing and a normal 3rd year passed from Patna or Ranchi, additional teacher must know English and be a sportsman and capable of doing the work of clerk and Librarian.

An Entrance passed 2nd master for the Banigram M E school, Dt Chittagong on Rs 15 with free quarters Must stick at least 2 years, po Banigram.

Two F A Asst. teachers each on Rs 20 a month for the Netrakona Dutt H E school, Dt Mymensingh.

A Hd master plucked F A for the aided M E school at Santragachi within Howrah Municipality on Rs 32 a month to be present on passing the examination on idiom and art of teaching. Apply to the Asst. Secretary.

A graduate 2nd master for the Baharu H E school Dt 24 pergs on Rs 40 a month. Free board and lodging on private tuition. The place is within easy reach of Magrahat Railway station on the Diamond Harbour Line.

An Entrance passed Kyastha teacher or one of the same qualification ready to accept boarding in a Kyastha family as Hd master in Kamarpol U P school, po Sarisa, via Diamond Harbour Dt 24 Pergs on Rs 12 rising to Rs 15.

A Mahomedan or Mahisya Daibarsik teacher for the Parbatipur M E school on Rs 15 at present besides free board and lodging. Apply to M Pear Mahammad Sirkar.

An F A Hd master for the Chhatua M E school po Chhatua, Dt Baukura on Rs 25: free board and lodging on tuition.

A vernacular passed or plucked teacher for the Fariapooker Hindu girl's school. Must know English. Lodging free. Apply stating terms to Babu Jogendra Nath Chakrabarty 86 Fariapooker street, Shambazar, Calcutta.

the E I Ry H E school a 2nd teacher on Rs 50 per Apply stating terms to Babu Narayan Banerjee Sakrigali ibgunge E I Ry.

whole time Entrance passed tutor to coach young children lower classes on Rs 10 to 12 to competency with free lodging. Must stick at year. Apply to Babu Amulya Chackravarty, Sarbari, po [illegible]b, Burdwan.

F A teachers for the W H E [illegible] B N W Railway (North [illegible], on Rs 25 to Rs 80 each according to qualification: private tuition available.

[illegible] হবা স্কুলে মাসিক ২০৲ বেতনে এক [illegible] শিক্ষক। বাসাভাড়া লাগিবে না। [illegible] বাসা খরচও চলিতে পারে। [illegible] জেলার উত্তর প্রান্তে ই আই [illegible] ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল দূরে [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] প্রসাদ পাঁড়ে জেলা [illegible] পোঃ [illegible] গ্রাম চোর্ণা সতীশ চন্দ্র [illegible]পাধ্যায়ের বাটী।

[illegible] পুর স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ [illegible] বেতন ১০৲ টাকা। পোষ্টাফিসের [illegible] কিছু প্রাপ্য আছে। ব্রাহ্মণ [illegible] অগ্রগামী আবশ্যক। প্রধান [illegible] নাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট আবেদন [illegible]। পোষ্ট মধুপুর জেলা মুর্শিদাবাদ [illegible]।

[illegible] সার্ভে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ [illegible] সার্ভে আমিন। পারদর্শিতানুসারে [illegible] করা যাইবে। আগামী ২৫শে [illegible] আবেদন করুন। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ [illegible], সাহেব সুবধালি পোঃ, জেলা [illegible]।

[illegible] মইং স্কুলে এক এ পাশ অথবা ইন- [illegible] বাহাদুরের অনুমোদিত হেঃ মাঃ বেতন ২৫ [illegible] পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান।

[illegible] মাসিক ২০ টাকা বেতনে সার্ভে [illegible] অভিজ্ঞ একজন লোক। বাসা সরকার [illegible]। শ্রীজিতেন্দ্রিয় চন্দ্র মুখো- [illegible]ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাএব বড় ও [illegible] কাছারী খাটনগর পোঃ খাটনগর [illegible]।

[illegible] পোঃ বদরগঞ্জ গ্রাম বালিয়াকুটী [illegible] পাশ মাসিক বেতন ১০ টাকা ও বাসা। শ্রীবহির উদ্দিন মণ্ডল সাং রহিয়াপুর পোঃ জামগঞ্জ রংপুর।

এফ এ পড়া মহম্মদী শিক্ষক, বেতন ২৫ টাকা মদীয়া, কথলি পোঃ কুতবপুর মইং স্কুল।

বীজপুর মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। বাসস্থান ও আপাততঃ ১৪ টাকা বেতন পাইবেন। জেলা বাঁকুড়া পোঃ বীজপুর ভায়া পাত্রসায়ের।

কলিকাতা চাঁপাতলা ৪নং অখিল মিস্ত্রির লেন স্থিত "সিটি ইনষ্টিটিউসন" মইং স্কুলে একজন ত্রৈবার্ষিক প্রধান শিক্ষক বেতন ২৫৲ টাকা, কিন্তু ঐ বেতনে প্রথম শ্রেণীর বালকগণকে প্রাতে শিক্ষা দান করিতে হইবে। প্রাইভেট টিউসনের বিশেষ সুবিধা আছে।

দিনহাটা স্কুলে বাঙ্গালা বিভাগের জন্য মাসিক ২০ টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল পাশ পণ্ডিত। দিনহাটা কোচবিহারের একটী মহকুমা এবং স্বাস্থ্যকর রেলওয়ে ষ্টেশন। প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আছে। ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। পোঃ দিনহাটা কোচবিহার।

সাতক্ষীরা মিউনিসিপালিটির জন্য একজন রোড সরকার আবশ্যক। মাসিক বেতন ১২ টাকা। সার্ভেয়িং ও প্ল্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানা চাই। ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিবেন।

পোঃ ক্ষেতলাল জেলা বগুড়া ক্ষেতলাল মইং স্কুলে একজন নূতন শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষিত নর্ম্মাল হেঃ পঃ এবং এক এ পাশ হেঃ মাঃ। বেতন যথাক্রমে ২০ ও ২৫ টাকা বাসস্থান পাই- বেন।

এণ্ট্রান্স পাশ অথবা নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক একটী প্রাইভেট মাষ্টার। বেতন ১০ টাকা ও আহার। অবসর সময়ে অন্য কাজ করিতে পারিবেন। সহ- রের উপর অন্য কাজের সুবিধা হওয়া একান্তই সম্ভবপর। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বালিকা- বিদ্যালয়, বালদহ।

আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে একজন এফ এ ফেল্‌ড মাষ্টার। শ্রীশ্রীরাম চক্রবর্ত্তী হেড পণ্ডিত।

[উদ্ধৃত]

আত্মার মুক্ত স্বভাব। [১]

সাংখ্যের বিশ্লেষণ দ্বৈতবাদে পর্য্যবসিত— উহার সিদ্ধান্ত এই যে, চরম তত্ত্ব—প্রকৃতি ও আত্মা সমূহ। আত্মার সংখ্যা অনন্ত, আর যেহেতু আত্মা অমিশ্র পদার্থ, সেই হেতু উহার বিনাশ নাই, সুতরাং উহা প্রকৃতি হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র। প্রকৃতির পরিণাম হয় এবং তিনি এই সমুদয় প্রপঞ্চ প্রকাশ করেন। সাংখ্যের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয়। উহা অমিশ্র আর প্রকৃতি আত্মার অপবর্গ বা মুক্তি সাধনের জন্যই এই সমুদয় প্রপঞ্চ- জাল বিস্তার করেন আর আত্মা যখন বুঝিতে পারেন, তিনি প্রকৃতি নহেন, তখনই তাঁহার মুক্তি। অপর দিকে সাংখ্যমতাবলম্বী দিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, প্রত্যেক আত্মাই সর্ব্বব্যাপী। আত্মা যখন অমিশ্র পদার্থ, তখন তিনি সসীম হইতে পারেন না; কারণ, সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাব, দেশ কাল বা নিমিত্ত দ্বারা কৃত হইয়া থাকে। আত্মা যখন সম্পূর্ণরূপে ইহাদের অতীত, তখন তাঁহাতে সসীম ভাব কিছু থাকিতে পারে না। সসীম হইতে গেলে তাঁহাকে দেহের মধ্যে থাকিতে হইবে আর তাহার অর্থ, তাঁহার একটী দেহ অবশ্যই থাকিবে, আবার যাঁহার দেহ আছে, তিনি অবশ্য প্রকৃতির অন্তর্গত। যদি আত্মার আকার থাকিত, তবে ত আত্মা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইতেন। অতএব আত্মা নিরাকার; আর যাহা নিরাকার, তাহা এখানে, সেখানে বা অন্য কোনখানে আছে, এ কথা বলা যায় না। উহা অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে। সাংখ্য দর্শন ইহার উপরে আর যায় নাই।

সাংখ্যদের এই মতের বিরুদ্ধে বেদান্তীদের প্রথম আপত্তি এই যে, সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নহে। যদি প্রকৃতি একটী অমিশ্র বস্তু হয় এবং আত্মাও যদি অমিশ্র বস্তু হয়, তবে দুইটী অমিশ্র বস্তু হইল আর যে সকল যুক্তিতে আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রমাণ হয়, তাহা প্রকৃতির পক্ষেও খাটিবে, সুতরাং উহাও সমুদয় দেশ কাল নিমি- ত্তের অতীত হইবে। প্রকৃতি যদি এইরূপই হয়, তবে উহার কোনরূপ পরিণাম বা বিকাশ হইবে না। ইহাতে গোল হয় এই যে, দুটী অমিশ্র বা পূর্ণ বস্তু স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা অসম্ভব। বেদান্তীদের এ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত? তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে,স্থূল জড় হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতির সমুদয় বিকার যখন অচেতন, তখন যাহাতে মন চিন্তা করিতে পারে এবং প্রকৃতি কার্য্য করিতে পারে, তাহার জন্য উহাদের পশ্চাতে উহাদের পরিচালক শক্তিস্বরূপ একজন চৈতন্যবান্ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। বেদান্তী বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এই যে চৈতন্যবান্ পুরুষ রহিয়া- ছেন, তাঁহাকেই আমরা ঈশ্বর বলি, সুতরাং এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক নহে। তিনি জগতের

শুধু নিমিত্ত কারণ নহেন, উপাদান কারণও বটেন। কারণ কখন কার্য্য হইতে পৃথক্ নহে। কার্য্য কারণেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা ত আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি। অতএব ইনিই প্রকৃতির কারণ স্বরূপ। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত—বেদান্তের মত বিভিন্ন রূপ বা বিভাগ সকলেরই, এই প্রথম সিদ্ধান্ত যে, ঈশ্বর এই জগতের শুধু নিমিত্ত কারণ নহেন, তিনি উহার উপাদান কারণও বটেন, যাহা কিছু জগতে আছে, সবই তিনি। বেদান্তের দ্বিতীয় সোপান এই যে, এই যে আত্মাগণ ঈশ্বরের অংশস্বরূপ, সেই অনন্ত বহ্নির এক এক স্ফুলিঙ্গমাত্র। অর্থাৎ যেমন এক বৃহৎ অগ্নিরাশি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তদ্রূপই সেই পুরাতন পুরুষ হইতে এই সমুদয় আত্মা বাহির হইয়াছে*।

এ পর্য্যন্ত ত বেশ হইল, কিন্তু তথাপি এ সিদ্ধান্তেও তৃপ্তি হইতেছে না। অনন্তের অংশ—একথার অর্থ কি? অনন্ত যাহা তাহা ত অবিভাজ্য। অনন্তের কখন অংশ হইতে পারে না। পূর্ণ বস্তু কখন বিভক্ত হইতে পারে না। তবে এই যে বলা হইল, আত্মাসমূহ তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের মত বাহির হইয়াছে, এ কথার তাৎপর্য্য কি? বাহিরে যাইবে কোথায়? আত্মা যে সর্ব্বব্যাপী! অদ্বৈত বেদান্তী এই সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করেন যে, প্রকৃত পক্ষে পূর্ণের অংশ নাই। তিনি বলেন, প্রত্যেক আত্মা প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অংশ নহেন, প্রত্যেকে প্রকৃত পক্ষে সেই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। তবে এত আত্মা কিরূপে আসিল? লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া লক্ষ লক্ষ সূর্য্য দেখাইতেছে আর প্রত্যেক জলকণাতেই ক্ষুদ্রাকারে সূর্য্যের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এইরূপ এই সকল আত্মা প্রতিবিম্ব স্বরূপ সত্য নহে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে সেই 'আমি' নহে, যিনি এই জগতের ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের এক অবিভক্ত সত্তাস্বরূপ। অতএব এই সকল বিভিন্ন প্রাণী, মানুষ, পশু ইত্যাদি এগুলি প্রতিবিম্বস্বরূপ, সত্য নহে। উহারা প্রকৃতির উপর পতিত মায়াময় প্রতিবিম্বমাত্র। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আছেন আর সেই পুরুষ, 'আপনি,' 'আমি' ইত্যাদি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু এই ভেদ-প্রতীতি মিথ্যা বই আর কিছুই নহে। তিনি বিভক্ত হন নাই, বিভক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে মাত্র। আর তাঁহাকে দেশকাল নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখাতেই এই আপাতঃ প্রতীয়মান বিভাগ বা ভেদ হইয়াছে। আমি যখন ঈশ্বরকে দেশকালনিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখি, তখন আমি তাঁহাকে জড় জগৎ বলিয়া দেখি—যখন আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে অথচ সেই জালের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে দেখি, তখন তাঁহাকে পশু বলিয়া—আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে মানবরূপে—আরো উচ্চে যাইলে দেব রূপে দেখিয়া থাকি। কিন্তু তথাপি তিনি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক অনন্ত সত্তা এবং আমরাই সেই সত্তাস্বরূপ। আমিও তাহা, আপনিও তাহা—উহার অংশ নহে, সমগ্রটাই। "তিনি অনন্ত প্রপঞ্চস্বরূপ।" তিনি বিষয়, বিষয়ী—উভয়ই। তিনিই 'আমি,' তিনিই "আপনি।" ইহা কিরূপে হইল? এই বিষয়টী নিম্নলিখিত ভাবে বুঝান যাইতে পারে। জ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইবে?

জ্ঞাতা কখন নিজেকে জানিতে পারে না। আমি সবই দেখিতে পাই, কিন্তু আপনাকে দেখিতে পাই না। সেই আত্মা—যিনি জ্ঞাতা ও সকলের প্রভু, যিনি প্রকৃত বস্তু—তিনিই জগতের সমুদয় দৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রতিবিম্ব ব্যতীত নিজেকে দেখা বা নিজেকে জানা অসম্ভব। আপনি আরসি ব্যতীত আপনার মুখ দেখিতে পান না। তদ্রূপ আত্মাও প্রতিবিম্বিত না হইলে নিজের স্বরূপ দেখিতে পান না। সুতরাং এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আত্মার নিজেকে উপলব্ধির চেষ্টাস্বরূপ। প্রাণ পক্ষে প্রোটোপ্লাজমে তাঁহার প্রথম প্রতিবিম্ব, তারপর উদ্ভিদ, পশু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্টতর প্রতিবিম্বগ্রাহক হইতে সর্ব্বোত্তম প্রতিবিম্বগ্রাহক পূর্ণ মানবে প্রকাশ হয়। যেমন কোন মানুষ নিজমুখ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া একটী ক্ষুদ্র কর্দ্দমাবিল জল পল্বলে দেখিতে চেষ্টা করিয়া মুখের একটা ওপর ওপর আকার দেখিতে পাইল। তারপর সে অপেক্ষাকৃত নির্ম্মলতর জলে অপেক্ষাকৃত উত্তম প্রতিবিম্ব দেখিল, তারপর উজ্জ্বল ধাতুতে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব দেখিল, শেষে একখানি আরসি লইয়া তাহাতে দেখিল, তখন সে নিজে ঠিক যেমনটী, ঠিক তেমনি আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিল। অতএব বিষয় ও বিষয়ী উভয়স্বরূপ সেই পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব—পূর্ণ মানব।" আপনারা এখন দেখিতে পাইলেন, মানব স্বভাববশতঃই কেন সকল বস্তুর উপাসনা করিয়া থাকে, আর সকল দেশেই পূর্ণ মানবগণ কেন স্বভাবতঃই ঈশ্বর রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আপনারা মুখে যাহাই বলুন না কেন, ইঁহাদের উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। এই জন্যই লোকে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধাদি অবতারগণের উপাসনা করিয়া থাকে। তাঁহারা অনন্ত আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশস্বরূপ। আপনি, আমি, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোন ধারণা করি না কেন, ইঁহারা তাহা হইতেও উচ্চতর। এক জন পূর্ণ মানব এই সকল ধারণা হইতে শ্রেষ্ঠতর। তাঁহাতেই জগৎরূপ বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়—বিষয় ও বিষয়ী এক হইয়া যায়। তাঁহার সকল ভ্রম ও মোহ চলিয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার এই অনুভূতি হয় যে, তিনি চিরকালই সেই পূর্ণ পুরুষ রহিয়াছেন। তবে এই বন্ধন কিরূপে আসিল; এই পূর্ণ পুরুষের পক্ষে অবনত হইয়া অপূর্ণ স্বভাব হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? মুক্তের পক্ষে বদ্ধ হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন তিনি কোন কালেই বদ্ধ হন নাই, তিনি নিত্যমুক্ত। আকাশে নানা বর্ণের নানা মেঘ আসিতেছে। উহারা মুহূর্ত্তকাল তথায় থাকিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই এক নীল আকাশ বরাবর সমান ভাবে রহিয়াছে। আকাশের কখন পরিবর্ত্তন হয় না, মেঘেরই কেবল পরিবর্ত্তন হইতেছে। এইরূপ আপনারাও পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণ স্বভাব, অনন্তকাল ধরিয়া পূর্ণ রহিয়াছেন। কিছুতেই কখন আপনাদের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, কখন করিবেও না। এই সব ধারণা, যে—আমি অপূর্ণ, আমি নর, আমি নারী, আমি পাপী, আমি মন, আমি চিন্তা করিয়াছি, আমি চিন্তা করিব—এই সমুদয়ই ভ্রমমাত্র আপনি কখনই চিন্তা করেন না, আপনার কোন কালে দেহ ছিল না, আপনি কোন কালে অপূর্ণ ছিলেন না। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভু। যাহা কিছু আছে বা হইবে, আপনি তৎসমুদয়ের সর্ব্বশক্তিমান্ নিয়ন্তা—এই সূর্য্য চন্দ্র তারা পৃথিবী উদ্ভিদ, এই আমাদের জগতের প্রত্যেক অংশের—মহান্ শাস্তা। আপনার শক্তিতেই সূর্য্য কিরণ দিতেছে, তারাগণ তাহাদের প্রভা বিকীরণ করিতেছে, পৃথিবী সুন্দর হইয়াছে। আপনার আনন্দের শক্তিতেই সকলে পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিতেছে ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। আপনিই সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, আপনিই সর্ব্বস্বরূপ। কাহাকে ত্যাগ করিবেন, কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন?—আপ-

* যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি॥
—মুণ্ডকোপনিষৎ।২।১।

সেই সমুদয়। যখন এই জ্ঞানের উদয় হয়, তখন মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়।

আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি একমাসের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতি মনোরম দৃশ্যসমূহ, অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ হ্রদাদি দেখিতে পাইতাম। একদিন আমি অতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া একটী হ্রদে জলপান করিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু যেমন হ্রদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, অমনি উহা অন্তর্হিত হইল। তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রবল আঘাতের সহিত এই জ্ঞান আসিল যে সারা জীবন ধরিয়া আমি যে মরীচিকার কথা পড়িয়া আসিয়াছি, এই সেই মরীচিকা। তখন আমি আমার নিজের এই নির্ব্বুদ্ধিতা স্মরণ করিয়া হাসিতে লাগিলাম যে গত একমাস ধরিয়া এই যে সব সুন্দর দৃশ্য ও হ্রদাদি দেখিতে পাইতেছিলাম তাহারা মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে, অথচ আমি তখন উহা বুঝিতে পারি নাই। পরদিন প্রভাতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম—সেই হ্রদ ও সেই সব দৃশ্য আবার দেখা যাইতে লাগিল কিন্তু উহার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আমার এ জ্ঞানও আসিল যে উহা মরীচিকা মাত্র। একবার জানিতে পারাতে উহার ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। এইরূপেই এই জগদ্ভ্রান্তি একদিন ঘুচিবে। এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড একদিন আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে। **ইহার নামই প্রত্যক্ষানুভূতি।** দর্শন, কেবল কথার কথা বা তামাসা নহে। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে। এই শরীর উড়িয়া যাইবে এই পৃথিবী এবং আর যাহা কিছু সবই উড়িয়া যাইবে—আমি দেহ বা আমি মন এই যে আমাদের জ্ঞান ইহা কিছুক্ষণের জন্য চলিয়া যাইবে—অথবা যদি কর্ম্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া যায় তবে একেবারে চলিয়া যাইবে আর ফিরিয়া আসিবে না; আর যদি কর্ম্মের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে তবে যেমন কুম্ভকারের চক্র—হাঁড়ি প্রস্তুত হইয়া গেলেও পূর্ব্ববেগে কিয়ৎক্ষণ ঘুরিতে থাকে তদ্রূপ মায়ামোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেলেও এই দেহ কিছুদিন থাকিয়া যাইবে। এই জগৎ—নরনারী প্রাণী—সবই আবার আসিবে—যেমন পরদিনেও মরীচিকা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় উহারা শক্তি বিস্তার করিতে পারিবে না কারণ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে আমি উহাদের স্বরূপ জানিয়াছি। তখন উহারা আর বদ্ধ করিতে পারিবে না কোনরূপ দুঃখ কষ্ট শোক আসিতে পারিবে না। যখন দুঃখকর বিষয় কিছু আসিবে মন তাহাকে বলিতে পারিবে যে আমি জানি তুমি ভ্রমমাত্র। যখন মানব এই অবস্থা লাভ করে তাহাকে জীবন্মুক্ত বলে। জীবন্মুক্ত অর্থে জীবিত অবস্থায়ই যে মুক্ত। জ্ঞানযোগীর জীবনের উদ্দেশ্য এই জীবন্মুক্ত হওয়া। তিনিই জীবন্মুক্ত যিনি এই জগতে অনাসক্ত হইয়া বাস করিতে পারেন। তিনি জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় থাকেন—উহা যেমন জলের মধ্যে থাকিলেও জল উহাকে কখনই ভিজাইতে পারে না তদ্রূপ তিনি জগতে নির্লিপ্তভাবে থাকেন। তিনি মনুষ্য জাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শুধু তাহাই কেন, সকল প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি সেই পূর্ণ স্বরূপের সহিত অভেদ ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে তিনি ভগবানের সহিত অভিন্ন। যতদিন আপনার জ্ঞান থাকে যে, ভগবানের সহিত আপনার অতি সামান্য ভেদও আছে ততদিন আপনার ভয় থাকিবে। কিন্তু যখন আপনিই তিনি, তাঁহ আপনাতে কোন ভেদ নাই বিন্দুমাত্র ভেদ তাঁহার সমগ্রটাই আপনি, তখন সকল ভয় হইয়া যায়। সেখানে কে কাহাকে দেখে! কে কাহার উপাসনা করে? কে কাহার সহিত কথা বলে? কে কাহার কথা শুনে? যেখ একজন অপরকে দেখে একজন অপরকে ব বলে, একজন অপরের কথা শুনে উহা নিয় রাজ্য। যেখানে কেহ কাহাকে দেখে না কাহাকে কথা বলে না তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তা ভূমা তাহাই ব্রহ্ম।* আপনিই তাহা সর্ব্বদাই তাহা আছেন, তখন—জগতের হইবে? আমরা জগতের কি উপকার করি পারিব—এরূপ প্রশ্নই সেখানে উদয় হয় না।

এ সেই শিশুর কথার মত—আমি বড় হই আমার মিঠাইএর কি হবে? বালকও ব থাকে, আমি বড় হইলে আমার মার্ব্বেলগুলির দশা হবে, তবে আমি বড় হব না। ছোট ছেলে বলে, আমি বড় হইলে আমার পুতুলগুলির দশা হইবে?—এই জগৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্র গুলিও তদ্রূপ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তি কালেই জগতের অস্তিত্ব নাই। যদি আম আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি, যদি আম জানিতে পারি যে এই আত্মা ব্যতীত আর কি নাই, আর যাহা কিছু সব স্বপ্নমাত্র, উহাদের প্রকৃ পক্ষে অস্তিত্ব নাই, তবে এই জগতের দুঃখ দারি পাপ পুণ্য—কিছুতেই আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারিবে না। যদি উহাদের অস্তিত্বই না থাকে তবে কাহার জন্য এবং কিসের জন্য আমি কষ্ট করিব? জ্ঞানযোগীরা ইহাই শিক্ষা দেন। অতএব সাহস অবলম্বন করিয়া মুক্ত হউন, আপনাদের চিন্তাশক্তি আপনাদিগকে যতদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে সাহসপূর্ব্বক ততদূর অগ্রসর হউন এবং সাহসপূর্ব্বক উহা জীবনে পরিণত করুন। এই জ্ঞান লাভ করা বড় কঠিন। ইহা মহাসাহসীর কার্য্য—যে সমুদয় পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সাহস করে—শুধু মানসিক বা কুসংস্কারস্বরূপ পুতুল নহে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহরূপ পুতুলগুলিকেও যে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, ইহা তাহারই কার্য্য।

এই শরীর আমি নহি—ইহার নাশ অবশ্যম্ভাবী এইত হইল উপদেশ। কিন্তু এই উপদেশের দোহাই দিয়া লোকে অনেক কিম্ভূত ব্যাপার করিয়া থাকে। একজন লোক উঠিয়া বলিল; "আমি দেহ নহি, অতএব আমার মাথাধরা আরাম হইয়া যাক।" কিন্তু তাহার শিরঃপীড়া যদি তাহার দেহে না থাকে, তবে আর কোথায় আছে? সহস্র সহস্র শিরঃপীড়া ও সহস্র সহস্র দেহ আসুক যাক—তাহাতে আমার কি?

"আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; আমার পিতাও নাই, মাতাও নাই; আমার শত্রুও নাই মিত্রও নাই; কারণ, তাহারা সকলেই আমি। আমিই আমার বন্ধু, আমিই আমার শত্রু, আমিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আমিই সেই, আমিই সেই।"*

যদি আমি সহস্র দেহে জ্বর ও অন্যান্য রোগ ভোগ করিতে থাকি, আবার লক্ষ লক্ষ দেহে আমি স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছি। যদি সহস্র দেহে আমি সুখভোগে করিতেছি। কে কাহার নিন্দা করিবে? কে কাহার স্তুতি করিবে? কাহাকে চাহিবে, কাহাকে ছাড়িবে? আমি কাহাকে চাইও না, কাহাকেও ত্যাগও করি না, কারণ আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। আমিই আপন স্তুতি করিতেছি, আমিই আমার নিন্দা করিতেছি, আমি নিজের দোষে নিজে কষ্ট পাইতেছি আর আমি যে সুখী, তাহাও আমার নিজের ইচ্ছায়। আমি স্বাধীন। এই জ্ঞানীর ভাব—তিনি মহা সাহসী।

---

* ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক দেখ।

* ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥

—অকুতোভয়, নির্ভীক। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যাক না কেন তিনি হাস্য করিয়া বলেন, উহার কখনও অস্তিত্বই ছিল না, উহা কেবল মায়া ও ভ্রম মাত্র। এইরূপে তিনি তাঁহার চক্ষের সমক্ষে জগৎ আপনাকে যথার্থই অন্তর্হিত হইতে দেখেন আর বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করেন—

এজগৎ কোথায় ছিল? কোথায়ই বা মিলাইয়া গেল?

এই জ্ঞানের সাধনসম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আর একটী আশঙ্কার আলোচনা ও তৎসমাধানে চেষ্টা করিব। এ পর্য্যন্ত যাহা বিচার করা হইল, তাহা ন্যায় শাস্ত্রের সীমা বিন্দুমাত্র উল্লঙ্ঘন করে নাই। যদি কোনও ব্যক্তি বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে সিদ্ধান্ত করে, যে একমাত্র সত্তাই বর্ত্তমান আর সমুদয়ই কিছুই নহে, ততক্ষণ তাহার থামিবার যো নাই। যুক্তিপরায়ণ মানবজাতির পক্ষে এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন ব্যতীত পন্থান্তর নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই, যিনি অসীম, সদা পূর্ণ, সদানন্দময়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তিনি এই সব ভ্রমের অধীন হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্নই জগতের সর্ব্বত্র সকল সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে। সাধারণ চলিত কথায় প্রশ্নটী এইরূপে করা হয়—এই জগতে পাপ কিরূপে আসিল। প্রশ্নটির ইহাই চলিত ও ব্যবহারিক রূপ আর অপরটি অপেক্ষাকৃত দার্শনিক রূপ। কিন্তু উত্তর একই। নানারূপে নানাভাবে নানাস্থলে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, কিন্তু নিম্নতররূপে প্রশ্ন কৃত হইলে উহার ঠিক মীমাংসা হয় না, কারণ, আপেল সাপ ও নারীর গল্পে * এই তত্ত্বের কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। ঐ অবস্থায় প্রশ্নটীও যেমন শিশুজনোচিত, উহার উত্তরও তদ্রূপ। কিন্তু বেদান্তে এই প্রশ্নটি অতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে—"এই ভ্রম কিরূপে আসিল?"—আর উত্তরও তদ্রূপ গভীর। উত্তরটি এই যে, "অসম্ভব প্রশ্নের উত্তরের আশা করিও না। ঐ প্রশ্নটীর অন্তর্গত কথাগুলি পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রশ্নটিই অসম্ভব।" পূর্ণতা বলিতে কি বুঝায়? যাহা দেশকালনিমিত্তের অতীত, তাহাই পূর্ণ। তার পর আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন; পূর্ণ কিরূপে অপূর্ণ হইল? ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত ভাষায় নিবদ্ধ করিলে প্রশ্নটি এই আকারে দাঁড়ায়—"যে বস্তু কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত, তাহা কিরূপে কার্য্যরূপে পরিণত হয়?" এখানে ত আপনিই আপনাকে খণ্ডন করিতেছেন। আপনি প্রথমেই মানিয়া লইয়াছেন, উহা কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত, তার পর আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিরূপে উহা কার্য্যে পরিণত হয়। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সীমার ভিতরেই কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। যতদূর পর্য্যন্ত দেশকালনিমিত্তের অধিকার, ততদূর পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পরের বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করাই নিরর্থক; কারণ, প্রশ্নটি ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। দেশ কালনিমিত্তের গণ্ডীর ভিতরে কোনকালে উহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না, আর উহাদের অতীত প্রদেশে গেলে কি উত্তর পাওয়া যাইবে, তাহা তথায় গেলেই জানা যাইতে পারে। এই হেতু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রশ্নটীর উত্তরের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন না। যখন লোকে পীড়িত হয়, তখন কোন অনাদি কারণে ঐ রোগের উৎপত্তি হইল, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ জেদ না করিয়া রোগ যাহাতে সারিয়া যায়, তাহারই জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন। (উদ্বোধন ১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

* বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্টে আছে, ঈশ্বর আদি নর আদম ও আদি নারী হবাকে সৃজন করিয়া তাহাদিগকে নন্দনকানন নামক সুরম্য উদ্যানে স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে ঐ উদ্যানস্থ জ্ঞানবৃক্ষের ফলভোজনে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান সর্পরূপধারী হইয়া প্রথমে হবাকে প্রলোভিত করে। উহাতেই তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া পাপ প্রথম পৃথিবীতে প্রবেশ করিল।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অক্ষরের গ্রাহক গণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করে বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ও টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

৭৮৯ শ্রীযুক্ত অনঙ্গলাল মুখো
হুগলি, জি, টী, স্কুল ৩১।১২।১০
১৫৩৫ „ কেদারনাথ মিত্র, হেঃ পঃ চন্দননগর স্কুল ঐ
১৫৩৬ „ যোগেশ চন্দ্র দে খাণ্ডা গ্রাম ঐ
১৫৩৭ „ নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বাগচিবাড়ী ঐ
১৫৩৮ „ দাশরথি মল্লিক, মির্জ্জাপুর ঐ
৮৭২ „ উমেশ চন্দ্র শীল, আড়ো জি টী স্কুল ঐ
১৫৩৯ „ পঞ্চানন প্রধান, গোপীবল্লভপুর ঐ
১৫৪০ „ উমেশ চন্দ্র মণ্ডল, হেঃ মাঃ শ্রীরামপুর মইং স্কুল ঐ
১৫৪১ „ রাজেন্দ্র নাথ সাহা, হেঃ টীঃ গোপালপুর স্কুল ঐ
৮৬৩ „ সেঃ মাঃ শিবগ্রাম মইং স্কুল ঐ
১০৫ „ হেঃ পঃ গোস্বাম স্কুল ঐ
৪৮ „ ঘাটশীলা মইং স্কুল ঐ
৯০৪ „ শ্রীপতি বক্সী রতনপুর উচ্চ স্কুল ঐ
৭৪ „ হেঃ মাঃ কুমারী মইং স্কুল ঐ
৮৯৯ „ বিহারী লাল ঘোষ, হেঃ পঃ রামগঞ্জ, জি টী স্কুল ঐ
১০৬ „ কৃষ্ণ বিহারী দাস গুপ্ত হেঃ পঃ কাকুলিয়া মইং স্কুল ঐ
১০৪৭ „ বিহারী লাল ঘোষ, মঃ বুড়ুল মইং স্কুল ঐ
১৫৪২ „ বংশীধর মাড়োয়ারি চিত্রকুণ্ডা হাই স্কুল ঐ
৫৮৪ „ অমূল্য রত্ন অধিকারী, হেঃ পঃ মহোদরী মধ্য স্কুল ঐ
৮৭০ „ অঘোর নাথ বন্দ্যো হেঃ পঃ লালবাগ বালিকা স্কুল ঐ
৮৩৭ „ শরচ্চন্দ্র মুখো গোঘাট, জি, টি, স্কুল ঐ
৯২৮ „ হেঃ মাঃ বৈকুণ্ঠ মইং স্কুল ঐ
১৫৪৩ „ লাইব্রেরীয়ান পাইকর স্কুল ঐ
১২০ „ হেঃ মাঃ খাকুরা মইং স্কুল ঐ
৩১২ „ হেঃ পঃ পাঁচড়া মইং স্কুল ঐ
৮৩২ „ ব্রজপদ চট্টো শালিগ্রাম স্কুল ঐ
১৯৩ „ হেঃ মাঃ তাহিরপু মইং স্কুল ঐ
১৫৪৪ „ বাদসাহীয়া সেঃ মাঃ পাহাড়তলী মইং স্কুল ঐ
১৫৪৫ „ কিশোরী মোহন মৈত্র, পাল্পী পাড়া ঐ
১৫৪৬ „ শ্রীপতি চরণ প্রামাণিক, যোত ঘনশ্যামপুর ঐ
১৫৪৭ „ মুন্সি সেরাজদ্দিন, পাঁচাউল মইং স্কুল ঐ
৯১১ „ হেঃ মাঃ এড়োয়ালী মইং স্কুল ঐ
১৬৮ „ হেঃ মাঃ দীঘা, টি, কে মইং স্কুল ঐ
৮২০ „ হেঃ মাঃ উলিপুর, এম, এস, হাই স্কুল ঐ

হুগলী এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah,*

স্বর্গ ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল রচিত প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস

প্রেসিডেন্সী বিভাগের অপার প্রাইমারী পরীক্ষার কোর্স হইয়াছে মূল্য ৵০ আনা। উক্ত ইংরাজী স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকের বহুল প্রচারের চেষ্টা করিবেন। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার।

নং ৯৫১ ৪।২।১৯১০

Notice.

His Excellency the Chancellor has been pleased to direct that four ordinary fellows shall be elected this year in accordance with the provision of chapters 12 and 13 of the University Regulations.

The procedure for the elections shall be as follows:—

(*a*) The faculty of medicine to elect two Fellows, one of whom at least shall be the head of, or a Professor in, a College affiliated to the University in Medicine. The election shall be held on the 5th March 1909.

(*b*) The Registered Graduates to elect two Fellows from among themselves. The election shall be held on the 12th March 1909.

Further particulars regarding the elections will be notified later on.

G. Thibaut Registrar.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমার স্বর্গীয় পিতা ৺ উমাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত, আসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ভারতবর্ষ, বর্ত্তমান বিভাগ অথবা অন্য কোন দেশের বা প্রদেশের মানচিত্র যদি কোন বিদ্যালয়ে থাকে, তাহা হইলে, আমি উচিত মূল্য দিয়া সেই পুরাতন মানচিত্র ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। যদি কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে আমি লোক দিয়া সেই মানচিত্র আনাইব।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—
চন্দননগর বাগবাজার।

মধুপুর মিডল মাদ্রাসার জন্য এফ এ পড়া হেঃ মাঃ, নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ, সিনিয়র পাশ হেড মৌলবী। বেতন যথাক্রমে ২৫ ১৫ ও ১৫ টাকা এবং আবা। হিন্দু মুসলমান উভয়েই আবেদন করিবেন। মৌলবীর উপরি পাওনা ৬৭ টাকা। ২৫শে জানুয়ারী মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

বাঁশাইল গোবিন্দ মইং স্কুলে মাসিক ২৭ টাকা বেতনে নর্ম্মাল নূঃ হেঃ পঃ। পোঃ বাঁশাইল, টাঙ্গাইল, জেলা ময়মনসিংহ।

বহরান মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ, নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন আপাততঃ যথাক্রমে ১৮ ১২ ও ১০ টাকা, আপ্রা। পোঃ বহরান জেলা বর্দ্ধমান।

মোরেলগঞ্জ মইং স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। ড্রিল ও ড্রইং জানা চাই। বেতন ১৫ টাকা।

কাটরঙ্গা মধ্য স্কুলে একজন নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন ১০ হইতে ১৩ টাকা। আবা পাইবেন। আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক। কাটরঙ্গাস্কুল। পোঃ অমরশী জেলা মেদিনীপুর।

মফস্বলের তহশিল কারক, এসিষ্টাণ্ট খাতাঞ্চি, সাধারণ গোমস্তা আবশ্যক। বেতন যথাক্রমে ১৬ ১৬ ১২। জামিন আবশ্যক বেতন ১৬। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া।

গোঠাইল মিডল মাদ্রাসা স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। আপাততঃ ২৫ টাকা ও আবা। ১০শে জানুয়ারী মধ্যে আবেদন। পোঃ গোঠাইল, ময়মনসিংহ।

রাজারামপুর মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। ২০ টাকা ও আবা। পোঃ রাজারামপুর, মালদহ।

ইলামবাজার মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। ২৫ টাকা ও বাসস্থান। এবং একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ ১৫ টাকা ও বাসস্থান। পোঃ ইলামবাজার, জেলা বীরভূম।

নতিবপুর মইং স্কুলে ২য় শিঃ। ২০ টাকা ও আবা এফ এ এবং ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ চাই। পোঃ নতিবপুর ভায়া আমতা।

মামুদপুর মধ্য স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ ড্রিল ড্রইং জানা ২য় শিক্ষক এবং মাইনর পাশ অথবা ছাত্রবৃত্তি পাশ ইংরাজী জানা ৩য় শিক্ষক। স্থানটি বারাসত-বসিরহাট রেল লাইনের চিংড়িঘাটা ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল। স্থলপথে বা জলপথে সহজে

জানা যায়। পোঃ [illegible]। ২য় শিঃ ১২৲ এবং ৩য় শিঃ ৮ টাকা।

শাহজাদপুর মইং স্কুলে মাসিক ৬২ টাকা বেতনে এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। ১২৲ টাকা ও আবা। পোঃ শাহজাদপুর, জেলা বরিশাল। বৈদ্য হইলে ভাল হয়।

ময়নাগুড়ি মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। ২০ টাকা। পোঃ ময়নাগুড়ি, জেলা জলপাইগুড়ি।

এণ্ট্রান্স পাশ মাসিক ১০ টাকা বেতনে একজন মুসলমান শিক্ষক। আবা পাইবেন। মহম্মদ বাকাউল্লা, পোঃ খিদিরপুর, জেলা পূর্ণিয়া।

কানাইদীঘি মধ্য স্কুলে ছাত্রবৃত্তি ও এণ্ট্রান্স পাশ সহকারী হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১০৲ টাকা ও আবা। মাহিষ্য চাই। পোঃ কাঁথি মেদিনীপুর।

চৌকী মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ এবং এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন ২৫৲ ও ১৫ টাকা। উভয়েই বাসস্থান পাইবেন। পোঃ মাণিকচক মালদহ।

ঘোড়াঘাট মইং স্কুলে আপাততঃ আড়াই মাসের জন্য নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। ড্রিল ড্রইং জানা চাই। বেতন উল্লেখ করিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীমাখনলাল কুণ্ডুর নিকট আবেদন করুন। পোঃ ঘোড়াঘাট, জেলা দিনাজপুর।

জেলা ত্রিপুরা, চাউলপাড় মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন ১৫ টাকা ও বাসা। শ্রীনীলকান্ত দত্ত হেড মাষ্টার।

বাঁশদহা-মইং স্কুলে এফ এ অথবা ১৯০১—২ সালের এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। বেতন এফ এ স্থলে ২৩৲ এণ্ট্রান্স স্থলে ১৬·১৭ টাকা। আহার বাসস্থান বাদে। শ্রীরাজেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, বাঁশদহা, খুলনা।

রাঙ্গালী বাজনা নিম্ন পাঠশালার জন্য মুসলমান শিক্ষক। বেতন জেলা বোর্ড হইতে ৪৲ এবং গ্রাম্য সাহায্য ১২ টাকা। এবং একটি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য জেলা বোর্ড হইতে ৩ টাকা অতিরিক্ত আবা। পোঃ ধীরপাড়া, জলপাইগুড়ি।

উথ্রা স্কুলে মাইনর পাশ নূ হেঃ পঃ। বেতন ১০৲ ও আবা। কোচ, সদ্‌গোপ ও কায়স্থের আবেদন অগ্রগণ্য। হস্তাক্ষর ভাল চাই। মাটিয়া স্কুল, পোঃ উলিপুর, রংপুর।

[illegible] পাবনা জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড় নামক পল্লীতে তাঁহার আদি নিবাস।

গদাধর বাল্যকালেই নবদ্বীপে বিদ্যাভ্যাস করিতে আগমন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ হরিরাম তর্কবাগীশের টোলে প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন। তিনি অত্যন্ত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করায় অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় নবদ্বীপ-পণ্ডিত সমাজে অস্ফুটরূপে প্রচারিত হইল।

হরিরামের মৃত্যু সময়ে, টোলে অধ্যাপনা করাইতে পারেন এমন উপযুক্ত পুত্র ছিল না। গদাধরের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিয়া ছিলেন যে, যদিও এই বালকের শিক্ষা পরিসমাপ্তি হয় নাই, তথাপি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই বালক সকল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যান যে তাঁহার অবর্ত্তমানে গদাধরকে যেন টোলের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীর পরলোকের পর ব্রাহ্মণী স্বামীবাক্যানুসারে গদাধরকেই টোলের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু গদাধরের পাঠশেষ না হওয়ায় তিনি কোন উপাধি পান নাই, সুতরাং তাঁহার বংশের উপাধি 'ভট্টাচার্য্য, নামেই তিনি খ্যাত। গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলে টোলের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিল না এবং তাঁহার টোল ত্যাগ করিয়া অন্যান্য টোলে চলিয়া গেল।

তৎকালে এই নিয়ম ছিল যে, অধ্যাপকের বা গ্রন্থকারের বংশীয় না হইলে কেহই তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিতেন না। তৎকালে পুস্তকের বিরল প্রচার ছিল। অধ্যাপক বা গ্রন্থকারের গৃহ ব্যতীত অন্যের নিকট পুস্তক পাওয়া যাইত না। সুতরাং অন্যরূপ অধ্যাপকের নিকট পুস্তক অভাবে পাঠের বড়ই অসুবিধা হইত।

ছাত্রগণ চলিয়া গেলেই তেজস্বী ও উদ্যমশীল ও দৃঢ়ব্রত গদাধরের ভাবী উন্নতির বীজ রোপিত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়ে হউক আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া আমি ছাত্রের পাঠ স্বীকার করাইব। তিনি হরিরামের টোল পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নানের ঘাটের পথি পার্শ্বে চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন একটী ফুলের বাগান করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূজার জন্য নিজেরাই পুষ্প চয়ন করিতেন, সুতরাং তাঁহার বাগানে পুষ্পচয়ন জন্য অধ্যাপক ও ছাত্রগণের যথেষ্ট সমাগম হইতে লাগিল।

এদিকে গদাধর পুষ্পবৃক্ষের মূলে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া পড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতে ও স্নানের সময় যে সকল অধ্যাপক ও ছাত্রগণ পুষ্প চয়ন করিতে আসিতেন ও গঙ্গাস্নানে যাইতেন তাঁহারা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যাখ্যা শুনিতেন। ঐ সময়ে গদাধর ন্যায়ের কঠিনতর অংশ সকল অতি বিশদ ও অতি প্রাঞ্জল করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন ও তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন। ছাত্রগণের ঐ সকল ব্যাখ্যা নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তাঁহারা মনে মনে গদাধরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন কোন কোন ছাত্র বা গোপনে তাঁহার নিকট আপন আপন সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা গোপনে ঐ পুস্তকের পত্র আনিয়া লিখিয়া লইতেও লাগিলেন। এইরূপে অনেকে তাঁহার নিকট গোপনে পাঠ স্বীকার করিলেন।

গদাধর এই সময়ে রঘুনাথ কৃত বৌদ্ধাধিকার দীধিতির টীকা রচনা করেন। লিপিকরের ভ্রম বশতঃ 'শিবাক্তে' পাঠের পরিবর্ত্তে 'শিচাক্তে' পাঠ লেখা হয়। ঐ পুঁথির পত্র নৈয়ায়িক জগদীশের টোলের কোন ছাত্রের হাতে পতিত হয়। তাহাতে ঐ ভুল দৃষ্ট হওয়ায় ঐ পত্র খানি, একটী কুকুরের গলদেশে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অচিরে এই সংবাদ গদাধরের কর্ণগোচর হইল এবং অবিলম্বে ঐ কুকুরকে ধৃত করিয়া তাহার গলদেশ হইতে ঐ পত্র খুলিয়া লইয়া, তিনি স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তি ও প্রতিভা বলে 'শিচাক্তে' পাঠই বজায় রাখিয়া নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর ঐ টীকা জগদীশের নিকট প্রেরিত হইল। জগদীশ ঐ টীকা পাঠ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, "গদাধরের টীকা পড়িয়া এখন আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, যে কোন পাঠ প্রকৃত"।

এই ব্যাপারের পর হইতেই গদাধরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমস্ত নবদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এবং তদবধি ছাত্র মণ্ডলীতে তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে গদাধর স্বীয় অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা এবং অবিচলিত উৎসাহগুণে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন

তাঁহার প্রণীত টীকা সাধারণতঃ 'গাদাধরী টীকা' ও গাদাধরী 'পাতড়া' বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে অনেকে গদাধরের টীকা পড়িয়াই ন্যায় শাস্ত্রের পড়াশুনা শেষ করেন।

গদাধর অনুমিতি দীধিতির টীকায় লিখিয়াছেন—

গিরীন্দ্রদুহিতুর্যথা সুরবধূবক্ষঃস্থলীব্রজবৎ
গদাযুদ্ধ যমঃকণা কলিতভীষ্মীসম্পদা
গদাধরবিনির্ম্মিতা কঠিনতর্কদুর্গাটবী
নবীন পদবী বুধৈঃ বিতনুতাং সতাং বীরতাঃ।

(১২৯) নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ (বুনো রামনাথ)—আদর্শ ব্রাহ্মণপণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। রামনাথ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন বলিয়া প্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পক্ষান্তরে রামনাথের ন্যায় সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে অনেকেই বাসনা করিয়াছিলেন। অবশেষে অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হন। অধ্যাপক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে তিনি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী লাভ করিবেন এবং দুই জনের ঠিক একরূপ মন হইবে। বিবাহের কিছু পরেই রামনাথের পাঠ সমাপন হয়।

তৎকালে নবদ্বীপে নিয়ম ছিল যে, কোন ছাত্রের পাঠ শেষ হইলে তিনি নবদ্বীপ-রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বিদ্যার পরিচয় দিতেন এবং রাজার নিকট টোল ঘর প্রস্তুত করিবার সাহায্য ও অনেক ভূমি প্রাপ্ত হইতেন। রামনাথের অবস্থা ভাল ছিল না বটে, কিন্তু নির্লোভ তেজস্বী ব্রাহ্মণ রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন না। তিনি নবদ্বীপের প্রান্ত প্রদেশে (এখন যেখানে পাকা টোল আছে) বনের মধ্যে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত রহিলেন।

ভারতবর্ষীয় শিক্ষা প্রণালী অতি উচ্চ। পৃথিবীর কোনস্থানে কোন জাতির মধ্যে এরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত নাই। এই প্রণালীতে অধ্যাপকগণ ছাত্রগণের নিকট বেতন লয়েন না; পরন্তু তাঁহাদিগের অশনাদিরও ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। রামনাথের এই ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি অন্যের সাহায্যও লইতেন না। এদিকে তাঁহার নিকট অনেক ছাত্র শিক্ষার্থী হইল। তখন রামনাথ ছাত্রদিগকে কহিলেন যে তাঁহাদের আহারাদি প্রদান করিতে পারেন এ ক্ষমতা তাঁহার নাই। ছাত্রেরা কহিলেন, "মহাশয়! আমরা পাঠার্থী হইয়াই আসিয়াছি, আহারার্থী হইয়া আসি নাই, অতএব আমাদের আহারের নিমিত্ত মহাশয়ের কোন চিন্তা নাই, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইব। সেই অবধি

নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে ছাত্রগণের অধ্যাপনা-রীতির অনেকটাই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

রামনাথের ঘরে অন্ন ছিল না, তথাপি তিনি কখন কাহারও বাধ্য হন নাই। একদিন প্রাতঃকালে তিনি টোলে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার গৃহিণী বলিলেন 'আজ ঘরে আর কিছু নাই শুধু কিছু চাউল আছে। কি রান্না করা যাইবে?' রামনাথ, শাস্ত্র-চিন্তায় মগ্ন, ব্রাহ্মণীর প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন বটে কিন্তু তাঁহার কথায় মনোযোগ হইল না। তিনি ক্ষণকাল নিকটস্থ তিন্তিড়ী বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় কর্ম্মে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী ভাবিলেন বুঝি স্বামী তিন্তিড়ী পত্র রাঁধিতে বলিয়া গেলেন। মধ্যাহ্নকালে স্বামী বাটী প্রত্যাগমন করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিলে পর, ব্রাহ্মণী অন্ন ও তিন্তিড়ী পত্রের ঝোল রন্ধন করিয়া স্বামী সমীপে সংস্থাপিত করিলেন। ভোজন করিয়া রামনাথের অতীব তৃপ্তি লাভ হইল। তখন তিনি ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আজ এ অমৃতময় বস্তু কোথায় পাইলে"? তখন ব্রাহ্মণী কহিলেন "কেন ওত তেঁতুল পাতা সিদ্ধ, তুমি যাইবার সময়ে আমাকে রন্ধন করিতে বলিয়া গেলে"। তখন রামনাথ অতিশয় আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, "বটে, তেঁতুলপাতা সিদ্ধ এত উত্তম; তবেত আর আমাদের আহারের কোন ভাবনা নাই।"

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজ-সিংহাসনে মহারাজ শিবচন্দ্র আসীন ছিলেন। তিনি লোকমুখে রামনাথের দারিদ্র্য কষ্ট শুনিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে একদিন নিজেই তাঁহার চতুষ্পাঠিতে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে রামনাথ ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে ছিলেন। শিক্ষায় এতাদৃশ মনঃসংযোগ হইয়াছিল যে, মহারাজের আগমন তাঁহার জ্ঞানগোচরই হইল না। তর্ক শেষ হইলে মহারাজকে দেখিয়া তিনি যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! কোন বিষয়ে আপনার অনুপপত্তি আছে?" তখন রামনাথ কহিলেন "মহারাজ! চারিখণ্ড চিন্তামণিশাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, কৈ আমারত অনুপপত্তি কিছুই দেখিতেছি না; কেমন হে ছাত্রগণ! তোমাদের কোন কিছু অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি আছে কি?" এই উত্তরে মহারাজ, বলিলেন "মহাশয়! আপনাকে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনার সাংসারিক অভাব কি আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" প্রত্যুত্তরে রামনাথ কহিলেন, "সে বিষয় ব্রাহ্মণী জানেন।" রাজা রামনাথের অনুমতি লইয়া রামনাথ পত্নীর কুটীর দ্বারে গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, "মা! আপনাদের সংসারের অপ্রতুল নিবারণ জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি, একণে কি কি অপ্রতুল আছে, আমাকে দয়া করিয়া বলিলে, আমি তাহা দূর করিয়া দিই।" সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি সম্পন্না ব্রাহ্মণী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "বাছা! আমারত কিছুরই অভাব নাই। আমার পরণে চেঁটী আছে, জল খাবার ঘটী আছে, শয়নের চেটাই আছে। আর যখন আমার বাম করে লৌহ আছে তখন আমার কিসের অভাব হইতে পারে, বাবা!" মহারাজ শিবচন্দ্র, রামনাথ-পত্নীর এই উত্তর শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "মা! তুমি নারীকুলের আদর্শ এবং সতীর শিরোমণি!"

অনন্তর রাজা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রামনাথকে প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন, কিন্তু রামনাথ কহিলেন "মহারাজ! অর্থই অনর্থের মূল, ও অধ্যয়ন-রিপু; অর্থ লইলে আমার বংশাবলী ভোগবিলাসী সুতরাং মূর্খ হইবে। আমার অর্থের প্রয়োজন নাই।"

এই সময়ে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণের ভবনে একজন নৈয়ায়িক, দিগ্বিজয় সংকল্পে আসিয়া উপস্থিত হন। তদুপলক্ষে তাঁহার ভবনে এক মহতী সভা হয়। ঐ সভায় তৎকালে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ও বংশবাটীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথতর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে রামনাথ আসিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া নবদ্বীপের মান রক্ষা করিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ রামনাথের পাণ্ডিত্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধন দিতে চাহিলেন। কিন্তু রামনাথ 'কাক বিষ্ঠা' বলিয়া তাহা স্পর্শও করিলেন না। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিস্পৃহতা যে কি বস্তু আধুনিক ভারতে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই যেন রামনাথদম্পতি শরীর পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া ছিলেন।

দ্বিজ হরিদাস। [২]

বৈষ্ণব গ্রন্থেতে দ্বিজ হরিদাস ব্রজলীলার কলাকলী নাম্নী সখী ও গৌরাঙ্গ লীলায় মহাপ্রভুর মূল শাখার অন্তর্গত মহান্ত শ্রেণীভুক্ত। শুনা যায় তিনি কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে "মোহন রায়" নামক বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহের সেবা পূজা, ভোগ, আরতি, গৃহ মার্জ্জনা, তুলসী কাননে জলসেক, দৈনিক একলক্ষ হরিনাম জপ ও গৃহাগত অতিথিগণের যথাসাধ্য পরিচর্য্যা, ইহা লইয়াই তিনি দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ নামে হরিদাসের দুইটি পুত্র ছিল। এতৎ সম্বন্ধে এতদ্দেশে প্রচলিত নিম্নলিখিত কবিতাটি শুনিতে পাওয়া যায়।

দ্বিজ হরিদাস, কাঞ্চন গড়িয়ায় বাস,
গৌরপ্রেমে আনন্দ।
দুই পুত্র যার, গুণের সাগর
শ্রীদাস গোকুলানন্দ।

(শ্রীদাস ও গোকুলানন্দও উত্তরকালে বৈষ্ণব ইতিহাসে ষট্ চক্রবর্ত্তী মধ্যে পরিগণিত হন।)

কাঞ্চন গড়িয়ায় থাকিয়া মোহন রায় বিগ্রহের সেবা পূজাদি ক্রিয়ায় কখনও বা শ্রীধাম নবদ্বীপে ভক্ত মণ্ডলীর সহিত কীর্ত্তনানন্দে, কখনও বা নীলাচল ধামে মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া তীর্থাদি দর্শন ও মহামহোৎসবে তাঁহার ভক্ত জীবন অতিবাহিত হইতে থাকে। ভক্তিরত্নাকরে আছে, যখন মহাপ্রভু নীলাচল ধামে অন্তর্হিত হন দ্বিজ হরিদাস তাঁহার বিচ্ছেদে একান্ত অধীর হইয়া পড়েন। এই সময়ে তাঁহার সংসার বিষবৎ বোধ হয়। একদিন তিনি পুত্রদ্বয়কে নিকটে বসাইয়া তাঁহাদিগকে তাৎকালিক বৈষ্ণবাচার্য্য দ্বিতীয় শক্তিরূপে অবতীর্ণ মহাপুরুষ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর চরিত্র কথা বিশেষরূপে শুনাইলেন এবং তাঁহাদিগকে আচার্য্যের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণে অনুমতি দিয়া, পরিবারবর্গের মায়া বন্ধন ছেদন করিয়া, জীবনের মত সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া; হরিনামের ঝোলাটী মাত্র সম্বল লইয়া, জয় গৌর নিত্যানন্দ নাম জপ করিতে করিতে, ক্ষুদ্র কাঞ্চন গড়িয়া পল্লীর আবাল বৃদ্ধ নর নারীকে কাঁদাইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন উদ্দেশে গমন করেন। সেখানে তিনি নির্জ্জনে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন। আচার্য্য প্রভু যখন প্রথম বার বৃন্দাবনধাম গমন করেন তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু যখন দ্বিতীয় বার যান, সেই বৎসর মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে হরিদাস শ্রীধামে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার রচিত কোন পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের দৈনন্দিন পাঠ্য পয়ার ছন্দে রচিত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত

রায় গোস্বামী তাঁহারই রচিত বলিয়া জানা যায়। (আর ২১টী ক্ষুদ্র গান ও কবিতা তাঁহার রচিত আছে শুনিয়া সংগ্রহের চেষ্টায় আছি।)

কাকনগড়িয়া গ্রামে দ্বিজ হরিদাসের পাট নামে যে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, উহাই তাঁহার বাসভূমির শেষ স্মৃতি চিহ্ন। তাঁহার অস্থি আনাইয়া এখানে সমাহিত করা হয়। উক্ত স্থানটী আলুগ্রাম নিবাসী স্বনাম ধন্য মহাপুরুষ ৺ রামধন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১১৮৯ সালে ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত করিয়া দেন। এক্ষণে উহা সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়। তাঁহার মৃত্যু তিথি উপলক্ষে এখানে একটী মহোৎসবও কেহ করেন না। ইঁহার বংশাবলী মুর্শিদাবাদ জেলার সাটুই, টেঞা বৈদ্যপুর, ও টগড়া গ্রামে এবং বীরভূম জেলার তিলপাড়া, লাঙ্গুলে আট ঘরে রামচন্দ্রপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। হরিদাসের প্রতিষ্ঠিত মোহন রায় বিগ্রহ আটঘরে রামচন্দ্রপুরনিবাসী ৺ নিকুঞ্জলাল ঠাকুরের ভাগিনেয় লাঙ্গুলে গ্রামের রজলাল ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। (এই বিগ্রহ সৈদাবাদ মদন মোহন রায় বিগ্রহ নহেন।)

টোট্‌কা ঔষধ।

সর্পদংশনের ঔষধ—১। সর্প অথবা ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুরে দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত খাওয়াইবে। ঘৃতে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে। ২। আকুন্দ বেলের শিকড় ২৫টী গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাওয়াইবে। ৩। দ্রোণপুষ্প অর্থাৎ দণ্ড কলসের শিকড় ২৫টী গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করাইবে। ৪। মনসা সিজের অর্থাৎ পাতা সিজের পাতা ছেঁচিয়া উহার রস সেবন করাইবে। সেবনে অশক্ত হইলে উক্ত পাতার রস রোগীর নাক অথবা কান দ্বারা শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিবে। ৫। আস্ত মুরগীর ডিম সর্পাদিদষ্ট স্থানে স্পর্শ করাইলে দেখিবে যে ঐ ডিম বিষ টানিয়া কাল রং হইয়াছে। পুনরায় ঐ ডিমটী ছাড়িয়া আর একটী ডিম ধরিলে ঐটীও যদি কাল হয়, তবে যে পর্য্যন্ত ডিমের কোন ব্যত্যয় না ঘটে সে পর্য্যন্ত উক্ত ডিম পুনঃ পুনঃ এক একটী করিয়া ধরিবে। এইটী বিশেষ পরীক্ষিত এবং আশ্চর্য্য ফলপ্রদ মহৌষধ। বলা বাহুল্য যে সর্পাদিতে দংশন করিলেই দষ্ট স্থানের উপর তাগা দিয়া বাঁধিতে হইবে।

গো বসন্তের মহৌষধ—এই ঔষধ বসন্ত হইলে সেবন করাইতে হইবে। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে শিমূলের বিচি চূর্ণ করিয়া কাজলা গুড়ের সহিত কলার পাতে করিয়া গোরুকে খাওয়াইলে শত করা ৯৯টী গোরু আরোগ্য হইবে।

পূর্ণ বয়স্ক গোরুর জন্য—

প্রথম দিন

প্রাতে ২৫টি, মধ্যাহ্নে ২০টি সায়াহ্নে ১৫টি। ২য় দিন প্রাতে ২০টি মধ্যাহ্নে ১৫টি, সায়াহ্নে ১০টি ৩য় দিন প্রাতে ১৫, মধ্যাহ্নে ১০।

অল্প বয়স্ক গোরুর জন্য মাত্রা কমাইতে হইবে।

গোবসন্তের প্রতিষেধ—ওকড়ার মূল কাল মুরগীর ডিমের সহিত গোরুকে খাওয়াইলে গোরুর এক বৎসর বসন্ত হয় না।

মানুষের বসন্তের প্রতিষেধ।—১। কটিকারী মূল ৩টী গোলমরিচের সহিত খাওয়াইলে যেদিন খাওয়াইবে সেই দিন হইতে এক বৎসর কাল বসন্ত হইবে না। (২) শ্বেত পুনর্নবার মূল ৩টী গোলমরিচের সহিত খাওয়াইলে এক বৎসর বসন্ত হয় না। ৩। চারিদিকে বসন্ত হইলে প্রত্যহ তিনটি করিয়া শিমূল বীজের শাঁস খাওয়াইবে।

দাদের ঔষধ—নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি পেষণ করিয়া ঘৃত অথবা কেরোসিন তৈলের সহিত মর্দ্দন করতঃ দাদের স্থানে একাদিক্রমে এক সপ্তাহ কাল দিলে আরোগ্য হইবে।—

১। সোহাগার খই চূর্ণ, ২। শ্বেত ধূপচূর্ণ ৩। গন্ধক চূর্ণ। ৪। পাথুরিয়া কয়লা চূর্ণ। উল্লিখিত দ্রব্যগুলি সমভাগে লইতে হইবে। দদ্রু স্থান একটু চুলকাইলে ও ঔষধটী একটু পাতলা করিয়া দিলে ভাল হয়।

আমাশয় ও কাল বেদনার ঔষধ।—আমাশয় অথবা কাল কতৃক তলপেট কিম্বা নাভিস্থান বেদনা হইলে শিবনাটি দ্বারা ছোট একটা বাটী তৈয়ার করিয়া তাহাতে কিছু কর্পূর রাখিবে, তৎপর ঐ বাটী বেদনা স্থানে রাখিয়া ঐ কর্পূর জ্বালাইয়া একটা পিতলের গ্লাস দ্বারা ঢাকিলে গ্লাসটা পেটের চামড়ার সহিত দৃঢ় রূপে আবদ্ধ হইবে। তৎপর কতক সময় পরে দেখিবে যে গ্লাসটী ছাড়িয়া গিয়াছে। তৎপর আবার কর্পূর জ্বালাইয়া গ্লাস দ্বারা ঢাকিবে। এইরূপ পাঁচ সাত বার করিলে বেদনা আরোগ্য হইবে। সাবধান, যেন আগুন বাটী হইতে না পড়িয়া যায়। ইহা বিশেষ পরীক্ষিত এবং আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ।

শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ী, ইছাপুরা, ঢাকা।

রাজতরঙ্গিণী—এক তরঙ্গ।

(১৫ই আশ্বিন তারিখে প্রকাশিতের পর)

তখন ঐ নদীর মূলস্রোত হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত বাহির হওয়াতে একটী যেন অসংখ্য ফণাশালিনী কৃষ্ণসর্পীর মত নদী শোভা পাইয়াছিল। এবং মহাপদ্ম সরোবরের বামভাগ হইতে ত্রিগ্রামা ও দক্ষিণভাগ হইতে বিতস্তা বাহির হইয়া কাশ্মীরের পূর্ব্বদিকে বৈন্য স্বামীর নিকটে উত্তরে মিলিত হইয়াছিল। আজিও কাশ্মীরের প্রান্তভাগে মহাত্মা সুয্যের অলৌকিক কর্ম্মের নিদর্শন সেই নদীদ্বয়ের সঙ্গম এরূপভাবে দেখা যাইতেছে যে প্রলয় কালেও তাহার ধ্বংস সম্ভাবনা করা যায় না। এবং সঙ্গমের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর তীরে ক্রমিক ফলপুর ও পরিহাসপুর নামে পূর্ব্বরাজাদের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ যে দুটী দেবালয় আছে তথায় আজও বিষ্ণুস্বামী ও বৈন্যস্বামী শিব বিরাজ করিতেছেন। আর ঐ সমস্ত নদী সুন্দরীভবনের কাছ দিয়া সুখে প্রবাহিতা হইয়াছে তথাকার তটদেশে কীর্ত্তিমান্ সুয্য ভগবান হৃষীকেশের যোগশয্যায় শয়ান মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যে পূজা করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমানেও পর্যটকদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। এবং জলপ্লাবন সময়ে কাশ্মীরের নদীদ্বয়ের বিশাল স্রোত যখন কালান অত্যুচ্চ পাড়ের গাছ সকলে জালুকেরা বড় বড় দড়া টানিয়া নৌকা সকল যে বন্ধন করিয়াছিল আজও তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়।

সাপুড়েরা যেমন নিজের ইচ্ছামত সর্পদের চালাইয়া থাকে তেমন তৎকালে সেই সুয্য বিশাল তরঙ্গসঙ্কুল কাশ্মীরের নদী সকলকে নিজের আজ্ঞাধীন পথে প্রবাহিত করিয়াছিল।

জলপ্লাবন কালে সময়োজন বিস্তৃতা বিতস্তার স্থানে স্থানে পাথরের রাশিদিয়া বড় বড় পুল নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াতে মহাপদ্ম সরোবরের জল রাশির বিশৃঙ্খল নিঃসরণ বন্ধ হইয়া গেল। এবং সুয্য বিতস্তাকে যে এইরূপে সম্যক্ গন্তব্য সুপথে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই আজও বিতস্তাকে আকৃষ্ট ধনুক হইতে বাণের মত মহাপদ্ম সরোবরের একটী স্থান মাত্র দিয়া প্রবলবেগে বাহির হইতে দেখা যায়।

... এইরূপে আদি মানবের মত অগাধ ... হইতে কাশ্মীর মণ্ডলকে উদ্ধার করিয়া ... জনাকীর্ণ গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। ... মাঝে আল দিয়া জলনির্গম বন্ধ করায় ... অসংখ্য বিল প্রস্তুত হইয়াছিল বর্ত্তমানে ...গুলিকে হ্রদ বলে, ও সে সকল স্থান ...তথায় প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে। ...ন শরৎ ঋতুতে শুষ্কপ্রায় হইলে জল- ...ন স্তম্ভের মত সুবোর নিশান গোঁজ ...ন করিতে দেখা যায়। তিনি বসক অগাধ জলরাশির মধ্যে যে সোনার ... নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ক্রমে জল ...লে সেগুলি শুকনা মাটী হইতে পাওয়া

... কাশ্মীরদেশের ভূমি সকল বিশেষরূপে ... করিয়া শুষ্কভূমিতে অসীম নদীজলের ... করিয়াছিলেন; তাহাতে অনেকস্থানের ...র মুখাপেক্ষা করা উঠিয়া গেল।

কোন গ্রাম হইতে মাটী খুঁড়িয়া জলপূর্ণ করিলেন, কোথাও বা খাত ভূমিতে মাটীভরাট করাইলেন যেখানে যেরূপে পারিলেন জলপ্লাবনের সঙ্- ... করিলেন। এবং যথাকার শস্যে যেক ... প্রয়োজন বুঝিলেন তথায় বার্ষিক জলের ...ভাগ সমুপাতে কল্পনা করিলেন। এইরূপে নূতন নূতন নদী প্রবাহিত করাইয়া চতুর্দিক ... সম্পাদে উজ্জ্বল শোভা সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

এডুকেশন গেজেট

২৩শে পৌষ ১৩১৬ সাল ইং ৭ই জানুয়ারী ১৯১০ সাল

বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষা

১৯০৮-৯ সালের বাঙ্গালায় সাধারণ শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যের সারাংশ নিম্নে বিবৃত হইল।

১৯০১ সালে সিমলায় সমিতি বসিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে উন্নতি কিসে হইতে পারে তদ্বিষয়ে পরামর্শ ... এই সময় হইতেই শিক্ষার দিকে একটু লক্ষ্য ... উহার উন্নতি সাধনের জন্য যত্ন হইয়া আসিতেছে। ১৯০৮-৯ সালেও এ সম্বন্ধে অনেকটা ... হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অনেক টাকা ... ব্যয় ইহার জন্য করা হইয়াছে। শিক্ষা বিভা- ... অর্থের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সকল রকম বিদ্যালয়ে সকল রকমে মোট ব্যয় পরিমাণ ১৯০৫-৬ সালে ১১০ লক্ষ ২৫ হাজার ছিল, ১৯০৮ ৯ সালে ১৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার হইয়াছে। এই কয় বৎসরে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ব্যয় ৩৪ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৪৯ লক্ষ ৭৫ হাজার হইয়াছে। গত দুই বৎসরে এই প্রাদেশিক রাজস্বের বৃদ্ধির পরিমাণ ১৩ লক্ষ। প্রতিনিধি ডিরেক্টর মিঃ জেম্‌স বিভাগের উন্নতির জন্য বেশী টাকার প্রয়োজন জানাইয়াছেন এবং শিক্ষার প্রধান প্রধান বিষয়গুলিতে মোট ব্যয় কি পরিমাণে হইবে, শিক্ষা বিভাগীয় নীতি মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ রাখিবার কথা বলিয়াছেন।

সদর আফিসের কাজ বাড়িতে থাকায় আর একজন সহকারী ডিরেক্টর অস্থায়ি কালের জন্য রাখা হয়। নূতন নূতন যে সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইবে, সে দিকে একটু কাজ কম হইলেও যে সকল ব্যবস্থা মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করার দিকে কাজ অনেক বাড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার ভালরূপ পরিদর্শন জন্য বিভাগ হইতে সবইনস্পেক্টরের সংখ্যা অনেক বাড়ান হইয়াছে। ছোটলাট বাহাদুরের বিবেচনায়, পরিদর্শন কার্য্যের উন্নতি অনেকটা করা হইয়াছে, এখন বিদ্যালয় সমূহে ভাল শিক্ষক সকল যাহাতে নিযুক্ত হইতে পান সেই দিকে শিক্ষা বিভাগের চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

প্রায় ১২ লক্ষ ছেলে বৎসরকাল মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়াছে। এই সংখ্যা স্কুলে পড়িবার উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেদের মধ্যে শতকরা ২৩.৫ মাত্র। প্রাথমিক স্কুল সমূহের মোট সংখ্যা ৩৪ হাজার ৪৭২, পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ৫১৮টি বেশী। প্রতিনিধি ডিরেক্টর মিঃ জেম্‌স বলিয়াছেন যে প্রাথমিক স্কুল সমূহে শিক্ষকরা যাহা পান তাহা অতি কম। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদিগের আগে অনেক পাওনা ছিল। ছেলেদের বাপ মা অভিভাবকের সে দিকে দৃষ্টি ছিল, এখন বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় স্কুলের বন্দোবস্ত ভাল হইয়াছে বটে কিন্তু গুরুদিগের সে আয় কমিয়াছে। ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন, এক্ষণে দুইটি বিষয়ের সমাধান আবশ্যক—(১) শিক্ষকদের শিক্ষাদান-বিষয়ে যোগ্যতা যাহাতে বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং (২) সেই সঙ্গে শিক্ষকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে এরূপ ভাবে তাঁহাদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম অর্থাৎ শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়াইবার জন্য সমগ্র প্রদেশে গুরু ট্রেণিং স্কুল সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়াইবার দিকে ততটা লক্ষ্য এতদিন ছিল না, সুতরাং এদিকটা অনেকটা পিছাইয়া আছে। গুরু ট্রেণিং স্কুল সমূহ সংস্থাপিত হইলেও এ পথে উন্নতি দেখিতে বিলম্ব হইবে। শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটী এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর খরচের তুলনা করা হইয়াছে। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর নিজের স্কুল আছে ৯৩টি এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বার্ষিক ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় করে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর নিজের স্কুল একটীও নাই এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করে ২০ হাজার টাকা মাত্র। সুখের বিষয়, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী একটি সবকমিটী গঠন করিবেন স্থির করিয়াছেন। উক্ত কমিটী শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধি গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর স্কুলের শিক্ষার উন্নতি জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যাহাতে দশ লক্ষ করিয়া টাকা খরচ হইবার কথা হইয়াছিল, তাহা আজও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রতিনিধি ডিরেক্টর বাহাদুর বলিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিভাগীয় কর্মচারিগণের পরিদর্শন ফলে উক্ত শ্রেণীর স্কুল সমূহের উৎসাহ জন্মিয়া দিবার মত কতকটা কাজ করা হইয়াছে।

বৎসর কালমধ্যে উচ্চশ্রেণীর স্কুল সমূহে ছাত্র-সংখ্যা ২ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে, ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ১লক্ষ ৪৩ হাজার। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর স্কুল দুইটি কমিয়াছে। ইহাতেই বোধ হয় বর্ত্তমান স্কুল গুলিতে কাজ কর্ম্ম ভাল চলিতেছে। ভারতীয় শিক্ষা সর্ভিসের একজন কর্মচারীকে রাঁচি জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত করায় ভাল ফল ফলিয়াছে দেখিয়া ছোটলাট বাহাদুর সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ জেম্‌স বলেন, নিকৃষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উচ্চ শ্রেণীর স্কুল রাখা ভাল। ছোটলাট বাহাদুরও এই কথার সমর্থন করেন। ছেলেদের ইংরাজী পড়াইবার দিকে অভিভাবকদিগের এরূপ ঝোঁক যে, ভাল পড়া শুনা হইতেছে না এমন মধ্য ইংরাজী স্কুলে ছেলে দিবে, তথাপি ভাল পড়া শুনা হয় এমন মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে ছেলে দিবে না। এইরূপ যেমন তেমন ভাবে ইংরাজী শিক্ষার দিকে লোকের প্রবৃত্তি যাহাতে না হয় এবং স্কুলসমূহে কাজ কর্ম্ম খুব ভালরূপ চলিতে থাকে লোককে

লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। শিক্ষাসম্বন্ধে এই নীতিই ঠিক। তবে উপস্থিত অবস্থা বিবেচনায় এই নীতি কড়াকড়ি ভাবে অবলম্বন করা সুসাধ্য নয়।

কলেজের শিক্ষাসম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন তদনুসারে সকল দিকেই উন্নতি করা হইতেছে। শিক্ষক বাড়ী, বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উপযোগী যন্ত্রাদি, লাইব্রেরী, হোষ্টেল এ সকল বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের কলেজগুলির মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিঃ জেম্‌স বলিয়াছেন, কোন কলেজে, এমন কি প্রেসিডেন্সী কলেজেও ছাত্রদত্ত বেতন হিসাবে যত টাকা আদায় হয় তাহার অতিরিক্ত খরচ করিয়া, এবং শিক্ষার্থীদের জন্য খরচের একটা সীমা ঠিক না করিয়া এবং কলেজের শিক্ষায় তাহাদের কোন উপকার লাভের যোগ্যতা আছে কি না তাহার তদন্ত না করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে ইহা যুক্তি সঙ্গত কথা নহে। প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ১৪৫ টাকা এবং সংস্কৃত কলেজে ৮৩০ টাকা খরচ পড়ে। ছোটলাট বাহাদুর ভিন্ন ভিন্ন কলেজের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে ডিরেক্টর বাহাদুরের সহিত একমত হইয়াছেন।

উক্ত বৎসর মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৭ হাজার বাড়িয়াছে। সেকেণ্ডারী অর্থাৎ মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর স্কুল সমূহে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার, কিন্তু আর্টস কলেজগুলিতে উহার সংখ্যা ৩০০। মাদ্রাসা ও মক্তব গুলির উন্নতি সাধন জন্য সদুপায় উদ্ভাবিত করিয়া দিয়া ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর বাহাদুর মিঃ আর্চ অনেক ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন। বৎসর কাল মধ্যে প্রদেশের বেসরকারী মাদ্রাসা গুলির সূক্ষ্মভাবে পরিদর্শন করা হইয়াছে। মক্তবগুলির উন্নতিসাধন কি উপায়ে করা যাইবে তাহার ঠিকানা হইয়াছে। ক্রমশঃ উহা কার্য্যে করাই সম্ভব হইবে। ১৯০৮-৯সালের শেষ ভাগে কলিকাতা মাদ্রাসায় ৯১০ জন ছাত্র ও ইলিয়ট মাদ্রাসা হোষ্টেলে ১১৯ জন বোর্ডারের স্থান আছে। ১০০ জন ছাত্রের স্থান হইতে পারে এরূপ আর একটী হোষ্টেল নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা ছোটলাট বাহাদুর করিতেছেন। ঢাকার নবাব বাহাদুর উহার জন্য ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

উদ্বোধন—অগ্রহায়ণ ১৩১৬। স্বামী বিবেকানন্দের ইউরোপ ভ্রমণ সংক্রান্ত দৈনন্দিন লিপিতে তুর্কজাতি সম্বন্ধে অনেক প্রকৃত কথা অতি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। বারান্তরে উহা উদ্ধৃত করা যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে গোপালের মা'র বিবরণ বড়ই ভাবপূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশের বিবাহ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন-

পাশ্চাত্য দেশের নিয়ম হচ্ছে যে, বিবাহের পর বর—মা, বাপ ভগ্নী, ভাই, কারুর সঙ্গে আর বাস করে না; তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিয়ে স্বতন্ত্র হন। বরং স্ত্রীর সঙ্গে শ্বশুরঘরে গিয়া বাস করা সমাজ সম্মত, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর পিতামাতার সঙ্গে বাস কর্ত্তে কখনও আসতে পারে না।

"বাৎসল্যরস" প্রবন্ধ সুলিখিত। একটু নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।—

ভাগবত কহিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অবনীতে প্রকাশিত হইয়াই বসুদেব দেবকীকে নিজ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই মহত্বস্মৃতি বসুদেব দেবকীর হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল, বাৎসল্যধারা তাহা কখনও সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হয় নাই। এই জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে অবিমিশ্র বাৎসল্যের স্থান ছিল না, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাৎসল্যে আত্মহারা ছিলেন না। ভগবান ভাল বাসা চান, ভক্তি চান না। আমরা দেখিতে পাই যে, যশোমতীও ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বিমোহিতা হন নাই। তিনি তখনও শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রভাবে ভাবিতেছিলেন, আর ঐরূপ দর্শন করিয়াও তাঁহার বাৎসল্যরসের সঙ্কোচ হয় নাই। যশোমতীর হৃদয়ে "আমার ছেলে এত বড় লোক"—এই ভাবের উদয় হয় নাই; তিনি ভাবিতেন, তাঁহার গোপাল চিরকালই তাঁহার দুধের ছেলে। তাঁহার হৃদয়ে শিশু গোপালের প্রতি স্নেহ ভিন্ন অন্য কোনও ভাবই আসিত না। বিশ্বরূপাদি দর্শনে তাঁহার মনে হইত "এ আবার কি ভেল্কি? ইহাতে আমার গোপালের কোন অকল্যাণ হবে না তো?"

ভক্তের এই সুবিমল স্বর্গীয় ভাবে ভগবান্ বশীভূত হন। ঐরূপ ভক্তের কাছে ভগবান নিজের ঐশ্বর্য্য সংকুচিত করিয়া শিশুভাবে, বালকভাবে তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ শিশুলীলা প্রকাশিত করিয়া তাহার স্নেহের জন্য নিজে যেন লালায়িত—এইরূপ ভাব দেখান; 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকেন, মার আদরের ভিখারী হন, মার তাড়না সহ্য করেন ও মার উপর অত্যাচার করেন; কারণ, তাঁহার চিরপ্রতিজ্ঞা—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

"যে আমার যে ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ভজে আমি তাহার নিকট সেইভাবে প্রকাশিত হই।" যুগে যুগে ভক্তের বাসনা পুরাইবার জন্য ভগবান্ এমনি অপূর্ব্ব লীলার সৃজন করিয়া থাকেন ও করিবেন; যুগে যুগে ভাগ্যবান ভক্তের হৃদয়ে এই পবিত্র ভাবের লহরী খেলিয়াছে ও খেলিবে। শ্রীগৌরাঙ্গ এই ভাবই হৃদয়ে ধারণ করিয়া, যশোমতীর অপার বাৎসল্যের অনুভূতি করিয়া পথে পথে "বাপরে, কৃষ্ণরে" বলিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছিলেন। আবার সেই পরম শিক্ষকের (শ্রীগৌরাঙ্গের) কাছ হইতে এই নিরবচ্ছিন্ন বাৎসল্যভাব হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত করতঃ শিশুরূপী ভগবানের মধুরমূর্ত্তি; ঘনীভূত-ভাব-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াই ভক্তিরসপ্লাবিতচিত্তে বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন:-

ভাল নাচত মোহন নন্দ দুলাল,
রঞ্জিত চরণে মঞ্জীর ঘন বোলত,
কিঙ্কিণী তাহে রসাল
স্থলকমলদল জিনিয়া চরণতল,
অরুণ কিরণ কিয়ে আভা।
তার উপরে নখচাঁদ বিরাজিত,
হেরইতে জগমন লোভা॥
মণি আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত,
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি চাঁদ বদন তুলি,
নবীন কোকিল যেন বোলে॥

শ্রীভগবানের এই অপরূপ ভাবময় মধুর মূর্ত্তি অবলম্বনে ব্রজে যে নিরাবিল বাৎসল্যের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমসিক্ত তুলিকায় সেই বাৎসল্যের ছবি তুলিয়াছেন, তাই সেই সকল চিত্র নির্ম্মল হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল।

তাঁহার হৃদয়ে আজ স্নেহ উছলিয়া উঠিয়াছে—কংশবিনাশের পরও যশোমতী মহাশক্তি বিভবসম্পন্ন যদুপতিকে ঠিক সেই "তাঁহার সেই দুধের গোপাল" বলিয়াই দেখিতেছেন।—

কোলেতে করিয়া নয়নজলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।

মন্দির ভবে দুয়ারে আমি ॥
এত বলি কত দেওল চুম।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ ॥
খাওয়াই পিয়াই শোয়াল ঘরে।
সুবাক বলিয়া যতন করে ॥

ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রবন্ধে এখানে দেবোত্তর বিশেষ কথা আছে। এটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। রামনের সকল সত্যই সুলিখিত হয়। বারের উদ্বোধন যেন মণি মাণিক্যে ভরা।

নিম্নপ্রাথমিক বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম মুর্শিদাবাদ ১৯০৯-১০।

ফণিভূষণ সরকার বহরমপুর মক্তাব, ক্ষুদিরাম দাস জগন্নাথপুর, চাঁদমণ্ডল শুকদেববাটী, সাদ হোসেন মণ্ডল কুচিয়ামোড়, কালিদাস লাহিড়ী তিয়াকাটা, কালীভূষণ মুখার্জ্জি সাউথ বেলডাঙ্গা, মিয়াজান ঘোষ শক্তিপুর, গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল ভূপকুরিয়া, শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী তালবোনা বালিকা, নলিনী মোহন দাস কুণ্ডুল, কালীপদ প্রেম সরপুর, সৈয়দ সেখ কলাই, সাদইমানি গোপাল ডাঙ্গা, শ্রীভূষণ ভাস্কর বালুচর, মোতাহার হক বেলুরপাড়া, আবদুল গফুর বিশ্বাস হরিবপুর, হকফুর আলি মিয়া জগটাই, জোবেদ আলি বিশ্বাস ফটিকলা আবদুর রকিব গোপীনাথপুর, কুমারী কুসুম কুমারী নশিপুর বালিকা, ভোলাদাসী দেবী বহরমপুর মহাকালী পাঠশালা, অজিত সুন্দরী দেবী লাল বাগ বালিকা; আয়মা খাতুন চাঁদমারি বালিকা।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—চম্পারনের ডেঃ মাঃ মিঃ সৈয়দ আহমেদ নবাব ১৯০৯ ৯ই ডিসেম্বর হইতে ২৩শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছুটী পাইলেন। মিঃ ষ্টাটফিলড আই সি এস আর ৬ মাসের ফর্লো পাইলেন।

বিচার—কলিকাতা ছোট আদালতের ২য় জজ নবাব আবুল ফজল মহঃ আবদুল রহমন কার্য্য ব্যতিরিক্ত উক্ত আদালতের চীফজজ হইলেন। বিগুসরাইয়ের মুঃ বাবু শশিভূষণ ঘোষ পূর্ণিয়া সদরের, আরার মুঃ সৈয়দ খালিব হুসাইন বিগুসরাইয়ের, বাবু হরিহর প্রসাদ বি এল আরার পূর্ণিয়ার মুঃ মিঃ মহঃ হাসান হাপরার, রামপুর হাটের বাবু সারদাপ্রসাদ বক্সি বাঁকুড়া সদরের, বাঁকুড়ার প্রতিনিধি মুঃ বাবু সত্যেন্দ্র লাল বসু রামপুরহাটের মুঃ হইলেন। সাতক্ষীরার মুঃ বাবু বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায় ৮১ দিনের ছুটী এবং কলিকাতা ছোট আদালতের চীফ জজ মিঃ বেল ৯ মাসের ফর্লো পাইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত সব ডেঃ কঃ বাবু লাবণ্যমোহন সান্যাল মানিকগঞ্জ মহকুমায় স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—মৌঃ সৈয়দ হাসান আসকরি এম এ কলিকাতা মাদ্রাসার এংলো পার্শিয়ান বিভাগের শিক্ষক হইলেন। গয়ার ডেঃ ইনঃ বাবু গিরিধারী লাল ৩১ দিনের ছুটী পাইলেন। গয়ার সবইনঃ বাবু মহাবীর শরণ গয়ার ডেঃ ইনঃ হইলেন। গয়া সাহপুর ভকট্রেনিং স্কুলের হেঃ মাঃ বাবু মথুরাপ্রসাদ গয়া সদরের সবইনঃ হইলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিষ্ট্রির বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। উক্ত কলেজের ক্লার্ক বাবু চুনীলাল মিত্র কেমিষ্টারের কার্য্য করিবেন। গয়ার সবইনঃ বাবু কালিকাপ্রসাদ বি এ গবর্ণমেণ্টের হিন্দী ও উর্দ্দু অনুবাদকের প্রথম হিন্দী আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় শৈলেন্দ্রনাথ বসু কৃষ্ণজীবন সান্যাল, সুশীলকুমার সেন, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন এবং ইন্দ্রনাথ নন্দী—এই পাঁচজন আসামীর সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি মহাশয় এবং বিচারপতি কারণডফের মধ্যে মতভেদ হয়। প্রধান বিচারপতি মহাশয় ইহাদিগকে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দিতে চাহেন, কিন্তু বিচারপতি কারণডফ ইহাদিগকে ১২১ক ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কম করিয়া দণ্ড দিতে চাহেন। তৃতীয় বিচারপতি মিঃ জষ্টিস হ্যারিংটনের নিকট এই কয়জন আসামীর পুনর্বিচার হইতেছে। আলিপুরের সেসন জজ আসেসরদিগের সহিত একমত না হইয়া ইহাদের সকলকেই ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ এবং ১২১ক ধারা অনুসারে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। গত সোমবার হইতে এই বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সরকার পক্ষে এডভোকেট জেনারেল এবং মিঃ ষ্টোক্‌স ও বাবু অতুল্যচরণ বসু মোকদ্দমা চালাইতেছেন। আসামীদের পক্ষে প্রথম দুই জনের তরফে বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু, পরবর্ত্তী দুই জনের পক্ষে বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শেষোক্ত ইন্দ্রনাথ নন্দীর পক্ষে মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মোকদ্দমা চালাইতেছেন।

[বোম্বাই] ৫ই জানুয়ারির সংবাদ—নাসিক ব্যাপারের সংস্রবে ইয়োলা নামক স্থানে বিনায়ক কাশীনাথ ফুলাম্বিকার নামে ১৮ বৎসর বয়স্ক একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে ধরা হইয়াছে। উহার বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া তরবারি এবং অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৪০ জনকে ধরা হইল।

[যুক্ত প্রদেশ] বেনারসের থিয়সফিক্যাল সোসাইটী সম্পৃক্ত শিক্ষাসমিতির অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। বিবি আনি বেসাণ্ট সভাপতির কার্য্য করেন। স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে বিবি বলিয়াছেন, "ভারতের স্ত্রীদিগের শিক্ষার প্রয়োজন আছে। ইউরোপীয় স্ত্রীগণ ভারতবাসীর আচার ব্যবহার জানেন না, সুতরাং ঐ শিক্ষা তাঁহাদের দ্বারা না হইয়া দেশীয় স্ত্রীগণ দ্বারা হইলেই ভাল হয়। ভারতবাসীর জাতীয়ত্ব এখনও ভারতবাসীর গৃহস্থালী মধ্যে আছে। পুরুষেরা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছেন, স্ত্রীরা এখনও হন নাই। বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব আছে এমন মেয়েদের শিক্ষার ভার বয়স্ক পুরুষদিগের উপরও দেওয়া যাইতে পারে।" বিবি অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছেন, "দেশীয়গণকে "নেটিভ" বলায় তাঁহাদের অবমাননা করা হয়। মহীশূর দরবার মহীশূরে সকল ধর্ম্মের লোকের ছেলেদের মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষাদান অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া সেই মত ব্যবস্থা করিয়াছেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান দেশীয় রাজগণেরও এই পথানুসারে কার্য্য করা উচিত। আজমীরের রাজকুমার কলেজ এবং ঐরূপ সমস্ত বিদ্যালয়কে পথপ্রদর্শক হইতে হইবে। ইহাঁরা যদি এই পথে কার্য্য করেন তবে গবর্ণমেণ্টও আহ্লাদের সহিত তাহাই করিবেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এ দিকে খুবই ইচ্ছা আছে, কিন্তু অগ্রণী হইতে চাহেন না। দেশের দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন লোকেরা যদি পথ দেখান তাহা হইলে এ বিষয়ে দেশবাসীর সম্মতি আছে বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টও সেই পথে কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়েন। উত্তর পশ্চিমের রিফরমেটরী স্কুলে হিন্দু ছেলেদের ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য হিন্দু ধর্ম্ম পুস্তক পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আর এক কথা, শিক্ষিত

পরিবারের ছেলেদের সহিত নিম্নশ্রেণীর লোকের ছেলেদের পড়িতে দেওয়া ঠিক নয়। ইহাতে নিম্নশ্রেণীর লোকের ছেলেদের উপকার হয় না, অথচ উচ্চ শ্রেণীর লোকের ছেলেদের অপকার হয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ছেলেদের সভ্যতব্যতা সদাচরণ সম্বন্ধে যাহা শিখিতে হইবে, শেষোক্ত শ্রেণীর ছেলেদের তাহা জানা আছে। একরূপ ব্যবস্থায় উচ্চশ্রেণীর ছেলেদের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতা, রোগ এবং কুকথার অভ্যাস জন্মিতে পারে।" বাঁকীপুরের বাবু পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ "ভারতে শিক্ষা," মিঃ সুব্রহ্মণ্য আয়ার "শিক্ষার প্রণালী", বেনারস হিন্দু কলেজের হেড মাষ্টার রায় ইশ্বর নারায়ণ গুর্ত্তু "ভারতে শিক্ষাসম্বন্ধে বেসরকারী লোকের অধ্যবসায়ের ক্রিয়া" সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করেন। গোয়ালিয়র ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রধান শিক্ষক মহাশয় গোয়ালিয়র রাজ্যে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবর উল্লেখ করেন। মহীশূরের দেওয়ান বলেন যে, মহীশূরের হিন্দু ছেলেকে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মুসলমান ও খৃষ্টানের ছেলেকে কোরাণ ও বাইবেল পড়ান হইতেছে। এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। প্রোফেসার জেলাঙ্ক ও মিঃ নারায়ণ আইয়ারও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য বলিয়াছিলেন। বড়লাট বাহাদুর এবং ষ্টেট সেক্রেটারী মহাশয়ের হাত দিয়া সম্রাটের নিকট "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার জন্য রাজকীয় সনন্দের প্রার্থনা জানাইয়া এক আবেদনপত্র পাঠান হইবে স্থির হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে খৃষ্ট এবং জৈনধর্ম্মী ভিন্ন আর সকল ধর্ম্মের লোকেদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি পাইয়াছেন। বাঙ্গালার জাতীয় শিক্ষা সমিতিরও এ বিষয়ে সম্মতি আছে। বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, ঐ সনন্দ যাহাতে পাওয়া যায় তজ্জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং এইকথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার ক্ষমতা তিনি তাঁহাকে দিয়াছেন।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর পরিচালিত তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ রেলওয়েতে কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটী নূতন ষ্টেশন (কৈকালা, কামারকুণ্ডু, নাসিবপুর) খুলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোনটীতেই প্লাটফারম বা ষ্টেশনগৃহাদি নির্ম্মিত হয় নাই। প্লাটফারম না থাকায় যাত্রীদের বিশেষতঃ অক্ষম বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বড়ই কষ্ট হইতেছে। মাটি ফেলিয়া ও কাঠ পুঁতিয়া অল্প ব্যয়েও প্লাটফরম হইতে পারে। এতাবৎকাল দুই পার্শ্বের যে পরিমাণ ভূমি কোম্পানি তারের বেড়া দিয়া দখল করিয়াছিলেন কিছুদিন হইল তদপেক্ষা অনেক বাড়াইয়া বেড়া দেওয়া হইয়াছে রেলরাস্তার অবরোধে যথোপযুক্ত জলনিকাশ হইতে না পারায় আজ কয়েক বৎসর হরিপাল থানার পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী অনেকগ্রাম জলপ্লাবনে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করা সুসঙ্গত।

[সাধারণ] আগামী ২১শে, ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে প্লীডারশিপ পরীক্ষা গৃহীত হইবে মোক্তারী পরীক্ষা ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা, গৌহাটী ও সিলেটে গৃহীত হইবে। কলিকাতার পরীক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে গৃহীত হইবে। প্লীডারদিগের মৌখিক পরীক্ষা ২১শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১০ টা ও ২ টার সময় গৃহীত হইবে। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১০ টার ও ২ টার প্রশ্নপত্র দেওয়া হইবে। মোক্তারী পরীক্ষায় দুই প্রশ্নপত্র ২১শে ফেব্রুয়ারী ১০ টার ও ২ টার দেওয়া হইবে। ২২শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১০ টার সময় মোক্তারীর মৌখিক পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পরীক্ষাস্থলে কাগজ কালী দেওয়া হইবে, পরীক্ষার্থীরা কেবল কলম লইয়া আসিবেন।

ধূমকেতু—একটা নূতন ধূমকেতুর আবিষ্কার হইয়াছে। গ্রীনউইচের মানমন্দিরে জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রত্যহ রাত্রিতে ঐ ধূমকেতুটার ফটোগ্রাফ লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ফটোগ্রাফ তোলা হইলে উঁহারা উহার ভ্রমণপথ নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং পৃথিবী হইতে কতদূর পথ দিয়া উহার গতি হইবে তাহার নির্ণয় হইবে। আমেরিকার প্রিন্সটন মানমন্দিরের ডাঃ ড্যানিয়েল সম্প্রতি এই আবিষ্কার করিয়া গ্রীনউইচে সংবাদ দেন। তথায় ইহার ফটোগ্রাফ লওয়ার চেষ্টা হইতেছে। ফলে ফটোগ্রাফ পাওয়া যাইতে পারিবে বলা যায় না। সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই যে কোন এক রাত্রে পাওয়া যাইতে পারে। ইহার গতি উত্তর দিকে। একজন জ্যোতিষী বলিয়াছেন, গ্রীনউইচ হইতে এই ধূমকেতুটা বহুদিন যাবৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যন্ত্র সাহায্য বিনা শুধু চোখে আদৌ দেখিতে পাওয়া যাইবে কিনা বলা যায় না। সূর্য্য এবং পৃথিবী হইতে ইহা ক্রমেই দূরে যাইতেছে, সুতরাং উহার ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই লোপ পাইবে। হ্যালির ধূমকেতুর ফটোগ্রাফ গ্রীনউইচে প্রতি পরিষ্কার রাত্রিতেই লওয়া হইতেছে। এই ধূমকেতুটা পৃথিবীর লোকের বড়ই ভীতিজনক হইয়াছে। বিগত [illegible] নবেম্বর তারিখে ইহার যেরূপ ঔজ্জ্বল্য ছিল, ৩০শে নবেম্বরে তদপেক্ষা কমিয়া যায়, কিন্তু ১লা ডিসেম্বর আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ৮ই ডিসেম্বরে সেইরূপ উজ্জ্বল দেখা দিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আরও উজ্জ্বল শীঘ্রই দেখিতে পাওয়া যাইবে এইরূপ মনে হইতেছে। জ্যোতিষী রেঃ টি ফিলিপ্স বলিয়াছেন যে, ডিসেম্বরের শেষভাগ হইতেই এই ধূমকেতু সবেগে ক্রমশঃ সূর্য্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এবং পৃথিবীর গতি থাকায় ক্রমশঃ পৃথিবী হইতে দূরে যাইয়া পড়িতেছে। আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে এই দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়া, ছিল ১০০০ লক্ষ হইবে ১৭৬০ লক্ষ মাইল। তখন ইহাকে আর দেখা যাইবে না, কিন্তু এপ্রেলের শেষ ভাগে শেষ রাত্রে আকাশে আবার দেখিতে পাওয়া যাইবে। তখন পৃথিবী ও ধূমকেতু সবেগে পরস্পরের সম্মুখীন হইতে থাকিবে এবং আগামী ২০শে মে তারিখে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ১৪০ লক্ষ মাইল হইবে। ১৮ই মে রাত্রিতে ধূমকেতু ও পৃথিবী সূর্য্যের সহিত এক সরল রেখায় অবস্থিত থাকিবে। এই ধূমকেতুর পুচ্ছটা যদি ১৫০ লক্ষ মাইল লম্বা হয় (বরং বেশী হইবে ত কম নয়) তাহা হইলে পৃথিবীকে ঐ সময়ে ঐ পুচ্ছের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে যে অনর্থ ঘটিবে এরূপ আশঙ্কা পূর্ব্ব হইতে করিবার কোন কারণ নাই, যেহেতু ধূমকেতুর পুচ্ছ অতিশয় সূক্ষ্ম পাতলা উপাদানে প্রস্তুত। ১৮৬১ সালে ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতিবিপত্তি ঘটে নাই।

[সাধারণ] "সমগ্র ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতি"র তৃতীয় দিনের অধিবেশনে এই স্থির হইয়াছে যে, "ভারতের সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মুসলমানদিগের আদর্শ ভাবের উন্নতি করিতে হইলে যতশীঘ্র সম্ভব আলিগড় কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র মুসলমান সমাজের উচিত আপনাদিগের মধ্য হইতে চাঁদা দ্বারা অর্থসংগ্রহ করা। মুসলমান তালুকদার ও জমিদারবর্গ তাঁহাদের জমার উপর প্রতি টাকায় এক পাই করিয়া "মুসলমান বিদ্যালয় সেস্" স্বরূপে গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের সঙ্গে যাহাতে দেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হউক।" অধিবেশনে নিজাম মুসল-

[illegible] প্রতিপালন এবং রীতিমত শিক্ষাদান [illegible] বাশিটকাথের একটি 'মুসলমান অনাথাশ্রম' [illegible] প্রস্তাবও সভাস্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে। [illegible] জাতীয় সমিতির অধিবেশনশেষে "সামাজিক [illegible] অধিবেশন লাহোর ব্রাডলা হলে হইয়া [illegible]। নাভা রাজ্যের টিকা সাহেব সভাপতি [illegible]। তিনি অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়া [illegible] আমাদের সামাজিক সংস্কারের মধ্যে অন্ত- [illegible]—(১) জাতিভেদ প্রথা, এবং (২) [illegible]দিগের অবস্থা। পাশ্চাত্য শিক্ষার [illegible] এই অন্তরায় ঘুচাইবার দিকে যে লোকের [illegible] তাহার 'চক্ষু চারিদিকেই দেখিতে [illegible] যাইতেছে। জাতিভেদ থাকায় সম্মিলন [illegible] হয়, ইহাতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি [illegible], তাহাতে দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের [illegible] করে. ইহাতে বিবাহের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত [illegible] জাতীয় অধঃপতন ঘটায়। সমগ্র ভারত [illegible] প্রায় এক পঞ্চমাংশ অন্যান্য অস্পৃশ্য মধ্যে [illegible]। [illegible] লোকেরা নিজেদের স্বার্থ [illegible] বিভেদ ঘটাইয়াছে। যাঁহারা [illegible] শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা [illegible] ছেলেদের বৈদেশিক রাজ্যে [illegible] এবং এই সকল অন্তরায় ঘুচাই [illegible] দেশমধ্যে আন্দোলন চলুক। স্ত্রীদিগের [illegible] প্রথা দোষাবহ। ইহাতে [illegible] বিষয়ে স্ত্রীদিগের উন্নতি সাধনে [illegible]। বিবাহিত মেয়েকে বাপমায়ে [illegible] পাইতে চাহে না; সেরূপ স্থলে নানা [illegible] স্ত্রীশিক্ষার একটি অন্তরায়। এই সমস্ত [illegible] এবং কুসংস্কার সমূহ না ঘুচিলে উন্নতির [illegible] নাই।"

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয় হলে, স্ত্রীদিগের একটি [illegible] বসিয়াছিল। প্রায় চারি শত স্ত্রী সমিতি [illegible] উপস্থিত ছিলেন। পর্দার বন্দোবস্ত [illegible] কোন মুসলমান স্ত্রী সভায় আসেন নাই। মিসেস্ সরলা দেবী চৌধুরী সভাস্থলে [illegible] অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছেন, "শাস্ত্রে স্ত্রীকে অবলা বলা হয় নাই, শক্তি বলা হইয়াছে। [illegible] কাজ করে, স্ত্রী সেই কার্য্য করণে শক্তি [illegible]। স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, বাটীর ছেলেমেয়ের শারী[illegible] মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন বিষয়ে স্ত্রীর [illegible]। সমাজে স্ত্রীর শক্তি বেশী। স্বামী [illegible] শাস্ত্রী, সমাজ সংস্কারক, স্ত্রীশিক্ষা ও [illegible] বিবাহ পক্ষে এবং বাল্যবিবাহের প্রতিকূলে [illegible] বক্তৃতা দিয়া প্রশংসা পাইতেছেন, কিন্তু বাড়ীতে প্রবেশ না করিতেই তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে তাঁহার কন্যা দশ বৎসর বয়স্কা হইলেও তাহার বিবাহ কেন তখনও পর্য্যন্ত দেন নাই সেই জন্য অনুযোগ করিলেন। সেই স্ত্রীশক্তির নিকট তাঁহার সমস্ত প্রস্তাবই অকৃতি। এরূপ অবস্থায় শতকরা ৯৯টি স্থলে স্বামীকে স্ত্রীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। ইহাতেও স্ত্রীকে "অবলা" বলা হয়! প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রীই সমাজের সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্রী। পুরুষ প্রস্তাব করে কিন্তু সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করায় পক্ষে মূল শক্তি স্ত্রী। স্ত্রী, জাতির জননী স্বরূপা সুতরাং জাতীয় শিক্ষয়িত্রী। স্ত্রীর হস্তে যদি সত্যরূপ আলোক দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি ছেলেদের ঠিক উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন, কিন্তু তাহা যদি না দেওয়া হয় তাহা হইলে ছেলেমেয়েদের তিনি অন্ধকারের পথে লইয়া যাইবেন।" সভাস্থলে ট্রান্সভালের দুঃস্থ ভারতবাসীর পরিজনদিগের সাহায্যার্থে ১২০ টাকা সংগৃহীত হয় এবং পরে আরও অনেকে সাহায্য করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হন। এই কংগ্রেসে সমবেত স্ত্রীদিগের মধ্য হইতে মূল্যবান চারিটি অঙ্গুরী দেওয়া হইয়াছিল।

কৌতুক-কণা।

বাদীর উকিল—মহাশয়, আপনি একটা নিরেট গাধা।

প্রতিবাদীর উকীল—মহাশয়, আপনি একটা মিথ্যাবাদী।

জজ সাহেব [বাদী এবং প্রতিবাদীর উকীলের প্রতি]—ভদ্রগণ! আপনারা পরস্পর পরস্পরকে সনাক্ত করিয়া লইয়াছেন, আসুন, এক্ষণে আমরা এই মোকদ্দমার বিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই!

মাতা—নীলা, ওখানে কটা হাঁস আছে গুণে আয় ত।

পাঁচ টা আছে। আর একটা হাঁস মা, কোয়লে কিনা, আমি গোণবার সময় চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল, আমি তাকে কিছুতেই গুণ্‌তে পারলুম না!

কোন পত্রিকার একটী সম্পাদক এবং দুইজন বন্ধু "বয়স" সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। অন্যান্য কথার পর, একজন বন্ধু সম্পাদকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে কাকে বয়সে বড় দেখায়?"

সম্পাদক (একটু সমস্যায় পড়িয়া)—কি করে বোল্‌বো! আপনাদের দুজনকেই ত পরস্পরের অপেক্ষা বড় দেখাচ্ছে!

গৃহকর্ত্তা [রাঁধুনী বামুনকে]—পরেশ বাবু, মধুর বাবু, যতীন বাবু আসচেন, তাঁরা আজ আমার এখানেই খাবেন—

বামুন [বাধা দিয়া]—বাবু! আমাকে আর বেশী কিছু বল্‌তে হবে না। আমার সাধ্যমত আমি খারাপ করে রাঁধবো—তাঁরা আর কখনও আপনাকে কষ্ট দিতে আসবেন না!

সুবোধ [ষড় বর্ষীয় বালক]—মা, মা, আমাকে একটা বাঁশি, আর ভুলোকে একটা ডুগ্‌ডুগি কিনে দাও না মা—

মা— না তোমাদের চেঁচামেচিতেই দিনের বেলায় টেঁকা দায়—তার ওপর আবার বাঁশি, আর ডুগ্‌ডুগি!

সুবোধ (বাধা দিয়া)—না, মা, তোমাদের একটুও জ্বালাতন কোরব না বল্‌চি; রাত্রে তোমরা যখন ঘুমুবে আমরা সেই সময় বাজাব।

উত্তমর্ণিক মনিব [বিরক্তভাবে সার্টিফিকেট লিখিতে লিখিতে]—তুমি আমার কাছে একদিনও ভাল কাজ করিতে পার নাই ইহাই লিখিতেছি।

কেরাণী—হুজুর! সে সব যেমন আপনার মেহের-বাণী হয় তাহাই লিখিবেন। কিন্তু আমি যে প্রকৃত পক্ষে আট মাস আপনার নিকট কাজ করিয়াছি সে কথাটা লিখিয়া দিলেই জবর সার্টিফিকেট হইবে!

SPECIAL SCHOLARSHIPS FOR URIYA STUDENTS.

The Government of Bengal has sanctioned the institution of six special scholarships, as noted below, for the benefit of Uriya students who join the Civil Engineering College, Sibpur. The amount of the scholarships is fixed so as to cover the cost of board and tuition at the College—

(1) Two special Sub-Overseer scholarships of Rs 15 each a month, tenable for two years in the senior section of the Apprentice Department.

(2) Two special Overseer scholarships of Rs 15 each a month, tenable for two years in the senior section of of the Apprentice Department.

(3) One special Overseer (Practical Training) scholarship Rs 10 a month tenable for 18 months during the period of practical training in the Apprentice Department.

(4) One special Engineering scholarship of Rs 20 a month, tenable for four years in the Engineer Department.

2. The Overseer (Practical Training) scholarship will be awarded for the first time on the results of the Overseer examination of 1912. The other scholarships will be awarded from the year 1910-11.

The continuance of the special Sub Overseer scholarships will be liable to reconsideration when the status of the Cuttack Survey School raised.

(3) Uriya students will be eligible for the scholarships in question whether their religion be Hindu, Muhammadan, Christian or other, the sole test of eligibility in this regard being that of race

In the absence of eligible Uriya candidates, the scholarships will not be awarded.

4. Candidates for these scholarships must possess the educational qualifications for admission laid down for regular students of the Department. A concession of two years in the maximum limit of age is allowed to them.

5. Students securing these scoolarships will not receive reduction or remission of the ordinary college fees.

Applications for these scholarships should be accompanied by:—

(1) a certificate of moral character, ... the head of the institution at which the candidate last studied, and

(2) certificates as to the respectability of his family and of his eligibility under the rules for the scholarship applied for.

7 Applications for the scholarship tenable in the Engineer Department should be sent together with the formal application for admission to the Engineer Department, and the usual registration fee of Rs 4 (which shall in no case be refunded), so as to arrive at the office of the Principal, Civil Engineering College, Sibpur, not later than the 15th of June in each year.

Applications for the special (1) Sub-Overseer (2) Overseer and (3) the Practical Training (Overseer) scholarships should be sent together with the applications for admission to (1) the first year class, (2) the Sub Overseer examination and (3) the Overseer examination respectively. Such applications should reach the office of the Principal, Civil Engineering College Sibpur, not later than the date which may be fixed in any years as the last date on which applications for admission to the class or examination in question will be accepted.

8. For information not contained in the above rules applications should be made to the Principal, Civil Engineering College, Sibpur.

CALCUTTA, The 14th December 1909. JOHN RICHARD CUNNINGHAM, Asst. Director of Public Instruction, Bengal.

কর্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

● চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Muhammadan graduate for the post of Sub-Inspector of schools in the Burdwan Division on a salary of Rs 50 a month. Applications are to be made on or before the 30th January 1910 to the address of the Inspector of school, Burdwan Division, Chinsurah, District, Hooghly. 21.1.1910.

A Hd master for the Sonandili M E school on Rs 25 a month. Board and lodging free. None need apply who is not an F A or who has not been permitted by the Inspector of schools, Burdwan Division to work in that capacity. Apply to Babu Surendra Nath Tarafdar M A Additional Deputy Inspector of schools, Burdwan.

For the M E school, A B Railway Pahartali, Dt. Chittagong to be opened in January 1910—(1) an F A Hd master on Rs 30 per month, lodging free and private tuition available: an elderly man preferred. (2) A Normal passed (under new system) Hd Pandit on Rs 15 a month, (3) one 2nd master on Rs 15 a month. The place is just opposite the Pahartala station of Assam Bengal Railway and 2½ miles off the Chittagong station.

A graduate for the Sudhakarpur H E school on Rs 40. Apply to Babu Nalinakhya Dutt, Kasiadanga po via Murugacha, Dt Nuddea.

A plucked B A as 4th master of the Kaliganj Raja Rajendra Narain H E school (Dacca) on Rs 30 rising to Rs 35 in five years. Boarding charges of Rs 5 a month. Agreement for two complete sessions. Apply to Babu Kali Bhusan Mukerjea, po Kaliganj, Dacca.

A plucked B A strong in Mathematics as 2nd master on Rs 25 per month with free board and lodging and a plucked B A or passed F A strong in English as 3rd master on Rs 20 a month with free board and lodging for the Banagram Century Institution, po Sripur—Banagram. Dt Khulna.

An F A Hd master for Dharmada middle class school Dt Nadia on Rs 30 with private tuition. The place is two miles from Railway station. Apply to Babu Kali Pada Chatterji, Pleader Goari.

An Entrance passed private tutor with free board and lodging on Rs 10 a month. Apply to Babu Gournath Roy, Zemindar, Fatepur, po Subarnapur Dt. Nadia.

An F A 4th master for the Somra H E school on Rs 25 a month. Po Somra, Dt Hooghly.

A graduate on Rs 40 rising to [illegible] for the Kagram H E school. [illegible]ging free. Private tuition avail[illegible] Po Kagram, Mursidabad.

An F A Hd master for Mangalda [illegible] school on Rs 15 a month. Boar[illegible] and lodging free. Private tuition [illegible]able. Po Raghunathpur, Dt [illegible]nbhum.

A Normal Training Behari Hd [illegible] for the Kharswan M E school on Rs 15 to 17 per month according to qualification. He must be a Behari and stick to the post at least 2 years. The place is 3 miles off from Amda B N Railway. Apply to the Manager Kharswan Political State; po Amda Dt Singhbhoom.

উদ্ধৃত

প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীজাতির অবস্থা

[illegible] হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ [illegible] ইচ্ছুক হইয়া, প্রচলিত সংস্কারের বশবর্ত্তী [illegible], তাঁহাদের বিশ্বাস স্ত্রীশিক্ষা এবং নারীজাতিকে সম্মান করিবার প্রথা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণ পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আমাদের সমাজে প্রচলিত করিতে চাহেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যেমন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নহে, হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ, সেইরূপ নারীজাতিকে সম্মান করিতে হইবে, এই নীতিটী পবিত্র হিন্দুশাস্ত্র হইতেই উঁহাদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতীয়দের ধর্ম্মে ইহার বিরোধী ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্ম্মে নারীজাতির মান হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় এত উচ্চ নহে। নারীকে সমস্ত দোষের আকর মনে করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকাই তাহার উপদেশ। দয়া[illegible]র অবতার মহাত্মা বুদ্ধও নারীকে সকল [illegible] পদোন্নতির হেতু মনে করিয়া, নারীর [illegible] গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। পুংশক্তি এবং [illegible]শক্তিকে যে ধর্ম্মে সমভাবে দেখিতে দেয় না, [illegible] কদাচ উদার এবং সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরি[illegible] হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ [illegible] প্রকৃতি এবং পুরুষ লইয়াই হিন্দুর ঈশ্বর, [illegible]শ্বরের বিভিন্ন শক্তিকে আমরা দেবীরূপে [illegible] করি। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" ইহা হিন্দুশাস্ত্রেরই মহত্বের উপযুক্ত উপদেশ। স্ত্রী জাতিকে একটা সম্মানের চক্ষে দেখিবার উপদেশ এবং তাহার চরণে ভগবানকে মাতৃমূর্ত্তিতে পূজা করার পদ্ধতি আর কোন ধর্ম্মেই নাই। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কর্ত্তব্যবোধে তাঁহাদের শাস্ত্রের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়াও স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিতেছেন, আর হিন্দুগণ শাস্ত্রের উপাসনা করিয়া গোটাকতক ব্যবহারিক নীতি শ্লোক প্রস্তুত করিয়া নারীশক্তিকে পদানত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া শাস্ত্রের উপদেশ লঙ্ঘন করিতেছেন। রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীজাতির কুৎসাপূর্ণ প্রহসন রচনা করিয়া অভিনয় করা আজকাল একটী "ফ্যাশান" হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল প্রহসনরচয়িতারা সমাজের মঙ্গলেচ্ছু বলিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইতেছেন! স্ত্রীজাতিকে দমে রাখিবার যিনি যত পক্ষপাতী, তিনি তত নিষ্ঠাবান হিন্দুর আসন পাইতেছেন! তাঁহারা মনেও করেন না যে, শাস্ত্রের অনুশাসন না মানিয়া চলা যদি পাপ হয়, তবে প্রকৃতিরূপিণী নারীকে যাঁহারা সম্মানের চক্ষে দেখেন না, তাঁহারাই প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন, এবং যে সকল ব্রাহ্মগণকে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিতেছেন। জীবগণের গর্ভধারিণী বলিয়া নারী জননী স্বরূপা, সুতরাং তাঁহাদিগকে লইয়া রহস্য করা কখনই বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য নহে।

স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন অর্থাৎ জ্ঞানলাভের অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত না করিয়া, এবং উপযুক্ত স্বাধীনতা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্মগণ সমাজবিপ্লবকারী বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকেন কিন্তু ইহাঁরাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং হিন্দুধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তিগণই বিজাতীয়ের অনুকরণপূর্ব্বক শাস্ত্রের উপদেশ লঙ্ঘন করিতেছেন, তাহা বুঝাইবার জন্য, আমরা প্রাচীন কালের নারীজাতির অবস্থাসম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রাচীনকালের নারীগণ জ্ঞানালঙ্কারে কিরূপ অলঙ্কৃতা ছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈত্রেয়ী সংবাদ পাঠে তাহা বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে। আদর্শসতী ভগবতীর প্রতি মহাদেবের ব্যবহার আদর্শ দাম্পত্যজীবনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। প্রাচীনকালের গার্গী মৈত্রেয়ী, খনা, এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচারপ্রয়াসী উভয়ভারতী প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণের ইতিহাস তৎকালীন নারীজাতির উন্নতি বিষয়ে অদ্যাপি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদি স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখা, বা গৃহকর্ম্ম ব্যতীত অন্যবিধ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত রাখা তৎকালে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত, তবে কদাচ এই সকল মহিলা জ্ঞান গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া আদর্শ নারীরূপে পরিগণিত হইতে পারিতেন না। প্রাচীনকালের রমণীরা কিরূপ অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানসুধাপানের অধিকারিণী ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উপনিষদ্ হইতে আমরা কেবল কয়েকটী শ্লোকের ভাবার্থ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

যাজ্ঞবল্ক্য বানপ্রস্থাবলম্বনের প্রাক্কালে তদীয় বিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

মৈত্রেয়ি! আমি আমার এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনগমনোদ্যত হইয়াছি, এ সময়ে তোমার এবং কাত্যায়নীর মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

মৈত্রেয়ী কহিলেন—"প্রভো! যদি এই পৃথিবী ধনরত্নাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া আমার অধিকারগতা হন, তাহা হইলে কি আমি অমর হইতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য—"না মৈত্রেয়ি! ধনরত্ন প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীতে যে সুখ সম্ভব, উহা দ্বারা তোমার কেবল তাহাই লাভ হইবে, কিন্তু তদ্দ্বারা তোমার অমর হইবার কোনই আশা নাই।"

মৈত্রেয়ী কহিলেন—"যাহা আমাকে অমর করিতে পারিবে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? অবিনশ্বর বিষয়সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, দয়া করিয়া আমাকে তাহাই বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—তুমি আমার প্রিয়া এবং আমায় প্রিয় প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব। তৎপরে তিনি উপনিষদে ব্যাখ্যাত স্বামী স্ত্রীতে, পুত্র কন্যায়, ধনরত্নাদিতে এবং জগতের সর্ব্বভূতে যে প্রকারে পরমাত্মা আত্মনম্বর ভাবে অবস্থিতি করেন—তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। বিদুষী মৈত্রেয়ীও তাহা সম্যক্ প্রকারে প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, সেই সময়ে স্ত্রী কেবল গৃহকার্য্যে স্বামীর সহায়তা করিতেন না, পারমার্থিক বিষয়েও তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য করিতেন।

প্রাচীনকালে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজাদের শাসন কালে অবরোধপ্রথা ভারতে ছিল না, এ সম্বন্ধে প্রমাণের মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাটী উল্লেখ

যোগ্য। রাজর্ষি জনক যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, তখন কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে ঋষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি জনক এক সহস্র গাভীর প্রত্যেক শৃঙ্গে দশ পাদ পরিমিত স্বর্ণ বাঁধিয়া দিয়া সমাগত ঋষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ঐ সকল গাভী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনেকের এই আশা ছিল যে কোন ব্যক্তি এত সহস্র গাভী লইতে সাহসী হইবেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য অগ্রসর হইয়া তাঁহার শিষ্যকে গাভী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ইহাতে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ অতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রশ্ন-পরম্পরা দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন, কিন্তু বুধশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য সকলের প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। কিন্তু সেই মহাসভায় একটী মনস্বিনী মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তিনি সমাগত অন্যান্য পণ্ডিত অপেক্ষা জ্ঞানে কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি অত বড় একটা বিরাট সভায় একজন মহিলার উপস্থিতি—শুধু উপস্থিতি নয়, জ্ঞানিজনোচিত ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা তৎকালীন নারীজাতির উন্নত অবস্থার উত্তম পরিচয় প্রদান করে।

বস্তুতঃ নারীজাতির প্রতি সম্মানের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোনও প্রদেশে কিম্বা আর কোন ধর্ম্মক্ষেত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। রমণীগণ স্বীয় জ্ঞানগরীমায় গৌরবান্বিতা হইয়া স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী এবং তাঁহার জীবনপথের প্রকৃত সহচারিণী ছিলেন, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ন্যায় প্রাচীনকালের হিন্দু নারীদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল না বটে, কিন্তু এখনকার সহর অঞ্চলের ন্যায় কঠোর অবরোধ প্রথা তৎকালে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। তাঁহাদের যথোপযুক্ত সংযত স্বাধীনতা ছিল। আজি কালি হিন্দুসমাজে যে অবরোধ প্রথা দৃষ্ট হয়, তাহা মুসলমানদের নিকট হইতে গৃহীত। সাধারণতঃ রাজার অনুকরণ করিতে সকলেই ভালবাসে সুতরাং মুসলমানরাজত্ব কালে কতকটা তাঁহাদের পদ্ধতি এবং শাসন প্রণালীর ত্রুটি প্রভৃতি অন্যান্য কারণে যে হিন্দুসমাজে নারীজাতির সাধারণের অদৃশ্য ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে ভিন্ন সমা-জাতীয় রাজার তেমন প্রাধান্য হয় নাই। তথায় রমণীদের স্বাধীনতা আমাদের এই উক্তির সমর্থন করে। ঐ সকল প্রদেশে মুসলমান শাসন তেমন বদ্ধমূল হইতে পারে নাই বলিয়াই তথাকার নারী জাতি প্রাচীন আর্য্যভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশেও যে সকল পল্লীতে হিন্দু বহু বাস এবং সদর রাস্তা নাই তথায় স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে অবরোধ প্রথার ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। তবে স্ত্রীলোকদিগের জন্য বাড়ীতে একটু ঘেরা বা পর্দা দেওয়া স্থান ইংরাজদেরও মধ্যে প্রয়োজন হয়। (বামাবোধিনী ৫৫০ সংখ্যা ২য় ভাগ)

আত্মার মুক্ত স্বভাব। [২]

এই প্রশ্ন আর এক আকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত নিম্নদৃষ্টির কথা বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্ম্মজীবনের সঙ্গে অনেকটা সম্বন্ধ আছে এবং ইহাতে তত্ত্বটী অনেকটা স্পষ্টতর হইয়া আসে। প্রশ্নটী এই—'এই ভ্রম কে প্রসব করিল?'—কোন সত্তা কি কখন ভ্রম প্রসব করিতে পারে? কখনই নহে। আমরা দেখিতে পাই, একটা ভ্রমই আর একটা ভ্রম প্রসব করিয়া থাকে, সেটী আবার একটী ভ্রম প্রসব করে, এইরূপ চলিতে থাকে। ভ্রমই চিরকাল ভ্রম প্রসব করিয়া থাকে। রোগই রোগ প্রসব করিয়া থাকে, স্বাস্থ্য কখন রোগ প্রসব করে না। জল ও জলের তরঙ্গে কোন ভেদ নাই—কার্য্য, কারণেরই আর এক রূপমাত্র। কার্য্য যখন ভ্রম, তখন তাহার কারণও অবশ্য ভ্রম হইবে। এই ভ্রম কে প্রসব করিল? অবশ্য আর একটী ভ্রম। এইরূপে তর্ক করিলে তর্কের আর শেষ হইবে না—ভ্রমের আর আদি পাওয়া যাইবে না। এখন আপনাদের একটী প্রশ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে যে, 'ভ্রমের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে কি আপনার অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল না? কারণ, আপনি জগতে দুটী সত্তা স্বীকার করিতেছেন—একটী আপনি, আর একটী ঐ ভ্রম।" ইহার উত্তর এই যে, ভ্রমকে সত্তা বলা যাইতে পারে না। আপনারা জীবনে সহস্র সহস্র স্বপ্ন দেখিতেছেন কিন্তু সেগুলি আপনাদের জীবনের অংশস্বরূপ নহে। স্বপ্ন আসে আবার চলিয়া যায়। উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ভ্রমকে একটা সত্তা বা অস্তিত্ব বলিলে উহা আপাততঃ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় বটে, বাস্তবিক কিন্তু উহা অযৌক্তিক কথা মাত্র। অতএব জগতে নিত্যমুক্ত ও নিত্যানন্দস্বরূপ একমাত্র সত্তা আছে, আর তাহাই আপনি। অদ্বৈতবাদীদের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য করা যাইতে পারে, এই যে সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী রহিয়াছে, এগুলির কি হইবে? উত্তর—তাহারা সবই থাকিবে। উহারা কেবল অন্ধকারে আলোর জন্য হাতড়ান মাত্র, আর ঐরূপ হাতড়াইতে হাতড়াইতে আলোক আসিবে। [স্বপ্নকে পাতলা করিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গের উপায় করার চেষ্টাই উপাসনা। নির্ম্মল বুদ্ধিতেই আত্মজ্ঞান] আমরা এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছি যে, আত্মা আপনাকে দেখিতে পায় না। আমাদের সমুদয় জ্ঞান মায়ার (মিথ্যার) জালের মধ্যে অবস্থিত, মুক্তি উহাদের বাহিরে। এই জালের মধ্যে দাসত্ব ইহার সমুদয়ই নিয়মাধীন। উহার বাহিরে আর কোন নিয়ম নাই। এই ব্রহ্মাণ্ড যতদূর পর্য্যন্ত, ততদূর পর্য্যন্ত সত্তা নিয়মাধীন, মুক্তি তাহার বাহিরে। যতদিন আপনি দেশকাল-নিমিত্তের জালের মধ্যে রহিয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপনি মুক্ত—এ কথা বলা নিরর্থক। কারণ ঐ জালের মধ্যে সমুদয়ই কঠোর নিয়মে, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ। আপনি যে কোন চিন্তা করেন, তাহা পূর্ব্ব কারণের কার্য্যস্বরূপ, প্রত্যেক ভাবই কারণের কার্য্যস্বরূপ। ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। যখনই সেই অনন্ত সত্তা যেন এই মায়াজালের মধ্যে পড়ে, তখনই উহা ইচ্ছার আকার ধারণ করে। ইচ্ছা মায়াজালে আবদ্ধ সেই পুরুষের কিয়দংশমাত্র, সুতরাং "স্বাধীন ইচ্ছা" বাক্যটীর কোন অর্থ নাই, উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক; স্বাধীনতা বা মুক্তিসম্বন্ধে এই সমুদয় বাগাড়ম্বরও বৃথা। মায়ার ভিতর স্বাধীনতা নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তায়, মনে, কার্য্যে এক খণ্ড প্রস্তর বা এই টেবিলটার মত বদ্ধ। আমি আপনাদের নিকট বক্তৃতা দিতেছি, আর আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন, এই উভয়ই কঠোর কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন। মায়া হইতে যত দিন না বাহিরে যাইতেছেন, ততদিন স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই। ঐ মায়াতীত অবস্থাই আত্মার যথার্থ স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ যতই তীক্ষ্ণবুদ্ধি হউক না কেন, এখানকার কোন বস্তুই স্বাধীন বা মুক্ত হইতে পারে না—এই যুক্তির বল যতদূর স্পষ্টরূপে দেখুক না কেন, সকলকেই বাধ্য হইয়া আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, তাহা না করিয়া থাকিতেই পারে না। যতক্ষণ না আমরা বলি যে আমরা স্বাধীনতার অংশ বলিয়া থাকি, তাহা অজ্ঞানরূপ মেঘরাশির মধ্য

... নীলাকাশরূপ সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ... দর্শনমাত্র; আর নীলাকাশরূপ ... স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তস্বভাব আত্মা উহার ... রহিয়াছেন। যথার্থ স্বাধীনতা এই ব্রহ্মের ... এই দেশের মধ্যে, এই বাক্যে চলিবার মধ্যে, ... সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ... না। এই সমুদয় অনাদি অনন্ত ... আমাদের বশে নাই, যাহাদিগকে ... না, যাহারা অথচ-সন্নিবেশিত, ... —সেই সমুদয় স্বপ্নগুলিকে ... এই জগৎ। আপনি যখন স্বপ্নে ... একটা দৈত্য আপনাকে ... তেছে, আর আপনি তাহার ... তেছেন, আপনি উহাকে ... না। আপনি মনে করেন, ... তেছে। আমরা যাহাকে নিয়ম ... । যাহা কিছু আপনি নিয়ম ... করেন, তাহা কেবলমাত্র আকস্মিক ... কোন অর্থ নাই। স্বপ্নাবস্থায় ... নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিতে- ... , যতদূর পর্যন্ত এই দেশ- ... নিয়ম বিদ্যমান, ততদূর পর্যন্ত ... নাই আর এই বিভিন্ন উপাসনা ... সমুদয়ই এই মায়ার অন্তর্গত। ঈশ্বর- ... ও মানবের ধারণা সমুদয়ই এই ... সবগুলিই সমভাবে ভ্রমাত্মক; ... স্বপ্নমাত্র। তবে আজকাল আমরা ... অতিবুদ্ধি দিগ্‌গজ দেখিতে পাই। আপ- ... মত যেন তর্ক বা সিদ্ধান্ত না করিয়া ... বিষয়ে সাবধান হইবেন। তাঁহারা ... ভ্রমাত্মক, কিন্তু এই জগতের ... ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই উভয় ধার- ... উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারই ... নাস্তিক হইবার অধিকার আছে ... উভয়ই মিথ্যা বোধ করেন। ... যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর ... পর্যন্ত, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত ... এক মায়ার রাজত্ব। একই প্রকার যুক্তিতে ... আস্তিক্য বা নাস্তিক্য সিদ্ধ হয়। ... ঈশ্বর ধারণা ভ্রমাত্মক জ্ঞান করেন, ... দেহ ও মনের ধারণাও ভ্রমাত্মক জ্ঞান ... । যখন ঈশ্বর উড়িয়া যান, তখন দেহ ... উড়িয়া যায় আর যখন উভয়েরই লোপ ... উপরই যাহা যথার্থ সত্য, তাহা চিরকালের ... থাকিয়া যায়।

"তথায় চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নহে। আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইনা বা জানিতেও পারি না।"

ইহার তাৎপর্য্য আমরা এখন এই বুঝিতে পারিতেছি যে যতদূর পর্য্যন্ত বাক্য চিন্তা বা বুদ্ধি যাইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত মায়ার অধিকার; তত দূর পর্য্যন্ত বন্ধনের ভিতর। সত্য উহাদের বাহিরে। তথায় চিন্তা মন বা বাক্য কিছুই পঁহুছিতে পারে না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিচারের দ্বারা ত বেশ বুঝা গেল; কিন্তু এইবার সাধনের কথা আসিতেছে। এই সব ক্লাসে আসল শিক্ষার বিষয় সাধন। এই একত্ব উপলব্ধির জন্য কোন প্রকার সাধনের প্রয়োজন আছে কি? নিশ্চিত আছে। সাধনের দ্বারা যে আপনাদিগকে এই ব্রহ্ম হইতে হইবে, তাহা নহে; আপনারা ত পূর্ব্ব হইতেই তাহা আছেন। আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে হইবে বা পূর্ণ হইতে হইবে, একথা সত্য নহে। আপনারা সদাই পূর্ণস্বরূপ রহিয়াছেন আর যখনই আপনারা মনে করেন, আপনারা পূর্ণ নহেন, সে ত একটা ভ্রম। এই ভ্রম—যাহাতে আপনাদিগকে অমুক পুরুষ অমুক নারী বলিয়া বোধ হইতেছে, আর একটী ভ্রমের দ্বারা দূর হইতে পারে আর সাধনা বা অভ্যাসই সেই অপর ভ্রম। আগুন আগুনকে খাইয়া ফেলিবে—আপনারা এক ভ্রমকে নাশ করিবার জন্য অপর ভ্রমের সাহায্য লইতে পারেন, একখণ্ড মেঘ আসিয়া অপর খণ্ড মেঘকে সরাইয়া দিবে, শেষে উভয়টীই চলিয়া যাইবে। তবে এই সাধনাগুলি কি? আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে মুক্ত হইব তাহা নহে; আমরা সদাই মুক্ত। আমরা বদ্ধ, এরূপ ভাবনামাত্রই গুরুতর ভ্রম। আর এক ভ্রম আসিবে যে, আমাদিগকে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা, উপাসনা ও চেষ্টা করিতে হইবে; এই ভ্রম আসিয়া প্রথম ভ্রমটীকে তাড়াইয়া দিবে; তখন উভয় ভ্রমই দূর হইয়া যাইবে।

মুসলমানেরা শিয়ালকে অতিশয় অপবিত্র মনে করিয়া থাকে; হিন্দুরাও তদ্রূপ কুকুরকে অশুচি ভাবিয়া থাকে। অতএব শৃগাল বা কুকুর খাবার ছুঁইলে উহা ফেলিয়া দিতে হয়, উহা আর কাহারও খাইবার যো নাই। কোন মুসলমানের বাটীতে একটী শৃগাল প্রবেশ করিয়া টেবিল হইতে কিছু খাদ্য লইয়া খাইয়া পলাইল। লোকটী বড়ই দরিদ্র ছিল। সে নিজের জন্য সেদিন অতি উত্তম ভোজের আয়োজন করিয়াছিল আর সেই ভোজ্যদ্রব্য সমুদয় শিয়ালের স্পর্শে অপবিত্র হইয়া গেল। আর তাহার খাইবার যো নাই। কাজে কাজেই সে একজন মোল্লার কাছে গিয়া নিবেদন করিল—"সাহেব, গরিবের এক নিবেদন শুনুন; একটা শিয়াল আসিয়া আমার খাদ্য হইতে খানিকটা লইয়া খাইয়া গিয়াছে, এখন ইহার একটা উপায় করুন। আমি অতি সুখাদ্য সব প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার বড়ই বাসনা ছিল যে, পরম তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিব। এখন শিয়াল বেটা আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়া গেল। আপনি ইহার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা দিন।" মোল্লা মুহূর্ত্তেকের জন্য একটু ভাবিলেন, তার পর উহার একমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, ইহার একমাত্র উপায়—একটা কুকুর লইয়া আসিয়া যে থালা হইতে শিয়ালটা খাইয়া গিয়াছে সেই থালা হইতে তাহাকে একটুকু খাওয়াও। এখন কুকুর শিয়ালের নিত্য বিবাদ। তা শিয়ালের উচ্ছিষ্টটাও তোমার পেটে যাইবে, কুকুরের উচ্ছিষ্টটাও যাইবে, ঐ দুই উচ্ছিষ্টে পরস্পর সেখানে ঝগড়া লাগিবে, তখন সব শুদ্ধ হইয়া যাইবে।" আমরাও অনেকটা এইরূপ সমস্যায় পড়িয়াছি। আমরা যে অপূর্ণ, ইহা একটা ভ্রম; আমরা উহা দূর করিবার জন্য আর একটী ভ্রমের সাহায্য লইতেছি, পূর্ণ তা লাভের জন্য আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। তখন একটি ভ্রম আর একটী ভ্রমকে দূর করিয়া দিবে, যেমন আমরা একটা কাঁটা তুলিবার জন্য আর একটা কাঁটার সাহায্য লইতে পারি এবং শেষে উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দিতে পারি। এমন লোক আছেন, যাহাদের পক্ষে একবার তত্ত্বমসি শুনিলেই তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের উদয় হয়। চকিতের মধ্যে এই জগৎ উড়িয়া যায় আর আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু আর সকলকে এই বন্ধনের ধারণা দূর করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়।

প্রথম প্রশ্ন এই, জ্ঞানযোগী হইবার অধিকারী কাহারা? যাহাদের নিম্নলিখিত সাধন সম্পদগুলি আছে। প্রথমতঃ ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, এই জীবনে বা পরজীবনে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ বাসনার ত্যাগ। যদি আপনিই এই জগতের স্রষ্টা হন তবে আপনি যাহা বাসনা করিবেন, তাহাই পাইবেন; কারণ, আপনি উহা স্বীয় ভোগের জন্য সৃষ্টি করিবেন, কেবল কাহারো শীঘ্র, কাহারো বা বিলম্বে ঐ ফললাভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ উহা প্রাপ্ত হয়, অপরের পক্ষে তাহাদের ... সংস্কারসমষ্টি

তাহাদের বাসনাপূর্ত্তির ব্যাঘাত করিতে থাকে। আমরা ইহজন্ম বা পরজন্মের ভোগ বাসনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকি। ইহজন্ম বা পরজন্ম বা আপনার কোনরূপ জন্ম আছে, ইহা একেবারে অস্বীকার করুন; কারণ, জীবন মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। আপনি যে জীবন সম্পন্ন প্রাণী, ইহাও অস্বীকার করুন। জীবনের জন্য কে ব্যস্ত? জীবন একটা ভ্রমমাত্র, মৃত্যু উহার আর এক দিক মাত্র। সুখ এই ভ্রমের এক দিক দুঃখ আর এক দিক। সকল বিষয়েই এইরূপ। আপনার জীবন বা মৃত্যু লইয়া কি হইবে? এ সকলই ত মনের সৃষ্টি মাত্র। ইহাকেই ইহামুত্রফলভোগবিরাগ বলে।

তারপর শম বা মনঃসংযমের প্রয়োজন। মনকে এমন শান্ত করিতে হইবে যে, উহা আর তরঙ্গাকারে ভগ্ন হইয়া সর্ব্ববিধ বাসনার লীলাক্ষেত্র হইবে না। মনকে স্থির রাখিতে হইবে, বাহিরের বা ভিতরের কোন কারণ হইতে উহাতে যেন তরঙ্গ না উঠে—কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে হইবে। জ্ঞানযোগী শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ সহায় লন না। তিনি কেবল দার্শনিক বিচার, জ্ঞান ও নিজ ইচ্ছাশক্তি—এই সকল সাধনেই বিশ্বাসী। তারপর তিতিক্ষা—কোনরূপ বিলাপ না করিয়া সর্ব্বদুঃখ সহন। যখন আপনার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, সেদিকে খেয়াল করিবেন না। যদি সম্মুখে একটী ব্যাঘ্র আসে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকুন। পলাইবে কে? অনেক লোক আছেন, যাঁহারা তিতিক্ষা অভ্যাস করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হন। এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা ভারতে গ্রীষ্মকালে প্রখর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তাপে গঙ্গাতীরে শুইয়া থাকেন আবার শীতকালে গঙ্গাজলে সারাদিন ধরিয়া ভাসেন। তাঁহারা এ সকল গ্রাহ্যই করেন না। অনেক লোকে হিমালয়ের তুষার রাশির মধ্যে বসিয়া থাকে, কোন প্রকার বস্ত্রাদির জন্য খেয়ালও করে না। গ্রীষ্মই বা কি? শীতই বা কি? এ সকল আসুক যাক—আমার তাহাতে কি? আমি ত শরীর নহি। এই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এইরূপ যে লোকে করিয়া থাকে, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। যেমন আপনাদের দেশের লোকে কামানের মুখে বা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে লাফাইয়া পড়িতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন, আমাদের দেশের লোকও তদ্রূপ তাঁহাদের দর্শনানুসারে চিন্তাপ্রণালী নিয়মিত করিতে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিয়া থাকেন। "আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—'সোঽহং'।" দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে বিলাসিতাকে বজায় রাখা যেমন পাশ্চাত্য আদর্শ, তেমনি আমাদের আদর্শ কর্ম্ম জীবনে সর্ব্বোচ্চতরের আধ্যাত্মিক ভাব রক্ষা করা। আমরা উহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে চাই যে, ধর্ম্ম কেবল ভূয়ো কথামাত্র নহে, কিন্তু এই জীবনেই ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহাই তিতিক্ষা—সমুদয় সহ্য করা—যাঁহারা বলেন, "আমি আত্মা—আমার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের আবার গৌরব কি? সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, শীত উষ্ণ, এ সকল আমার পক্ষে কিছুই নহে।" ইহাই তিতিক্ষা—দেহের ভোগ সুখের জন্য ধাবমান হওয়া নহে। ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম মানে কি এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে যে, "আমাকে এই দাও, ওই দাও?" ধর্ম্ম সম্বন্ধে এ সকল আহাম্মকি ধারণা। যাহারা ধর্ম্মকে ঐরূপ মনে করে, তাহাদের ঈশ্বর ও আত্মার যথার্থ ধারণা নাই। মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন, "চিল শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু তার নজর থাকে গো-ভাগাড়ে।" যাহা হউক আপনাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল ধারণা আছে, তাহার ফলটা কি বলুন দেখি; রাস্তা সাফ করা আর উত্তমরূপে অন্নবস্ত্রের যোগাড় করা? অন্নবস্ত্রের জন্য কে ভাবে? প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লোক আসিতেছে, লক্ষ লোক যাইতেছে—কে গ্রাহ্য করে? এই ক্ষুদ্র জগতের সুখ দুঃখ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন কেন? যদি সাহস থাকে, উহাদের বাহিরে চলিয়া যান। সমুদয় নিয়মের বাহিরে চলিয়া যান; সমগ্র জগৎ উড়িয়া যাক—আপনি একলা আসিয়া দাঁড়ান। "আমি নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দস্বরূপ—সোঽহং, সোঽহং।" (উদ্বোধন ১১ব, ১১ সং)

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে গ্রাহকগণের নামের নম্বর ও যে তারিখে উঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ উঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করে। বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গেলে বুঝিতে হইবে।

১৫৪৮ শ্রীযুক্ত ছাত্রবৃন্দ, মদনগঞ্জ, নিঃ প্রাঃ স্কুল ৩১।১২।১০
১৫৪৯ „ গোপীবল্লভ দত্ত মণ্ডিয়াড়ি ঐ
১৫৫০ „ রঘুনাথ রায়, বালুড়িপাড়া ঐ
১৫৫১ „ দেবেন্দ্র চন্দ্র দে অভয়েশ্বরী হাইস্কুল ঐ
৫১ „ বিপিন চন্দ্র আচার্য্য রাজবাড়ী ঐ
১৫০৫ „ প্রহ্লাদ দাস মহাপাত্র হেঃ পঃ এরেন্দা ঐ
১৫৫২ „ আক্ষয় আদি মণ্ডল কটক গাঁজা নিঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৫৫৩ „ বামাচরণ দে তিরকা ঐ
৩৩ „ সতীশ চন্দ্র মুখো: হেঃ মাঃ মুগবেড়িয়া ঐ
১৫৫৪ „ জ্ঞানেন্দ্র নাথ সরকার পাঁতিহাল ঐ
১৫৫৫ „ দীনবন্ধু বসু কেন্দুয়াকুঠি ঐ
১৫৫৬ „ সেঃ গোয়ালপুর মইঃ স্কুল ঐ
১৫৫৭ „ ছাত্রবৃন্দ ওসমানপুর মইঃ স্কুল ঐ
৭১২ „ হেঃ মাঃ আরাজাবাদ মইঃ স্কুল ঐ
১৫৫৮ „ পরেশনাথ মুখো: জেনকিনস স্কুল ঐ
১৫৫৯ „ বনমালী বিশ্বাস কাওরাখোলা ঐ
১৫৬০ „ হেঃ মাঃ খাস্না মইঃ স্কুল ঐ
১০৪৯ „ উমাচরণ কর্ম্মকার সাঃ পঃ গোপীনাথপুর ঐ
৮৮৫ „ সেঃ সিঙ্গুর হাইস্কুল ঐ
৩ „ গোলকনাথ বসু হেঃ পঃ মহাপাল ঐ
১৪২ „ যতীন্দ্র নাথ পাঁজা বর্দ্ধমান ঐ
৯৪১ „ রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী পেটবিন্দি স্কুল ঐ
১৫৬১ „ বিপিন বিহারী মান্না বটবনা উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
৮৬৪ „ পতিতপাবন হালদার শুড়প স্কুল ঐ
১৫৬২ „ হেঃ মাঃ কলাইর মইঃ স্কুল ঐ
১০১৯ „ হেঃ মাঃ ভুবনাজপুর মইঃ স্কুল ঐ
১৫৬৩ „ রামরতন বন্দ্যো হেঃ পঃ লালগড় উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
৮৫৩ ছাত্রবৃন্দ রাধানাথ মইঃ স্কুল আয়মান স্কুল ঐ
১৫৬৪ „ ক্লেওস এণ্ড কোঃ বৈকুণ্ঠপাড়া কালিমেলা বাদিয়াগ্রাম ঐ
১১৬০ „ রামশরণ বিদ্যাবাগীশ যাটিরকন্দ ঐ
১৫৬৫ „ নারায়ণ দাস নাইয়া বহড়ু ঐ
১৫৬৬ „ কালীপদ বন্দ্যো হেঃ মাঃ যবগ্রাম মইঃ স্কুল ঐ
১৭২ „ হেঃ মাঃ মৌগ্রাম মইঃ স্কুল ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Educatioan Gazette Chinsurai,*

দেশপূজ্য ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র সুহৃদ্ ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল রচিত প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস প্রেসিডেন্সী বিভাগের অপার প্রাইমারী পরীক্ষার কোর্স হইয়াছে মূল্য ৫০ আনা; উক্ত ইংরাজী স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকের বহুল প্রচারের চেষ্টা করিবেন। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার।

নং ২৫১ ৪।২,১৯১০

Notice.

His Excellency the Chancellor has been pleased to direct that four ordinary fellows shall be elected this year in accordance with the provision of chapters 12 and 13 of the University Regulations.

The procedure for the elections shall be as follows:—

(a) The faculty of medicine to elect two Fellows, one of whom at least shall be the head of, or a Professor in, a College affiliated to the University in Medicine. The election shall be held on the 5th March 1909.

(b) The Registered Graduates to elect two Fellows from among themselves. The election shall be held on the 12th March 1909.

Further particulars regarding the elections will be notified later on.

G. Thibaut Registrar

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমার স্বর্গীয় পিতা ৺ ঈশানকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত, আসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ভারতবর্ষ, বর্দ্ধমান বিভাগ অথবা অন্য কোন দেশের বা প্রদেশের মানচিত্র যদি কোন বিদ্যালয়ে থাকে, তাহা হইলে, আমি উচিত মূল্য দিয়া সেই পুরাতন মানচিত্র ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। যদি কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে আমি লোক দিয়া সেই মানচিত্র আনাইব।

শ্রীআনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

চন্দননগর বাগবাজার।

একজন এফ এ শিঃ বেতন যোগ্যতানুসারে ২০—২৫ টাকা ও আবা। যাহিরা হইলে অন্যান্য সুবিধা হইতে পারে। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মাইতি সাঃ সওনাগাছি পোঃ আমতাদহ (হাওড়া)।

জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক। বেতন আপাততঃ দশ টাকা ও আবা বাগডুলি মইঃ স্কুল পোঃ মৌঘাট, ফরিদপুর।

ড্রিল ড্রইং জানা নর্ম্মাল তৃতীয় বর্ষ উত্তীর্ণ একজন হেঃ পঃ বেতন মাসিক ১২৲ ও আবা আমাদী পোঃ (খুলনা)।

জনৈক নর্ম্মাল পড়া ২য় পণ্ডিত বেতন ১২৲ স্কুলে বোর্ডিং র সাহায্য আছে পোঃ ফুলছড়ি ফুলছড়ি মধ্য স্কুল জিলা রংপুর। জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ ইংরেজী শিক্ষক বেতন ১৫৲ ও আবা।

দেউলগ্রাম মানকুর সাহায্যকৃত মইঃ স্কুলে ইংলিস ইডিয়ম ও উচ্চারণ এবং শিক্ষকতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২২ টাকা বেতনে জনৈক এফ এ হেঃ মাঃ। পোঃ দেউলগ্রাম, জেলা হাওড়া

উঃ প্রাঃ স্কুলে মাইনর পাশ নূঃ হেঃ পঃ বেতন ১০৲ ও আবা। লোকের সদ্গোপ ও কায়স্থের আবেদন অগ্রগণ্য। কর্মক্ষম হওয়া চাই মাটীয়াল স্কুল। পোঃ উলিপুর (রংপুর)।

জেলা বাকুড়া, বিজপুর মধ্যস্কুলে নর্ম্যালপাশ একজন শিক্ষক বেতন ১৭ টাকা। শ্রীবনয়ারি লাল সরকার ডাকঘর বিজপুর জেলা বাকুড়া।

জিলা রংপুর পোঃ হরিদেবপুর হরিদেবপুর মধ্য স্কুল মাইনর পাশ ৩য় শিঃ বেতন ১০ টাকা এবং আগ্রা। হেডপণ্ডিতের নিকট আবেদন করুন।

সোনারকুণ্ড মধ্য স্কুলে মধ্য পড়া পারশী ও উর্দ্দু ৩।৪ খানি পুস্তক পড়াইতে সক্ষম একজন মুসলমান ওস্তাদজী বেতন গুণানুসারে ৫।৬ টাকা ও প্রাইভেটে আহার মিলবে। পোঃ নলহাটী সোনারকুণ্ড এম ই স্কুল জেলা বীরভূম।

সরাবপুর মধ্য স্কুলে একজন এফ এ প্রধান শিক্ষক বেতন ১৮৲ ও আবা। শ্রীলালতমোহন ধর জালালপুর মণিরামপুর পোঃ, যশোহর।

ময়নাগুড়ি মইঃ স্কুলে মাসিক ২০৲ বেতনে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ নূঃ হেঃ পঃ ময়নাগুড়ি পোঃ, জলপাইগুড়ী জেলা।

রাণীগ্রাম মইঃ স্কুলে গুরুট্রেনিং পাশ ৩য় শিক্ষক। বেতন সাত টাকা। প্রাইভেট পড়াইয়া আবা ও নগদ ২।৩ টাকা হইতে পারে। মাইনর পাশ থাকিলে পোষ্ট আফিস হইতে ৪৲ পাইবেন। শ্রীমুরলীধর ঘোষ হেডমাষ্টার পোঃ রাণীগ্রাম ভায়া সিউড়ী জেলা সাঁওতাল পরগণ।

উজলপুর উঃ প্রাঃ স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক। বেতন আপাততঃ দশ টাকা ও আবা। মধ্য বাঙ্গালা পাশ ও কিছু ইংরাজী জানা চাই। শ্রীভুবন মোহন মুখোপাধ্যায়, পোঃ ঝাউদিয়া জেলা যশোহর।

একজন গ্রাজুয়েট ২য় শিক্ষক ভাল ইংরাজী জানা ৫০ টাকা বেতন টি এন ইনঃ জেলা মুরসিদাবাদ দুই বৎসর থাকা চাই। রেলষ্টেশন হইতে ১৩ মাইল। স্কুল সংস্থষ্ট বোর্ডিং আছে।

এ কোর্স গ্রাজুয়েট লোনসিংহ হাই স্কুল বেতন ৫৫৲ হইতে ৬০ টাকা। আর একজন গ্রাজুয়েট সহকারী শিক্ষক। বেতন ৪৫ হইতে ৫০ টাকা। পোঃ লোনসিংহ জেলা ফরিদপুর।

জনৈক এফ এ ৪র্থ শিক্ষক ভাল গণিত জানা। ৩০ টাকা গোডডা হাই স্কুল আগ্রা।

নয় বৎসরের একটী ছেলেকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পড়াইবার জন্য একজন প্রাইভেট শিক্ষক। গুণানুসারে ১৫ ২০ টাকা বেতন। আবা। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যো, জমিদার, মুড়াপাড়া, ঢাকা এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

একজন গ্রাজুয়েট এবং ইংরাজী জানা কাব্যতীর্থ হেঃ পঃ। সিঙ্গুর হাই স্কুল। বেতন যথাক্রমে ৩৮ ও ১৮ টাকা। আগ্রা। পোঃ সিঙ্গুর, জেলা হুগলী।

একজন বি এ সহকারী হেঃ মাঃ ৪৫ টাকা এবং একজন এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক ১৫৲। খোকসা ষ্টেশনের নিকট। বোর্ডিং আছে। ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

সোমসার মধ্য স্কুলে নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা। আগ্রা সোমসার পোঃ, জেলা বাকুড়া।

পুরন্দরপুর মইঃ স্কুলে ১২ টাকা বেতনে দ্বৈবার্ষিক ড্রিল ড্রইং জানা শিক্ষক। প্রাইভেট পড়াইলে ৫।৬ টাকা পাইতে পারেন। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ চাই।

ধরমণ্ডল মধ্য স্কুলে ত্রৈবার্ষিক অথবা নূ দ্বিতীয় বার্ষিক প্রধান পণ্ডিত। বেতন ১৬ টাকা নিজ খোরাকীতে থাকিতে হইবে। পোঃ ধরমণ্ডল জেলা ত্রিপুরা।

"মল্লিকপুর হিন্দু লাইব্রেরীর জন্য একজন এণ্ট্রান্স পাশ লাইব্রেরীয়ান বেতন ১০ টাকা ও আগ্রা। পোঃ মল্লিকপুর (যশোহর)

প্রাপ্তপত্র

সম্পাদকীয় মতামত নহে

সদালাপ। (২৬)

[illegible] বন্ধুর [৺ কৃষ্ণদাস পাল]—যে [illegible] পীড়ায় শেষে অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল [illegible]তরের মৃত্যু হয় তাহার চিকিৎসা [illegible] উপায় ঠিক হইতেছে না [illegible] কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন [illegible] মহেন্দ্রলাল সরকারের উৎকৃষ্ট হোমিও- [illegible] চিকিৎসা করান হউক।" কৃষ্ণদাস [illegible] দিয়াছিলেন "আমার পুরাতন পীড়ায় এই [illegible] বৃদ্ধিতে এ যাত্রায় কিছুতেই আমার [illegible] নাই; মহেন্দ্র আমার পরম বন্ধু। শেষটায় [illegible] তাঁহার অপযশের কারণ হইব না।"

[illegible] সদ্বিবেচনা [৺ রাজমোহন সরকার] [illegible] তারকচন্দ্র সরকার [কার তারক [illegible]দার] ৺ রাজমোহন সরকারের পুত্র। [illegible] নৌকাযোগে প্রায়ই কোনা গ্রামে [illegible] এবং সেই দিনই নৈহাটীতে ফিরিতেন। [illegible] আনা বরাদ্দ ছিল। পুত্র তারককে [illegible] ছিল যে মাঝি তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছাইলেই [illegible] চুকাইয়া দিতে হইবে। একদিন টাকা [illegible]কায় তারক বাবু মাঝিকে পরদিন [illegible]লিয়াছিলেন। তদনুসারে মাঝি [illegible] রাজমোহন জানিতে পারিলেন যে পূর্ব্ব- [illegible] দেওয়া হয় নাই। তিনি পুত্রকে [illegible] বলিলেন "বাবা! মাঝি গরিব বলিয়া [illegible] কাজ ক্ষতি করাইয়া উহাকে ভাড়া পাওনার [illegible] আবার হাঁটাইলে, কিন্তু কারবারে ঠিক [illegible] টাকা না দিলে হয় গহনা দিতে হয় না [illegible] যায়। উহাকে আজ ।৴০ আনা দাও। [illegible]দের দেশে "কাল এসো" বা "এখন নয়" [illegible] এইরূপ বলিয়া গাড়োয়ান, মাঝি, [illegible] প্রভৃতির অসুবিধা অনেকেই [illegible] থাকেন। উহা অনুচিত।

[illegible]মনিবের সহানুভূতি (৺ শশিভূষণ বন্দ্যো [illegible])—হুগলীর খ্যাতনামা সরকারী উকিল ৺ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বৈশাখ [illegible] রৌদ্রে বেলা দুইটার সময় একটা [illegible] করিয়া চুঁচুড়ায় তাঁহার বৈবাহিকের [illegible] আসিয়াছিলেন। তিনি যে কাজের জন্য আসিয়াছিলেন একজন চাকরকে তাড়াতাড়ি একটু চিরকুট লিখিয়া দিয়া পাঠাইলেও তাহা হইতে পারিত। তাঁহার বৈবাহিকের বাটীস্থ কোন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাজের জন্য "এত রৌদ্রে আপনি নিজে আসিলেন কেন?" উত্তর— "চাকর বাকর কাহাকেও পাঠাইব প্রথমটায় মনে করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু দেখিলাম ভারি রৌদ্র। কোন চাকরকে আসিতে বলিতে পারিলাম না।"

(১৩৩) মন্ত্রশক্তি (বৃত্রাসুরের যজ্ঞ)।— মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক গল্প আছে,—

বৃত্রাসুর কঠোর তপস্যায় বলী হইয়া দেবগণকে পরাজয় পূর্ব্বক স্বর্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার অত্যাচারে বিশ্বসংসার প্রপীড়িত করিতেছিল। সম্মিলিত দেবগণ পবিত্রাত্মা ত্যাগি-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধ ব্যবস্থা করিলে বৃত্রাসুর ইন্দ্রের বিনাশ জন্য যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিল। সে যজ্ঞ পূর্ণ হইলে ইন্দ্রেরই ধ্বংস নিশ্চয় হইত।

সে যজ্ঞের শেষমন্ত্র "ইন্দ্রশত্রুং জহি স্বাহা" ইন্দ্ররূপ শত্রুকে বিনাশ কর। এই মন্ত্রে ইন্দ্র ও শত্রু এই উভয় পদে জিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে "ইন্দ্ররূপ শত্রুকে" এইরূপ অর্থ হয়। আর ইন্দ্র এই প্রথম পদে জিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে ইন্দ্রের শত্রুকে বিনাশ কর এইরূপ অর্থ হয়। বৃত্রাসুরের অত্যাচার জনিত কর্ম্মফলে পুরোহিতের কণ্ঠে দুষ্টা সরস্বতীর আশ্রয় জন্য বিকৃত স্বর হইয়া পুরোহিত "ইন্দ্র শত্রু:" এই পদের ইন্দ্র কথাটীর উপর জিহ্বার আকর্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের শত্রু বিনাশ কর, এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া বৃত্রাসুরের যজ্ঞের ফলে বৃত্রাসুরেরই ধ্বংস হইল। বিকৃত মন্ত্রের এতই বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

পুরোহিত সন্তানদিগের সুশিক্ষা সাধনে গৃহস্থদিগের যত্ন না করার পাপেই এখনকার লোকে মূর্খ পুরোহিতের বিকৃত মন্ত্রের ফল পাইতেছেন। নিজেরা ধার্ম্মিক থাকিয়া সুশিক্ষিত পুরোহিতের প্রাপ্তি চেষ্টা করাই সকল হিন্দু সন্তানের পক্ষে সুসঙ্গত কার্য্য। ঐরূপ চেষ্টার সুফল অবশ্যই ফলিবে।

দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণে [illegible] ব্রাহ্মণদেবতাঃ॥

সমুদয় জগৎ দেবতার অধীন, দেবতারা মন্ত্রের অধীন, সেই সকল মন্ত্র ব্রাহ্মণে বর্ত্তমান; সেই জন্যই ব্রাহ্মণ দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

মন্ত্রৈঃ শতগুণং প্রোক্তং ভক্ত্যা লক্ষ গুণোত্তরম্।
ভক্তি মন্ত্রসমেতং তু কোটিকোটি গুণং স্মৃতম্॥

মন্ত্রে শতগুণ ফল; ভক্তিতে লক্ষগুণ ফল; ভক্তি ও মন্ত্রের যোগ হইলে কোটি কোটি গুণ ফল হইয়া থাকে।

(১৩৪) প্রতিজ্ঞা রক্ষা (রেজো গোঁসাইয়ের পুত্রের মাথা।)—শান্তিপুরে কোন সময়ে একজন মেছুনী দারুণ গ্রীষ্মের সময় মাছ বেচিয়া তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে ফাটিতে মাঠের উপর দিয়া আসিয়া গ্রামের প্রান্তস্থ মুদীর দোকানের নিকট অতিশয় তৃষ্ণায় "জল জল" করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। উহার অবস্থা দেখিয়া মুদী শীঘ্র জল লইয়া গেলে মেছুনী জল লইবার জন্য হস্ত পাতে কিন্তু পরক্ষণেই হাত সরাইয়া লইয়া বলে "রস বাবা, আগে সেই রেজো গোঁসাইয়ের পুত্রের মাথা খাই তবেত জল খাব।" রজনী গোস্বামী স্ত্রীলোকটীর গুরু। জল খাইতে যাইয়া তাহার স্মরণ হইল, যে ইষ্টমন্ত্র জপ করা হয় নাই। অতিশয় পিপাসায় জলপানে এরূপ বিড়ম্বনা হইল দেখিয়া মেছুনীর এমন রাগ হইয়াছিল যে সে বিকৃত করিয়া গুরুর নাম বলিয়া ফেলিল এবং তাঁহার পুত্রের মাথা খাইতে চাহিল, কিন্তু তথাপি তাহার নিকট কৃত প্রতিজ্ঞাটা (ইষ্ট মন্ত্র না জপিয়া জল গ্রহণ করিব না) ভঙ্গ করিল না। এই ঘটনার স্মরণে আজও ঐ অঞ্চলে সন্ধ্যা আহ্নিক হইয়াছে কি না কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার স্থলে বলা হয়, "কি গো রেজো গোঁসাইয়ের পুত্রের মাথা খাওয়া হইয়াছে কি?"

(১৩৫) যার মন উচ্চ সেই বড় (মেথর সর্দ্দার)।—একদিন কোন মিউনিসিপ্যাল কমিশনর এক মিউনিসিপালিটীর মেথরের সর্দ্দারকে বলিয়াছিলেন, "অমুক মেথরটাকে একটা কাজে লাগিয়ে দেও, লোকটা বেশ মজবুত।" সর্দ্দার বলিল "বাবু, কোন ওয়ার্ডেই কাজ খালি নাই।" তখন বাবু বলিলেন "কেটা কোথাও খালি করিয়া উহাকে ঢুকাইয়া দে।" সর্দ্দার এই কথায় হাত জোড় করিয়া বলিল, "বাবু কার রুটি মারব?" কমিশনর বাবু এই কথায় নিরুত্তর হইয়া গেলেন। পরে তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তিকে বলিলেন, "ভাই। দেখ, একজন মেথর সর্দ্দার আমাকে আজ সুশিক্ষা দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যে তাহার মন আমার অপেক্ষা অনেক উঁচু। আমি একজনের [illegible] করিতে [illegible] করিয়াছিলাম। কিন্তু [illegible] যে অপরের হইবে তাহা মনেও স্থান দিই নাই।"

[১৩৬] সকত আত্ম গৌরব [মেথরাণীর]।—কেহ কোন মেথরাণীকে কৌতূহল বশতঃ 'জিজ্ঞাসা' করিয়াছিলেন "তোমাদের পাইখানা পাটার সময় ঘৃণা বোধ হয় না?" মেথরাণী বলিয়াছিল আমাদের বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন "তোমরা সকলে দ্বই মা। 'ছেলের গুয়ে ঘেন্না করিতে নাই।' খুব যত্নে খুব পরিষ্কার করিয়া কাজ করিবে।"

ইহাই বর্ণাশ্রমের প্রকৃত ভাব। ধোপা সকলের কাপড় সাফ করিয়া সভায় সৌষ্ঠব সম্পাদন করে তাই উঁহাদের "সভা সাজক" বলে। নাপিত ক্ষৌরাদি দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে বলিয়া "নরসুন্দর" অভিদেয়। সাধারণের প্রয়োজনীয় কোন কাজই ছোট নয়। সমাজ মধ্যে কোন বর্ণই হীন নয়। সকলেই সমাজরূপী শকট এঞ্জিনের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ চাকা মাত্র।—সকলেই সমাজরূপী বিরাট পুরুষের অঙ্গ। শূদ্রগণকে ব্রহ্মার পা বলায় উঁহাদের হীন করা হয় না। দেবতার পায়ে ফুল চন্দন দিতে হয়। সমাজের সকল অঙ্গই প্রয়োজনীয় ও পূজনীয়। যে অঙ্গকে ছোট মনে করে সেই ছোট।

[১৩৭] নামে ভক্তি [মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র]।—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দলিল দেখাইয়া বাজেয়াপ্ত লাখরাজ সম্বন্ধে ছাড় চাহিলে মহারাজ উঁহার সমস্ত দাবী গ্রাহ্য করিয়া ছাড় পত্র স্বাক্ষর জন্য কালি আনিতে বলিলেন। যে দোয়াত আসিল তাহার কালি পাতলা। সেই কালির স্বাক্ষর শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে সন্দেহে মহারাজ বলিলেন "এ কালি ভাল নয়।" কর্ম্মচারী ভাল শুনিতে না পাইয়া পুনরাদেশের আশায় সঙ্কুচিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন "মহারাজ বলিতেছেন এ সিয়াই ভাল নয়।" কালী-ভক্ত মহারাজ দেখিলেন ব্রাহ্মণ "কালী" শব্দ ব্যবহার না করিয়া পারসী শব্দ সিয়াই ব্যবহার করিল। তিনি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কালী বলিতে পারিলেন না! আমি ত সিয়াই বলি নাই! মার নাম মুখে আটকায়?" তেজস্বী ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন "মহারাজ! মার নামের মত উচ্চারিত শব্দের সহিত "ভাল নয়" কথার প্রয়োগ প্রকৃতই আমার মুখে আটকায়; সেই জন্যই সিয়াই শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম।" মহারাজ লজ্জিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের উপর বিশেষ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

রাজতরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

মহামুনি কশ্যপ একদা এই ভূমণ্ডলের যে উপকার করিতে পারেন নাই এবং একা বলদেব ঠাকুর হইতেও যে উপকার হয় নাই সুকৃতী সুয্য একাই অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিলেন।

অগাধ জল রাশি হইতে পৃথিবীকে উঠান ও সেই ভূমিকে ব্রাহ্মণকুলে সমর্পণ করা, জলের মাঝে পাথর দিয়া পুল তৈয়ারী করা ও কালীয় সাপকে বাঁধা এই যে চারিটী অলৌকিক কর্ম্ম ভগবান বৈকুণ্ঠনাথের চারি অবতারে যথাক্রমে ঘটিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে সেই সকলগুলি সুয্যের এক জন্মেই এইরূপে সম্পন্ন হইল, ইহা অপেক্ষা পুণ্যের পরিচয় আর কি হইতে পারে?

যে কাশ্মীরে সৃষ্টি কাল হইতে এযাবৎ অতি সুভিক্ষ সময়েও একখারী অর্থাৎ বর্ত্তমানে প্রায় পাঁচমন ধান্য কিনিতে হইলে দুইশত মুদ্রা লাগিত কখন ইহার কম টাকা বিনিময়ে মিলে নাই কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেই কাশ্মীরে সুয্যের অলৌকিক কৌশল প্রকাশের পর হইতে সেই পরিমাণ ধান্য ছত্রিশটী মাত্র মুদ্রায় কেনা যাইতে লাগিল।

বিতস্তা নদী মহাপদ্ম সরোবরের বর্দ্ধিত জল রাশিতে প্লাবিত ছিল। এক্ষণে এইরূপে সেই-নদী পূর্ব্বাকারে প্রকাশ পাইলে পর তাহার তটদেশে সুয্য মহোদয় নিজের নাম সঙ্কেতে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন।

এবং সুয্য-কুণ্ডল নামক গ্রামখানি ব্রাহ্মণ হস্তগত করিয়া তথায় সহজে সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত বিতস্তা বক্ষে যে একটি অপূর্ব্ব সেতু নির্ম্মাণ করিলেন নিজের পালয়িত্রী মাতার প্রীতির জন্য ঐ সেতুর সুয্যাসেতু বলিয়া নাম দিলেন।

এইরূপে সুয্য মহোদয়ের অমানুষী চেষ্টাতে জল রাশি হইতে ভূখণ্ড উত্থিত হওয়ায় সহস্র সহস্র গ্রাম নগর বসিয়া গেল, সে সকল অবন্তীবর্ম্মা রাজারই বিজয়লব্ধ ভূমি বলিয়াই ঘোষিত হইতে লাগিল।

এবম্বিধ ধর্ম্মানুগত ঘটনাবলী দ্বারা লোকের মহোপকার করিয়া রাজা অবন্তী বর্ম্মা সত্যযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন ও তিনি মহারাজ মান্ধাতার ন্যায় দয়াবীর হইয়া পৃথিবীকে পালন করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে ঐ কাশ্মীরনাথের কঠিন পীড়া উপস্থিত হইল। যখন বুঝিলেন যে নিজের প্রাণ সংশয়াপন্ন, কিছুতেই বাঁচিবার আশা নাই তখন চরম কালের সুবিধার নিমিত্ত ত্রিপুরেশ পর্ব্বতে জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবের ক্ষেত্রে গমন করিলেন।

এবং তথায় সেই বৈষ্ণব রাজা নিজের অবধারিত মৃত্যু অতি নিকট হইয়াছে যখন বুঝিলেন তখন সেই আসন্নকালে নিজে বহুকাল ধরিয়া যাহাকে অন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন সেই বৈষ্ণবত্ব বাহিরে না দেখাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

তিনি চরম কালে ভক্তি সহকারে মহাভারতের ভগবদ্গীতা শুনিতে লাগিলেন ও বিষ্ণুর পাদ পদ্ম ভাবিতে ভাবিতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় অবস্থিদের উনষাট বৎসর সময়ে আষাঢ় মাসের শুক্ল তৃতীয়াদিনে এ সংসার হইতে চিরদিনের মত অস্তে গমন করিলেন। তাঁহার অবসান হইলে ঐ উজ্জ্বল বংশের অপরাপর সকলেই ধনলোভে উদ্ধত হইয়া উঠিল ও এক সময়েই সকলেই রাজ্যের অভিলাষী হইয়া দাঁড়াইল।

এই অবসরে রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রত্নবর্দ্ধন বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া নিজের প্রভু অবন্তী বর্ম্মারই পুত্র শঙ্কর বর্ম্মাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিল। কিন্তু রাজার অপর এক বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী কর্ণপ আবার এদিকে স্বার্থসিদ্ধির আশায় এবং শঙ্কর বর্ম্মার প্রতি বিদ্বেষবশে ঐ উজ্জ্বল বংশেরই অন্যতম শূরবর্ম্মার পুত্র সুখবর্ম্মাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

ইহাতে ঐ রাজা শঙ্কর বর্ম্মা ও যুবরাজ শূরবর্ম্মা উভয়ের মধ্যে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল যে তাহাতে প্রতিক্ষণেই কাশ্মীর রাজ্য পরস্পরের কাছে দোলারূঢ়ের মত সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধে শঙ্কর বর্ম্মার পক্ষীয় শিবশক্তি প্রভৃতি বীরেরা প্রভুর কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া ও নিজ নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দিবার অবসর পাইয়াছিলেন।

যে হেতু স্বামীর বিপক্ষেরা দান মান প্রভৃতি উপায় প্রয়োগে বশ করিবার চেষ্টা পাইলেও তাহারা কিছুতেই নিজেদের অলৌকিক মহত্ত্বগুণের উপেক্ষা করিতে পারে নাই সুতরাং বিপক্ষদের সাপক্ষ হন নাই।

বিশেষতঃ ঐ বিশ্বস্ত অনুচরেরা সত্ত্বগুণের প্রকৃতি সম্পন্ন বলিয়াই অন্নের প্রলোভনে পড়িল না; এবং বৃথা অভিমানের ভয়ে বিশ্বাস অমান্য করিয়া কুকুরের ব্যবহার করিতে পারিল না।

সুতরাং যুবরাজ সুখবর্ম্মা বলশালী হইলেও শঙ্করবর্ম্মা কোন প্রকারে তাহাকে মাত্র পরাজয়

[illegible] পারায় নিজের প্রভুক্ত অবলাভ [illegible]

[illegible] মাট শঙ্কর বর্ম্মা অত্যন্ত উজ্জল বংশীর সময় [illegible] মধ্যেও বার বার যুদ্ধ করিলেন। [illegible] যুদ্ধেই রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের [illegible] কীর্ত্তিকে লাভ করিতে লাগিলেন।

[illegible] ক্রমে ক্রমে সমুদয় বিপক্ষদিগকে [illegible] করিয়া অসীম ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন বটে [illegible] কেবল নিজের অভাভিলাষে প্রেরিত হই- [illegible] দিগ্বিজয়ের জন্ত প্রবল উদ্যোগ করিতে লাগি- [illegible]।

[illegible] তখন বিশ্বগ্রাসী কালের উপদ্রবে কাশ্মী- [illegible] সম্পত্তি কমিয়া ছিল, তথাপি তাঁহার [illegible] হইলেই দিগ্বিজয়ের উদ্দেশে নগর হার [illegible] হইবার কালে তাঁহার সঙ্গে নয় লক্ষ [illegible] সৈন্য নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল।

[illegible] রাজা হইয়া অগ্রে নিজের নগর মধ্যেই [illegible] রাজা সবন্ধে উৎকণ্ঠিত হইয়া- [illegible] সেই শঙ্করবর্ম্মাই শেষ দিগ্দিগন্তরের [illegible] কিরীট মণিতে নিজের অপ্রতিহত আজ্ঞা [illegible] লাগিলেন।

[illegible] রাজাদের অনেককাল হইতে দিগ্বিজয় [illegible] সুতরাং সে বিষয়ে একরূপ যে সে [illegible] লোপ পাইয়াছিল। রাজা শঙ্কর [illegible] বুদ্ধিবলে তাহাকে উদ্দীপিত করিয়া [illegible]।

তীর্থযাত্রা [১৭৩]

([illegible] পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[illegible] পথে আমরা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য [illegible]। এতদিনের পর তদ্বৃত্তান্ত লিপি- [illegible] থাকিতে পারিলাম না। সেই [illegible] স্থানে, একটী দেবালয় দেখিয়া [illegible] তথায় উপস্থিত হইলাম। দেবালয়টী [illegible] প্রতিষ্ঠিত। উহার চতুর্দ্দিকে [illegible] প্রাঙ্গণ, সেই প্রাঙ্গণের ধারে ধারে আম- [illegible], ফলের সহকার তরু, মালতী ও [illegible] ঝাড় সুন্দররূপে শোভিত হইয়া [illegible]।

[illegible] জনতাপূর্ণ নহে। সম্মুখস্থ চত্বরে, [illegible] আসীন এক বর্ষীয়ান্ মহাপুরুষ একলা [illegible] দেখিতেছিলেন, সম্মুখে আমাদিগকে [illegible] দেখিয়া তিনি করুণা পরবশ হইয়া নিকটে [illegible] আসিতে আদেশ করিলেন, তখন আমরা তাঁহাকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া উপবিষ্ট হইলে পরিচয় ক্রমে আমরা কাশীধাম হইতে আসিয়া বদরিকাশ্রমে যাইতেছি জানিতে পারিয়া বারপর নাই আদর, আপ্যায়ন করিলেন, তাহার পর নিকটস্থ প্রস্রবণ হইতে হস্ত, পদ, প্রক্ষালন করিয়া আসিতে আদেশ করিয়া, নিকটস্থ অনেক শিষ্যকে ডাকিয়া, আমাদের অবস্থিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বুঝিলাম, তপস্বী সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া এই পবিত্রস্থানে বাস করিতেছেন। এই সময়ে এক পূর্ণকান্তি রমণী কক্ষে জল কলস ধারণ করিয়া মন্থরগতিতে আশ্রমে উপনীত হইয়া, যথাস্থানে তাহা রক্ষা করত, তপস্বীর চরণে প্রণাম করিয়া, কি পাক শাক হইবে তাহার আদেশ প্রার্থিনী হইয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। আমরা তাঁহার রূপ যৌবনের ছটা, তাঁহার গৈরিক বসনের মধ্য হইতে প্রকাশিত দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই নিরুপমা সুন্দরী, এই স্থানে, এই কালে এই অবলা মধ্যে কি প্রকারে নিঃশঙ্কে অবস্থিতি করিতেছেন; ইহাঁর রূপ মাধুরী বলিয়া দিতেছে, ইনি সামান্যা রমণী নহেন, তবে অনাথার ন্যায় ইনি এখানে কেন অবস্থিতি করিতেছেন? মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে মৃগশিশু লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছি, স্বামিসহ বনবাসিনী জনক তনয়া সীতাকে, চিত্রকূট পর্ব্বতে বনচর পশুপক্ষীদের সহিত একত্র বাস করিতে দেখিয়াছি, ভাগ্যদোষে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পাণ্ডুপুত্রদিগের সহিত দ্রুপদরাজদুহিতা পাঞ্চালীকে দৈববলে বিপদে আকুলা হইয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, অচ্ছোদ সরোবরকূলে তাপস পুণ্ডরীকের দর্শন লাভার্থিনী মহাপ্রাণা মহাশ্বেতাকে বিরহকাতরা হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি, নলের অন্বেষণে পতিবিরাগিণী দময়ন্তীকে, বনমধ্যে কাতরকণ্ঠে রোদন করিয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি। সেও অনেককালের কথা, সুতরাং ইঁহাদের স্থান কাল- রূপ কেহই নহেন তাহাও নিশ্চয়, তবে ইনি কে? আমরা মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছি, আর ইঁহাদের মুখের দিকে তাকাইতেছি, এমন সময় তপস্বী কহিলেন, দেবি! ঐ দেখ আরো কএকজন অতিথি আসিয়াছেন, উঁহাদিগেরও আতিথ্য করিতে হইবে, আশ্রমে যাহা উপস্থিত আছে তাহাতেই সম্পন্ন কর।

তাহা শুনিয়া আমরা কহিলাম, মহা- ত্মন্! আমরা তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণ, এখনো ভিক্ষা- বৃত্তি অবলম্বন করি নাই, সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমাদের সঙ্গে পাচক এবং ভৃত্য আছে, তাহারা সমস্ত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, ঐ দেখুন ঐ [illegible] আমাদের জন্য তাহারা পাক- শাক করিতেছে, এখন আমাদের ইচ্ছা এই যে, আপনাদিগেরও ভিক্ষা ঐ সঙ্গেই সমাধিত হয়। তাহা শুনিয়া তাপস তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া রমণীকে কহিলেন, আজ তোমার বিশ্রাম দিন, তীরে যাইয়া উঁহারা কি করিতেছে তাহার পর্য্যা- বেক্ষণ কর, আমি ইঁহাদের সহিত আলাপ পরি- চয় করি। রমণী সেই আজ্ঞামত তীরে (যে স্থানে আমাদের জন্ম পাকশাক হইতেছিল সেই স্থানে) গমন করিলেন।

এই অবসরে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগ- বন্! দেখিতেছি আপনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, জীবনের দীর্ঘ পথ নিঃশেষিত করিয়া পরপারের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। এমন অবস্থায়, মহর্ষি কণ্বের ন্যায় বিপদগ্রস্ত হইলেন কি রূপে? এই অলোকসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না রমণী, কোন অনিবর্চনীয় ঘটনায় আবদ্ধ হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন? যদি কোন কারণে তাহা বলিবার বাধা না থাকে তবে কৃপা করিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

তপস্বী আমাদের প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমে কিয়ৎ- কাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, ঘটনা বিচিত্র হইলেও তাহা বর্ণনীয় নহে, তবে তাহা শ্রবণ করিয়া তোমরা সুখী হইতে পারিবে না, বরং আমার ন্যায় তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া তোমরাও বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িবে। অতএব সে সকল কথার উল্লেখ না করাই ভাল। দেখ কণ্ব শকুন্তলাকে আশ্রমে স্থান দান করত তাহাকে সুশিক্ষিতা করিয়া যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটি- বার নহে। তবে সময়ে সময়ে ভাবিতে হয়; আমার দিনও ফুরাইয়া আসিয়াছে, কবে যাই তাহার স্থিরতা নাই, এমন অবস্থায় তাহার পর তাহার ভাগ্যে যে কি আছে কিছুই বুঝিতে পারি- তেছি না, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান সকল বর্ত্ত- মান থাকিয়া যখন সকল জানিতে পারিতেছেন তখন তাহার উপায় অবশ্যই তিনি করিবেন।

এই সকল বিস্ময়কর কথা শুনিয়া আমরা অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া কাতরস্বরে করযোড়ে কহিলাম, ভগবন্ আমরা এই অসহায়া রমণীকে দেখিয়া ইহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি, ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাই

হইবে সত্য, তবে হয়ত আমরাও সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী ভগবানের গৌরব, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিবরণটী আমূলতঃ বর্ণন করুন, হয়ত তাহাতেই কোন উপায় উদ্ভাবিত হইবে। তপস্বী তখন প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, তাহাই হইবে। তবে অগ্রে এই শরীরের পূর্ব্বাশ্রমের কথা শ্রবণ কর তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে এই মানবীলতা কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া এই দেহ আশ্রয় করিয়াছে, এবং তাহার পর তাহা ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া পথিকের দৃষ্টি কিরূপে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট

১লা মাঘ ১৩১৬ সাল ইং ১৫ই জানুয়ারী ১৯১০ সাল

বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষা ১৯০৮-৯ [২]

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আইন কলেজ হইবে এবং পাটনায় একটি আইন কলেজ হইবে বলিয়া যে কথা হইয়াছিল, বৎসরের শেষভাগে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। হুগলী, কৃষ্ণনগর এবং কটকে প্লীডারশিপ শ্রেণী খোলা হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ ও পাটনায় গবর্ণমেণ্ট আইন কলেজের সংস্রবেও ঐ শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজটি ডিরেক্টর বাহাদুর নূতন কোন একটি স্থানে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সেটি হওয়ার পক্ষে অসুবিধা বিস্তর। যে সকল অসুবিধার কথা পূর্ব্বে মনে হয় নাই, এখন সেই সকল অসুবিধা হইতেছে। কিন্তু ক্রমশঃ ঐ সকল অসুবিধা ঘুচাইয়া ফেলা হইতেছে। আশা করা যায় যে, আগামী বৎসরের মধ্যে এদিকে অনেকটা কাজ অগ্রসর হইবে। আর একটি সন্তোষের বিষয় এই যে, শিবপুর কলেজ হইতে ক্লাস শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হইলেও, মোটের উপর কলেজের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটি পাঠক্রম সংগঠিত হইয়াছে, এবং ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের প্রদেশের ওভারসিয়ার এবং সব ওভারসিয়ার পরীক্ষা জয়েণ্ট টেকনিক্যাল পরীক্ষা বোর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। একজন ইঞ্জীয়াল কেম্ব্রিজের প্রোফেসর মিঃ হাগ ষ্টেটসেক্রেটারী মহাশয়ের অনুমোদিত হইয়াছে। যে সকল জেলা অঞ্চলে খনি আছে, সেই সকল অঞ্চলের ছাত্রদের উক্ত বিদ্যা শিক্ষায় সুফল ফলিয়াছে। কিন্তু ডিরেক্টর বাহাদুর মিঃ জেম্স্ সন্দেহ করেন যে, খনিবিদ্যা সম্বন্ধীয় শিক্ষাস্থলে যে সকল সর্ত্ত করা হইয়াছে তাহাতে আবিষ্কারের কোন ফল ফলিবে কিনা। এদিকে উক্ত বিদ্যার শিক্ষক মহাশয় বলিতেছেন যে, অতিরিক্ত কেন্দ্রসমূহে খনিবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীসমূহ খোলা আবশ্যক। ছোটলাট বাহাদুরের বিবেচনায়, মাইনিং এসোসিয়েশন সম্প্রতি যখন এই সকল শ্রেণীর উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তখন এইগুলি উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত নয়। বৎসর কালমধ্যে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলে কাজ ভাল হইয়াছে। পূর্ত্তবিভাগে প্রবেশের পক্ষে ছাত্রদিগের আরও অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং জয়েণ্ট টেকনিক্যাল বোর্ড যে প্রথম পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ফল স্কুলের পক্ষে অনুকূল। কটক সর্ত্তে স্কুলটিকে ঐরূপ একটি ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলে পরিণত করা ছোটলাট বাহাদুরের একান্ত ইচ্ছা। তাহা হইলে উড়িষ্যা অঞ্চলের ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুল হইতে পারে, কিন্তু এইটি কার্য্যে পরিণত করিতে যে টাকার আবশ্যক তাহা এক্ষণে নাই, সেই জন্য ছোটলাট বাহাদুর তাঁহার এই একান্ত অভিমত বিষয় কার্য্যে পরিণত না হইতে পাওয়ায় দুঃখিত হইয়াছেন।

লাহোর আর্ট স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পার্সি ব্রাউন ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উন্নত ধরণের উদ্ভাবন (design) যে শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই শ্রেণীতে কাজ ভাল চলিতেছে এবং ভারতবর্ষের শিল্পের আদর্শ এবং উদ্ভাবনের দিকে বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য শ্রেণীর ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া উহার স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাণিজ্য শ্রেণীর বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ স্থলে এবারে ৩৫ হইয়াছে। আর একটা ভালকাজ বৎসরের মধ্যে এই হইয়াছে যে, শ্রীরামপুরে বিগত বর্ষের জানুয়ারী মাসে সরকারী বয়ন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। আপাততঃ অস্থায়ী কালের জন্য একটা বাড়ী লইয়া সেই বাড়ীতেই উহার কার্য্য চলিতেছে। স্থায়িভাবে উহার জন্য স্বতন্ত্র একটি বাড়ী প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে একটি স্থান লওয়া হইয়াছে। ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে ৯০ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ১০ জন ঐ স্কুল সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠিতে থাকিয়াছে। এই বিদ্যালয়টি কলিকাতা আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ হাভেল প্রমুখ কতিপয় লোকের চেষ্টায় হইয়াছে। হাতে তাঁত চালাইবার সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থায় উপযোগী উপায় অবলম্বনে দেশীয় বয়ন শিল্পের পুনরুদ্ধার করাই উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালার মধ্যে বেথুন কলেজই স্ত্রীলোকদিগের জন্য একমাত্র আর্টস কলেজ। এই কলেজে আরও সাহায্য দেওয়ার জন্য মিঃ জেম্স্ বলিয়াছেন। এক্ষণে ঐ কলেজে কলেজবিভাগে ৩১ এবং কলিজিয়েট স্কুলে ১৬৩ জন ছাত্রী আছে। এই কলেজের সম্বন্ধে ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটি বন্দোবস্ত সভা আছে। সম্প্রতি সেই সভাসংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংশোধন করা হইয়াছে। ছোটলাট বাহাদুর আশা করেন যে, উক্ত সভা স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে পরামর্শ ঠিক করিয়া তদনুযায়ী প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিবেন। গবর্ণমেণ্ট সময়মত সেই সমস্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। বৎসরের শেষভাগে প্রাথমিক স্কুলসমূহে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৪৫ জন বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে। প্রাথমিক স্কুল সমূহের মধ্যে কতকগুলি স্কুল এরূপ আছে যেখানে কেবল বালিকারাই পড়ে, আবার কতকগুলি এরূপ আছে যেখানে বালক এবং বালিকা উভয়েই পড়ে। কেবল বালিকাদের জন্য যে সকল স্কুল সেই সকলে বালিকা সংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু যে সকল স্কুলে বালিকারা বালকদের সঙ্গে একত্রে পড়ে, সেই সকল স্কুলে বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া সেই সংখ্যা মত বালিকা কোন স্কুলে উপস্থিত না থাকিলে তথায় বৃত্তি দেওয়া হইবে না—এইরূপ ব্যবস্থা বালিকার সংখ্যা স্কুলে বাড়াইবার পক্ষে ভাল উপায় বলিয়া ছোটলাট বাহাদুর মনে করেন।

কিন্তু মিঃ জেম্স্ বলেন যে, উহাতে এই হইবে যে, পড়া শুনা করে না এমন মেয়ে দ্বারা স্কুলে সংখ্যা পূর্ণ থাকিবে। এ অসুবিধা সত্ত্বেও ছোটলাট বাহাদুরের ইচ্ছা ঐ নিয়মেই কার্য্য চলিতে থাকুক। শিক্ষাদান কৌশল শিখাইয়া স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য পাটনায় ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে ট্রেনিং কলেজ খোলা হইয়াছে এবং ইংলণ্ড হইতে একজন স্ত্রীকে উহার অধ্য-

[illegible] করা হইয়াছে। এই তদন্তের কার্য্য [illegible] হওয়ার পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে [illegible] একটি অসুবিধা এই যে, শিক্ষাদানের উপ- [illegible] উপাদানের অভাব। যাহা হউক, ঐ [illegible] সকল স্ত্রী শিক্ষা পাইতেছে তাহাদের [illegible] সম্বন্ধে আরও কুড়িই বেশী বলিয়া সংবাদ [illegible] দিয়াছে। মিঃ বেল্‌স দেখাইয়াছেন যে, [illegible] সম্বন্ধে উন্নতির পথে অন্তরায় প্রধানতঃ [illegible]:—(১) উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব, (২) [illegible] শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে পিতামাতা [illegible]দের অনিচ্ছা, এবং (৩) অতি অল্প বয়- [illegible]দের স্কুল ছাড়াইয়া লওয়া হয়।

*

ইউরোপীয়দিগের শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় বৎ- [illegible] মধ্যে সওয়া তিন লক্ষ টাকারও অধিক [illegible] পাইয়াছে। এই টাকার মধ্যে কিঞ্চিদধিক [illegible] লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা বেসরকারী উপায় [illegible] সংগৃহীত। বাঙ্গালার ইউরোপীয়দিগের [illegible]র জন্য যে সকল স্কুল আছে সেই সকল স্কুলের [illegible] ব্যবস্থা ১৯০৮ সালের ঐ সম্বন্ধে দীর্ঘ- কালব্যাপী আলোচনার পর সংশোধিত হইয়াছে। [illegible] সেই সংশোধিত বিধি ব্যবস্থানুযায়ী ইউ- রোপীয় স্কুল সমূহে নূতন করিয়া শ্রেণীবিভাগ করার দিকে দৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯১০ সালের জানু য়ারী [illegible] নূতন বিধি অনুসারে কার্য্য হইবে [illegible] কিন্তু অনেকগুলি আবেদন হওয়ায় ছোটলাট বাহাদুর সংশোধিত বিধি অনুসারে কার্য্য [illegible] স্থগিত রাখা আবশ্যক মনে করিয়া সেইমত [illegible] দিয়াছেন। ইউরোপীয় স্কুল সমূহের ইন- স্পেক্টর এবং শিক্ষাবিধি ডিরেক্টার বাহাদুর শিক্ষ- য়িত্রী প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য ট্রেনিং কলেজ [illegible]নের উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্যের জন্য বিশেষ [illegible] করিতেছেন। ডাউহিল স্কুলে শিক্ষ- য়িত্রী প্রস্তুত করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহাতে কাজ সন্তোষ জনক হইতেছে না, একথা স্বীকার করিয়াও ছোটলাট বাহাদুর অদূর ভবি- ষ্যতে অর্থ সাহায্য দানের কোনরূপ আশা এখন [illegible] পারিতেছেন না। উক্ত স্কুলে মিস্‌ জেভিস [illegible] কাজ কর্ম্ম করিতেছেন শুনিয়া ছোটলাট [illegible] সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কেম্ব্রিজ [illegible] লোকাল পরীক্ষায় ২০ জন উত্তীর্ণ হই [illegible], পূর্ব্ব বৎসরে ২২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। [illegible] উক্ত শ্রেণীর স্কুল পরীক্ষায় ১৬ জন উত্তীর্ণ [illegible], পূর্ব্ব বৎসরে ১৮ জন উত্তীর্ণ হইয়া- [illegible]।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ঢেপোবেঃ ডেঃ কঃ মৌলবী সাহব আবদুল মজুদ নদীয়ার সদরে স্থাপিত হইলেন।

বিচার—ব্যারিষ্টার মিঃ হার্বার্ট গ্রেহাম্ সিভাসন কলিকাতা ছোট আদালতের চীফ জজ হইলেন। মৌলবী আবদুল শাকুর বি. এল ২য় রাজিষ্ট্রার মুঃ হই- লেন।

বাবু রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এ প্রোবে সব ডেঃ কঃ হইয়া হুগলীর সদরে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী ইনঃ বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ৪ মাসের ছুটী পাইলেন।

বর্দ্ধমান বিভাগের ইনঃ আফিসের হেডক্লার্ক বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থানে অপর লোক নিয়োগ যাবৎ ২য় ক্লার্ক বাবু রাজেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য হেড ক্লার্কের কার্য্য করি- বেন। ডিরেক্টর আফিসের ক্লার্ক বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ ২য় ক্লার্কের কার্য্য করিবেন। মিদ্‌নাপুরের ইনঃ পণ্ডিত বাবু বিনোদ বিহারী দাস সাঁওতাল পরগণার সব ইনঃ হইলেন। হিন্দু স্কুলের সহ কারী শিক্ষক বাবু যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম এ এবং খুলনা জেলা স্কুলের সহকারী হেঃ মাঃ বাবু নারায়ণ দাস ঘোষ বি এ বি এল পরস্পরে পদ বদলাবদলী করিয়া লইলেন। পালামৌ জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র গুপ্ত এক বৎসরের শিক্ষানবীশীতে বাগোন্ডর সার্কেলের সব ইনঃ হইলেন। বর্দ্ধমান বিভাগের ইনঃ আফিসের ক্লার্ক বাবু শিবনাথ সরকার ২ মাসের, এবং কাটো য়ার সব ইনঃ বাবু হরমোহন রায় ১ মাস ১৫ দিনের ছুটী পাইলেন। বর্দ্ধমান বিভাগের সহ- কারী ইনঃর ক্লার্ক বাবু অবনীনাথ ঘোষ তাঁহার স্থানে উক্ত বিভাগের ইনঃ আফিসের ক্লার্ক হই লেন। বর্দ্ধমানের সহকারী সব ইনঃ মৌঃ মৈজুর রহমন কাটোয়ার সব ইনঃ হইলেন। খুলনার ফর্লো প্রাপ্ত সব ইনঃ বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ এবং মুরসিদাবাদ নবাব বাহাদুরের ইনঃর সহকারী শিক্ষক বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায় পরস্পরে পদ বদলাবদলী করিয়া লইলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] ভারতে চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি এবং চিকিৎসকদিগের স্বার্থ ও সম্ভ্রম সংর- ক্ষণ নিমিত্ত গত রবিবারে একটি সভা করিয়া- ছিলেন। সর্ব্বভারতব্যাপী চিকিৎসা সমিতির একটি শাখা বাঙ্গালা দেশে সংগঠন করার প্রস্তাব বিশেষরূপ আলোচনার পর সর্ব্ববাদীসম্মতক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই শাখাসভা হইতে চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্র বাহির করা হইবে কথা হইয়াছে। কলিকাতার প্রধান প্রধান ডাক্তারদিগকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করা হইয়াছে। এই চিকিৎসা সমিতি সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় একটী প্রকাশ্য সভা করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড মর্লি মহাশয়কে, ভারতের চিকিৎ- সকদিগের স্বার্থের অনুকূলে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সংস্কারের প্রস্তাব করার জন্য সাধুবাদ প্রদান করি- বেন।

বিচারপতি হোয়াইটনের নিকট আলিপুর বোমার মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট পাঁচজন আসামীর বিচা- রের শুনানি হইতেছে। সরকার পক্ষে এডভো- কেট জেনারেল আসামীদের দণ্ডার্হতা সাব্যস্ত করিবার জন্য কয়েকদিন হইতে বক্তৃতা করিতে- ছেন। গত বুধবারেও তাঁহার বক্তব্য শেষ হয় না

[বোম্বাই] নাসিকের হত্যাব্যাপারে সংসৃষ্ট এ পর্য্যন্ত আরও কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কোলাবা জেলার পেণ্টাপুকাক নামক স্থান হইতে পাঁচজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। উহাদের নিকট হইতে দুইটি পুরাতন বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। টৈরা জেলার বীরনাগ নামক স্থানের একজন অধিবাসীকে বোম্বাইয়ে ফৌজদারী তদন্ত বিভাগ কর্ত্তৃ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই ব্যক্তির বাড়ী খানা তালাসী করিয়া একটি ব্রাউনিং অটোম্যাটিক পিস্তল পাওয়া যায়। কোলাপুরের মহারাজ মিঃ জ্যাকসনের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন কল্পে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

[সাধারণ] বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে অনেকগুলি বৃত্তি ছাত্রদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। ১। বহরমপুর কলেজ বৃত্তি। মাসিক ৮ টাকা হিসাবে দুই বৎসরের জন্য তিনজন ছাত্রকে অনার সহ বি, এ পাঠ করিবার জন্য দেওয়া হয়। ২। কেশোড বৃত্তি মাসিক ৪ টাকা হিসাবে দুই বৎসরের জন্য। যাহারা গবর্ণ- মেণ্ট ও কলেজের বৃত্তি পাইবেন; তাঁহাদের পর- বর্ত্তী প্রথম ছাত্র এই বৃত্তি বি, এ পড়িবার জন্য প্রাপ্ত হইবেন। ৩। রাজীব বৃত্তি। বহরমপুর

... এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিবেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ৫ জন ছাত্র মাসিক ৪ টাকা হিসাবে এফ. এ পাঠ করিবার জন্য ২ বৎসর প্রাপ্ত হইবেন। স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার উদারচেতা ও মহানুভব দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক এই বৃত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত। ৪। গিরিশনারায়ণ রায় বৃত্তি। লালগোলার রাজবংশীয় জমিদার বাবু গিরিশনারায়ণ রায় মহোদয় কর্ত্তৃক গত ১৯০৭ সালে এই বৃত্তি সংস্থাপিত। বহরমপুর কেন্দ্র হইতে যে সকল ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম হইবেন, কেবল তিনিই মাসিক ৮ টাকা হিসাবে ২ বৎসরকাল এই বৃত্তি এফ, এ পাঠ করার জন্য প্রাপ্ত হইবেন। ৫। কাদম্বিনী বৃত্তি। বহরমপুরের শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী দাসী তদীয়া মাতা স্বর্গীয়া কাদম্বিনী দাসীর নামে মাসিক তিন টাকা হিসাবে একটী বৃত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। বি, এ পাঠার্থী কোন ছাত্রকে এই বৃত্তি প্রদান করা হইয়া থাকে। ৬। হরশঙ্কর বৃত্তি। এই কলেজের যে ছাত্র এফ, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর রাখিবেন এবং বি, এ শ্রেণীতে সংস্কৃত অনার লইবেন তিনি পাঁচ বৎসর মাসিক চার টাকা হিসাবে এক বৎসরকাল ধরিয়া এই বৃত্তি পাইবেন। স্বর্গীয় হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র বাবু নীলমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক এই বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত। ৭। দীনতারিণী বৃত্তি। লালগোলার প্রাতঃস্মরণীয় রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর দীনতারিণী বৃত্তি নামে চারিটী বৃত্তি তদীয়া পুণ্যশীলা সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া রাণী দানতারিণী দেবীর নামে স্থাপিত করিয়াছেন। ২টী বৃত্তি মাসিক ৬ টাকা হিসাবে ২ বৎসর স্থায়ী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলিজিয়েট স্কুল হইতে যে ২ জন ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন অথচ গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইবেন না এরূপ ছাত্রদ্বয় প্রতি বৎসর ঐ বৃত্তি পাইবেন। ঐরূপ কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে যে দুই জন ছাত্র এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কলেজেই প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, অথচ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইবেন না তাঁহারা মাসে ৮ টাকা হিসাবে এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। (এককালীন পারিতোষিক) এই কলেজের ১, ২ জন ছাত্র অনার্স সহ বি, এ পাশ করিয়া এই কলেজের বি, এ ছাত্রদিগের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহারা প্রত্যেকে ১৫০ টাকা মূল্যের এক একটী পারিতোষিক পাইবেন। কাশিমবাজারের বর্ত্তমান মহারাজা এই কলেজের বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ২টী বৃত্তি স্থাপন করেন। এই কলেজের বি, এ পাশ ছাত্র এই কলেজে এম, এ পাঠ করিলে এই বৃত্তি পাইবার অধিকারী হন। কিন্তু আজকাল এ কলেজে এম, এ, শ্রেণী না থাকায় এই বৃত্তি সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগের গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্ত উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর ইংরাজী স্কুল সমূহে যে সকল শিক্ষক ইংরাজী বিষয়ে শিক্ষাদান করেন, তাঁহাদের শিক্ষাদান কৌশল সম্বন্ধে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে হইবে। যাঁহারা ভার্ণাকুলার বিষয়ে শিক্ষাদান করেন তাঁহাদের পরীক্ষা ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে হইবে। প্রেসিডেন্সী বিভাগে ইংরাজী শিক্ষকদের পরীক্ষা ২১শে ফেব্রুয়ারী সোমবার কলিকাতা ৮৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বহুবাজার হাই স্কুলে গৃহীত হইবে। ভার্ণাকুলার শিক্ষকদিগের পরীক্ষা ঐ স্কুলেই পরদিনে হইবে।

জাতীয় শিক্ষা—পরিষৎ।

ছাত্র বৃত্তি।

১৯০৯ অব্দের আগষ্ট মাস হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে মাসিক দশ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই ছাত্রগণ বিনা বেতনে জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। দুই বৎসর কাল এই বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

কলেজ কোর্স—অষ্টম বৎসর।

১। ইতিহাস—নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

২। রসায়ন—দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

৩। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র সেন।

৪। ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা—হরেন্দ্রচন্দ্র পাল।

মাসিক ৮৲ হিসাবে।

৫। বৈজ্ঞানিক ক—বরদাচরণ গুপ্ত মোহিনী কুমার বর্ম্মন, ব্রজবল্লভ রায়।

৬। ঐ খ—কামিনী কুমার চক্রবর্ত্তী।

৭। সাহিত্য বিষয়ক গ—সুরেন্দ্রমোহন দত্ত।

আভ্যন্তরিক ছাত্রবৃত্তি।

ষষ্ঠ বর্ষ। সাহিত্য বিষয়ক গ—অশ্বিনীকুমার দে।

কলেজ প্রথম বার্ষিক ইতিহাস—ভবেন্দ্রনাথ সেন।

ঐ দ্বিতীয় বার্ষিক ঐ—শশিকান্ত সেনগুপ্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নিম্নলিখিত বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণ এখনও ভর্ত্তি না হওয়ায় তাহারা কোন কোন বিষয় অধ্যয়ন করিবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। আর, সদাশিব পিম্পটকর, যুগলচন্দ্র সিংহ রায়, সুধীরকুমার বাগচি, দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য, অহরলাল শেঠ।

মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম ১৯০৯।

[যে বৃত্তি গুলি মধ্য বাঙ্গালার জন্য সেগুলিতে * চিহ্ন দেওয়া হইল]

[মাসিক বৃত্তি ৪ টাকা, ৩ বৎসর স্থায়ী]

কলিকাতা।

[সাধারণ প্রতিযোগিতার জন্য ৯টি এবং মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র দুইটি বৃত্তি—মোট ১১টি]

প্রমথ নাথ রায় চক্রবেড়িয়া, পঞ্চানন বসু শ্যামবাজার, প্রফুল্ল চন্দ্র মিত্র আহীরীটোলা পাঠশালা, আফিজল হাসান উডবরণ মইং, ভবতারণ রায় আহীরী টোলা পাঠশালা, কার্ত্তিকচন্দ্র দাস কলিকাতা মডেল, ভূদেব ভট্টাচার্য্য হেয়ার স্কুল, অটল বিহারী পাল পটলডাঙ্গা, কেশবচন্দ্র শেঠ হিন্দুস্কুল। (মুসলমানদিগের জন্য রক্ষিত বৃত্তি) সৈয়দ ইয়ার আলি কড়েয়া মসলেম, আবদুল জব্বার কাঁসারি পাড়া।

ক্রিষ্টুক্রেটশিপ—৩ বৎসর স্থায়ী

বৃন্দাবন চন্দ্র মিত্র চক্রবেড়িয়া, বঙ্কিম চন্দ্র মুখার্জ্জি শ্যামবাজার, দ্বিজেন্দ্র নাথ সরকার কলিকাতা মডেল, অমূল্যচন্দ্র সাহা আহীরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়, আদীশ্বর দাস হেয়ার স্কুল, শরচ্চন্দ্র দত্ত আহীরীটোলা বাঙ্গালা পাঠশালা, নকুলেশ্বর বসু কালীঘাট।

২৪ পরগণা—৯

মাখনচন্দ্র মণ্ডল ডাড়ুড়িয়া, তিনকড়ি মুখো আলাচি, ধীরেন্দ্রনাথ টাকি গবর্ণ, গোপীবল্লভ মণ্ডল * পাথাঘাটা, বস আলি মোল্লা বজবজ, সেখ আবকালি মোল্লা বুড়ুল, ক্ষেত্রনাথ সেন বেহালা, পুলিন বিহারী ঘোষ রামনগর, [আর একটি বৃত্তির কথা পরে জানান যাইবে] (মুসলমানদের জন্য) সুলতান হোসেন বারাসত গবর্ণ, সেখ বদিরজুম্মা টালিগঞ্জ।

নদীয়া—৫

ননী গোপাল মুখো ভুরারী, কালীপদ লাহিড়ী [illegible]দেনপুর, অমূল্যচরণ মদক শিমলিবাস; পূর্ণ [illegible] নাথ • আন্দুলবেড়িয়া সার্কেল, শ্রীশচন্দ্র [illegible]মিক চণ্ডীপুর। (মুসলমানদের জন্য) মজহর [illegible] বিশ্বাস দামুরহুদা। [আর একটি বৃত্তির [illegible] পরে জানান যাইবে]

মুরশিদাবাদ—৪

[illegible]হেমবরণ বরুসি সাহোয়া, জ্ঞানেন্দ্র নাথ [illegible] সৈদাবাদ, বিভু চন্দ্র বন্দ্যো পাটকিয়া বাড়ী [illegible] চট্টো • মহম্মদপুর। (মুসলমানদের [illegible]) আবদুর রহমন • কাঁদুয়া, অমলাল কাজি • [illegible] বাহাদুর ইনঃ।

যশোহর—৪

[illegible] নারায়ণ চট্টো গদানন্দপুর, আশুতোষ রায় শ্রীপুর, বিজপদ মিত্র হরিণাকুণ্ড, প্রবোধ চন্দ্র [illegible] • চালিতাবেড়িয়া। (মুসলমানদিগের জন্য) [illegible] আলি ঝিকারগাচা, দোয়াহ্‌ বিশ্বাস • [illegible]বোনা সার্কেল। [আর একটি অনুসন্ধান লইয়া দেওয়া হইবে]

খুলনা—৫

[illegible] হক দশানি, বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য শ্রীপুর, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ঘাটভোগ, কৃষ্ণ-[illegible] গাঙ্গুলী মশনি, প্রভাসচন্দ্র ঘোষ নোয়াপাড়া। (মুসলমানদিগের জন্য) আফতাব উদ্দীন শ্রীউদয়া, [illegible] আলি মল্লিক বাবুলিয়া।

উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি

(মাসিক ৩ টাকা, ২ বৎসর স্থায়ী)

কলিকাতা—মৃগেন্দ্র কুমার রায় বসুপাড়া, বীরেন্দ্র মোহন সোম গড়পার, আবদুর রহিম পটল ডাঙ্গা

২৪ পরগণা—(বারাসত) বেলায়ত আলি মারা [illegible], (বসিরহাট) মণিগাজি করিমপুর, (সদর) [illegible] মণ্ডল চাকুরিয়া, সুধবাচরণ হাজারি [illegible] কেলিনীপাড়া, (বারাকপুর) মণীন্দ্রনাথ [illegible] বেলঘরিয়া, (ডায়মণ্ড হার্বার) অসি-[illegible]কাইত মহেশ্বর. অমৃতলাল কাজি তাল্লু-[illegible]

[illegible]—(সদর) মহম্মদ সেখ রঘুনাথপুর, চুয়া-[illegible] চন্দ্র বিশ্বাস কুমারী, (মেহেরপুর) বিভু-[illegible] কয়াণীগাচি, (রাণাঘাট) কারবার [illegible] গৌরনগর, (কুষ্টিয়া) বিষ্ণুপদ বিশ্বাস [illegible]

মুরশিদাবাদ—(জঙ্গীপুর) মহঃ হোসেন বনিয়া-গ্রাম, [সদর] রোহিণীকান্ত বিশ্বাস স্বরূপপুর, (কান্দি) সৈয়দ আহমেদ বারোয়া, সেখ মহাবু কাশি (লালবাগ) মণীন্দ্র নারায়ণ রায় ভগবানগোলা।

যশোহর—(সদর) বিনোদ বিহারী চট্টো পাচা-করি, (ঝিনিদহ) সত্যগোপাল মুখো খড়িখালি; কাজি, মহম্মদ ইসমাইল রঘুয়া, [বনগাঁ] নলিনী-কান্ত বিশ্বাস কুদশাড়া, [মাগুরা] গোলাম আক-সায় মিয়া চর চন্দন প্রতাপ, [নড়াইল] আবদুল হাকিম মোল্লা খাসিয়াল।

খুলনা—[সাতক্ষীরা] আবদুল খালেক সর্দ্দার খাকড়া খোলা, চণ্ডীচরণ মণ্ডল মেউগী, [বাগের হাট] যতীন্দ্র নাথ দাস পোটাপাড়া, [সদর] কুঞ্জ বিহারী দাস দৌলৎপুর, যোগেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী বোয়া-লিয়া।

বর্দ্ধমান বিভাগ

বর্দ্ধমান—সাতকড়ি কোঙার গলসি বোড; বিমলচন্দ্র গাঙ্গুলী নাড়ুগ্রাম, ধনপতি পাঁজা • মাজ গ্রাম. নিশাকর চাট্টা • পালিগ্রাম, পঞ্চানন ভট্টা-চার্য্য • মস্তুতী. কালীপদ সাহা পলাশডিহা, রাম ব্রহ্ম বন্দ্যো গোপালপুর, বিষ্ণুপদ ঘোষ নদীহা, কাজি আবদুল রৌফ • শ্রীগ্রাম বোর্ড।

বীরভূম—জটিল চন্দ্র ঘোষ গণুটিয়া, যোগেশ্বর সেন • কড়েপুর, সেখ জুহাদার রহমান সিউড়ী, সেখ উমর মল্লিক গণুটিয়া।

বাঁকুড়া—নগেন্দ্র নাথ দে আকরি, মহাদেব চট্টরাজ • গুতনিয়া, ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী • বাকাদহ ফণিভূষণ রায় • বন আশুরিয়া।

মেদিনীপুর—কৃষ্ণচন্দ্র রায় বড়মোহনপুর, প্রয়াগচন্দ্র বসু বেলাব গজেন্দ্র ইনঃ গোবর্দ্ধন মিশ্র দোয়াদা বোর্ড. মুরারি মোহন চৌধুরী সবঙ্গ সুরেশচন্দ্র দাস • মেদিনীপুর, রজনীকান্ত খাটুয়া খোদামবাড়ী, বিজয়চন্দ্র মাইতি • দাস্কা; রজনী কান্ত পাল পাইকবাড়, কুমার নারায়ণ পট্টনায়ক গোপীনাথপুর, হাসমত দাদ খান এগরা।

হুগলী—ভবতোষ রায় বন্দ্যো কামালপুর, প্রফুল্ল কুমার ঘোষ হুগলী ব্রাঞ্চ, মিহির লাল ঘোষ • কোন্নগর, সুধাংশু প্রকাশ গাঙ্গুলী মাহেশ, সতীশচন্দ্র দাস বলভপুর, বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী • আমুর।

হাওড়া—ইন্দুভূষণ চট্টো মহীয়াড়ী, ভূষণ চন্দ্র মাইতি • ভজয়পুর, আবু একর দেওয়ান বসন্ত-পুর।

ক্রিষ্ট্ডেণ্টশিপ

বর্দ্ধমান—ব্রজ মোহন ঘোষ কাঞ্চনগর, কালীপদ দে আসানসোল,

বীরভূম—শ্রীপদ মুখো সাঁইথিয়া, সতীশচন্দ্র বন্দ্যো পুরন্দরপুর গোপীনাথ মণ্ডল ভূরীগ্রাম।

বাঁকুড়া—মুকুন্দ লাল দে কাকটিয়া, সত্যকিঙ্কর মুখো পাঞ্চাল।

মেদিনীপুর—ভূতনাথ রক্ষিত শামসাবাদ বোর্ড, ছবিলাল কুইতি মেউলপোতা, ধরণীধর মহাপাত্র কাজলাগড়।

হুগলী—উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহেশ, রাম দুলাল বসু আরামবাগ।

হাওড়া—ধীরেন্দ্রনাথ দলুই পাঞ্চিহল বোর্ড

উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি

বৰ্দ্ধমান

সদর—ধরণীধর মদক আকুয়ার বোর্ড, অমৃত লাল মণ্ডল ধানকোড়া. উমাচরণ চট্টো মঙ্গলগ্রাম, অমূল্য রতন পাল বেলকাশ।

কালনা—নীলকান্ত সামন্ত কসবা, প্রিয়গোপাল ঘোষাল কাইগ্রাম।

কাটোয়া—সুধাহরি ঘোষ রাজুর, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মনগ্রাম।

আসানসোল—মন্মথনাথ দত্ত পুরষা।

বীরভূম

সিউড়ী—সেখ কবির হোসেন সিউড়ী, নীল-কান্ত ঘোষ সুলতানপুর, আবদুর রব পুগুলিয়া, রমাপ্রসন্ন রায় বামনিগ্রাম।

রামপুরহাট—হোসেন সেখ শীতলগ্রাম, বসন্ত কুমার ঘোষ কানাচি।

বাঁকুড়া

সদর—সত্যকিঙ্কর রায় ওন্দা, চাঁপালতা দাসী সারেঙ্গা সাঁওতাল বালিকা; নবকুমার বন্দ্যো সনা-মখ; রসরাজ কর্ম্মকার শুশুনিয়া মধুসূদন হেমব্রম পাকশাড়া।

বিষ্ণুপুর

সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু গোবিন্দপুর; আশুতোষ মদক বিষ্ণুপুর; গোবিন্দ চন্দ্র কর্ম্মকার মাড়ুই বাজার; রমাপ্রসন্ন কর্ম্মকার বিষ্ণুপুর।

মেদিনীপুর

সদর—কুমুদচন্দ্র দাস মহাপাল, রাসবিহারী বাঁকুড়া দুডুল, আশুতোষ পাণ্ডা বড়মোহনপুর, গোষ্ঠবিহারী দত্ত কাশীপুর সা[illegible]

ঘাটাল—রাধাগোবিন্দ অধিকারী খাড়ারপুর।

তমলুক—সতীশচন্দ্র দেবতা দণ্ডপুর, গোপেন্দ্র চন্দ্র কোলে বিশ্বাস, শচীন্দ্রনাথ মাইতি ধান্যবেড়ে মীর আফজল রমেজ আলি শামসাবাদ বোর্ড, বিভূতি ভূষণ সেন দেউলিয়া বোর্ড।

কাঁথি—নগেন্দ্রনাথ নন্দী কেশুরাড়ি, চন্দ্রমোহন মিশ্র অমর নগেন্দ্র নাথ শাসমল মুবেড়িয়া।

হুগলী

সদর—ব্যোমকেশ মুখার্জ্জি পাণ্ডুয়া, যোগেশচন্দ্র রায় কামালপুর।

শ্রীরামপুর—জীবনকৃষ্ণ পাল কলাছড়া, মন্মথ বক্সি রত্নপুর।

আরামবাগ—গোষ্ঠবিহারী কর্ম্মকার তিরল, গোষ্ঠবিহারী বটব্যাল সালেপুর, কিশোরী মোহন মুখার্জ্জি গোপালবাটী।

হাওড়া

সদর—যতীন্দ্রনাথ দাস রামচন্দ্রপুর।

উলুবেড়িয়া—মন্মথনাথ মণ্ডল বেনাপুর চন্দন পাড়া ফকির চন্দ্র রায় মদনাপুর।

মধ্য ও উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি ১৯০৯

জেলা ঢাকা

মধ্যইংরাজী—মহেন্দ্রকুমার দে সরকার ঘোড়াশাল, ভীমচন্দ্র দে পুরুষা শশীমোহন সাহা চৈকুলবোড় (মুসলমানদের জন্য) কেরামত আলি পাড়াতলি মাদ্রাসা।

মধ্যবাঙ্গালা—আসরফ আলি ভুইয়া শিলমণ্ডী জিতেন্দ্রচন্দ্র সেন নগর বনিয়াদী, অতীন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত পাঁচানিয়া, মিরাজ আলি তোলাবা, নৃপেন্দ্র কুমার সেন পাঁচদোনা। (মুসলমানদিগের জন্য) আবদুল গফুর শম্ভুপুর মিডল মাদ্রাসা, আল্‌ফাজুদ্দীন উত্তর সাহাপুর এলাহিবক্স আদিয়াবাদ মিডলমাদ্রাসা।

উচ্চপ্রাথমিক—তরুবালা বসু তেঘরিয়া বালিকা, নাসিরুদ্দীন পাটানতলা, মুহাসিনী চৌধুরী নারায়ণগঞ্জ বালিকা, নিখিলচন্দ্র সেন নগর বনিয়াদি, রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত রাজবাড়ী, বিনোদ বিহারী ঘোষাল পুরুষা' মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বানকোড়া, রাধারমন চট্টোপাধ্যায় নটাখোলা (মুসলমানদিগের জন্য) আনোয়ার আলি গোপাদদি, মেহের আলীমুন্সী উত্তরদাতাবা, সেখ সামেদালি টোপারবাড়ী।

ময়মনসিংহ

মইং—অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী মাওপাড়া, সুধাময়ী মল্লিক আলেকজাণ্ডার বালিকা, কালীকৃষ্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য হোসেনপুর। (মুসলমানদিগের জন্য) মহম্মদ আবদুল হামিদ ভবানীপুর, খোন্দকার আজাম আলি আতুকি।

মবা—রামনারায়ণ দাসগুপ্ত ধানীখোলা যোগেন্দ্র কিশোর দে হাজিপুর ধনঞ্জয় ঘোষ কাবাশালি, লালতমোহন সাহা কিশোরগঞ্জ যতীন্দ্রনাথ নিয়োগী কালিহাটী, উর্ম্মিলা মুখার্জ্জি আলেকজাণ্ডার বালিকা। (মুসলমানদিগের জন্য) আবদুল হাকেম আচমিতা আইনুদ্দীন সরকার করড়া।

উপ্রা—আবদুলমাজিদ খাঁ ঘোষগাঁও, দেবানন্দ পাণ্ডে নন্দীবাড়ী মহম্মদলাল মিয়া হোসেনপুর, চপলাসুন্দরী মুখোপাধ্যায় কিশোরগঞ্জ মডেল বালিকা, যুধিষ্ঠির দাস বকুলতলা, করিম আঞ্জামন জামালপুর গুরুট্রেনিং মনরাজ সাহা মাধবপুর লাহিড়ী সুরুচিবালা রায় টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী বেগারেং হোসেন খোন্দ দিলদোয়ার। (মুসলমানদের জন্য) হোসেন আলি সরকার পোগোলদীঘি, আবদুল আজিজ খাঁ লক্ষীগঞ্জ, তরিফুল্লা ফকির কাঠালি।

ফরিদপুর

মইং—বিজয়চন্দ্র কুণ্ডু বাজোরপুর বীরেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় কালীগঞ্জ মুকুন্দমামুদ শিবচর। (মুসলমানদিগের জন্য) আবদুল করিম বিশ্বাস বশাই মেঘনা ইউনিয়ম।

মবা—হোসেনকাজি কালকিনি, মোহিনী মোহন রায় ফরিদপুর।

উপ্রা—নগেন্দ্রনাথকর বগদি, সতীশচন্দ্র বসু মাজরা মডেল, দিগিন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শিবপাইল শ্রীশচন্দ্র পাল রামকোল ব্রজেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি ভুবথালি সার্কেল, কুমুদিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য ছয়গাঁও আবদুল মুকুর কান্দিরচর আবদুল সমদ বেপারি কার্ত্তিকপুর। (মুসলমানদিগের জন্য) আমসেদুজ্জমান শিবচর।

বাখরগঞ্জ

মইং—সুদর্শন পোদ্দার পিঙ্গলাকাটী ক্ষীরোদ লাল বিশ্বাস পালারদি, প্রভাতচন্দ্র বসু লতা সার্কেল (মুসলমানদের জন্য] এমানউদ্দীন স্বরূপকাটী, মকারাম আলি বড়নদী।

মবা—হেমাঙ্গিনী গুহ বানরীপাড়া মডেল কালীপ্রসন্ন সরকার নরোত্তমপুর মনসুর আলি বিবিচিনি, বামধন চক্রবর্ত্তী রত্নশ্রী অনুকূলচন্দ্র দাস গুপ্ত বাউকাঠী সার্কেল। [মুসলমানদের জন্য] আবদুল হাকিম আজিমপুর সর্কেল মেহের আলি গঙ্গাপুর।

উপ্রা—মুকুন্দলাল দত্ত হেলেঞ্চা, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভড়ুপাশা, প্রফুল্লনলিনী গুহ বানরীপাড়া মডেল, সোনাকান্ত সিংহ নরোত্তমপুর আজিজা খাতুন, চাঁদকাটী, মীর বজলে আলি কাউনিয়া, অক্ষয়কুমার বসু কচিয়া সার্কেল, নবীন চন্দ্র ধুপি সাহাপুর। (মুসলমানদিগের জন্য) মোহন আলি খাঁ আইরকান্দি, মুকুল হক ভোলা, আজিমন নেশা বলদিয়া;

কৌতুক-কণা।

মূর্খ পুরোহিত। (হস্ত লিখিত পুঁথি ভাল পড়িতে না পারিয়া এবং "পিণ্ডে দদ্যাৎ" এই স্থলে পিণ্ডে "মূত্রং দদ্যাৎ" এইরূপ পাঠ করিয়া). "এইবার পিতৃপিণ্ডে প্রস্রাব কর।"

বিস্মিত যজমান। বলেন কি মহাশয়?

পুরোহিত। শাস্ত্রমত কার্য্য কর। মনে দ্বিধা করিও না।

ধনী যজমানের পুরোহিত। [শ্রাদ্ধের জন্য রক্ষিত চারহাত কাপড়ের উৎসর্গ করাইয়া বিদ্রূপের সহিত]

"চক্রবর্ত্তী মহাশয়! এইবার মনে মনে চিন্তা করুন যেন আপনার স্বর্গীয় জননী তাঁহার মূর্ত্তিতে এখানে আসিয়া এই চারিহাতি কাপড়খানি পরিধান চেষ্টায় কটিদেশে জড়াইয়া বামহস্তে ইহা ধরিয়া পিণ্ডটী গলাধঃ করিয়াই অর্দ্ধ নগ্ন অবস্থায়, কাহারও দেখিবার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া, তীব্রবেগে স্বর্গপথে প্রস্থান করিতেছেন।" দরিদ্র অসমর্থ পক্ষে ঐ ৪ হাত বস্ত্রই যথেষ্ট। কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন—"বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বাণো সম্যক্ ফলমবাপ্নুয়াৎ। কুর্ব্বাণো বিত্তশাঠ্যন্ন লভেৎ সদৃশং ফলম্।" [জন্মভূমি]

-:০:-

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Muhammadan graduate for the post of Sub-Inspector of schools in the Burdwan *Division* on a salary of Rs 50 a month. Applications are to be made on or before the 30th January 1910 to the address of the Inspector of schools Burdwan Division, Chinsurah, District, Hooghly. 21.1.1910.

A Kavyatirtha Hd Pandit for the ...-Goria H E school on Rs 15 to ... Boarding and lodging free. 15 ... from Calcutta. South Goria ... school, South-Goria po, Dt. 24 ...

...n F A Hd master on Rs 25 a ...th for the Gangnagor M E school ...ekamtala Dt Bogra.

... experienced graduate Hd master ... F A asstt. teacher on Rs 55 ... 25 respectively. Secretary Bali... E school (Baukura).

... Hindoo whole time Compounder ... Chatterji and Brothers' Medical ... Jessore, at present on Rs 15 per ... Free lodging. Apply to ... Sur ndra Nath Chatterji L M S ...ore.

... graduate strong in English on ... rising to Rs 60. Apply to Babu ...sh Chandra Chatterjee Kashi...pore post, Jessore.

A competent Hd master for Bag...pore school, who has passed ...rance course, pay according to ...lifications, free board add lodging ...ly to Babu B M Mittra Sec. Po. ...ampore, Jessore.

A graduate 2nd master for the ...agram A S school on Rs 40—Rs 45 ...ording to qualifications. None ... apply who did not take up ...thematics in the B A Examination. Apply to the Hd master, Rajagram A S school po Rahagram, Baukura.

An F A teacher on Rs 30 per mensem, with bachelor's quarters, for the B D Railway M E school. Apply to the President of the school Barnes Junction (Dt. Jalpaiguri).

An F A Kayastha Hd master for the Akui M E school on Rs 25 per month. Board and lodging ... on private tuition. Must stick at least two years Akui po (Burd...

...n F A or B A plucked 4th teacher ... in Mathematics on Rs 30 a ... for the Godda C H E school ... and lodging free on private ... Preference to a Hindi knowing gentleman.

An F A Hd master for the Ganesh pur M E school on Rs 24 with free board and lodging. Must stick of least 6 months. Po Amardah. Dt Howrah.

A graduate 2nd master strong in Mathematics for the Mauvi Bazar High school, Dt Sylhet, on Rs 65 a month. Must stick to the post at least two years. Apply before 23rd January.

A Hd master F A for the Simlapal M E school on Rs 25 per mensem. Apply to Raja Jagabandu Singha Chaudhury Simlapal po, Dt Baukura.

An Entrance passed Hd master for the Alampur Nutan Bazar Syama prasanna Institution on Rs 12 per month with free board and lodging. Alampur pur is four miles from the Poradah E B S Ry station. Apply before 25th January to Babu Nalin Chandra Roy Po Alampur, (Nadia).

An F A teacher for the Karatiya H E school Dt Mymensingh on Rs 25 to 30 according to qualification. Apply to the Hd master.

An F A Hd master for the Biswanath M E school on Rs 30 Boarding free. Po Biswanath Dt Sylhet.

A graduate (B course preferred) assistant Hd master capable of teaching Mathematics and Geography for the new Matriculation system, for the Sammilani Institution Jessore. Apply to the Hd master.

One Mahomedan teacher fo Hut sherpur M E school and other for Hnakua Mudrasa. A student of 2nd class of Entrance school may do. Apply to the Hd master of Hut-sherpur M E school po Kajala, Bagra.

An Entrance passed or plucked F A whole time private tutor to take charge of three young boys aged 6 to 13 years. Certificates of character are essential Apply "A" care of Upendra Lal Das Zeminder Kirnahar (Birbhum).

A graduate strong in Mathematics as the 1st Asst teacher on Rs 50 a month. for the D J H E school, Sherpur [Bogra]. Boarding and lodging free on tuition at home. Must stick to the post for two full sessions.

A Drawing master for the Kotechandpur H E school on Rs 15. Apply to the Hd master.

An F A Hd master and Entrance passed 2nd master on Rs 25 and 15 respectively for the Pirganj Union M E school Dt Rangpur. Po Pirganj. Rungpur.

বসুন্দিয়া মইঃ স্কুলে একজন ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা ও বাসা। বর্ত্তমানে প্রণালীতে শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ এবং ড্রিল ড্রইং জানা চাই। বসুন্দিয়া বাজার শিঙ্গিয়া বি সি ষ্টেশন হইতে ২ মাইল. পোঃ বসুন্দিয়া, যশোহর।

হাওড়া বেলিলিয়াস ইনষ্টিটিউশনে একজন নর্ম্মাল পাশ পণ্ডিত বেতন আপাততঃ ১৮ টাকা। বেলিলিয়াস স্কুলের সহকারী সম্পাদকের নিকট আবেদন করিবেন। জেলা হাওড়া। বিনা খরচে বাসা পাইবেন।

জিলা রংপুর, পোঃ দিনালপুর, মণ্ডলপাড়া উঃ প্রাঃ স্কুলে একজন ছাত্রবৃত্তি পাশ হেঃ পঃ ও উঃ প্রাঃ পাশ সেকেণ্ড পণ্ডিত বেতন যথাক্রমে ৮৲ ও ৫৲ টাকা এবং বাসা পাইবেন। হেড পণ্ডিত প্রাইভেট পড়াইলে মাসিক ৫৲ করিয়া পাইবেন। শ্রীঅভয়াচরণ দাস পোঃ শ্যামগ্রাম রংপুর।

জিলা রংপুর, পোঃ ফুলছড়ি, ফুলছড়ি মধ্য স্কুলে এফ এ পাশ ইংরাজী শিক্ষক ও নর্ম্মাল পাশ একজন ২য় পণ্ডিত বেতন যথাক্রমে ২০৲ ও ১৫ টাকা ইংরাজী শিক্ষক ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ হইলে খোরাক ও বাসস্থান পাইবেন। ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে অবস্থিত, এখানে রেল ও ষ্টিমার ষ্টেশন আছে

মফস্বলে কোন হাই স্কুলের জন্য অনেক এফ এ বেতন ৪০ টাকা ও অনৈক এণ্ট্রান্স পাশ বেতন ৪০ টাকা; ও অনৈক এণ্ট্রান্স পাশ বেতন ২০৲ টাকা, এবং অনৈক নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক বেতন ৩০৲ টাকা। প্রাইভেট পড়াইলে সকলেই বাসা পাইবেন। ৩১শে জানুয়ারী মধ্যে আবেদন করুন পণ্ডিত শ্রীগোপাল চন্দ্র কবিকুসুম কালিয়া ৫৲ স্কুল, যশোহর।

জেলা রাজসাহী, পোঃ মান্দা নবগ্রাম মইঃ স্কুলে ব্রাহ্মণ হেঃ মাঃ ও নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক মুসলমান হেঃ পঃ। বাসা ও বেতন যথাক্রমে ২০৲ ও ১৫ টাকা পোঃ মান্দা, নবগ্রাম, রাজসাহী।

কালমাটী মাদ্রাসা মাইনর স্কুলে মাসিক ২২৲ টাকা বেতনে একজন এফ এ হেঃ মাঃ এবং নূ দেশী কসবে জানা নর্ম্মাল পাশ মাসিক ১৫৲

বেতনে হেঃ পঃ উভয়েই আবা পাইবেন। ২০শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে দরখাস্ত করিতে হইবে। স্থানটী তিস্তানদীর ধারে। নিকটে পোষ্টাফিস ও হাজারাতের সুবিধা আছে। পোঃ বাণদহ রঙ্গপুর হিন্দু মুসলমান উভয়েরই আবেদন গ্রাহ্য।

বাড়িয়া মধ্য স্কুলে ট্রেনিং স্কুলে নূতন নিয়মে দ্বৈবার্ষিক অথবা ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ কিণ্ডারগার্টেন পাশ একজন হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা ও আবা। ৩০শে জানুয়ারী মধ্যে আবেদন করুন। শ্রীজানকীনাথ মজুমদার, পোঃ ভাওয়াল ব্রাহ্মণ গাঁ, গ্রাম বাড়িয়া, জেলা ঢাকা।

বড়গ্রাম মইং স্কুলে একজন দ্বৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ বেতন আপাততঃ মাসিক ১৫ টাকা। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বিনাব্যয়ে আহার এবং বাসস্থান পাইবেন। মালনাই পোঃ জেলা মালদহ।

কোটালপাড়া উঃ প্রাঃ স্কুলে মাইনার পাশ হেঃ পঃ বেতন ১০ টাকা ও আবা। মুসলমানের আবেদন অগ্রগণ্য। পোঃ নবাবগঞ্জ জেলা দিনাজপুর।

জেলা পাবনা পোঃ কাজীপুর নাটুয়ারপাড়া জানকী নাথ মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন ২৫ টাকা সিরাজগঞ্জ হইতে ১৬ মাইল উত্তরে।

এফ এ পাশ শিক্ষক; ভাল গণিত জানা চাই। ২৫ টাকা। কার্গিল হাইস্কুল। সন্দীপ নোয়াখালি।

রাণীগঞ্জ হাইস্কুলে ২য় শিক্ষক। ৪৫৲ টাকা ভালগণিত জানা গ্রাজুয়েট চাই। বোর্ডিং হাউস এবং প্রাইভেট টিউশন পাওয়া যায়।

বিল্লাকুণ্ড মধ্য স্কুলে নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ বেতন আপাততঃ ৩ মাসের জন্য ১৩, গুণানুসারে ১৫৲ হইতে ১৮৲ ও আবা ৮

ছাগনা মাইনর স্কুলে মাসিক পনর টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ বিনা ব্যয়ে বাসস্থান। প্রাইভেট টিউসনে আরও তিন চারি টাকা পাইবার সম্ভাবনা। শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ রায়, উকীল, বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া।

সেক্রেটেরী জরিপ করিবার জন্য একজন পাশ করা আমিন বেতন ২০ টাকা ও আবা ও বাসস্থান। শ্রীনিরঞ্জন সিংহ নায়েব, একডালা গঞ্জ, জমিদারী ষ্টেট পোঃ নশীপুর জেলা মুরশীদাবাদ।

বাকুড়ি মইং স্কুলে একটী নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ বেতন ১৫৲ ও আবা। ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। হেডমাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ঝিকরগাছি পোষ্ট (যশোহর)।

বজিপুর (২৪ পরগণা) মইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ। প্রাইভেট পড়াইলে আবা পাইবেন। কত বেতন চান লিখিবেন। শ্রীআশুতোষ ঘোষ সাঃ বজিপুর জেলা ২৪ পরগণা, খড়দহ পোঃ ই বি এস রেলওয়ে।

মেখলিগঞ্জ উঃ ইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল পণ্ডিত বেতন ১৫৲ ও স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্য ৫৲ মোট ২০। পোঃ মেখলিগঞ্জ (কুচবিহার)।

একজন এফ এ হেঃ মাঃ। বগধপি মইং স্কুল ২য়পং ১৮ টাকা এবং আবা কায়স্থ চাই। ধপধপি পোঃ, ২৪ মিডল রোড এন্টালি, কলিকাতা এই ঠিকানায় সন্ধান লইবেন

একজন এ কোর্স গ্রাজুয়েট ভাল ইংরাজী জানা। সাহাজাদপুর হাই স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষকের জন্য। মাসিক ৫০ টাকা।

একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক আর ইনষ্টিটিউশন; ৪০ টাকা ও আবা। ডিষ্ট্রিক্ট আফসার, টেকরা সহর পোঃ।

পাটদহ গঙ্গাধর ইনষ্টিটিউশনে একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক। ২০ টাকা ও আবা। পোঃ সরিষা, ২৪ পরগণা।

ড্রিল ড্রইং জানা নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। শ্যামপুর মইং স্কুল। জেলা হুগলী চাঁপাডাঙ্গা রেল ষ্টেশন (মার্টিন কোম্পানীর রেল) হইতে তিন মাইল। বেতন ১৮ টাকা, শ্রীমাখন লাল দত্ত ৬/১ ব্যাপারী টোলা লেন, পোঃ ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।

(উদ্ধৃত)

উদাহরণ কথা।

"লাভঃ পরং গোবধঃ।

[কোন কিরাতরাজ কতকগুলি কুকুর পুষিয়াছিল। কিরাতরাজ ভাবিয়াছিলেন, কুকুরগুলি হৃষ্টপুষ্ট হইলে তাহাদেরই সাহায্যে সিংহ বধ করিবেন। কুকুরগুলিকে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ গোবধ করতঃ তন্মাংসে কুকুরগুলি পোষণ করিতে লাগিলেন। কুকুর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইলে তিনি একদিন সেগুলাকে লইয়া সিংহ ধরিবার আশায় অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন পরন্তু কুকুরেরা বনমধ্যে ছোট ছোট নেকড়ে বাঘ দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। সুতরাং রাজার কুকুরের সাহায্যে সিংহ ধরা হইল না, তিনি হতাশ হইয়া ম্লানমুখে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ইহা দেখিয়া কোন লোক তাঁহাকে নিম্নলিখিত শ্লোক বলিয়াছিল ;—

"পারীক্ষ্য পরাক্রমং স্বকীয়ং
যঃ সেবেন দুর্ব্বলাঃ
পুষ্যন্তে কিল শীঘ্রাঃ কটুকিনঃ
শ্বানঃ প্রযত্নাদমী।
ন স্বেচ্ছমদনন্তবারণ চমূ
বিদারণঃ কেশরী
জেতব্যো ভবতা কিরাতনৃপতে
লাভঃ পরং গোবধঃ॥

হে কিরাতরাজ! তুমি সিংহ ধরিবার আশায় এই সকল কুকুর পোষণ করিয়াছ এবং ইহাদিগকে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করিবার জন্য প্রত্যহ গোমাংস ভক্ষণ করাইয়াছ। সেই সকল কুকুর এক্ষণে হস্তিযূথপরাভবকারী সিংহ পরাভবে সমর্থ হইল না। ইহাদিগের পোষণে তোমার আশা ত ফলবতী হইল না, কেবল লাভ হইল গোবধ। অর্থাৎ গোবধজনিত মহাপাপ।" যে সকল বাবুরা মনে করেন যে অনাচারে এবং ইংরাজী আহারে ইংরাজের মত তেজলাভ করিবেন তাঁহাদেরও ঐ: অনাচার মাত্র লাভ হইতেছে, [খ] কোন রুগ্ন ব্যক্তি হরিহরনামা এক বিখ্যাত কবিরাজের নিকট রোগ দেখাইতে গিয়াছিলেন। হরিহর তাহার রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দিলেন, শুণ্ঠি ও গোক্ষুর সমভাগে লইয়া তাহার পাচন প্রস্তুত করতঃ পান করিবে। রোগীটা মূর্খের চূড়ামণি, সে বাড়ী আসিয়া একটী গোরু মারিয়া তাহার ক্ষুর লইয়া পাচন প্রস্তুত করিল ও তাহা পান করিল। পরদিন হরিহর বৈদ্য তাহার রোগ কমিল কি না, জানিবার জন্য তাহার গৃহে আসিলেন এবং পাচনের ব্যাপার সমস্তই শুনিলেন। তৎশ্রবণে হরিহর অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন ;—

শুণ্ঠীগোক্ষুরয়োর্বিচার্য্য মনসা
কল্ক্যাশনং বন্মদা
উক্তং তদ্বিপরীতকং কৃতমহো
গোক্ষুরকং মন্দধী।
নার্থো নৃপ জনাপবাদ নচ সুখং
নোনা যশো লভ্যতে
সন্দেহে কারভূপতো কবিহরে
লাভঃ পরং গোবধঃ॥

আমি মনে মনে বিচার করিয়া গোক্ষুর ও শুণ্ঠি এই দুই দ্রব্যের কল্ক সেবন করিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু এই হস্তীমূর্খটা তাহার বিপরীতে গোবধ করিয়া তাহার ক্ষুর লইয়াছে। মূর্খের চিকিৎসা করিতে অর্থলাভ, সুখ ও যশোলাভ, তিনের কিছু

রাবি হরিহর সংহৈশু কবিরাজ আমার
মধ্যে হইল গোহত্যার পাপ

"কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।"

ব্যক্তি কর্ম্মতৎপর, বুদ্ধি তাহারই অনু-
গত হয়। কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ত্তব্যবিষয়ে
স্ফূর্ত্তি জন্মে, পরন্তু কর্ম্মত্যাগ ব্যতিরেকে
কেবল তাহার লোপ ঘটে। এতদ্বোধক
টি এই—

কর্ম্মণাবাধ্যতে বুদ্ধি-
নবুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো
হৈমং হরিণ মন্বগাৎ।

বুদ্ধি কর্ম্মের বাধ্য, কর্ম্ম বুদ্ধির বাধ্য নহে
যায়। দেখ, শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধিমান হইয়াও
স্বর্ণময় মৃগ মারিতে গিয়াছিলেন।

৩। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

এক রাজনন্দিনী পিতার অধিকারস্থ এক
অধ্যাপকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। একদা
অধ্যাপক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে দূরদেশে গমন করিলেন।
তখন রাজকন্যার অধ্যয়নাদির ভার ব্রাহ্মণের পুত্রের
উপর অর্পিত হইল। ব্রাহ্মণপুত্র পিতার আজ্ঞায়
প্রত্যহ রাজকন্যাকে শিক্ষা দিতে গমন করিতে
লাগিলেন। একদিন তিনি যথানিয়মে পড়াইয়া
রাজপুত্রীকে লিখাইতেছেন, এমন সময়ে রাজনন্দি-
নীর লেখনী তদীয় হস্ত হইতে স্খলিত ও ভূতলে
নিপতিত হইল। গুরুনন্দন তৎক্ষণাৎ তাহা ভূতল
হইতে উঠাইয়া রাজকুমারীর হস্তে অর্পণ করি-
লেন। ইহাতে রাজপুত্রী অতীব সন্তুষ্টা হইয়া
গুরুনন্দন সকাশে কৃতজ্ঞতা ও উপকার স্বীকার
করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ যুবক বলিলেন, যদি
আমার দ্বারা উপকার হইয়াছে এরূপ বিবেচনা হয়
তবে হইলে আমারও প্রত্যুপকার করা তোমার
উচিত। রাজকুমারী ভাবিলেন, গুরুনন্দন ব্রাহ্মণ,
ধনহীন, বোধ হয় আমার নিকট ইহাঁর কিঞ্চিৎ ধন
প্রার্থনা করিবার অভিলাষ হইয়াছে। মনে মনে
এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, আপনি যাহা
চাহিবেন আমি তাহাই আপনাকে দিব। ব্রাহ্মণ
যুবক উত্তম অবসর দেখিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত
করিলেন। তিনি বলিলেন, আমাকে বরমাল্য
দিন, আমি অন্য কিছু চাহি না। যুবকের ঐ
কথা শুনিয়া রাজপুত্রী কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে
থাকিলেন, পরে বলিলেন, আপনাকে বরমাল্য
দিলে আমাকে সধবা হইয়াও বিধবার ন্যায় থাকিতে
হইবে। যাহাই হউক, আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক
যাহা বলিয়াছি, তাহার অতিক্রম করিতে পারিব
না। আপনি অদ্য রাত্রে গোপনে হরিমন্দিরে
প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করিবেন। আমি তথায়
গিয়া আপনার গলে বরমাল্য প্রদান করিব।
রাজপুত্রীর এই কথা শুনিয়া গুরুনন্দনের আনন্দের
পরিসীমা রহিল না। পরে উভয়েই স্ব স্ব স্থানে
প্রতিগমন করিলেন। যখন ইহাঁদিগের উভয়ের
ঐরূপ কথোপকথন হয় অধ্যাপকের কার্ত্তিক নামক
ভৃত্য অলক্ষ্যে থাকিয়া ঐ সকল কথা শুনিয়াছিল।
অধ্যাপক মহাশয় সেই দিনই নিমন্ত্রণ হইতে বাটী
আসিলেন। কার্ত্তিক অবিলম্বে ঐ সকল কথা ও
ঘটনা নিভৃতে অধ্যাপকের কর্ণগোচর করাইলেন।
অধ্যাপক এরূপ ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ভৃত্যের
সহিত পরামর্শে আপন পুত্রকে একটী গৃহ মধ্যে
বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে
কার্ত্তিক গুরুপুত্রের বেশ ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট হরিমন্দিরে
প্রবেশপূর্ব্বক অন্ধকারে বসিয়া রহিল। যথাসময়ে
রাজনন্দিনী আসিয়া সম্বোধন করিলে কার্ত্তিক
সেই অন্ধকার গৃহমধ্যে "হুঁ" মাত্র বলিয়া প্রত্যুত্তর
করিল। রাজপুত্রী গুরুপুত্রজ্ঞানে তদীয় গলদেশে
মাল্য অর্পণ করিলেন। কার্ত্তিক তখন আপনার
পরিচয় প্রদান করিল। এই ঘটনায় রাজপুত্রী
শিরে করাঘাত করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ
করিয়াছিলেন ;—

"গুরোশ্চপুত্রে বরমাল্য দানে
দিষ্ট্যা প্রদত্তং খলু কার্ত্তিকায়।
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥"

আমি রাজপুত্রী গোপনে দেবমন্দিরে গুরু-
পুত্রের গলে বরমাল্য দিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম।
দুর্ভাগ্যের প্রেরণায় আমাকে কার্ত্তিককে বরণ
করিতে হইল! মানুষের কথা দূরে থাকুক,
দেবতারাও নারী কিরূপ অভাবনীয় ব্যবহার
করিবে এবং পুরুষের ভাগ্য কিরূপ হইবে তাহা
বুঝিতে পারেন না।

৪। "সঞ্চিতার্থোবিনশ্যতি।"

কোন এক রাজা অত্যন্ত অপরিমিতব্যয়ী
ছিলেন। ক্রমে তাঁহার ধনাগার ধনশূন্য হইল।
অতঃপর তিনি কতকটা আয় অনুসারে ব্যয়
করিতে লাগিলেন, পরন্তু সঞ্চয়ের চেষ্টা রহিল না।
রাজার এতদ্রূপ ব্যবহার রাজমন্ত্রী কিছু দুঃখিত
হইয়া ভাবিলেন, বিপদকালে এই ধনশূন্য রাজা
বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন না।
কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত বিচক্ষণ মন্ত্রী নৃপতিকে ধন-
রক্ষার কর্ত্তব্যতা বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য রাজার
দৃষ্টি পড়ে এরূপ স্থানে গৃহভিত্তিতে লিখিয়া রাখি-
লেন ;—

"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ।"

দুই একদিন পরে ঐ শ্লোকাংশে রাজার দৃষ্টি
পড়িল। তিনি বুঝিলেন, মন্ত্রী ইহা আমাকেই
লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছে। পরে তিনি ঐ শ্লোকাং-
শের নীচে উহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া রাখিয়া
দিলেন।—

শ্রীমতাং কথমাপদঃ ?

মন্ত্রী উহা পাঠ করিয়া তাহার নীচে লিখি-
লেন—

কদাপি চলতে লক্ষ্মী

উহা পাঠ করিয়া রাজা তন্নিয়ে লিখিলেন—

সঞ্চিতার্থো বিনশ্যতি।

এই উক্তর প্রত্যুক্তরে পাদচতুষ্টয়ে পূর্ণ শ্লোক
হইল। শ্লোকটির অর্থ এই—

(মন্ত্রীর উক্তি) "আপদদিগদের জন্য ধন সঞ্চয়
করা আবশ্যক।"

(রাজার উক্তি) "লক্ষ্মীমন্তের আপদ হয়
না।"

(মন্ত্রীর উক্তি) "লক্ষ্মী কখন কখন চঞ্চলা হন।"

(রাজার উক্তি) "তখন সঞ্চিত ধনও থাকিবে
না।"

৫। "সারং শ্বশুরমন্দিরং।"

কোন "ধার্ম্মিক" ঋষি শ্লোক রচনা করিয়া
ছিলেন ;—

"অসারে খলুসংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্
কাশ্যাংবাসঃ সতাংসঙ্গঃ গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥"

এই অসার সংসারে চারিটী মাত্র সার : কাশী
বাস, সৎসঙ্গ, গঙ্গাজল ও শিবসেবা।

কোন রসিক কবি ঐ শ্লোকের পরিবর্ত্তে এই
শ্লোক বলিয়াছিলেন।—

হিমালয়ে হরঃশেতে হরিঃশেতে মহোদধৌ ;
অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরম্॥

মহাদেব হিমালয়ে ও বিষ্ণু সমুদ্রে সর্ব্বদা বাস
করেন। সমুদ্র লক্ষ্মীর জন্মস্থান এবং হিমালয়
পার্ব্বতীর জন্মস্থান। অসার সংসারে শ্বশুরবাড়ী
সার পদার্থ।

৬। "কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।"

কোন এক সিংহ কোন এক বনে রাজত্ব
করিত। হঠাৎ একদিন একটা ছাগ সেই বনে
বিচরণ করিতেছে দেখিয়া এক ব্যাঘ্র তাহাকে
কহিল, তুমি কোন্ সাহসে এই বনে আসিয়াছ
আমি তোমাকে খাইয়া ফেলিব। বিপদকালে
ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন কর্ত্তব্য মনে করিয়া ছাগ
কহিল, "হে ব্যাঘ্র! আমি এখানকার রাজার

মাতুল। আমার নাম ভবনদাস।" তৎশ্রবণে ব্যাঘ্র বলিল, "মহাশয়! আমি আপনাকে চিনিতাম না। তাই অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা করিবেন।" ব্যাঘ্র এই বলিয়া রাজসভায় গিয়া সিংহকে কহিল, রাজন্! আপনার মাতুল ভবনদাস এই বনে আসিয়াছেন। আমার সহিত আলাপ হইয়াছে।" তৎ শ্রবণে সিংহ মাতুলকে আনয়ন করিবার জন্য সেই ব্যাঘ্রকেই প্রেরণ করিল। উদারচিত্ত সিংহ মনে মনে অল্প একটু হাস্য করিল, অবশেষে স্বজাতির নাম লওয়ায় শরণাগত ছাগের প্রতি করুণার্দ্র হইয়া ঐ ছাগকে মাতুল সম্বোধন করিয়া আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইল এবং সকলকে বলিয়া দিল ইনি আমার মাতুল, ইঁহার নাম ভবনদাস।" অতঃপর হিংস্রজন্তুগণ সকলেই ছাগকে মান্য করিতে লাগিল এবং ছাগও ঐ বনে নিরাপদে পরমসুখে বাস করিতে লাগিল। কোন কবি ইহার উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—

হীনসেবা ন কর্তব্যা
কর্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।
অজঃ সিংহপ্রসাদেন
বনে চরতি নির্ভয়ম্॥

৭। পশ্চাৎ ঝন্ঝনায়তে।

কোন এক ব্রাহ্মণের একটি সুদর্শন পুত্র হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ বিশেষ যত্ন করিয়া উহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় ছেলেটী বুদ্ধিমান বলিয়াই দেখাইয়াছিল। ব্রাহ্মণের আশা—ছেলে মানুষ হইলে বার্দ্ধক্যে তাঁহার সুখ হইবে। কিন্তু ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কোন কাজেরই হইল না। কেবল বাজে কথা কহিতে শিখিল। সেই ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইয়া এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিতেন,—

সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং
ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ
পশ্চাৎ ঝন্ঝনায়তে॥

দেখিয়াছিলাম সোনার মত পুষ্প, সুতরাং ভাবিয়াছিলাম, ইহার ফলে রত্ন জন্মিবে। রত্ন ফলের আশায় বৃক্ষটির যথাসাধ্য সেবা করিলাম, কিন্তু তাহার ফলে কেবল ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতে লাগিল।

শণের ফুল দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু তাহার ফল মধ্যে কেবল কয়েকটা দানা তার বীজ থাকে, ফল পাকিলে ঐ দানা বায়ুর আন্দোলনে ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে থাকে, কোন কাজে লাগে না।

৮। স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ।

কোন সময়ে গরুড় শিবসকাশে গমন করিয়াছিলেন। গরুড়কে দেখিয়া শিবকণ্ঠস্থ সর্প ঘোরতর তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে গরুড় ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন—

জানামি সর্পো তব প্রভাবম্
কণ্ঠেস্থিতো গর্জসি শঙ্করস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানম্
স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ।

সর্প! তোমার প্রভাব ও ক্ষমতা আমি বিলক্ষণ জানি। তুমি আজ শঙ্করের কণ্ঠে আছ বলিয়াই এত নির্ভয়ে তর্জন গর্জন করিতেছ। বল অপেক্ষা স্থানের মহিমা অধিক। যে অত্যন্ত কাপুরুষ, সেও সুবিধামত স্থানে থাকিলে সিংহের মত পরাক্রম দেখায়।—(উপাসনা আশ্বিন ১৩১৬)

তুর্কজাতি।

২৮শে অক্টোবর রাত্রি ৯টার সময় ভিয়েনাতে সেই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ট্রেণ আবার ধরা হলো। ৩০এ অক্টোবর ট্রেণ পৌঁছুল কনষ্টান্টিনোপলে। এ দুরাত একদিন ট্রেণ চললো হঙ্গারি সর্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে। হঙ্গারির অধিবাসী, অষ্ট্রীয় সম্রাটের প্রজা। কিন্তু অষ্ট্রীয় সম্রাটের উপাধি অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ও হঙ্গারির রাজা। হঙ্গারির লোক এবং তুর্কিরা একই জাত, তিব্বতের কাছাকাছি। হঙ্গারির লোক কৃশ্চান—তুর্ক মুসলমান। কিন্তু সে তাতার রক্তের যুদ্ধপ্রিয়তা উভয়েই বিদ্যমান। এদের রাজধানী বুডাপেস্ত অতি পরিষ্কার সুন্দর সহর। ইহারা আনন্দপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়, প্যারিসের সর্বত্র হঙ্গারিয়ান বাদ্য।

সর্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি তুর্কির কেলা ছিল—রুশযুদ্ধের পর প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন; তবে সুলতান এখনও বাদসা এবং সর্বিয়া বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোনও অধিকার নাই। ইয়ুরোপে তিন জাত সভ্য—ফরাসী, জার্মান আর ইংরেজ। বাকিদের দুর্দশা আমাদেরই মত অধিকাংশ এত অসভ্য যে, এসিয়ায় অত নীচ কোনও জাত নেই। সর্বিয়া বুলগেরিয়ায় সেই মেটে ঘর, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা মানুষ, আবর্জনারাশি,—মনে হয় বুঝি দেশে এলুম! উহারা আবার কৃশ্চান কি না—দু চারটা শুয়র অবশ্যই আছে। দুশো অসভ্য মানুষে যা ময়লা করতে পারে না, একটা শোয়ারে তা করে দেয়। মেটে ঘর তার মেটে ছাদ, ছেঁড়া ন্যাতা চোতা পরণে, শূকর সহায় সার্বিয় বা বুলগার! বহু রক্তস্রাবে, বহু যুদ্ধের পর, তুর্কের দাসত্ব ঘুচেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষম উৎপাত। ইয়ুরোপী ঢঙে ফৌজ গড়তে হবে, নইলে কারু একদিনও নিস্তার নাই। অবশ্য দুদিন আগে বা পরে ওসব রুষের উদরসাৎ হবে, কিন্তু তবুও সে দুদিন ফৌজ বিনা জীবন অসম্ভব, কনস্ক্রিপ্সন চাই। কুক্ষণে ফ্রান্স জর্মানির কাছে পরাজিত হলো। ক্রোধে আর ভয়ে ফ্রান্স দেশ শুদ্ধ লোককে সেপাই করলে। পুরুষমাত্রকেই কিছু দিনের জন্য সেপাই হতে হবে—যুদ্ধ শিখতে হবে, কারু নিস্তার নাই। তিন বৎসর ব্যারিকে বাস করে, ক্রোড়পতির ছেলে হক্ না কেন, বন্দুক ঘাড়ে যুদ্ধ শিখতে হবে। গবর্ণমেণ্ট খেতে পরতে দেবে আর বেতন রোজ এক পয়সা। তার পর তাকে দুবৎসর সদা প্রস্তুত থাকতে হবে নিজের ঘরে; তার পর আরও ১৫ বৎসর তাকে দরকার হলেই যুদ্ধের জন্য হাজির হতে হবে। জর্মানি সিঙ্গি খেপিয়েছে, তাকেও কাযে কাযে তৈয়ার হতে হলো; অন্যান্য দেশকেও—এর ভয়ে ও, ওর ভয়ে এ, সমস্ত ইয়ুরোপময় ঐ কনস্ক্রিপ্সন;—এক ইংলণ্ড ছাড়া। ইংলণ্ড, দ্বীপ, জাহাজ ক্রমাগত বাড়াচ্ছে, কিন্তু এ বোয়ার যুদ্ধের শিক্ষা পেয়ে লাখ লাখ ফৌজের জন্য টান পড়ায় বোধ হয় কনস্ক্রিপ্সনই বা হয়। রুষের লোক সংখ্যা সকলের চেয়ে অধিক, কাযেই রুষ সকলের চেয়ে বেশী ফৌজ খাড়া করে দিতে পারে। এখন এই যে সর্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ সব, তুর্কিকে ভেঙ্গে ইয়ুরোপীরা বনাচ্ছে, তাদের জন্ম না হতে হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত সুসজ্জ ফৌজ তোপ প্রভৃতি চাই; কিন্তু আখেরে সে পয়সা যোগায় কে? চাষা কাযেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েছে—আর সহরে দেখবে কতক গুলা ঝাব্বা ঝুব্বা পোরে সেপাই। ইউরোপময় সেপাই সেপাই, সর্বত্র সেপাই! এরা বলে স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামী আর এক; পরে যদি জোর করে করায় ত অতি ভাল কাযও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কায করতে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামীর চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা স্বাধীনতা শতগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। ইয়ুরোপের লোকেরা ঐ সার্বিয়া বুলগের প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি এক দিনে কায শিখতে পারে? ভুল করবে বই কি—ভুল করবে;—করে শিখবে,—শিখে শেষে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি দুর্বল সবল হয়—অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।

... সাম্রাজ্যের সব জাতি বাস করে, ...
তুরাণে, জীবনী শক্তি এখনও বর্ত্তমান। ... ইয়ুরোপীয় মনীষিগণ ইন্দোয়ুরোপীয়ান বা ... বলেন, ইয়ুরোপে দুএকটী ক্ষুদ্রজাতি ছাড়া ... জাতি সেই মহাজাতির অন্তর্গত। যে ... জাতি সংস্কৃত-সম ভাষা বলে না, হুন্সারী-রা তাহাদের অন্যতম। হুন্সারীয়ান আর ... একই জাতি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ... প্রবল জাতি এশিয়া ও ইয়ুরোপখণ্ডে ... রাজ্য বিস্তার করেছে। যে দেশকে এখন ... বলে, পশ্চিম হিমালয় ও হিন্দুকোষ ... উত্তরে স্থিত সেই দেশই এই তুর্কী ... আদি নিবাসভূমি। ঐ দেশের তুর্কীনাম ...। দিল্লীর মোগলবাদসাহবংশ, বর্ত্তমান ... রাজবংশ, কনষ্টাণ্টিনোপল-পতি তুর্কবংশ ও ... জাতি, সকলেই সেই চাগওই দেশ ... ভারতবর্ষ আরম্ভ করে ইয়ুরোপ পর্য্যন্ত ... অধিকার বিস্তার করেছে এবং আজও ... বংশ আপনাদের চাগওই বলে পরিচয় ... এবং এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়। এই ... বহুকাল পূর্ব্বে অবশ্য অসভ্য ছিল। ... ঘোড়া গোরুর পাল সঙ্গে, স্ত্রী পুত্র ডেরা ডাণ্ডা ... যেখানে পশুপালের চরবার উপযোগী ঘাস ... সেইখানেই তাঁবু গেড়ে কিছুদিন বাস ... ঘাস জল সেখানকার ফুরিয়ে গেলে ... চলে যেত। এখনও এই জাতির অনেক ... এশিয়াতে এই ভাবেই বাস করে। ... মধ্য এশিয়ার জাতিদের সহিত ... ভাষাগত সম্পূর্ণ ঐক্য, আকৃতিগত কিছু ...। মাথার গড়নে ও হনুর উচ্চতায় তুর্কের ... মোগলের সমাকার, কিন্তু তুর্কের নাক খাঁদা ... সুদীর্ঘ, চোখ সোজা এবং বড়, কিন্তু মোগলদের মত দুই চোখের মাঝে ব্যবধান অনে-কটা বেশী। অনুমান হয় যে বহুকাল হতে এই ... জাতির মধ্যে আর্য্য এবং সেমিটিক রক্ত ... প্রবেশ করেছে। সনাতন কাল হতে এই ... জাতি বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। আর এই জাতির ... সংস্কৃতভাষী, গান্ধারী ও ইরাণীর মিশ্রণে ... আফগান, হাজারা, বরকজাই ইউসফজাই ...—যুদ্ধপ্রিয় সদা রণোন্মত্ত ভারতবর্ষের ... কারী জাতি সকলের উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কালে এই জাতি বারম্বার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশ সকল জয় করে বড় বড় রাজ্য স্থাপন করেছিল। তখন এরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয়ে যেত। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে হুষ্ক যুষ্ক কনিষ্ক নামক তিন প্রসিদ্ধ তুরস্ক সম্রাটের কথা আছে, এই কনিষ্কই মহাযান নামে উত্তরাম্নায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্থাপক। বহুকাল পরে ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যএসিয়াস্থ গান্ধার কাবুল প্রভৃতি প্রধান প্রধান কেন্দ্র সকল একেবারে উৎসন্ন করে দেয়। মুসলমান হওয়ার পূর্ব্বে এরা যখন যে দেশ জয় করত, সে দেশের সভ্যতা বিদ্যা গ্রহণ করত এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যাবুদ্ধি আকর্ষণ করে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করত। কিন্তু মুসলমান হয়ে পর্য্যন্ত এদের যুদ্ধপ্রিয়তাটুকুই কেবল বর্ত্ত-মান; বিদ্যা সভ্যতার নাম গন্ধ নেই, বরং যে দেশ জয় করেন, সে দেশের সভ্যতা ক্রমে ক্রমে নিভে যায়। বর্ত্তমান আফগান গান্ধার প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে তাদের বৌদ্ধ পূর্ব্বপুরুষদের নির্ম্মিত অপূর্ব্ব স্তূপ, মঠ, মন্দির, বিরাট মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান। তুর্কী মিশ্রণ ও মুসলমান হবার ফলে সে সকল মন্দিরাদি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আধুনিক আফগান প্রভৃতি এমন অসভ্য ও মূর্খ হয়ে গেছে যে, সে সকল প্রাচীন স্থাপত্য সকল করা দূরে থাকুক, জিন প্রভৃতি অপদেবতার নির্ম্মিত বলে বিশ্বাস করে এবং মানুষের যে অত বড় কার খানা করা সাধ্য নয়, তা স্থির ধারণা করেছে। বর্ত্ত মান পারস্য দেশের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ এই যে, রাজবংশ হচ্ছে প্রবল অসভ্য তুর্কীজাতি ও প্রজারা হচ্ছে অতি সুসভ্য আর্য্য, প্রাচীন পারস্য জাতির বংশধর। এই প্রকারে সুসভ্য আর্য্য বংশোদ্ভব গ্রীক ও রোমকদিগের শেষ রঙ্গভূমি কনস্তান্তিনোপল সাম্রাজ্য মহাবল বর্ব্বর তুরস্কের পদতলে উৎসন্ন গেছে। কেবল ভারতবর্ষের মোগল বাদসারা এ নিয়মের বহির্ভূত ছিল; সেটা বোধ হয় হিন্দুভাব ও রক্তসংমিশ্রণের ফল। রাজপুত বারট ও চারণদের ইতিহাস গ্রন্থে ভারত বিজেতা সমস্ত মুসলমান বংশই তুরস্ক নামে অভিহিত। এ অভিধানটী বড় ঠিক, কারণ ভারতবিজেতা মুসলমানবাহিনীরা যে কোন জাতিতেই পরিপূর্ণ ছিল না কেন, নেতৃত্ব সর্ব্বদা এই তুরস্ক জাতিতেই ছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মত্যাগী মুসলমান তুরস্কদের—নেতৃত্বে ও বৌদ্ধ বা বৈদিকধর্ম্ম ত্যাগী তুরস্কাধীন বা তুর-স্কের বাহুবলে মুসলমানকৃত হিন্দু জাতির অংশবি-শেষের দ্বারা, পৈতৃক ধর্ম্মে স্থিত অপর বিভাগ-দের বারম্বার বিজয়ের নাম ভারতবর্ষে মুসলমান

তুরস্কদের ভাষা অবশ্যই তাহাদের চেহারার মত বহু মিশ্রিত হয়ে গেছে। উহাদের যে সকল দল মাতৃভূমি চাগওইয়া হতে যত দূরে গিয়ে পড়েছে, তাদের ভাষা তত মিশ্রিত হয়ে গেছে। এবার পারস্যের শা প্যারিস প্রদর্শনী দেখে কনস্তান্-টিনোপল হয়ে রেলযোগে স্বদেশে গেলেন। দেশকালের অনেক ব্যবধান থাকলেও, সুলতান ও শা সেই প্রাচীন তুর্কী মাতৃভাষায় কথোপকথন করলেন। তবে সুলতানের তুর্কী ফার্সী, আরবী ও দুচার গ্রীক্ শব্দে মিশ্রিত। শা'র তুর্কী অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ।

প্রাচীন কালে এই চাগওই তুরস্কের দুই দল ছিল। এক দলের নাম সাদা ভেড়ার দল আর এক দলের নাম কাল ভেড়ার দল। এই দুই দলই জন্মভূমি কাশ্মীরের উত্তর ভাগ হতে ভেড়া চরাতে চরাতে ও দেশ লুটপাট করতে করতে ক্রমে কাস্পীয়ান হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হল। সাদা ভেড়ারা কাস্পীয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে এবং ধ্বংসাবশিষ্ট রোম রাজ্যের এক টুকরা নিয়ে হুঙ্গারী নামক রাজ্য স্থাপন করে। কাল ভেড়ারা কাস্পীয়ান হ্রদের দক্ষিণ দিয়ে ক্রমে পারস্যের পশ্চিম ভাগ অধি-কার করে ককেসাস্ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করে ক্রমে এসিয়া মাইনর প্রভৃতি আরবদের রাজ্য দখল করে বসল; ক্রমে খলিফার সিংহাসন অধিকার করলে, ক্রমে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু উদরসাৎ করলে। অতি প্রাচীন কালে এই তুরস্ক জাতি সাপের পূজা করত। বোধ হয় প্রাচীন হিন্দুরা এদেরই নাগতক্ষকাদি বংশ বলত। তার পর এরা বৌদ্ধ হয়ে যায়, পরে যখন যে দেশ জয় করত, প্রায় সেই দেশের ধর্ম্মগ্রহণ করত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যে দুদলের কথা আমরা বলছি, তাদের মধ্যে সাদাভেড়ারা কৃশ্চানদের জয় করে কৃশ্চান হয়ে গেল, কাল ভেড়ারা মুসলমানদের জয় করে একেবারে মুসলমান হয়ে গেল। তবে এদের কৃশ্চানী বা মুসলমানীতে, অনুসন্ধান করলে, নাগপূজার স্তর এবং বৌদ্ধ স্তর এখনও পাওয়া যায়।

হুঙ্গারীয়ানরা জাতি এবং ভাষায় তুরস্ক হইলেও ধর্ম্মে কৃশ্চান—রোমান ক্যাথলিক। সেকালে ধর্ম্মের গোঁড়ামি, ভাষা রক্ত দেশ প্রভৃতি কোন বন্ধনী মানত না। হুঙ্গারীয়ানরা তুর্কীর চিরকাল

প্রবল শক্তি ও প্রতীচ্যদের সাহায্য না পেলে অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি কৃশ্চান রাজ্য মুসলমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হত না। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান প্রচার, জ্ঞানবৃদ্ধি ও শক্তিচয়ের আবিষ্কার দ্বারা ক্রমশঃ [illegible] উপর অধিক আকর্ষণ হচ্ছে; ধর্মগত একত্ব ক্রমে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য [illegible] ও তুর্কদের মধ্যে একটা একজাতীয়ত্ব ভাব দাঁড়াচ্ছে।"

[illegible] কাজেই হঙ্গারী [illegible] না হয়ে পৃথক হবার চেষ্টা করেছে। অনেক বিবাদ বিসম্বাদের ফলে এই হয়েছে যে, হঙ্গারী এখন নামে অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের একটী প্রদেশ আছে বটে, কিন্তু কার্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অষ্ট্রীয় সম্রাটের নাম "অষ্ট্রীয়ার বাদশা" ও "হঙ্গারীর রাজা"। হঙ্গারীর সমস্ত সেরেস্তা ও ব্যবস্থা সমস্ত আলাদা এবং এখানে প্রজাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ। অষ্ট্রীয় বাদশাকে যে নামমাত্র নেতা করে রাখা হয়েছে, এ সম্বন্ধও যে বেশী দিন থাকবে তা বোধ হয় না। তুর্কী স্বভাবসিদ্ধ সদ্গুণরাশি [illegible] হঙ্গারীয়ানে প্রচুর বিদ্যমান। অপিচ ইউরোপীয়ান না হওয়ায় সঙ্গীতাদি [illegible] বিদ্যাকে সভ্যতার [illegible] বলিয়া না জানার দরুণ সঙ্গীত কলায় হঙ্গারীয়ানরা অতি কুশলী ও ইউরোপময় প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বে আমার বোধ ছিল, ঠাণ্ডা দেশের লোক লঙ্কার ঝাল খায় না, ওটা কেবল উষ্ণপ্রধান দেশের কদভ্যাস। কিন্তু যে লঙ্কা খাওয়া হঙ্গারিতে আরম্ভ হল ও রোমানী বুলগারী প্রভৃতিতে সপ্তমে পৌঁছুল, তার কাছে বোধ হয় মাদ্রাজীও হার মেনে যায়।

কনষ্টান্টিনোপলে ছোলাভাজা খাইয়া আনন্দ। তুর্কি পোলাও, কবাব ইত্যাদি এখানকার প্রধান খাবার। স্কুটারির প্রাচীন পাঁচীল দেখতে যাওয়া হয়; পাঁচীলের মধ্যে কেল্লা, ভয়ঙ্কর।

পেরে হিয়াসান্থের লেকচার, পুলিস বন্ধ করেছে—কাজেই আমার লেকচারও বন্ধ। দেখলাম [illegible] ও চৌবেজী, এফেন্দি [illegible] সহিত সাক্ষাৎ। এখানে হিন্দুস্থানী মুসলমান ইত্যাদি অনেক ভারতবর্ষীয় লোক আছে। আর্মানিয়ানদের বাস্তবিক কোনও দেশ নাই। যে সব স্থানে তারা বাস করে, সেখানে মুসলমানই অধিক। আর্মিনিয়া বলে কোন স্থান অজ্ঞাত। বর্ত্তমান সুলতান কুর্দদের ঘোড়সওয়ার-সেনা তৈয়ার করেছেন, তাদের রুশীয় কসাকদের মত শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তারা কনস্ক্রিপশন হতে খালাস হবে।

বর্ত্তমান সুলতান, আর্মেনিয়ান এবং গ্রীক পেট্রিয়ার্কদের ডাকিয়া বলেন যে, তোমরা টেক্স না দিয়ে সেপাই হও, তোমাদের জন্মভূমি রক্ষা কর। তাতে তারা জবাব দেয় যে, ফৌজ হয়ে লড়ায়ে গিয়ে মুসলমান সিপাইদের সহিত একত্রে মলে কৃশ্চান সিপাইদের কবরের গোলমাল হবে। উত্তরে সুলতান বল্লেন যে, প্রত্যেক পল্টনে না হয় মোল্লা ও কৃশ্চিয়ান পাদ্রী থাকিবে, এবং লড়ায়ে যখন কৃশ্চান ও মুসলমান ফৌজের শব দেহ সকল একত্রে এক গাদায় কবরে পুঁততে বাধ্য হবে, তখন না হয় দুই ধর্ম্মের পাদ্রীই (funcial service) শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়ল; না হয় এক ধর্ম্মের লোকের আত্মা, বাড়ার ভাগ, অন্য ধর্ম্মের শ্রাদ্ধমন্ত্রগুলো শুনে নিলে। কৃশ্চিয়ানরা রাজি হোল না—কাজেই তারা টেক্স দেয়। তাদের রাজি না হবার ভেতরের কারণ হচ্ছে ভয়, যে মুসলমানের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে পাছে সবই মুসলমান হয়ে যায়। বর্ত্তমান তাঁবুদের বাদসা বড়ই ক্লেশসহিষ্ণু—প্রাসাদে থিয়েটার ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ পর্য্যন্ত সব কাজ নিজে বন্দোবস্ত করেন। যে অবস্থায় ইনি রাজ্য পেয়েছিলেন, তা থেকে এত সামলে উঠেছেন যে আশ্চর্য। পার্লামেণ্ট এবার চলিবে না। উদ্বোধন, ১১ বর্ষ ১১ সংখ্যা ১৩১৬। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহক নামের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও [illegible] থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন। [illegible] বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে [illegible] চাঁদা [illegible] স্বীকৃত হইবে।

৮৫৩ শ্রীযুক্ত হাজরাম, পাউনান
মইং স্কুল ৩১।১২।৫০
১৫৬৭ " প্রমোদা বন্ধু বসু শিক্ষক
গোয়ালন্দ হাই স্কুল ঐ
৭৭৬ " বিহারী লাল কুণ্ডু হেঃ পঃ
সাওরাইল হাই স্কুল ঐ
৯৫২ " হাজরাম, বড়ামোহনপুর মইং স্কুল ঐ
৯৭৭ " সুধাংশু চন্দ্র ঘোষাল,
হেঃ পঃ পাকুড়া জি, টী, স্কুল ঐ
১৫৬৮ " হেঃ মাঃ মিউলা বস্তি মইং স্কুল ঐ
১৫৬৯ " হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গোপালপুর স্কুল ঐ
৭৫ " বারবাসিনী স্কুল লাইব্রেরী ঐ
১৫৭০ " কামেশ্বর দাস, হেঃ পঃ নাউডাঙ্গা স্কুল ঐ
১৫৭১ " নওয়াবালী খাঁ, সেখপাড়া স্কুল ঐ
৯১৬ " কেনারাম ঘোষাল,
সেঃ পটলডাঙ্গা মইং স্কুল ঐ
৬৫৮ " হেঃ মাঃ মথুরাপুর মইং স্কুল ঐ
১৫৭২ " আর, কে, হাওলাদার হেঃ পঃ
বালিকা স্কুল আসানসোল ঐ
১০৫১ " মুন্সি মো সাহেব বিশ্বাস,
হেঃ মাঃ বেনিয়া গ্রাম স্কুল ঐ
১৫৭৩ " জীবানন্দ দাসগুপ্ত, মধুডিলা ঐ
১৫৭৪ " হেঃ পঃ জলবেড়িয়া স্কুল লাইব্রেরী ঐ
১৫৭৫ " সেঃ সাগরপাড়া মইং স্কুল ঐ
১৫৭৬ " হেঃ মাঃ জিয়াগঞ্জ এডওয়ার্ড
ইনষ্টিটিউশন ঐ
১৫৭৭ " হাজরান্দ কলুদবাড়ী মইং স্কুল ঐ
৫৩৭ " সেঃ রামদাস বড়াগা স্কুল ঐ
৯২৫ " হেঃ মাঃ আনন্দপুর মইং স্কুল ঐ
৯২০ " সেঃ শ্রীপুর মইং স্কুল ঐ
১৩৮ " বিধুভূষণ সরকার, সাহাপুর মধ্য স্কুল ঐ
৯৪৩ " অভয়াচরণ হালদার,
হেঃ পঃ গোমস্তাপুর স্কুল ঐ
১৫৭৮ " কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো
ড্রইং মাঃ আমতা স্কুল ঐ
১০০৬ " কান্তিচন্দ্র বন্দ্যো
ড্রইং মাঃ আমতা স্কুল ঐ
৯৩১ " নৃত্যগোপাল চট্টো:
কেড়হাট, উঃপ্রাঃ স্কুল ঐ
১৫৭৯ " শ্রীমদ চন্দ্র চট্টো, ইসলামপুর ঐ
৬৩ " বামাচরণ কয়াল, সাঃ পঃ
সিদ্ধেশ্বরপুর স্কুল
১০০ " মুরলীধর ঘোষ,
হেঃ মাঃ বালীগ্রাম স্কুল ঐ
১৫৮০ " চিন্তামণি জানা,
হেঃ মাঃ গোপালগঞ্জ ঐ
২৪ " হেঃ মাঃ নাড়াজোল একাডেমী ঐ

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Educational Gazette Chinsurah*.

কর্ম্মখালি

জিলা দিনাজপুর পোঃ নবাবগঞ্জ দাউদপুর মইঃ স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন যোগ্যতানুসারে ২৫৲ হইতে ৩০ টাকা।

ভিসেরগড় অম্বিকাচরণ ইনষ্টিটিসনের জন্য জনৈক গ্রাজুয়েট এবং একজন ইংরাজী জানা কাব্যতীর্থ হেড পণ্ডিত। বেতন যথাক্রমে ৫০৲ ও ২৫ টাকা। স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন। পোঃ ভিসেরগড়, বর্দ্ধমান।

বালিগুর চণ্ডী শেখর মইঃ স্কুলে নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বেতন ১৫৲ টাকা ও বাসা। একটু ইংরাজী জানা চাই। পোঃ নলহাটি, জেলা বীরভূম।

ক্ষেতলাল রামকানাই চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইবার জন্য একজন অধ্যাপক। বেতন ৮ টাকা ও বাসা। ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য চাই। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মাধিকারী, পোঃ ক্ষেতলাল, জেলা বগুড়া।

একজন গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ ৫০ টাকা এবং তিনজন অণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষক বেতন ৩০৲, ২৭৲ ও ২৫ টাকা গুণানুসারে। কালিনগর আর কে এইচ স্কুল, ত্রিপুরা। সকলেই বাসা পাইবেন। সহকারী সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আর একজন নর্ম্মাল পাশ ড্রইং জানা পণ্ডিত বেতন ১৫ টাকা।

জনৈক এ কোর্স বিএ হেঃ মাঃ এবং ভাল গণিত জানা এফ এ ২য় শিক্ষক বেতন ৩৫ ও ২৫ টাকা। পাইকপাড়া কসবা হাই স্কুল, পোঃ ফুলতলা হাট, জেলা খুলনা। বাসা পাইবেন। অন্ততঃ এক বৎসর থাকা চাই। পোঃ ফুলতলাহাট, জেলা খুলনা।

একজন অণ্ডার গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। ভাল গণিত জানা। ইদিলপুর হাই স্কুল, বেতন গুণানুসারে ৩০৲ হইতে ৩৫ টাকা। প্রাইভেট টিউশন পাওয়া যায়। পোঃ গোসাইরহাট, জেলা ফরিদপুর।

একজন গ্রাজুয়েট বি কোর্স ২য় শিঃ। কালীগঞ্জ রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ হাই স্কুল, পোঃ কালীগঞ্জ, ঢাকা, মাসিক বেতন ৫০ ২ ৬০, ৫ বৎসরের প্রাইভেট পড়াইয়া আহার। পুরা দুই বৎসর থাকা চাই।

একজন গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। ভাল ইংরাজী জানা, বটুগঞ্জ মহারাজ নরেন্দ্র কৃষ্ণ হাই স্কুল। ৫০ টাকা, অন্ততঃ দুই বৎসর টিকিয়া থাকা চাই। পোঃ বটুগঞ্জ, জেলা ২৪ পরগণা।

একজন বিএ কোর্স ২য় শিঃ ভাল গণিত জানা ফুলিয়াদহ মইঃ স্কুল, ২৫ টাকা ও বাসা। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ ফুলিয়াদহ, জেলা নদীয়া, ব্রাহ্মণ চাই।

আপাততঃ দুই মাসের জন্য নর্ম্মাল পাশ একজন প্রতিনিধি হেঃ পণ্ডিত, মাসিক বেতন আহারীয় বাদে ১৩৲ টাকা। ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছেন, এরূপ একজন সহকারী হেড পণ্ডিত। বেতন আপাততঃ দশ টাকা। মেদিনীপুর জেলা, কাঁথি পোষ্ট, কামাইদিঘি মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীরমানাথ বেরার নিকট আবেদন করিতে হইবে। জেলা মেদিনীপুর।

জেলা মেদিনীপুর গড় বাসুদেবপুর স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ। বেতন মাসিক ২৫৲ প্রাইভেট পড়াইলে স্থানীয় ভদ্র লোকের বাড়ীতে আহারাদি ও বাসা পাইবেন। কাণ্টাই রোড ষ্টেশন হইতে উট্ গাড়ীতে ৮৵০ ব্যয় পড়ে—বি এন আর রেলে আসিতে হইবে। শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় ম্যানেজার জেলা মেদিনীপুর, পোঃ গড় বাসুদেবপুর রাজষ্টেট।

চৌকরাশ মইঃ বালক বিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার, ১২ টাকা ও বাসা। প্রাইভেট টিউশন পাইবারও আশা আছে, জাতিতে সাহা কিম্বা সাহার ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ হওয়া চাই। পোঃ সদরপুর (ফরিদপুর) ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

একজন গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। জগদ্বল্লভপুর হাইস্কুল: হাওড়া। ভাল ইংরাজী জানা চাই। মাসিক বেতন ৪০ টাকা। সি দর্ঘী, ১২নং বীডন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বড়ঙ্গা মইঃ স্কুলে গুরুট্রেনিংপাশ অথবা নর্ম্মাল স্কুলে নূতন নিয়মানুসারে কিছুদিন পড়া শিক্ষক। বেতন ৮ টাকা ও আশ্রয়। হেডমাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ বড়ঙ্গামহেশ, জেলা বর্দ্ধমান।

গোকুলপুর মধ্যস্কুলে নর্ম্মাল ২য় বার্ষিক হেঃ পঃ বেতন ১২ টাকা ও বাসা। প্রাইভেট পড়াইয়া আরও ২ টাকা। পোঃ গোকুলপুর জেলা ২৪ পরঃ।

সীমুলবাড়ী উ প্রা স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক বেতন ১০ টাকা ও বাসা। পোঃ মীরগঞ্জহাট, জেলা রংপুর।

কাঠালী স্কুলে নূ নর্ম্মাল শিক্ষক। ১৮ টাকা ও প্রাইভেট পড়ান মিলিতে পারে। পোঃ মীরগঞ্জহাট জেলা রংপুর শ্রীযুক্ত রাম রাম ভট্টাচার্য্য হেডমাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত জয়পুরহাট রেলষ্টেশন হইতে দেড় মাইল পশ্চিমে খঞ্জনপুর মইঃ স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ বেতন ২০ টাকা। মুসলমান হইলে আশ্রয়। হেডমাষ্টার শ্রীমন্মথনাথবসুদের মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ খঞ্জনপুর, জেলা বগুড়া।

একজন বি কোর্স গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ কাটোয়া হাই স্কুল। মাসিক বেতন ৫০ টাকা।

Notice.

His Excellency the Chancellor has been pleased to direct that four ordinary fellows shall be elected this year in accordance with the provision of chapters 12 and 13 of the University Regulations.

The procedure for the elections shall be as follows:—

(*a*) The faculty of medicine to elect two Fellows, one of whom at least shall be the head of, or a Professor in, a College affiliated to the University in Medicine. The election shall be held on the 5th March 1909.

(*b*) The Registered Graduates to elect two Fellows from among themselves. The election shall be held on the 12th March 1909.

Further particulars regarding the elections will be notified later on.

G. Thibaut Registrar

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমার স্বর্গীয় পিতা ৺ ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত, আসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ভারতবর্ষ, বর্দ্ধমান বিভাগ অথবা অন্য কোন দেশের বা প্রদেশের মানচিত্র যদি কোন বিদ্যালয়ে থাকে, তাহা হইলে, আমি উচিত মূল্য দিয়া সেই পুরাতন মানচিত্র ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। যদি কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে আমি লোক দিয়া সেই মানচিত্র আনাইব।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—
চন্দননগর বাগবাজার।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় দায়িত্ব নহে

রাজতরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

[illegible]বিলের জলে নদীর আকার বাড়িয়া [illegible] শঙ্কর বর্ম্মার সেনা প্রতিপদে অন্যান্য [illegible] সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইতে থাকিয়া [illegible] বাড়িতে লাগিল।

[illegible]নাথের অভিযান দর্শনে দার্ব্বাভিসার [illegible] ভীত হইলেন। তিনি সৈন্যের আশ্রয়ে [illegible] না পাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবার মত যে [illegible] স্থান ছিল সে সকল আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায়ও কাশ্মীরনাথের সৈন্যের কোলাহল প্রতিধ্বনিরূপে যাইতে লাগিল।

[illegible] বেগবান অশ্বসৈন্যের সাহায্যে অত্যল্প সময়ের মধ্যে তদীয় অশ্বগুলিকে অভিমত [illegible] আশ্রয় না করিতে না করিতেই আটকাইয়া ফেলিলেন ও অন্য একটী অধিকৃত দুর্গের অতিথি করিয়া রাখিলেন।

[illegible] পদাতি তিনশত হস্তী ও এক লক্ষ অশ্বসৈন্য সর্ব্বদাই অগ্রগামী ছিল, সেই কাশ্মীরনাথ যখন গুর্জ্জরদেশ জয় করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং পথমধ্যে ত্রিগর্ত্তেশ্বর পৃথিবীচন্দ্র তাঁহার কাছে পরাজয় আশঙ্কায় চঞ্চল আসিয়া [illegible] কাছে বেশ হাস্যাস্পদ করিয়া গেলেন। [illegible] পুত্র ভুবনচন্দ্রকে তিনি সন্ধি করিবেন [illegible] হইতে অভয় দিয়াছিলেন। ভুবনচন্দ্রও [illegible] হইয়া কাশ্মীরনাথের কাছে বিনয় করিবার জন্য আসিতেছিলেন কিন্তু আসিবার সময় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণকারী সেনাপাতগণে [illegible] তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরের মত কাশ্মীরের ভীষণ সেনানিবেশকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া নিজেকে [illegible] পড়িতে হইবে আশঙ্কা করিয়া [illegible] পলাইয়া অতিদূরে গমন [illegible]

[illegible] পণ্ডিতেরা আজিও যাঁহাকে [illegible] সুন্দর পুরুষ ছিলেন বলিয়া [illegible] সেই শঙ্করবর্ম্মাকে দিগ্বিজয় কালে [illegible] ভীষণ দেখাইয়াছিল।

[illegible] তিনি গুর্জ্জরেশ্বর অলখানের সঙ্গে [illegible] চিরাগত রাজলক্ষ্মীকে কাড়িয়া [illegible] আতঙ্ক শোকশল্য পুঁতিয়াছিলেন, তখন গুর্জ্জরনাথ সবিনয়ে সন্ধি করিয়া নিজের হস্তাঙ্গুলির মত অতি প্রিয় টক্কদেশ কাশ্মীরনাথকে ছাড়িলেন ও অবশিষ্ট নিরাবিকৃত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

ক্ষত্রিয় বংশের রাজা আপনা হইতেই বিনীত হইয়া ভক্তিভাবে কাশ্মীরনাথের প্রতীহারপদ গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে ভোজরাজ তাঁহার যে রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাহা দেওয়াইলেন এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে এই প্রকাণ্ড আর্য্যাবর্ত্তের মত যাঁহার একদিকে শিরের মত দরাধিপের ও অপর দিকে বরাহের মত তুরস্কাধিপের রাজ্যের মধ্যভাগে বিশাল অধিকার ছিল, নিজেদের পক্ষচ্ছেদযাতনায় ভীত হইয়া পর্ব্বতেরা যেমন মহাসমুদ্রে ঢুকিয়া ভয় দূর করিতে পারিয়াছিল তেমনি যাঁহার উদভাণ্ডপুর নগরে রাজারা নির্ভয়ে বাস করিত এবং অনন্ত আকাশে জ্যোতিষ্ক গ্রহনক্ষত্রাদির মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলের মত অসীম উত্তরাখণ্ডে রাজাদের মধ্যে যাঁহারই বিশিষ্ট খ্যাতি ছিল সেই লল্লিয়শাহী গুর্জ্জরনাথের আশ্রয়ে ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও কাশ্মীররাজ রাজ্যচ্যুত করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তিনি ক্রোধে আর লঘুবৃত্তি বিনয়াদি করিতে স্বীকার করিলেন না।

কাশ্মীরেশ্বর এইরূপে দিগ্বিজয় সাঙ্গ করিয়া নিজরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন ও পঞ্চগত্র দেশে অর্থাৎ বর্ত্তমানে পঞ্জাবে নিজের নাম সঙ্কেতে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং নিশানাথের কাছে পূর্ণিমার রাত্রির মত উত্তরাপথাধিপ শ্রীরামারাজের দুহিতা সুগন্ধাই তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী হইয়াছিল।

হত্তোপম রাজা শঙ্কর বর্ম্মা ঐ শঙ্করপুরে সেই প্রণয়িনীর সঙ্গেই বাস করিতে লাগিলেন ও তথায় দম্পতির নামানুসারে শঙ্করগৌরীশ ও সুগন্ধেশ নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন। এবং চতুর্ব্বিদ্যায় বিশারদ নায়ক নামক ব্রাহ্মণকে নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্যে রাখিয়া ঐ শিবালয় চুটীতেই সরস্বতীর মূল ভবন করিয়া দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে পরের কবিতা লইয়াই বড় বড় কবি হইয়া থাকেন আর রাজারাও যে পরের সঞ্চিত বস্তু লুণ্ঠন করিয়াই নিজেদের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন তাহার নিদর্শন দেখ, ঐ কাশ্মীরনাথ পূর্ব্বরাজাদের অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যে ন্যূন থাকিয়াও নিজালয়ের সুখ্যাতির নিমিত্ত পারিহাসপুরের পূর্ব্বরাজাদের সঞ্চিত মাল মাণিক্যাদি সামগ্রী সব অপহরণ করিয়া আনিলেন। এবং যে যে নগরে পশু পট্টাদি যে যে বস্তু ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে বলিয়া খ্যাতি ছিল তিনি সে সকল খ্যাতিকর কার্য্য তথা হইতে উঠাইয়া নিজের নগরেই বসাইলেন। এবং তাঁহার রাজা হওয়ার প্রধানমূলসহায় সেইমন্ত্রী রত্নবর্দ্ধনও কৃতজ্ঞ রাজারই অনুগ্রহে শ্রীরত্নবর্দ্ধনেশ নামে সদাশিব সংস্থাপন করিলেন।

নৃপতিরূপ গঙ্গা নানা সৎকার্য্য করায় কীর্ত্তিরূপ সলিলে পূতমূর্ত্তি হইয়াও আবার যে অসৎ বাসনে আসক্তিরূপ ধূলাতে স্নান করিয়া মলিন হইয়া থাকে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য অর্থাৎ হাতীরা স্নানের পরেই আবার যেমন গায়ে ধূলা মাখিতে চায় তেমনি রাজারা যশস্বী হইয়াও কেন যে আবার কুকর্ম্ম করিয়া কলুষিত হইতে অগ্রসর হয় তাহা বুঝি না।

আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ

বঙ্গোপসাগরের মধ্যস্থ এই দ্বীপপুঞ্জ হুগলী নদীর মুখ হইতে ছয় শত মাইল দূরে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—গ্রেট অর্থাৎ বড় আণ্ডামান এবং লিট্‌ল অর্থাৎ ছোট আণ্ডামান। বড় আণ্ডামানের তিনটি প্রধান খণ্ড—উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ। তদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি খণ্ড আছে। ছোট আণ্ডামানের বড় বড় খণ্ড এই কয়েকটি যথা—ইন্টারভিউ, আউট্রাম, হেনারি লরেন্স এবং রট্‌ল্যাণ্ড। দ্বীপপুঞ্জের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫৬ মাইল এবং প্রস্থ ২০ মাইল, মোট জমির পরিমাণ ১৭৬০ বর্গমাইল। এখানকার আদিম অধিবাসীদের শরীরের আয়তন খুব কম। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রধানতঃ ভারতের কয়েদীদের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রধান বন্দর পোর্টব্লেয়ার বড় আণ্ডামানের দক্ষিণখণ্ডে অবস্থিত, অপর বন্দর পোর্ট ক্যাম্বেল দক্ষিণ আণ্ডামানের পশ্চিম দিকে এবং পোর্ট কর্ণওয়ালিস উত্তর আণ্ডামানের পূর্ব্বউপকূলে অবস্থিত। কয়েদীদের দ্বারা এখানে চাষ বাস হয়। যাহা কিছু শস্যাদি উৎপন্ন হয় তাহাতেই এখানকার প্রয়োজন মিটিয়া যায়। ১৮৫৮ সালে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সময়ে এই দ্বীপপুঞ্জ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৃটিশশাসনাধীনে লওয়া হয়। এখানকার শাসনকর্ত্তা চীফকমিশনর এবং আণ্ডামান ও নিকোবর দ্বীপের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নামে অভিহিত। ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি নিযুক্ত হন।

আণ্ডামানদ্বীপে নির্ব্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধিগণ কিরূপে কালযাপন করে তৎসম্বন্ধে "ভারত

মহিলাদের প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে কিয়দংশ সংকলন করিয়া পাঠাইতেছি—

ক্লিটন নাম্নী এক বিবি এগার বৎসরকাল সেখানে ছিলেন। নিম্নলিখিত কথাগুলি তাঁহারই লিখিত একটি বিবরণ হইতে গৃহীত। অপরাধীদিগকে জেলের খানা ভোজন করিতে হয়। তিনবৎসরকাল যদি সে বেশ সচ্চরিত্র হইয়া কাটাইতে পারে তাহা হইলে তাহার কষ্টের অনেক লাঘব করিয়া দেওয়া হয়। দশ বৎসর ভাল করিয়া কাটাইতে পারিলে স্বাধীনভাবে নিজে জীবিকা অর্জন করিয়া থাকিবার উপযুক্ত হইয়াছে এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট পাইতে পারে। আণ্ডামান দ্বীপের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য লোক সেখানে বাস করিতে পারে না। এই দ্বীপ দেখিবার জন্য যদি কেহ তথায় জাহাজ হইতে অবতরণ করেন, তাহা হইলে তত্রত্য শাসনকর্তা চীফ কমিশনরের নিকট হইতে তাঁহাকে পাশ লইতে হয়।

সচ্চরিত্র অপরাধীদিগের মধ্য হইতে ওয়ার্ডার নিযুক্ত হয়। সাধারণ অপরাধিগণ তাহাদের অধীনে কর্ম্ম করে। এই ওয়ার্ডারগণ দুই জন অপরাধীর ভার প্রাপ্ত একজন ইউরোপীয় ওভারসিয়ারের অধীন। অপরাধীদিগকে কোনরূপ সামান্য শাস্তি দিবারও অধিকার এই ওভারসিয়ারগণের নাই, তাহারা কোন অপরাধ করিলে ওভারসিয়ার তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের গোচর করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটই উপযুক্ত বিচার করিয়া শাস্তিবিধান করেন। আণ্ডামানে ১০। ১২ জন ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। অপরাধ গুরুতর হইলে আসামীকে গারদে বন্ধ করা হয়। ঠিক স্বাধীন লোকের ন্যায় বিচার প্রণালী, সুতরাং কোন অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ছুতর, কামার প্রভৃতি অপরাধিগণ কারখানা অথবা পাবলিক ওয়ার্কস, সামুদ্রিক বিভাগ অথবা অন্যান্য বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। অনেকে মুক্তিলাভের পরেও এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকে কারণ তাহাতে বেশ বেতন পায়।

দশ বৎসর কাটিবার পর কর্তৃপক্ষ যদি বুঝেন যে কোন অপরাধী আইন সঙ্গত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাকে তাহা হইলে আপনার ভরণ পোষণে সক্ষমতার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যদি সে কৃষিকর্ম্ম করিতে চায় তবে তাহাকে কিছু জমি দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাকে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়। এই প্রকার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অপরাধীকে স্বতন্ত্র গ্রাম নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে তাহারা ভবিষ্যতে গ্রাম বা ব্যবসায় পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অন্য গ্রামে বেড়াইতে বা কার্য্য উপলক্ষে যাইতে হইলে স্বগ্রামের মণ্ডলকে যাইবার সময় এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিতে হয়। যে গ্রামে যায় সেখানেও যাইবার সময় এবং সেই গ্রাম ত্যাগের সংবাদ সেই গ্রামের মোড়লকে দিতে হয়। মোট কথা, কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে একরূপ ভ্রমণাদি চলিতে পারে না। স্ত্রীর ভরণ পোষণ করিবার সমর্থতার প্রমাণ দিতে পারিলে এই শ্রেণীর স্বাধীন অপরাধিগণ বিবাহ করিতে পারে। দেশে অপরাধীর পত্নী থাকিলে এবং তাহার আসিবার খরচ বহন করিতে পারিলে ভারতবর্ষ হইতে স্ত্রীকে আনিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

স্ত্রী অপরাধীর সংখ্যা ৩।৪ শতের অধিক নয়। পুরুষের সংখ্যা হাজার। স্ত্রী কয়েদীদিগের সকলেই খুনী অপরাধী। ২১৪টি ছাড়া তাহারা প্রায় সকলেই নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী লোক। ৪টি উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী লোক—এমন কি ব্রাহ্মণ রমণীও আছে বটে, কিন্তু সকলেই সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। কয়েকটি মেয়ে নিতান্ত অল্পবয়স্কা। স্বামী, ভ্রূণ, শিশু বা সপত্নী ইত্যাদি হত্যা অপরাধে তাহারা দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।

স্ত্রী কয়েদীদিগের জেলখানা সমুদ্রের ঠিক ধারেই নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় ৮ হাত উচ্চ বেড়া দিয়া উহা ঘেরা। এই জেল খানার ভিতরে বেশ বড় বড় গাছ, ফুল ও শাক সব্জীর সুন্দর বাগান আছে। মেয়ে কয়েদীরাই এই বাগানে কাজ করে।

স্ত্রী কয়েদীদিগের মধ্যেও স্ত্রী ওয়ার্ডার আছে। তাহাদের উপরে একজন ইউরোপীয় ওভারসিয়ার আছেন, জেলের বাহিরে তিনি বাস করেন। একজন ইউরোপীয় মেটন তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

পুরুষ ও স্ত্রী কয়েদীদিগের পোষাক নির্ম্মাণই মেয়ে কয়েদীদিগের প্রধান কাজ। ময়দা পেষার কাজও কিছু কিছু হইয়া থাকে। কোন অপরাধ করিলে এই কাজই বৃদ্ধি করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। গুরুতর অপরাধ করিলে মেয়েদিগের চুল কাটিয়া দেওয়া হয় এবং পুরুষদিগের পোষাক পরান হয়।

মেয়ের কাজ বেশী নয়। সাধারণতঃ সমস্ত দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কার্য্য তাহারা পূর্ব্বাহ্নেই শেষ করিয়া ফেলে। অপরাহ্ন কালে তাহারা নিজ নিজ সেলাই নিজের অথবা পরস্পরের চুলবাঁধা বাগানে বেড়াইয়াই যাপন করে।

তিন বৎসর ভাল কাজ করিতে পারিলে তাহারা ওয়ার্ডার বা আয়া চাকরাণী ইত্যাদি কাজ করিতে পারে। ছয় বৎসর ভাল ভাবে কাটাইতে পারিলে তাহারা বিবাহ করিবার অনুমতি পায়। যখন কোন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক কয়েদীকে বিবাহার্থে মনোনীত করে তখন ঐ কয়েদী যে জেলা হইতে প্রেরিত হইয়াছে সে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অনুসন্ধানের জন্য সরকারী চিঠি প্রেরিত হয়। দেশে সে লোকের স্বামী আছে কি না, স্ত্রীর অন্য পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধে কোন আপত্তি আছে কি না, সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তিনি আণ্ডামান গবর্ণমেণ্টকে সংবাদ দিয়া থাকেন।

প্রতি মাসে বিবাহযোগ্যা মেয়ে কয়েদীদিগের একটা করিয়া প্রদর্শনী হইয়া থাকে। বিবাহের অনুমতিপ্রাপ্ত স্বাধীন অপরাধিগণ এই সকল প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবার অনুমতি পায়। যখন কন্যা বা নাতিনের বয়সী কোন মেয়েকে কোন বৃদ্ধ অপরাধী বিবাহের জন্য মনোনীত করে তখন চতুর্দ্দিকে হাসির রোল পড়িয়া যায়। ২।১ টা এরূপ ঘটনা প্রায় প্রতি প্রদর্শনীতে হইয়া থাকে। যাহারা মেয়ে কয়েদী বিবাহ করে তাহারা সাধারণতঃ মুক্তির পর আর দেশে যাইতে চাহে না।

শ্রীঃ—

তীর্থ যাত্রা [১৭৪]

মেয়েটী একটি নিকষ কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা পিতা সম্ভ্রান্তশালী শ্রোত্রিয়ের ঘরজামাই হইয়া যথেষ্ট সম্পত্তি লাভ করেন। কন্যাটিকে অতি অল্প বয়সে উহার পিতা স্বঘরে কিন্তু অপাত্রে অর্পণ করেন। বিবাহের পর আর সেই পাত্র শ্বশুরবাড়ী কখন আইসে নাই। সেই বিবাহের রাত্রে কন্যার সহিত পাত্রের যে দেখা শুনা তাহার পর আর কোন সংস্রব ছিল না। এদিকে, কন্যা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া যৌবন সৌন্দর্য্যে অতি শোভমানা হইয়া উঠিল। প্রতিবেশী যুবকগণের চক্ষু তাহার রূপে আকৃষ্ট হইল। তাহাকে কুলের বাহির করিবার কল্পনায় তাহারা নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। কন্যাটির এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, এবাড়ী হইতে ওবাড়ীতে যাইবা

প্রচলিত নাই, কিন্তু উহাই যে পরবর্তী মহাভারত-অনুবাদের সহায় এবং কারণ স্বরূপ হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অনুজ্ঞায় রচিত হয়। প্রধানতঃ এই কৃত্তিবাসী রামায়ণের এবং অনেকটা মহাভারতেরও অবলম্বনে সকল গ্রামের সকল চণ্ডীমণ্ডপে এবং সকল দোকানে এবং অনেকেরই বাটীর ভিতরে সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীকে উন্নত করিয়া আসিতেছে। সাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারেও বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা বৃদ্ধি করে। ইংরাজের অনুগ্রহে আদালত হইতে ভারতের বাহিরের পার্শী ভাষা উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য মহাত্মা রাম মোহন রায় এবং ৺ অক্ষয় চন্দ্র দত্তের এবং সমাজ সংস্কারাদি জন্য ৺ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী ধারণ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ উৎসাহ হইয়াছে। ইংরাজ স্থাপিত মডেল স্কুল, নর্ম্মাল স্কুল, মধ্য বাঙ্গালা প্রভৃতি স্কুলের হিন্দু মুসলমান জাতীয় ছাত্রের জন্য পাঠ্য গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে প্রথমে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ছাত্রদিগের বড় হইয়া পড়িবার উপযুক্ত গদ্যপদ্য সকল পুস্তকই বাঙ্গালায় হইয়াছে এবং হইতেছে। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় আন্দোলনে এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার উৎসাহে বাঙ্গালার চর্চ্চা যাহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা স্বদেশী ভাব প্রণোদিত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী লেখকগণ — ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৺ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৺ হেম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্র ৺ দীনবন্ধু মিত্র শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি সযত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। স্বদেশ প্রেমিক শ্রেষ্ঠ ইংরাজের সংস্রবে স্বদেশে এখন স্বদেশী সকল শিক্ষিত লোকই অল্পাধিক পরিমাণে স্বদেশ ভক্ত এবং বাঙ্গালার চর্চ্চায় উন্মুখ। বৈদেশিক অধিকারে দেশ ভাষার বিলোপ হওয়ার পরিবর্ত্তে ভারতে তাহার বিপরীত লক্ষণ দেখিয়া কাহার না তৃপ্তি হয়? রাম-কৃষ্ণ [illegible] দেবের আবির্ভাবেও বাঙ্গালার চর্চ্চা বাড়িয়াছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের রাজনীতিও বাঙ্গালীকে দেশের কথা বিশেষ রূপে ভাবিতে উন্মুখ করিয়া স্বদেশী সাহিত্যের উন্নতির বেগ বৃদ্ধি এবং সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। শিক্ষার প্রসারেই ভারতের শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই সুদিন আসিবে।

ভারতে আসিয়াছে ও নিম্নশ্রেণীর উন্নতি এত কালের সংযমে ও শিক্ষায় উপযুক্তরূপ হইয়া আসিয়াছে।

(১৪০) গুরুর অভাব নাই [উদাসীনের চতুর্বিংশতি গুরু]—অনেকে বলেন, সদ্গুরুর অভাবেই আমাদের অবনতি হইতেছে। ভাল শিষ্য হইলে গুরুর অভাব কি? "গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য (শিষ্য) না মিলে এক।" ভাগবতে ইহার একটী উদাহরণ আছে।

ধর্ম্মপরায়ণ যদু একদিন কোন অবধূত যুবাকে বালকের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এরূপ নির্ম্মলানন্দ কোথা হইতে প্রাপ্ত? কে তোমার শিক্ষক? ব্রাহ্মণ যুবক বিনীত ভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, "মহারাজ, [১] পৃথিবী, [২] বায়ু, [৩] আকাশ [৪] জল, [৫] অগ্নি, [৬] সূর্য্য [৭] চন্দ্র, [৮) কপোত, [৯] অজগর; [১০] সিন্ধু, [১১] পতঙ্গ [১২) মধুকর; [১৩] গজ; [১৪] মধুহা, [১৫] হরিণ; [১৬] মীন, [১৭] পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যা [১৮] কুরর [১৯] বালক [২০] কুমারী; (২১] শরকার (২২] সর্প, [২৩] ঊর্ণনাভ এবং [২৪] পেশস্কৃৎ।—এই চতুর্বিংশতি গুরু।—ইহাঁদের আচরণ দ্বারা আমি আমার গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য শিক্ষা করিয়াছি। যাহার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন-

[১] দৈবের বশীভূত ভূতগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেও পণ্ডিতগণ স্বপথ ভ্রষ্ট হইবেন না। "পৃথিবীর" নিকট ইহা শিক্ষা হয়। বাত বর্ষা তাপ দিন কিছুতেই সর্ব্বংসহা ধরিত্রী বিচলিত হন না।

[২] সমদর্শী যোগিগণ সংসারমধ্যে পার্থিব দেহ সকলে প্রবিষ্ট থাকিলেও সেই সকল দেহের ধর্ম্ম সংযুক্ত হইবেন না। পরন্তু "বায়ুর" ন্যায় দেহকে ধারণ করিবেন মাত্র।

[৩] মুনিগণ জড় দেহান্তর্গত হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানে আত্মার নিঃসঙ্গতা চিন্তা করিবেন। যেমন "আকাশ" বায়ুচালিত মেঘাদির সহিত সংযুক্ত হয় না, পুরুষও তেমনি দেহাদির সহিত সংসৃষ্ট হন না।

* পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়)

মুনিগণ দর্শন স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা "জলের" ন্যায় জগৎ পবিত্র করেন।

[৫] জ্ঞানাদিকা [illegible] তেজস্বী, এবং তপঃপ্রদীপ্ত সংযতাত্মা মুনিগণ "অগ্নির" ন্যায়, সর্ব্বভোজী হইয়াও অপবিত্র হন না। অগ্নির ন্যায় কখন প্রচ্ছন্ন কখন প্রকাশিত থাকিয়া মঙ্গলেচ্ছুক ব্যক্তিগণের আরাধিত হইয়া দাতাগণের নিকট ভোজন করেন। অগ্নি যেমন পরের ইচ্ছায় হবির্গ্রহণ করেন, মুনিগণ সেইরূপ দাতৃগণের ইচ্ছায় তাঁহাদের দত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের পাপস্পর্শ হয় না। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি প্রবেশের ন্যায় আত্মা নিজ মায়া দ্বারা সৃষ্ট এই বিশ্ব মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎস্বরূপে প্রতীত হয়।

[৬] "সূর্য্য" যেমন যথাকালে জলগ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন, তেমনি যোগিগণও ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় সকলের গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন। সূর্য্যের ন্যায় আত্মা একই। উপাধি সকলে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থূলবুদ্ধিগণ কর্ত্তৃক তদ্গত বলিয়া দৃষ্ট হয়।

(৭) যেমন চন্দ্রকলা সকলের হ্রাস ও বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু "চন্দ্রের" হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তেমনি জন্ম অবধি শ্মশান পর্য্যন্ত অবস্থা সকল দেহের, ঐ সকল পরিবর্ত্তন আত্মার নহে। যেমন অগ্নির শিখারই উৎপত্তি ও নাশ দেখা যায় কিন্তু অগ্নির নহে, তেমনি প্রাণিগণেরই উৎপত্তি ও নাশ হয়, আত্মার নহে।

(৮) কেহ এই আত্মাতে স্নেহ বা অতিপ্রসঙ্গ (মমতাদি) করিবেন না, করিলে অল্পবুদ্ধি "কপোতের" ন্যায় দুঃখ পাইবেন। কোন এক কপোত বনমধ্যে এক বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া পরম সুখে ভার্য্যার সহিত বাস করিত। সাধ্বী কপোতী যথাকালে কয়েকটি অণ্ড প্রসব করিল। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সেই অণ্ড গুলি হইতে কয়েকটী পক্ষী উৎপন্ন হইল। কপোত কপোতী আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সযত্নে পোষণ করিতে লাগিল। একদিন এক ব্যাধ আসিয়া কপোত সন্তানদিগকে জালবদ্ধ করিলে কাতর কপোত ও কপোতী মনের দুঃখে নিজেরাও স্বেচ্ছায় ব্যাধের জালে পতিত হইল। বিবেক বৈরাগ্যহীন সাধারণ ভাবের সংযমী মনুষ্য এইরূপ মোহযুক্ত কপোতের ন্যায় কুটুম্ব পোষণ করতঃ দুঃখিত হইয়া দেহাদির সহিত অবসন্ন হয়। উদ্ঘাটিত মুক্তিদ্বার স্বরূপ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও কপোতের ন্যায় যাহারা গৃহাসক্ত হয় তাহাদিগকে

অত্যুচ্চ (উচ্চে আরোহণের পর পতিত) হয়।

(৯) দেহীদিগের কামনাবর্জিত সুখ ও দুঃখভোগ স্বর্গেও হয় নরকেও হয়, সুতরাং সাধুগণ তাহা ইচ্ছা করেন না। উদাসীনেরা "অজগরের" বৃত্তি অবলম্বন করতঃ; মিষ্ট হউক কিছু বিরস হউক, অধিক হউক বা অল্পই হউক যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত গ্রাস ভক্ষণ করিবেন। যে গ্রাস উপস্থিত না হয় তবে দৈবই সকলের কর্তা বিবেচনা করিয়া অজগরের ন্যায় নিরাহার ও উদ্যোগশূন্য হইয়া শয়ন করিয়া থাকিবেন।

[১০] মুনিগণ "সিন্ধুর" ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর দুরবগাহ অনতিক্রমণীয় হইবেন। নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিগণ সমুদ্রের ন্যায় কিছুর প্রাপ্তিতে বা অপ্রাপ্তিতে পরিবর্ত্তিত হন না।

[১১] মূর্খ ও অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ মায়া রচিত স্ত্রী শোভা ও বস্ত্রাদিতে উপভোগ বুদ্ধিতে লুব্ধচিত্ত হইয়া অগ্নিতে ও মধুতে "পতঙ্গের" ন্যায় পতিত হইয়া নষ্ট হয়।

[১২] যাহাতে গৃহপীড়ন না হয়, অথচ দেহধারণ হয়, মুনিগণ সেইরূপে অল্প অল্প ভোজন "মধুকরের" বৃত্তি অবলম্বনে করিবেন। মৌমাছি যেমন সকল পুষ্প হইতে মধুসংগ্রহ করে পণ্ডিতগণও তেমনি সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন।

[১৩] যুবতীস্ত্রীলোককে এমন কি কাষ্ঠময়ী যুবতী মূর্ত্তিকেও ভিক্ষাকাঙ্ক্ষিগণ পাদদ্বারাও স্পর্শ করিবেন না। যুবতী স্পর্শ করিলে করিণীর অঙ্গ সঙ্গে "গজের" ন্যায় বদ্ধ হইবেন।

[১৪] ভিক্ষুক উদরকে মাত্র পাত্র করিবেন। সঞ্চয় করিবেন না। মধু মক্ষিকাগণ "মধুহা"হতে সঞ্চিত দ্রব্য সহ নষ্ট হয়।

[১৫] যতিগণ কখন গীত শ্রবণ করিবেন না; করিলে ব্যাধেরগীতে মোহিত "মৃগের" ন্যায় বদ্ধ হইবেন।

[১৬] "মীন" যেমন টোপ দেখিয়া লোভে বড়িশ দ্বারা বিদ্ধ হয় তেমনি দুর্ব্বুদ্ধি জীবগণ চঞ্চলা জিহ্বা দ্বারা রস সকলের আস্বাদন লোভে বিমোহিত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। যে রসনা দমন করিতে পারে না তাহার জিতেন্দ্রিয় হওয়া একেবারে অসম্ভব।

[১৭] পূর্ব্বকালে বিদেহ নগরে "পিঙ্গলা"নাম্নী এক বেশ্যা ছিল। একদা সেই বেশ্যা উৎকৃষ্ট বসনভূষণে ভূষিতা হইয়া বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, কোন ধনী আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে প্রচুর অর্থ দান করিতে পারে। অনেক লোক পথ দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু সে রাত্রে পিঙ্গলার নিকট কেহ আসিল না। সে দুরাশায় গতনিদ্রা হইয়া কখন গৃহমধ্যে যাইতে থাকিল, কখন বা বহির্দেশে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি জাগরণে ও ধন লালসায় অতৃপ্তিতে তাহার বদন মণ্ডল শুষ্ক ও মন একান্ত দুঃখিত হইল। এই অবস্থায় তাহার সুখাবহ পরম নির্ব্বেদ জন্মিল। নির্ব্বেদই আশানাশক খড়্গ। যাহার নির্ব্বেদ জন্মে নাই, সেই ব্যক্তি কখনই দেহবন্ধন ছেদন করিতে পারে না। পিঙ্গলা কহিল, আমি মন বশীভূত করিতে পারি নাই। আমি কি মন্দ বুদ্ধি! "আমি নিত্য রাজপ্রদ পরমধনপ্রদ এই [পরমাত্মা] পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ ভয় মনঃপীড়া শোকমোহপ্রদ সামান্য নরের ক্রীতদেহা হইয়া তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করিতেছি। তিনিই দেহিগণের নিত্য প্রিয়তম ও আত্মা। তিনি আজ কৃপা করিয়া তাঁহার চরণে মন ফিরাইয়া দিয়াছেন।" শান্তিপ্রাপ্ত পিঙ্গলা তখন সুখে নিদ্রা গেল এবং পরে তীর্থবাস করিল

[১৮] যে "কুরর"পক্ষী আমিষ সংগ্রহ করে তাহাকে অপর আমিষহীন কুররপক্ষীরা সেই আমিষ জন্য আক্রমণ করিয়া বধ করে। সেই কুরর পক্ষী যদি আমিষ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে কোন দুঃখ কষ্ট থাকে না, শান্তিলাভ করে। বস্তুর সহিত আসক্তিই দুঃখের কারণ।

১৯। আমি আপনা আপনিই ক্রীড়া করি এবং আপনাতেই আসক্ত হইয়া "বালকের" ন্যায় সংসারে বিচরণ করি। অজ্ঞ বালক এবং গুণাতীত ব্যক্তি উভয়েই সংসার মধ্যে চিন্তাহীন এবং পরমানন্দময়।

২০। কোন সময়ে কতকগুলি ব্যক্তি একজন ভদ্র লোকের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গৃহে এক "কুমারী" ভিন্ন কেহ উপস্থিত না থাকায় কুমারী নিজেই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করে। তদনন্তর তাঁহাদের আহারের জন্য শালীধান্য কুটিয়া তোজা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে হস্তস্থিত চুড়ি সকলের শব্দ হইতে লাগিল। কুমারী সেই শব্দ লজ্জাজনক মনে করিয়া এক এক করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত চুড়ি খুলিয়া ফেলিল। প্রত্যেক হস্তে দুইগাছি করিয়া অবশিষ্ট রহিল। তথাপিও পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল দেখিয়া সে তাহা হইতেও এক এক গাছি খুলিয়া ফেলিল। একগাছি হইতে আর কোন শব্দ হইল না। আমি লোকতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত লোক সকল পর্য্যটন করিতে করিতে সেই "কুমারীর" নিকট ইহাই শিক্ষা করিয়াছি যে বহুজনে বা দুইজনে একত্র অবস্থিতি করিলে কলহ উপস্থিত হয়। সুতরাং কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় একাকীই অবস্থান করিবে এবং মনকে একই বিষয়ে সংযুক্ত রাখিবে।

(২১) যেমন বাণ নির্ম্মাণে নিবিষ্টচিত্ত "শর কার" পার্শ্বে গমনকারী রাজাকেও জানিতে পারে নাই সেইরূপ চিত্তকে আবদ্ধ করিলে বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কিছুই জানিবে না।

(২২) "সর্পের" ন্যায় অসহায়, গৃহহীন, সাবধান, গুহাশায়ী, অলক্ষ্য ও মৌনী হইবে। গৃহারম্ভ মনুষ্যের দুঃখের কারণ ও নিষ্ফল! যেহেতু সর্পসকল পরগৃহেই প্রবেশ করিয়া সুখে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

(২৩) যেমন "ঊর্ণনাভ" হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা ঊর্ণা বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে—মহেশ্বরও সেইরূপ সৃষ্টি করিয়া গ্রাস করিয়া থাকেন।

২৪। যেমন তৈলপায়িকা (আরসুলা) পেশস্কৃৎকে (কাঁচপোকাকে) ধ্যানকরতঃ তৎকর্ত্তৃক ছিদ্র মধ্যে প্রবেশিত হইয়া পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহারই সরূপতা লাভ করে বলিয়া কথা আছে সেইরূপ দেহিগণ স্নেহ, দ্বেষ বা ভয়হেতু মনোনিবেশ পূর্ব্বক যাহারই চিন্তা করিবে তাহারই সারূপ্য লাভ করিতে পারে। অতএব সর্ব্বদা আনন্দের চিন্তাই একমাত্র আনন্দের পথ।

এই প্রকার গুণগ্রাহী না হইলে কিছুতেই আদর্শজীবন লাভ করা যায় না সকল ব্যক্তির সকল বিষয়ে প্রতিভা থাকে না। যিনি যত অধিক বিষয়ে পারদর্শী, তিনি জাতীয় দেহের তত উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হন; এবং তিনিই জাতীয় দেহের অধিক শোভা সম্পাদন করেন। একাধারে সমস্ত শক্তি পরিস্ফুট হইতে প্রায়ই দেখা যায় না বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে আদর্শের উপাদান সংগ্রহ না করিলে কোন ক্রমেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ পুরুষ পাওয়া যাইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র লিখিত আছে—"এক জনের নিকট হইতে কখনও সুস্পষ্ট সুস্থির জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।"

এডুকেশন গেজেট।

৮ই মাঘ ১৩১৬ সাল ইং ২২শে জানুয়ারী ১৯১০ সাল

বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষা [৩]

১৯০৮ সালের জুলাই মাসে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ খোলা হয়। স্থানের অভাব এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে প্রথম প্রথম অনেকটা অসুবিধা বোধ হইয়াছিল। কিন্তু প্রিন্সিপাল মিঃ গ্রিফিথের উৎসাহে এবং যত্নে সেই সকল অসুবিধা অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের শিক্ষকগণ ব্যতীত আর কোন ছাত্র এই কলেজে আসিয়া যোগ দেন নাই। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে বেহারী ছাত্রদিগের জন্য পাটনা ট্রেনিং কলেজ খোলা হয়। ছোটলাট বাহাদুর স্বীকার করিয়াছেন যে একমাত্র কলিকাতায় একটি শিক্ষালয় দ্বারা বেহার জেলায় শিক্ষকদিগের স্বার্থ সম্যকরূপে সিদ্ধ হইবার নয়, অথচ প্রদেশের মধ্যে রীতিমত বড় বড় দুইটি ট্রেনিং কলেজ রাখা বহুব্যয়সাধ্য। প্রদেশের মধ্যে এক্ষণে নয়টি স্বার্ণাকুলার ট্রেনিং স্কুল আছে। উপযুক্ত শিক্ষক এবং স্থানের অভাবে ঐগুলিকেও অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। এই সকল অসুবিধা, বিশেষতঃ প্রথমোক্ত ট্রেনিং কলেজ সম্বন্ধে অস্তাবধি ঘুচান সময়সাপেক্ষ।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির পক্ষে ক্ষুদ্র ট্রেনিং স্কুল সমূহেরই প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক। বৎসরকাল মধ্যে এই সকল স্কুলের জন্য অনেক ব্যয় করা হইয়াছে। ১২১টি [illegible] ট্রেনিং স্কুল বাড়ী নির্মাণের কথা হয়, তন্মধ্যে [illegible] নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে, ৮৭টির [illegible] চলিতেছে, এখনও শেষ হয় নাই [illegible] ৫০টি এখনও আরম্ভ করা হয় নাই। [illegible] গুরু ট্রেনিং স্কুল সমূহে শিক্ষা [illegible] ১৯০৮ [illegible] ইহাদের মধ্যে ৭২১ জন [illegible] [illegible] প্রাথমিক [illegible]

প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে প্রাথমিক স্কুল সমূহের শিক্ষকদিগের শিক্ষাদান বিষয়ে যোগ্যতা জন্মে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে ব্যর্থ হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। কারণ অনেক গুরু স্কুলে শিক্ষালাভের পর আর পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতে যান না।

হোষ্টেলের ব্যবস্থা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। শিবপুর, এবং বাঁকীপুরের ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের ছাত্রগণ প্রায় সকলেই তত্তৎ কলেজ সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসে অবস্থান করিতেছেন। কলেজ সম্পর্কে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা যেরূপ হইয়াছে, স্কুল সম্পর্কে তেমন হয় নাই। ছাত্রাবাস সমূহে আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে সত্য কিন্তু অনেক স্থলে ছাত্রাবাসগুলির বন্দোবস্ত অসন্তোষজনক এবং ঐ সকলে নিয়মানুবর্ত্তিতাবিধান কার্য্যরূপ হয় না। বৎসর কাল মধ্যে ভারতগবর্ণমেণ্ট, স্কুলসংক্রান্ত হোষ্টেল সমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদিগকে বিনা ব্যয়ে বাসস্থান দিবার কথায় অনুমোদন করিয়াছেন।

স্কুলকলেজে ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, ওদিকে ছেলেদের যেরূপ ভাবের ঝোঁক তাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিচায়ক নহে। তাঁহার বিশ্বাস যাহাতে ছেলেদের ব্যায়ামশিক্ষা সম্বন্ধে অনভিপ্রেত বিষয়ে ঝোঁক না জন্মে তজ্জন্য শিক্ষাবিভাগ যথোচিত চেষ্টা করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে নিয়মানুবর্ত্তিতা এখনও অনেক স্কুলে শিখিতে বাকী আছে। মিঃ জেমস্ বলিয়াছেন, রাজশক্তির উপর উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের অনুরূপ এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের সহিত একযোগিতা জন্মাইতে পারিবার মত প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে এরূপ ভাবের নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা উচিতমত হয় না।

বৎসরকালমধ্যে প্রদেশের শিক্ষাসম্বন্ধে এই কথা বলাযাইতে পারে যে, শিক্ষার উন্নতি জন্য চেষ্টা অনেক করা হইয়াছে কিন্তু অর্থাভাবে অনেক চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। ভবিষ্যতের সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে, কলেজের শিক্ষায় পূর্ব্বেও গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাকা দিতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকটাকা দিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও যতদিন না সেকেণ্ডারী স্কুল সমূহে ছেলেদের সচ্চরিত্রতা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা বিধায়ক শিক্ষা বেশ পাকাপাকি রকমে হইতেছে ততদিন কলেজের শিক্ষার বনিয়াদ বেশ মজবুত হইবে না। [illegible] উপর [illegible] করিলে [illegible] তেমন [illegible] হয় কলেজের

এই শিক্ষাও সেই মত হইবে। সমগ্র প্রদেশের মধ্যে কার্য্যকারী এবং বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে যে সাহায্য এবং সহানুভূতি ছোটলাটবাহাদুর মিঃ জেমস্ পাইয়াছেন সে কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ছোটলাটবাহাদুর ইহার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বাঙ্গালার মিউনিসিপ্যালিটী।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী বাদে বাঙ্গালার অপর সমস্ত মিউনিসিপালিটীর ১৯০৮-৯ সালের কার্য্যবিবরণ বিষয়ক রিপোর্ট সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যের সারাংশ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।—

উক্ত বৎসর মিউনিসিপালিটী সমূহের করদাতৃগণের সংখ্যা ৪১৮১০৫। পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ১১১৯ বেশী। খগোল নামক স্থানে একটি নূতন মিউনিসিপালিটী হওয়াতেই ১২৪৫ জন করদাতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমুদয়ে মিউনিসিপালিটীর সংখ্যা ১১৮ হইল। সমগ্র প্রদেশের মিউনিসিপালিটী সমূহের এলাকাস্থিত অধিবাসিবর্গের প্রত্যেকের উপর হইতে গড়ে টাকা ১॥৭ পাই আদায় হইয়াছে। ১৯০৭।৮ সালে ১৸৫ আদায় হইয়াছিল। দার্জ্জিলিঙ্গে প্রতি ব্যক্তির উপর হইতে গড়ে ১০৻৩ পাই এবং রাজজীবনপুরে ।৯ পাই। ২২টি টাউনে এই গড় পরিমাণ আট আনার কম। বৎসরকাল মধ্যে নূতন করিয়া কর নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহাতে আয় পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অনেক টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পূর্ব্ববৎসরের মজুত এবং এবৎসরের আদায় মোট ৭১ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৩৩ টাকা মিউনিসিপ্যালিটীর তহবিলে জমা হইয়াছে। গত বৎসরে তৎপূর্ব্ববৎসরের মজুত লইয়া ৬৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৯৮ টাকা হইয়াছিল।

বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটী সমূহে আয় হইয়াছে ৬০ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৮৭ টাকা। বাড়ী ও জমি হইতে আদায়ের পরিমাণ ১৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৬ টাকা। রাস্তা এবং ফেরিঘাট হইতে ৯১৫৮১, জলের ট্যাক্স ৪০৬৮৯৬ টাকা, আলোর ট্যাক্স ১৮৯৪৫১ টাকা, ময়লাফেলা এবং লেট্রিন হইতে ৮১২৪৮৮ টাকা। ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর ট্যাক্স হইতে আয় হইয়াছে ৬২৪৭০ টাকা, পূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল ৫৯৮২৩ টাকা, অবস্থা এবং সম্পত্তি অনুসারে লোকের উপর হইতে আদায় ট্যাক্স এবৎসরে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩০৯ এবং গত বৎসরে ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭২ টাকা। এই শেষোক্ত অর্থাৎ

এবং সম্পত্তি অনুসারে লোকের উপর হইতে ট্যাক্সের পরিমাণ এই বৎসরে একটা যে হইয়াছে তাহার জন্য বক্তারপুরের মিউনিসিপ্যালিটি প্রধানতঃ দায়ী। উক্ত মিউনিসিপ্যালিটী ও সম্পত্তি অনুযায়ী লোকের উপর ট্যাক্স ধার্য্যের পরিবর্তে বাড়ীর উপর ট্যাক্স বসাইবার করায় ১৫ হাজার ১৩৫ টাকা আয় কমিয়া গিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটীতে এই আদায় কমিয়াছে তাহার কারণ মিউনিসিপ্যালিটী ছেন যে মিউনিসিপ্যালিটী মধ্যে জলনিকাশের হইতেছে এবং করদাতৃগণ অনেকেই উহার জন্য চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আদায়ের কড়াকড়ি বেশী করিলে পাছে চটিয়া ঐ কার্য্যের জন্য চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন সেই জন্য আদায় সম্বন্ধে কতকটা কম কড়াকড়ি করা হইয়াছে। ছোটলাট বাহাদুরের বিবেচনায় ইহা ঠিক হয় নাই। পাছে লোকে চাঁদা না দেয় এই আশঙ্কায় পাওনা ট্যাক্স আদায়ে শিথিল হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সমীচীন নয়।

প্রাদেশিক এবং স্থানীয় ফণ্ড হইতে এবং সাধারণ লোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ বৎসরকাল মধ্যে ৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৫৯ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এবারে এই বিষয়ে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৪৮ টাকা বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বৎসরকাল মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ, জলনিকাশ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য মুঙ্গেরে ৭৮ হাজার ২০৩ টাকা, পাটনায় হাজার, আরায় ২৫ হাজার, বর্দ্ধমান বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহে ৬০ হাজার এবং হাওড়ায় ১২ হাজার টাকা দিয়াছেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজ পাটনায় ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন। স্থানীয় পাট প্রভৃতির কল সমূহ হইতে হাওড়ায় জল নিকাশের বন্দোবস্তের জন্য বার হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটীতে একটি দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য এবং একটি অবৈতনিক মধ্য ইংরাজী স্কুলের জন্য কাঞ্চননগরের বাবু দীননাথ দাস ৫০ হাজার টাকা এবং ১৯ হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ী দিয়াছেন।

বৎসরকাল মধ্যে মিউনিসিপাল আফিস সমূহের খরচা এবং আদায় তহশীল কার্য্যের জন্য ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ২২৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আগুন নিবারণের জন্য ৩৩৮৬১ টাকা, আলোর জন্য ২ লক্ষ হাজার ৫৬৮ টাকা, জল সরবরাহের জন্য ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৪২ টাকা, জল নিকাশের জন্য ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৮৮ টাকা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, জল দেওয়া এবং লেট্রিনের জন্য ১৪ লক্ষ ৩ হাজার ১৫৫ টাকা, হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারী সমূহের জন্য ৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৬৭৯ টাকা, প্লেগ নিবারণের জন্য ৫৪১৫৪ টাকা, পূর্ত্তকার্য্যে ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৯৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

শিক্ষার জন্য ব্যয় হইয়াছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৮৩ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বিষয়ে এ বৎসরে ব্যয় কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বর্দ্ধমান পাটনা এবং ভগলপুর বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটী সমূহ নিরূপিত ব্যয়ের অর্থাৎ আয়ের শতকরা ৩·২ টাকার কম ব্যয় করিয়াছে।

বালেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটীতে ট্যাক্স দারোগা এবং অন্যান্য আদায়ী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা ১২ হাজার টাকা তহবিল তছরূপের কথা জানা গিয়াছে। পাটনায় একজন দফাদার ৪২৬ টাকা ভাঙ্গিয়া দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ট্যাক্স দারোগা এবং হিসাব পরীক্ষক মুহুরীর মাহিয়ানা হইতে কাটিয়া লইয়া এই টাকার পূরণ হইতেছে।

কমিশনর এবং জেলার কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের পরিদর্শন সংক্রান্ত সংবাদ সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় নাই। প্রেসিডেন্সী বিভাগের মিউনিসিপাল রিপোর্টে ও কথার উল্লেখই নাই। ছোটলাট বাহাদুরের কথা এই যে, কোন মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ কর্ম্ম ভাল চলিতেছে কি না জেলার কর্ম্মচারী যদি সে বিষয় সন্তোষজনকরূপে জানিতে চান তবে তাঁহার স্বয়ং সেই মিউনিসিপ্যালিটীর পরিদর্শন করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এই পরিদর্শন কার্য্য অপেক্ষাকৃত ভালরূপ হইবে বলিয়াই ছোটলাট বাহাদুর বিশ্বাস করেন।

মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের সাধারণ কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনরেরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের কাজ কর্ম্মে বিশেষ ত্রুটির কোন উল্লেখ নাই। প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনর বলিয়াছেন যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ এবং যে সকল মিউনিসিপ্যালিটীর পাট প্রভৃতির কল সমূহের সহিত সম্বন্ধ আছে সেই সকল মিউনিসিপ্যালিটীর ক্রমশঃ অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। মফস্বল মিউনিসিপ্যালিটীগুলির তেমন উন্নতি হইতে পায় নাই, তাহার কারণ (১) স্থানীয় ব্যবসায়ের অবনতি, (২) বিশুদ্ধ পানীয় জলসরবরাহের ব্যবস্থা থাকা, (৩) অর্থশালী লোকদিগের স্বগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইয়া বাস। পুরীতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আরও ভাল করিবার জন্য অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু ঐ স্থানের পবিত্রতা বোধে এবং বহুযাত্রীর ঐখানে সমাগম হয় বিবেচনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট যে সাহায্য পাওয়া যাইবে আশা করা গিয়াছিল, এযাবৎ তাহা পাওয়া যায় নাই।

প্রাপ্তস্বীকার ও সমালোচনা

১। শিল্প ও সাহিত্য—শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৬। কুতবউদ্দীন ও কালাপাহাড় সম্বন্ধে এবং কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অন্যত্র উদ্ধৃত হইল।

২। মহাজনবন্ধু—অগ্রহায়ণ ১৩১৬। এই সংখ্যার সকল প্রবন্ধই সুলিখিত। "ব্রেজিলে চিনির কাজে দুর্দ্দশা" প্রবন্ধ অন্যত্র সঙ্কলিত হইল।

পত্রপ্রেরকগণ

শ্রীবনমালী দেবশর্ম্মা অধ্যাপক স্বৰ্গীয় চতুষ্পাঠী, কাওয়াখোলা, পাবনা, লিখিয়াছেন—এবৎসরে ৪ঠা ও ৫ই ফাল্গুন সংস্কৃত আদ্য মধ্য পরীক্ষার দিনস্থির হইয়াছে। ২রা ফাল্গুন শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা। যে সকল টোল হইতে পরীক্ষাকেন্দ্র দূরবর্ত্তী সেই সকল টোল হইতে পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে, কাহাকেও সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিন কাহাকেও বা পূজার দিন রওনা হইতে হইবে, নতুবা যথাসময়ে পরীক্ষাস্থানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইবে না। সারস্বত উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক পড়িলে ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ আপনাদিগকে প্রত্যবায়ী মনে করিয়া মনস্তাপ পাইবেন। অনেক টোলের অধ্যাপক এই কারণে পরীক্ষার দিনের পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করেন

উড়িষ্যা বিভাগ এবং উড়িষ্যা করদ মহল

মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্তদের নাম ১৯১০

কটক

মধ্য ইংরাজী—গিরিধারী চাঁদ কল্যাণপুর, দীনবন্ধু দাস মৌদা, মধুসূদন কর চুরাচকা, মহেশ্বর কর সুবর্ণপুর, বিশ্বনাথ দাস মহাসিংপুর, বলরাম সোরেন কটক মিডল, চক্রধর সোরেন বালিকুদা।

মধ্য বাঙ্গালা—জগন্নাথ দাস চুরাচকা, রাম চন্দ্র মহাপাত্র কটক মিডল।

বালেশ্বর

মইং—উদয় নারায়ণ চৌধুরী ভিক্টোরিয়া স্কুল, বসন্তকুমার দাস কাকরা, গোলোক প্রসাদ দাস বালেশ্বর।

মবা—দয়ানিধি কর কোটার, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত আলালপুর; গোলকচন্দ্র রায় মহাপাত্র মঙ্গলপুর।

পুরী

মইং—কামিনী মোহন নন্দী পুরী, গঙ্গাধর মহাপাত্র ভুবনেশ্বর।

মধ্য—উদয়নাথ দাস বনপুর, বালেশ্বর মহাপাত্র তিলাবপুর; গঙ্গাধর মহাপাত্র পুরী, পদ্মচরণ পাটনায়েক দেলাং।

আঙ্গুল

মধ্য—নীলাদ্রিপাল আঙ্গুল।

উড়িষ্যা করদ মহল

মইঃ—উৎসব সাহু তালচের, ভাগবত বেহেরা অরাগড়।

মধ্য—রঘুনাথ সমন্ত বাণপাড়া।

উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি ১৯১০

কটক

সদর মহকুমা—সুহাসিনী নায়েক র‍্যাভেন্স বালিকা; কল্পচরণ পাটনায়েক টাঙ্গি, উদয়নাথ সাহু আলি পিল্লল; হরিহর সাহু কণ্ঠাইপাড়া, মাতুলিনন্দ আরিলো, ভোলানাথ পণ্ডি বিরিবাটী প্রাকটিস;

কেন্দ্রাপাড়া—বিদ্যাধর মহান্তি দোতালী, সাধুচরণ সাহু কবিপুর

জাজপুর—বৃন্দাবন দত্ত কবিরপুর প্রক্‌টিসিং কুঞ্জবিহারী মহান্তি আউনদি;

বালেশ্বর

সদর—মহেন্দ্র নাথ পাল আনাপিয়া, শরচ্চন্দ্র সিংহ বালেশ্বর প্রাকটিসিং, দাশরথি মহান্তি কুয়া পাড়ি, উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বলরামপুর;

ভদ্রক—চক্রধর বেহারা ঘণ্টেশ্বর, গণপতি পাত্র অটু, উপেন্দ্র দাস গলিদাণ্ডী।

পুরী

সদর—ঘাটেশ্বর মিশ্র পুরী প্রাকটিসিং, নটবর সাহু বনমালীপুর, বিশ্বনাথ পণ্ডা কানাস, জগন্নাথ মিশ্র বারচকণেরপুর, বলভদ্র নায়ক কুরুরুণ্ড;

খুর্দা—ভুবনেশ্বর মহারণা জনলা, অটল বিহারী চেন কুড়রী, শিবুনাথ নন্দ কপিল প্রসাদ, সচ্চিদানন্দ মিশ্র ভুবনেশ্বর।

আঙ্গুল

সদর—বৈদ্যনাথ নাথি শাস্ত্রী, নীলকণ্ঠ দ্বিবেদী বাসলা, দুর্গাচরণ বন্দ্যো আঙ্গুল, উদয় নাথ প্রধান বন্তকেরা।

খণ্ডমাল—কপিলেশ্বর সাহু ফুলবনি, লক্ষ্মী মল্লিক ফুলবাণী প্রক্‌টিসিং, ভাগবত প্রধান খেজুরী পাড়া, মাধব সাহু রাউং, নরসিংহ কুঁয়ার তেন্তরা পাঙ্গা

সম্বলপুর

সদর—দুর্গাচরণ পাটনায়েক সম্বলপুর, চৌধারী দাস পাটিল বেক পাড়া, গৌতম গৌন্টিয়া বলরামপুর নন্দকিশোর পাণ্ডা কুরেলা।

বারগড়—মধুসূদন নায়েক ভাটলাগর, নারায়ণ ভোতা রাজেন্দ্র মরগয়া প্রধান বারগড় প্রাকটিসিং, গিরধারী মহাপাত্র বারগড়, জনার্দন গৌন্টিয়া মনপুর, কবিরাম মোহারা খেদান।

উড়িষ্যা করদ মহল

[illegible] মিশ্র তালচের, আনন্দমিশ্র খাজপাল্লা, ভাগীরথী সাহু ধেনকানাল, যোগেন্দ্র মড়াই হাটাডিহি, কৃষ্ণচন্দ্র সাহু গোপাপুর, ভগবান পাটনায়েক উটাবাটি; বৃন্দাবন দাস মাধাপুর; জগন্নাথ পাধান ঘোষোয়ার; বৈকুণ্ঠ নাথ পাণ্ড নীলগিরি।

পণ্ডিতা পরীক্ষার ফল ১৯১০

প্রেসিডেন্সী এবং বর্দ্ধমান বিভাগ

প্রথম শ্রেণী

উচ্চ (পারদর্শিতানুসারে)

রামপদ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ট্রেনিং, আশুতোষ হাজরা ঐ, যতীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ঐ, হরলালচন্দ্র সরকার কৃষ্ণনগর সি এম এস, নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা স্কুল

মধ্য (বর্ণমালানুসারে)

আবদুর রেজাক হুগলী ট্রেনিং আচার্য্য সতীশ চন্দ্র প্রাইভেট (হুগলী) অধিকারী গঙ্গা গোবিন্দ কলিকাতা ট্রেনিং।

বৈরাগী গোবিন্দদাস হুগলী ট্রেনিং বন্দ্যো গিরিজাভূষণ ঐ ভট্টাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ * কলিকাতা ট্রেনিং বিশ্বাস বিজয়কুমার কৃষ্ণনগর সি এম এস অনন্তমোহন ঐ, মোহনলাল প্রাইভেট (কৃষ্ণনগর)

চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণকুমার কলিকাতা ট্রেনিং, রাধাগোবিন্দ ঐ, শরচ্চন্দ্র ঐ চট্টোপাধ্যায় বিধুভূষণ হুগলী ট্রেনিং।

দাস যতীন্দ্রনাথ * কলিকাতা ট্রেনিং, সুরেন্দ্র নাথ ঐ, বিজপদ হুগলী ট্রেনিং। দত্ত মন্মথনাথ কলিকাতা ট্রেনিং দে রামময় হুগলী ট্রেনিং

ঘোষ কমলাকান্ত ঐ, পাল অক্ষয়পদ ঐ গোস্বামী কিশোরীমোহন ঐ প্রাণচন্দ্র ঐ, তালুকদার নগেন্দ্রনাথ কলিকাতা ট্রেনিং প্রমথনাথ ঐ, হাজরা বেণুপদ হুগলী ট্রেনিং।

মণ্ডল সুরেন্দ্রনাথ * কলিকাতা ট্রেনিং দেবেন্দ্র নাথ হুগলী ট্রেনিং হৃষীকেশ ঐ যতীন্দ্রনাথ ঐ, ক্ষুদিকচুর ঐ; মজুমদার তারাদাস ঐ, মোহম্মদ ফকিরদাস কলিকাতা ট্রেনিং। মুখার্জ্জি রাখালরাজ ঐ দক্ষিণেশ্বর হুগলী ট্রেনিং, যোগেশচন্দ্র ঐ।

লক্ষ্মী বিশ্বেশ্বর ঐ গৌরচন্দ্র ঐ, নস্কর ভোলানাথ * প্রাইভেট (কলিকাতা) পাল যতীন্দ্রনাথ * কলিকাতা ট্রেনিং সান্যাল উপেন্দ্র নাথ * ঐ

রায় বিজপদ হুগলী ট্রেনিং,

সরকার বিভূতিভূষণ হুগলী ট্রেনিং যদুনাথ ঐ, হরিশ্চন্দ্র প্রাইভেট হুগলী, সিমসন হেমরঞ্জ প্রাইভেট (কৃষ্ণনগর)

নিম্ন

ভট্টাচার্য্য শিবারণ চন্দ্র * কলিকাতা ট্রেনিং। বিশ্বাস নূর রেজাক হুগলী ট্রেনিং, চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণলাল * কলিকাতা ট্রেনিং, চট্টরাজ মনী গোপাল হুগলী ট্রেনিং, দত্ত যতীন্দ্র নাথ * কলিকাতা ট্রেনিং জানা রামচন্দ্র * ঐ, মণ্ডল সতীশচন্দ্র হুগলী ট্রেনিং, সামন্ত সদয়চরণ * কলিকাতা ট্রেনিং।

অনন্ত মোহন রাধাগোবিন্দ, হৃষীকেশ, হরিশ্চন্দ্র, মনীগোপাল, যতীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর সকলেই ড্রইং এবং ব্যবহারিক জ্যামিতির পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসা পত্র পাইবার অধিকারী হইয়াছে।

বিজ্ঞান, শিক্ষাদান কৌশল, ভিক্তোরিয়াটেন, অবজেকটলেসন্, ড্রইং ব্যবহারিক জ্যামিতি, ড্রিল এবং ম্যানুয়েল ওয়ার্কের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—পুরারি মিত্রমন্দ—প্রাইভেট হুগলী

* চিহ্নিত ছাত্রগণ ম্যানুয়েল ওয়ার্কের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণী

বর্ণমালানুসারে

উচ্চ

বেরা মুরারি মোহন কলিকাতা ট্রেনিং, মাঝি ভুবন চন্দ্র ঐ, সাহেব সুরেন্দ্র নাথ কৃষ্ণনগর সি এম এস।

মধ্য

আচার্য্য অতুলচন্দ্র হুগলী ট্রেনিং, বনলাল ঐ

বাবু অবিনাশ হুগলী ট্রেনিং, ভট্টাচার্য্য জগদানন্দ কলিকাতা ট্রেনিং, দ্বিজপদ হুগলী ট্রেনিং, ভৌমিক যোগেশ চন্দ্র ঐ।

চক্রবর্ত্তী অন্নদাপ্রসাদ প্রাইভেট কলিকা, চন্দ্র নৃত্যগোপাল হুগলী ট্রেনিং, চট্টোপাধ্যায় কালীধন কলিকাতা ট্রেনিং, চৌধুরী বিভূতিভূষণ ঐ।

দাস সতীশ চন্দ্র কলিকাতা ট্রেনিং, উপেন্দ্র নাথ ঐ, দে আশুতোষ হুগলী ট্রেনিং, দত্ত অক্ষয় কুমার কলিকাতা ট্রেনিং, রজনীকান্ত ঐ,

গড়াই চারুচন্দ্র হুগলী ট্রেনিং, ঘোষ সতীশচন্দ্র কলিকাতা ট্রেনিং, ঘোষাল বিনোদ বিহারী হুগলী ট্রেনিং,।

হালদার কৃষ্ণধন কলিকাতা ট্রেনিং।

খাটোরা বীরেন্দ্র নাথ ঐ।

মাইতি ফুলচন্দ্র ঐ, মল্লিক কেশবচন্দ্র কৃষ্ণনগর সি এম এস,

মণ্ডল গোকুল চন্দ্র কলিকাতা, নগেন্দ্র নাথ ঐ, সৈয়দ আলি ঐ, কুবের নাথ প্রাইভেট (কলিকাতা), বিভূতিভূষণ হুগলী ট্রেনিং, ভূতনাথ ঐ, দীনবন্ধু ঐ, গোপাল চন্দ্র ঐ, অদ্বৈতচরণ প্রাইভেট (হুগলী), নীলমণি কৃষ্ণনগর সি এম এস, মহম্মদ রকাতুল্লা কলিকাতা ট্রেনিং, মুখার্জ্জি রামময় হুগলী,

নস্কর ভূতনাথ কলিকাতা।

পাল আশুতোষ কলিকাতা, গৌরহরি ঐ, গোবিন্দ চন্দ্র ঐ, পালগ্রাহী মহেশ্বর ঐ, প্রামাণিক হারাণচন্দ্র ঐ, পুরকাইৎ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঐ,

রায়ভক্ত অন্নদা প্রসাদ হুগলী, রায় হরেন্দ্র নাথ ঐ, লক্ষ্মীনারায়ণ ঐ, কালভূষণ ঐ।

সামন্ত শ্রীনিবাসচন্দ্র প্রাইভেট (কলিকাতা) সাহেব মাধবদাস কৃষ্ণনগর সি এম এস, সরকার ইন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা, সেখ কেরামত উল্লা ঐ, সিংহ মহাপাত্র হরগোবিন্দ হুগলী।

শিল্প

[illegible] চন্দ্রকান্ত হুগলী।

[illegible]পাধ্যায় রামপদ হুগলী, বিশ্বাস পাঁচ-

[illegible]।

[illegible]বর্ত্তী পশুপতি হুগলী।

[illegible] রঘুনাথ হুগলী,

[illegible] মাখন লাল ঐ

[illegible] হরিপদ প্রাইভেট (কৃষ্ণনগর) রায়

[illegible] কালকাতা ট্রে. কৈলাসচন্দ্র হুগলী,

[illegible] বগলাচরণ ঐ, হাবল গোপাল ঐ।

[illegible] রামজয় হুগলী, [illegible] বসন্তকুমার

[illegible]।

[illegible] যোগেন্দ্র নাথ হুগলী।

[illegible] মহাদেব হুগলী, সিংহ মহাপাত্র হরী-

[illegible]।

[illegible] গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

[illegible]—২৪ পরগণার ডেঃ মাঃ বাবু নগেন্দ্র [illegible] সরকার বাঙ্গালার কৃষিবিভাগের ডিরেক্টরের [illegible] আসিষ্টাণ্ট হইলেন। দার্জ্জিলিঙ্গের [illegible] মিঃ জিরারী কটকের সদরে বদলী হই-[illegible] ডেঃ মাঃ বাবু মন্মথ নাথ সেন মঙ্গলপুরের [illegible] সহকারী কমিঃ হইয়া একণে উক্ত [illegible]লার বারপক মহকুমার কার্য্য করিবেন। ছুটী-[illegible] ডেঃ মাঃ মৌঃ খন্দকার ফজলুলহক ২৪ পরগণার সদরে স্থাপিত হইলেন। বাঁকুড়ার ডেঃ [illegible] বাবু নবীনচন্দ্র কর ৩ মাসের, বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টরের পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট মিঃ নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যো ২ মাসের ছুটী পাইলেন।

[illegible]বিচার—বাবু ব্রজেন্দ্র প্রসাদ এম এ বি এল [illegible] মুঃ হইলেন। মেদিনীপুরের মুঃ বাবু [illegible] সিংহ উক্ত জেলায় সবজজ হইলেন। [illegible] বিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল মেদিনী-[illegible] মুঃ হইলেন। রাঁচির মুঃ বাবু মন্মথ-[illegible] ১ মাসের ছুটী পাইলেন।

[illegible] ডাঃ কঃ মুন্সী হরষ নারায়ণ মজফরপুরের সদরে, মৌঃ সৈয়দ আলিমুদ্দীন আহাম্মদ পাটনার সদরে স্থাপিত হইলেন।

[illegible]—মিস্ এলেনচন্দ্র বি এ প্রেসিডেন্সী [illegible] স্কুলসমূহের সহকারী ইনস্পেকট্রেস হই-[illegible] বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষাবিভাগের সহকারী [illegible] মিঃ জে আর কানিংহাম ১৯০৭ সালের [illegible] হইতে ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসে পাকা হইলেন

প্রেসিডেন্সী বর্দ্ধমান এবং উড়িষ্যা বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেকট্রেস আফিসের হেডক্লার্ক বাবু আশুতোষ গাঙ্গুলী বি এ ডিরেক্টর আফিসের আসিষ্টাণ্ট হইলেন। পাটনা বিভাগের ইনঃ আফিসের হেডক্লার্ক বাবু গিরিশচন্দ্র নন্দী ১ মাস ১৭ দিনের ছুটী পাইলেন। মিঃ আবুমন বিশ্বু-দন মণ্ডল ভাগলপুর বিভাগের সহকারী ইনঃ হওয়ায় বাবু উমেশচন্দ্র লাল সাঁওতাল পরগণার ডেঃ ইনঃ হইলেন। দুমকার সবইনঃ মিঃ জন নবকিশোর সাঁওতাল পরগণার অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ হইলেন। মিঃ মোহন হেমচন্দ্র কুমার দুমকার সবইনঃ হইলেন। হাওড়ার ডেঃ ইন বাবু কিরণ চন্দ্র বন্দ্যো বি এ বাঁকুড়ার ডেঃ ইনঃ হইলেন। হাওড়ার অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ বাবু শশীভূষণ চক্র-বর্ত্তী বি এ হাওড়ার ডেঃ ইনঃ হইলেন। মেদিনী-পুরের প্রতিনিধি ডেঃ ইনঃ বাবু পান্নালাল বন্দ্যো বি এ হাওড়ার অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ হইলেন। বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ মৌঃ হসমৎউল্লা মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ডেঃ ইনঃ হইলেন। দার্জ্জিলিং হাই স্কুলের শিক্ষক বাবু গিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ বি টি বাঁকুড়ার অতিরিক্ত ডেঃ ইনঃ হইলেন। পুরীর সবইনঃ বাবু মাধবচন্দ্র নায়ক ২ মাসের ছুটী পাইলেন। ভুবনেশ্বর মইঃ স্কুলের হেঃ মাঃ বাবু বাঞ্ছানিধি দাস পুরীর সবইনঃ হইলেন। কলিকাতা ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের জয়েণ্ট সুপঃ বাবু হীরালাল মুখার্জ্জি ৮ম শ্রেণীতে পাকা হইলেন। রাঁচি জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু বনবিহারী রায় এম এ বি টি, দুমকা জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু বিভূপদ বন্দ্যো বি এ বি টি পোষ্টের ৮ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। বাবু মণীন্দ্র নাথ চট্টো বি এ গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক আফিসের ৪র্থ আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সেদিন কার অধিবেশনে, ব্রাহ্মণ সভা হইতে যে যে কার্য্য করা হইবে তাহা স্থির হইয়াছে। কার্য্যগুলি এই—১।

১। সাধারণতঃ হিন্দুগৃহস্থ প্রভৃতির শৌচ-সদাচার উপাসনা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যত্ন ও ব্যবস্থা করা। ২। বিদ্যার এবং ধর্ম্মের বিবৃদ্ধ্যর্থ চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগকে পুরস্কার দেওয়া এবং এবং তাহাদের অধ্যাপকদিগকে তাঁহাদের দেয় গুরুদক্ষিণা দিবার নিমিত্ত অর্থ সাহায্য করা। ৩। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং সমাজের উন্নতিসাধক অধ্যাপকদিগকে বৃত্তি দেওয়া। ৪। যে সকল হিন্দুসন্তান বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রবিহিত শৌচ সদাচার এবং উপাসনা শিখাই-বার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা। ৫। ধর্ম্ম-রক্ষানুকূল বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠান, যথা—বিপন্ন বা অনাথ হিন্দু গৃহস্থের যথাসম্ভব উপকার করা হইবে। সামান্যাকারেও এ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, বর্ত্তমান বর্ষে আট দশ হাজার টাকা ব্যয় করা আবশ্যক; বিশেষতঃ কল্পনা করা হইয়াছে যে, সংস্কৃত পরীক্ষার্থীর এবং উত্তীর্ণ ছাত্রগণের দেয় গুরুদক্ষিণাদির সাহায্যকল্পে দুই হাজার টাকা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সমাজের হিত-কারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সাহায্যার্থে তিনহাজার টাকা এবং ধর্ম্মরক্ষানুকূল বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠানে যথাসম্ভব টাকা দেওয়া হইবে।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমার অবশিষ্ট পাঁচজন আসামীর আপীলের শুনানী বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটনের নিকট এখনও হইতেছে। গত বুধ বার পর্য্যন্তও এডভোকেট জেনারেলের বক্তৃতা শেষ হয় নাই।

[যুক্তপ্রদেশ] কপূরতলার মহারাজ আগামী শীতঋতুতে আলাহাবাদে যে প্রদর্শনী হইবে তাহার সাহায্যার্থ সাত হাজার টাকা দিয়াছেন। এবং যে সকল ভারতবাসী শিয়াল কুকুরে দংশনের চিকিৎসার জন্য পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে যায় তাহাদের জন্য কসৌলিতে স্থানের বন্দোবস্ত করিতে এক হাজার টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

[বোম্বাই] ১৭ই জানুয়ারীর সংবাদ; নাসিকের হত্যাব্যাপারের সংস্রবে তেরজন সাক্ষীর জবান-বন্দী গৃহীত হইয়াছে। হত্যাকারী কানারের সহিত যে নয়জনকে চালান দেওয়া হইয়াছে তাহারাও যে এই হত্যাব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এতটুকু [illegible] করিবার মত প্রমাণ লওয়া হইতেছে। পুনার সিটি পুলিস গত শনিবার প্রাতে পুনা ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আফিসের একজন ক্লার্ক দামোদর চিন্তামন পরাঞ্জপে এবং ভুদোয়ায় শেঠ নামক স্থানের জনৈক ঘড়ি নির্ম্মাতা বামন কাশী-নাথ পালাতে নামক দুইজন ব্যক্তিকে উহাদের বাড়ীতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া, শুনা যায়, অপরাধজনক কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই।

[সাধারণ] ছুটির তালিকা।—বর্ত্তমান ১৯১০ সালে যে যে দিবস সরকারি আফিস

প্রথমা উপস্থাপকার মৌলভী সৈয়দ আবদুল মজিদ ও রঙ্গপুরের মৌলভী তমিযুদ্দিন—মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে।

বিগত বড় দিনের সময় রেঙ্গুনে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সভার অধিবেশনে সভাপতি মাননীয় রাজা সার মহম্মদ আলি মহম্মদ খাঁ কে, সি, আই ই মহাশয় বক্তৃতার অন্যান্য কথা মধ্যে বলিয়াছেন—বড় লাটের সভায় বিগত বজেট আলোচনায় আমি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু আমার ভয় হইতেছে যে ঐ প্রস্তাব শীঘ্র কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইবার আশা নাই। আমাদিগকে আমাদের সম্প্রদায়ের উন্নতি জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। ধনবান মুসলমানগণ যদি বিনা বিচারে দান না করিয়া বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থদান করেন তাহা হইলে অনেক সুফল ফলিতে পারে। ছাত্রগণ মাতৃভাষা শিক্ষা না করিয়াই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকে এই জন্য তাহারা সমস্ত শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারে না; কোন প্রাচ্য ভাষা সম্বন্ধে তাহাদের সম্যক্ জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। আমি আপনাদিগকে কেবল আপনাদিগের ভাষা লইয়া পড়িয়া থাকিতে বলি না। কিন্তু নিজের ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলে জাতীয় ভাব হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। তবে তাঁহারা নীতি শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আপনাদিগকে গৃহে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে মুসলমান সভ্যের সংখ্যা অতি অল্প। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে একজনও মুসলমান নাই। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান সভ্য নাই। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে মুসলমানদিগের সভ্য প্রেরণের অধিকার থাকা উচিত। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এই কথা আরও অধিক খাটে। কারণ ইহার সহিত একটী বৃহৎ মুসলমান বিদ্যালয় সংযুক্ত আছে। একটি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পরবর্ত্তী ১২ বৎসরে ২৪ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার প্রস্তাব সম্বন্ধে জয়েণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের রিপোর্ট পাঠ করিবার সময় আমার মনে হইয়াছিল যে, জাতীয় কার্য্যে মুসলমানগণ একত্রিত হইতে পারেন না! এই সেদিন মাত্র হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে; এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইতে যাই-প্রস্তাব হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধেও মুসলমানদিগের অত্যন্ত দুরবস্থা। ১৯০৭ সনেযে ৫ বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ ৫ বৎসরে গবর্ণমেণ্ট বিদেশে শিল্প শিক্ষার জন্য ১৪টী বৃত্তি দিয়াছেন। মুসলমানগণ তাহার মাত্র একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশ এবং ব্রহ্মে শিল্প শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ছাত্রই পাওয়া যায় না। ১৯০৭ সনের নাইনীতাল কনফারেন্সে শ্রম শিল্পের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইয়াছিল ভারত গবর্ণমেণ্ট ইয়ুরোপীয় এবং ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতিনিধিগণ এবং অন্যান্য সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ভারত সচিব তাহাতে সম্মতি দান করেন নাই বলিয়া আমি দুঃখিত। যাহা হউক প্রত্যেক মুসলমানেরই অন্ততঃ একটি সন্তানকে শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ১৯০৭ সনে ভারতবর্ষে মাত্র একটি মুসলমান ছাত্রী কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছে। স্কুলে মাত্র ১৪০ জন মুসলমান ছাত্রী অধ্যয়ন করে; কিন্তু পার্শী ছাত্রীর সংখ্যা ১৪০২ এবং হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা ৪৩১৬। ব্রাহ্ম ৩৫টি বালিকা ইংরাজী শিখিতেছে। সকল প্রদেশে, বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গের প্রাইমেরী স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন কোন কুসংস্কার আছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সম্বন্ধে কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে। তাঁহারা বালিকাদিগকে সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে চাহেন না। সকল মুসলমানেরই ভূপালের বেগম সাহেবার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মুসলমান বালিকাদিগের শিক্ষা বিধানে যত্নবান হওয়া উচিত।

এক ইস্তাহার জারি করিয়া ৪৪ খান সংবাদ পত্র জয়পুরে আনা নিষেধ করা হইয়াছে। নিম্ন লিখিত সংবাদ পত্র গুলি আর জয়পুর রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, মহারাজ এরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ১ বান্ধব ২ হাওড়াহিতৈষী ৩ বসুমতী ৪ সন্ধ্যা ৫ সোণার ভারত ৬ হিন্দীবঙ্গবাসী ৭ অমৃতবাজার পত্রিকা ৮ ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার ৯ মুসলমান ১০ কর্ম্মযোগিন ১১ হিন্দীপঞ্চ ১২ রাষ্ট্রমত ১৩ হিন্দী স্বরাজ ১৪ কাল ১৫ কেশরী ১৬ পাথারি (বরোদা) ১৭ মারাঠা ১৮ কাল ১৯ স্বরাজ (লণ্ডন) ২০ ইউনাইটেড বঙ্গা ২১ স্বাবলম্বন ২২ কর্ত্তব্য ২৩ দেশ সেবক ২৪ হরিকিশোর ২৫ পূর্ব্ববাঙ্গালা ২৬ বরিশাল হিতৈষী ২৭ চারুমিহির ২৮ উইকলি ক্রনিকেল ২৯ ত্রিপুরা স্বদেশ মিত্রম ৩৪ ইণ্ডিয়া (পণ্ডিচেরী) ৩৫ দেশ (ফিরোজপুর) ৩৬ সাচ্চা পাদ্শাহ (গোয়ালপুর). ৩৭ পঞ্জাবী ৩৮ আকাশ (দিল্লী) ৩৯ [illegible] ৪০ হিন্দুস্থান ৪১ জমিদার ৪২ গঙ্গা (জলন্ধর) ৪৩ পেশোয়া (লাহোর) এবং ৪৪ স্বরাজ (এলাহাবাদ)।

বিগত ৬ই জানুয়ারী বরিশাল হইতে যাত্রী ও ডাক লইয়া "খোকা" ষ্টীমার খুলনায় আসিতেছিল। এরূপ প্রকাশ,—সন্ধ্যার সময়ে খুলনার ৮।৯ মাইল দূরে শিরোমণির হাটের নিকট আঠারবাঁকী নামী নদীর মধ্যে একটী চড়ায় আসিয়া ষ্টীমার ধাক্কা লাগে। ষ্টীমারের অগ্রে ও পশ্চাতে উপর নীচের অনেক পাটের বস্তা বোঝাই ছিল, শুনা যায়, ত্রিপল দিয়া পাট ঢাকা ছিল না এবং সেই খোলা পাটের উপরে ষ্টীমার কোম্পানীর একটী লণ্ঠন পড়িয়া গিয়া পাট জ্বলিয়া উঠে এবং অল্প সময় মধ্যে ষ্টীমারের পার্শ্বস্থ পরদায় ও উপরের ডেকের নিম্ন রঙ্গে আগুন ধরিয়া যায়। দেখিয়া যাত্রিগণ কেহ কেহ প্রাণভয়ে জলে লাফাইয়া পড়ে। অনেকে লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই অগ্নিদগ্ধ হয়। কত লোক মারা গিয়াছে এখনও নির্ণয় হয় নাই। ডেঃ মাঃ বাবু যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর হস্তে তদন্তের ভার পড়িয়াছে।

কৌতুক-কণা।

হরেন—শুনলুম তুমি রবিবার দিন বিনোদ বাবুর সঙ্গে তোমাদের বাগানে মাছ ধরতে গেছলে। তিনি কটা মাছ ধরলেন?

সুরেশ—তিনি কিছুই ধরতে পারেন নি! তিনি যে একজন 'ডিটেক্‌টিভ' সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?

বুদ্ধু—ছোটু, তুই এখানে বসে বসে কি ভাবছিস?

ছোটু (সাহেবের বালকভৃত্য)—আর ভাই বড় মুস্কিলে পড়েছি। সাহেব তাঁর মাপ নেবার জন্যে একজন লোককে ডেকে আনতে বললে; কিন্তু আমাকে ফাকির কোন টেলারের দোকানে যেতে বললে কি "টাইলার কোন" ফাকিনের দোকানে যেতে বললে সেটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না!

কোন "পাগলা গারদে" একজন নূতন সুপারি ন্টেণ্ডেণ্ট বদলী হইয়া আসিলে একজন পাগল এক দিন তাঁহাকে সেলাম করিয়া বলিল, "আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েচে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কৌতুকাক্রান্ত হইয়া)—কেন?

পাগল—আপনি যে অনেকটা আমাদেরই মতন!

বিভূতি—সুশীল, তুমি দিনরাত অত আর্শির সামনে ঘুরে বেড়াও কেন? তুমি কি নিজেকে খুব সুন্দর মনে কর?

সুশীল—তা নয়! আমি সত্য সত্যি যতখানি সুন্দর তার অর্দ্ধেক সুন্দরও আমি নিজেকে মনে করি না!

যতীন—ডাক্তার বাবু, আজ আমার দিন পনের থেকে রাত্রে আমার একটুও ঘুম হচ্চে না। বড় কষ্ট পাচ্চি।

ডাক্তার (হাতুড়ে)—আপনি শোবার ঠিক আগে কিছু খেয়ে নিয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করবেন।

যতীন—কিন্তু, শোবার ঠিক আগে কিছু খেতে আপনিই ত আর একবার আমায় বারণ করেছিলেন!

ডাক্তার—ওঃ; সেত গত বছরে; তারপর থেকে যে বিজ্ঞানের ঢের উন্নতি হয়েচে!

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নু" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A B A 2nd master on Rs 75 and a B A 3rd master on Rs 60 for Orakandi H E school, Dt Faridpur.

A Drawing master দ্বৈবার্ষিক নর্ম্মাল for the Kishanganj H E school, Purnia on Rs 15 or 20 according to qualification. A Behari preferred. Apply to to the S D O and President, Kishangong school committee, before the 31st January 1910.

[1] A Hd master F A knowing Hini for the Rohini K K M E school on Rs 25 with free lodging. [2] a 2nd Pandit on Rs 15 per month. Applicants should have passed the 1-t year examination of the Patna Training school under new scheme. [3] a 3rd Pandit on Rs 10. The applicants should be first grade cirtificate holder from a Gura Training School. Apply before 31st January, po Rohini, via Baidyanath Junction, Dt. Santhal Pergnnahs.

An F A Asst Hd master capable teach Geography under the new system on Rs 25 to 30 according to qualifications for the Husenpur M E school Dt Mymensingh. Must stick two sessions. Apply to the Hd master. po Husainpur.

A graduate, an undergraduate and an Entrance passed teacher on Rs 45 to 50, 26 to 30 and 15 respectively for the Khoksa-Janipur H E school, Nadia very near Khoksa E B S R. There is a convenient Boarding. Apply to the Hd master before 30 January.

A B A strong in English as Asst Hd master in the moheshtolo H E school on Rs 40 a month. Private tuition available. Must stick at least two years. Po Maheshtola, 24 Pergs.

A plucked B A Brahmin as 2nd master strong in Mathematics for the Juniadah H E school on Rs 25 with free board and lodging. Apply to the Hd master. Po Juniadah (Nadia).

A plucked B A H I master for the Santragachi M E school within Howrah Municipality on Rs 32 a month. Private tuition available. Apply to the Asst. Secretary.

An F A private tutor on Rs 12 besides free board and lodging. Apply to Babu Tara Sundar Roy, pleader Gaibandha, Rungpur.

A 3rd master F A for the Naldanga Birbhum H E school on Rs 25 a month Apply to Babu Ambica Charan Mukerji, po Naldanga Rajbati, Dt Jessore.

An F A Hd master and Entrance passed 2nd master on Rs 25 and 15 respectively for the Pirganj Union M E school Dt Rangpur. Po Pirganj, Rungpur.

জনৈক গ্রাজুয়েট ২য় শিক্ষক। পুঠিয়া পি এন হাই স্কুল জেলা রাজসাহী ৪৫ হইতে ৫০ টাকা। একটি ছোট বোর্ডিংয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিলে আবা পাইবেন।

এফ এ পড়া ২য় শিঃ। ময়ূরেশ্বর মইংস্কুল, পোঃ ময়ূরেশ্বর জেলা বীরভূম। গুণানুসারে বেতন ১৫ টাকা হইতে ২০ টাকা।

খিদিরপুর মইং স্কুলে একজন হেডমাষ্টার ও হেড পণ্ডিত সেকেণ্ড মাষ্টার ও সেকেণ্ড পণ্ডিত। বেতন যথাক্রমে ৩০, ২৫, ২০ ও ১৫ টাকা। উৎকৃষ্ট বাসস্থান পাইবেন। প্রাইভেট পড়াইলে আহার। গ্রাম ও পোঃ খিদিরপুর, জেলা পূর্ণিয়া।

আড়ানী মইং স্কুলে আপাততঃ ৬ মাসের জন্য একজন হেঃ পঃ ২০ টাকা। পোঃ আড়ানি, জেলা রাজসাহী।

মসূয়া মইং স্কুলে ১২৲ বেতনে নু নর্ম্মাল দ্বিতীয় পণ্ডিত। আবা পাইবেন। মসূয়া পোঃ ময়মনসিংহ।

কায়মারী মধ্যস্কুলে নর্ম্মাল পাশ ড্রিল ড্রইং জানা হেঃপঃ। বেতন ১৬৲ ও বাসস্থান বয়স ৩০-৩২ বৎসর। পোঃ বাঘবপুর, যশোহর।

[উদ্ধৃত]

কালাপাহাড় ও কুতবুদ্দীন

মোসলমান ঐতিহাসিকদিগের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মোসলমান-আধিপত্য সময়ে বেনারস এবং তন্নিকটস্থ প্রদেশসমূহ কনৌজের অধীনরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, এবং কনৌজের শেষ রাজা মদনপাল হইতে জয়চন্দ্র পর্য্যন্ত বেনারসে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

হোসেন নিজামীর তাজুল হইতে জানিতে পারা যায় যে, "সাহাবুদ্দিন ঘোরীর প্রধান সেনাপতি কুতবুদ্দিন কর্ত্তৃক ১১৯৪ খৃঃ অব্দে কাশীরাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ জয়চাদ পরাভূত ও নিহত হইয়াছিলেন। কুতব সেই সময় নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহস্রাধিক মন্দির ও মন্দিরাস্থিত দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিল। সেই মন্দিরাদির ইষ্টক ও প্রস্তরজাল লইয়া সেই সকল স্থানে মসজিদ

... মোসলমান রাজাদিগের দ্বারা শাসিত এবং ...বার বিভাগের অন্তর্গত হইয়া আসিতে ... সহস্র সহস্র অনাদি লিঙ্গ দেববিগ্রহ ধ্বংসকারী ...দের প্রকৃত পরিচয় বোধ হয় অনেকেই অবগত ...ন। কুতব মোসলমান ঔরসজাত খাঁটী মোসল-...নহেন। তাঁহার প্রকৃত নাম রামপ্রসাদ। পাঞ্জাব ...বাসী একজন অতিনিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয়-সন্তান। ...পতি শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীকর্ত্তৃক বন্দী- ... হইয়া প্রথমে তাঁহার গোলামরূপে নিযুক্ত হন, ...র বাধ্য হইয়া মোসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণান্তর কুত-...দ্দিন নাম ধারণ করে। ক্রমে নিজ কার্য্য-...তা দেখাইয়া সম্রাটের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া ... ও তাঁহার প্রধান সেনাপতিরূপে ভারতের ... প্রদেশ জয় করিয়া সম্রাট কর্ত্তৃক দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন। এই সময় অযোধ্যা, প্রয়াগ ও কাশীধাম পর্য্যন্ত কুতব নিজ অধিকার-ভুক্ত করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, কুতব সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী নিষ্ঠাবান আর্য্যবংশ সম্ভূত হইয়াও কোন্ ...পে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, ...হা তাহার নিশ্চয় করিতে না পারিয়া দেব-বিগ্রহের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন ও তাহাদের ধ্বংসসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। বোধ হয়, কুতব মোসলমান ঔরসজাত প্রকৃত মোসলমান হইলে এতাদৃশ অত্যাচার করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কেবল কুতবই যে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার পরবর্ত্তী আরও কয়েকজন কাশীর ...রূপ অনিষ্ট করিয়াছেন। তন্মধ্যে দিল্লীর সম্রাট বেলোল লোদীর সেনাপতি মহম্মদ ফর্ম্মুলি বা প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় অন্যতর। কুতবের পর এক এই কালাপাহাড় হইতে হিন্দুর যে অনিষ্ট হইয়াছে, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত সমস্ত মোসলমানের সকল অত্যাচার একত্র করিলেও তাহার সমান হইবে না। কুতবের ন্যায় এটীও গৃহের শত্রু বিভীষণ। এটীর পরিচয় বঙ্গীয় পাঠকগণের আরও জানিবার বিষয়, কারণ এটী আমাদের খাস বাঙ্গালার জিনিষ। ইহার প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত একটাকিয়ার ভাদুড়ী-রাজা জগদানন্দের বংশজাত। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পান্না থানার অধীন বীরজাওন গ্রামে তাহার জন্মস্থান। অল্প বয়সেই পিতার মৃত্যু হইলে ...তামহ কর্ত্তৃক কালাচাঁদ লালিত পালিত হইয়া তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা ও পারসি ভাষায় সুপ-ণ্ডিত হইয়াছিল। কালাচাঁদ বাল্যকাল হইতে বলবান, শস্ত্র চালনায় ও অশ্বারোহণে বিশেষ

দুহিতার পাণিগ্রহণ করিবার দুইবৎসর পরে, গৌড় সম্রাটের অধীনে ফৌজদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হয় এবং সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বে সম্রাট-কন্যার পাণিগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে না পারিয়া, মনের দুঃখে পুরীতে জগন্নাথ দেবের নিকট সপ্তাহ কাল অনাহারে ধরণা দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোনও প্রত্যাদেশ না পাইয়া, অধিকন্তু পাণ্ডা গণ কর্ত্তৃক অযথা তিরস্কৃত হইয়া কালাচাঁদ ক্রোধান্ধ হইল ও মোসলমান ধর্ম্ম পুনর্ব্বার গ্রহণ করিল, এবং নিজ শ্বশুর গৌড় সম্রাটের অনুমতি লইয়া উড়িষ্যা-বিজয় এবং জগন্নাথ-বিগ্রহ দগ্ধ করিয়া পাণ্ডাদিগকেও জোর করিয়া মোসল-মান করিয়াছিল। তাহার অত্যাচারে লোকে তাহাকে বিজাতীয় ঘৃণা করিয়া কালা-পাহাড় বলিত। যে যে স্থানে কালাপাহাড় গিয়া-ছিল, সেই সেই স্থানেরই দেব-বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতের এমন স্থান নাই, যেখানে কালাপাহাড় হিন্দুর অনিষ্ট করে নাই। বার্ব্বাকসাহ যখন জৌনপুরের অধিপতি, তখন বেলোললোদী দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সাতাইশ-বর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল। বার্ব্বাকসাহ বাঙ্গালার অদ্বিতীয় বীর কালাপাহা-ড়ের অতুল বিক্রমের কথা শুনিয়া তাহাকে নিজ সেনাপতি করিতে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু পথিমধ্য হইতে বেলোললোদী কর্ত্তৃক কৌশলে বন্দীকৃত হইয়া দিল্লীতে নীত হইলে, তথায় সম্রাট কর্ত্তৃক অতি সমাদরে গৃহীত ও অল্প দিনের মধ্যে সম্রা-টের বিশেষ অনুরোধে তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করে। তাহার পর শ্বশুরের সহিত যাইয়া জৌন-পুর সাম্রাজ্য অধিকার করে। এই সময় সে শ্রীক্ষেত্র ও কামরূপের ন্যায় কাশীধামেরও হিন্দু ধর্ম্ম একেবারে লোপ করিবার প্রয়াসে প্রকৃত অত্যাচার করিয়াছিল। কোনও প্রাচীন মন্দিরই তাহার নিষ্ঠুর করে রক্ষা পায় নাই। এই সময় কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাস করি-তেন। চরম অত্যাচারের উপলক্ষে একজন যবন সৈনিক তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করে। তিনি ঘৃণা, দুঃখ ও ক্রোধে রোদন করিতে করিতে কালা-পাহাড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে যৎ-পরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন ও তাহার সম্মুখে সেই স্থানেই আত্মহত্যা করিলেন। কালাপাহাড় স্বচক্ষে এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া তখনই অত্যা-চার বন্ধ হইল সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বারাণসীর সকল দেবালয়ই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল কেবলমাত্র কেদারেশ্বর অনাদি শিবলিঙ্গটী তখন রক্ষা পাইল। এদিকে কালাপাহাড় সেই রাত্রেই কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইল, পরে আর কেহই তাহার সন্ধান পায় নাই।

৮ কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য চিরদিনই আছে। স্বার্থপরতাপরিশূন্য, নিষ্ঠাবান ও সাধন ভজনপর দেবতুল্য ব্রাহ্মণ ও মুনি ঋষিগণই প্রকৃত কাশীর অধিরাজ পদবীবাচ্য। তাঁহারা কেবল কাশীরাজ্যের উপরই তাঁহাদের জীবিত কালের জন্য নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন নাই; তাঁহারা সমগ্র ভারতের সমস্ত আর্য্যজাতির উপর সনাতন ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া ত্রিকালের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে-ছেন। সেই কপিলের 'সাংখ্য' গৌতমের 'ন্যায়' পাণিনীর ব্যাকরণ' সমস্তই এই স্থান হইতে প্রচা-রিত। সেই বাল্মীকি, ব্যাস, সেই বুদ্ধ' শঙ্কর প্রভৃতি মহাত্মগণ এই পুণ্যতীর্থ কাশীধামের নিত্য-শুদ্ধ ধর্ম্ম-সিংহাসন হইতেই ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্মের সকল বিধি নিষেধ প্রচার করিয়া-ছিলেন। আমাদিগের এ দুর্দ্দিনেও অধুনাতন তুলসীদাস, কবীর, মহাত্মা তৈলিঙ্গ বা ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করা-নন্দ স্বামী, কাঠিয়াবাবা স্বামী, [illegible] বাবা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কাশীর সেই পবিত্র আসন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ও কত মহাপুরুষ গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাবে কত স্থানে নিজ নিজ কঠোর সাধ-নায় নিযুক্ত থাকিয়া কাশীর সেই মাহাত্ম্য এখনও রক্ষা করিতেছেন। সমস্ত ভারতের উৎকৃষ্ট পণ্ডিত-গণ শেষদশায় কাশীবাস করিতে আসেন এবং উদাসীন পণ্ডিত ব্যতীত গৃহী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবৃন্দদ্বারা বারাণসীধাম সদা অলঙ্কৃত। বর্ত্তমান সময়ে আর্য্য-ঋষিগণের সেই পুণ্যতপোবন পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্র আর্য্যকুলকলঙ্ক নাস্তিক আমাদিগের দ্বারাই [illegible] ও [illegible] লীলা নিকেতনে পরিণত হইতেছে। তাহারই অনু-[illegible] সনা-তন ধর্ম্মের ন্যায় সাত্ত্বিকতা নিত্য বিরাজিত রহি-য়াছে। কাশীকে যিনি যে ভাবে দেখিবেন, তিনি সেইরূপেই দেখিতে পাইবেন। বিশেষ অন্নপূর্ণা রাজ্যের ইহাই বিশেষত্ব। এ রাজ্যে ব্রাহ্মণ কোন নরপতির দ্বারা কখনও [illegible] হইতে

পারে না। সেরূপ আমরা রাজা মহারাজ ছাদনের তরে নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াই বিশ্ব কোতোয়াল কালভৈরবের সম্মান করনে নিশ্চিন্ত হইয়াছে, ইতিহাস তাহার অন্যত্র সাক্ষ্য দিতেছে। সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ কাশীপতি রাজেশ্বর চিরসম্রাট-রূপে অন্নপূর্ণাসেবিত হইয়া সেই পবিত্র আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ও তাঁহার চির আদরের বারাণসীরাজ্য সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী পরম ভক্ত সাধুগুণী কর্ত্তৃক চিরদিন পরিচালনা করিতেছেন। (শিল্প ও ৮ম খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্যা)

ব্রেজিলে চিনির কাজে দুরবস্থা

১৯০০ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত ব্রেজিল দেশে ইক্ষুর ফলন অধিক ছিল, তৎপরে তিন বৎসর ইক্ষু ফসল কম পড়ে, একজন্য দেশী চিনির দর বৃদ্ধি হয়। এই অবকাশে সস্তার বিদেশী চিনি তথায় অবাধ ভাবে বসিয়া যাইবার চেষ্টা করে।

ব্রেজিল স্বাধীন দেশ। তাহারা স্বদেশী চিনিকে রক্ষার জন্য সর্ব্ব প্রথম "পারণামবুকো" নামক প্রদেশে এক চিনি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিল।

বিদেশী চিনিকে তাড়াইবার জন্য তাহার উপর আত্মরক্ষক ডিউটী স্থাপন করা এবং স্বদেশী চিনির দর বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য ঐ সমিতি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ সমিতিতে "আলাগোয়া" "বাহিয়া" প্রভৃতি দেশের চিনি ব্যবসায়ীরা আসিয়া যোগ দেন। ক্রমে ব্রেজিলের প্রায় সকল প্রদেশের চিনি ব্যবসায়ীরা এই সভায় যোগ দিল। গবর্ণমেন্টের সাহায্যে বিদেশী চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া ঐ সমিতি দেশী চিনির দর বাঁধিল। প্রতি সের ।/১৫ অর্থাৎ ১৪৶০ আনা মণ। ইহা বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতায় কাশীর চিনির দর। তবে কলিকাতায় দেশী চিনির দর বাঁধিতে হয় নাই, স্বভাবেই উহা বাঁধিয়াছে। ব্রেজিল ক্রমে ক্রমে স্বদেশী চিনির দর ।৶৫; ।৶১০ প্রতি সের করিল।

ইহাতে ব্রেজিলের চিনি ব্যবসায়ীদিগের উপর সাধারণ দেশের লোক বিরক্ত হইল। অনেকে বিদেশী সস্তার চিনি আবার ধরিল। ব্রেজিলের ধনবানেরা দেশী চিনি তখনও পরিত্যাগ করিলেন না, ফলে উহার দর আরও বৃদ্ধি হইল, চিনি সমিতি ৴১ সের চিনির মূল্য ৷৷৵০ আনা পর্য্যন্ত করিল এবং তথাকার অর্থসচিবকে ধরিয়া প্রতি সের বিদেশী চিনির উপর ।৵০ আনা ডিউটী বসাইল। ইহাতে যাহারা বিদেশী সস্তার চিনি খাইত, তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল। চিনির অভাব হইল। তখন ব্রেজিলবাসীরা বুঝিল যে, এতদিন "চিনির ব্যবসায় বাণিজ্যের সুযোগে বুঝিয়াছি, কিন্তু উহার উৎপত্তি কিসে বৃদ্ধি পায়, ইক্ষুর ফলন কিসে বৃদ্ধি পায়, তাহা করা হয় নাই। চাষ বা উৎপন্ন না দেখাইয়া কেবল ব্যবসায় বাণিজ্য ধরিয়া টানাটানি করিলে স্বদেশবাসীর কষ্ট বৃদ্ধি হয়।

তখন ব্রেজিলের চিনি সমিতি ইক্ষু চাষে মনোযোগী হইল। কিন্তু সেই প্রাচীন প্রথায় চাষ দেওয়া, গুড় করা, চিনি করা ব্রেজিলের কৃষকেরা কিছুতেই ছাড়িল না। তাহারা একজন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে চাহিল না। চিনি সমিতি ব্রেজিলের স্থানে স্থানে ২১টী জেলায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথানুসারে সুবৃহৎ কল বসাইল বটে এবং উক্ত কলের সঙ্গে ইক্ষু চাষও ধরিল বটে, কিন্তু বিদেশী সস্তার চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিল না। ব্রেজিলের লোকেরাও ঠিক ভারতবাসীর ন্যায় একপ্রকারের লোক বলিতে হইবে। আমরা যেমন দেশী চিনির আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব রাখি না, ব্রেজিলেও তাই। কিন্তু যদি বিদেশী চিনির উপর এরূপ শুল্ক থাকে যে, দেশীয় চিনির অপেক্ষা কম দরে উহা বিক্রয় হইতে পারে না এবং চিনি সমিতিকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, বৎসর পরে ডিউটি কিছু কিছু কম করা হইবে, ইতিমধ্যে দেশে চিনির ফলন বৃদ্ধি করা চাই. তাহা হইলে মার্কিনেরা যেরূপে লোহের ও কাচের বাণিজ্য ও কারখানা স্বাধীন করিয়া লইল সেইরূপ ব্রেজিল ও চিনি সম্বন্ধে পারে। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি মিলিলে বাহিরের শক্তি অগ্রাহ্য করিয়া না আসিলে কখনই পারে না। তবে বাহিরের বাণিজ্য শক্তির সহিত যদি তথাকার রাজশক্তি বাউন্টি দিয়া সংযুক্ত থাকে এবং অবাধ বাণিজ্যের মতে রাজশক্তি প্রজার শিল্প রক্ষা না করে। সে কথা স্বতন্ত্র। মহাজনবন্ধু ৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহক গণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রত্যেক সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন। নিশ্চয় করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া সম্বাদে দুঃখিত হইবে।

১৪৮১ শ্রীযুক্ত সাদেরুদ্দিন প্রামাণিক,
২য় শিঃ মায়াপাটা ৩১।১২।১০

১৪৮২ " কৃষ্ণ কিশোর গোস্বামী কাটিহিয়া ঐ
১৪৮৩ " আমিরুদ্দিন আহমদ, কাটিহাড়া ঐ
১৪৮৪ " বিনোদ বিহারী পাল,
হেঃ পঃ কাঁচেরকোল, ঐ
৬৩২ " রাখাল দাস ভট্টাচার্য্য, হেঃ পঃ শিলদা ঐ
১৪৮৫ " অবনীকুমার মজুমদার সাঃ পঃ বৈতালী ঐ
৬৩১ " হেঃ মাঃ কাষ্টারাঙ্গা যোড় স্কুল ঐ
৮৫ " হেঃ মাঃ মল্লিকপুর মইঃ স্কুল ঐ
২১৭ " ধরণীমোহন চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ঐ
১৪৮৬ " গিরীশ চন্দ্র ঘোষ, মেহার ঐ
৯৪৭ " হেঃ মাঃ মধুরেশ্বর মইঃ স্কুল ঐ
১৪৮৭ " হেঃ মাঃ পোরসা মইঃ স্কুল ঐ
১৪৮৮ " হেঃ মাঃ মাজুরখালি ঐ
১৪৮৯ " গোষ্ঠবিহারী হালদার, হাজিরাপুর ঐ
১৪৯০ " ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, জালসুর ঐ
৮৩৬ " তমিজদ্দিন মিঞা,
শিবনগর উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৪৯১ " হেঃ মাঃ দাথুরিয়া মইঃ স্কুল ঐ
৩৭ " রমানাথ ভূঁঞা, হারিয়া মইঃ স্কুল ঐ
৩১ " যোগেন্দ্র নাথ দত্ত, খাটুরা ঐ
১০৯৩ " অম্বিকা চরণ দাস, ছাতনীয়া ঐ
৮৯৪ " শ্রীধর পাল, সোনাদাবোড় স্কুল ঐ
৯৩৪ " রামনাথ পাঠক, বাঁকাদহ ঐ
৯ " হেঃ মাঃ শ্রীখণ্ড মইঃ স্কুল ঐ
৭৭৪ " হেঃ মাঃ সিজগ্রাম মইঃ স্কুল ঐ
১৪৯২ " হেঃ মাঃ বালিয়া জোড় মইঃ স্কুল ঐ
১০০৩ " রাজেন্দ্র নাথ সোম বাদরবাটী ঐ
১৪৯৩ " শ্যামাচরণ মণ্ডল,
তুলন, উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৪৯৪ " নটবর পাল, জালালপুর স্কুল ঐ
১৪৯৫ " নবদ্বীপ চন্দ্র সরকার,
আমরাই সং উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৪৯৬ " ননিধর মুখোপাধ্যায়, চিতুরি স্কুল ঐ
২০১ " অভয়া চরণ মিত্র- গোয়ালন্দ ঐ
১০৪৫ " বৈদ্যনাথ পাত্র,
পাকশাড়া উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৪৯৭ " হেঃ মাঃ খাতড়া মইঃ স্কুল ঐ
১৩ " হেঃ পঃ কালীগঞ্জ, বনমালী স্কুল ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি বুধবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Educational Gazette Chinsurah*,

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

সদালাপ। (২৮)

(১৪১) নিস্পৃহতা (পরম হংসদেবের মাতা)—শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মাতা ঠাকুরাণী শেষাবস্থায় গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণীর কালীবাটীতে আসিয়া বাস করেন। পরমহংস দেবের পরম ভক্ত রাণী রাসমণীর জামাতা মথুর বাবু অনেক কাল হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে, ঠাকুরের সকল আত্মীয়েরই কিছু কিছু সংস্থান করিয়া দিবেন। ঠাকুরের মাতার নিকট ঐ বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "বাপু! আমি খুব সুখে আছি, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেছি এবং মায়ের প্রসাদ পাইতেছি আমার কোন অভাব নাই!" মথুর বাবু পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে "কিছু" গ্রহণ করিবার জন্য একান্তই অনুরোধ করায় ঠাকুরের মাতা ঠাকুরাণী অবশেষে বলিয়াছিলেন "আচ্ছা! তবে তুমি আমায় দুই পয়সার দোক্তা তামাক কিনে দিও"। মথুর বাবু সেই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হন এবং বলিয়া উঠেন, "এমন না হইলে আপনার উদরে উনি জন্ম লইবেন কেন?"

(১৪২) দীর্ঘসূত্রতার অসভ্যাচরণ (জাতীয় দোষ)।—ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পঞ্জিকা দেখিয়া কার্য্য করার অভ্যাস ছিল। আলমানাক ও নিয়মানুগামিতার স্থাপন এতদ্বারা অনেকটা হইয়াছিল। এখন উহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা এখনও ঠিক মুহূর্ত্ত দেখিয়া সন্ধি পূজার ব্যবস্থা করান, ঠিক লগ্নে বিবাহাদি দেওয়ান, বারবেলা প্রভৃতি বাছিয়া কোথাও যাত্রা করেন তাঁহারাও সাধারণতঃ ঠিক সময়ে কথামত যাওয়া আসা বা কাজ করেন না। এবং "আজ নয় কাল" বলিয়া অপরের সময় নষ্ট করিয়া কিছুও লজ্জা বোধ করেন না। ইহার মূলে আলস্য এবং সভ্যতা রক্ষায় অমনোযোগ; সুতরাং ইহা খুবই দোষের অবস্থা। ইউরোপীয় দিগের সংস্রবে এই দোষ আমাদের যতটা কমিয়া যাওয়া উচিত ছিল তাহা এখনও যায় নাই। সাধারণ "আমাদের মধ্যে" কথার ঠিক এবং "উত্তম" না পরিচালনের ভার আমাদের উপর দিবেন কেন?

(ক) কয়েক বৎসর হইল এক ব্যক্তি তখন নূতন স্থাপিত স্বদেশী বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল রেলওয়ে দিয়া তারকেশ্বর হইতে ফিরিয়াছিলেন। সে দিন তারকেশ্বর হইতে ট্রেণছাড়িবার নির্দ্ধারিত সময় আধ ঘণ্টা পার হইয়া গেলেও ড্রাইভার এবং গার্ড (দুই জনই বাঙ্গালী হিন্দু) পান তামাক খাইতেছেন ও গল্প করিতেছেন দেখিয়া উক্ত যাত্রী গার্ড্‌কে বলিলেন, "মহাশয়, সঙ্গে মেয়ে ছেলে আছে, সেওড়াফুলি দিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, শুধু সাধ করিয়া এই রেলে ফিরিয়া যাইতেছি, যদি মগরার বড় লাইনের গাড়ী ধরিতে না পারি, আমাদের বড়ই অসুবিধা হইবে। ট্রেণ টাইম অনেকক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে।" গার্ড বলিলেন. আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন "ট্রেণ ঠিক পাইবেন" এবং আরও ১৫ মিনিট ধরিয়া গল্প গুজব করিতে লাগিলেন। উঁহারা একটুও বুঝিতে পারিলেন না যে, নির্দ্ধারিত সময়ে ট্রেন না ছাড়াটাই বিষম দোষ, উহা "অসভ্যাচরণ"। অবশেষে গার্ড এবং ড্রাইভার ট্রেণ ছাড়িলেন এবং একটু বেশী জোরেই গাড়ী চালাইলেন। মগরার কাছে কাছে গিয়া এঞ্জিনের সামনের চাকা রেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হালকা এঞ্জিন; চারিজন লোকে একটা কাঠ রেলের উপর পাতিয়া আর একটা কাঠ এঞ্জিনের তলায় দিয়া চাড়া দিতেই এঞ্জিনের চাকা পুনর্ব্বার রেলের উপর ঠিক বসিল, কিন্তু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া লাইনের গাড়ী এই সব করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল এবং অনেক যাত্রীই কষ্ট পাইলেন।

(খ) এক সময়ে ঐ ব্যক্তি বখতিয়ারপুর বেহার লাইট রেলওয়ে দিয়া বেহার যাইতেছিলেন। ওয়েনা ষ্টেশনে গার্ড ট্রেণ ছাড়িবার জন্য পুনঃ পুনঃ হুইসেল দিলেও ড্রাইভার গাড়ী ছাড়িল না। তখন অগত্যা গার্ড এঞ্জিনের কাছে গেলেন। ড্রাইভার তখন প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া ভিস্তির গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছিল। গার্ড উঁহাকে ভর্ৎসনা করায় পরস্পর সম্পর্ক পাতাইয়া বেশ গালিগালাজ হইল। দীর্ঘসূত্রতা অসভ্যাচরণ এবং তাহার আনুষঙ্গিক সহিত ইতর ভাষার সম্মিলন হইল! এ ক্ষেত্রে দুইজন কর্মচারীই বিহারী মুসলমান ছিলেন।

ভারতবাসী সর্বসাধারণ ও প্রদেশ নির্বিশেষে "সময় সম্বন্ধে নিয়ম প্রণালিতার পালন" করেন না! সময়ে কাজ করার কর্ত্তব্য বোধ সম্বন্ধে এতদিনে কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া আশা করা যাউক।

(গ) অনেক বৎসর হইল ঐ ব্যক্তি একদিন কলিকাতার গ্রেট ন্যাশানালথিয়েটরে বৈকালের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনটার সময় অভিনয় হইবার কথা। সেদিন পাঁচটা বাজিলেও আরম্ভ হয় নাই। দর্শকগণ অসহিষ্ণু হইয়া "ম্যানেজার ম্যানেজার" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, হঠাৎ শিস্ দিয়া ড্রপসিন্ (যবনিকা) উঠিয়া গেল। ম্যানেজার বাবু—টেড়িকাটা, কোঁচান চাদর গলায়, বেশ সুপুরুষ—রঙ্গমঞ্চে দণ্ডায়মান! সকলেই, কি বলেন শুনিবার জন্য কৌতূহল পরবশ হইয়া চুপ করিল। ম্যানেজার বাবু বলিতে লাগিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ! এই থিয়েটার আমাদের জাতীয় পদ্ধতি অনুসারে আপনাদের সজাতীয়দিগের পরিচালিত। এদেশে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিতেরা তিনটার সময় আইসেন সুতরাং তিনঘণ্টার তফাৎ এদেশে ধর্ত্তব্যই নয়। তিনটার সময় অভিনয় আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল সত্য, কিন্তু যখন ছয়টা এখনও হয় নাই তখন আপনারা এখন হইতেই এত উতলা হইতেছেন কেন? এটা ত লুইসের চৌরঙ্গী থিয়েটর নয় যে, নয়টা বলিলে ঠিকই নয়টা। এ যে আপনাদের গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটর। অতএব মহোদয়গণ! ক্ষান্ত হউন"। লোকে এই সকল কথা থিয়েটারের প্রহসন হিসাবে ধরিয়া লইয়া খুব হাসিল এবং "এনকোর" "এনকোর" বলিয়া চীৎকার করিল। কিন্তু এসকলের সহিত ডাকগাড়ির কাল কা হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত ষ্টেশন সকল ঠিকসময়ে পার হওয়ার তুলনা করিয়া ভাবা উচিত! ফলতঃ ইউরোপীয়রা সময়ে আহার করেন সময়ে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, সময়ে কার্য্যস্থলে উপস্থিত হন। যখন যাহা স্বীকার করেন সেই সময়মতই তাহা করিয়া থাকেন। এই সকল সভ্যাচরণের ফলে অনেক কাজ নির্বাহ হয় [illegible] উঁহাদেরই লাভ হইতেছে!

(ঘ) মিঃ [illegible] রাজনৈতিক। [illegible] ঠিক নির্দ্ধারিত [illegible] উপস্থিত হইতেন। [illegible] দেখা [illegible] একদিন [illegible] নির্দ্ধারিত সময়ে [illegible] বাজিল [illegible] মিঃ [illegible] দেখা নাই। [illegible] করিয়াছিল। [illegible]

অমনেই মিঃ অ্যাডামস্ আসিলেন এবং নিজের ঘড়ি খুলিয়া একজন কর্মচারীকে সময় দেখাইয়া দিয়া নিজস্থানে গিয়া বসিলেন। অধিবেশন শেষে কর্মচারী সভ্যগণকে বলিতে বাধ্য হইলেন "অনুসন্ধানে জানিলাম যে কংগ্রেসের ঘড়ি একমিনিট পিছাইয়া গিয়াছিল। মিঃ অ্যাডামস্ ঠিক সময়েই আসিয়াছিলেন। ঘড়ির কাঁটার অপেক্ষাও তাঁহার উপর সময় সম্বন্ধে নির্ভর করা যায়।"

(১৬৮) মার্কিন যুক্তরাজ্যের প্রথম্যুক্ত মহাত্মা জর্জ ওয়াশিংটনের সেক্রেটারী তাঁহার নিকট নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে দুইদিন একটু একটু বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং দুদিনই বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ঘড়ি ঠিক ছিল না তাই দেরি হইয়াছে। দ্বিতীয় দিনে ওয়াশিংটন বলেন, "ভাই! এ ভাবে আর চলিবে না; হয় তুমি একটি নূতন ঘড়ি সংগ্রহ কর, নয় আমি একজন নূতন সেক্রেটারীর সন্ধান করি।" আমরা আবার কতদিনে কর্ত্তব্যবুদ্ধি মাত্রা পোষোষিত এবং সকল কথা ঠিক রাখিতে অভ্যস্ত হইব!

(১৬৯) সত্যকথন (সুলতান ও ফকির)—কোন প্রবল পরাক্রম অত্যাচারী সুলতানের সহিত একজন ফকিরের হঠাৎ সাক্ষাৎকার ঘটে। ফকির বলিয়াছিলেন"ভাই! সকল মানুষেরই এমন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ এবং সাংসারিক কার্য্য পরিচালনা করা উচিত,যে কেহ কখন যেন তাহাকে কুচোক্ত, পাষণ্ড বা পাপাত্মা বলিতে অধিকারী না হয়।" ইহাতেই অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান ঐ ফকিরের 'রাজদ্রোহী জিহ্বা' কাটিয়া দিবার আদেশ করেন। তখন ফকির ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, "হে প্রিয়! অপরের উপকারী কথা এবং সত্য কথা নির্ভয়ে বলা তপস্যার একটী অঙ্গ; সেই জন্যই ঐ কথাগুলি তোমাকে বলিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া লইয়াছি। যাঁহার সত্য কথা বাহির করিবার আবশ্যক হয় না, যাঁহার কাছে মনের নিবেদনে এবং ধ্যানে তাঁহার উপলব্ধিতে অপার আনন্দ লাভ হয় এখন তাঁহার নিকট আমাকে মৌনব্রত ধারণ করাইয়া অর্পণ করা সম্বন্ধে তোমার এই প্রস্তাবে আমি আপত্তি কেন করিব? আমার জিহ্বা এখনই কাটিয়া লও।"

জ্ঞানমালা [১৭০]

স্বাধীনতার অপব্যবহার

মানব-মন্ত্র ইন্দ্রিয় ও মন—আত্মার অধীন স্বেচ্ছাচারিতা নহে। ইন্দ্রিয় কাহার? মনের। মন কাহার? আত্মার। এই আত্মাকে যিনি আপনার জানিয়াছেন, আপনি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন না; কেন না বিবেক তাঁহার মন্ত্রী থাকিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তাঁহাকে, উত্তরমুখী দিক্‌শলাকার ন্যায়, সেই পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। তাহা না হইলেই স্বাধীনতার অপব্যবহার বলিতে হয়। এই স্বাধীনতার অপব্যবহার হইতে, সর্ব্বত্র দুষ্ট হইতেছে। ইহার কারণ কুশিক্ষা-কুচিন্তা, কুসংস্কার, কুসঙ্গ। মনের আসঙ্গলিপ্সাই সর্ব্বনাশের হেতু। আত্মা, মন, বুদ্ধি,চিত্ত ও অহঙ্কার লইয়া এই কর্ম্মজগতে যে ক্রীড়া করিতে সংসার পাতিয়াছে, তাহার পারিপার্শ্বিক, সহচর অনুচর—কাম ক্রোধ, লোভাদি ষড়্‌রিপু, এই দশজনে তাহার সর্ব্বদিক আগুলাইয়া রাখিয়া প্রতিক্ষণে যে মরীচিকা দৃশ্য দেখাইতেছে, তাহাতেই সে বিমোহিত-তাহার কোথাও একটু ছিদ্র নাই যে তাহার মধ্য দিয়া বিবেক রূপ সূর্য্যের একটু কিরণ যাইয়া তাহাকে উদ্বোধিত করিয়া দেয়। তাই অবাধে সর্ব্বত্র স্বাধীনতার অপব্যবহার হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছেন—সর্ব্বাগ্রে আত্মাকে রক্ষা করিবে পশ্চাৎ দারা ধনাদি। এত যত্নের জিনিসকে আমরা অসংযত দশ জনের হাতে দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া-আয়ারাম হইয়া বসিয়া আছি, আর তাহারা তাহাকে (আত্মাকে) লইয়া লোফালুফি করিতেছে। এসম্বন্ধে ঈশ্বজগতে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। অগাধ সমুদ্রে ভাসমান এক তরণির কিনারায় দণ্ডায়মান হইয়া, এক বণিক আপনার অর্জ্জিত এক মহারত্ন লইয়া লোফালুফি করিতেছিল—অসতর্ক ভাবে সেই লোফালুফির ফলে দৈবাৎ সেই মহামূল্যরত্ন অগাধ সমুদ্র গর্ভে পড়িয়া গেল তখন বণিকের প্রাণ কিরূপ হইল পাঠক তাহা বুঝিতে পারিতেছেন কি? সেইরূপ এই আত্মাকে লইয়া আমরা অপার কালসাগরে এই দেহতরি ভাসাইয়া—তাহার ধারে দাঁড়াইয়া অমূল্যরত্ন আত্মাকে কররূপ হস্তে ধারণ করিয়া নিতান্ত অসতর্কভাবে লোফালুফি করিতেছি, ভাবিতেছি না, দৈবাৎ নিম্নতলে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলে আর উঠাইতে পারিব না। তখন কি হইবে তাহা কি কখন আমরা ভাবিয়া থাকি? ভাবিনা বলিয়াই সর্ব্বত্র স্বাধীনতার অপব্যবহার হইতেছে।

পাশ্চাত্য কবিকুলতিলক, জন মিলটন, এক স্থানে লিখিয়াছেন "Give me the liberty to know, to utter and to argue freely according to conscience above all liberties.

অর্থাৎবিবেক বুদ্ধি বলে জ্ঞানার্জ্জন করিবার জন্য, তাহার শক্তি বলিবার জন্য,তাহার অনুমিতি নির্ভয়ে প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে স্বাধীনতা প্রদান কর—সকল শক্তি অপেক্ষা ইহাই আমার প্রার্থনীয়। এই লিবার্‌টি ও কনশেন্স অর্থাৎ স্বাধীনতা এবং বিবেক বুদ্ধি, দেশভেদে কালভেদে কত অস্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইষ্টানিষ্ট তাহাতে কতই না হইয়াছে। সকল দেশের ইতিহাস তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। স্বাধীনতা (লিবার্‌টি) যেন রাজকীয় মত্ত বৃষ আস্ফালন করিয়া নিরীহ প্রাণিজগতে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। এই স্বাধীনতা যদি বিবেকের—পশ্চাবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অর্থ এজগতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। দুগ্ধপোষ্য বালকের হস্তে স্বাধীনতা দিলে, সে অচিরাৎ, হয় জলমধ্যে নয় প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ হারাইবে। মদানুরাগ প্রিয় যুবকের হস্তে স্বাধীনতা রূপ খড়্গ দিলে, সে দুই দিনে স্বেচ্ছাচারিতার ঝাঁপ দিয়া মহা অনর্থ উৎপাদন করিবে। সংসারাসক্ত অকর্ম্মণ্য সংসারীর হস্তে স্বাধীনতা অর্পণ করিয়া দেখ, সে স্বৈরাচারী হইয়া দুই দিনে সংসারের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া,হাহাকার রবে সুখ শান্তির আকর সংসারকে আকুল করিয়া তুলিবে। তখন স্বাধীনতা রক্ষার বিধান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া চাই। যে আপনার ইচ্ছাকে ধর্ম্মের অধীন, সর্ব্বমঙ্গলালয় ঈশ্বরের অধীন করিতে পারিয়াছে, তাহাকে স্বাধীনতা রূপ অমৃতের আস্বাদ দিলে, সে বুঝিতে পারিবে কিরূপে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। মানুষ এত দুর্ব্বল যে এপর্য্যন্ত তাহার আস্বাদ পাইল না, স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতা ভাবিয়া একে আর করিয়া ফেলিতেছে।

ইহুদীদিগের সদাপ্রভু ঈশ্বর, স্বর্গোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ভাবিলেন, এই সুখ সৌন্দর্য্য কে উপভোগ করিবে? তাহা ভাবিয়াই করুণাপূর্ণ হৃদয়ে এক মানবযুগল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, ঐ জ্ঞান বৃক্ষের ফল ছাড়া আর সকল বস্তু উপভোগ করিবার জন্য তোমাদিগের স্বাধীনতা রহিল। সয়তান (মন) দীর্ঘকাল তাহা ভোগ করিতে পারিল না, যাহার জন্য বাধা, না জানি তাহা কেমন হইবে ভাবিয়া সেই ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিল, মানব জ্ঞানের এই প্রথম উন্মেষ। তাহারা তখন বুঝিল তাহারা উলঙ্গ, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া লজ্জিত হওত বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া

বুঝিল। তাহা দেখিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে সেই স্বর্গোদ্যান হইতে অভিসম্পাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, সেই দিন হইতে মনুষ্যের মন স্বেচ্ছাচারিতার দাস। এই স্বেচ্ছাচারিতাকে যাহারা "স্বাধীনতা" বলিয়া ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের বিপদের আর সীমা নাই। ইহারা সেই মনঃকল্পিত স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম বলিয়া কর্ম্ম বলিয়া জগতে যাহা দেখাইতেছে তাহার মধ্যে কোথাও শান্তির সুবিমল বায়ু প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেমনে তাহা কোথা হইতে? যে মন অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিল তাহার অসাধ্য কি আছে? তাই ঈশ্বর তাহাকে স্বাধীনতা না দিয়া আত্মার অধীন করিয়া দিয়াছেন। সেই আত্মার প্রকৃতি কি, চিন্তা করিলে স্বাধীনতার অর্থ উপলব্ধ হইবে।

প্রথমেই বলিয়াছি, স্বাধীনতার অর্থ স্ব+অধীন—আপনার অধীন, আত্মার অধীন। আত্মা—স্বয়ং, স্বরূপ, অজর-অমর-অনন্ত আত্মার প্রাদুর্ভাব মাত্র, তখন তাহারই অনুকরণে তাহারই আদর্শে, অনুপ্রাণিত না হইতে পারিলে স্বাধীনতার অপব্যবহার হইবেই হইবে। তাঁহার অংশ সকল এক সূত্রে গ্রথিত থাকিয়া সর্ব্ব জীবের হিত সাধন সমভাবে করিতেছে। তবে কেন আমরা সেইরূপ ব্যবহারে বিরত হই। বিরত হই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্য। সেই স্বার্থসাধন করিতে গিয়া আদম ইবা স্বর্গ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে আমরা আবার স্বর্গলাভের জন্য সর্ব্বত্র লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছি। এখন সেই স্বর্গলাভের উপায় কি?

স্বর্গ সুরলোক, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ সেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ ধাম ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্য এই সপ্ত লোক বিরাজিত, আমাদের হৃদয়ের সপ্তগ্রন্থিও সেই সপ্ত লোক, ... সপ্ততারের একটী তার অসংযত হইলে ... যেমন বিগড়িয়া যায়, এই হৃদয় ... একটী তার বিগড়িয়া গেলে তেমনি ... প্রবাহ) রক্ষা করা ভার হইয়া ... প্রকৃতি দেবী প্রদত্ত, যতটুকু ... কদাচ তাহার অপব্যবহার ... দম, উপরতি এবং তিতিক্ষা এই ... সোপান দিয়া ভবনদী পার হইয়া ... স্বাধীনতার অপব্যবহারে পড়িয়া ইহ ... সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

এডুকেশন গেজেট।

১২ই মাঘ ১৩১৬ সাল ইং ২৬শে জানুয়ারী ১৯১০ সাল।

বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভা।

সংশোধিত নূতন বিধি অনুসারে সংগঠিত বড় লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন গত মঙ্গলবার সাবেক সভাগৃহেই হইয়াছিল। পাঁচ জন ব্যতীত আর সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। এই পাঁচজনের মধ্যে তিনজন অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হন নাই। অপর দুইজন—মাননীয় মিঃ হার্ভি এবং মাননীয় মিঃ মীর আলা বক্স খাঁ। সদস্যদিগের এবং সংবাদ পত্রের রিপোর্টারগণের ও দর্শকদিগের বসিবার স্থানের যথাসম্ভব সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দর্শকদিগের মধ্যে লেডি মিণ্টো, লেডি জেকিন্স, মিসিস্ চিটি, স্যার জর্জ্জ সাদারল্যাণ্ড, মহারাজ স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, মিঃ কে জি গুপ্ত এবং মিঃ আহামদ—এই কয়জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সদস্যগণ ভারত সম্রাটের প্রতি ভক্তি ও বশ্যতাসূচক শপথ গ্রহণের পর বড়লাট বাহাদুর বক্তৃতা করেন। বড় লাট বাহাদুর বলেন—

"অদ্যকার এই অধিবেশনে এই ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। এই ব্যবস্থাপক সভা আজ শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় নূতন বিধি অনুসারে সংগঠিত। যে শাসন বিষয়ক বিধি অনুসারে পরিচালিত হইয়া অনেক প্রখ্যাতনামা রাজনীতিবিদ্‌গণ ভারতের সমৃদ্ধি ও গৌরব বাড়াইয়া গিয়াছেন আজ সেই সাবেক বিধির অবসান হইয়াছে, এখন অপেক্ষাকৃত আরও প্রশস্ত নীতির অনুক্রমে শাসনবিধি নূতন সংস্কৃত হইয়াছে। এখন সদস্যসংখ্যা যেরূপ বাড়ান হইয়াছে তাহাতে সদস্যদিগের এবং সাধারণের পক্ষে এই সভাগৃহে যথেষ্ট স্থান সংকুলান হইবে না। কিন্তু ওয়েলেস্‌লির স্থাপিত এই সভাগৃহে—বিগত শত বৎসর কালের ব্যবস্থাবিষয়ক ইতিবৃত্তদ্বারা পবিত্রীকৃত এই সভাগৃহেই—এই নূতন গঠিত ব্যবস্থাপক সভার সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন হওয়া আমার ভাল বলিয়াই মনে হইয়াছে।"

অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপক সভার উত্তরোত্তর সংস্কার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া বড় লাট বাহাদুর বলেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত এই শাসনসংস্কার বিষয়ক বিধি সম্বন্ধে কিছু পূর্ব্বকথা তাঁহার সহযোগিগণের এবং ভারতবাসী সাধারণের জানিয়া রাখা আবশ্যক। ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে বড়লাট বাহাদুরই তাঁহার সহযোগিগণের নিকট শাসন বিধির সংস্কার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম কথার উত্থাপন করেন। ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার মনে যেরূপ ধারণা হইয়াছিল তদনুযায়ীই ঐ প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে এ সম্বন্ধে কোন আভাস আইসে নাই। এ ব্যবস্থা ভালই হউক আর মন্দই হউক ইহার জন্য তিনিই সুতরাং সম্পূর্ণরূপে দায়ী। ব্রিটিশ শাসনাধীনে শিক্ষার উন্নতিকল্পে অনেক কাজ করা হইয়াছে এবং সেই উন্নত শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। উন্নত শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসিগণ নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন, জাতীয়তা নিরূপণ করিতে পারিতেছেন এবং বিজেতৃ জাতীয়গণের দাবীর সহিত নিজেদের দাবীর তুলনা করিতেছেন। ফলে, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় ভারত গবর্ণমেণ্টের চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা ঠিক নয়। এমন সকল প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে সকলের উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া থাকা যায় না। উপস্থিত অবস্থা বুঝিয়া পরিবর্ত্তন সাধনে ভারত গবর্ণমেণ্টেরই অগ্রণী হওয়া আবশ্যক। নচেৎ সাধারণের আন্দোলনে বাধ্য হইয়া অথবা বিলাতের লোকের জেদে পড়িয়া করিতে হইলে উহা ঠিক নয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে এবং ভারতবাসীর সহিত নিয়ত সম্পর্ক হইতে সমগ্র অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে পারিতেছেন তাহা ভারত সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের গোচর করা সর্ব্বপ্রথম নিজেদেরই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত। তবে ভারতবাসী প্রজাসাধারণ শাসন কার্য্যের সকল বিভাগে কি পরিমাণে কাজ করিতে পারার উপযুক্ত হইবে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাহার কি পরিমাণ অধিকার জন্মিয়াছে, ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মিলনসাধন কি পরিমাণে সম্ভব হইবে, এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ কি পরিমাণে ভারত সম্রাটের শাসননীতির পরিচালনে সহায়তা করিবেন, এ সকল সমস্যার সমাধান উপস্থিত ক্ষেত্রেই হইবার নয়, সময়ে সময়ে ক্রমশঃ এ সকলের সমাধান হইবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এই পরিবর্ত্তন সাধন জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট, ১৮৯২ সালের ব্যবস্থাপক সভা সংক্রান্ত আইনের সুবিধা আরও বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয়

সাধারণের প্রতিনিধি যথেষ্ট সংখ্যায় থাকিতে পারে, যাহাতে কোন বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে দেশীয় সাধারণের বাদানুবাদের সুবিধা হয়, ভারতের প্রজা সাধারণের নেতৃবৃন্দের মতানুসারে ভারতে বৃটিশের শাসনকার্য্য চলিবার অধিকতর সুব্যবস্থা হয়, ভারতের প্রধান প্রধান জাতি ও সম্প্রদায় সমূহ যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের বল তাহাদের স্বার্থ রক্ষার সুবিধা হয়, শিক্ষার উন্নতির দিকে লক্ষ্য হয়, ফলকথা, ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ঘোষণাপত্রে এদেশবাসীকে যে সকল আশা দিয়াছিলেন সেই সকল কার্য্যে পরিণত করিবার কথা মনে রাখিয়া সেই পথে কাজ করিতে পারিবার সুবিধা যাহাতে যথেষ্ট হয় সেই মত ভাবেই শাসন সংস্কারের প্রস্তাব ভারতগবর্ণমেণ্ট করেন। এবং সেই মূল প্রস্তাব হইতেই অনেক আলোচনার পর শাসন সংক্রান্ত এই নূতন সংস্কৃত বিধির প্রবর্তন হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা যে নির্দোষ হইয়াছে ভারতগবর্ণমেণ্ট একথা বলেন না, ভারত গবর্ণমেণ্ট বলেন, অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহার ভাল মন্দ বুঝা যাইবে, কোন একটা ব্যবস্থা ঠিক হয় নাই অভিজ্ঞতায় বুঝা গেলে তাহার সংশোধন হইতে পারিবে। এই সংস্কার বিধি সম্বন্ধে সাধারণের সমালোচনা অনেক হইয়া গিয়াছে। এমন একটা বিপুল রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে সমালোচনা না হওয়াই আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়। কিন্তু এই সকল সমালোচনা মধ্যে একটি কথা বড়লাট বাহাদুর স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কথাটি এই যে, ১৯০৯ সালের এই যে শাসন সংস্কার, এটি রাজবিদ্রোহসূচক আন্দোলনের ফল। এই সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুর যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই: —

রাজনৈতিক অপরাধ মধ্যে মজফরপুরের হত্যাকাণ্ড প্রথম। কিন্তু আমার সংস্কার প্রস্তাব ইহার [illegible] বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। মজফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর মানিকতলা বাগানের ষড়যন্ত্রের আবিষ্কার এবং তাহার পর মাঝে মাঝে একটার পর আর একটা অত্যাচার হইতে থাকে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট কি এই সকলে বিচলিত হইয়া দেশবাসীকে অধিকতর সুবিধা দিবার জন্য শাসন বিধির যে সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যাহার করিবেন? রাজদ্রোহীদিগের ষড়যন্ত্রে ভীত হইয়া অবলম্বিত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিতে ভারতগবর্ণমেণ্ট পশ্চাৎপদ হইবেন? বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীদের উপদ্রবে ভারত সম্রাটের রাজভক্ত প্রজাদের ন্যায় সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার পূরণে গবর্ণমেণ্ট বিমুখ হইবেন না।

তবে একথা সত্য যে, এই সমস্ত অত্যাচার দমনের নিবারণকল্পে গবর্ণমেণ্টকে একটার পর আর একটা কঠোর আইন জারি করিতে হইতেছে তাহাতে শাসক কার্যের উন্নতির পথে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই দেখুন গতকল্য গবর্ণমেণ্টের একজন বিশ্বাসী এবং সাহসী কর্ম্মচারীকে দিনের বেলায় হাইকোর্টের মধ্যে হত্যা করিয়া ফেলিল। এরূপ প্রবৃত্তি এযাবৎ ভারতে ছিল না, এখন আসিয়াছে, এ প্রবৃত্তি ভারতের নীতি ধর্ম্মের বিরোধী, এই রাজদ্রোহ এবং আইনভঙ্গের প্রবৃত্তি শুধু যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ করিতে চাহে তাহা নহে, ভারতীয় রাজন্যবর্গ, যাঁহাদের নিকট আমি রাজভক্তি প্রণোদিত সাহায্য লাভ জন্য ঋণী আছি, তাঁহাদের রাজ্যেরও উচ্ছেদ সাধনে প্রস্তুত। সাধারণের সুখশান্তির একান্ত প্রতিকূল এবং সুতরাং ভারতের পক্ষে অমঙ্গলকর এই সমস্ত গোপনীয় ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড, ডাকাইতি প্রশমন আমাদিগকে করিতে হইতেছে। এমন সকল সাংঘাতিক বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে সকল সাংঘাতিক নিজেদের জালে দেশের যুবক বৃন্দকে আবদ্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং ঐ সকল যুবকদের মন কলুষিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে রাজবিদ্রোহসূচক পুস্তক পত্রিকাদির প্রচার করিতেছে। কাহারও কোন কথা বলিবার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চিরদিনই ব্রিটিশ শাসননীতির প্রতিকূল। তাই এতদিন গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। ঐ সমস্ত পুস্তিকা পত্রিকাদির প্রচার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু আর এখন চুপ করিয়া থাকা যায় না। উপস্থিত বিপদের নিরাকরণ আমাদিগকে করিতে হইবে। এবং ছেলেদের নীতি শিক্ষায় আর অতঃপর উদাসীন থাকা চলিতে পারিবে না। রাজবিদ্রোহ সূচক পুস্তক পত্রিকাদির প্রচার আর আমরা হইতে দিব না, ও সম্বন্ধে স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া দিবার জন্য আমরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমরা উক্তরূপ অত্যাচার সকলের প্রশমন জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিব সেই সকলের প্রয়োজনীয়তা এবং সারত্ব, আমার বিশ্বাস, এই নূতন ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ ভারতবাসী সাধারণকে উপলব্ধ করিয়া দিবেন। ১০

এখন যে সকল উৎপাত আমাদের সহ্য করিতে হইতেছে, আমার বিশ্বাস যে ব্যবস্থাপক সভার এইরূপ নূতন সংগঠনে এতদপেক্ষা অধিকতর উৎপাত ও গোলযোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারা যাইবে। আমার এরূপ ধারণা হইয়াছে যে, শাসন বিধির এই নূতন সংস্কারে ভাইসরয় ও ভারতগবর্ণমেণ্টের পক্ষ বিশেষরূপ সবল হইবে। এরূপ ব্যবস্থা না হইলে এই সকল বিপৎপাতে আমরা যে সকল লোকের সহানুভূতি পাইতাম না এখন আমরা সেই সকল লোকের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইব। আমার বিশ্বাস, ব্রিটীস শাসনাধীনে ব্রিটিশ ও দেশীয় শাসকদলের একযোগিতা ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সুখের হেতুস্বরূপ। এই বিশ্বাসে আমি ভারতের হইয়া অনেক খাটিয়াছি। আজ আমি আমার চারিদিকে যে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে দেখিতে পাইতেছি আমার বিশ্বাস তাঁহাদের দ্বারা এই সভার গৌরব ও মর্য্যাদা সমধিক রক্ষিত হইবে, এবং ভারত সাম্রাজ্যরূপ তরণীর পরিচালনে তাঁহারা রাজভক্তি প্রণোদিত হইয়া অতি দক্ষতার সহিত সহায়তা করিবেন।

আমার শাসনকাল শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি এই আশা করি যে, আমি যে কয়েক বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিলাম তাহাতে কিছু সুফল উৎপাদন করিতে পারিয়াছি বলিয়া যেন আমি মনে করিতে পারি।

বড়লাট বাহাদুরের পত্র।

রাজবিদ্রোহে চক্রান্তকারী দল ভারতের কতিপয় দেশীয় রাজ্যের মধ্যে তাহাদের দুষ্টনীতি প্রচার করিবার চেষ্টা পাইতেছে জানিয়া বড়লাট বাহাদুর হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রমুখ কতিপয় দেশীয় শাসনকর্তৃগণকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন—

ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহে রাজবিদ্রোহে ষড়যন্ত্রকারীদল তাহাদের দুষ্টনীতি প্রচার করিবার চেষ্টা পাইতেছে। এ সমস্ত দূষণীয় নীতি প্রচারিত হইলে তাহাতে দেশের সুশাসন ও আভ্যন্তরিক শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইবে। এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় শাসনকর্তৃদল, উভয় পক্ষেরই স্বার্থ আছে বলিয়া আমি উহার সম্বন্ধে আপনাকে জানান উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। যাহাতে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ জড়িত যাহাতে উভয় পক্ষেরই বিপদাশঙ্কা আছে এমন ঘটনা যাহাতে

না ঘটিতে পার তাহার উপায় বিধান জন্য আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতামত গ্রহণ করিয়া কার্য্য করার প্রস্তাবে, আমার বিশ্বাস, আপনি সম্মত হইবেন। রাজবিদ্রোহসূচক কিছু না হইতে পার তজ্জন্য প্রধানতঃ আপনার চেষ্টার ফলে আপাততঃ আপনার অধিকার মধ্যে তেমন কোন উদ্বেগের কারণ না থাকিলেও, আমার বিশ্বাস যে, সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন রাজবিদ্রোহসূচক আন্দোলনের নিরাকরণ জন্য আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন ও নীতির অনুসরণ করা প্রয়োজন হইয়াছে। এরূপ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়াই যথাসময়ে সশস্ত্র হওয়ার সদৃশ।

আমি আপনাকে জানাইতেছি যে এই সমস্ত উপদ্রব যাহাতে না ঘটিতে পার তাহার জন্য সাবধান হইতে হইলে যে সকল নিয়মপ্রচার বা যে সকল কার্য্য করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে আমি কোন কথার উল্লেখ আপনার নিকট করিব না অথবা কোন পরামর্শ ও সম্বন্ধে আমি আপনাকে দিব না। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজ্যের অবস্থা এত বিভিন্ন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ঐ সমস্ত রাজ্যের সন্ধি সম্বন্ধ পরস্পরে এত প্রভেদ যে, সাধারণ ভাবের একরূপ নীতি সর্ব্বত্র কিছুতেই চলিতে পারে না। একরূপ নীতি চালাইতে পারিলে ভাল হয় বটে, কিন্তু সেরূপ করিলে তাহাতে অসুবিধার মাত্রা খুবই বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক রাজা স্ব স্ব স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় উপযুক্তরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন ইহাই সঙ্গত বলিয়া সম্ভবতঃ আপনিও মনে করিবেন। কোনরূপ সংবাদ দেওয়া, অথবা রাজবিদ্রোহ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া সন্দেহ হওয়ার কাহার কাহারও উপর লক্ষ্য রাখা প্রভৃতি সম্বন্ধে এক বা অত্যোধিক রাজ্যের মধ্যে যদি একযোগিতার আবশ্যক হয় তাহা হইলেও আমার মত যে, প্রত্যেক রাজা নিজের সম্বন্ধে যেমন ভাল বুঝিবেন সেইরূপ করিবেন।

যেরূপ নীতি অবলম্বনে এই সকলের প্রশমন হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমার পরামর্শ সম্ভবতঃ জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে. আপনি ও আপনার রাজ্যমধ্যে এই রাজবিদ্রোহসূচক উৎপাত নিবারণের জন্য কিরূপ সমস্ত উপায় অবলম্বনে ফল হইতে পারে বলিয়া মনে করেন এবং ঐ বিষয়ে আমাদ্বারা কি সাহায্য হইতে পারে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে এবং সরলভাবে আমাকে বলিলে আমি উহা বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করিব। আপনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একজন বহুদিনের মিত্র, আমার বিশ্বাস, আপনি আহ্লাদের সহিত আপনার বিজ্ঞজনোচিত এবং অভিজ্ঞতামূলক পরামর্শ দিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন।

বড়লাট বাহাদুরের এই পত্রের উত্তর এযাবৎ নিম্নলিখিত দেশীয় রাজগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। উত্তর সমূহের মর্ম্ম পরে প্রকাশিত হইবে—হয়দ্রাবাদের নিজাম, কোটার মহারাও, ভূপালের বেগম, বুন্দির মহারাও রাজা, অরছার মহারাজ, দেবাসের রাজা, টঙ্কের নবাব, জাওরার নবাব, রতলামের রাজা, কিষণগড়ের মহারাজ, উদয়পুরের মহারাণা, জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজ, ঢোলপুরের মহারাজ রাণা, রেওয়া, যোধপুর, মহীশূর, বরোদা, গোয়ালিয়র ও বিকানীরের মহারাজা।

—

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

(১) জন্মভূমি—কার্ত্তিক ১৩১৬। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখিত "বেহুলা" সুলিখিত প্রবন্ধ।

(২) হিন্দুসখা—পৌষ ১৩১৬। নূতন পুরাতন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচার এবং ধর্ম্ম সমাজ কৃষি বাণিজ্য ইতিবৃত্ত ও পুরাতত্ত্বাদিবিষয়ক আলোচনা। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত. ভাদাগোড়া, হুগলী, এবং শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ, কাব্যভূষণ, কৈকালা, হুগলী—সম্পাদক। "গান্ধারী" ও "গীত গোবিন্দ" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। ৺ রমেশ চন্দ্র দত্তের জীবনী নমুনা স্বরূপ অন্যত্র উদ্ধৃত হইল।

(৩) কুশদহ—অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩১৬। গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানীয় বিষয় সম্বলিত ধর্ম্ম সমাজ ও বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। দাস যোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু সম্পাদিত। ১৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৷০ মাত্র। ছাপা ভাল, লেখাও ভাল। রাঘব সিদ্ধান্ত বাগীশের কথা কৌতুহলপ্রদ। ইনি যোগাভ্যাসের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অনেক জমিদারী করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য কর চাহিয়া পঠাইলে বলেন যে ব্রাহ্মণে নিষ্করই ভোগ করিয়া থাকে প্রতাপাদিত্য সসৈন্যে আসিলে সিদ্ধান্তবাগীশ একাকী তাঁহার সহিত নিভৃতে দেখা করেন। তাহার পরই প্রতাপাদিত্য প্রকাশ্যে সসম্মানে তাঁহার সব জমি ছাড়িয়া দেন, কেবল যেখানে তাঁবু পাতিয়াছিলেন কেবল সেই স্থানটা লয়েন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, অপরের অধীনস্থ জমীতে জল গ্রহণ করিবেন না। উহা এখনও প্রতাপপুর নামে খ্যাত।

"বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র সংবাদে লিখিত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠ যখন মহাতপা বিশ্বামিত্রকে রাজর্ষি বলিয়া সম্বোধন করিলেন. তখন বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার কি গুণের অভাব আছে। বশিষ্ঠ বলেন যে, তাঁহার সুমেরুপ্রমাণ সৎসঙ্গ আছে, কিন্তু বিশ্বামিত্রের তাহার একটুকুও নাই। তিনি তণ্ডুলকণামাত্র সৎসঙ্গ বিশ্বামিত্রকে দিবেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের এই দর্প ভঙ্গ করিবার জন্য ভগবানের আশ্রয় লইলেন। ভগবান তণ্ডুলকণা প্রমাণ সৎসঙ্গের ব্যাখ্যা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি অনেক বুদ্ধিমান লোককে সঙ্গে লইয়া আইস. তোমাকে সব কথা বুঝাইতে পারিতেছি না। অনন্ত নাগের নাম উল্লেখ করায় বিশ্বামিত্র তাঁহাকে ডাকিতে গেলেন। অনন্তদেব বলিলেন, পৃথিবী ততক্ষণ ধারণ করিয়া থাক। বিশ্বামিত্র তাঁহার ৬০ হাজার বৎসরের তপস্যার ফল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু তাহাতে ধারত্রী ধারণে সক্ষম হইলেন না। তখন সেই তণ্ডুলকণা প্রমাণ সৎসঙ্গের বল প্রয়োগ করায় পৃথিবী সুস্থির হইলেন। তাঁহার অভিমান ঘুচিয়া গেল।

একটী কীর্ত্তন ছাপা হইয়াছে—

(খয়রা) "চল চল ভাই, মার কাছে যাই,
নাচি গাই প্রেমভরে।
(গিয়ে) অমর ভবনে, দেব দেবী সনে,
হেরি তাঁরে প্রাণ ভরে।
থাকিব না আর মোরা ইন্দ্রিয়গ্রামে,
যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দ ধামে;
(আর রব না. রব না;—দেহ-পুর বাসে)
সেই জন্মস্থান হেথা অবস্থান,
কেবল দুদিনের তরে। (চল চল ভাই ইত্যাদি)
মহামিলন সঙ্গীত গাইব সকলে,
বসে মা আনন্দময়ীর শ্রীচরণ তলে,
(সুরে সুর মিলায়ে) অনন্ত জীবনে
অনন্তমিলনে, বিহরিব লোকান্তরে"।

পৌষ সংখ্যায় "সত্য পরিত্যাগে ভারতের পতন" এবং "কুশদহ" সুলিখিত প্রবন্ধ। "শাস্ত্র

সজ্জনে' বাছিয়া বাছিয়া সকলেরই জ্ঞাতব্য বৈদিকমন্ত্র সংগ্রহ হইতেছে। গন্ধাধর শিরোমণির কথা অন্যত্র উদ্ধৃত হইল।

(৪) প্রজাপতি—মাঘ ১৩১৬। ১০২নং কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা, বৈশ্য সদ্গোপ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—

" সৎ শব্দের একটি অর্থ ইন্দ্র (শব্দকল্পদ্রুম), আর একটী—কৃষ্টি (অমরকোষ ব্রহ্মবর্গ)। কৃষ্টি শব্দের অর্থ কৃষিকর্ম, কর্ষণ, পণ্ডিত, বিদ্বান (প্রকৃতিবাদ ও শব্দার্থমঞ্জরী)। ইহা হইতে ইন্দ্রযজ্ঞপরায়ণ বৈশ্য-গোপ, কৃষক গোপ বা সদ্গোপ হওয়া সম্ভব কি না, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। পল্লীগ্রামবাসী অতিবৃদ্ধগণ দেখিয়াছেন যে, কৃষক সদ্গোপ শ্রাদ্ধ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম পালন ইত্যাদি করিতেন, এমন কি, ইক্ষুশাল পরিচালনের পূর্ব্বে শাল পূজা করিতেন।"

৫ম সদ্গোপ-পুস্তিকা ভিক্ষাপুস্তপত্র, উহাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার বৃদ্ধি জন্য লিখিত হইয়াছে—

"আমাদের মধ্যে সদ্গোপ পাঠক আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে একটি করিয়া দরিদ্র স্বজাতি ছাত্রকে অন্ন দান করিতে পারেন। যাঁহারা এক জন দরিদ্র ছাত্রকে অন্নদান করিতে পারেন, তাঁহারা আমাদিগকে জানাইলে আমরা উপযুক্ত ছাত্র নির্ব্বাচন করিয়া দিব। যাঁহাদের বাটীর নিকট বিদ্যালয় আছে এবং যাঁহারা প্রকৃতই স্বজাতিহিতৈষী তাঁহারা আমাদিগকে দয়া করিয়া জানাইবেন। মাত্র নামে স্বজাতিহিতৈষী না হইয়া প্রকৃতপক্ষে স্বজাতির জন্য কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমাদিগের জাতিকে শিক্ষিত করা আবশ্যক। যাঁহারা অন্নদান করিতে অক্ষম, তাঁহারা যদি স্কুল কিম্বা কলেজের মাহিনার জন্য মাসিক কিছু দান করেন, তাহাও সাদরে গৃহীত ও প্রজাপতিতে স্বীকৃত হইবে।"

এইরূপ পত্রগুলির আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। শিক্ষার বিস্তারেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এদেশে শিক্ষিত না হইলে দেশভক্ত হয় না।

৫। অর্চনা—অগ্রহায়ণ ১৩১৬, মাসিক পত্র ও সমালোচনী। সম্পাদক শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত এম এ। মোগল রাজ্যে জ্যোতিষী প্রবন্ধ। একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই গণনাবিদ্যা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিত। তাহাদের ব্যবসায়ের লাভের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সম্রাট সাহজাহানের রাজত্বকালে দিল্লি সহরে একটা পর্ত্তুগীজ নাবিক গণক সাজিয়া বসিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিত। অশেষ প্রকার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের পর পর্ত্তুগীজটি দিল্লিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তখন ঐরূপ ভবঘুরে ফিরিঙ্গিগণ বাদসাহ সরকারে গোলন্দাজরূপে নিযুক্ত হইত। এ ব্যক্তি বোধ হয় গোলন্দাজ জীবনের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য গণক সাজিয়া সহজে উদরান্ন সংস্থানের উদ্দেশ্যে ঐ ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিল। একটা নাবিকদিগের কম্পাস (দিক্ নির্ণয় যন্ত্র) একখানা জীর্ণবসন ব্যবহৃত মানচিত্র সম্মুখে রাখিয়া এই ফিরিঙ্গি গণক অজ্ঞ ভারতবাসীদিগকে ঠকাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পসার জমাইয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের সকল বিষয়ই বিভিন্ন প্রণালী এইরূপ ভাবিয়া তাহার সেই পরিত্যক্ত সরঞ্জামকে লোকে ফারঙ্গ দেশের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিত। একদিন একজন পর্ত্তুগীজ তাহার অদ্ভুত গণনালয়ে উপস্থিত হইয়া হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ সকল যন্ত্রের দ্বারা কোন শাস্ত্রমতে ভাগ্যগণনা হইতে পারে?" লোকটা হাসিয়া উত্তর দিল—"যেমন জন্তু সব তেমনি তাদের ভাগ্য-গণনার যন্ত্র।"

পারস্যের সম্রাট সাহ আব্বাস ও ভাগ্য-পরীক্ষকদিগের সহিত সকল কার্য্যে পরামর্শ করিতেন। তিনি একদিন একটি নূতন প্রমোদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়া রাজজ্যোতিষীর সহিত পরামর্শ করেন। জ্যোতিষী নানা প্রকার গণনাদি করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার এই বাগানের বৃক্ষরাজি বহু দিন অবধি জীবন ধারণ করিবে এবং উদ্যানটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। বাদসাহ সাহ আব্বাস প্রীত হইয়া আম, কাঁটাল, বাদাম, আখরোট, সেব, নেসপাতি প্রভৃতি উত্তম ফলের বৃক্ষাদি আনাইয়া রাখিয়া কিরূপ ভাবে সেগুলিকে বাগান মধ্যে বসাইলে সুদৃশ্য হইবে তাহার মানচিত্রাদি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেই সকল স্থলে মৃত্তিকা খনন করিয়া উদ্যানরক্ষক সম্রাটের নিজ হস্তে দুই একটি বৃক্ষ বসাইবার জন্য দিন স্থির হওয়ার অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় একদিন বেশ এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় উপবনের ভূমি বৃক্ষরোপণের ঠিক উপযোগী হইল। উদ্যানরক্ষকও সেই সময় উপবনে বৃক্ষ গুলি রোপণ করিল।

রাজজ্যোতিষী স্থির করিয়াছিল একটা উৎসব করিয়া শুভদণ্ড দেখাইয়া সম্রাটের দ্বারা বৃক্ষরোপণ করাইলে কিছু অর্থাগম হইবে এবং রাজসভায় আপনার পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুতরাং উদ্যানে বৃক্ষ রোপিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। সম্রাটের নিকট এ কথায় অভিযোগ করিয়া তিনি বলিলেন—"জাঁহাপনা! শুভ মুহূর্ত্তে আপনার হস্তে প্রমোদোদ্যানে বৃক্ষ রোপিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু বেআদব মালী সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজের বুদ্ধিতে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে।" এ কথায় সম্রাট স্বয়ং কোপান্বিত হইলেন। তিনি জ্যোতিষীকে লইয়া স্বয়ং বাগান মধ্যে গমন করিয়া অশিষ্ট উদ্যানরক্ষককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কম্পিত কলেবরে ভীত উদ্যানরক্ষক আসিলে বজ্রগম্ভীর স্বরে সম্রাট তাহাকে তাহার আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বেচারা জ্যোতিষীর আজ্ঞা অবহেলা করিবার কারণ বিবৃত করিল। সম্রাট তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন ক্রুদ্ধ জ্যোতিষী স্বহস্তে উদ্যানরক্ষক রোপিত বৃক্ষগুলাকে উৎপাটিত করিতে লাগিলেন।

সন্ত্রস্ত মালী একটু সাহসের উপর নির্ভর করিয়া প্রভুর নিকট একটা কথা নিবেদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। পারস্যাধিপতি তাহার কথা শুনিতে চাহিলেন। উদ্যানরক্ষক বলিল—"জাঁহাপনা আপনি এই জ্যোতিষীর কথা শুনিয়া এ অধীনের কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। যদি ইঁহার গণনাশক্তি বাস্তবিকই উচ্চ দরের হইত তাহা হইলে আপনার শাস্তি আমি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতাম। জাঁহাপনার বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে প্রথমে জ্যোতিষী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, এই উদ্যানের বৃক্ষরাজি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী হইবে। জাঁহাপনা আমি এই বৃক্ষগুলি মোটে দুই দিন মাত্র রোপণ করিয়াছি আর আজ তাহাদের জীবননাশ হইল। সুতরাং এরূপ জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা কি আপনার ন্যায় সুধীজনের পক্ষে উপযুক্ত? বৃষ্টিপাতের পরই চারা রোপণে সে গুলি সতেজ থাকিবে বলিয়াই বহু মূল্য চারাগুলি সুসময়ে বসাইয়া দিয়াছি। প্রভুর কার্য্য উহাতে ভাল হইবে বলিয়াই জ্যোতিষীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকি নাই। দারবানেও দ্বাররক্ষার জন্য জ্যোতিষীর অনুমতির অপেক্ষা করিবে না; নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবে।"

উদ্যানরক্ষকের বাক্যে জ্যোতিষী ক্রোধে অধীর হইয়া তখনই তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য বাদসাহের নিকট প্রার্থনা করিলেন; সম্রাট একটু হাসিয়া বলিলেন,—"এ ব্যক্তি ঠিক সত্য কথাই ত বলি-

ভেছে। আমার প্রথানুক্তি অপেক্ষা ইঁহার বিচারশক্তি ও প্রজ্ঞশক্তি প্রশংসনীয়। আমি ইঁহাকে মার্জ্জনা করিলাম।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুর অনুরাগীদিগের মধ্যে কবিতা কাটাকাটি উপলক্ষে একটি গীত দেখিলাম।

তোরা চুপ কর, তোরা চুপ কর,
তোদের করিগো মানা।
যে শুধু গালি, এযে শুধু দেয়,
কলহে দিন যাপনা।
আমার যা' ভাব দিয়েছিতো ফেলে, পাঠক-
কাঁধে চাপায়ে,
তারা যদি তায়, নাহি পায় স্বাদ—মরুক,
তবে হাঁপায়ে।
তবে যদি কেহ, টেকো মাথা নাড়ি,
বাঙ্গলো টীকা লিখিয়া,—
তবে তার পিছু যেও ওগো প্রিয়,
ছুটাতে হল, ছুটিয়া।

বালিকা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, কলিকাতা ১৯০৯।

২য় মান—নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষায় পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রীদিগের নাম। প্রত্যেক পুরস্কার ১৫ টাকা হিসাবে। তিন দফে দেয়। প্রথমে রোল নম্বর, পরে পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রীর নাম এবং শেষে স্কুলের নাম এইরূপ পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে]

৯ স্নেহলতা ঘোষ কাশীপুর স্কট চার্চ বোর্ডিং, ৫ আভাবতী দাস ইক চার্চ জেনানা সেণ্ট্রাল, ২৩ পঙ্কজিনী বন্দো ইউনাইটেড ফ্রিচার্চ শ্যামপুকুর ১০ আয়াকালী ভক্ত শোভাবাজার স্কট চার্চ, ৩১ রাধারাণী ভট্টাচার্য্য নিমতলা স্কট চার্চ, ১৬ ফুলমণি ঘোষ ডাইওসিশন মিশন বোর্ডিং বালীগঞ্জ, ১২ নির্ম্মলবালিনী বসু বাগবাজার স্কট চার্চ, ১৪ লক্ষীমণি শীল খিদিরপুর স্কট চার্চ, ১৫ লীলাবতী পাল মেটিয়া বুরুজ স্কট চার্চ, ২০ সুশীলাবালা নাথ ডাঃ ডফ হিন্দু বালিকা রামবাগান, ৪৪ শ্রীদাস মণ্ডল লী মেমোরিয়াল ট্রেনিং স্কুল ১৩ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, [illegible]লাময়ী বন্দো বাদুড়বাগান স্কট চার্চ, ২৪ [illegible]বালা সাঁতরা বীণাপাণি হিন্দু বালিকা, ৪ [illegible]নী দত্ত চোরবাগান ইক চার্চ, জেনানা [illegible] ৯ কিরণময়ী চট্টোপাধ্যায় স্যার রমেশচন্দ্র [illegible] মেমো: হিন্দু বালিকা স্কুল, ভবানীপুর, ৪৩ [illegible]নী মণ্ডল কাঁসারীপুকুর লণ্ডন মিশন সোসা[illegible] [illegible]কা' ৩ রাণী অধিকারী আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ইক [illegible]নানা মিশন।

[বৃত্তি প্রাপ্তির নম্বর দুই-পঞ্চমাংশ না পাওয়ায় তিনটি বৃত্তি দেওয়া হইল না]

৩য় মান (ইণ্টরমিডিয়েট)

[প্রত্যেক পুরস্কার ১৮ টাকা, তিন দফে দেয়]

৫৮ উষোবালা রায় বালীগঞ্জ ডাইওসিশন মিশন, ৬২ মলিনাবিকাশ ঘোষ ইউনাইটেড ফ্রিচার্চ শ্যামপুকুর, ৫৩ বিজ্ঞান বাসিনী বিশ্বাস কাশীপুর স্কট চার্চ বোর্ডিং, ৪৯ ভাবিনী বন্দো ইক চর্চ জেনানা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ৬৪ প্রতিপত্তা দত্ত বীণাপাণি হিন্দু বালিকা, ৫০ কমলাবালা বসু মল্লিক ইক চার্চ জেনানা সেণ্ট্রাল, ৭৬ অনুপমা দাস লণ্ডন মিশন বালিকা কাঁসারিপাড়া ৬০ লুসি সরলপ্রভা হাঁসদা ডাইওসিশন কলিঃ স্কুল, ৭৯ রাজলক্ষ্মী সরকার লী মেমোঃ ট্রেনিং ১৩ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ৭৮ নিস্তারিনী বালা মুখোপাধ্যায় লণ্ডনমিশন কুঁমাপুকুর স্কুল।

৪র্থ মান—উচ্চ প্রাথমিক

[প্রত্যেক পুরস্কার ২০ টাকা ৩ দফে দেয়]

৮১ শৈলবালা বিশ্বাস কাশীপুর স্কট চার্চ বোর্ডিং, ৮৩ মেরি শান্তলতা দাস ডাইওসিশন মিশন বালিগঞ্জ, ৮২ সরলাবালা মিত্র বাগবাজার স্কট চার্চ, ৮৬ সুশীলাবালা গাঙ্গুলী শ্যামবাজার ইউনাইটেড ফ্রীচার্চ, নির্ম্মল হাজরা ডাইসিশন কলিঃ, সরলাবালা দাস দে এণ্টালি বাপ্টিষ্ট জেনানা মিশন, ৮৮ প্রতিভাসুন্দরী ঘোষ ভিক্টোরিয়া ইনঃ, ৮৭ সরস্বতী ঘোষ শ্যামপুকুর ইউনাইটেড ফ্রিচার্চ।

৫ম মান—মিড্‌ল লোয়ার।

[পুরস্কার ২৮ টাকা, এককালীন এপ্রেল মাসে দেয়]

৯৮ স্নেহাঙ্গিনী মুখো কাশীপুর স্কট চার্চ বোর্ডিং; ১০৭ তরঙ্গিনী রায় ভবানীপুর লণ্ডন মিশন বালিকা, ১০১ কমলা বন্দো শ্যামপুকুর ইউনাইটেড ফ্রিচার্চ।

৬ষ্ঠ মান—মিড্‌ল আপার।

[পুরস্কার ২৮৲ টাকা এককালীন এপ্রেল মাসে দেয়]

১১৪ সরোজিনী নন্দী বীণাপাণি হিন্দু বালিকা, ১১২ প্রভাবতী বিশ্বাস বালীগঞ্জ ডাইওসিশন মিশন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] গত সোমবার সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে হাইকোর্টে একটি অতি শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শামসুল আলাম খাঁ বাহাদুরকে জনৈক যুবাপুরুষ আততায়ী রিভলভারের গুলিতে হত্যা করিয়াছে। শামসুল আলাম প্রথম হইতেই আলিপুর বোমার মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছিলেন। জষ্টিস হ্যারিংটনের নিকট পাঁচজন আসামীর আপীলের যে শুনানী হইতেছে তাহার জন্য শামসুল আলামকে এডভোকেট জেনারেলকে মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য প্রত্যহ আসিতে হইতেছিল। সোমবারদিনও অন্যান্য দিনের ন্যায় তিনি কাছারীর পর কাগজ গুছাইয়া রাখিয়া সিঁড়িদিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে এডভোকেট জেনারেল এবং পশ্চাতে সরকার পক্ষের উকীল বাবু অতুল্য চরণ বসু আসিতেছিলেন। ঐ সময়ে ঐ যুবা তাঁহাকে গুলি করে। আঘাতের পর আলাম পড়িয়া যান। তখন তাঁহার আর কথা বলিবার শক্তি ছিল না, কেবল যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিলেন মাত্র। সংবাদ শুনিয়া প্রধান বিচারপতি মহাশয় বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটন ও মিঃ রিচেন ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। পুলিস কমিশনর মিঃ হ্যালিডে ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ ড্যালি এবং আরও কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হন পুলিস সার্জ্জন আসিয়া দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন আলামের মৃত্যু হইয়াছে আঘাতের অব্যবহিত পরক্ষণেই মৃত্যু হইয়াছিল। আসামী পলাইয়া কিয়দ্দূর গিয়াছিল, পশ্চাদ্ধাবনকারীদিগকে গুলি মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। ধরা পড়িয়াছে। নাম ধাম প্রথমে কিছুই বলে নাই।

পুলিস পরে আসামীর নাম ধাম সংগ্রহ করিয়াছেন। ইংলিশম্যান ডেলিনিউস পত্রিকার প্রতিনিধি, আসামীর ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই—আসামীর নাম বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত উহারা পাঁচ ভাই; মা বর্ত্তমান, পিতা উমাচরণ দত্ত গুপ্ত ছেলেদের ছোট রাখিয়া মারা যান বাড়ী বিক্রমপুর, জাতিতে বৈদ্য। আসামী পাঁচজনের মধ্যে তৃতীয়, জলপাইগুড়িতে ভগ্নীপতির নিকট থাকিয়া এণ্ট্রান্স স্কুলে ২য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে। তারপর সাত বৎসর হইল কলিকাতায় আসিয়া মধ্যম ভ্রাতা ধীরেন্দ্রের সহিত এক বাসায় থাকে। ধীরেন্দ্র হেষ্টী সষ্টীটে কণ্ট্রাক্টার মিঃ জে সি টোপের অধীনে কেরাণীগিরি করে। এই সাত বৎসর কাল আসামী কলিকাতায় যেন উদ্দেশ্যহীন হইয়া কাল কাটাইতেছে। দিন কতকের জন্য বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হয়। শিল্পশিক্ষার জন্য ইউরোপ অথবা জাপানে যাইতে

তাহার খুব ইচ্ছা ছিল। প্রায় মাসাবধি কাল বেচু চাটুজ্যের ষ্ট্রীটে কে বি সেন নামক একব্যক্তির নিকট ফটো-এন্‌গ্রেভিং শিখিতেছিল। উহার বয়স ১৯ বৎসর কয়েক মাস। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে খুব একজন স্বদেশভক্ত হইয়াছিল এবং পীড়াগ্রস্ত লোকজনের সেবাশুশ্রূষা করিয়া বেড়াইত বলিয়া শুনা যাইত। গত দুইমাস হইতে গ্রেষ্ট্রীটে তাহার কোন একজন পীড়িত বন্ধুর শুশ্রূষা করিবে বলিয়া ভাইয়ের মেস হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সে বন্ধু যে কে, তাই ধীরেন্দ্র আজও পর্য্যন্ত তাহা জানে না। হত্যার দিনে বেলা নয়টা আন্দাজের সময় মেসে আইসে; আহার করে এবং বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত থাকে, তাহার পর কোথায় চলিয়া যায়। তারপর যখন আসিয়া ধীরেন্দ্রের বাসা তল্লাস করে তাহার ভাই ইনস্পেক্টর আলামকে হত্যা করিয়াছে বলে, তখন ধীরেন্দ্র তাহার সম্বন্ধে এই সকল কথা জানিতে পারে।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে ছোটলাট বাহাদুর ইহাঁর শোচনীয় মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, খাঁ বাহাদুর মৌলবী শামসুল আলাম ৩৪ বৎসর কাল প্রশংসার সহিত পুলিসে কার্য্য করিয়া অধস্তন পদ হইতে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। আনাকিষ্ট দলের বিরুদ্ধে অভিযোগের রীতিমত তদ্বির তিনি যেরূপ দক্ষতা, সাহসিকতা এবং অধ্যবসায় সহকারে করিয়াছেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে এই পদে উন্নীত ও খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রদত্ত হয়। ছোট লাট বাহাদুর আশা করেন যে, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই শামসুল আলামের এই শোচনীয় মৃত্যুতে সবিশেষ দুঃখিত হইবেন। বিচারপতি মিঃ ক্যারিংটনও শামসুল আলামের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার কার্য্য দক্ষতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

গত শুক্রবার কলিকাতায় ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। পুলিস তদন্তে এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে দরমাহাটা ষ্ট্রীটের ৬৫।২ নং রামলাল ঘোষ নামক একব্যক্তির দোকান ঘরে আগুন লাগে। ঐ ব্যক্তি শয়ন ঘর গরম করিবার জন্য শুনা যায় ঐ ঘরে আগুন করিয়াছিল। এইখান হইতে এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি। প্রায় একপোয়া মাইল পরিমিত স্থান লইয়া এই আগুন ব্যাপ্ত হয়। উত্তরে নিমতলা ষ্ট্রীট, দক্ষিণে দরমাহাটা নূতন রাস্তা, পূর্ব্বে দরমাহাটা ষ্ট্রীট, পশ্চিমে ষ্ট্র্যাণ্ডরোড। চারিশত কাঠের গোলা ভস্মসাৎ হইয়া অনুমান ১৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। বাবু নরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম অংশ দগ্ধ হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। অনেক ভাল ভাল পুস্তকাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ সমুদয়ে আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা। তিনটা ফায়ার এঞ্জিনে সজোরে কাজ করিয়াও অগ্নির এতটা প্রসার বন্ধ করিতে পারে নাই।

[বোম্বাই] নাসিকে মিঃ জ্যাকসনের হত্যা সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বিগত ২৪শে জানুয়ারী ভাস্কর গণেশ নামক একটি স্কুলের ছাত্রকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হয়। ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের ইনস্পেক্টর মিঃ গলিস্তান বলেন যে, এই আসামীকে উক্ত হত্যাব্যাপার সংস্রবে বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ভাস্করগণেশ ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাকে আপাততঃ হাজতে রাখিয়া দিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

[যুক্ত প্রদেশ] বেনারসে বোর্ডার্স ইউনিয়নের দশম বার্ষিক অধিবেশনে মিসেস এনি বেশান্ট বক্তৃতা কথামধ্যে বলিয়াছেন যে, ছাত্রদিগের রাজনীতির সহিত সংস্রব লইয়া যে গোলযোগ আজ কাল চলিতেছে, সুখের বিষয় সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে সে সমস্ত কিছুই নাই। এখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে পরস্পরে প্রীতি এবং বিশ্বাস আছে, এবং রাজনৈতিক বিষয়ে কোনরূপ গোলযোগ যে এখানে নাই, ঐ প্রীতি ও বিশ্বাসই তাহার হেতু। এখানে ছাত্রেরা শিক্ষক প্রোফেসর এবং প্রিন্সিপালের নিকট নিঃসঙ্কোচে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে। এখানকার ন্যায় ছাত্র ও শিক্ষকে পরস্পর প্রীতি ও বিশ্বাস যদি অন্যান্য স্কুল কলেজে থাকিত তাহা হইলে বর্ত্তমানের ন্যায় গোলযোগ ঐ সকলে হইতে পাইত না। ছাত্রেরা অনেক সংবাদ পত্রাদি পড়ে বটে, কিন্তু এটুকু তাহাদের যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে, মাতৃভূমির প্রকৃত কার্য্য কাজ দেখাইয়া করিতে হয়, কাগজে লিখিলে মাতৃভূমির কাজ করা হয় না। কৃষ্ণবর্ম্মা ও তাহার এজেণ্ট দলের দ্বারা অনেক সাহিত্য পুস্তক এদেশে প্রচারিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তিনি সকল ছাত্রদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, কৃষ্ণবর্ম্মার কথায় কেহ যেন ভ্রমে পতিত না হন। কৃষ্ণবর্ম্মার ব্যবহার ভদ্রোচিত নয়, কৃষ্ণবর্ম্মা ভারতীয় যুবকদিগকে অত্যাচারমূলক দুষ্ট কার্য্যে প্রণোদিত করিয়া ভারতের নাম কলঙ্কিত করিতে দ্বিধা করে নাই। এই ব্যক্তি এখন জেনিভায় আছে। এব্যক্তি অপরকে যে সকল বিপদ জালে জড়িত হইবার মত কার্য্যে উত্তেজিত করিতেছে সেই সকল বিপজ্জালের সম্মুখীন যদি নিজে ভারতে থাকিয়া, হইতে পারিত, অথবা ইংলণ্ডে থাকা তাহার সাহসে যদি কুলাইত তাহা হইলে অন্ততঃ নির্ভীক বলিয়াও সে সম্মান পাইতে পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া সে নিজে নিরাপদে বৈদেশিক রাজ্যে বসিয়া আছে এবং এ দেশের নির্ব্বোধ লোকদিগের অধ্যবসায় ও আগ্রহকে কুপথে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে ফাঁসীকাঠে ঝুলিতে প্রণোদিত করিতেছে। এরূপ লোকের প্রতি যতই অবজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক বাক্যের প্রয়োগ কর তাহা অপেক্ষাও সে অধিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র। এরূপ লোক দেশের কলঙ্ক। সে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে দেশের সে অতি অযোগ্য সন্তান। এমন লোকের কথায় যুবকদল ভুলিবে না এরূপ আশা করিতে পারা যায়।

[সাধারণ] পঞ্জাব অঞ্চলে পাতিয়ালা অম্বালা ও লাহোরে রাজদ্রোহের অভিযোগ চলিতেছে। অজিত সিংহের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের এবং আর্য্য সমাজের শ্রীযুক্ত ভাই পরমানন্দের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১১০ ধারায় অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। লালা লাজপত রায়ের লিখিত কয়েকখানি পত্র এই মোকদ্দমায় দাখিল করা হইয়াছে। ভাই পরমানন্দের মোকদ্দমায় লাজপত রায়কে সাক্ষী মানিয়া ঐ সমস্ত পত্রের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি অজিত সিংহের মোকদ্দমায় দাখিলি পত্র দুইখানি তাঁহারই লেখা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এজাহারে অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছেন, মান্দালয় থাকিতে ভাই পরমানন্দ আমার নিকট "নেমিসিস অফ নেশন" নামে একখানি পুস্তক পাঠাইয়াছিলেন। অজিত সিংহের কাজ কর্ম্মে পরমানন্দ বা অন্য কাহার কোন সম্পর্ক আছে কি না আমি বলিতে পারি না, অজিত সিংহ পরমানন্দ অথবা অন্য কাহার সহিত আমি রাজদ্রোহ প্রচারের ষড়যন্ত্র করি নাই। ১৯০৭ সালের প্রারম্ভে আমি লাহোরে একটি রাজনৈতিক লাইব্রেরী স্থাপন সম্বন্ধে কয়েকখানা রাজনৈতিক পুস্তকের জন্য পরমানন্দকে লিখি। কৃষকেরা শান্তির সহিত আন্দোলন করিতে শিখে নাই, সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন কৃষকদের ভিতর অসাময়িক হইতেছে বলিয়া আমি বলিয়াছিলাম। শ্যামজি কৃষ্ণবর্ম্মা ভারতের কতিপয় দেশীয় রাজ্যে দেওয়ান ছিলেন। তারপর

তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া বাস করেন। তথায় ভারতীয়দের জন্ত তিনি লণ্ডন নগরে "ইণ্ডিয়া হাউস" প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যখন ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ত দশ হাজার টাকা দান ঘোষণা করেন, আমি তখন লাহোরে একটি সমিতি ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম যে ঐ প্রতিশ্রুত অর্থের কিছু অংশ পাইতে পারিব। আমি যে সমিতি গঠন করিতেছিলাম তাহা উচ্চশ্রেণীর, উচ্চশিক্ষিত লোকদের জন্ত, ৫০ টাকা ভর্ত্তির ফী এবং ... টাকা বার্ষিক চাঁদা নিরূপিত হইয়াছিল। নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর পর্য্যন্তও আমার জানা ছিল না যে শ্যামজি রাজনৈতিক আন্দোলন সজোরে চালাইতে চাহেন। "লালা লাজপত রায় দয়ানন্দ এংলো বৈদিক কলেজের ম্যানেজিং কমিটীর আর্য্যসমাজের অন্তরঙ্গ সভার এবং আর্য্যসমাজের আর্য্য প্রতিনিধি সভায় সভাপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগ গৃহীত হইয়াছে।

লাহোরের সেণ্ট ষ্টিফেন মিশন স্কুলের অধ্যক্ষ ওয়েষ্টার্ণ সাহেব শুনাযায় সম্প্রতি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়ার র‍্যাংলার এবং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম এ'র পরীক্ষক।

কলিকাতার "হিতবাদীর" বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচার নিষ্পত্তি অদ্যিও হয় নাই। খুলনায় "পল্লীচিত্র" ও "খুলনাবাসীর" বিরুদ্ধে এবং রঙ্গপুরে "রংপুর বার্ত্তাবহ" এবং "রংপুরদর্পণ" পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। "পল্লীচিত্র" যে ছাপাখানা হইতে বাহির হইতে ছিল সেই ছিল ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

রাজদ্রোহ প্রচার সম্বন্ধীয় আইন ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসে বিধিবদ্ধ হয়। তখন উহা পঞ্জাবের ... একটি জেলায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের শুদ্ধ বাখরগঞ্জ জেলায় প্রবর্ত্তিত হয়। সম্প্রতি ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে ... এক্ষণ এই আইন ভারতের অধিকাংশ স্থলে ... প্রেসিডেন্সী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, বঙ্গ ... যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব এবং মধ্য প্রদেশে ... হইবে। সভাসমিতি করিতে হইলে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডের অনুমতি লইতে ... অনুমতি ছাড়া কোনরূপ সভা করিলে ... হইতে হইবে, ২০ জনের অধিক লোক ... সভায় একত্র হইলে এই আইনের আমলে আসিতে হইবে। যে কোন সভায় পুলিসের ইনস্পেক্টর ও অপর দু'একজন পুলিশ কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিবেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি লইলেও সভায় উপস্থিত পুলিশ কর্ম্মচারীরা যদি অন্যায় বিবেচনা করেন তবে তৎক্ষণাৎ তাহা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন।

(১) বিটলবণ অর্দ্ধতোলা ও হিং চারি আনা ওজন একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা আদার কুচিতে মাখিবে। তাহাতে দুইটা জামিরের রসের ভাবনা দিবে। প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে অম্লোদ্গার; রোগ জন্ত অরুচি, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইয়া থাকে। [২] পালিতামাদার পাতার রস দুই তোলা ও মধু ২০ ফোঁটা; অথবা দুই আনা বিড়ঙ্গ ও পলাশের বীজ এক আনা শীতল জলে বাটিয়া, কিম্বা খোরাসানি জোয়ান অর্দ্ধতোলা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ ক্রিমিদোষ নিবারিত হইয়া থাকে। [৩] শিশুদের ক্রিমি বিকারে আনারসের পাতার সাদা অংশ বাটিয়া তাহার রস এক তোলা ও সৈন্ধবলবণ তিনরতি. সেবন করিতে দিবে। [৪] বাসক পাতার রস ১ তোলা, যজ্ঞ ডুমুরের রস ২ তোলা ও কাশীর চিনি আধ তোলা সেবন করিলে রক্ত পিত্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। [৫] বড় এলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, পিপুল ও যষ্টি মধু প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, মিছরি, পিণ্ড খেজুর ও কিসমিস প্রত্যেক চারি তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহার আধ তোলা ও মধু কুড়ি ফোঁটা সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, কাশী হিক্কা ও পার্শ্বশূল নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ। [৬] কাঁচা দুর্ব্বার রস ১ তোলা ও কাশীর চিনি আধ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। এই ঔষধ নাসিকা মধ্যে পিচকারী ব্যবহার করিলে নাসার দোষ নিবারিত হয়। [৭] কুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া তাহার ৬ রতি ও মধু ২০ ফোঁটা সেবন করিলে স্বরভঙ্গ দোষ নিবারিত হয়। [৮] আমলকীর রস ২ তোলা ও মধু কুড়ি ফোঁটা সেবনে বমি নিবারিত হইয়া থাকে। [৯] তলপেটে নীল, সোডা, পচা আম পাতার প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হইয়া থাকে। শোধিত শিলাজতু ২ রতি, বড় এলাচ ১ রতি ও সেপুয়ের রস আধ তোলা সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত নিবারিত হয়। (পাবনা হিতৈষী)

সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক কৃষি কলেজসমূহ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—কলেজসমূহে তিন বৎসর শিক্ষা দেওয়া হইবে। মাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই তাহাতে প্রবেশ করা যাইবে। এই কৃষি কলেজ সমূহে শিক্ষার ব্যবস্থা সমগ্র ভারতে প্রায়ই একইরূপ করা হইবে। সাধারণতঃ পুসার অধ্যাপকগণই এই পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দেওয়া হইবে। এই উপাধিকে বি, এ এবং বি,এস,সি উপাধির সমান বলিয়া গণ্য করা হইবে। ডিগ্রী প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে কোন্ কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা সাপেক্ষ থাকিবে। উত্তীর্ণ ছাত্রগণ উপাধি প্রাপ্তির পর আরও দুই বৎসর পুসা কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারে। প্রাদেশিক কৃষি কলেজ সাধারণতঃ প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। কিন্তু পুনার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কলেজ সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইবে। বহুকাল হইতেই এই কলেজ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত। কৃষি বিভাগের ডিরেক্টারগণই প্রাদেশিক কৃষি কলেজ সমূহের কর্ত্তা থাকিবেন; তবে তাঁহারা শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন।

"সন্ধ্যার" রাজদ্রোহঘটিত মোকদ্দমার রায় বাহির হইয়াছে। বীরেন্দ্র চেটার্জ্জি ১২৪ক ধারা মতে তিন বৎসর দ্বীপান্তরবাস এবং ১৫৩ক ধারা মতে এক সহস্র টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গোবর্দ্ধনলালের প্রতি ১২৪ক ধারা অনুসারে পাঁচ বৎসর দ্বীপান্তরবাস ও ১৫৩ক ধারা অনুসারে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কৌতুক-কণা

মনিব (অন্যান্য কথার পর)—তুমি এবার অন্য স্থানে চাকরীর চেষ্টা কর আমি তোমাকে এক মাসের নোটিস দিচ্চি।

কেরাণী—কেন হুজুর, আমি কি করেছি?

মনিব—একেবারে কোন কাজই করনি, সেই জন্যেই ত বল্‌চি।

গৃহকর্ত্রী (রাগিয়া)—খোকদা, এ ঘরটায় এত ধুলো জমে রয়েছে যেন এক মাস এ ঘরে ঝাঁট পড়েনি!

ঝি—মা আমার কি দোষ! আমি ত মোটে পাঁচ দিন এসেছি।

শিক্ষক—"দশ থেকে দশ বাদ গেলে কত থাকে?"
বালকেরা নিরুত্তর।

শিক্ষক—আচ্ছা, শ্যাম, মনে কর তুমি পকেটে দশটা টাকা নিয়ে কোন মেলাতে বেড়াতে গেলে, সেখানে গিয়ে তুমি সব টাকা গুলো হারিয়ে ফেল্‌লে, তাহলে তোমার পকেটে কি রইল?

একটী ছোট বালক (তাড়াতাড়ি)—মাষ্টার মশাই, আমি জানি;—একটা বড় ছেঁদা।

বাবু (চৌকিদার নির্ব্বাচন করিতে করিতে)—রাত্রে বাড়ী পাহারা দেবার মত তোমার কি গুণ আছে?

কর্ম্ম প্রার্থী দরওয়ান—বাবু সামান্য শব্দতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়!

উপেন (কোন দৈনিক পত্রিকা সম্পাদক আপিসে)—মশাই, আপনার কাগজে "মৃত্যু সংবাদ" ছাপাইতে কত 'চার্জ্জ' করেন?

সম্পাদক—এক টাকা ইঞ্চি হিসাবে "চার্জ্জ" করা হয়।

উপেন (আশ্চর্য্যে)—বলেন কি মশাই! আমার বন্ধু যে পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি লম্বা ছিল!

পিতা—হরে, আজ ইস্কুলে নতুন কি পড়া শিখ্‌লি?

হরি [অল্পবয়স্ক পুত্র]—মার্জ্জার শব্দ আজ মাষ্টার মশাই শেখাচ্ছিলেন।

পিতা—আচ্ছা মার্জ্জার বানান কর দেখি।

হরি [কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া]—বাবা, এখন মনে পড়েচে, সেটা "মার্জ্জার" নয়, সেটা "বেরাল"।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—অঃ মাঃ মিঃ পিটাস ন সাহেবের সদরে স্থাপিত হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত মাঃ মিঃ গ্যারেট মুঙ্গেরের মাঃ হইলেন। সাহেবের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সেঃ জজ মিঃ সত্যেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক সাহেবের অতিরিক্ত ডিঃ জজ হইলেন। খুলির প্রতিনিধি অঃ মাঃ মিঃ ইংলিস রাঁচির সদরে বদলি হইলেন। রাঁচির আঃ মাঃ মিঃ ক্যাসেল্‌স খুন্তি মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। মুঙ্গেরের মাঃ মিঃ সাম্মন ৮ মাসের, হাওড়ার প্রতিনিধি অঃ মাঃ মিঃ রীড ১৮ মাসের, সম্বলপুরের ডেঃ মাঃ বাবু নগেন্দ্র নাথ দত্ত ৫ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—বাবু সচ্চিদানন্দ মুখার্জ্জি বি এল সম্বলপুরের মুঃ হইলেন। বাবু ভুপেন্দ্র নাথ মিত্র বি এল বারাসতের মুঃ হইলেন। মেদিনীপুরের সবজজ বাবু রাজেন্দ্র নাথ দত্ত ১ মাসের ছুটী পাইলেন।

সব ডেঃ কঃ বাবু বিধুভূষণ মুখো ১ম শ্রেণীতে পাকা হইলেন। বাবু রাজেন্দ্র লাল গুপ্ত প্রোটেম ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। মিঃ সি এস প্রাউস ২য় শ্রেণীতে পাকা হইলেন। বাবু বিনোদ বিহারী সেন প্রোটেম ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। বাবু কালীপদ সরকার ২য় শ্রেণীতে পাকা হইলেন। মিস সুরবালা ঘোষ প্রোটেম ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শিক্ষা—মিঃ পি এডাম্‌স হাজারিবাগ রিফরমেটরী স্কুলের ডেঃ সু পঃ হইলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রোফেসর ডাঃ কালিস ২ বৎসরের ফর্লো পাইলেন।

বাবু রাধিকাপ্রসাদ লাহিড়ী ডিরেক্টর আফিসের আসিষ্টাণ্ট হইলেন। বাবু প্রভাত চন্দ্র বন্দ্যো বিএ সংস্কৃত কলিঃ স্কুলের শিক্ষক হইলেন। জামতাড়া হাই স্কুলের শিক্ষক বাবু মানগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য এক বৎসরের শিক্ষানবীশীতে সাঁওতাল পরগণায় সব ইনঃ হইলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত

পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল, আমিন বিভাগ মইং বা মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র অথবা যাহারা এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ সমাধা করিয়াছে তাহারা আগামী ১৫ই হইতে ৩১শে মার্চ্চ মধ্যে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। ডাকটিকিট সহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলি পাঠান হয়।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা মধ্য স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

● চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "খা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আ প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A B A 2nd master on Rs 75 and a B A 3rd master on Rs 60 for Orakandi H E school, Dt Faridpur.

A Drawing master ত্রৈবার্ষিক নর্ম্মাল for the Kishanganj H E school, Purnia on Rs 15 or 20 according to qualification. A Behari preferred. Apply to to the S D O and President, Kishangang school committee, before the 31st January 1910.

An Entrance passed private tutor to teach three boys at home on Rs [illegible] per month with free board and lodging Apply before 15 February 1910 to Babu Shyama Charan Nanda, Zemindar, Mugberia po., Dt. Midnapore.

A graduate on Rs 50 and a plucked B A strong in Mathematics on Rs 40 P M for the Bezbaroa High school. Apply the G Bezbaroa Esv Proprictor, Jorhat, Assam

An F A IId master Haripur M school, 2 miles from Santipur Ry station on Rs 25 free quarters, Jadu Nath Ganguli B A, M B Santipur po.

An Entrance passed teacher for the Nalta M E school on Rs 12 per month with free board and lodgiug. Must have passed the Entrance examination. Po. Nalta, Dt. Khulna.

An English knowing Hd Pandit capabale to teach Sanskrit both compulsory and Additional upto Matriculation standard, for the Jangipur H E school on Rs 25 per month.

A B course graduate for the Sutragarh M V H E school on Rs 40 a month with prospects of increase.

A Persian Teacher for the Gaibandha High school on Rs 35 a month. He must have a sound knowledge of Arabic and Persian. Knowledge of English is also indispensable.

An F A Hd Master for Belgachi M E school on Rs 80 per month with ...ters. Apply to Secretary, 7, ... Lane, Bow Bazar, Calcutta ...ace is 3 miles east of Alamdanga ..., E B S Ry.

...graduate first Assistant teacher ...in Mathematics for the Don... H E school, Jamalpur, District ...ensingh, on Rs 60, with prospects. M...st stick to his post for at least two ...s. Apply before 3rd February, ...0.

...n F A certificate-holder and an ...trance certificate holder as 3rd mas... and 4th master for the Nal...a Bhushan H E school on Rs 25 ...d Rs 15 per month respectively. Apply to Babu Amvika Charan Mukhe... (Naldaura Rajbati po Dt Jessore), ...e master permanent. 4th master for ... months.

A 2nd Pandit for the Debagrane Middle Madrasah Dt Mymensing on Rs 10 with free board and lodge. Must have passed the Guru Training Examination. A Brahmin or Mahomedan preferred.

For the Amihazar H E school in Dacca B A plucked Mathematical ...cher on Rs 25 to Rs 35 according to qualification free board for light work. Apply to the Hd master.

An Entrance passed Kayasta 2nd master for the Deuly Lakshmikola ...aided M E school on Rs 16 per month at present with boarding and lodging ...on private tuition. Apply to the ...d master Deuly M E school, post: ...kantala, Dt Bogra.

A Normal passed Drill, Drawing ...ing Hd Pandit for the Madhab... Digree M E school on Rs 12 only. ...ard and lodging free. Apply to:— ...na Churn Sinha, Zemindar ...abpur Digree M E school, Chau... po, (Jessore) E B S Ry.

...n F A Hd master for the Kirnahar M... school on Rs 20 with quarters free. Private tuition available. Apply to Babu Kalidas Das Zamindar po. Kirnahar Dt Birbhoom.

F A Hd master knowing *Drill*, Drawing and Kirndergarten, for the M E school, Mahes, po Rishra, Dist. Hooghly, pay Rs 20. Free board and lodging available in return of private tuition.

An A course B A Hd master at present for 2 months on Rs 60 and a B course B A Asst. Hd master on Rs 50—Patuli H E school: also an F A asst. teacher on Rs 25 po Patuli.

Two graduates Hd master on Rs 60 rising to Rs 65, and 2nd master on Rs 55 for the Rowile H E school, Dacca. Two years' guarantee required in each case. Board and lodging free on tuition. Po Rowile.

A graduate 2nd master for the Abaipur Ramsunder Insitution. Po Abaipur Dt Jessore.

Hd master for Dakhingram M E school on Rs 24 per month. Candidate must be an F A passed one or one who having passed the Entrance Examination, has served for several years as Hd master of an M E school. Apply Secretary via Mallarpur E I R.

A B course graduate strong in English as assistant Hd master for the Jnapardaha Duke Institution 9 miles from Howrah. Lodging and boarding free. On Rs 30 to 40 per month according to qualification. Po. Dumjur, Dt Howrah.

On Rs 40 a month a graduate 2nd master from the Bhastara H E school near Bhastara station, B P Ry, Hugli Dist.

A private tutor on Rs 10 per mensem, with free board and lodging. A Tili by caste will be preferable. Apply to Babu Rajani Kanta Shaha 10 Schaleh street, Calcutta.

An F A Hd master and an Entrance passed 2nd master on Rs 35 and 15 respectively for the Biswanath M E school Dt Sylhet.

An F A Hd master on Rs 30 a month for the Pargoyara middle Madrasah for six months at present Apply before the 1st week of Febeuary 1910 to the Hd master Pargayara Middle Madrasah, post Gobindagonj, Dt. Rangpur.

New system Drawing Drill knowing 2nd Pandit for the Nakipur H E school on Rs 10 besides free board and lodging. Po Nakipur, Dt Khulna.

A graduate on Rs 50 per mensem for the Porjona M N H E school in Pabna. Will have to stick to the post for at least one session. Apply to Babu Narendra Nath Bhattacharyya B A Hd master. Porjona po (Pabna.)

An F A Hd master for Hilora M E school Dt Murshidabad on Rs 20 per mensem with free board and lodging. Preferance to a Bramhin next to that Kayastha or Tilli po Jajigram.

An undergraduate 3rd teacher for the Khoks-Janipur H E school, Nadia on Rs 26 rising to Rs 30. The school is near the Khoksa (E B S Ry) station. Apply to the Hd master.

A Hd master for the Mugheria M E school at present for two months on probation. Pay Rs 25 lodging free None need apply who is not an F A (or plucked F A with an experience of at least 7 years service in the Education Department). Mugberia po Midnapur.

An F A Hd master for the Kulia para Dhanamani M E Pindira po on Rs 25 per month, lodging free. Pindira po [Hooghly] via Pundooah E I R must stick at least for one year.

বল্লা মইঃ স্কুলে নূ হেঃ পঃ। বেতন ১৮ এবং বাসা। পোঃ বল্লা, রতনগঞ্জ, টাঙ্গাইল।

জেলা বৰ্দ্ধমান মকলগ্রাম মাইনর স্কুলে একজন হেঃ পঃ। বেতন ১৬ টাকা ও বাসস্থান। একটি ছেলেকে প্রাইভেট পড়াইলে ৩।৪ টাকা পাইবেন। উগ্রক্ষত্রিয় হইলে ২টী ছেলেকে পড়াইলেই আহার পাইবেন। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ হাজরা চৌধুরী মোক্তার, কালনা, জেলা বৰ্দ্ধমান নিকট আবেদন করিতে হইবে

অরঙ্গাবাদ মইঃ স্কুলে ড্রিল ও ড্রয়িং জানা নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা ও বাসস্থান। পোঃ অরঙ্গাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ ২ জন মুসলমান শিক্ষক। উভয়ের মাসিক বেতন ৮ টাকা। উভয়েই বাসা পাইবেন। লালবাড়ী, বদরগঞ্জ পোঃ, রংপুর।

জেলা মুর্শিদাবাদ, পোঃ রঘুনাথ অন্তর্গত আহিরণ গ্রামে একটী টোলের জন্য গবর্ণমেণ্টের স্মৃতিতীর্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ মুগ্ধবোধ কিম্বা কলাপ ব্যাকরণ জানেন এবং দশকর্ম্মে অভিজ্ঞ গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ১৫ টাকা ৭ আনা। এবং নিমন্ত্রণ ও বাবস্থাদি হইতে আরও কিছু পাইবেন। মাঘ মাস মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জেলা হাওড়া, থানা আমতা, জালপুর মইং স্কুলে একজন ড্রিল ও ড্রয়িং জানা ট্রেণ্ড বার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা ও বাসস্থান শ্রীমন্মথ নাথ রায় এম; এ; বি এল উকিল, ২ বলরাম বসুর প্রথম গলি ভবানীপুর কলিকাতা।

সিউড়ি ই আই, আর ষ্টেসন হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে মহোদরপুর স্কুলে আপাততঃ তিন মাসের জন্য নু নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক পাশ একজন ২য় শিক্ষক। বেতন আপাততঃ ১০ টাকা ও ঘরভাড়া পাইবেন এবং প্রাইভেট ও পড়াইলে বাসা খরচ চলিবে। হেড পণ্ডিতের নামে আবেদন করিবেন। পোঃ সিউড়ী জেলা বীরভূম।

সিরাজগঞ্জ অমৃতলাল মইং স্কুলে নু নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১৫ টাকা। ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

(উদ্ধৃত)

গদাধর শিরোমণির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে, লোকমনোমুগ্ধকর ও আপামর সাধারণকে শিক্ষা প্রদ কথকতা, চিরস্মরণীয় ৺গদাধর শিরোমণি মহাশয় বঙ্গদেশে প্রকাশ করেন। যখন শিরোমণি মহাশয়ের যশে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি এক দিবস কথকতা করিতে যাইবার পথে অপরাহ্নে কোন স্থানে বাহক দিগের বিশ্রামার্থে শিবিকা রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিছু পরে একজন সুবেশ সম্পন্ন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আগমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন "কৃপণের ধন কাহার প্রাপ্য।" শাস্ত্রের বচন প্রকাশ করিয়া শিরোমণি মহাশয় উত্তর করিলেন "তস্কর, রাজা ও অগ্নি, ... অপহরণ করিয়া থাকেন। একত্রীভূত হইয়া আসিলে প্রত্যেকেই উক্ত ধনের তৃতীয়াংশ পাইয়া থাকেন. কিন্তু যদি ঐ তিনজনের মধ্যে কেহ অনাগত থাকেন, তাহা হইলে অপর দুই জন উক্তধন সমানাংশে গ্রহণ করেন। যদ্যপি ঐ তিন জনের মধ্যে একজন মাত্র আগমন করেন তাহা হইলে উক্ত ধনে তাঁহারই সম্পূর্ণ অধিকার হইয়া থাকে"। এ ব্যবস্থায় উক্ত ভদ্রলোক অতিশয় পুলকিত হইয়া শিরোমণি মহাশয়ের গুণ ব্যাখ্যায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া তুলিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ভদ্রলোকটী করযোড়ে শিরোমণি মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। বিশেষ লভ্যের প্রত্যাশায় শিরোমণি মহাশয় কোন ধনী লোকের আলয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছিলেন; সেই জন্য তিনি সে সময়ে উক্ত ভদ্রলোকের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলায়, ভদ্রলোকটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন. তাঁহার কত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে ও উক্ত ধনী লোকের নিকট বা তিনি কত টাকা প্রাপ্তির আশা করেন। সহাস্যবদনে শিরোমণি মহাশয়ের উত্তর হইল—"আপনার কল্যাণে পঞ্চলক্ষাধিপতি হইয়াছি এবং যে স্থানে গমনে উদ্যত হইয়াছি সেখানেও পঞ্চদশ সহস্রের ন্যূন লভ্যের প্রত্যাশা করি না"। করযোড়ে ভদ্রলোক বলিলেন; "আপনি বহুগুণের আধার। সেই জন্য আপনাকে নিঃস্ব করিবার পথরূ যুক্তি ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ! আপনি যে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রার প্রত্যাশা করিতেছেন, তাহাতে একজন ভদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহে কষ্ট থাকিতে পারে না। এদিকে আবার সে ধন এক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার করায়ত্ত হয় নাই; সুতরাং তাহাতে অন্য কাহার অধিকার উপস্থিত হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু আপনি যে পঞ্চলক্ষ মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; কারণ এক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা বা অগ্নি সে ধনের জন্য উপস্থিত হন নাই। আমি তস্কর এবং আপনি কৃপণ। আমার নাম রঘুনাথ লোকে বোম্বে ডাকাত; আর আপনি আপনার বিমাতার ভরণপোষণ করেন না বলিয়া কৃপণের মধ্যে অগ্রগণ্য। পণ্ডিত হইয়া আপনি কখনই নিজের ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য করিবেন না, ইহা স্থির জানিয়াই আমি অনুরোধ করিতেছি, অবিলম্বে বাহকদিগকে আমার সাঙ্কেত গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমার অধিকার আমাকে অর্পণ করিয়া আপনি পুনরায় ধন উপার্জ্জনে ব্যাপৃত হইবেন। যদি অতঃপর কৃপণতা পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে উক্ত পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রাও আমাকে পরে দিলেই হইবে।"

শিরোমণি মহাশয়ের বদন শুষ্ক ও নয়ন স্থির! কিন্তু তিনি রঘুনাথের যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্র-সম্মত কথায় দ্বিরুক্তি করিলেন না। মৌন হইয়াই তিনি শিবিকায় প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার বাহকগণ তস্কর কার্য্যানুযোগ অনুমান করিয়াই সত্বর পদে তাঁহার গৃহের সম্মুখভাগে তাঁহাকে উপস্থিত করিল। বহির্গত হইয়াই রঘুনাথের বিনীত ভাব দর্শন ও মধুর বচন শ্রবণ করিতে করিতে তিনি গৃহপ্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সঞ্চিত ধন বহন করিয়া বহির্বাটিতে আগমন পূর্ব্বক তিনি নৃশংসকে সর্ব্বস্বাপহারী বিভীষিকাময় ডাকাইতের বদন নয়নগোচর করিলেন। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি রঘুনাথকে কহিলেন, "তস্করপ্রবর! যে কথকতার প্রসাদে আমি এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে তোমাদিগকে সেই কথকতা শ্রবণ করাইয়া তোমার করে এই সংগৃহীত অর্থ অর্পণ করি।"

একমাত্র অনুরোধ রক্ষা করিতে রঘুনাথ অসম্মত হইলেন না, তখন পর্য্যন্ত যামিনীর প্রথম প্রহর অতিবাহিত হয় নাই। দুই প্রহরের পরও অন্য কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে ইহা স্থির বুঝিয়াই রঘুনাথ অনুচরবর্গকে সুরস কথকতা শ্রবণের আদেশ করিলেন! যখন শিরোমণি মহাশয় নিবৃত্ত হইলেন, তখন পরদিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। সদলবলে অবাক হইয়া রঘুনাথ করযোড় করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে শিরোমণি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনার আশ্চর্য্য শক্তি! আমার অনুচরবর্গ হৃদয়শূন্য এবং তাহাদিগকে একরূপ লৌহ বা প্রস্তরমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনার কথায় প্রস্তর দ্রবীভূত ও লৌহ জলবৎ তরল হইয়াছে। আপনার সঞ্চিত ধন আপনার প্রায়শ্চিত্তার্থে আমি গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আপনার মর্য্যাদা রক্ষার্থে আমি তাহা আবার আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি। পুত্রের বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া এখন হইতে আর বিমাতা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। পরদুঃখ মোচনে বদ্ধ হউন। আর যেন কৃপণতাকলঙ্ক আপনার নিষ্কলঙ্ক যশঃশশী স্পর্শ না করে এবং আমাকে যেন আর আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে না হয়"।

শিরোমণি মহাশয় দুইটি হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক গলদশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গদ গদ ভাবে কহিলেন, "রঘুনাথ! কালপ্রভাবে যদি বঙ্গদেশবাসীর হৃদয়ে তস্কর প্রবৃত্তি প্রবেশ করে, তাহা

রাজ কর্ত্তৃক রাজস্ব সচিব নিযুক্ত হয়েন; কিছুকাল এই কার্য্য করিয়া তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বরোদা-রাজের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হয়েন। ঐ বর্ষেই ১০ই [illegible] সন ১৩১৬ সাল) [illegible] বৎসর বয়সে তিনি [illegible] পেরিটোনাইটিস বা [illegible] রোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। বরোদারাজ্যে কার্য্য করিয়া তিনি প্রজাসাধারণের এত প্রীতি-পাত্র হইয়াছিলেন যে সকলে তাঁহাকে সেখানে "গরিব কা দোস্ত" বলিত।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত পণ্ডিত, রাজনীতিক, স্বদেশহিতৈষী, স্বজাতিপ্রিয়, পাশ্চাত্যশিক্ষোন্নত, তেজস্বী পুরুষসিংহ ছিলেন, তিনি বঙ্গমাতার সুসন্তান। এপর্য্যন্ত তিনি ইংরাজী বাঙ্গালা অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। প্রধান প্রধান গুলি এই—

Famines in India (ফেমিনস্ ইন ইণ্ডিয়া)=ভারতের দুর্ভিক্ষ।

(২) Great Epics of India (গ্রেট এপিক্স অফ ইণ্ডিয়া)—২৪ খানি কাগজে মুদ্রিত চিত্রযুক্ত রামায়ণ ও মহাভারত নামক মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পদ্য ইংরাজী অনুবাদ। ইহা প্রথম ইংলণ্ডে ছাপা হয়।

(৩) Indian Trades Manufactures and Finance (ইণ্ডিয়ান ট্রেড্স ম্যানুফ্যাকচারস্ এণ্ড ফাইনেন্স)=[ভারতীয় ব্যবসাশিল্প ও অর্থনীতি।]

(৪) Lake of Palms (লেক অফ পামস্); ভারতের একটি পরিবারের দুঃখ সম্বলিত উপাখ্যান সংসার নামক বাঙ্গালা উপন্যাস হইতে সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদিত।]

(৫) Three years in Europe (থ্রি ইয়ারস ইন ইউরোপ) ইউরোপে তিন বৎসর। ইহা প্রথমে ইংরাজীতে লিখিত হয়। পরে বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে।

(৬) Slave girl of Agra (স্লেভ গার্ল অফ আগ্রা) আগ্রার বালিকা ক্রীতদাসী [ঐতিহাসিক উপাখ্যান।]

[৭] Early Hindu civilization [আরলি হিন্দু সিভিলিজেশন]=প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা। ১৮৮৮—১৮৯০ খৃঃ মধ্যে তিন ভাগে এই গ্রন্থ বাহির হয়।

[৮] Literature of Bengal [লিটারেচার অফ বেঙ্গল]—বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ।

[৯] Later Hindu civilization [লেটার হিন্দু সিভিলিজেশন] পরবর্ত্তীকালের হিন্দু সভ্যতা।

(১০) India under the British rule [ইণ্ডিয়া আণ্ডার দি ব্রিটিশ রুল] ইংরাজ শাসনাধীন ভারতবর্ষ]।

[১১] Civilization in the Budhist age (সিভিলিজেশন ইন দি বুদ্ধিষ্ট এজ)=[বুদ্ধযুগের সভ্যতা।)

[১২] Indiain the victorian age [ইণ্ডিয়া ইন দি ভিক্‌টোরিয়ান এজ]=[ভিক্টোরিয়ার সময়ে ভারতবর্ষ।

[১৩] Oyen letters to Lord Curzon [ওপন্ লেটারস্ টু লর্ড কর্জন] [লর্ড কর্জনের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী।]

[১৪] Rambles in India [র‍্যাম্বলস্ ইন ইণ্ডিয়া]=ভারত ভ্রমণ।

[১৫] Speeches and papers containing speeches in England 1901 and Mr. Dutt's replies to Lord Curzon's Land Resolution.

(১৬) ঋগ্বেদ—১৮৮৫ সালে প্রথম ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হয়। তাহার পর ইংরাজীতেও ইহার অনুবাদ বাহির হইয়াছে। মূলঋগ্বেদও মিঃ দত্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১৭) বঙ্গবিজেতা (গ্রন্থকার বন্ধুবর বিহারীলাল গুপ্তের নামে ইহা উৎসর্গ করিয়াছেন। ১২৮০ সালে প্রথম মুদ্রণ হয়।)

(১৮) মাধবীকঙ্কণ=(১২৮৪ সালে ইহার প্রথম প্রকাশ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ।)

(১৯) জীবন সন্ধ্যা=১২৮৫ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করিয়া গ্রন্থকার প্রথম প্রকাশ করেন।)

(২০) জীবন প্রভাত=(১২৮৪ সালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশ চন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়া প্রকাশিত হয়।)

(২১) সংসার=সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে উৎসর্গীকৃত। ১২৮৫ সালে প্রথম প্রচার।

(২২) সমাজ=অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের নামে উৎসর্গীকৃত। ১২৮৯ সালে প্রকাশিত।

(২৩) Civilization in ancient India.

(২৪) Economic History of India.

(২৫) হিন্দুশাস্ত্র। (২৬) Indian History.

(হিন্দু সখা, পৌষ ১৩১৬)

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অনুগ্রহ গ্রাহকগণের নম্বর ও যে বর্ষে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা কাগজে [illegible] থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন ঐ নম্বর আপন আপন নম্বরের উল্লেখ করেন। বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৩১ শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর কাব্যতীর্থ কীর্ত্তিপাশ ৩৯।১২।১০
৮৪ " সেঃ বিবগঞ্জ মডেল স্কুল ঐ
৯৬২ " সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাড়ুড়িয়া এল, এম এস স্কুল ঐ
৭১৩ " সুরেন্দ্র নাথ চট্টো, ভদুয়া ঐ
৩০ " বেণীমাধব বন্দ্যো, হেঃ মাঃ মেতাবগঞ্জ মইঃ স্কুল ঐ
১৫০৮ " টীঃ বগোলা বোর্ড স্কুল ঐ
১৮৮ " তিনকড়ি মিত্র, বাগনগ্রাম ঐ
১৫৯৯ " কুঞ্জ বিহারী বন্দ্যো, আদুড় স্কুল ঐ
১৬০০ " ভুবন চন্দ্র দত্ত কর্ম্মকার কলিকাতা ঐ
৮৬৮ " ব্রজনন্দন নিয়োগী, টেঙ্গা ঐ
৯৬৪ " ছাত্রবৃন্দ, দক্ষিণডিহি স্কুল ঐ
১৬০১ " হেঃ পঃ কালিকাপুর উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৬০২ গোবিন্দ চন্দ্র সেনগুপ্ত নারায়ণপুর ঐ
১৬০৩ " গতি গোবিন্দ সাহ, রাইপুর বোর্ড স্কুল ঐ
১৬০৪ " শরচ্চন্দ্র রায়, কিশোরগঞ্জ ঐ
১৬০৫ " আহদের রহমন মুল্লাপুর ঐ
১৬০৬ " ছাত্রবৃন্দ ঘুঘুডুবিয়া মইঃ স্কুল
১৬০৭ " হেঃ পঃ তাঁতিপাড়া বোর্ড স্কুল ঐ
৮৯ " কুঞ্জবিহারী ঘোষ, বদনগঞ্জ স্কুল ঐ
৭৬০ " গিরীশচন্দ্র মাইতি, বারাসত জি টী স্কুল ঐ
৮৯১ " মতিলাল কুণ্ড, চাপড়া ঐ
৯৬০ " উপেন্দ্র নাথ মণ্ডল বাঙ্গলাবাদ ঐ
৭২৪ " দেওয়ান উল্লা মিয়া; কাঞ্চনাবোর্ড ঐ
২০২ " রজনীকান্ত হালদার, গদাপিরাশাল; ঐ
১০২১ " এডোয়ার্ড লাইব্রেরী কলিকাতা ঐ
১০২৪ " গিরীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়া বড়বাজার ৩১।১০।১০

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Educatioan Gazette Chinusrah,*

কর্ম্মখালি।

*কনোজপুর উঃ পাঃ বিদ্যালয়ে একজন মাইনর পাশ শিক্ষক। কোন ইং স্কুলে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া থাকিলে ভাল হয়। বেতন আপাততঃ ৬৲ এতদ্ব্যতীত বনা খরচে আহার ও বাসস্থান। যশোহর পোঃ যশোহর।

আসনান তমোলুক সার্ব্বজনীন বিদ্যালয়ে একজন নর্ম্মাল ট্রেণিং পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিত, বেতন মাসিক ১৭ টাকা। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীফণীন্দ্র কৃষ্ণ দাস আসনান তমোলুক, পোঃ আড়ং কিসমাবাদ, জেলা মেদিনীপুর।

নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক; আধুনিক নিয়মে শিক্ষিত মাসিক ১৮৲ বেতনের হেঃ পঃ; থাকিবার বাসা পাইবেন।

ভবানীপুর মধ্য ইং স্কুলের জন্য একজন এফ, এ হেড মাষ্টারের আবশ্যক বেতন মাসিক ২৫৲ টাকা ও বাসা পাইবেন। শ্রীকালীনাথ চৌধুরী ভবানীপুর মধ্য ইং স্কুল পোঃ রঘুনাথপুর জেলা রাজসাহী

জেলা ফরিদপুরের বাগনাড়া রাজধরপুর ডিঃ বোর্ডের সাহায্যকৃত মিডল মাদ্রাসার জন্য একজন মাইনর কিম্বা মধ্য বাঙ্গালা পাশ ইংরাজী জানা শিক্ষক। মুসলমান হইলে আলা। এবং হিন্দু হইলে শুধু থাকিবার স্থান। বেতন আপাততঃ মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে. বেলগাছি রেল ষ্টেশন হইতে অনেক নিকট। পূর্ণ দুই বৎসর টিকিয়া থাকিবার জ [illegible] দিতে হইবে। মৌলবী আকছার উদ্দিন আহমদ আমলা সদরপুর পোঃ, জেলা নদীয়া এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

মাদারীপুর মিডল মাদ্রাসা স্কুলে উচ্চ মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন হেঃ মৌলবী ও একজন ২য় মৌঃ। বেতন যথাক্রমে ২০ টাকা ও ১৫৲ টাকা। এবং নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ (নূতন নিয়মে শিক্ষিত) জনৈক ২য় পণ্ডিত বেতন ১৮ টাকা। প্রত্যেককেই দুই বৎসর স্থায়িভাবে থাকিতে হইবে। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে [illegible] সেক্রেটারী মাদারীপুর মিডল মাদ্রাসা জেলা [illegible] ঠিকানায় আবেদন করুন।

[illegible] অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে [illegible] গবর্ণমেন্ট সরকারে মাসিক ৫৲ টাকা বেতন মাইনর [illegible] এণ্ট্রান্স স্কুলের ৩য় ৪র্থ শ্রেণী [illegible] একজন শিক্ষক [illegible] বাড়ীতে থাকিতে পারেন এরূপ লোক লইলে সুবিধা হয়।

বিষ্ণুপুর মইং স্কুলে একজন ড্রিল জুইং জানা দ্বৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১৬৲ টাকা ও বাসস্থান। বৈদ্যনাথ সরকার পোঃ কলাবান জেলা মুর্শিদাবাদ ভায়া জঙ্গিপুর।

মির্জাপুর মইং স্কুলে নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ ড্রিল ডইং জানা হেঃ পঃ। বেতন ১৪ টাকা। বাসা পাইবেন। প্রাইভেট পড়াইলে আহারের সংস্থান হইবে। শ্রীনলিনীমোহন মণ্ডল মির্জাপুর মইং স্কুল। পোঃ মির্জাপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

হরিণচড়া মইং স্কুলে মাসিক আপাততঃ ১৬ টাকা বেতনে একজন দেশী কসরৎ জানা নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। ১২ টাকা বেতনে অঙ্ক ভাল জানা এণ্ট্রান্স পড়া একজন সেকেণ্ড মাষ্টার, এবং মাসিক ৮ টাকা বেতনে কিছু ইংরেজী জানা মধ্য বাঙ্গালা পাশ একজন সেকেণ্ড পণ্ডিত। হিন্দু মুসলমান সকলেরই আবেদন অগ্রগণ্য। সকলেই বিনা ব্যয়ে বাসা পাইবেন। স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট পোঃ বাঁশদহা ভায়া কালিদহেরঘাট, রংপুর ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

রামভদ্রপুর মইং স্কুলে এফ এ পাশ একজন হেঃ মাঃ। বেতন আপাততঃ ২০ টাকা ও বাসা। পোঃ কেদারগঞ্জ, জেলা ফরিদপুর।

সরাবাড়িয়া সার্কেল স্কুলে একজন ভাল ইংরাজী জানা গুরুট্রেণিং পাশ শিক্ষক। বেতন ৮ টাকা ও বাসা। শ্রীসীতানাথ বিশ্বাস পোঃ আন্দুলবেড়িয়া, সরাবাড়িয়া জমিদার কাছারি, নদীয়া।

গোপাটী স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ বা ফেল সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন দশ টাকা ও বাসা।

রেজওয়ান নগর মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ ও মাদ্রাসার জন্য আলীম মাদ্রাসা পাশ জনৈক হেড মৌলবী উভয়েরই ইংরাজি জানা থাকা আবশ্যক। বেতন পণ্ডিতের ১৬৲ ও মৌলবীর নগদ ১০৲ টাকা এবং সেক্রেটারি সাহেবের বাটীতে যে মস্‌জিদ আছে উক্ত মৌলবী সাহেবকেই ঐ মস্‌জিদের এমামতিও করিতে হইবে। তজ্জন্য মসজিদের যে ১২/০ বারবিঘা জমি আছে তাহার ফসলও তিনিই ভোগ করিবেন। মুসলমান পণ্ডিতের দরখাস্ত অগ্রগণ্য এবং উভয়েরই আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত আছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী মধ্যে আবেদন করুন। পোঃ অমনকোনা, ভায়া বাঁড়া জেলা পাবনা।

চৌবাড়ী ম ইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ২০ ও বাসা বাড়ি বৈষ্ণ,নব শোণ,ও মীনের অনুভোজী দরকার। প্রাইভেট মিলিবে। পোঃ রায়দৌলতপুর (পাবনা)।

জেলা মেদিনীপুর, পোঃ গড়হরিপুর, পূর্ব্বগড় ম ইং স্কুলে এফ এ হেঃ মাঃ বেতন ২৫৲ টাকা ও বাসা।

জেলা ফরিদপুর, পোঃ বহরপুর, বহরপুর মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ২৫৲ টাকা কায়স্থ কিম্বা বারুইয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে।

উত্তর বলহরা মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক দ্বিতীয় শিক্ষক বেতন ১১৲ টাকা ও নর্ম্মাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও এণ্ট্রান্স পাস কিম্বা ফেল একজন ২য় শিঃ। বেতন ১৬৲ টাকা ও বাসা। মুসলমান ও কৈবর্ত্তজাতির আবেদন অগ্রগণ্য, পোঃ তমলুক জেলা মেদিনীপুর।

মহিমাগঞ্জ ম ইং স্কুলে এফ এ মুসলমান শিক্ষক বেতন আহারাদি বাদ ২৫৲ টাকা। ই বি এস আর রেলওয়ের মহিমাগঞ্জ ষ্টেশনের একবারেই সন্নিকট। ১৭ই ফেব্রুয়ারী মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা রংপুর।

চিন্তাধুকরিয়া ম ইং মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে জনৈক পণ্ডিত নর্ম্মাল পড়া বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ। বেতন আপাততঃ ৭ টাকা এবং বাসা। ঐ বেতনে আরবী পার্শি জানা ছাত্রবৃত্তি পাস থার্ড মৌলভি পোঃ মোহনপুর, পাবনা।

পুরন্দরপুর মইং স্কুলে একজন তৃতীয় শিক্ষক নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক অথবা এণ্ট্রান্স পাশ। বেতন ১৪৲ প্রাইভেট পড়াইলে ৫।৬ টাকা। স্কুলসংলগ্ন বোর্ডিংএ বাসস্থান। বীরভূম জেলার সিউড়ী ও আমাদপুর ষ্টেশন হইতে নিকটে।

জেলা নদীয়া পোঃ দৌলতগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ ডিঃ বোর্ড স্কুলে একজন হেঃ পঃ বেতন গুণানুসারে ১৬ হইতে ১৮ টাকা।

রাজবাড়ী রাজাসূর্য্যকুমার ইনষ্টিটিউশনের জন্য একজন নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক ২য় পঃ। ড্রিল ড্রইং ও কিছু ইংরাজী জানা আবশ্যক। বেতন ১৫ হইতে ২০ টাকা (যোগ্যতানুসারে) বোর্ডিং হাউস তত্ত্বাবধানের সহায়তা করিলে কিছু আছে। পোঃ রাজবাড়ী ই বি এস আর (ফরিদপুর)।

জেলা মেদিনীপুর, পোঃ মুগবেড়িয়া,মুগবেড়িয়া মইং স্কুলে একজন তৃতীয়বর্ষ উত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা। প্রাইভেটে আহার ও বাসস্থান।

(১৮৪) ব্রাহ্মণত্ব কিসে? (লোমশমুনির কথা)।—

লোমশ মুনির শরীরে বড় বড় লোম ছিল। তিনি ভগবানের আরাধনা করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন যে লোম সকল শরীর হইতে খসিয়া যাক্। দৈববাণী হইল "ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন কর।" মুনি অনেক ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট খাইলেন। লোম খসিল না। পুনর্ব্বার আরাধনা আরম্ভ করিলেন। দৈববাণী হইল "ব্রাহ্মণ-পত্নীর উচ্ছিষ্ট খাইলে কাজ হইবে না; ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন চাই; চণ্ডাল পল্লীর হরিদাসের উচ্ছিষ্টে কাজ হইবে।" মুনি হরিদাসের নিকট উচ্ছিষ্ট যাচ্ঞা করিলে সে কোন মতেই তাহা দিতে স্বীকৃত হইল না। সপরিবারে তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিয়া কাটিয়া আপত্তি করিল। অগত্যা মুনি একদিন হরিদাসের ভোজনের পর পরিত্যক্ত এঁটো পাতা হইতে অন্নকণা তুলিয়া গোপনে লইয়া গেলেন এবং তাহা ভোজন ও গাত্রে লেপন করিলেন। লোম সকল খসিয়া গেল এবং সুন্দর সুশ্রী দেহ হইল।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥
"মুচি হলেও শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।"

সর্পাকৃতি নহুষের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—
"যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।"

যাহাতে "বৃত্ত" বা সদাচার এবং চরিত্রের দৃঢ়তা লক্ষিত হয় সেই ব্রাহ্মণ। ভারতের ব্রাহ্মণ সন্তানগণ এখন পূর্ব পুরুষের গৌরব জন্য সম্মানের "দাবী" ছাড়িয়া দিন। উঁহাদের মধ্যে চরিত্রবান্ এবং গুণবান ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তবেই তাঁহাদের প্রতি সম্মান আপনা হইতে আসিবে। কালির বাগান ভারতবর্ষের সিভিলিয়ানদের সম্বন্ধে একটী গল্প বলি।

ইডেন সাহেব যখন ছোটলাট তখন ওয়েষ্টমেকট সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বার্ষিক রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন যে,মুনসেফেরা ও সদরআলারা আমাকে সম্মান দেখাইতে আসেন না। উত্তরে ইডেন সাহেব গবর্ণমেণ্ট রেজোলিউশনে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন যে "সম্মান" পদার্থটা দাবী করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বল পূর্ব্বক আদায় করা যায় না। "সম্মানের যোগ্য ব্যক্তি স্বতঃই সম্মান আকর্ষণ করিয়া থাকেন।" পরবর্ত্তী ছোটলাটগণ অনেকেই লর্ড ডাক-[illegible] ব্যাপারে এবং নীলকরদিগের ভয় হইতে রাইয়ত প্রজা রক্ষাকারী ইডেন সাহেবের ন্যায় স্পষ্টবাদিতা বা তেজস্বিতা দেখাইতে পারেন নাই। ইডেন সাহেবের আমলের পরে গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই নিয়ম প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে মুনসেফ ও সদরআলারা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেলাম করিতে যাইতে বাধ্য। জেলার কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেলাম করা অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যাওয়ার জন্য হুকুম সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে।

সে যাহা হউক ব্রাহ্মণ সন্তানদিগের সম্মান জন্য যেরূপ বাঙ্গালাদেশ প্রচারিত হওয়ায় যখন কোন সম্ভাবনা নাই তখন যুধিষ্ঠিরের এবং ইডেন সাহেবের পরামর্শ মত উঁহাদের চরিত্র গুণেই সম্মান আকর্ষণ চেষ্টা করাই সুসঙ্গত। ফলতঃ এ বিষয়ে আসল কথা এই যে সম্মানাদির লোভ ছাড়িয়া দিয়া সকল মনুষ্যেরই—যে শ্রেণীর বা অবস্থার হউন না—নিজের আচার ব্যবহার ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে রত থাকা উচিত। উহাতেই মনুষ্য সমাজের ক্রমোন্নতি সম্ভব।—ইহা পারত্রিক সাধন। মহাবীর কর্ণ বলিয়া গিয়াছেন—

"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।"

(১৮৬) ধর্মজীবন (পারস্য কবি শেখ সাদি)।—ইনি ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সিরাজনগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বোগদাদ নগরে বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি পশ্চিম এসিয়ার সীমান্ত প্রদেশগুলিতে, উত্তর আফ্রিকায় এবং ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে পর্য্যটন করিয়া বহু দর্শন লাভ করেন। এক সময়ে জেরুসালেমের নিকটবর্ত্তী নির্জ্জন প্রদেশে একাকী বন্যপশুদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। ইহার পর ক্রুসেডের যুদ্ধোপলক্ষে আগত খৃষ্টীয়ান যোদ্ধাদিগের দ্বারা বন্দীকৃত হইয়া তিনি দাসরূপে বিক্রীত হন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ধর্মভীরু জীবন এবং সদানন্দ ভাব দেখিয়া কোন মুসলমান বণিক উঁহাকে দশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করেন এবং এক শত স্বর্ণ মুদ্রা যৌতুক দিয়া কন্যার সহিত বিবাহ দেন। তিনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে দুই তৃতীয়াংশেরও অধিককাল দেশভ্রমণে ও নির্জ্জন উপাসনায় কাটাইয়াছিলেন।

তিনি গুলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ নামক যে দুইখানি নীতি এবং ধর্মোপদেশ পূর্ণ উপাদেয় পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আজও মুসলমান সমাজে সচ্চরিত্রতা গঠন সম্বন্ধে বিশিষ্ট সহায়তা করিতেছে। তাঁহার পত্নী অতিশয় মুখরা ছিলেন। শেখ সাদি সমস্ত তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতেন; একদিন পত্নী গঞ্জনা দিয়া বলেন "তোমাকে আমার পিতা দাস অবস্থা হইতে দশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে মুক্তি দিয়াছিলেন!" শেখ সাদি সেইদিন মাত্র পত্নীর কথার উত্তরে (হাসি মুখেই) বলিয়াছিলেন—"মুক্তি দেন নাই। আমার অধিকতর কড়া মনিবের নিকট এক শত স্বর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছেন!" গুলিস্তাঁ পুস্তকে তিনি স্বার্থপর রক্তকরালী ভক্তদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি বাঘের মুখ হইতে একটী মেষকে রক্ষা করিয়া তাহাকে নিজেই জবাই করে। সেই সময়ে তখন মেষ বলিয়াছিল তুমিও যে ব্যাঘ্ররূপ ধরিলে! প্রকৃত পক্ষে সেই ধর্মাত্মার নিকট দারিদ্র বা অন্য কোন অবস্থাই কষ্টকর বোধ হইত না। এক সময়ে তিনি অর্থাভাবে পাদুকাক্রয় করিতে না পারিয়া পর্য্যটনে কষ্ট পাইতেছিলেন। তখন একজন অঙ্গহীনশরীর খঞ্জকে দেখিয়া তিনি ভগবানের প্রদত্ত নিজের অতুল্য স্বাস্থ্য এবং অসাধারণ চলিবার ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের করুণা পূর্ণ উপলব্ধি করেন।

তিনি সুশ্রী ছিলেন না। মাথার সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়াছিল। একদিন মলিন বেশে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন এমন সময়ে সুলতান ও তাঁহার পারিষদেরা অশ্বারোহণে সেই পথ দিয়াই আসিতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই দুইজন পারিষদ অশ্ব হইতে ত্বরায় অবতরণ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করেন। সুলতানের মনে একটু ক্ষোভ হইল যে ইঁহারা আমাকেও এরূপ সম্মান করে না। অথচ সামান্য গৃহী একজনকে "এরূপ" মান্য করিল। ফিরিয়া আসিলে পারিষদদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন উনি আমাদের দেশের সকল সুভদ্র যুবকদিগের পিতা। আমাদের মধ্যে যাহা কিছু ভাল দেখিতে পান তাহা উঁহারই উপদেশে ও সংসর্গে প্রাপ্ত। তেজস্বিতায়, প্রভুভক্তিতে, সত্যবাদিতায় যুবকদ্বয় সুলতানের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। সেদিন তাঁহারই সমক্ষে গুরুর প্রতি তাঁহার অপেক্ষাও অধিক মান্য দেখাইতে পারায় জন্য উদারচেতা সুলতান যুবকদিগের সুশিক্ষাই উপলব্ধি করিলেন। অসন্তোষ রহিল না।

সুলতান একদিন শেখ সাদিকে সভায় আনয়ন করিয়া বলেন "আমাকে কিছু উপদেশ দিন"। সাদি বলেন "সৎকর্মের পুণ্য ভিন্ন পরকালে কিছুই লইয়া যাইতে পারিবে না। রাজা ঈশ্বরের ছায়া। ছায়ার অবয়বগুলি আসলের অনুরূপ হওয়া উচিত। সকলবিষয়েই প্রজার সুবিধাচিন্তা—অবহিতচিত্তে ও করুণাপূর্ণ হৃদয়েইহাদের সুপালন চেষ্টাভিন্ন—কোন

উদ্দেশ্যই পোষণ করিত না। আসলে কোন দুষ্ট বুদ্ধি নাই; তাহার ভাবও থাকে না। সকল স্থানেই ছেলেদের ও প্রজাদের স্বভাব ভাল হয়।"

শেখ সাদির কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। প্রবাদের অনেকগুলি পদ তাঁহার পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

(ক) বড় পদে পড়িলেও বড় নয়। ধূলি আকাশে উড়িলেও ধূলি।

(খ) মৃত বাঘের অপেক্ষা জ্যান্ত কুকুর অনেক ভাল।

(গ) যে ব্যক্তি প্রাণের ভয় করে না এবং পুরস্কারের প্রত্যাশা রাখে না, সেই ব্যক্তিরই পরামর্শ রাজার প্রণিধান করিয়া শুনা উচিত।

(ঘ) কোরাণের ধর্মনীতি ব্যবহারে "পালন" জন্য ভগবান উহা দিয়াছেন। আবৃত্তি জন্য নয়। [—সকল শাস্ত্রে উপদেশের সম্বন্ধেই এই কথা ঠিক।]

(ঙ) প্রত্যহ নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখ যে সমস্ত দিনের কার্য্য গুলি কামাদি ষড়্ রিপুর ক্রীত দাস হইয়া করিয়াছ না, ঈশ্বরের ক্রীত দাস ভাবে করিয়াছ?

(চ) তানপুরার সুর যতক্ষণ ঠিক থাকে ততক্ষণ গায়ক উহার কান মোচড়াইয়া দেয় না। নিজে সংযত থাকিলে প্রকৃত পক্ষে কোন বিপদই নাই।

(ছ) বলবান হিংস্রক অপেক্ষা পরিশ্রমী নিরীহ লোককে মান্য করিতে শিক্ষা কর। পশুরাজ সিংহ অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে ভারবাহী গর্দ্দভ ভাল। [—কতদিনে আমরা নিজেদের সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সকলেরই সদ্‌গুণের মান্য করিব।]

(জ) গভীর জলে প্রস্তর ফেলিলে জল ময়লা হয় না। প্রকৃত ধর্ম্মাত্মাদিগেরও সামান্য কারণে চিত্ত চাঞ্চল্য হয় না।

(ঝ) দেহ মাটিতেই যখন পরিণত হইবে—তখন পূর্ব্ব হইতেই "মাটির মানুষ" হও।

(ঞ) নিজের পরিশ্রমার্জ্জিত শাকান্ন অপরের বাড়ীর মহাসমারোহের মহাভোজের নিমন্ত্রণে প্রদত্ত খাদ্য অপেক্ষা রুচিকর ও তৃপ্তিকর।

এডুকেশন গেজেট।

২২শে মাঘ ১৩১৬ সাল ইং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯১০ সাল

বাঙ্গালার জেলাবোর্ড।

১৯০৮-৯ সালের বাঙ্গালার জেলাবোর্ড সমূহের কাজ কর্ম সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনরগণ যে রিপোর্ট দেন সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে—

বৎসরকাল মধ্যে জেলাবোর্ড অথবা স্থানীয় বোর্ডের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই, কেবল খুলনা জেলায় দৌলৎপুরে একটি নূতন ইউনিয়ন কমিটী হইয়াছে। মোট ৫১টি ইউনিয়ন কমিটীর আয় বৎসরকাল মধ্যে ১৭ হাজার ১৮০ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ১৬ হাজার ৯১৩ টাকা। এতদ্ব্যতীত তৎপূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকাও কিছু ছিল। মোট ব্যয় হইয়াছে ১৬ হাজার ৫২৪ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল ১৬ হাজার ৫২ টাকা।

জেলাবোর্ডগুলির পূর্ব্ববৎসরের মোট উদ্বৃত্ত ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার ২৪৫ টাকা ছিল। এ বৎসরে সকল রকমে (প্রাদেশিক আদায়, সুদ, খোঁয়াড়, শিক্ষাবিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ, বৈজ্ঞানিক এবং অপরাপর বিভাগ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি, ফেরিঘাট প্রভৃতি, দান, ঋণ গচ্ছিত, অগ্রিম, অন্যান্য) ৭৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ২০ টাকা আদায় হইয়াছে। উদ্বৃত্ত টাকা এবং এ বৎসরের আদায়ী টাকা মোট ১ কোটী ৭ লক্ষ ২৭ হাজার ২৬৫ টাকার মধ্যে বৎসরকালে ব্যয় হইয়াছে ৮৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪১৭ টাকা। উদ্বৃত্ত আছে ২১ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৪৮ টাকা।

শিক্ষার জন্য এ বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ১২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৭০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল ১১ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৯০ টাকা। প্রাথমিক স্কুল সমূহের জন্য গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য করিতে গবর্ণমেণ্ট যত টাকা দিয়াছিলেন তাহার সব টাকা খরচ হয় নাই, তাহার কারণ, কোথাও ঐরূপ গৃহনির্ম্মাণ করিতে যত টাকা মোট খরচ হইবার কথা তাহার একতৃতীয়াংশ স্থানীয় লোকের নিকট হইতে আদায় দেখাইতে পারিলে অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ গবর্ণমেণ্ট দিবেন এইরূপ কথা আছে। ঐ একতৃতীয়াংশ টাকা স্থানীয় লোকের নিকট হইতে অনেকস্থলেই আদায় দেখাইতে না পারায় গবর্ণমেণ্ট সাহায্যও ঐ সকল স্থলে দেওয়া হয় নাই। কাজেই অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিয়া গিয়াছে। এই উদ্বৃত্ত টাকা ফেরত জমা দেওয়া হইয়াছে। এরূপ হইলেও প্রাথমিক স্কুলসমূহের জন্য গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারে বৎসরকাল মধ্যে কতকটা উন্নতি হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চপ্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৎসরকাল মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া ২২৫৫ স্থলে ২৩৬৮ হইয়াছে। এবং সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চপ্রাথমিক এবং নিম্নপ্রাথমিক স্কুল সমূহে বালক ৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩০২ এবং বালিকা ৮২ হাজার ৬৩৫ শিক্ষা পাইয়াছে। ১৯০৭-৮ সালে ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৩১ বালক এবং ৭৭ হাজার ৯০২ বালিকা শিক্ষা পাইয়াছিল। একমাত্র হুগলী জেলা ব্যতীত আর সকল জেলাতেই শিক্ষার জন্য ব্যয় প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে যত টাকা হইবে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছিল তদপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে।

বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, খুলনা, সাহাবাদ, সারণ, দারভঙ্গ, ভাগলপুর; বালেশ্বর হাজারিবাগ রাঁচি ও মানভূম—এই এগারটি জেলায় জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছে। অনেক স্কুলে ফ্লাইশাটল তাঁতের প্রচলন করা হইয়াছে বলিয়া বোর্ড রিপোর্টে লিখিয়াছেন। এ সকল স্কুলের কিন্তু মোটের উপর এ সম্বন্ধে উন্নতি তেমন উৎসাহপ্রদ হয় নাই। ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, উপযুক্তরূপ তত্ত্বাবধান বিহীন এই সকল স্কুলে সাহায্য করা অপেক্ষা শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ে যাইয়া ছেলেরা যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য দানের ব্যবস্থা রাখিলে উপস্থিত অবস্থা বিবেচনায় শিল্পাদি শিক্ষাদান সম্বন্ধে বোর্ড অনেকটা ভাল কাজ দেখাইতে পারিবেন।

সপ্লিমেণ্টারী এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল

বর্ণমালানুসারে

প্রথম বিভাগ

আবদুল নাইম আগরতলা, আবদুর রহমন সিলেট, অধিকারী জ্যোতিষ কান্তি নবেন্দ্র কৃষ্ণনগর, অস্তু মাউন রেঙ্গুন, আজিজুদ্দীন মঃ চৌধুরী হবিগঞ্জ।

বাগচি কৃষ্ণদাস কলিকাতা [illegible], বৈরাগী ভুবন চুঁচুড়া ফ্রিচর্চ্চ, বলদেব সহায় গয়া সাহেবগঞ্জ।

বন্দ্যোপাধ্যায়—অম্বিকা আর্গা মিশন, বঙ্কিম দার্জ্জিলিং, বিভূতি বাঁকুড়া হিন্দু, বিমান কলিকাতা ডাফ, দ্বিজেন্দ্র রামপুরহাট, যতীন্দ্র কাগ্রাম; যতীন্দ্র বনগাঁ, যতীশ প্রাইভেট, কালিদাস কেশব একাঃ, কেদার সাউথ সুবঃ, মদন মিত্র ইনঃ, মণীন্দ্র রামপুর হাট, মণীন্দ্র নবাব বাহাদুর ইনঃ মণকুমার মানভূম জিলা, নরেন্দ্র কটক পি এম একাঃ পঞ্চানন উলুবেড়িয়া, প্রথম হুগলী ব্রাঞ্চ, প্রতিভা সিটি, শৈলেন্দ্র গড়বাটী, সুবোধ আড়া, ঠাকুরদাস দৌলৎপুর, উপেন্দ্র সিটি।

বাড়জোলাই গণেশ গৌহাটী, বড়ুয়া বিনন্দী রাম ঐ. হেরম্ব জোড়হাট।

বসু—অমর বঙ্গবাসী, অমিল ভবানীপুর এল এম এস অধিনী বর্দ্ধমান আলবার্ট, বীরেন্দ্র ভবানী-

পুর এল এম এস, কৃষ্ণকিঙ্কর মিত্র টনঃ, কুমার কৃষ্ণ স্কটিস চর্চ্চ পঞ্চানন চন্দ্র সেণ্ট্রাল, পঙ্কজ নীলস ক্রী, রবীন্দ্র মেট্রো বসুনাথ সরকার সোণারঙ্গ।

অক্ষয় দুর্গাপ্রসাদ মেদিনীপুর।

ভট্টাচার্য্য—বৈদ্যনাথ জিয়াগঞ্জ, বিধু সিরাজগঞ্জ, বীরেন্দ্র আগরতলা, চন্দ্র ভূষণ মেট্রো, গোবিন্দ মুস্তক, কেদার টাঙ্গাইল, মণীন্দ্র বাবুলিয়া, রাধা, সেণ্ট্রাল মধু বসিরহাট; শিবশঙ্কর নাটোর, সুরেশ কুচিয়াকোল।

বিশ্বনাথ সরকার বাঁকীপুর; বিশ্বাস—আজিত্তা লতাগড়া; শীরেন্দ্র মিশন; শ্রীকৃষ্ণ ভবানীপুর এল এম এস।

চক্রবর্ত্তী—অবিনাশ কোরিঙ্গীপাড়া; অতুল জয়পুর ফকিরদাস, বিজয় কিশোরী জুবিলি; চারু প্রাইভেট; দেবেন্দ্র নোয়াখালি, সতীন্দ্র কালনা-রাজ, যোগেন্দ্র প্রাইভেট কার্ত্তিক নাটোর মহারাজ; ললিত সাউথ সুবর্ণম; মাখন রাজা দুর্গা; সরোজ গড়বেতা; শ্রীনাথ আগরকল; তারাপদ লোহাগড়া। চন্দ্র রাসবিহারী বরিশাল ব্রজ; উমেশ আড়াই হাজার।

চট্টোপাধ্যায়—অতুল সাউথ সুবঃ আশুতোষ বীরভূম, দেবেন্দ্র কাঁদিরা; গোলোক পলাশডাঙ্গা কিরণ সুনাম গঞ্জ; মুরলীধর উত্তরপাড়া, শৈলেশ্বর নৈহাটী মহেন্দ্র; সোমনাথ শীলস ফ্রি; সুরেন্দ্র বালি রিভার্স তারক শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা, উপেন্দ্র বরিশাল ব্রজ। চৌধুরী—পার্ব্বতী নারায়ণ উকিল টনঃ; রাধাপদ ভাগলপুর; রামকানাই বাগনান; সতীশ পাবনা টনঃ।

দাস—আশু চুঁচুড়া ফ্রিচর্চ্চ; হরি দৈপলা; যাদব উলিপুর; কামিনী গোলক; ললিত সাউথ সুবঃ, নরেন্দ্র সতীর পাড়া; সতীশ বানরীপাড়া; সতীশ সিরাজগঞ্জ, তুলসী বরিশাল ব্রজ; দাস ঘোষ বীরেন্দ্র বিক্রমপুর; দাসগুপ্ত কামেশ বরিশাল ব্রজ।

দত্ত—অনাদি কমিল্লা; ভূপেন্দ্র সরাইল, গোপাল মেকলিগঞ্জ; কৃষ্ণ ফরিদপুর, নগেন্দ্র কুচিকোল, নরেশ সিটি শুকুমার নড়াইল,

দে—গজেন্দ্র প্রাইভেট নিতাই ডাফ্‌, পশুপতি পাবনা, দেবকীনাথ করিমগঞ্জ; দে মজুমদার সুরেশ চন্দ্র যোগিনী; ধর—সুরেন্দ্র কিশোরগঞ্জ, উপেন্দ্র কমল্লা, রামকাপ্রসাদ গয়া টাউন।

নৈজুদ্দীন আহম্মদ ঢাকা মাদ্রাসা, গঙ্গোপাধ্যায়—মন্মথ বঙ্গবাসী, মতি সেরাজগঞ্জ।

ঘোষ—বিনোদ বরিশাল ব্রজ, চারু বারুইপুর; ধীরেন্দ্র আগা টনঃ, গিরিশ কুচিয়াকোল, কালীনাথ খয়াবিরা, কুমুদ রাজসাহী ভোলানাথ নগেন্দ্র ফুলতলা, নগেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা, নির্ম্মল চুঁচুড়া ট্রেনিং পেয়্যারী নবাবগঞ্জ; সুরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণপাঠশালা, ঘোষাল নীরদ নিউইণ্ডিয়ান গিরি দেবেন্দ্র বালেশ্বর, গিরিজানন্দনপ্রসাদ দানাপুর। গোস্বামী গিরিকান্তি, সিংহদত্ত গোঁসাই। গুহ ব্রজেন্দ্র নোয়াখালি, গুহঠাকুরতা আশু প্রাইভেট, গুপ্ত কালীপদ ক্রমকা, মণীন্দ্র স্কটিশচর্চ্চ, সৌরেন্দ্র কাঁচি সেণ্টপল-গুরু মহাদেবাশ্রম দারোগা উডেন

ঘরিনন্দন সহায় বাঁকিপুর, জগমোহন প্রাইভেট জাহাঙ্গীর হিরন্মী মান্দ্রাজ, জিতেন্দ্র মজঃফরপুর মুগেশ্বর প্রসাদ টি এস জুবিঃ, জয় সুধীর প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণপাঠশালা, তরাজ রাসবিহারী শীলস ফ্রী, কর্ত্তার পঙ্কজ লক্ষ্মীপাশা, ধরা আশুতোষ মেদিনীপুর, খায়রুল্লাদ প্রাইভেট নন্দ দেবেন্দ্র সিলেট।

মহঃ—আসাহুল্লা রাজসাহী ভোলানাথ জিয়ানাথ মুকাগাছা, মহবুব পিরোজপুর, মহাদ্রি বাল্লুর তত্ত্ব, মহাপাত্র নীলকণ্ঠ প্রাইভেট।

মৈত্র—বিশ্বমোহন কেশব একাঃ, হরিদাস খাজিপুর মিউনি, নিশিকান্ত রাজসাহী ভোলানাথ মজুমদার—নির্ম্মল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ, সতীশ কুচবেহার জেঙ্কিন্স, ক্ষিতি সেণ্ট্রাল সুরেন্দ্র স্বর্ণগ্রাম। মণ্ডল—মোহিনী খশাটি, শচীনন্দন প্রাইভেট। মান্না—নীলমণি শিক্ষক, শ্রীনাথ সালকিয়া।

মস্লেহুদ্দীন মালদহ জেলা, মল্লিক বিশ্বনাথ মৌলিক সুধীন্দ্র কৃষ্ণনগর। মংচিট রেঙ্গুন, কি ঐ কিয়াম আকারাব; একন পি মাঙ্গালে সান টুন শিক্ষক, টুন অং প্রাইভেট। মহঃ—শইরুজ্জমান গাইবান্ধা, মুকুল হুসেন মুজের ট্রেনিং। মং বা খিন রেঙ্গুন।

মিশ্র বক্তীশবাণীগঞ্জ। মিত্র—ক্ষিতীশ সতীর পাড়া নীরদ মর্টন, সুরেন্দ্র বাবুটিয়া। মফিজুদ্দীন আহমদ ঢাকামাদ্রাসা। মহঃ—মেশারফউল্লা পাবনা, ইসরাইল বাঁকীপুর, মুজাউদ্দীন চুঁচুড়া ফ্রিচর্চ্চ, আবদুস সালাম মজঃফরপুর।

মুখোপাধ্যায়—অমর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, অসিত সাউথ সুবঃ, বিভূতি বাঁকুড়া হিন্দু, বিনোদ বর্দ্ধমান আলবার্ট চন্দ্র বারিস্তার, ইন্দু চাতরা, যামিনী কালনা, জিতেন্দ্র কিশোরী জুবি, কালী কুচকচিয়া ক্ষিতীশ হুগলী ব্রাঞ্চ, ললিত মিত্র টনঃ, পাঁচুগোপাল জগৎপাড়া রাজেশ পাঁদড়া রামশঙ্কর কুচকচিয়া, সুধীর ঐ। মুরলী মনোহর প্রসাদ সারণ।

যাগবন্ধ প্রাইভেট, নন্দী মণীন্দ্র খলিসপুর, নারক নন্দী ভাস্তাড়া, নজিরুল হক ঢাকা, নিয়োগী প্রাণগোবিন্দ দীনহাটা। পাল—যতীন্দ্র রাধানগর, কামিনী প্রাইভেট, নকুল ভাণ্ডারহাটী নরেন্দ্র ভবানীপুর এল এম এস, উপেন্দ্র ঐ, পাল নিমাই মেদিনীপুর, পাণ্ডে পরমানন্দ মর্টন, পণ্ডিত বিশেশ নাটোর, পরমেশ্বর দয়াল আরা টাউন, পাঠক সতীশ মিশন; প্রধান শিবনারায়ণ মহিষাদল; প্রামাণিক যামিনী রাজসাহী। পুরকায়স্থ মহেন্দ্র সিলেট; রফিউদ্দীন আহামদ বাঁকিপুর; রঘুনাথ প্রসাদ মজঃফরপুর, রজন এ ট প্রাইভেট। রক্ষিত বসন্ত খালিসপুর; কানাই মেট্রো, পূর্ণ স্কটিস চর্চ্চ সন্তোষ নিউইণ্ডিয়ান রাম প্রসাদ সারণ রামচন্দ্র গয়া রসিক মিশন।

রায়—চারু বহরমপুর কৃষ্ণনাথ; ধীরেন্দ্র সিদ্ধকাটী; হেমন্ত কটক মিশন, হিমাংশু ঐ, যোগেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা; নগেন্দ্র প্রাইভেট নলিনাক্ষ ভগীরথপুর; রামরঞ্জন প্রাইভেট অবনী সিলেট রায় চৌধুরী বতীশ নাটোর, পশুপতি কালীঘাট; তারক টাঙ্গাইল।

সাহা—হরিপদ বক্স; যোগেন্দ্র মহমনসিং সিটি সামন্ত মন্মথ স্কটিস চর্চ্চ। সাম ইন বাস্টিং; সান্যাল রোহিণী রাধানগর; সর্দ্দার কুঞ্জ বসিরহাট।

সরকার—বিভূতি উলুবেড়িয়া; নগেন্দ্র প্রাইভেট, নীহার বেথুন। সেন গিরীন্দ্র ফরিদপুর। সেনগুপ্ত—চিত্তরঞ্জন উপ্পিসেবিঃ, নীলকান্ত সিটি, শৈলেশ উপ্পিসেবিঃ; সতীশ স্বর্ণগ্রাম, সুরেন্দ্র প্রাইভেট। সামসুদ্দীন বাঁকীপুর, সাজ্জাদ শিক্ষক।

সিংহ—ভোলানাথ কান্দি; কালিদাস মেট্রো; লোকনাথ টিকারী; শীতেশ কুমারখালি। সিংহ চৌধুরী পাঁচথুপি। সিংহরায় নগেন্দ্র ডাফ্‌। সরকার রবীন্দ্র স্কটিস চার্চ্চ, সৈয়দ মহঃ জামিদ পাটনা; ঠাকুর প্রসাদ গয়া টাউন, ইউ নারায়ণ প্রাইভেট, ওয়াজিহুদ্দীন মহম্মদ কটক মিশন

দ্বিতীয় বিভাগ

আবদুল—আলি চৌধুরী তেজপুর গবর্ণ, আজিম কলি মাদ্রাসা, গণি মিয়া পিরোজপুর, বলি প্রাইভেট, গোবি প্রাইভেট, হাকিম টিকে ঘোষ, হাকিম ২ ঐ, লতিফ খাঁ টাঙ্গাইল, মাজিদ ফেণী, মজিদ বালুর হাট, রকিব খাঁ কালীগঞ্জ, ওয়াহুদ কিশোরী জুবিঃ। আবদুর—রহমন সতীরপাড়া, রসিদ মিত্র গঞ্জ, রৌফ বাঁকীপুর, রাব এম এল জুবিঃ। আমুল—হোসেন মিয়া সন্তোষ, কাশেম হুগলী ব্রাঞ্চ, ওয়াদা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আবু মোখলেশ্বর ভোলা। অধিকারী—গঙ্গাবিষ্ণু হৃদয়গড়, মণীশ জেলিয়বাগ। এ এক বাদল সিটি এ এক এম আফতাব এম এল জুবি; আফসর আলি বিশ্বাস জোড়াদহ, আফসর উদ্দীন শৈলকুপা, আফতাব উদ্দীন খাঁ কিশোরী জুবিঃ। অগ্রদানী দুর্গা তুলাসার। আহমেদ হোসেন রংপুর ঐ খাঁ এম এল জুবি, আহমেদ হোসেন নবাবগঞ্জ।

আইচ—বিমল এম এল জুবি, পঙ্কজ ভবানীপুর এল এম এস, আখের মহঃমণ্ডল নাওখিলা, আখৌলী ত্রিজ খলিয়াম, আলি আহমদ খাঁ সন্তোষ, আলি আমজাদ কসবা, আলি ইসরাক ভোলা, আলি মিয়া নোয়াখালি, অধার খাঁ সিলেট অম্বিকা সাহেবগঞ্জ, এ এম ওয়াজি সিটি, আনামুল হক টি কে ঘোষ, ভিক্টেণ্ট এণ্ড নোয়াখালি; আনোয়ার হোসেন এম এল জুবি, আপতাপ সর্দার টালা, আসাদুল্লা সর্দার রাজশাহী কোলা, আসরফ উদ্দীন আহমেদ কলিকাতা মাদ্রাসা; খা দিন শিক্ষক, বদিয়ার রহমন নোয়াখালি

বাগচি—ব্রজেন্দ্র কুমারখালি, ফণীন্দ্র রাজসাহী কোলা, রমেশ সেণ্ট্রাল, শরৎ ভাগলপুর। বৈদ্যনাথ সহায় সারণ, বজরং সহায় প্রাইভেট। বক্স শশিকান্ত বগুড়া; বলরাম কিশোর গয়া টাউন।

বন্দ্যোপাধ্যায়—আদ্য রামগোপালপুর, অঘোর ঝিনিদহ, বলাই সালকিয়া, বামদেব গড়বাটী, বঙ্কিম জাতা, বসন্ত সাউথ সুবঃ; ভোলানাথ খাখড়া, ঐ আর্য্য মিশন, বিভূতি বর্দ্ধমান আলবার্ট, ঐ মালিবাড়া, বিজয় কেশব একাঃ, বীরেন্দ্র সেনহাটি, চন্দ্র আর্য্য মিশন, বরণী প্রাইভেট, বীরেন্দ্র বেথা, গোকুল বাঁকুড়া হিন্দু, তারসাধন কৈকালা, দেবেন্দ্র ভবানীপুর এল এম এস, যতীন্দ্র সাউথ সুবঃ, জিতেন্দ্র

নিরঞ্জন বরিশাল জজ, কপি লেনহাটি; শ্রীশ চুনরাওন, শীতল প্রসাদ বাকীপুর; শীর নীলকান্ত রংপুর; সিংহ-শীকান্ত গয়া টাউন; শক্তি লিকক কমলেশ্বরী টি এন জুবি. রবীন্দ্র ওথি মরণ; পঙ্কজ মহিষাদল, সুধাংশু সুরত্নছিয়া; সুরেশ বর্দ্ধমান আল রাউ; সিংহ রায় কমল মিত্র ইনঃ; সিরাজুদ্দীন পাণ্ডুয়ার।

সোম যতি খাগেরহাট, মুনাহার আলি সিলেট; সৈয়দ আবদুল হাই চিকেখোৰ; সৈয়দ আমানতুল্লা নবাবগঞ্জ; সৈয়দ মঃ বাজিদ কলিকাতা মাদ্রাসা; সৈয়দ শামছুল আলাম আরাম্বা; সৈয়েদ রহমন সুরুক; তমিজুদ্দীন বেগ মাগুবিলা; তরকদার চাক; মুক্তাগাছা, ঠাকুর বাসুদেব উইলিয়ম হাই; টাকপাঠী প্রাইভেট, ত্রিবেণী জগৎ বাঁচি উকিল পুণ্যবাম সোনাপার; মিশির আলি এ. সিরাজগঞ্জ বনোয়ারী।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] গত শনিবার খাঁ বাহাদুর সামসুল আলমের হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দত্ত গুপ্তের বিচার পুলিসকোর্টে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইনহোর নিকট হয়। বাদীপক্ষে মিঃ হিউম ছিলেন। বিচারকালে আদালত গৃহে কেবল কয়েকজন মাত্র উকিল ও সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদিগকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই পুলিশ পাহারা রাখা হইয়াছিল। হত সামসুল আলমের আর্দালি বিশেশ্বর মিশ্র, পুলিস সার্জ্জন মিঃ বেয়ার্ড, আল্লাদাদ খাঁ নামক একজন বরকন্দাজ, বরকন্দাজ রামধন, পুলিশ সওয়ার আলি মহম্মদ খাঁ, কনষ্টেবল খাদো সিং ও রামরতন সিং, সার্জ্জেন্ট গ্রীন ও হোয়াইট, কনষ্টেবল রামগোলাম সিং, আলিপুর জজ আদালতের পেসকার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার মিঃ পোটল্যাণ্ডের কেরাণী, দালাল শিউবক্স দত্ত, ডেপুটী পুলিস কমিশনার মিঃ টেগার্ট, ওয়াটালু থানার ইনস্পেক্টর মিঃ লারকিন সার্জ্জেন্ট মিঃ বেকার,—ব্যাথগেট কোম্পানীর ডাক্তার মিঃ হোয়াইটল—ইহাদের সাক্ষ্য লওয়ার পর আসামীর কোন কথা বলিবার আছে কি না ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করায় আসামী বলে "আমি এখানে কোন কথাই বলিব না।" সাক্ষী মানার কথায় বলে "আমি কোন সাক্ষী মানিব না"। ম্যাজিষ্ট্রেট অতঃপর আসামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ও ৩০৭ ধারা (খাঁ বাহাদুর সামসুল আলমকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা এবং সওয়ার আলি আহমেদ খাঁকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধ) অনুসারে অভিযুক্ত করতঃ হাইকোর্টের দায়রায় সোপরদ্দ করেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হাইকোর্টের দায়রায় প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের নিকট বিশেষ জুরী লইয়া আসামীর বিচার আরম্ভ হয়। এডভোকেট জেনারেল, মিঃ আলি ইমাম, মিঃ শেলি ব্যানার্জ্জি ও মিঃ হিউম সরকার পক্ষ সমর্থন করেন। আসামী পক্ষে কেহ না থাকায় প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের অনুরোধে ব্যারিষ্টার মিঃ এন সি সেন তাঁহার পক্ষে উপস্থিত হন। প্রধান বিচারপতি মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিবার পর ক্লার্ক অফ দি ক্রাউন আসামীকে তাহার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ শুনাইয়া দেন। আসামী তাহাতে কোন উত্তর দিল না। মিঃ সেন বিচারপতি মহাশয়কে বলিলেন যে. তিনি তাঁহার মক্কেলের (আসামীর) নিকট হইতে তাহার পক্ষ সমর্থন জন্ত উপদেশ চাহিয়াছিলেন, সে কোন উপদেশ দেয় নাই, দোষ স্বীকার করিবে এই কথা বলে। তাঁহার ইচ্ছা. সুবিচারের অনুরোধে ডাক্তার দ্বারা উহার মনের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়, নিম্ন আদালতে উহার এই হত্যাসম্বন্ধে কোন অভিপ্রায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। প্রধান বিচারপতি মহাশয় আসামীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত, আমি ব্যারিষ্টার মিঃ সেনকে তোমার পক্ষ সমর্থনের জন্ত অনুরোধ করি, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। তুমি কি চাও যে তিনি তোমার পক্ষ সমর্থন করেন?" আসামী কোন উত্তর দিল না। ইণ্টারপ্রিটার প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের কথা আসামীকে পুনরায় শুনাইলে আসামী বলিল, "না ধর্ম্মাবতার আমি কোন উকিল ব্যারিষ্টারকে আমার পক্ষ সমর্থন জন্ত চাহি না।" প্রধান বিচারপতি মহাশয় বলিলেন, আসামী অপরাধ স্বীকার করিলেও আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ দেওয়া হউক। অতঃপর বিশেষ জুরী নির্ব্বাচন হইলে এডভোকেট জেনারেল জুরীদিগকে মোকদ্দমার কথা বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর সাক্ষীদিগের জবানবন্দী লওয়া হইল। প্রধান বিচারপতি মহাশয় আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?" উত্তর—"না।" "তুমি সাক্ষী দেওয়াইতে চাও?" উত্তর—"না।" অতঃপর প্রধান বিচারপতি মহাশয় জুরীদিগকে মোকদ্দমার অবস্থা ও আইন বুঝাইয়া দেন এবং সেই প্রসঙ্গে বলেন যে, অপরাধ যখন সাব্যস্ত হইয়া যায় তখন সেই অপরাধ কি অভিপ্রায়ে করা হইয়াছিল তাহা না জানা গেলে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। জুরীরা সকলেই আসামীকে হত্যাপরাধে দোষী বলায় প্রধান বিচারপতি মহাশয় আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

গত শুক্রবার হাইকোর্টে অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকার সময় জজ সাহেবদের একটী সভা হইয়াছিল। ব্যারিষ্টারদের সভা হইতে, উকিলদের সভা হইতে ও এটর্ণি সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। যে সমস্ত নিকর্ম্মা লোক হাইকোর্টে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে যাহাতে আর হাইকোর্টে প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে আলোচনা করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

খাঁ বাহাদুর সামশূল আলমের হত্যাব্যাপারে সংস্রব সন্দেহে ধৃত কৃষ্ণনগরের উকিল ও কৃষ্ণনগর আইন কলেজের প্রোফেসর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার মুহুরী নিবারণ চন্দ্র মজুমদার শর্টহাণ্ড টাইপিষ্ট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি এবং সতীশ চন্দ্র মজুমদার ইহাঁদিগকে হত্যাব্যাপারে সহায়তা করণরূপ অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ডাকাইত দল সংসৃষ্ট বলিয়া ইহাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার হইবে। বাবু অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়কে এক হাজার টাকার জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে এখন অভিযোগ বিনা লাইসেন্সে রিভলভার রাখা। বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ মিত্রের পিতা পুত্রকে বিশেষ সাবধানে রাখিবেন স্বীকৃত হওয়ায় জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ছোটলাট বাহাদুরের অভিপ্রেত মত পুলিশ কমিশনর নিম্নলিখিত চারিজনকে পুরস্কৃত করিয়াছেন:—(১) হাইকোর্টের দরওয়ান রামধনি কাহার। এই ব্যক্তি সামশুল আলমের হত্যাকারী আসামীকে ধরিয়া দেয়। ইহাকে সনদ ও নগদ ৪০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। (২) সওয়ার আলি আহমদ খাঁ। এই ব্যক্তি আসামীকে তাড়া করে, আসামী ইহাকে গুলি করে, আশ্চর্য্যরূপে বাঁচিয়া গিয়াছে। ইহাকে সনদ ও নগদ ২০০ টাকা। (৩) ওয়াটালু থানার

কনষ্টেবল রামজনম সিং। এই ব্যক্তি আসামীর হাত ধরিয়া ফেলে এবং সেই জন্য আসামী আর কাহাকেও গুলি করিবার সুবিধা পায় নাই। ইহাকে সনদ ও ২০০ টাকা। (৪) অস্ত্রধারী পুলিসের কনষ্টেবল ধরম সিং। এই ব্যক্তি আসামীকে গ্রেপ্তার করণে সহায়তা করিয়াছিল। বড়বাজার থানার ইনস্পেক্টর বাবু সুরজচন্দ্র ঘোষ রামধনি কাহারকে একটি রূপার ঘড়ি ও চেন পুরস্কার দিয়াছেন।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমার অবশিষ্ট পাঁচ জন আসামীর পুনর্বিচারের শুনানি শেষ হইয়াছে। বিচারপতি হ্যারিংটন এখনও রায় প্রকাশ করেন নাই। হিতবাদীর মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ সূচক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগের বিচারও শেষ হইয়াছে। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী রায় প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা সার্পেন্টাইন লেনে ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের সব ইনস্পেক্টর বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দুকের গুলিতে হত হন। (৯ই নবেম্বর ১৯০৮), তাঁহার মাতা ব্যতীত আর কেহই উত্তরাধিকারী ছিলেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মাতাকে একটি জায়গীর দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু মাতা অল্পদিন পরেই মারা যান। নন্দবাবু মজফরপুরে তাঁহার মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই ঐ জায়গীর দিয়াছেন। জায়গীরের পরিমাণ ২১৮৩ বিঘা। বার্ষিক উপস্বত্ব ১২৫০ টাকা। বাৎসরিক ৫০০৷০ টাকা সরকারী রাজস্ব দিতে হইবে। বংশে পুরুষ উত্তরাধিকারী কেহ না থাকিলে ঐ জায়গীর সরকারে পুনরায় লওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালে দান করিয়াছেন :—বাবু ললিত মোহন ঘোষ ৮নং কলেজ স্কোয়ার. ৩০০০৲. বাবু আনন্দরাম সংখাকৎ ৬৯ নং ক্রসষ্ট্রীট ৭০ টা পিতলের লোটা, মেঃ শুকসুখরে মদন গোপাল ৬৬ ক্রসষ্ট্রীট ১০০ টা মশারি, বাবু জ্যোতিঃপ্রকাশ নন্দী ৭৩।১ মার্সডেনষ্ট্রীট ১২ খানা কম্বল, বাবু সতীশ চন্দ্র দাসের বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ ৭৪ নং সার্পেন্টাইন লেন ১৫ টাকা, ম্যানেজার আয়াটুন জুটমিল কুলের জন্য ৫০ টাকা, বাবু কিশোরী মোহন শিকদার সবজন জামা, গরম কাপড়ের জন্য ১০ টাকা. বাবু বিমলেন্দ্রনাথ সেন ৪১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ১০ খানা কম্বল।

কলিকাতা চীৎপুর চকের মেসার্স এ সি কুণ্ডু এণ্ড কোম্পানীর দোকান হইতে একটা পাঁচনলা রিভলভার চুরিযায়। পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আসাকাঙ্কোলা তাঁহার এই রিভলভারটী উক্ত কোম্পানীর দোকানে মেরামত করিতে দিয়াছিলেন। পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ বিশেষ সন্ধান করিতেছেন।

[আসাম] বাবরজের মহারাজ কামাখ্যা সংস্কৃত টোলের বাড়ী প্রস্তুতের জন্য দুইশত টাকা সাহায্যদান করিয়াছেন।

[যুক্তপ্রদেশ] বিশের মহারাজ অমৃত বাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, সঞ্জীবনী ও বঙ্গবাসী এবং আর ছয়খানি সংবাদ পত্রের প্রবেশ রহিত করিয়া দিয়াছেন।

[পঞ্জাব] অমৃতবাজার পত্রিকার লাহোরস্থ কোন সংবাদ দাতা উক্ত পত্রে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বিগত ২৭শে জানুয়ারী সন্ধ্যার পর এক জন পুলিশ কনষ্টেবল রাজ মহম্মদ খাঁ নামক এক জন পুলিসের সব ইনস্পেক্টরকে গুলি মারিয়া হত্যা করিয়াছে। তাঁহার ভৃত্যকেও গুলি মারিয়াছিল। ভৃত্য মরে নাই। অতঃপর পুলিসের ইনস্পেক্টর সাহ ইনাম খাঁকে মারিতে যায়। সেই সময়ে ধরা পড়িয়াছে।

[বোম্বাই] গত ২৮শে জানুয়ারী অপরাহ্নে বোম্বাইয়ে "সিড্‌নি" নামক ফরাসী মেল বোট হইতে যখন যাত্রীরা নামিয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে পরমিট কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা একজন যাত্রীর পোঁটলাপুঁটলী পরীক্ষা করিয়া দেখেন, কিন্তু কিছুই পান না। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করায় একটা ব্রাউনিং পিস্তল টোটা এবং রাজ বিদ্রোহ সূচক পত্র ও পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে। জুতার মধ্যে এবং জামার সহিত সেলাই করিয়া ঐ সকল রাখা হইয়াছিল। লোকটি মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ। ইহাঁকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করা হয়। বয়ঃক্রম প্রায় ৩০ বৎসর। মার্সিলিস হইতে আসিতেছিলেন। ফরাসী মেল বোট যে বন্দরে আসিয়াছিল সেই বন্দরে যে সকল ভারতবাসী আসিয়া নামিবে তাহাদের উপর ঐ পরমিট কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সম্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছেন। বোম্বাই এসপ্লানেড পুলিস আদালতে ইহাঁর বিচার হয়। বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্রাদি চালান করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ইহাঁর সশ্রম আড়াই বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

[সাধারণ] বোমা বিভ্রাট ও ডাকাতি প্রসঙ্গে বিগত কয়েক সপ্তাহ হইতে ভারতের অনেক স্থানে খানাতালাসী হইতেছে। নাসিকের হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে বোম্বাই, পুনা, নাসিক প্রভৃতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নানা স্থানে খানাতালাসী হইতেছে। লাহোরাঞ্চলে রাজদ্রোহ মোকদ্দমা ও রাজদ্রোহ মূলক পুস্তক প্রকাশ উপলক্ষে অনুসন্ধান চলিতেছে। পাতিয়ালায় রাজদ্রোহের মোকদ্দমা হইতেছে। আম্বালায় বোমা ব্যাপার লইয়া ঐ অঞ্চলের নানা স্থানে খানাতালাসী চলিতেছে। বাঙ্গালায় চিংড়িপোতা, নেত্ড়া, বাজিতপুরের ডাকাতির মোকদ্দমা এখনও মিটে নাই। হলুদবাড়ী ও ফরিদপুর এবং রাজসাহীর ডাকাতি উপলক্ষে খানাতালাসী চলিতেছে। ডাকাতি ও খাঁ বাহাদুর সামসুল আলামের হত্যা উপলক্ষে কলিকাতায় খানাতালাসী চলিতেছে। দেশের এই সকল অশান্তি নিবারণ জন্য দেশবাসী সকলেরই গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে প্রত্যবায় ও বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে

মধ্য ইংরাজী পরীক্ষার বৃত্তি।

৪৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি। ১৯১০ ইংরাজী সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩ বৎসরের জন্য।

চট্টগ্রাম জেলা

পরেশ প্রসাদ মজুমদার বরমা এম ই স্কুল।

ত্রিপুরা জেলা

হাসান আলি রাঢ়ি ফয়জাবাদ এম ই স্কুল আবদুল করিম চাঁদপুর গণি। নবকুমার চৌধুরী পায়েরখোলা,

নোয়াখালি জেলা

আলি করিম বেগমগঞ্জ,

মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষার বৃত্তি।

মাসিক ৪৲ টাকা হিসাবে চারি বৎসরের জন্য, ১৯১০ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে।

চট্টগ্রাম জেলা

নাজির আহামদ চট্টগ্রাম. নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ছোট কুমিরা। নন্দকুমার ক্রিশ্চিয়ান রাঙ্গামাটী মিশন বোর্ডিং।

ত্রিপুরা জেলা

বসন্তকুমার পাল রামচন্দ্রপুর মডেল, দেবেন্দ্র নাথ গুহ পাইকপাড়া, কামিনীকুমার চক্রবর্তী বাকিলা, আবদুল জব্বার চান্দুরা এমই,

নোয়াখালি জেলা

কামিনী কুমার নাথ দালালবাজার,

উচ্চ প্রাইমেরী পরীক্ষার বৃত্তি।

মাসিক ৩ টাকা হিসাবে দুই বৎসরের জন্য।

চট্টগ্রাম জেলা।

[illegible]মধকৃষ্ণ দত্তিদার—দ্বিতীয়, শ্রীমতী মনোমোহিনী —শরচ্চন্দ্র স্কুল। বাবু মিঞা—নন্দীর হাট। [illegible] হোসেন—সৈদবাড়ী সার্কেল। ভাকল [illegible]—কচুয়ামীল, আবদুর রউফ—কয়েরহাট, [illegible] আহাম্মদ—হার্ভাজ সর্কেল।

রামনচন্দ্র চাকমা—রাঙ্গামাটী মিশন, রামচন্দ্র [illegible]—কালিমছড়া।

ত্রিপুরা জেলা।

[illegible]চন্দ্র নাথ—হরিণধরা, কুসুমকামিনী বসু [illegible] ফয়জন্নিছা বালিকা স্কুল। মহেন্দ্রকুমার [illegible]—চাঁদপুর, আবু আবেদ—সাহাবাজপুর, [illegible]মোহন সাহা—মাছিমারা, ওসমান আলী—[illegible]পুর, আখলচন্দ্র পাল—খিদিরপুর, রমণী-[illegible] মজুমদার—পাইকপাড়া, মনোরঞ্জন দে—[illegible]পুর।

নোয়াখালী জেলা।

[illegible]চন্দ্র ঘোষ—বড়ইতলা, নবদ্বীপচন্দ্র [illegible]—আবিরপাড়া, গোলাম হাইদর—জয়পুরা, [illegible]—চর বাঙ্গা, দীনবন্ধু নাথ—ব্রহ্মপুরা, [illegible]কুমার নাথ বটগ্রাম, অশ্বিনীকুমার ভৌমিক [illegible] মণ্ডল।

মুসলমান ছাত্রদের জন্য

বিশেষ বৃত্তি।

মধ্য ইংরাজী পরীক্ষার

[illegible] সীতাকুণ্ড মডেল হইতে মকবুল আহা-[illegible] ত্রিপুরা গুনিয়াউক মধ্য ইং হইতে গোলাম [illegible]। নোয়াখালী হাতিয়া কে, এম, [illegible]—ফজলল করিম।

মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষার

[illegible] সীতাকুণ্ড মিডল মাদ্রাসা হইতে—[illegible] আহামদ, মীরেশ্বরী সার্কেল হইতে সৈয়দুল [illegible] ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মধ্য হইতে—আল-[illegible]। নোয়াখালী নরোত্তমপুর সার্কেল [illegible]।

উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষার

[illegible] আনোয়ারা মইং হইতে আবদুল জলিল, [illegible]—আহাম্মদ রহমান। ত্রিপুরা [illegible] —আবদুল হাই। নোয়াখালী নও-[illegible] আহিবকুল হাতিয়া মাদ্রাসা—মকবর।

বিজ্ঞাপন

চাটার্জ্জি এণ্ড কোংর পুস্তকালয়ে—

পরীক্ষার পাঠ্য ও অতিরিক্ত সকল প্রকার ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক, অর্থপুস্তক, অভিধান, মানচিত্র, কাব্য ও উপন্যাস প্রভৃতি, উচিত মূল্যে ও উক্ত কমিশনে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। ৫১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতায় অর্ডার পাঠাইলেই অতি সত্বর প্রেরিত হইয়া থাকে। ৩,৭;১৩১৬

শিক্ষাসংক্রান্ত

পাবনা টেকনিকাল স্কুল, আমিন বিভাগ মইং বা মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র অথবা যাহারা এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ সমাধা করিয়াছে তাহারা আগামী ১৫ই হইতে ৩১শে মার্চ্চ মধ্যে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। ডাকটিকিট সহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলি পাঠান হয়।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An F A passed or plucked Hd master for the Dhunat M E school in the District of Bogra on Rs 25 to Rs 30 per month according to qualifications besides free board and lodgings.

An F A Hd master for the Gumla M E school on Rs 30 P M. Preference in to a Bengali domiciled Chota Nagpur or Bihar and possessing the above qualifications. Apply before 6th Feb.to Babu Sarat Chandra Chatterj. vice Chairman, District Board, Ranchi.

An F A and Training school man for the posts of Hd Pandit in the Sonamukhi Radhagobinda Institution. Apply before 15 Feb.

An Entrance passed on Rs 15 per mensem to be 6th master of the Bagnan H E school in the Dt of Howrah.

An M E Mahammedan teacher for the Mirpur Mufdiam M E Madrasah on Rs 8 a month with free board and lodging. Apply to Moulvi Nurmahammad. Po Mirpur, Dacca.

Additional Head master for H E school Singur on Rs 43 with free board and lodging on tuition and one 3rd year passed Normal Pandit on Rs 15 Tuition available to English knowing man. Apply with copies of testimonials to Babu Promatha Nath Burma Singur po Dt Hughly.

An Entrance passed Hd master for the Hoshnupur M E school on Rs 20 a month with free board and lodging po Saidpur, Dt Rungpur.

A 2nd master [Entrance passed or plucked] for Haragach M E school on Rs 18 a month. Po Kalidaharghat Rungpur.

An F A English teacher for the Adiabad middle Madrasah on Rs 25 po Amirabad, Dacca.

A graduate Hd master and a graduate Asst. master for a H E school and 2 Entrance passed teachers and one Normal 2nd year passed Pandit on Rs 50, 40, 20 and 8 respectively. Apply to S C Mukherjee, Dhabani. po Baliator Dt Bankura.

A cleark for the post of a Librarian of Sri-Durga Library on Rs 30 to 40 according to qualifications. M B Samty Dhabani, po Baliator, Bankura.

A B course graduate strong in Mathematics as assistant Hd master for the Sankari H E school on Rs 50 a month. Must stick at least 2 years. Po Sankari, Burdwan.

For the B N H E school near Lakashan A B Ry the following teachers. (1) A graduate asst Head master on Rs 50. (2) An Entrance passed or plucked F A Mahamadan asst teacher on Rs 25 to 80 (3) An English knowing Hd Pandit on Rs 25 (4) An English knowing qualified Maulavi on Rs 20 to 25. (5) A second

Pandit trained in the new system on Rs 16 with prospects. Po Mudafor-gong [Tippara].

A B A 2nd master on Rs 75 and a B A 3rd master on Rs 60 for Onkardi H E school, Dt Faridpur.

An F A or a plucked F A qualified according to the new rules as Hd master of the Tanua M E school, on Rs 17 or 15 respectively with free board and lodging. The place is 1½ miles off from the Basirhat Railway station po Basirhat.

A teacher for the Contai H E school on Rs 30 to Rs 34 P M. The candidate must be a plucked B A [B course] and qualified to teach Mathematics up to the Matriculation standard.

A B A plucked or an F A passed Hd master for the Faridpur M E school. Pay attached to the post is Rs 25 rising to Rs 30 per month. Private tuition available.

A plucked B A except Brahmin for Patdaha Gangadhar Institution Rs 20 per mensem. Boarding and lodging free. Apply to Babu Dwarka Nath Barman L M S Patdaha Sorisha po. Dt. 24 Pergs.

An Entrance passed 2nd master for M E school at Sagarpara *Dt* Murshidabad on Rs 10 P M. A Mahisya preferred. For private tuison free lodging and boarding.

A graduate on Rs 55 and two other F A teachers on Rs 30 each for the Serajgunge Banwarilal High school. Apply within 15th February

A graduate 2nd master on Rs 40 to 50 [according to qualifications] for the Siddhakati H E school. Apply before 10th of February Siddhakati po [Barisal]

A graduate and an F A as Asst. teachers of the B B H E school, Bera, Pabna on Rs 20 respectively. Candidates must stick to the post for two years. Apply to the Hd master.

Two English teachers having appeared for the B A examination H E 24 Perganas on Rs 25 each. Apply to the Hd master on or before the 15th Feb.

An A course graduate for the Putsuri H E school [Burdwan] on Rs 40 per month (with prospect of increments) Lodging free. Private tuition available.

A graduate strong in Mathematics for the Asst Hd master's post in the Ulubaria H E school, Dt Howrah, on Rs 45 with free quarters. Good private tuitions available.

An F A at present for one month near Mymensingh, on Rs 30 or more Girindramohon Datta Roy B L Pleader Mymensingh.

A B course B A capable of teaching Matriculation Mathematics and an Entrance for the Harina Bagbati H E school on Rs 30 and Rs 16 respectively Apply to the Asst. Secretary po, Bagbati [Pabna].

A Hd master [A course B A] for the J M Training school at Mozilpur, 24 Pergs on Rs 50, quarters free.

An F A 4th master for Maitani M E school. po Maitani, Dt. Backergunj on Rs 20 a month.

আহিরণ মইং স্কুলে মাসিক ১৩ টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল নূতন ত্রৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ আবা পাইবেন। জাতিতে বৈশ্য বণিক হওয়া চাই।

কেশবপুর মইং স্কুলে একজন এফ এ হেড মাষ্টার চাই। আহার, বাসস্থান এবং ২০ টাকা। প্রাইভেট পড়াইলে আরও ৩।৪ টাকা মিলিবে। লালগোলা পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

এণ্ট্রান্স পাশ একজন শিক্ষক ইংলিশ ও পাটিগণিত ভাল জানা চাই, মাসিক বেতন ১৫ টাকা। বাসা ও প্রাইভেট টিউসান পাওয়া যাইবে। জাতি এবং বয়স উল্লেখে ৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদন করুন। গোয়ালন্দ মইং স্কুল এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী পোঃ গোয়ালন্দঘাট জেলা ফরিদপুর।

আমাদের স্থানীয় চতুষ্পাঠীর জন্য জনৈক শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম্মাভিজ্ঞ ও আধুনিক পরীক্ষোপযোগী সংস্কৃত অধ্যাপনা করিতে সক্ষম একজন সরল পরীক্ষোত্তীর্ণ অধ্যাপক। আবা বাদে মাসিক বৃত্তি ৫ টাকা। আয় আর আছে শ্রীনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম বিক্রমপুর পোঃ কোতুলপুর (বাঁকুড়া)।

আবা বাদে ১৭ টাকা মাহিনায় ট্রেণ্ড জুনিয়ার একজন মুসলমান হেঃ পঃ। ২০ টাকা মাহিনায় এফ এ ফেল বা পড়া একজন মাষ্টার, মুসলমান হইলে আবা হিন্দু হইলে কেবল বাসা, উভয়েরই বেতন বৃদ্ধির আশা আছে। গোরসা মিডল মাদ্রাসা, পোঃ বিরূপুর, দিনাজপুর।

পোঃ অমর্ষি কাটরা মধ্য স্কুলে একজন নূঃ হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ ১০—১৩ টাকা ও আবা।

জেলা ফরিদপুর রামদিয়া পোঃ, গোবিন্দপুর গ্রামে একটী নূতন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইবে, তজ্জন্য এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। মইং পাশ সেকেণ্ড মাঃ। হেড মাষ্টারের বেতন মাসিক ১০ সেকেণ্ড মাঃ বেতন ৬ টাকা। উভয়েরই আবা পোঃ রামদিয়া, ফরিদপুর জেলা।

জলপাইগুড়ী জাতীয় বিদ্যালয়ের জার্ণিকুলার মাষ্টারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনৈক শিক্ষক। বেতন ২০ টাকা হইতে ২৫ টাকা। ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

এফ এ ফেল হেঃ মাঃ ১৬ টাকা ও আবা দেওয়া যাইবে। সদ্গোপ বা ব্রাহ্মণ হইলে ভাল হয়। আমনান মইং স্কুলের সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন, পোঃ পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলী।

জেলা বর্দ্ধমান, কোরার উচ্চ স্কুলে প্রাইভেট পড়াইতে একজন এণ্ট্রান্স পাশ মাষ্টার। বেতন ১৬ টাকা ও আবা। শ্রীজানকীনাথ সামন্ত প্রধান শিক্ষক। পোঃ বলগনা।

ঝিনকী হাটের স্বদেশী ভাণ্ডারের বস্ত্রাদি বিক্রয় ও হিসাবাদি রাখার জন্য দুই জন সচ্চরিত্র কার্য্যদক্ষ হিন্দু যুবক বেতন ৮ টাকা ও আবা দেব শ্রীবিজয় কুমার চন্দ্র বর্ম্মা মোহনপুর পোষ্ট অঃ জেলা ২৪ পরগণা।

অত্র গোরসা মিডল মাদ্রাসা স্কুলে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক কিম্বা ২য় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন মুসলমান হেঃ পঃ। বেতন আবা বাদে আপাততঃ ১৭ টাকা ও এণ্ট্রান্স পাশ এফ এ পড়া একজন মাষ্টার বেতন আপাততঃ ২০ টাকা মুসলমান হইলে আবা হিন্দু হইলে কেবল বাসা পাইবেন।

জেলা মালদহ, পোঃ হরিশ্চন্দ্রপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা ও বাসস্থান। প্রাইভেট পড়াইয়া আহারের সুবিধা হইতে পারে।

[উদ্ধৃত]

অনিরুদ্ধ মালা।

[প্রশ্ন ও উত্তর]

সংসার সমুদ্রের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হই-য়াছি। এ সময়ে কাহার শরণ লইব?

শ্রীহরির চরণপদ্মরূপ নৌকা আশ্রয় কর, সংসার সমুদ্রের পারে যাইতে পারিবে, আর নিমজ্জিত হইবে না।

যে দিকে যাইতেছি সেই দিকেই বাধা পড়িতেছে, এত বন্ধন কোথা হইতে আসিতেছে?

যে দিকে যাইতেছ, সেই দিকেই বিষয়ের অন্বেষণে যাইতেছ, এই বিষয়াসক্তিই তোমাকে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিতেছে।

তবে কি মুক্তি হইবে না?

যে দিন বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হইবে সেই দিনই মুক্তি পাইবে।

নরক কোথায়?

তোমার শরীরটাই ঘোর নরক। নরক কখন পরিষ্কৃত হয় না, শরীর প্রসাধনে তুমি কখন কোন উপকার পাইবে না।

স্বর্গের দুয়ারে কিরূপে পঁহুছিতে পারা যায়?

কামনা ও বাসনার ক্ষয় হইলেই স্বর্গের দুয়ার আপনা হইতে খুলিয়া যাইবে।

নরকের দূত কে? স্বর্গের দূতই বা কে?

যিনি কামনার বশে পাঁচজনকে উত্যক্ত করেন তিনি নরকের দূত। আর যিনি কামক্রোধ জয় করিয়াছেন তিনি স্বর্গের দূত।

এ সংসারে সুখে কে শয়ন করিয়া থাকেন? জাগ্রত থাকিয়া কে সুখ উপভোগ করেন? কাহারা শত্রুর ন্যায় কার্য্য করে, কাহারাই বা মিত্র?

যিনি সমাধিমগ্ন তিনিই সুখশায়িত। বিবেকী ব্যক্তি জাগরিত অবস্থায় সুখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণই মানবের শত্রু। ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে তাহারাই মানবের মিত্র হয়।

পৃথিবীতে কাহারা দরিদ্র, কাহারাই বা ধনী? কাহারা মৃতকল্প, কেই বা মৃত?

যাহার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না সেই দরিদ্র; যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট তিনিই ধনী। উদ্যমহীন ব্যক্তি মৃতকল্প। যাহার যশ নাই সে মৃত।

মানুষের নিজ নিজ মমতা ও অভিমান হাতে পায়ে শিকল বাঁধে। রমণীই সুরার ন্যায় মত্ততা আনে। কামাতুর ব্যক্তিই মোহান্ধ।

সংসারে শ্রেষ্ঠভূষণ কি? পরমতীর্থই বা কি?

চরিত্রের নির্ম্মলতাই মানুষের শ্রেষ্ঠভূষণ, পবিত্র অন্তঃকরণই পরম তীর্থ।

কিরূপে পরম ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত হইতে পারা যায়? কোন্ লোককে সাধু বলিয়া মনে করিব?

সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রবিচার ও তাহার গূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া এবং সংসারে দান এই তিনটী বিষয়ের দ্বারাই ব্রহ্মে আসক্ত হইতে পারা যায়। যিনি পরম বৈরাগী, যাঁহার জীবশিব জ্ঞান হইয়াছে তিনিই সাধু।

জ্বর অপেক্ষা অধিকতর প্রাণসংহারক কি? এ সংসারে মূর্খ কে? কোন্ কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়?

চিন্তাজ্বর জ্বররোগ অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ। বিবেক যার নাই সেই মূর্খ। আত্মসংযম সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কর্ম্ম।

কোন ব্যক্তি জগজ্জয়ী? সর্ব্বাপেক্ষা বীর কে?

যিনি নিজ মন জয় করিয়াছেন তিনি জগজ্জয়ী। কন্দর্পশরে যিনি আকুল না হন তিনি বীরশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখী কে? কেই বা এ সংসারে ধন্য?

যাঁহার বিষয়ের মমতা খুব বেশী তিনি অতিশয় দুঃখী। পর-হিতব্রতী ব্যক্তিই সংসারে ধন্য।

পৃথিবীর মধ্যে কি সহজে বুঝিতে পারা যায় না? কিসের পিপাসা সহসা দূর হয় না?

রমণীর মন ও চরিত্র দুর্ব্বোধ্য। আশার পিপাসা সহসা দূর হয় না।

এ সংসারে কোন ব্রত অবলম্বনীয়?

বিনয় ও দৈন্য ব্রতই অবলম্বনীয়। কাহাকেও সামান্য না ভাবিয়া সকলেরই নিকট বিনীত হইতে হইবে, আমি তোমার অপেক্ষা উচ্চ এ ভাব প্রকাশ না করিয়া আমি অতি দীন এমনই ভাবে থাকিতে হইবে। এইরূপে মানুষ শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারে। উহা শিক্ষা করা সাধনা সাপেক্ষ।

যাচকগণ লঘুচিত্ত। যিনি কখনও প্রার্থনা করেন না তিনিই গুরুতুল্য।

মূক কে? বধিরই বা কে? কোন্ সুখ পরিত্যাজ্য?

যে সত্য কথা বলেনা সেই মূক। সাধু বাক্য যে শুনে না সেই বধির। রমণীচর্চ্চা পরিত্যাজ্য।

মুখ মণ্ডলের শোভা কি? জগতের হিতকর কি? উপাস্য কে কে?

বিদ্যার জ্যোতিঃই মুখের শোভা। সত্যই জগতের হিতকর। মিথ্যা বিষয়ের দ্বারা জগতের কোন উপকার হয় না। গুরু বৃদ্ধ ও দেবতা প্রত্যেক মানুষেরই উপাস্য। ভীতির কারণ কি? বন্ধু কে?

লোকাপবাদ দারুণ ভীতির কারণ। যিনি বিপদে আশ্রয় দেন তিনিই প্রকৃতবন্ধু। সম্পদের বন্ধু বন্ধু নয় সম্পদরূপ মধু ফুরাইলে সেই সব বন্ধু মৌমাছির ন্যায় স্থানান্তরে উড়িয়া যায়।

কোন্ বস্তু জানিলে আর কিছু জানার দরকার হয় না?

যখন সমস্ত পৃথিবীকে ব্রহ্মময় জ্ঞান হইবে তখন আর কিছু জানিতে হইবে না।

দুর্লভ কোন বস্তু? ক্ষণিকই বা কি?

রাত্রি দিন যাহা চলিয়া যাইতেছে তাহা দুর্লভ, সদ্গুরু ও সাধুসঙ্গ ততোধিক দুর্লভ! ধন, জন, জীবন, যৌবন, এই চারিটী নিশ্চয়ই ক্ষণিক।

(প্রসূন)

পুদিনার তৈল।

ডাক্তারখানায় পিপারমেণ্ট অয়েল ও মেন্থল অনেকেই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এই দুইটী জিনিসের প্রস্তুত প্রণালী বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। আমাদের দেশে পুদিনা নামক একজাতীয় গাছ উৎপন্ন হয়। এই গাছ দেখিতে অনেকটা নটেশাকের মত। পিপারমেণ্ট অয়েল ও মেন্থল এই পুদিনা গাছ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে পুদিনা গাছ ছোট ছোট শাকের মত। কিন্তু যত্নপূর্ব্বক এই পুদিনার আবাদ করিলে এক একটী গাছ দুইহাত পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে। পুদিনার চাষে এবং পিপারমেণ্ট অয়েল ও মেন্থলের কাজে জাপান অদ্বিতীয়।

আমাদিগকে জাপানের পুদিনা-শিল্পের অনুশীলন করিতে হইবে।

পুদিনার পাতা পেষণযন্ত্রে পিষ্ট হইলে যে তৈল বহির্গত হয়, তাহাই পরিষ্কার হইলে পিপারমেণ্ট অয়েল বা পুদিনা তৈলে পরিণত হয়। এই পুদিনাতৈল জমাইয়া মেন্থলের পুদিনা বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়।

জাপানের কয়েকটি স্থানে প্রচুর পরিমাণে পুদিনা চাষ হইয়া থাকে। জাপানের নানাস্থানে তৈল ও মেন্থলের কারখানা আছে। ইয়োকোহামায় পুদিনা তৈলের ৩০ টি বৃহৎ কারখানা আছে। এই কারখানাগুলিতেই অধিক কাজ হয়।

রপ্তানীর জন্ত তৈল ও মেন্থল টীনের কানাস্তারায় পোরা হয়, বোতল শিশিও ব্যবহৃত হয়। ভারতের জন্ত বোতলে আসে, ইয়োরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে টীনের কানেস্তারায় যায়। এক একটা কানেস্তারায় আড়াইসের তৈল থাকে। বাক্সে ৩০ সের মাল থাকে।

জাপানের রপ্তানী কাজ কিরূপ চলিতেছে, গত দুইবৎসরের হিসাবেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১৮০৯ অব্দে ইয়োকোহামা, ওসাকা এবং কোব হইতে ১২ লক্ষ টাকার মেন্থল এবং ৭॥০ লক্ষ টাকার পিপারমেণ্ট রপ্তানী হইয়াছে। ১৯০৭ অব্দের জানুয়ারি হইতে অক্টোবরের শেষ দিন পর্য্যন্ত কেবল ইয়োকোহামা হইতে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মেন্থল রপ্তানী হইয়াছিল।

জাপানে অগ্রহায়ণ মাসে পুদিনা রোপণ হইয়া থাকে। মূল পুঁতিয়া চাষ করা হয়। সমগ্র জাপানে যত পুদিনা জন্মে, তাহার ৭৫ ভাগ এক কোব জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুদিনা গাছ তিন ফুট বা দুই হাত বড় হয়। গাছে পাতাও যথেষ্ট হয়। পুদিনার পাতা বৎসরে তিন বার ভাঙিতে হয়। পাতা পুষ্ট না হইলে যথেষ্ট তৈল পাওয়া যায় না। কোন প্রদেশের পুদিনাগাছের প্রথম পত্র সংগ্রহ হয় জুলাই মাসে, দ্বিতীয় পত্র সংগ্রহ হয় আগষ্টের শেষে এবং সেপ্টেম্বরের শেষে ও অক্টোবরের প্রথমে তৃতীয় পত্র সংগ্রহ করা হয়। জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত কোবের পুদিনা পাতা তৈল উৎপাদনের পক্ষে অধিক উপযুক্ত হইয়া থাকে। কোবের ন্যায় উজেন ও হোকাইদারি প্রদেশেও যথেষ্ট পুদিনা জন্মে। উহাদের গাছে দুইবার পত্র সংগ্রহ হয়। একবার আগষ্টে ও একবার সেপ্টেম্বরে। অবেই দেখা যাইতেছে, জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত পুদিনা পত্র চয়ন করিতে হয়। এই কয় মাসের পত্রেই তৈল ও মেন্থল অধিক হয় এবং তাহা ভালও হয়।

অতিবৃষ্টিতে পুদিনা ক্ষেত্র ডুবিয়া গেলে গাছ মরিয়া যায়। যে বৎসর জুন, জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে অতিরিক্ত বর্ষা হয়, সে বৎসর পুদিনার বড়ই ক্ষতি হইয়া থাকে।

কোবের পুদিনাক্ষেত্রে তিনবার পত্রচয়ন হয়। কিন্তু তৃতীয় বারে অধিক তৈল পাওয়া যায়। জাপানে সহজ উপায়ে পত্র হইতে তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। পত্র পেষণপাত্রে রক্ষিত ও অগ্নিতাপে তপ্ত হইয়াই যেমন পিষ্ট হইতে থাকে, অমনি তৈল বহির্গত হয়। এই তৈল শীতল হইয়া থামিয়া গেলেই মেন্থল পাওয়া যায়।

পুদিনা চাষ এদেশেও চলে। পুদিনার তৈল এদেশেও বাহির হইতে পারে। পুদিনা তৈলে এ দেশেও মেন্থল প্রস্তুত হইতে পারে। এ দেশে পুদিনা যদি বকযন্ত্রে চোয়াইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বোধ হয় জাপানের অপেক্ষা এদেশে তৈল উৎকৃষ্ট হইতে পারে। এই পুদিনা তৈল সুরাসারে মিশাইলেই এসেন্স অব পিপারমেণ্ট প্রস্তুত হয়। (বসুমতী)

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে সনে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও এক স্থানে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করে বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলেও টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৬৯ শ্রীযুক্ত হেঃ মাঃ বালুকুয়া মধ্য স্কুল ৩১।১২।১০
১২ হেঃ মাঃ আলাটী মইং স্কুল ঐ
১০৮৫ " আশুতোষ চৌধুরী হেঃ মাঃ গড়্ডা হাই স্কুল ঐ
১১১২ " বিজয় গোপাল বসু সেঃ মতিবপুর স্কুল ঐ
১৩০৮ " জনক কুমার মজুমদার জা ঐ
১৩০৯ মহম্মদ জোবেদ আলি, হেঃ মাঃ মাধবপুর মইং স্কুল ঐ
৮৭৯ হেঃ মাঃ সমুদ্রকাটী মইং স্কুল ঐ
১০৩১ " শ্রীশচন্দ্র ভক্ত হেঃ মাঃ করকদি হাই স্কুল ঐ
১১৯ " বৈদেহী বল্লভ রায় আইহাই
১৩১০ " মন্মথ নাথ ঘোষ, বাকুয়া
১০১ " সেঃ মন্দিরগ্রাম অবৈতনিক স্কুল
৬১৬ " মহিউদ্দিন খাঁ, দুর্গাপুর
১০৬৩ " গৌরীপ্রসাদ ভকুল হেঃ মাঃ হরিশ্চন্দ্রপুর
১০৮৩ " কালীপ্রসন্ন বিদ্যানিধি, চাতরা
১৩১১ " আশুতোষ বক্সী, ইচ্ছাপুর
১৩১২ " কালী নাথ কাব্যতীর্থ, বাঁশবেড়িয়া স্কুল
১৩১৩ " বিপিন চন্দ্র প্রামাণিক, মহাদিপুর
১৩১৪ " রামলাল ভট্টাচার্য্য জালখড়ি স্কুল
৪৬৮ " শ্রীপতিনাথ মুখোপাধ্যায়, বেওতা স্কুল
৯১৮ " বিহারী লাল দাস, বড়বড়া
১৩১৫ " মহম্মদ ইসমাইল, ২য় পঃ খোড়াখাম্বা স্কুল
১৩১৬ " হেঃ মাঃ মেতাল মইং স্কুল
১৩১৭ " হেঃ মাঃ কুমিরা মইং স্কুল
৯৪৫ " হেঃ মাঃ খোড আস্রাপুর মধ্যঃ স্কুল
৩৫৪ নিবারণ চন্দ্র দাস, হেঃ পঃ সাতক্ষীরা, মধ্যঃ স্কুল
৮৩৩ " ধরণীধর মাইতি, মুলকরা জি, টী, স্কুল
৬৯ " শ্রীহরিচরণ মণ্ডল, হেঃ মাঃ মসাট স্কুল
১০৪৬ " ভুধরলাল ঘোষ, হেঃ মাঃ কেশবপুর মইং
১৩১৮ " জয়নারায়ণ সরকার হেঃ পঃ কাঠসাংড়া
১৩১৯ " গদাধর দাস পঃ উলুবুনিয়া বালিকা স্কুল
১৩১০ " ভোলানাথ বন্দ্যো হেঃ টীঃ বুজুঃ স্কুল
১৩২১ " বিনোদ লাল দাস জামালপুর মইং স্কুল
৮৩৩ " ধরণীধর মাইতি হেঃ পঃ মুলকরা গুরুট্রেনিং স্কুল

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রব মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gaz* *Chinsurah,*

ঐ টুকু অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন। সেই আসল পরওয়ানা তখন রামশাস্ত্রীর হস্তে ছিল। উহার অস্বীকৃতি সম্বন্ধে নাই। কথিত আছে; ঐ পরওয়ানার "ধরবে" শব্দ "মারবে" তে পরিবর্ত্তিত রঘুনাথ রাওয়ের পত্নী আনন্দী বাই করিয়া দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক সৈন্যদের মধ্যে এবং চাকরদের মধ্যে বিদ্রোহ উৎপাদন করিয়া রাজ্ঞীন রাজাকে হত্যার দোষ রঘুনাথ রাওকে প্রকৃতই অর্শিয়াছিল। ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রামশাস্ত্রী দৃঢ়ভাবেই রঘুনাথ রাওকে দিয়াছিলেন।

"তুষানলই তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। তুমি জীবিত থাকিয়া এ দোষের ক্ষালন করিতে পার না। ঐ প্রায়শ্চিত্তের দণ্ড পূর্ণভাবে গ্রহণই ইহপরকালে তোমার একমাত্র উপায়। নচেৎ তোমার বা তোমার রাজ্যের কল্যাণ আর সম্ভবে না। তুমি ঐ দণ্ড গ্রহণ না করিলে আমি আর ঐ রাজ্যের কোন কার্য্য করিব না এবং তুমি যতদিন জীবিত থাকিবে আমি আর পুণায়ও ঢুকিব না"।

গ্রান্টডফের মতে রাম শাস্ত্রী তাঁহার নিজের জীবনের উদাহরণেই তাঁহার স্বদেশীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থা সকল পাকা এবং আজও মান্য হইয়া আসিতেছে, উহার কোনটীতেই ভুল দেখা যায় না। তাঁহার অনালস্য এবং বিচারকার্য্য সুচারুরূপে করিবার জন্য যত্ন এবং উদ্যম এবং নির্ভীক স্বাধীনতা অতুলনীয়। অত বড় কাণ্ডের—একজন পেশোয়ার হত্যার—ভিতরের 'মূল' পরওয়ানা খানা হস্তগত করিতে পারাতেই বৃদ্ধশাস্ত্রীর উদ্যম ও ক্ষমতা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়। তিনি 'নিখুঁত' ঠিকানা করিয়া লইয়া তাহার পর রাজসভার শেষ বারের জন্য গিয়াছিলেন। কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে নিজের সকল কার্য্য নিখুঁত করিবার জন্য এই যত্নই কর্ম্মযোগ, উহাই কর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা। আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় ইহাই প্রাতঃস্মরণীয়। যিনি যত বড় ও ক্ষমতাপন্ন লোকই হউন না, নিরপেক্ষ, লোভ শূন্য, দৃঢ়চরিত্র রামশাস্ত্রী অপরাধী মাত্রেরই ভয়ের পাত্র ছিলেন। তিনি অতি মিতব্যয়ী ছিলেন, আবার একদিনের অধিক আহার্য্যও সংগ্রহ রাখিতেন না। সুতরাং তাঁহাকে কিছু দিয়া বা কিছু বলিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত করার চেষ্টা একান্তই ব্যর্থ হইত।" গ্রান্টডফের এই সকল কথা প্রকৃত।

পরধর্ম্মে বিদ্বেষ বা মিসনরি বুদ্ধি।

গত সেপ্টেম্বর মাসের নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে মিঃ জে এ শার্প একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে অনেক ভাল কথা আছে। ইংরাজের অধিকারে হিন্দুর অনেক দোষ যে কাটিয়া যাইতেছে তাহার উল্লেখ আছে। রেলওয়ে গাড়িতে মুচি মুর্দ্দাফরাসের সহিত ব্রাহ্মণকে একত্রে বসিতে হওয়ায় ব্রাহ্মণের যে প্রকৃতি এবং ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়া আসিতেছে—"সর্ব্ব ঘটে নারায়ণ" জ্ঞান পুনরায় ঘটিতেছে—উহারও উল্লেখ আছে।

হিন্দুর বিবাহ সম্বন্ধীয় বর্ণভেদ সম্বন্ধে রক্ষা ব্যতীত ভারতবর্ষবাসী অল্পসংখ্যক আর্য্যের মূর্ত্তি ও বুদ্ধি যে অনেক অধিক সংখ্যক অনার্য্যের সহিত মিশ্রণে একেবারেই লোপ পাইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু "আধুনিক কালের" হিন্দুর শূদ্র ও অন্ত্যজদিগের প্রতি অন্যায়রূপ সাতন্ত্র ব্যবহারে যে উহারা হিন্দু না থাকিয়া অপরিমিত সংখ্যায় মুসলমান ও খৃষ্টান হইয়াছে তাহারও সন্দেহ নাই। উহাদের সহিতও ব্রাহ্মণের তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন করা উচিত ছিল এবং এখনও উচিত। উহাদের হাত ধরিয়া উন্নত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য, ঘৃণা করার কোন অধিকার (প্রকৃত হিন্দু নামের যোগ্য থাকিলে) তাঁহার নাই। আইনেও হিন্দু মুসলমান, ধনী নির্ধনী উচ্চ নীচের প্রতি একরূপ দৃষ্টিতে ভারতবাসীর এসম্বন্ধে অধর্ম্মের হ্রাস ও তাহার সংকোচ দ্বারা হইতেছে। স্কুল কলেজে শিক্ষাতেও কূপমণ্ডুকতার হ্রাস হইয়া নিজেদের শাস্ত্রের প্রকৃত উচ্চ ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টতর ও পবিত্রতর ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মণ ও সাধারণ ব্রাহ্মণেতর লোকদিগের মধ্যে অনুভূত হইতেছে। পূর্ব্বের উৎকৃষ্ট ও উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেই যাহা বদ্ধ ছিল সেই প্রকৃত হিন্দুয়ানীর উচ্চভাব সঙ্কীর্ত্তনে কথকতায় এবং মুদ্রিত পুস্তকের প্রচারে অর্থ বুঝিয়া গীতা পাঠের বাহুল্যে—বিস্তৃত হইতেছে সন্দেহ নাই। এ সকলে প্রকৃত হিন্দুয়ানীর ক্ষতি হয় নাই। বাহ্য হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামির (অর্থাৎ আগন্তুক সঙ্কীর্ণতার চক্ষে) ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই এবং তাহাই মাত্র দেখিয়া মিসনরিগণ আনন্দিত এবং গোঁড়ারা কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইতেছেন।

আমার মনে হয় শ্রীভগবান ভারতবাসীকে ক্রমেই ভালর দিকে লইয়া যাইতেছেন। স্বদেশ ভক্ত ইংরাজের সংস্রবে স্বদেশী ভাবও অধিক লোকের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে সন্দেহ নাই। যাতায়াতের সৌকর্য্য এবং মারামারির অভাবে সমগ্র ভারতের অধিবাসীরাই যে স্বদেশী ইহা বুঝিবার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। অনেক লোকের রেলপথে সহজে তীর্থ পর্য্যটনের দ্বারাও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের মধ্যে উদারতার এবং স্বদেশী ভাবের বিকাশ ঘটিতেছে। এক রাজার অধীনে আসিয়া মন উদারতর হইবে, এবং সকলে নিজেদের একদেশবাসী বলিয়া বুঝিবে—হিন্দুর আমলে রাজসূয় এবং অশ্বমেধের ব্যবস্থায় এ বিষয়েও দৃষ্টি ছিল সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ লেখক কিন্তু অপর একটী কথা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি নাই, মিশনরির অন্ধ গোঁড়ামি মাত্র আছে। তিনি বলেন সরকারী হাসপাতালে যেমন ইংরাজী ডাক্তারি মতেই চিকিৎসা হয়—কবিরাজী, হাকিমী, গন্ত্রতন্ত্র কিছুই করা হয় না সেইরূপ সরকারী সকল স্কুল কলেজে খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। যাহার ইচ্ছা হয় তথায় পড়িতে যাইবে যাহার ইচ্ছা না হয় এরূপ স্কুল কলেজে যাইবে না।

আমার মনে হয় যে মেডিকেল কলেজে যদি অন্ধ গোঁড়ামি এবং শিক্ষারুদ্ধি সম্বন্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ না পাইত এবং যদি উহার একটী আয়ুর্বেদীয় এবং একটী ইউনানী বিভাগ থাকিত এবং উহাদের পৃথক হাসপাতাল থাকিত এবং কবিরাজেরা ডাক্তারি শব ব্যবচ্ছেদ শিখিতেন ও শিখিতেন এবং ডাক্তারেরা আয়ুর্বেদীয় [illegible] পাতাল বিভাগে চাবনপ্রাশ, মকরধ্বজ প্রভৃতি প্রয়োগের ফললাভ করিতেন তাহা হইলে উচ্চ সত্যতাই প্রকাশিত হইত এবং এক দিনে ভারতের ইংরাজাধিকারের "শুভ ডাক্তারী ফল" সমগ্র পৃথিবীই প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ধন্য ধন্য করিত।

হোমিওপ্যাথি পর্য্যন্ত বাদ দিয়া সরকারী হাসপাতালে গোঁড়ামি করিয়া অনুদারতা মাত্র প্রকাশিত হইতেছে। উহা এমন কিছু নিখুঁত ব্যবস্থা নয় যে উহার জন্য কোন বাহাদুরি লওয়ার অধিকার হয়। খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা মিশনারি কলেজেও ত দেখ যে জন্য কি সব ছাত্র খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে? স্বধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে বুঝিয়া লওয়ার পর কেহ কখনই শুধু ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার জন্য পরধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। স্বধর্ম্মের কথা না অনুসন্ধান করিয়াই কেহ কেহ পরধর্ম্ম হঠাৎ গ্রহণ করিয়া ফেলে। এবং কতক লোক ঐহিক আকাঙ্ক্ষার বশে তাহা করে। লেখক কি মনে করেন যে গবর্ণমেণ্ট স্কুল কলেজে খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা

এডুকেশন গেজেট।

২১শে মাঘ ১৩১৬ সাল ইং ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০ সাল

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় নূতন আইন

সংবাদপত্র পুস্তিকাদি যাহাতে বিপথে পরিচালিত হইতে না পারে এই উদ্দেশ্যে গত মঙ্গলবার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় সার হার্বার্ট রিসলে প্রবর্ত্তিত এই আইন পাশ করা হইয়াছে। মাননীয় মিঃ গোখেল বলিয়াছেন, "যে উদ্দেশ্যে এই নূতন আইন পাশ করা হইল, ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১০৮ ধারা এবং প্রচলিত অপর আইনে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার হইলেও দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় এই নূতন আইনে প্রতিবাদ করা আমি ঠিক মনে করি না। হত্যা, ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক ডাকাতি—আমি কেবল এই সকলের বিষয় ভাবিতেছি না, আমি ভাবিতেছি যে, গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলাচারী একটা ভাব যেন চারিদিক নিবিড়ভাবে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবটি যতদিন না ঘুচিতেছে ততদিন দেশে শান্তি হইবে না"।

মাননীয় সর্দ্দার প্রতাপ সিং এবং মাননীয় স্যর ভি থ্যাকারসি নূতন আইনের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। কপূরতলার সর্দ্দার প্রতাপ সিং বলিয়াছেন, "আমার বেশ বিশ্বাস যে পঞ্জাবে যে সকল শ্রেণীর লোকেরা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া থাকেন তাঁহারা এই নূতন আইন পাশ হওয়ায় যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করিবেন।" কুরুপামের মাননীয় রাজা এই আইনের সমর্থন করিয়াছেন। অনারেবল মিঃ দাদাভয় বলিয়াছেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংক্ষুণ্ণ করায় আইনে সাধারণে সন্তুষ্ট না হইতে পারেন; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টকে যে কতটা অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন। যে সকল অনিষ্টপাত হইতেছে তাহার ফলে ভাল মন্দ দোষী নির্দ্দোষ সকলকেই অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং এই সকল অনিষ্টপাতের মূলোচ্ছেদ যাহাতে হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের ন্যায় প্রজাসাধারণেরও আগ্রহ আছে। ব্রিটিসের রাজত্ব চিরস্থায়ী হয়, এই ইচ্ছা পোষণ শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই করিয়া থাকেন। নূতন আইনে কাজ কতদূর হইবে বলা যায় না। রাজদ্রোহ নিবারণের জন্য সম্প্রতি যে সকল আইন হইয়াছে তাহাতে কাজ তেমন হয় নাই। নূতন আইনেও যদি কাজ ভাল না হয় তাহা হইলে আরও কড়া ব্যবস্থার কল্পনা করিতে হইবে, উহার পরিণামফল উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাধাজনক। বর্ত্তমানে রাজদ্রোহ মূলক যে সকল উপদ্রব ঘটিতেছে তাহার কারণ কেবল সংবাদ পত্রাদিতে রাজদ্রোহসূচক কথার প্রচার নহে। ১৮৭৭ সালেও সংবাদ পত্রাদিতে রাজদ্রোহসূচক কথার প্রচার অনেক হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানের ন্যায় এরূপ সমস্ত উপদ্রব তাহাতে ঘটে নাই। ইহাতেই বোধ হয় যে, উহার অন্য কারণও আছে; রাজনীতিবিদ্‌গণকে সেই কারণও ঘুচাইতে হইবে। ব্রিটিসের সহানুভূতির উপর অনভিজ্ঞ, অবিমৃষ্যকারী যুবকদের অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে হইবে। দমননীতি অপেক্ষা সহানুভূতিসূচক ব্যবহারে সে পথে অনেকটা কাজ হইতে পারে। আমি দুঃখ এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই সকল কথা বলিলাম গবর্ণমেণ্ট যে আইন করিতে যাইতেছেন তাহার প্রতিকূলতা করিবার উদ্দেশ্যে বলি নাই। আমি গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, সুতরাং আইনের মর্য্যাদা ও শান্তি রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি নিজের বল আরও বাড়াইতে চাহেন তাহাতে আমি আপত্তি করি না। আমার ইচ্ছা, গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। তাহা করিবার সময় এখনও যায় নাই। আমি আশা করি এবং আমার বিশ্বাস যে, ভারতাকাশের এই মেঘ অচিরেই অপসারিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট অবাধে চিরাচরিত উন্নতির পথে কার্য্য করিবার সুবিধা পাইবেন।"

মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি বলিয়াছেন যে "এই নূতন আইন দমননীতি মূলে প্রবর্ত্তিত হইতেছে না, রক্ষণনীতি মূলেই হইতেছে। অনেক দিন যাবৎ সংবাদ পত্রাদিকে উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই পরিচালিত হইতে দেওয়া হইয়াছে।"

স্যর হারল্ড ষ্টুয়ার্ট নূতন আইনের সমর্থন স্থলে বলিয়াছেন, "প্রচলিত আইনে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। রাজদ্রোহসূচক সভাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং তজ্জনিত অনেক মোকদ্দমাও আদালতে উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কেহ দুই তিন বা ততোধিকবার দণ্ডিত হইয়াছে, একখানি সংবাদ পত্র ছয়বার দণ্ডিত হইয়াছে। কোন কোন সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় উহাদের কাটতি বাড়িয়া গিয়াছে। মিঃ গোখেল ১০৮ ধারার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ ধারা ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের হাতে কিছুমাত্র কার্য্যকারী হয় নাই।

মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ সাহেব বাহাদুর আইনের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন "এই আইনের ব্যবহার কার্য্যতঃ খুবই কম হইবে, সুতরাং উহা বেশী দিন প্রচলিত থাকিবে না, আমি এইরূপই আশা করিতেছি।"

মাননীয় রায় বাহাদুর মুধোলকার বলিয়াছেন, "সংবাদ পত্রাদির স্বাধীনতা সংক্ষুণ্ণ হওয়া—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে যেখানে শাসনসৌকর্য্যার্থে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার বিশেষ প্রয়োজন—অতিশয় দুঃখের কারণ হইলেও উপস্থিত অবস্থা বিবেচনায় এই নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রতিকূলে আমি কোন কথা বলিতে পারি না। তবে আশা করি যে, যে উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট এই আইন প্রবর্ত্তিত করিতেছেন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে ইহার প্রত্যাহার করিবেন।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু বলিয়াছেন, "নূতন আইনে অ্যানার্কিষ্টদিগের অত্যাচার কমিবে না, কারণ ঐ দলের লোকেদের স্বতন্ত্র গুরু আছে, উহারা সংবাদ পত্রের কথা বা অপর কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না। যে সকল আইন রাজদ্রোহ নিবারণের জন্য প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। সেই সকল আইন যদি আরও কড়া করিতে হয় বা অন্য কোন রকমে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় করা হউক, সংবাদ পত্রাদির স্বাধীনতা ঘুচাইবার ব্যবস্থায় প্রকৃত উদ্দেশ্য তেমন সিদ্ধ হইবে না, অধিকন্তু ইহাতে জ্ঞানচর্চ্চার পথ সঙ্কুচিত হইবে। ছাপাখানা সমূহের স্বত্বাধিকারীরা এদেশে অধিকাংশ সামান্য অবস্থার লোক, ডিপজিটের ব্যবস্থায় অনেক ছাপাখানাই উঠিয়া যাইবে। একথা স্বীকার্য্য যে, এক শ্রেণীর সংবাদ পত্র আছে যাহারা স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা বুঝিয়া থাকে এবং সেই বোধ অনুযায়ী সংবাদ পত্র পরিচালিত করে সে সকলের দমন আবশ্যক, কিন্তু তাহার জন্য স্বতন্ত্র আইন করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ঐ জাতীয় সংবাদ পত্রের সংখ্যা বেশী নয়।

মাননীয় ডাঃ কেনারিক নূতন আইনের সমর্থন করিয়া মিঃ বসুর কথার উত্তরে বলেন, "নূতন আইনের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় ইতিহাসের শিক্ষা হইতে উহার প্রতিকূলে যুক্তি তর্ক সমীচীন নয়। মিঃ বসু বলিয়াছেন, এই আইনে রাজদ্রোহীদিগের অন্তর হইতে রাজদ্রোহী ভাব ঘুচিবে না। মানিয়া লইলাম, উক্ত অত্যাচারের দমন হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া এই আইন করা হইবে না এই কি যুক্তি? এক শ্রেণীর সংবাদ পত্র যে রাজবিদ্রোহ প্রচারের

কারণ সে বিষয়ে সন্দেহই নাই। এই নূতন আইন তেমন কড়া করিয়া করা হয় নাই। জ্ঞান চর্চার পথ সংকুচিত করা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে, কেবল শিক্ষিত প্রবঞ্চকদিগে গবর্ণমেন্টের উপর বিদ্বেষবুদ্ধিতে আক্রমণ কেহ করিতে না পারে তাহা যই উপায় এই নূতন আইনে বিহিত হইয়াছে মাত্র।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য নূতন আইনের সমর্থন না করিয়া বলিয়াছেন যে, "নূতন আইন যদি পাশ করিতেই হয় তবে উহার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য সময় দেওয়া আবশ্যক। নূতন একটা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে প্রচলিত ব্যবস্থা যে গুলি আছে সেগুলির পরীক্ষা প্রয়োজন।"

মাননীয় মিঃ এস পি সিংহ বলিয়াছেন, "এই নূতন আইন সম্বন্ধে কয়েকটি ভুল ধারণা অনেকের মন হইতে ঘুচাইবার জন্য আমার কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন। আমার উপর আমার দেশীয়গণের বিশ্বাস আছে বলিয়া আমি মনে করিতে পারি; আমি বলিতেছি আপনারা অন্তরের সহিত এই আইনের সমর্থন করুন এবং যাহাতে ইহা-দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তজ্জন্য আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার যে অনেক স্থলেই হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা এবং দণ্ড বিধির রাজবিদ্রোহ দমনের ধারা আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি যথেষ্ট নহে। জ্ঞান চর্চার ব্যাঘাত ঘটান গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নয়। নূতন আইনও তেমন কড়া হয় নাই। গবর্ণমেন্ট চাহেন যে কেবল দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারাই সংবাদ পত্র পরিচালিত হয় এবং পত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়।

মাননীয় মিঃ চিৎনবীশ বলিয়াছেন, "এই নূতন আইনের সমর্থন করা আবশ্যক বলিয়া আমি বুঝিয়াছি। ইহাদ্বারা রাজবিদ্রোহীদিগের দমন হইবে বলিয়া নয়; উপস্থিত অবস্থা বিবেচনায় উৎপাত সমূহের দমনের জন্য গবর্ণমেন্টের সহিত প্রজা সাধারণের এবং সংবাদ পত্রসমূহেরও এক-যোগিতা আবশ্যক হইয়াছে। এবং ছেলেদের ও তাহাদের অভিভাবক বা অপর অভিভাবকদিগের স্বার্থের জন্য এইরূপ আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। জ্ঞান লেখা পড়া জানা, নীতিজ্ঞ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিগের দ্বারাই সংবাদ পত্রাদির পরিচালনা হইতে থাকা আবশ্যক। আমি আশা করি, এই আইনে সংবাদ পত্রাদির সুর ফিরিয়া যাইবে এবং গবর্ণ-মেন্টেরও এই আইন অচিরে উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে"।

মাননীয় জুলফিকার আলি খাঁ বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই গবর্ণমেন্টের এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে সংবাদ পত্র সমূহে শাসন ব্যাপারের সরলভাবে সদ্বুদ্ধি পরিচালিত সমালোচনা হইতে পারিবে না। কোন সভ্য গবর্ণমেন্টেরই এরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে না। তবে রাজবিদ্রোহমূলক যে সমস্ত ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাতে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার আর হইতে দেওয়া ঠিক নয়।

মাননীয় দিঘাপতিয়ার রাজা নূতন আইনের সমর্থন করিয়া এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেন এই নূতন আইন তিন বৎসরের অধিক কাল বলবৎ না থাকে।

অপরাপর সদস্যগণ সকলেই এই আইনের সমর্থন করেন। অনেকগুলি সংশোধন প্রস্তাব হয়। তিনটি ভিন্ন আর সকলগুলিই অগ্রাহ্য হয়। আইনটি তিন বৎসর এবং আবশ্যক হইলে আরও দুই বৎসর বলবৎ রাখার প্রস্তাবে স্যর হার্কার্ট রিসলে আপত্তি করেন; বলেন যে, সময় বাঁধিয়া দেওয়ার ব্যবস্থায় অপকার হইবে। ১৬ জন সদস্য এই প্রস্তাবের অনুকূলে কিন্তু ৪২ জন প্রতিকূলে মত দেওয়ায়, সময় বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে আইন পাশ হইয়া যায়।

বড়লাট বাহাদুরের বক্তৃতা—

নূতন সংগঠিত ইম্পিরিয়াল কৌন্সিলে অদ্য-কার ব্যাপারই সর্ব্বপ্রথম মহৎ ব্যাপার। সুখের বিষয়, মাননীয় সদস্যগণের বক্তৃতায় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সদস্যগণ মনে রাখি-বেন যে, এই আইন সংগঠন স্থলে ভারতগবর্ণ-মেন্টকে যতদূর সম্ভব সাধারণের বিভিন্নমত সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইয়াছে। যে আকারে এই আইন পাশ হইল তাহাতে সংবাদ পত্রাদির উপর অনাবশ্যক এবং উত্তেজনাকর হস্তক্ষেপ করা হইবে না, অথচ ইহাদ্বারা উপস্থিত উৎপাত সমূহ নিবারণের যথেষ্ট উপায় হইল। যে সকল কারণে এই আইন করা আবশ্যক হইল সে সকল কারণ স্যর হার্কার্ট রিসলে গত শুক্রবারে এবং মাননীয় মিঃ সিংহ অদ্যকার সভায় এমন দক্ষতার সহিত আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে আমার আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। অদ্যকার সভার আলোচনা সম্বন্ধে রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার কথা আমি যদি আপনাদিগকে জানাইতেছি। এই পরিবর্দ্ধিত সভার সদস্যগণ সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপ। আজ তাঁহারা একটি দমননীতি মূলক ব্যবস্থার পোষণ করিলেন। ভারত গবর্ণমেন্টের ন্যায় তাঁহারাও বুঝিয়াছেন যে, দেশের মঙ্গলের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হই-য়াছে। ভারতবাসী সম্প্রদায় সমূহের প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি করায় ব্রিটিশ শাসন দুর্ব্বল না হইয়া যে সমধিক পরিমাণে সবল হইবে তাহারই প্রমাণ এতদ্দ্বারা তাঁহারা দেখাইয়াছেন। এইরূপ প্রমাণ পাইব বলিয়া আমিও আশা এবং বিশ্বাস করিয়া ছিলাম। ভারতগবর্ণমেন্টের অনেক সময়েই রাজ-ভক্তি মূলক পরামর্শের আবশ্যক হয়। আজ ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই সভার সদস্য, সুতরাং আমি আশা করিতে পারি যে ভারত গবর্ণমেন্ট আবশ্যকমত ঐরূপ পরামর্শ অতঃপর প্রাপ্ত হইবেন।

অতীত প্রয়োজনানুরোধে গবর্ণমেন্টকে বাধ্য হইয়া যে কার্য্য করিতে হইয়াছে তদ্দ্বারা সংঘটিত সাধারণের মনঃকষ্ট গবর্ণমেন্ট যথাসাধ্য ঘুচাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১৮১৮ সালের ৩ রেগুলেশন অনুসারে কয়েকমাস পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখা হইয়াছিল তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি। এই বিশ্বাসে মুক্তি দিতেছি যে, এক্ষণে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা তাঁহারা ছিলেন তাহা রাজ বিদ্বেষমূলক ছিল, এখন সে আন্দোলন হত্যাকা-রীর ষড়যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যে রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন এক্ষণ-কার এই রাজনৈতিক অবস্থা সেই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত অংশ বলা যায় না। ভারতবাসী সম্প্র-দায়ের সাহায্য না পাইলে বর্ত্তমান উপদ্রব প্রশমিত অল্প সময়ের মধ্যে হইবে না। গবর্ণমেন্ট যে দেশীয় সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদিগকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের একযোগিতা ও রাজভক্তির উপর গবর্ণমেন্ট যে নির্ভর করেন, এই সমস্ত ব্যক্তিগণকে মুক্তি দেওয়াতেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিয়া-ছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই মুক্তিদান ব্যাপারে সকলে উৎসাহিত হইয়া পরস্পরে একযোগিতায় কার্য্য করিয়া উপদ্রব নিবারণে গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিবেন।

আইনের উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ—

হত্যামূলক অত্যাচারসমূহ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকায় বুঝা গিয়াছে যে, রাজবিদ্বেষ ও রাজদ্রোহ

নিবারণ জন্য এ যাবৎ যে সকল উপায় বিহিত হইয়াছে তাহা আরও প্রবল করা আবশ্যক এবং উপদ্রব সমূহের প্রকৃত উৎপত্তিস্থান এখনও স্পর্শ করিতে পারা যায় নাই। ১৯০৭ সাল হইতে গবর্ণমেন্ট রাজবিদ্বেষ সম্বন্ধে প্রচলিত আইনের প্রয়োগরূপ নীতিই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। তদনুসারে অনেক অপরাধীকে অভিযুক্ত করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উহাতে সংবাদপত্রাদির সুর ফেরা সম্বন্ধে স্থায়িভাবের কোন উন্নতি হয় নাই। এক শ্রেণীর সংবাদপত্র প্রকাশ্যভাবে রাজবিদ্রোহসূচক প্রবন্ধ লিখিয়া এবং পরামর্শ দিয়া ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণে উদ্রেক করিয়াছেন। ১৯০৮ সালের ৭ আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে এবং পরেও উপর্য্যুপরি যে সকল অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে তাহার কারণ ঐ সকল সংবাদপত্রের উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ। অত্যাচারকারীরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকগণ। যে সংবাদপত্র খারাপ হইয়াছে তাহা নয়, পত্র পুস্তিকা প্রভৃতির প্রচার খারাপও হইয়াছে। এই সকল কারণে ছাপাখানা ও সংবাদপত্র সংযত করা আবশ্যক হইয়াছে।

আইনের দ্বারা (১) মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি যাহার সাহায্যে সংবাদ পত্রাদির প্রচার হয় এবং (২) প্রকাশক—সংযত রাখা হইবে। (৩) ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে অথবা ব্রিটিশ ভারত হইতে অন্যত্র কোন আপত্তিকর পত্র পত্রিকাদির চালান হইতে এবং (৪) রাজবিদ্বেষ সূচক অথবা আপত্তিকর সংবাদপত্র, পুস্তক অথবা অন্য কোনরূপ কাগজ পত্রাদি প্রকাশিত হইতে পাইবে না।

ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীকে ছাপাখানা রাখিতে হইলে ১৮৬৭ সালের ছাপাখানা সম্বন্ধীয় আইনের ৪ ধারানুসারে ডিক্লারেশন দিতে হইবে। প্রথম ডিক্লারেশন দিবার সময় ৫০০ হইতে ৫০০০ টাকার মধ্যে যতটাকা ম্যাজিষ্ট্রেট ঠিক করিয়া দিবেন তত টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। যাঁহাদের পূর্ব্ব হইতে ছাপাখানা আছে এবং যাহার ডিক্লারেশন দেওয়া আছে তাঁহাদিগকে ডিপজিট দিতে হইবে না, তবে এই আইনানুসারে আপত্তিকর কোন বিষয় জন্য যদি তাঁহারা দোষী হন তাহা হইলে তখন তাঁহাদিগকে ডিপজিট দিতে হইবে। ডিপজিট দিয়া ডিক্লারেশন দেওয়ার পর কোন ছাপাখানায় যদি আপত্তিকর কোন কিছু ছাপা হইতে থাকে তবে সেই ডিপজিটের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(১) হত্যা, বিস্ফোরক পদার্থ সাহায্যে অত্যাচার, এবং বলপ্রকাশ মূলক অপরাধ করণে উত্তেজিত করা. (২) সৈন্য বা নৌ-সেনাগণের রাজভক্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করা, (৩ জাতি, সম্প্রদায় বা বর্ণগত বিদ্বেষ উদ্রেক করা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট অথবা দেশীয় রাজ্যের বা রাজার প্রতি ঘৃণার বা অবজ্ঞার উদ্রেক করা, (৪) অপরাধ মূলক ভয় প্রদর্শনে উত্তেজিত করা, (৫) আইনের পরিচালনা অথবা শান্তিরক্ষার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উত্তেজিত করা, (৬) কোন সরকারী চাকরকে তাহার নিজের অথবা তাহার আত্মীয়ের অনিষ্ট করিবার ভয় প্রদর্শন—এই সমস্ত বিষয় আপত্তিকর।

একবার ডিপজিটের টাকা বাজেয়াপ্ত হইলে পুনর্ব্বার ডিক্লারেশন দেওয়ার সময় বেশী করিয়া ডিপজিট দিতে হইবে, তখনও যদি আপত্তিকর বিষয় ছাপাখানায় ছাপা হইতে থাকে তাহা হইলে সেই ডিপজিটের টাকা এবং এমন কি সেই ছাপাখানা পর্য্যন্তও বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে।

ডিপজিট না দিয়া ছাপাখানা রাখিলে এবং সংবাদ পত্র প্রকাশিত করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

[illegible] ও ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কোন প্যাকেটে আপত্তিকর বিষয় আছে সন্দেহ হইলে আটক করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশের জন্য পাঠাইয়া দিবেন। যাহার জন্য ডিক্লারেশন এবং ডিপজিট লওয়া হয় নাই এরূপ সংবাদপত্র ডাকে পাঠান যাইবে না। সন্দেহ হইলে ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাহা খুলিয়া উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

নিষিদ্ধ বিষয় সম্বলিত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন সংবাদপত্র পুস্তক বা অপর কাগজপত্র বাজেয়াপ্তের আদেশ দিতে পারিবেন এবং তদনুসারে পুলিশ যাইয়া তাহা আটক করিতে এবং তাহার জন্য অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে দুই মাসের মধ্যে আপীল করিতে পারা যাইবে। আপত্তিকর বলিয়া হাইকোর্ট যদি বিবেচনা না করেন তাহা হইলে বাজেয়াপ্তের আদেশ রহিত করিয়া দিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কর্ম্মচারীর নাম করিয়া দিবেন তাঁহার নিকট প্রত্যেক সংবাদপত্রের মুদ্রাকরকে দুই খানা করিয়া কাগজ নিয়মমত পাঠাইতে হইবে। না পাঠাইলে প্রত্যেকবারের জন্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

১। ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি সঙ্গীত পুস্তক; শ্রীচন্দ্র কুমার চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত। ২য় সংস্করণ। মূল্য ৵০ আনা। সঙ্গীত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "একাধারে বিশ্রাম ও আনন্দলাভ বা শোকসন্তাপ নিবারণ করিতে হইলে সঙ্গীতই সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক। সঙ্গীত অপার্থিব বস্তু "দেবারাধন।" সঙ্গীতগুলি অধিকাংশই পরমার্থ বিষয়ক।

নমুনা স্বরূপ দুইটি গীত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

১ প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন! করো না দ্বেষাদ্বেষী।
দেখ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান, সবাই আপন প্রতিবাসী।
হিন্দুরে যে জন করেছেন সৃজন, সেই খৃষ্টানের জন্মদাতা,
দেখ মুসলমানের তিনিই পিতা, তবে কেন রেষারেষী।
রবি শশী বিমল কিরণ সম ভাবে করেন বিতরণ,
দেখ জাতি ভেদে আলোর ভেদ, নাহি হয়ত কমী বেশী।
যিনি হরি তিনি আল্লা, তিনিই বিশু তিনি ভগবান
তবে শক্রভাব দূরে কর, মৈত্রীভাবে মেশামেশী

---

২ রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।
(সুর—শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীপদারবিন্দ, মকরন্দ পান, কর মনভৃঙ্গ)

এ ভব মাঝারে, সদা বাস করে, ত্রিগুণ আধারে ত্রিবিধ মানব।
কেহ তমগুণে, কেহ রজগুণে, কেহ সত্বগুণে, হয়েছে উদ্ভব।
তমগুণের ধর্ম্ম বলি তোরে মন!
অহঙ্কার নিদ্রা বিচিত্র ভোজন,
কাম ক্রোধ ঈর্ষা আদি তার লক্ষণ,
অতি বিভীষণ সে দ্বিতীয় দানব।
রজ গুণের হয় যে জন আধার,
সংসার লইয়া ব্যস্ত অনিবার,
টাকা, কড়ি, বাড়ি. সাজ, সজ্জা, গাড়ী,
এ কেন অসারে সদা মহোৎসব।
সুখার্থে আহার দান ধ্যান তার,
তপ, জপ, পূজা, যেন সেই প্রকার,

ঈশ্বর চিন্তা করে, সেবী গরজ পরে,
লভিতে কেবল পার্থিব গৌরব ;
সব গুণী জন নিষ্ঠ শাস্ত্র আঁতি,
বন্ধু পরিজনে প্রীতি অবিরতি,
বিপুর চরণে সদা রতি মতি,
ঐহিক বিভব মানে পরাভব।
ঈশ্বর সকাশে করিতে গমন,
আছে যে সোপান সে পথ চিহ্নন,
সদ্গুণ তার শেষ আরোহণ,
বিরাজেন পরে সেই গুণার্ণব।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] আগামী ১২ই মার্চ্চ শনিবার কলেজ স্কোয়ার সেনেট হাউসে ডিপ্লোমা দিবার জন্য অপরাহ্ণ ৩ টার সময় "কনভোকেশন" সভার অধিবেশন হইবে। গ্রাজুয়েটদিগের মধ্যে যাঁহারা এই সকল স্থানে উপস্থিত হইতে চাহেন তাঁহারা আপন আপন কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট যত শীঘ্র সম্ভব নাম পাঠাইয়া দিবেন, যেন প্রিন্সিপাল আবার সেই নামগুলি আগামী ১৮শে ফেব্রুয়ারী বা তৎপূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারেন। কলেজের ছেলে না হইলে রেজিষ্ট্রারের নিকট নাম পাঠাইবেন। ঐ তারিখের মধ্যে যে গ্রাজুয়েটের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজেষ্টারীভুক্ত না হইবে তাঁহাকে সভায় উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইবে না। যে সকল গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা লইতে আসিবেন তাঁহাদিগকে বেলা ১ টার পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সনে মোট ১৯ হাজার ৮ শত ৩৩টী ছাত্র পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে উপস্থিত হইয়াছিল ১৯ হাজার ৮ শত ৬২টী, ১৯০৯ সালের মার্চ্চ মাসে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে মোট ৯ হাজার ৭ শত ৮৫টী ছাত্রের নাম পরীক্ষার্থীরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬ হাজার ১ শত ৮৫টী ছাত্র উত্তীর্ণ ৩ হাজার ৪ শত ৮টী অনুত্তীর্ণ, ৯০টী অনুপস্থিত ও ২টী পরীক্ষা দানে বঞ্চিত হয়। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সাপ্লিমেণ্টারী ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে মোট ১ হাজার ২ শত ৩১টী ছাত্র পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে মোট ৫৫৯ উত্তীর্ণ, ৭১৯ অনুত্তীর্ণ, ৫৩ অনুপস্থিত এবং ২ জন পরীক্ষা দানে বঞ্চিত হয়। অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ইংরাজী ভাষাতে ৬৭৫ জন ছাত্র অনুত্তীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সালের সাপ্লিমেণ্টারী বি, এ পরীক্ষায় মোট ১ হাজার ১ শত ৫৯ জন পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে এ কোর্সে ৮২৯, বি কোর্সে ৩৩০ পরীক্ষার্থী ছিল। এ কোর্সে ১১১ অথবা শতকরা ৩৮ জন উত্তীর্ণ হয়। উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ১০৪টী ছাত্র পাস লিষ্টে ও ১১টী অনারে উত্তীর্ণ হয়। বি কোর্সের পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে ১৩৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৫১ জন উত্তীর্ণ হয়, আর মোট ১০ জন ছাত্র অনুপস্থিত থাকে। এই ১৩৮ জনের মধ্যে পাস লিষ্টে ১৩০ জন ও অনার লিষ্টে ৮ জন উত্তীর্ণ হয়। এ, ও বি কোর্সের অনার লিষ্টের ছাত্রগণ সকলেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ১৯০৯ মার্চ্চে নূতন নিয়মে যে ইণ্টার মিডিয়েট এক্সামিনেশন ইন আর্টস অর্থাৎ মধ্যপরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে মোট ১ হাজার ৩ শত ৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ৫৬৮টী ছাত্র উত্তীর্ণ, ৮৭১ জন অনুত্তীর্ণ, ৫৩ অনুপস্থিত ও ২টী পরীক্ষা দানে বঞ্চিত হয়। ঐ সনের মার্চ্চ মাসে বিজ্ঞানের মধ্য পরীক্ষায় মোট ৩০৭ জন উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ১৭১ জন উত্তীর্ণ ১৬ জন অনুত্তীর্ণ ও ১০ জন অনুপস্থিত হয়। ঐ সনের মার্চ্চ মাসে যে বি,এ পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে এ কোর্সে ২৬০ জন উত্তীর্ণ ও ২২৭ জন অনুত্তীর্ণ ও ১৮ জন ছাত্র অনুপস্থিত হয়। ২৬০ জন ছাত্র মধ্যে পাসলিষ্টে ১৯০, আর ৭৩টী অনারলিষ্টে। বি কোর্সে মোট ১১১ জন ছাত্র পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ৪৫ জন উত্তীর্ণ, ৬৪ জন অনুত্তীর্ণ আর ১ জন অনুপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে ২১ জন পাসলিষ্টে আর ১৮ জন অনারলিষ্টে উত্তীর্ণ হয়। ১৯০৮ সালে যে এম, এ পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে মোট ৩২৪ জন ছাত্র উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ১৭৩ জন উত্তীর্ণ আর ২৪ জন অনুপস্থিত হয়। ১৯০৯ সনের জুলাই মাসে যে এম, এ পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে ৭১ জন ছাত্র পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয় তন্মধ্যে ৮ জন উত্তীর্ণ, ৬ জন অনুত্তীর্ণ, এবং ৩ জন অনুপস্থিত হয়।

[ঢাকা] পণ্ডিতাগ্রণী মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ৮৮ বৎসর বয়সে ৮ কাশীলাভ করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের একটি প্রধান স্তম্ভ অন্তর্হিত হইল।

[পাটনা] সারণ জেলার গোপালগঞ্জ নিবাসী স্বর্গীয় রায় মহাবীর প্রসাদ সাহ বাহাদুর এবং তাঁহার পুত্র বাবু রঘুনাথ প্রসাদ সাহ একটী ডিস্পেন্সারী নির্ম্মাণের জন্য জেলাবোর্ডের হস্তে ১২ হাজার ৫০ টাকা এবং ঐ ডিস্পেন্সারীর কার্য্য পরিচালনা জন্য খরচ খরচা বাদ বার্ষিক ১৬৭৫ টাকা আয়ের তিন খানি গ্রাম দিয়াছেন। এই দানশীলতার জন্য ছোটলাট বাহাদুর উঁহাদের সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

[সাধারণ] বর্ত্তমান বৎসর হইতে বাঙ্গালা এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে "বি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীর কুড়িটী বৃত্তি মাসিক ৩ টাকা হিসাবে, ২য় শ্রেণীর পনরটি বৃত্তি মাসিক ৩ টাকা হিসাবে এবং ৩য় শ্রেণীর দশটি বৃত্তি মাসিক ২ টাকা হিসাবে দেওয়া হইবে। ১৯০৯ সালে যে সকল বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে সেই বৃত্তিগুলি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের আদেশমত, যে সকল ছাত্র ১৯১০ সালে সবঅভারশিয়রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগকে আরও এক বৎসর (তৃতীয় বৎসর) দেওয়া হইবে।

কাশ্মীররাজ্যের রাজা আদেশ করিয়াছেন যে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পর হইতে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রগুলি কাশ্মীররাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না—(১) অমৃতবাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, পঞ্জাবী—এই তিনখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয়। (২) প্রকাশ, হিন্দুস্থান, স্বদেশিবাদ, হিন্দুস্থানী, আকাশ,—এই কয়খানি উর্দ্দূ ভাষায় লিখিত। (৩) সাচাখালোয়া (গুরুমুখী), (৪) হিন্দী বঙ্গবাসী। এই সকল সংবাদপত্রের কোন একখানি যদি রাজ্য মধ্যে আনয়ন করে, অথবা প্রচার করে তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে। যে সকল সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রে রাজাদ্রোহ প্রকাশক লেখা থাকে তাহা রাজ্যের অধিবাসিগণ গ্রহণ করিতে পারিবে না, ঐরূপ কাগজ পত্র কেহ প্রাপ্ত হইলে তাহা পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে, তথা হইতে উহা রাজ দরবারে প্রেরিত হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—মিঃ বি এ কলিন্স ৮ মাসের ছুটী লওয়ায় প্রতিনিধি অঃ মাঃ মিঃ কালস বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব রাজনীতি ও নিয়োগ বিভাগের অস্থায় সেক্রেটরী হইলেন। পরন্তু অঃ মাঃ মিঃ ব্রুটিন ঐক্ত জেলার মাঃ হইলেন। পাটনার পোষ্টে ডেঃ কঃ মিঃ বইউ আলুপে বদলী হইলেন; অনারেবল মিঃ কামং ৮ মাসের ছুটী লওয়ায় কৃষিবিভাগের প্রতিনিধি ডিরেক্টর মিঃ গুরুল বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বিচার ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটরী হইলেন। বর্দ্ধমানের ডেঃ মাঃ মৌঃ আতাহ ইলাহি খুলনা জেলার সদরে বদলী হইলেন। মিঃ সন্তোষ চন্দ্র মল্লিক আই সি এস ৩ সপ্তাহের এবং ডেঃ মাঃ বাবু বঙ্কবিহারী

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকের তালিকা মধ্যে এই গুলিকে রাখা ঠিক নয়। তদনুসারে তালিকা হইতে এই পুস্তকগুলির নাম কাটিয়া দেওয়া হইল—

বাঙ্গালা—সাহিত্য পাঠ ২য় ভাগ রাধাগোবিন্দ গাঙ্গুলী কৃত, নবশিক্ষা ত্রিবেণীর গণ্য কৃত, সরল ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি (উপা এবং মধ্য) উপেন্দ্র লাল বর্ম্মন কৃত, বিজ্ঞান শিক্ষা নিম্ন জজ টি এন মুখার্জ্জি এবং এন জি মুখার্জ্জি কৃত, ভূগোল প্রসঙ্গ (সংশোধিত) হরনাথ বসু কৃত, উপা ভৌগোলিক রীডার আর এন ঘোষ কৃত।

উড়িয়া—উপা চিত্রো রীডার ম্যাকমিলান কোম্পানী কৃত, উপা ভৌগোলিক রীডার ঐ,

---

পাঠ্য পুস্তকের তালিকা

(১৯০৭ সালের ১০ই জুন তারিখে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ভার্ণাকুলার শিক্ষার নূতন প্রণালী যে সকল বিদ্যালয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে সেই সকল স্কুলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে)

সাহিত্য ও ব্যাকরণ—ইংরাজী

Gulliver's Travels, (abridged) Edited by G C Earle 1s. Lamb's Tales from Shakspeare (second series). Edited by G D Punchard. 1 s 6 d. Folk Tales of Bengal Rev Lal Behari Dey 4 s 6 d. Picture Children, Part I. H Armitage. 4 d. [For home reading] Ditto II Ditto 4 d. Ditto Augustine and the Black Prince Dean Stanley 6 d. Selection from J A Froude's "Short Studies on Great Subjects. Edited by J Thornton 1 s. A Manual of Translation from Bengali to English. Banmadhab Ganguli and Bisweswar Chakravarty. Rs 1 A 4. A Junior Text-Book of Translation from Hindi to English. Ditto A 8. Beginner's Grammatical Induction + (Anglo-Urdu). Daulat Ram Kanaujia A 4.

বাঙ্গালা।

কথার কাহিনী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত ৸৹, সাহিত্য প্রসঙ্গ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র কৃত ।৵৹, শিশুরঞ্জন ব্যাকরণ ২য় ভাগ ঢাকা পপুলার লাইব্রেরী দ্বারা প্রকাশিত ।৵৹, বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা জগবন্ধু মোদক কৃত ৸৹, বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রবেশিকা ঐ ৶৹।

গণিত

School Algebra, Part I W E Paterson 3 s. With answer. 2 s 6 d. Without answer. Elementary Modern Geometry, Part II. Kalipada Basu Rs 1. Arithmetic Gouri Sanker De. Rs 1 A 12 Matriculation Algebra Ditto Rs 1 A 12 Junior Arithmetic Ditto As 10.

ইতিহাস

Indian History (Simply Told) J C Allen Rs 1 A 8.

পুরস্কার এবং লাইব্রেরীর জন্য

সাহিত্য ও ব্যাকরণ-ইংরাজী

The Garden of childhood A M Chesterton s 1 6 d. Library only The Royal Treasury of Story and Song—Introduction—Golden steps 1 9 d Prize only. The Royal Treasury of Story and Song Part VI.—Tales that are Told. s 1 6 d. Bob and the Black bird. H Avery s 4 Prize only Portia Mrs. C Clarke d 6. Boswell's Life of Johnson (selected passages.) T Nelson and sons 6 d Selections From the Poems of Robert Browning. Edited by Mrs M G Glazebrook. 1 s Tennyson's English Idylls and other Poems. Edited by J H Fowler s 1 9 d. Tennyson's "The lady of Shalott" and other Poems. Ditto s 1 9 d. Ingraji Sopan, Part I Rabindra Nath Tagore As 6. Ditto, Part II Ditto As 6. Ingraji Sruti Siksha Ditto As 4 Beginner's Grammatical Induction [Anglo-Urdu]. Daulat Ram Kanaujia As 4. A Junior Text-Book of Translation from Hindi to English. Banmadhab Ganguli and Bisweswar Chakravarty. As 8. A Junior Text-Book of Translation from Urdu to English. Ditto As 10.

[২নং এবং ৪নং পুস্তক কেবল পুরস্কারের জন্য। ৩নং পুস্তক পুরস্কার ও লাইব্রেরী উভয়ের জন্য, অবশিষ্টগুলি কেবল লাইব্রেরীর জন্য]

বাঙ্গালা

জাপানী জাহুন যতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কৃত ॥৹, ক্ষীরের পুতুল অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত ৶৹, কাশেমবাজার কাব্য আবদুলজব্বার আলি মহঃ হাবিব আলি কৃত ॥৹, দেবদূত অখিলচন্দ্র পালিত কৃত, ১৲ আখ্যা নীতি বিজ্ঞান প্রথম পাঠ গিরীশ চন্দ্র বসু কৃত ৸৹, অর্জ্জুন নীলরতন মুখার্জ্জি কৃত ॥৹, মোসেন চরিত্র হাবিব আলি কৃত ৶৹, ভারতীয় বিদুষী যতীন্দ্র গাঙ্গুলী কৃত, ৸৵৹, কিণ্ডার গার্টেন কবিতা শচীনন্দন সরকার কৃত ৵১০।

[১৩২নং কেবল পুরস্কারের জন্য, ৬ ও ৯নং উভয়ের জন্য। অবশিষ্ট কেবল লাইব্রেরীর জন্য]

সংস্কৃত

লক্ষ্মীকাব্য লক্ষ্মী নাথ কৃত ৸৹ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য)

বিজ্ঞান ও গণিত—ইংরাজী
(কেবল লাইব্রেরীর জন্য)

School Algebra, Part II W E Paterson s 3 with answer, 2 s 6 d without answer Ditto, II Part I and Ditto s 5 with answer and 4 s without answer Alert Arithmetic, Teacher's Book III H Wilkinson 4 d. Ditto Teacher's Book IV Ditto 5 d.

বাঙ্গালা (কেবল লাইব্রেরীর জন্য)

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ৵৹

ইতিহাস ও ভূগোল—ইংরাজী

High Roads of History, Book VIII—High Roads of Empire History. E M Wilmot-Buxton s 1 6 d. A Junior Geography of India, Burma and Ceylon. G Morrison As 12.

[২নং পুস্তক খানি কেবল লাইব্রেরীর জন্য]

POST-GRADUHTE RESEARCH SCHOLARSHIPS, 1910

1. Two post-graduate Research Scholarships of the monthly value of Rs 100 each, and tenable for a maximum period of three years, but in the first instance for one year only, will be awarded early in the year 1910.

2. No candidate will be considered who has not passed the M A, the M D the D L or the Master in Engineering Examination of the Calcutta University

কাব্য ও উপন্যাস প্রভৃতি, উচিত মূল্যে ও উক্ত কমিশনে পাওয়া যায়। ২১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট কলি[illegible] অর্ডার পাঠাইবেন অতি সত্বর প্রেরিত হইবা

৩।৭।১৯১০

কর্ম্মখালি

কোন প্রসিদ্ধ জমিদারের ২টী ছেলেকে পড়াইবার জন্য বিএ পাশ করা কিম্বা আইন ও ভাল ইংরাজী জানা ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্ক সমস্ত সময়ের জন্য একজন [illegible] শিক্ষক। আহার ও বাসস্থান ৭ ২০৲ [illegible] বেতন। সময়ে সময়ে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে। অন্ততঃ ২ বৎসর কার্য্য ত্যাগ করিতে পারিবেন না শ্রীশিবরাম সান্যাল হেড মাঃ আজিমগঞ্জ দনপৎ এম ই স্কুল মুর্শিদাবাদ।

জেলা রংপুর পোঃ শ্যামগঞ্জ ফরিদাবাদ মইং স্কুলে জনৈক এণ্ট্রান্স পাশ হেড মাষ্টার বেতন ১৫ টাকা আহার বাসস্থান, এক বৎসরের জন্য স্থায়ী হইতে হইবে।

জেলা রংপুর সাহুল্লাপুর ডাকঘরের অধীন সাহুল্লাপুর মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ বা ফেল পার্শি ও উর্দ্দু জানা জনৈক মৌলবী মাসিক বেতন ১০৲ ও আবা। পোঃ সাহুল্লাপুর রংপুর।

গড়বেতা জেলা মেদিনীপুর উইং স্কুলে একজন ড্রিল ড্রইং ও ব্যায়ামে পারদর্শী শিক্ষক। বেতন ১৫৲ টাকা নর্ম্মাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ চাই।

জাগলপুর মনসুরগঞ্জ মইং স্কুলে মাসিক ১৪৲ বেতনে নর্ম্মাল প্রথম বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ২য় পণ্ডিত।

মেসার্স এম এল লায়েক এণ্ড [illegible] রাণাঘাট আফিসের জন্য ২ জন মোহরের হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া চাই বেতন মাসিক ১২৲ হইতে ১৫৲ এবং ৮৲ হইতে ১২৲ টাকা বাসস্থান এবং মফস্বল যাইলে দৈনিক ।/০ হিসাবে বাসা খরচ পাইবেন। প্রাইভেট টিউশন পড়াইতেও পাওয়া যায়। ইংরাজি ও বাংলা হস্তাক্ষর সহ আবেদন করুন। [illegible] নাথ মুখোপাধ্যায় এজেণ্ট রাণাঘাট।

কামালপুর স্কুলে এফ এ ফেলঃ ও নর্ম্মাল পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে ২৫৲ ও ১৪৲ প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান পাইবেন। পোঃ পাণ্ডুয়াগাছি, হুগলী।

[illegible] নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জন্য একজন [illegible] ছাত্রবৃত্তি পাশ পণ্ডিত। বেতন আপাততঃ ৫৲ টাকা ও আবা। শ্রীগদাধর দাস পণ্ডিত উলুবুনিয়া কৃষক বালিকা বিদ্যালয় পোঃ রাজপাল ডিঃ খুলনা।

জেলা ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা থানার অধীন মৌশিমুল মণ্ডেল মাদ্রাসার মইং উত্তীর্ণ কিম্বা হাই স্কুলের ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া, একজন মুসলমান শিক্ষক বেতন ১০৲ টাকা ও আবা। পোঃ পূর্ব্বাধলা, ময়মনসিংহ।

রাজসাহী জেলা পুঠিয়া পরেশ নারায়ণ উইং স্কুলে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে আপাততঃ ছয় মাসের জন্য একজন কার্য্যোত্তীর্ণ সহকারী হেঃ পঃ ইংরাজি জানা থাকিলে ভাল হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে হেড মাষ্টার মহাশয়ের নিকট আবেদন করুন।

জেলা ত্রিপুরা, চাঁন্ডলপাড় মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার, বেতন ১৫৲ টাকা ও বাসা। পাল জাতির অন্নভোজী হইলে আহার।

পরশুরাম মাইনর স্কুলে একজন এফ এ অথবা বহুদর্শী এফ এ ফেল হেঃ মাঃ বেতন ২০ টাকা ব্রাহ্মণ হইলে আবা।

রাণীনগর মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পড়া সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন গুণানুসারে ১০।১৫ টাকা। আপা পোঃ রাণীনগর (ই, বি, এস আর) জেলা রাজসাহী।

জেলা ময়মনসিংহ পোঃ উত্তর সতরবাড়ী মইং স্কুলে একজন ট্রেণিং পাশ পণ্ডিত। বেতন ১৮ টাকা এবং আবা। হিন্দু হইলে আহার বাবদ ২ টাকা।

জাজিগ্রাম মইং স্কুলে মাসিক ১৮ টাকা বেতনে একজন এফ, এ অথবা টিচারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেঃ মাঃ ও মাসিক ১৪ টাকা বেতনে নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক পাশ নূতন নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দিতে সক্ষম হেঃ পঃ। পোঃ জাজিগ্রাম গ্রাম জাজিগ্রাম জেলা বীরভূম, শ্রীযুক্ত কালীকুমার চক্রবর্ত্তী সহকারী সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুসুমগ্রাম জিরাবী মুক্তবের জন্য বি, এ পাশ বহুদর্শী শিক্ষক আবশ্যক। বেতন মাসিক সর্ব্বসমেত ৩০ টাকা। কেবল বাসস্থান পাইবেন। পোঃ কুসুমগ্রাম।

জেলা মেদিনীপুর, পোঃ কাজলাগড়, কাজলাগড়,বোর্ড, মইং স্কুলে একজন এফ এ পাশ ইংরাজি শিক্ষক। বেতন আপাততঃ ২০ টাকা। আহার বাসস্থান ও টিউসনে অতিরিক্ত ১০ টাকা পাইবেন।

টিয়ামুণ্ডা উইং স্কুলে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে একজন অভিজ্ঞ নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক পাশ শিক্ষক। স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

মহাপাল মইং স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ এবং ড্রিল ড্রইং জানা নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে ২০ ও ১৫ টাকা আহার বাসস্থান পৃথক দেওয়া যাইবে। পোঃ মহাপাল মেদিনীপুর

শাটিয়াদহ মইং স্কুলে একটী দ্বৈবার্ষিক পাশ হেঃ পঃ ড্রিল ড্রইং উত্তমরূপে জানা চাই। বেতন খোরাক সমেত ১৫ টাকা। বাসস্থান দেওয়া যাইবে। শ্রীরাইচরণ শর্ম্মা হেঃ মাঃ শাটিয়াদহ মইং স্কুল জিলা খুলনা।

জেলা রাজসাহী পোঃ লালোর গোবিন্দপুর গ্রামের মাদ্রাসার জন্য সিনিয়র পাশ বা ফেল এক জন মৌলবীর আবশ্যক বেতন ১৩ টাকা এবং আবা। উপরি পাওনা মাসিক ৪৫ টাকা হইতে পারে কার্য্যে উন্নতি দেখাইলে বেতন বৃদ্ধিরও আশা আছে। ১৫ দিন মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীবসিরউদ্দীন খাঁ, গোবিন্দপুর মাদ্রাসা

কলিকাতা বহুবাজার ট্রেণিং উপ্রা স্কুলে এক জন নর্ম্মাল পাশ ও নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদানে সক্ষম এবং ড্রিল ড্রইং জানা শিক্ষক। বেতন ১৫ টাকা। ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৩।১ হিদারাম বন্দোপাধ্যায়ের গলি বহুবাজার কলিকাতা।

শ্যামকুড় মইং স্কুলে একজন অভিজ্ঞ নর্ম্মাল দ্বৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা ও বাসা। অবিলম্বে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন করুন। পোঃ শ্যামকুড়, জেলা নদীয়া।

পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত রামগঞ্জ গুরুট্রেণিং স্কুলে একজন ২য় শিক্ষক। বেতন দশ টাকা ও ছাত্র বেতনের তৃতীয়াংশ। নর্ম্মাল স্কুলের ১ম বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া চাই। প্রধান শিক্ষকের নিকট দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। পোঃ রামগঞ্জ (পূর্ণিয়া)

৬৭টী ছেলেকে প্রাইভেট পড়াইবার জন্য এণ্ট্রান্স ফেল বা পড়া একজন মুসলমান মাষ্টার। আবা বাদে মাসিক বেতন ১০ টাকা। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া পোরসা মিডল মাদ্রাসা স্কুলের সেঃ পণ্ডিতের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। পোঃ নিজপুর।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

সদালাপ (৩১)

(১৪৮) সন্ন্যাসধর্ম্ম ভাল কি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ভাল (কপোত কপোতী এবং উদাসীন)—একদা কোন রাজা এক সন্ন্যাসী মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করেন, "সন্ন্যাসী হওয়া ভাল কি গৃহী থাকা ভাল?" সন্ন্যাসী উত্তর দেন, "দুইই ভাল।" ঐ সময়ে রাজার একটু বৈরাগ্যের উদয় হইতেছিল, সুতরাং উত্তরটি রাজার মনঃপূত হইল না। ইহা বুঝিয়া সিদ্ধ পুরুষ রাজাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, বেশ ভাবিয়া দেখ"।

মুহূর্ত্তমধ্যে রাজা এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করিলেন। রাজা দেখিলেন এক মহতী রাজসভার অধিবেশন হইতেছে। পরমাসুন্দরী নানালঙ্কার ভূষিতা রাজকন্যা সকলকে উপেক্ষা করিয়া সভার বাহিরে দণ্ডায়মান কৌপীনধারী এক নবীন সন্ন্যাসীর গলে মালা দিতে উদ্যত হইলেন। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ রাজকন্যাকে মাতৃ সম্বোধনে নিবারণ করিয়া দ্রুতপদে ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন। রাজাও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া ঐ সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; কিন্তু যতই দ্রুতবেগে যান, সন্ন্যাসীকে ধরিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী ক্রমে এক বিজন অরণ্য মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরিশ্রান্ত এবং শীতে অবসন্ন রাজা রাত্রি সমাগত দেখিয়া এক বৃক্ষমূলে কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তরে কটিস্থিত অস্ত্রের আঘাত করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। কিন্তু খাইবার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি শুনিতে পাইলেন বৃক্ষের উপরে কপোত এবং কপোতী কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কপোত বলিতেছে, "এই বৃক্ষই আমাদের গৃহ। পরিশ্রান্ত ক্ষুধা পিপাসাতুর বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রাজা আমাদের অতিথি। অতিথি সৎকার জন্য দেহত্যাগ করিব।" এই বলিয়াই কপোত বৃক্ষের ডাল হইতে অগ্নিমধ্যে পতিত হইল। কপোতীও "স্বামীর অনুগমন করিব" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিতে পড়িল।

রাজার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন মহাপুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান—জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "দুই আশ্রমই ভাল হইতে পারে না কি?" রাজা বলিলেন, "কৃপানিধান! আমার সংশয় ছেদিত হইয়াছে। ঐ সন্ন্যাসীর মত সন্ন্যাসী এবং ঐ কপোত দম্পতীর মত গৃহী দুইই ভাল। বুঝিলাম যে, আপনাপন কর্ত্তব্যপালনে বা অপালনেই মানুষের ভাল বা মন্দ অভিহিত হয়।

(১৪৯) ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি, (সুলতান গিয়াসুদ্দীন ও কাজি)।—সুলতান গিয়াসুদ্দীন এক সময়ে ধনুর্ব্বিদ্যায় অভ্যাস করিতেছিলেন। দৈবাৎ একটি শর একটি গরিবের ছেলের গায়ে লাগায় সে মারা পড়ে। তাহার বিধবা মাতা কাজি সুরাজুদ্দিনের নিকট এ বিষয়ের অভিযোগ করিলে কর্ত্তব্যপরায়ণ কাজি রাজাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের উত্তর দিতে আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য হুকুমনামা পাঠাইলেন। রাজা একখানি ক্ষুদ্র তরবারি বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজি সম্পূর্ণ ভাবে আদালতের মর্য্যাদারক্ষা করিয়া রাজাকে তথায় রাজযোগ্য কোন সম্মান না দেখাইয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের কথা তাঁহাকে জানাইলেন। রাজা বিধবাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় বিধবা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। রাজা তখন আদালতকে জানাইলেন, "সুযোগ্য বিচারপতি! আমার অনবধানকৃত মহানিষ্ট জন্য বাদিনী কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।" কাজি স্ত্রীলোকটিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন।

পরে কাজি বিচারাসন হইতে নামিয়া রাজার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন; নৃপতি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অসিখানি বাহির করিয়া কহিলেন, "কাজি সাহেব! তোমার আজ্ঞানুসারে, পবিত্র কোরাণের বিধি মান্য করিবার জন্য বলিয়ামাত্র আমি বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম; যদি দেখিতাম, তুমি ন্যায়মার্গ হইতে তিলমাত্র বিচলিত হইয়াছ, তাহা হইলে এই তরবারি দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন করিতাম। আমার রাজ্যে এমন একজন বিচারক আছেন যিনি কোরাণের বিধানদেক্ষা আর কোন কর্ত্তা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন না, এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি"। বিচারপতি তখন দণ্ড বাহির করিয়া কহিলেন "রাজন, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে যদ্যপি আপনি আইনের আদেশ স্বীকার না করিতেন তাহা হইলে এই বেত্রদণ্ড আপনার পৃষ্ঠে কালশিরা দাগ বসাইয়া দিত; আজ আমাদের উভয়েরই পরীক্ষার দিন গেল।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ইহার পরে ন্যায়পরায়ণ বিচারপতির যথেষ্ট পুরস্কার করিলেন।

(১৫০) ঐ (বিচারপতি গ্যাসকইন)—ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরী যখন যুবরাজ ছিলেন সেই সময় তাঁহার এক ভৃত্য কোনরূপ অসদাচরণের জন্য আদালতে অভিযুক্ত হন। যুবরাজ হেনরি ভৃত্যের জন্য মোকদ্দমায় তদ্বির করিলেও প্রধান বিচারপতি গ্যাসকইন তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডিত করেন। যুবরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া আদালতের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভৃত্যকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন।

প্রধান বিচারপতি মহাশয় যুবরাজকে বিনয়ভাবে আইনের মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিয়া এই পরামর্শ দিলেন আপনি যদি ভৃত্যকে মুক্ত করিতে চান তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিবার জন্য আপনার পিতার—রাজা চতুর্থ হেনরীর—নিকট আবেদন করুন।

যুবরাজ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে বিচারপতি গ্যাসকইন যুবরাজকে দৃঢ়ভাবে আদালত হইতে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন।

যুবরাজ অতিশয় রাগান্বিত হইয়া বিচারপতির দিকে অগ্রসর হইলে সকলেরই মনে হয় বিচারপতিকে প্রহার করিবার জন্যই অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু খানিকটা যাইয়াই যুবরাজ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তিনি বিচারপতির গম্ভীর এবং তেজঃ প্রদীপ্ত মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। গ্যাসকইন তখন যুবরাজকে বলিলেন "আমি এই বিচারাসনে বসিয়া এই রাজ্যের রাজার সম্মান রক্ষা করিতেছি। আপনি এই বিচারকের সম্মান রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে আপনি যাহাদের উপর প্রভুত্ব করিবেন তাহাদের নিয়মানুগামিতার আদর্শ দেখাইবেন ইহাই আপনার পক্ষে সুসঙ্গত। যে অবাধ্যতা এবং আদালতের প্রতি অমর্য্যাদা আপনি অদ্য দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাকে কারাবদ্ধ করিতে আদেশ দিতেছি।"

যুবরাজ তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের কৃত অপরাধ বুঝিতে পারিলেন এবং বিনা আপত্তিতে জেলে গেলেন। তাঁহার পিতা চতুর্থ হেনরি এই ব্যাপার অবগত হইয়া মহানন্দে বলিয়াছিলেন

আইনের মর্য্যাদা এরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ। এমন বিচারক যে রাজার রাজ্যে আছেন তিনি নিশ্চয়ই সুখী, এবং আইন উল্লঙ্ঘন জন্য দণ্ডিত হইয়া যে রাজার পুত্র অবনতমস্তকে সেই দণ্ড গ্রহণ করে সে রাজাও সুখী।"

(১৫১) মনিবের মঙ্গলে সর্ব্বস্ব পালন (ধাত্রী পান্না)—রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর রাজপুত প্রধানগণ পুরোহিতের উপপত্নী [illegible] বনবীরকে রাণা সঙ্গের পুত্র উদয়সিংহ [illegible] না হওয়া পর্য্যন্ত চিতোরের শাসন [illegible] করেন। বনবীর [illegible] দণ্ডধারী হইলে- [illegible] রাজা [illegible] উদয় [illegible] তিনি [illegible] হই- লেন।

শিশুর ধাত্রী পান্না উদয়সিংহের নাপিতের নিকট [illegible] অবগত হইয়া নিদ্রিত উদয়সিংহকে [illegible] ফলের ঝুড়ির ভিতর পুরিয়া উপরে পাতা- লতা চাপা দিয়া ঐ বিশ্বাসী নাপিতের মাথায় দিয়া [illegible] বাহির করিয়া দিলেন। পান্না উদয়সিংহের শয্যায় আপন শিশুপুত্রকে শোয়াইয়া রাখিলেন। অকস্মাৎ বনবীর উন্মুক্ত তরবারি [illegible] সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উদয়সিংহ কোথায় আছে পান্নাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নিজ পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে প্রভু পুত্রের প্রাণরক্ষাকারী [illegible] পান্না [illegible] নিজ শিশুপুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি- লেন। বনবীর তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুর বক্ষে তরবারি বসাইয়া দিল। পান্না স্বচক্ষে নিজ শিশুপুত্রের হত্যা দেখিলেন, কিন্তু নীরবে তাহা সহ্য করিয়া শিশুর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করিলেন। পাছে [illegible] শিশুর অনুসরণ হয় এই ভয়ে কোন রূপেই বনবীরের অণুমাত্র সন্দেহ হইতে দিলেন না।

বিশ্বাসী নাপিত চিতোরের [illegible] বাহির [illegible] নদীর তীরে অপেক্ষা করিতেছিল। পান্না তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উদয়সিংহকে লইয়া [illegible] [illegible] করিলে [illegible] বনবীরের ভয়ে [illegible] করিতে [illegible] উঁহারা [illegible] যাইয়া তথাকার [illegible] সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে [illegible] অর্পণ করিলেন। তিনিও বনবীরের [illegible] রাখিতে ইতস্ততঃ করিলে তাঁহার [illegible] বলিলেন, [illegible] "বিশ্বস্ততা [illegible] করিতে হইলে বিপদ অথবা শত্রুপক্ষের দিকে দৃষ্টি করিলে চলে না। এই শিশু সঙ্গের পুত্র, তোমার প্রভু। তুমি ইহাকে রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিও না, ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন, তোমার কোন বিপদ হইবে না।"

(১৫২) ঐ (বীরবল সিং)—কোন রাজার সভায় এক সময়ে এক ভোজপুরী আসিয়া দ্বার- বানের কর্ম্ম প্রার্থনা করে। এবং বলে আমার নাম বীরবল সিং; মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতনে কাজ করিতে পারি।" রাজা অসঙ্গত বেতনের কথা শুনিয়া বলিলেন, "অত উচ্চবেতনের লোক আমার আবশ্যক নাই।" বীরবল প্রস্থানোদ্যত হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন, "অবশ্য লোক- টার কোন বিশেষ গুণ থাকিবে, নতুবা এত উচ্চ হারে বেতনের দাবী করিতেছে কেন? কিছু দিনের জন্য উহাকে রাখিয়া দেখা যাউক"।

রাজা বলিলেন, "তোমাকে তোমার কথামত বেতন দিয়াই অদ্য হইতেই নিযুক্ত করিলাম, তুমি আমার শয়নাগারের প্রহরী থাকিবে।" তদবধি বীরবল রাজার শয়নাগারের প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিল।

কয়েকমাস অতীত হওয়ার পর একদা রাত্রি কালে রাজা শুনিতে পাইলেন যে, দূরপথে কোন স্ত্রীলোক করুণ বিলাপ করিতেছে। সেই ক্ষীণ করুণস্বর রাজার শ্রবণগোচর হওয়ায় রাজা বীর- বলকে বলিলেন, "বীরবল, এ করুণ ক্রন্দন কে এবং কেন করিতেছে সন্ধান লইয়া আইস।" বীরবল অনুসন্ধানে চলিল। কৌতূহলাবিষ্ট রাজা মনে ভাবিলেন, আমিও গিয়া দেখি না কেন। আমি এই লোকটাকে অতি উচ্চহারে বেতন অনেক দিন অবধি দিয়া আসিতেছি কিন্তু এতাবৎ ইহার বিশেষ গুণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অদ্য- কার আদেশ পালন কিরূপে করে তাহাও দেখিতে পাইব। রাজা অলক্ষ্যে বীরবলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বীরবল সেই করুণ শব্দের অনুক্রমে অনেকদূর যাইয়া অপূর্ব্ব এক স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কে, আর কি নিমিত্তই বা এরূপে রোদন করিতেছ।" স্ত্রীমূর্ত্তি বলিলেন, "বাছা, আমি এই রাজার রাজলক্ষ্মী, আমি অনেকদিন হইতে এই রাজাকে আশ্রয় করিয়া ছিলাম। সম্প্রতি রাজার গ্রহবৈগুণ্য হেতু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সেই জন্য দুঃখে ক্রন্দন করি- তেছি। বীরবল বলিল "মা, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?" রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "বাছা, প্রতিকারের উপায় যাহা আছে তাহা একপ্রকার অসাধ্য বলিলেই হয়। যদি রাজার এমন কোন হিতৈষী থাকেন, যে তিনি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য স্বহস্তে আপন পুত্রের মস্তক ছেদন করিতে পারেন তাহা হইলেই গ্রহ দোষের খণ্ডন হয় এবং আমি এখানে সুস্থির থাকি।" বীরবল সমস্ত শুনিয়া আর কোন কথা না করিয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে চলিল। রাজা ভয়ে এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বীরবলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি- লেন।

বীরবল আপন গৃহে যাইয়া স্ত্রীর এবং পুত্রের নিকট সমস্ত কথা বলিল। পুত্র বলিল, "পিতঃ, যখন জন্মিয়াছি, তখন মরণ নিশ্চিত; যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার মৃত্যুতে সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল হয় তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সুখের মৃত্যু আর কি হইতে পারে? আপনি অবিলম্বে আপ- নার অভীষ্ট সম্পাদন করিবেন।" বীরবলপত্নীও বলিল "আমরা সকলেই মনিবের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে বাধ্য।" তখন বীরবল তাহার পত্নী ও পুত্র তিনজনেই নিকটস্থ ভগবতীর মন্দিরে যাইয়া তাঁহার পূজা করিয়া শাণিত খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বীরবল স্বহস্তে আপন পুত্রকে বলি- দিয়া প্রভু কার্য্য সম্পাদন করিল। তখন বীর- বল বলিল "প্রভুর কার্য্য শেষ করিলাম, একমাত্র পুত্র গেল, এখন আর আমি বাঁচিয়া শোকে দগ্ধ হই কেন? মা! আমাকেও লও" এই বলিয়া খড়্গ দ্বারা নিজের মস্তক ছেদন করিল। পতি পুত্রশোকাতুরা বীরবলপত্নীও "রাজার কল্যাণ জন্য "আমাকেও লও" এই কথা বলিয়া সেই খড়্গ লইয়া নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করিল।

রাজার এই সমস্ত দেখিয়া বৈরাগ্যের উদয় হইল। এরূপ ভৃত্যের স্বেচ্ছামৃত্যুতে তিনি সমস্ত রাজসুখ ঐশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎ- কর বোধে আপন মস্তক ছেদন করিবেন বলিয়া সেই খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তখন দেবী আবির্ভূতা হইয়া রাজার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "তোমার ঔদার্য্যে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তুমি কি প্রার্থনা কর বল।" রাজা বলিলেন, "দেবি! যদি প্রসন্না হইয়া থাকেন তবে এই করুন যেন আমার বীরবল সপুত্র পরি- বার জীবন লাভ করে"। দেবী "তথাস্তু" বলিয়া অমৃত বারি সিঞ্চন করিলে উহারা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। তখন রাজা বীরবলকে যথা- বিধি অভিনন্দন করিয়া আনিয়া অর্দ্ধেক রাজ্যদান পূর্ব্বক পরম সুখে অবশিষ্ট জীবিত কাল যাপন করিয়াছিলেন।

(১৫৩) পেটুকের পরিণাম (জেন্দাভেস্তায় বর্ণিত কবুলের কাহিনী):—কবুল মিতাহারী ব্রাহ্মণ দিগের একান্ত বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। প্রত্যহ বহুসংখ্যক প্রাণীর মাংস এবং ডিম্বাদি দ্বারা প্রস্তুত আহার্য্য দ্রব্য তাঁহার আহারার্থ সজ্জিত থাকিত। একান্ত ঔদরিক কবুল বিরুদ্ধ এবং অভক্ষ্য ভোজনে এবং অনাচারে শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

অমিতব্যয়িতাদোষে কবুলের বেশী দিন বাঁচিতে হইল না। মৃত্যুর পর কবুলের বিচার আরম্ভ হইলে কবুল দেখিল যে, সে যে সকল প্রাণীকে জীবদ্দশায় শিকার বা আহার করিয়াছে সেই সকল প্রাণীর পঞ্চায়েতের নিকটই তাহার বিচার উপস্থিত। মেষ বলিল, "উহার মেষ-যোনি প্রাপ্তিই উচিত, পুনঃ পুনঃ কষ্ট সহ্য করিবে।

মুরগী উহার মুরগী যোনি প্রাপ্তির এবং মৎস্য উহার মৎস্য যোনি প্রাপ্তির সম্মতি জানাইল। শেষে পঞ্চায়েতের সর্দ্দার বলদ বলিল, "আসামী অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রাখিয়া মরিয়াছে। আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি সেই ছেলে অতিশয় রুগ্ন ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইবে। এই ব্যক্তির নিজের যেরূপ ভ্রষ্টাচারিতা ছিল তাহার ফল তাহার বংশাবলীকেও ভোগ করিতে হইবে সুতরাং আমার বিবেচনায় ঐ ব্যক্তিই অতঃপর উহার পুত্রের দেহ ধারণ করিয়া যাহাতে এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট ব্যাপক ভাবে ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। বলদের সেই কথায় সকলে অনুমোদন করায় কবুল পর জীবনে নিজেরই পুত্ররূপে জন্ম পাইয়া ত্রিশবৎসর রোগশোকাদিতে বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়া মৃত হয়।

তীর্থযাত্রা [১৭৭]

জীবরহস্য এই বিশ্ব রহস্যের অন্তর্গত। সেই বিশ্ব রহস্য হইতে জীবরহস্য পৃথক করিলে মানবের কর্ম্ম, ধর্ম্মের রহস্য কেহই বুঝিতে পারিবে না। যুগযুগান্তর হইতে এই জীব বিশ্বের ঘাত প্রতিঘাতে মানব দেহ মন এবং ইন্দ্রিয়নিচয় প্রাপ্ত হইয়া জল, স্থল, অগ্নি, বায়ু এবং অন্তরীক্ষ সমবেত হওত তাহাকে নিয়মিত করিতেছে। তৃণকণা হইতে ভূধর পর্য্যন্ত জলকণা হইতে জলধি পর্য্যন্ত, কুয়াসা কণা হইতে ঝড় ঝটিকা পর্য্যন্ত, তমসা হইতে জ্যোতিঃপুঞ্জ পর্য্যন্ত, উদ্ভিজ্জাণু হইতে মহীরুহ পর্য্যন্ত, কীটাণু হইতে পতঙ্গ পক্ষী ও পশুজাতি পর্য্যন্ত—নীহারিকা হইতে এই অনন্ত আকাশস্থ জ্যোতিষ্ক মণ্ডল পর্য্যন্ত সকলেরই সহিত এই মানবজাতির নিকটতর সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে। কেবল তাহাদের এই পাঞ্চভৌতিকদেহ নহে, তাহাদের স্বভাব, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, এমন কি, ইহ পারত্রিকের উপজীব্য ধর্ম্ম পর্য্যন্ত তাহাতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাই দেখিতে পাই নদীবহুল দেশের মানবগণের স্বভাব একরূপ, সমুদ্রতীরবাসী দিগের আর একরূপ, পার্ব্বত্য মানবের স্বভাব অন্যরূপ, বিজন বনবাসীর আর একরূপ এবং মরুভূমি প্রদেশস্থ মানবের ভিন্নরূপ স্বভাব হইয়া থাকে। পর্য্যটকেরা বলেন পার্ব্বত্য মনুষ্যদিগের মধ্যে কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান অধিক জন্মিয়া থাকে। সমতলবাসীদিগের মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত। এই ঘটনা হইতেই, স্ত্রী-পুং সংখ্যার তারতম্য হইতেই সামাজিক রীতিনীতি বিভিন্ন হইয়া যায়। কাহার সাধ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে। সুতরাং ইচ্ছা করিয়া মানব বা মানব সমাজ এক সূত্রে সংগঠন করা যায় না। তবে জগতে এক ধর্ম্মা মনুষ্য হওয়া কিরূপে সম্ভবে? মানব ধর্ম্ম মানবের যখন প্রকৃতিগত, এবং সেই প্রকৃতি যখন দেশভেদে বিভিন্নাকার তখন ধর্ম্ম সাধন এক বিধ হইবে কিরূপে? অর্থাৎ কখনই তাহা একাকারে হইতে পারে না।

এই সীমায় একপ্রান্ত হইতে খৃষ্টধর্ম্ম সমস্ত ইউরোপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে কি? তাহার রীতিনীতি সেখানে কোন কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াও সেই ভারতীয় আকার সেই সেই স্থানে রক্ষা করিতে পারে নাই। আরবের মুসলমান ধর্ম্ম তদনুরূপ জগতে ব্যাপ্ত হইলেও সেই খর্জ্জুর সেবী আরবীয় রীতিনীতি অন্যত্র পরিচালিত হইতে পারে নাই মুক্তকণ্ঠে তাই বলিতেছি, দেশ ভেদে ধর্ম্মভেদ যে থাকিবেই থাকিবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম সিন্ধু কূলে যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল সরস্বতী এবং দৃষদ্বতীর মধ্যগত হইয়া সে ভাব রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহার পর গঙ্গা-যমুনার মধ্যগত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছিল, গৌড় গড়াইয়া আসিয়া তাহার আকার কিরূপ ধারণ করিয়াছে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে দায় দায় ধরিয়া যে ধারা সমস্ত দাক্ষিণাত্য প্লাবিত করিয়াছিল তাহার আকার দেখিলে বিস্মিত হইতে হইবে। যখন এক ধর্ম্মের এক বর্ষে এত বিভিন্নতা তখন সমস্ত জগতে আর্য্যধর্ম্ম কি প্রকারে একচ্ছত্রী হইবে। হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ কালে আমরা এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, সেজন্য অনেক তীর্থস্থানে অনেক সাধু সন্তের আশ্রমে অনেক ঋষি মুনির সকাশনে, যে সকল কথার আন্দোলন হয় তাহাতে যতদূর বুঝিয়াছি তাহার মর্ম্ম এই।

যাহা মন, বাক্য এবং হস্তপদাদি দ্বারা সম্পাদন করি, এক কথায় তাহারই নাম "কর্ম্ম" তাহাকে শাস্ত্রকারেরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার সংজ্ঞা দিয়াছেন—সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মাণ, এক জন্মের কৃত কর্ম্ম অতি অল্পই সেই জন্মে ভুক্ত হয়, অবশিষ্ট কর্ম্ম যাহা পর জন্মে ভোগের জন্য সঞ্চিত থাকে—তাহাকেই সঞ্চিত বলে। এই প্রারব্ধ কর্ম্মের সূত্র ধরিয়া নিয়মিত (যাহা করিতেছি) তাহাতে যোগ হয়। এইরূপে যোগ, বিয়োগে, কর্ম্ম রাশি সঞ্চিত হইয়া, কর্ম্ম সমাবেশ হইয়া উঠে। অনেক জন্মকৃত এই সঞ্চিত কর্ম্মরাশি ক্ষয় করিতে যে যত্ন, যে প্রয়াস আবশ্যক, ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বাধা দিয়া আমরা তাহাকে স্তূপীকৃত করিতে পারি না, তাই পাপ পুণ্যের জীর্ণ স্তূপ পদে পদে বাড়িয়া কুচা হইয়া যাই। সেই বিপুল কাচা জড়ী করিয়া, বার বার জন্ম গ্রহণ করত গণ্ডীবন্ধনের কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। তাই দুঃখে দুঃখে ক্লান্ত হইয়া হাহাকার করিতে থাকি, সুতরাং এই দুঃখ হইতে আর নিস্তার পাই না।

মহামহোপাধ্যায় ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

এই পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিগত ২০শে মাঘ তারিখে ৺ কাশীলাভ করিয়াছেন। ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে বসুমতী, বান্ধব, ঢাকাপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকা পাঠে এ পর্য্যন্ত যতটুকু জানিতে পারিয়াছি নিম্নে সঙ্কলন করিয়া প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে (সং ১২৪৩) ১৯শে কার্ত্তিক দিবা এক দণ্ড অবশিষ্ট থাকিতে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার নাম রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। ইনি একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ [illegible] অধ্যাপক ছিলেন। সমাজে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। ইনি রক্ষণশীল দলের হিন্দু এবং সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। পুত্র চন্দ্রকান্ত শৈশবে

গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া দশ বৎসর বয়সে চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। প্রথমে পিতার নিকট কতকটা অধ্যয়ন করিয়া পরে বিক্রমপুরের নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের নিকট কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। চতুষ্পাঠীতে চন্দ্রকান্ত বিলক্ষণ প্রতিভার পরিচয় দেন। অধ্যাপক ইহাঁর পিতা রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশকে বলিয়াছিলেন, ভালরূপ শিক্ষা পাইলে চন্দ্রকান্ত ভবিষ্যতে একজন বড় পণ্ডিত হইবেন। আপনি উহাকে শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিন। পিতা রাধাকান্ত পুত্রের গুণের কথা শুনিয়া উহাকে উহাঁর অধ্যাপকের উপদেশমত নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন।

ঐ সময়ে পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, হরিদাস শিরোমণি, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ, প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ নবদ্বীপের গৌরব সম্পাদন করিতেছিলেন। চন্দ্রকান্ত, পণ্ডিত শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ, প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন এবং মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের (?) নিকট হইতে ন্যায়শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। মধ্যে বৎসরেক কাল বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ স্মার্ত দীননাথ ন্যায় পঞ্চাননের নিকটও স্মৃতি পড়িয়াছিলেন। অতঃপর পণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ চন্দ্রকান্তকে তর্কালঙ্কার উপাধি প্রদান করেন।

অতঃপর তর্কালঙ্কার মহাশয় ১২৬ সালে স্বগ্রাম সেরপুরে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিভার কথা প্রচারিত হওয়ায় নানাস্থান হইতে ছাত্রগণ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিবার জন্য আসেন। অনেক ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিয়া ইনি যত্নসহিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অনেক পণ্ডিতও তাঁহার পাণ্ডিত্য জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। অন্নদানে ইনি শিক্ষার্থীদিগকে অকাতরে করিতেন। কয়েক বৎসর পরে পণ্ডিত শাস্ত্রীর ছাত্র কাশীর প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক হর চন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহিত ষড়দর্শনের আলোচনা করিয়া ইহাতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

এই সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্তৃক তাঁহার সর্বপ্রথম রচিত পুস্তক "চন্দ্রবংশ" রচিত হয়। ইহার পর তিনি "কৌমুদী সুধাকর" ও সতী পরিণয় নামক দুইখানি সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন। অতঃপর "শিক্ষা" নামক বাঙ্গালা নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পর তর্কালঙ্কার মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে "গোভিল গৃহ্যসূত্র" সম্পাদন করিবার ভার পান। কিন্তু তিনি উহার ভাষ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া স্বয়ংই উহা প্রণয়ন করেন। এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যয়েই উহা প্রকাশিত হয়।

এই সূত্রে গবর্ণমেণ্ট তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ৪৪ বৎসর বয়সে তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

কলেজের সংস্রবে থাকিয়াও তর্কালঙ্কার মহাশয় গ্রন্থ রচনায় উদাসীন ছিলেন না। এই সময়ে তাঁহার প্রণীত পরাশর মাধব, ন্যায় কুসুমাঞ্জলি, বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্য, অলঙ্কার সূত্র, উদ্বাহ চন্দ্রালোক, সটীক তত্ত্বাবলি, এবং স্মৃতি সম্বন্ধীয় শ্রাদ্ধ চন্দ্রালোক, উদ্বাহ চন্দ্রালোক প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। বেদান্তশিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য তর্কালঙ্কার মহাশয় কাতন্ত্র ছন্দঃপ্রক্রিয়া নামক একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দে তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই বৎসর গবর্ণমেণ্ট হইতে ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু তাহা না হইলেও তিনি কলিকাতায় তাঁহার চোরবাগানস্থ বাটীতে অধ্যাপনায় ব্রতী হইলেন।

অতঃপর পটলডাঙ্গার শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় বেদান্ত শাস্ত্রের উন্নতি জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতা প্রদানের জন্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন। এবং তিনি এই কার্যের উপযুক্ত বলিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহারই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এই কার্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রায় পাঁচশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন।

তিনি পাঁচ বৎসরে ইউনিভার্সিটি হলে অন্যান্য দর্শনের মত সঙ্কলন পূর্বক বেদান্ত বিষয়ক পাঁচটি বক্তৃতা করেন। উক্ত ফেলোশিপের লেকচার বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থ তাঁহার দর্শন শাস্ত্রীয় গভীর গবেষণার পরিচায়ক।

বিধবা বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ হইলে সুসঙ্গের মহারাজ, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিয়া একপত্র লেখেন। তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সঙ্কলিত বিধবা বিবাহ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া স্বীয় মত ব্যক্ত করেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ইংরাজী জানিতেন না। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য জন্য তাঁহাকে ৭।৮ বৎসর পর্যন্ত এম এ পরীক্ষার ও ষ্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ কোন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতই এ উচ্চ সম্মান পাইতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ষড়্দর্শন তীর্থ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ প্রভৃতি প্রায় অনেক সুশিক্ষিত অধ্যাপকই তাঁহার ছাত্র। বহু বিখ্যাত সুশিক্ষিত বিদুষীকেও তিনি পড়াইয়াছেন।

তাঁহার অভাবে অনেক শাস্ত্রের আলোচনা বঙ্গদেশ হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মোক্ষমূলর, কাউয়েল ডাউসন, মনিয়ার উইলিয়ম্স্ প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে অনারারি মেম্বর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রায় ৮।১০ বৎসর যাবৎ ইনি স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সংগ্রহ গ্রন্থ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি আজীবন অধ্যাপনা ও গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। ইদানীং কোন অধ্যাপকই তাঁহার ন্যায় নানা শাস্ত্র বিষয়ক এত অধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন নাই।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন—

ব্যাকরণ শাস্ত্র।—শিক্ষা (বাঙ্গালা) সত্যবতী চম্পূ (বাঙ্গালা) কাতন্ত্রছন্দঃ প্রক্রিয়া (কলাপ ব্যাকরণের—বৈদিক অংশ। ইহা না থাকাতে কলাপ ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ ছিল—তিনি উক্ত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন)

নাটক—সতী পরিণয়; কৌমুদী সুধাকর।

খণ্ডকাব্য—প্রবোধ বটুক; যুবরাজ প্রশস্তি; আনন্দ তরঙ্গিণী; ভাবপুষ্পাঞ্জলি।

মহাকাব্য।—চন্দ্রবংশ (রঘুবংশের পরিবর্তে ইহার প্রচলনের জন্য বহুদিন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব চলিতেছে।

অলঙ্কার শাস্ত্র—অলঙ্কার সূত্র। [একখানি অলঙ্কারের একখানি সারগ্রন্থ—প্রাচীন অলঙ্কারের পুস্তক অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

স্মৃতিশাস্ত্র।—গোভিল গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য শ্রাদ্ধ কল্পভাষ্য, গৃহ্য সংগ্রহ ভাষ্য, উদ্বাহচন্দ্রালোক, শুদ্ধি চন্দ্রালোক ইত্যাদি।

দর্শন শাস্ত্র।—কণাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য, কুসুমাঞ্জলী টীকা, তত্ত্বাবলী—সটীক, কেলো দিগের লেকচার ৫ খণ্ড।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার শেষ তিনখানি পুস্তকের নাম শ্রাদ্ধ চন্দ্রালোক, দুর্গাসুন্দর ও অনুভূতি প্রকাশ। শেষোক্ত পুস্তকখানির টীকা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি অনুভূতি প্রকাশের সাতটি অধ্যায়ের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তিনবৎসর ধরিয়া তিনি রাজযক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছিলেন। ঐ রোগেই মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে বয়ঃক্রম ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার সহধর্ম্মিণী পূর্ব্বেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। ইনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

—

এডুকেশন গেজেট।

৬ই ফাল্গুন ১৩১৬ সাল ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০ সাল

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় ১৯১০ সালের ৩ আইন। ১

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারীর ইণ্ডিয়া গেজেটে এই আইনের যে পাণ্ডুলিপি বাহির হইয়াছে এবং সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

মুদ্রাযন্ত্র সকলকে শাসনে রাখার জন্য আইন করা আবশ্যক হওয়ায় নিম্নলিখিতরূপ বিধান করা যাইতেছে—

১। নামকরণ—এই আইন ১৯১০ সালের মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা—পরস্পরে অসঙ্গত বা বিরোধী অর্থ না বুঝাইলে এই আইনে "পুস্তক" শব্দে যে কোন ভাষায় লিখিত পুস্তক বা পুস্তকের অংশ, পুস্তিকা, গানের কাগজ,ম্যাপ, চার্ট বা স্বতন্ত্র মুদ্রিত প্ল্যান বুঝাইবে। "দলিল" (document) অর্থে যে কোন চিত্র, অঙ্কন (drawing) "ম্যাজিষ্ট্রেট" অর্থে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝাইবে। "সংবাদ পত্র" অর্থে সাধারণ সংবাদ অথবা সাধারণ সংবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য যুক্ত যে কোন সাময়িক পত্র বুঝাইবে এবং "মুদ্রাযন্ত্র" অর্থে ইঞ্জিন, কল, অক্ষর, লিথো করিবার পাথর, যন্ত্রাদি, সাজ সরঞ্জাম অথবা মুদ্রণ কার্য্যের জন্য অভিপ্রেত উপকরণ সমূহকে বুঝাইবে।

যাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র রাখিবেন তাঁহাদের ডিপজিট সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা—৩ (১)—মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারী, যাঁহাদিগকে মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী করণ সংক্রান্ত ১৮৬৭ সালের ৪ ধারা মতে স্বীকারোক্তি (declaration) দিতে হয়, তাঁহারা যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ স্বীকারোক্তি করিবেন সেই ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যূন পাঁচ শত টাকা হইতে অনধিক পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে যত টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তত টাকা তাঁহার নিকট ডিপজিট রাখিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যদি মনে করেন তাহা হইলে ডিপজিট নাও লইতে পারেন, কিন্তু সেরূপ স্থলে ডিপজিট না লওয়ার কারণ তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট এই উপধারা অনুসারে সময়ে সময়ে কোন আদেশ রহিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

৩ (২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের যদি কখন এমন মনে হয় যে, ঐ গবর্ণমেন্টের এলাকাধীন কোথাও রক্ষিত কোন ছাপাখানা (যাহার সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি এই আইন হইবার পূর্ব্বে ১৮৬৭ সালের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী সংক্রান্ত আইনের ৪ ধারামতে করা হইয়াছে) এই আইনের চতুর্থ ধারায় প্রথম প্রকরণে উক্ত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা হইলে উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীকে লিখিত নোটিশ দ্বারা এলাকাস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উল্লিখিত পরিমাণে ডিপজিট দিতে বলিবেন। ডিপজিটের টাকার পরিমাণ স্থানীয় গবর্ণমেন্টই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা—

৪ (১) যদি কোন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এমন মনে হয় যে, কোন ছাপাখানায় (যাহার সম্বন্ধে এই আইনের ৩ ধারা মতে ডিপজিট দেওয়া হইয়াছে) এমন কোন সংবাদ পত্র, পুস্তক বা অন্য কোন দলিল ছাপা হইতেছে যাহাতে এমন কোন কথা, চিহ্ন অথবা দৃশ্য আছে যদ্দ্বারা সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, কোন সিদ্ধান্ত, অনুমান, ইঙ্গিত, উপমা ইশারা প্রভৃতি দ্বারা—

[ক] কাহাকেও হত্যা করিতে, কিম্বা ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক পদার্থ সংক্রান্ত আইনানুযায়ী কোন অপরাধ করিতে অথবা বলপ্রকাশমূলক কোনরূপ অত্যাচার করিতে কোন ব্যক্তিকে উত্তেজিত করে; অথবা

[খ] ভারত সম্রাটের সেনাবিভাগের কি নৌসেনা বিভাগের কোন কর্ম্মচারী, সেনা অথবা নাবিককে তাহার রাজভক্তি বা কর্ত্তব্যপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে প্রলুব্ধ করিতে পারে, অথবা

[গ] ভারত সম্রাট বা ব্রিটিস ভারতে আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেন্ট, কিম্বা বিধিমূলক কোন কর্ত্তৃপক্ষ, কিম্বা ভারত সম্রাটের অধীন কোন দেশীয় রাজা অথবা প্রধান ব্যক্তির (Chief) প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব আনয়ন করে, অথবা ভারত সম্রাট কি তাঁহার গবর্ণমেন্ট কি এদেশীয় কোন রাজা কি প্রধান ব্যক্তির সম্বন্ধে অসন্তোষের উদ্রেক করে, অথবা বিভিন্ন জাতি বর্ণ শ্রেণী ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের ভাব উৎপাদন করে, অথবা

[ঘ] কোন ব্যক্তিকে এরূপ ভীত বা বিরক্ত করিতে পারে যাহাতে সেই ব্যক্তি অন্য কাহাকেও কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান দ্রব্য জামিন দিতে বাধ্য হয় অথবা আইনানুসারে যে কার্য্য সে করিতে বাধ্য নয় সেই কার্য্য করিতে অথবা আইনানুসারে যে কার্য্য সে করিবার অধিকারী সেই কার্য্য না করিতে বাধ্য হয়, অথবা

[ঙ] রাজবিধির প্রয়োগে বা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উৎসাহ দেয় বা উত্তেজনা করে, অথবা

[চ] কোন রাজকর্ম্মচারীকে কোন কাজ করিবার জন্য অথবা তাঁহার সরকারী কার্য্য সম্পর্কীয় কোন কাজ না করিতে দিবার জন্য বা তাহাতে বিলম্ব করাইবার জন্য সেই কর্ম্মচারীকে বা তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া বিশ্বাস হয় এমন কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখায় বা তাঁহার কোন অপকার করে,

তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বাধিকারীকে নোটিস দিয়া জানাইবেন যে, তাঁহার ডিপজিটের টাকা ও সংবাদপত্র, পুস্তক বা দলিল যেখানে পাওয়া যাইবে তাহা সমস্তই বাজেয়াপ্ত করা যাইবে। যে সকল কথা, ছবি, চিহ্ন, বা চিত্রাদি উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মনে হইবে, নোটিসে তাহার উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে।

[২] যে স্থলে [১] চিহ্নিত প্রকরণ মতে নোটিস দেওয়া হইবে তথায় মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টারী করণ বিষয়ক আইনের ৪ ধারা মতে যে ডিক্লারেশন দেওয়া হইয়াছিল তাহা রহিত হইবে।

ব্যাখ্যা ১—[গ] প্রকরণের উল্লিখিত "অসন্তোষ" শব্দে রাজবিদ্বেষ ও রাজার প্রতি সর্ব্বপ্রকার বৈরিভাব তাহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ২—আইন সঙ্গত উপায়ে প্রতিকার পাইবার ইচ্ছায় কোন প্রকার ঘৃণা, অবজ্ঞা কি অসন্তোষ না জন্মাইয়া বা জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়া গবর্ণমেণ্টের, কিম্বা কোন দেশীয় রাজার অথবা কোন বিধি সঙ্গত কর্ত্তৃত্বের শাসন প্রণালীর সমালোচনা করা [গ] প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত নহে।

পুনর্ব্বার ডিপজিটের ব্যবস্থা—৫। চতুর্থ ধারা মতে ডিপজিটের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এরূপ ঘোষণার পরেও যদি কেহ মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী সংক্রান্ত ১৮৬৭ সালের ৪ ধারা মতে পুনরায় ডিক্লারেশন দেয়, তাহা হইলে তাহাকে অন্যূন একহাজার হইতে অনধিক দশহাজার টাকা পর্য্যন্ত ডিপজিট দিতে হইবে। যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ডিপজিট দেওয়া হইবে সেই ম্যাজিষ্ট্রেটই ডিপজিটের টাকার পরিমাণ ঠিক করিয়া

এই দ্বিতীয় বারের জামানতী টাকা, মুদ্রাযন্ত্র ও তাহা হইতে প্রকাশিত প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্বন্ধে ব্যবস্থা—৬। দ্বিতীয় বারের ডিপজিটের টাকা জামানতের পরেও যদি ঐ ছাপাখানা ৪র্থ ধারার (ক) প্রকরণের নির্দ্দেশমত সংবাদ পত্র, পুস্তক বা দলিল ছাপিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মনে হয় তাহা হইলে সেই সকল [illegible] লিপিবদ্ধ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই ছাপাখানার নামে লিখিত নোটিস জারি করিয়া প্রকাশ করিবেন যে,

(ক) দ্বিতীয় বারের ডিপজিটের টাকা এবং

[খ] এইরূপ সংবাদপত্র, পুস্তক বা অন্য কোন দলিল ছাপিবার জন্য যে ছাপাখানা ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা যে স্থানে উহা ছাপাইয়াছে সেস্থানের সীমানামধ্যে যে ছাপাখানা থাকিবে বা ঐগুলি ছাপিবার সময় ছিল বলিয়া বুঝা যাইবে তাহা সমস্ত এবং

[গ] যে কোনস্থানে ঐ প্রকার সংবাদপত্র পুস্তক কিম্বা অন্য প্রকার দলিল পাওয়া যাইবে তাহা সমস্ত রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া [illegible]।

[illegible] পরওয়ানা— [illegible] কোন মুদ্রা[illegible], কিম্বা কোন [illegible] পত্র পুস্তক বা [illegible] কোন কাগজ এই আইনানুসারে সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইবে, [illegible] স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, সবইনস্পেক্টরের অধস্তন নয় এরূপ কোন পুলিশ কর্ম্মচারীকে, বাজেয়াপ্তের [illegible] এমন যে কোন সম্পত্তি আটক করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিতে পারেন। এবং সেইরূপ সম্পত্তির জন্য যে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে এবং অনুসন্ধান করিতে ঐরূপ পুলিস কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা দিতে পারেন—

[ক] যে বাড়ীতে ঐরূপ কোন সম্পত্তি থাকিতে পারে অথবা থাকিবার সঙ্গত কারণ বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে, অথবা

[খ] যে বাড়ীতে ঐ প্রকার সংবাদ পত্র পুস্তক বা অন্যকোন প্রকার দলিল বিক্রয়, বিতরণ, প্রকাশ বা প্রদর্শন জন্য রক্ষিত আছে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে।

এই প্রকরণ মতে যে সকল ওয়ারেণ্ট বাহির করা হইবে তাহা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনানুযায়ী তল্লাসী ওয়ারেণ্ট জারির ন্যায় জারি হইবে।

সংবাদপত্রের ডিপজিট—৮ (১)—১৮৬৭ অব্দের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী আইনের ৫ ধারামতে যে সকল সংবাদপত্রের প্রকাশককে ডিক্লারেশন দিতে হয় তাহাদের প্রত্যেককে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহারা ডিক্লারেশন দিবেন সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অন্যূন পাঁচ শত টাকা হইতে পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ডিপজিট দিতে হইবে। টাকার পরিমাণ ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে ডিপজিটের টাকা হইতে কোন সংবাদপত্রের প্রকাশককে অব্যাহতিও দিতে পারেন কিন্তু সেরূপ অব্যাহতি দেওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট কোন সময়ে ইচ্ছা করিলে এই প্রকরণ অনুযায়ী আদেশ রহিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াও দিতে পারেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন যে তাঁহাদের এলাকাধীন কোন সংবাদপত্রের প্রকাশক এই আইন জারি হইবার পূর্ব্বে ১৮৬৭ সালের [illegible] ধারামতে ডিক্লারেশন দিয়াছেন আর সেই সংবাদপত্রে এই আইনের ৪র্থ ধারার প্রথম প্রকরণে উক্ত [illegible] চিহ্ন বা দৃশ্য প্রকাশিত হইতেছে, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই সংবাদপত্রের প্রকাশককে লিখিত নোটিস দ্বারা সেই এলাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অন্যূন পাঁচ শত হইতে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ডিপজিট দিতে আদেশ করিবেন। কত টাকা [illegible] হইবে তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটই ঠিক করিয়া দিবেন

স্থলবিশেষে ডিপজিট বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথা—৯ [১] এই আইনের ৮ ধারা অনুসারে যে সংবাদপত্রের জন্য টাকা ডিপজিট দেওয়া হইয়াছে সেই সংবাদপত্রে তাহার ইঙ্গিতে অথবা দৃশ্য দ্বারা এমন ভাব যদি প্রকাশিত থাকে যাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় এই আইনের ৪ ধারার প্রথম প্রকরণের মধ্যে পড়িতে পারে, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট লিখিত নোটিস দ্বারা সেই ভাব ইঙ্গিত ও দৃশ্যের উল্লেখ করিয়া প্রকাশককে জানাইবেন যে তিনি যে টাকা ডিপজিট দিয়াছেন সেই টাকা এবং সেই সংখ্যার সমস্ত সংবাদপত্র (যেখানেই পাওয়া যাউক) সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইল।

(২) যে স্থলে (১) চিহ্নিত প্রকরণ মতে নোটিস জারি করা হইয়াছে সে স্থলে তাহার পূর্ব্বের প্রদত্ত ১৮৬৭ সালের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী আইনের ৫ ধারামতে ডিক্লারেশন রহিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পুনর্ব্বার ডিপজিটের ব্যবস্থা—১০।—ডিপজিটের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এইরূপ ঘোষণা হওয়ার পরে আবার যদি কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ৫ ধারামতে সেই সংবাদপত্রের প্রকাশক অথবা ঐরূপ অন্য কোন সংবাদপত্রের প্রকাশকরূপে ডিক্লারেশন দেন তাহা হইলে তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক হাজার হইতে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ডিপজিট করিতে হইবে। টাকার পরিমাণ ম্যাজিষ্ট্রেট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

১১। পুনর্ব্বার দত্ত ডিপজিট এবং সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা—দ্বিতীয়বার ডিপজিট দিবার পরও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি বুঝেন যে ঐ সংবাদ পত্রে তাহার ইঙ্গিতে বা দৃশ্য দ্বারা এমন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহা এই আইনের ৪ ধারার প্রথম প্রকরণের মধ্যে পড়ে তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট লিখিত নোটিস দ্বারা ঐ ভাব, ইঙ্গিত ও ছবির উল্লেখ করিয়া সেই সংবাদপত্রের প্রকাশককে জানাইবেন যে

[ক] দ্বিতীয়বারের ডিপজিটের টাকা এবং

[খ] ঐ সংবাদ পত্রের সকল সংখ্যা [যেখানেই পাওয়া যাউক] বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

সংবাদ পত্রাদি বাজেয়াপ্ত এবং তল্লাসী পরওয়ানা সংক্রান্ত ক্ষমতা দান—

১২ (১)—কোন সংবাদপত্র, পুস্তক অথবা অপর দলিল (যেখানেই ছাপা হউক না) যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বুঝেন যে ঐ সংবাদ পত্রে [illegible] এমন

কথা, ইঙ্গিত অথবা দৃশ্য আছে যাহা এই আইনের ৪ ধারার [১] প্রকরণের আমলে আসিতে পারে, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এবং মতামতের কারণ নির্দেশ করিয়া ঐ সংবাদ পত্রাদি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ ঘোষণা করিবেন এবং তদনুসারে কোন পুলিস কর্মচারী যেখানেই পাওয়া যাউক ঐ সকল সংবাদপত্রাদি আটক করিবেন, এবং সব ইন্সপেক্টর বা তাঁহার উর্দ্ধতন পুলিস কর্মচারী ঐ সকল সংবাদ পত্রাদি যে বাড়ীতে আছে বা থাকে বলিয়া সন্দেহ হইবে সেই বাড়ী তল্লাসী পরওয়ানা দ্বারা অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

[২] এই অনুসন্ধান সম্বন্ধে প্রত্যেক তল্লাসী পরওয়ানা ১৯০৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনানুযায়ী তল্লাসী পরওয়ানার ন্যায় জারি হইবে।

বিদেশী সংবাদ পত্রাদির আমদানী লোপ—১৩, শুল্ক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত অপর কোন কর্ম্মচারী, জলপথে অথবা স্থলপথে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় আমদানী কোন মোড়কে যে সংবাদ পত্র পুস্তক বা দলিল আছে, তাহা এই আইনের ৪ ধারার (১) প্রকরণের আমলে আসিতে পারিবার মত যদি বুঝেন তাহা হইলে তিনি তাহা আটক করিতে পারিবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সে সম্বন্ধে আদেশ প্রাপ্তির জন্য ঐ মোড়কে প্রাপ্ত সংবাদ পত্রাদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

ডাকে সংবাদ পত্রাদির চালান বন্ধ—১৪.—কোন সংবাদ পত্রের মুদ্রাকর এবং প্রকাশক ১৮৬৭ সালের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টরী আইনের ৫ ধারানুসারে ডিক্লারেশন না দিলে এবং আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই আইন মতে টাকা ডিপজিট না দিলে সেই সংবাদ পত্র ডাকে কোথাও পাঠান হইবে না।

ডাক খুলিবার ক্ষমতা—১৫। ডাকঘরের ভার প্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী অথবা এই কার্য্যে পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের আদেশ প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ডাকে পাঠাইবার সময় যে কোন দ্রব্য খুলিয়া অথবা কোন বাঁধন খুলিয়া দেখিতে পারেন যদি তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে উহাতে—

(ক) এই আইনের ৪ ধারার (১) প্রকরণের নির্দ্দেশমত কোন কথা ইঙ্গিত ও ছবি যুক্ত কোন সংবাদ পত্রাদি আছে, অথবা—

(খ) এমন কোন সংবাদ পত্র আছে যাহার জন্য ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টারী আইনের পঞ্চম ধারা অনুসারে ডিক্লারেশন দেওয়া হয় নাই বা ঐ সংবাদ পত্রের প্রকাশক এই আইন মতে ডিপজিটের টাকা দেন নাই।

তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মচারী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আদেশের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎসম্পর্কে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকটে এই সকল সংবাদ পত্রাদি পাঠাইয়া দিবেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় মুদ্রিত সংবাদ পত্র গবর্ণমেণ্টকে বিনামূল্যে দিতে হইবে—১৬ [১] ব্রিটিশ ভারতে প্রত্যেক সংবাদ পত্রের মুদ্রাকরকে সরকারী গেজেটে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে ও কর্ম্মচারীর নিকট বিনামূল্যে প্রত্যেক সংখ্যার দুই খানি সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাইতে হইবে।

[২] প্রকরণ ১ এর নির্দ্দেশমত কোন সংবাদ পত্রের মুদ্রাকর কাগজ না পাঠাইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে ৫০ টাকার অনধিক পরিমাণ অর্থ প্রত্যেক বারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। যাঁহার নিকট এই কাগজ পাঠাইবার কথা তাঁহার বা এই কর্ম্মচারীর অনুমতি প্রাপ্ত অপর কোন কর্ম্মচারীর আবেদন অনুসারে, যেখানে ঐ সংবাদ পত্র মুদ্রিত হয় সেই স্থানের ম্যাজিষ্ট্রেট এই দণ্ডের অর্থের পরিমাণ ঠিক করিয়া দিবেন।

বাজেয়াপ্তের আদেশ রহিত করিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন—১৭।—এই আইনের ৪, ৬, ৯, ১১, ও ১২ ধারার বিধান মতে যাঁহার বিরুদ্ধে বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তিনি ঐ আদেশ প্রচারের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে যে সংবাদ পত্র, কাগজ কি দলিল উপলক্ষে ঐ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, ঐ সংবাদ পত্রাদির এই আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণে বর্ণিত কোন শব্দ ইঙ্গিত বা দৃশ্য না থাকা প্রকাশে ঐ আদেশ রহিত করার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিতে পারিবেন।

বিশেষ আদালত কর্ত্তৃক বিচার—১৮।—হাইকোর্টের অন্যূন তিনজন জজ দ্বারা সংগঠিত বিশেষ আদালতে এই আবেদনের মীমাংসা হইবে। যেখানে তিন জন জজ নাই সেখানে সমস্ত জজ মিলিত হইয়া এই আবেদনের মোকদ্দমা শুনিবেন।

[২] এই বিশেষ আদালতে জজেদের মধ্যে পরস্পর মতদ্বৈধ ঘটিলে অধিকাংশের মতানুসারেই মীমাংসিত হইবে।

১৯। বাজেয়াপ্ত নাকচ করা সম্বন্ধে হাইকোর্টের আদেশ—হাইকোর্ট যদি মনে করেন যে ঐ সংবাদ পত্র পুস্তক বা দলিলের ভাষা ইঙ্গিত বা দৃশ্য সম্বন্ধে বাজেয়াপ্তের আদেশ যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা ৪ ধারার ১ প্রকরণের আমলে আইসে নাই তাহা হইলে ঐ বাজেয়াপ্তের আদেশ রহিত করিবেন।

২০। কোন সংবাদ পত্রের সম্বন্ধে এইরূপে কোন আবেদনের শুনানির সময়ে, বাজেয়াপ্তের আদেশের পূর্ব্বে এবং এই আইন জারি হইবার পরে মুদ্রিত উক্ত সংবাদ পত্রের যে কোন সংখ্যার কাগজ ঐ সংবাদ পত্রের প্রকৃতি ও অভীষ্ট প্রমাণ স্বরূপে দাখিল করিতে পারা যাইবে,

২১। প্রত্যেক হাইকোর্ট যতদূর যতশীঘ্র সম্ভব হয় এইরূপ আবেদনের সম্বন্ধে অবলম্বনীয় পদ্ধতি স্থির করিবেন। খরচের ও আদেশ জারীর সম্বন্ধেও নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবেন। এই সকল ব্যবস্থা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমার শুনানির পদ্ধতি অনুসারে এইরূপ আবেদনের শুনানি হইবে।

অনধিকার। ২২।—বাজেয়াপ্তের আদেশ এই আইন অনুসারে হইলে বুঝিতে হইবে যে, বাজেয়াপ্তের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। এই আইন অনুসারে কৃত কার্য্যের কৈফিয়ৎ কোন আদালতে যাইতে পারিবে না। কেবল পূর্ব্বোক্তরূপ আবেদনের উপর নির্ভর করিয়া হাইকোর্ট কৈফিয়ৎ চাহিতে পারিবেন। এই আইন অনুসারে যাহা অনুষ্ঠিত হইবে অথবা সরল বিশ্বাস অনুযায়ী যে অনুষ্ঠানের কল্পনা হইবে তাহার জন্য এই আইনে যেরূপ নির্দিষ্ট হইল তাহা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা উপস্থিত হইতে পারিবে না।

২৩। [১] পুস্তক বা কাগজ ছাপাইবার জন্য যে কোন ব্যক্তি তৃতীয় ও পঞ্চম ধারার নির্দ্দেশ অনুসারে টাকা জমা না রাখিবে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে, তাহাকে দণ্ডার্হ হইতে হইবে, যদি সে মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টারী বিধানের চতুর্থ ধারা অনুসারে ডিক্লারেশন দিয়া না থাকে, তবে সে দণ্ডিত হইবে।

[২] যে ব্যক্তি জমা দিবার জন্য আদিষ্ট হইলেও অষ্টম ও দশম ধারা অনুসারে টাকা জমা না দিয়া কোন সংবাদ পত্র প্রকাশ করে, [illegible] জমা দেওয়া হয় নাই [illegible]

কার, ম্যাজিষ্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত করিলে তাহাকে দণ্ডার্হ হইতে হইবে, এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টারী বিধানের পঞ্চম ধারা অনুসারে ডিক্লারেশন দেওয়া না থাকিলে সে দণ্ডিত হইবে।

—

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] "হিতবাদীর" মোকদ্দমায় মুদ্রাকর শ্রীনীরদবরণ ঘোষের সশ্রম এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

[ভাগলপুর] ভাগলপুর সাহিত্য সমিতির অধিবেশন ৮ সরস্বতীর পূজার দিনে এবং তাহার পূর্ব্ব ও পরদিনে হইয়াছিল। অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রাজসাহীর ডিষ্ট্রীক্ট জজ মিঃ মাজিদ, কাকিনার কুমার মহেন্দ্ররঞ্জন, বাবু হরিনাথ দে এবং ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, ইহাঁরা উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। বাবু ললিত মোহন রায় ভাগলপুর জেলার প্রাকৃতিক ভূতত্ত্ববিষয়ক এবং ধাতু বিদ্যাবিষয়ক তথ্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাবু চন্দ্রশেখর সরকার স্যর আইজাক নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য বিষয়ক, এবং ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাবু মণীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু পঞ্চানন নিয়োগী রসায়ন সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। পঞ্চানন বাবু আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। বাবু হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত ভারতীয় ভূস্তরক্ষেত্র সম্বন্ধে, বাবু শশধর রায় আমাদের জাতীয় পুষ্টি ও সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে এবং রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর প্রমুখ আর তের জনে ইতিহাস পুরাতত্ত্বাদি বিষয়ক তেরটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রোফেসর যদুনাথ সরকার, নিখিলনাথ রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিনে সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পঠিত হয়। বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের লিখিত "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের নির্দ্দিষ্ট স্থান" তাঁহার ভ্রাতা বাবু হরেন্দ্রলাল রায় পাঠ করেন। প্রোফেসর ললিতকুমার "বাঙ্গালা বর্ণমালা সম্বন্ধে অভিযোগ" বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলকে হাসাইয়াছিলেন; পণ্ডিত শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ কবি কালিদাসের অন্ত্যেষ্টি স্থান এবং তাঁহার লিখিত শেষ কবিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

[সাধারণ] ১৮১৮ সালের ৩ রেগুলেশন অনুযায়ী শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখ যে নয় জনকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখা হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই মুক্তি পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

[মাদ্রাজ] গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঞ্জোরে কেকলাভাসাল নামক স্থানে মিউনিসিপাল মার্কেটে আগুন হইয়া সাতখানা কাপড়ের দোকান পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ শুনা যায় প্রায় একলক্ষ টাকা।

[যুক্ত প্রদেশ] কানপুরে "দুর্গা লাইব্রেরী' নামে একটি লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী লাইব্রেরী খোলার দিনে হিন্দু মুসলমান এবং ইউরোপীয় অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

[বোম্বাই] বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় চ্যান্সেলার স্যর জর্জ ক্লার্ক ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ছাত্রগণকে বলিয়াছেন, "সকল দিক দেখিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতের উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতেছে। সেই উন্নতির পথের অন্তরায় তিনটি জিনিস—(১) দুর্ভিক্ষ, (২) মড়ক, (৩) রাজদ্রোহিতা জন্য অশান্তি। প্রথম দুইটি উপতাপের উপর আমাদের হাত নাই। তবে উহা কমাইবার জন্য চেষ্টা করিতে আমরা প্রস্তুত আছি এবং কতকটা কমাইতেও পারিয়াছি। সাধারণের মতামত ভুলই হউক আর ঠিকই হউক তদ্দ্বারাই সাধারণ লোকের মন গঠিত হইয়া থাকে। এবং সাধারণতঃ একজন আর এক জনের মন ভালর দিকেই হউক আর মন্দের দিকেই হউক চেষ্টা করিলেই ফিরাইতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি নিজে স্বাধীনভাবে কোন চিন্তা না করিয়া অপরের বক্তৃতায় বা লেখায় নিজেকে পরিচালিত করে তখন সে তাহার আত্মমর্য্যাদা এবং দায়িত্ব ভুলিয়া গড্ডলিকা প্রবাহে কোথায় যাইয়া যে পড়িবে তাহা সেই বলিতে পারে না। ভারত কিভাবে শাসিত হইতেছে, রাজনৈতিক কার্য্য কি ভাবে হইতেছে তাহা কেবল পড়া শুনা, দৃশ্যদর্শনে এবং অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়, অল্পবয়স্ক ছাত্রদের উহা জানা সম্ভব হয় না। কিন্তু কি হওয়া উচিত ইহা সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে কি ছিল তাহা ঠিক জানা আবশ্যক। উপসংহারে চ্যান্সেলার মহাশয় ছাত্রদিগকে বলিয়াছেন, ছাত্রদের কর্ত্তব্য, আপনাকে অপরের মনোভাব সমূহের দ্বারা পরিচালিত হইতে দিবার পূর্ব্বে নিজেদের গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। নতুবা, অনেক সত্যের অপলাপ হয়, এবং সেইরূপে সত্যের অপলাপ হইতে দেওয়ায় দেশের অর্থাৎ তাহাদেরই অনিষ্ট করা হয়।

ভাইস চ্যান্সেলার স্যর নারায়ণ চন্দ্রবর্কার বলিয়াছেন, আর্টসের উচ্চতর পরীক্ষায় পালি ভাষা দ্বিতীয় ভাষারূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। সতরটি হিন্দু বালিকা ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর কোন বৎসর এত বেশী সংখ্যায় উক্ত পরীক্ষায় হিন্দু বালিকা উত্তীর্ণ হয় নাই। স্কুলে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া প্রসঙ্গে পুরোহিত এবং পণ্ডিত শ্রেণীকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা ছাত্রদিগকে শাস্ত্রবাক্য প্রকৃত ভাবে বুঝাইয়া দিউন। তাহা হইলে অধর্ম্ম এবং উচ্ছেদের পথ হইতে তাহাদিগকে বিনিবৃত্ত করা হইবে। ধর্ম্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমি খুবই অনুভব করি, কিন্তু স্কুলে ধর্ম্ম শিক্ষা দানের ব্যবস্থায় সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইংলণ্ডেও সুবিধা হয় নাই, এ সম্বন্ধে সেখানেও অসুবিধা ঘটিতেছে। অথচ ছেলেদের একটা ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। বর্ত্তমানে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না থাকায় যে অবস্থাটুকু ঘটিতেছে, স্কুল কলেজে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইলে যে তাহার সংশোধন হইবে, সে খুব সন্দেহ হয়। ধর্ম্মশিক্ষা কি ভাবে দেওয়া হইবে এবং কিরূপ লোকের দ্বারা দেওয়া হইবে তাহারই উপর নির্ভর করে। কোন কোন স্কুলে ভগবদ্গীতা পড়ান হয়। গীতা দার্শনিক ভাবের উচ্চ দরের ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ, ছোট ছেলেরা উহার কি বুঝিবে? এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, আমাদের ছেলেদের নীতিশিক্ষার্থ ভার আমাদের নিজেদের লইতে হইবে, নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে নৈতিক মানসিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল বিষয়ে স্থিরবুদ্ধি সরলপ্রকৃতিক এবং নিয়মানুবর্ত্তী করিয়া তুলিতে হইবে। আমার উদ্বেগ গবর্ণমেণ্টের জন্য নয়, কারণ উপস্থিত অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার মত বল গবর্ণ-

স্টেটের যথেষ্ট আছে। আমার উদ্বেগ আমাদের ছাত্রদের জন্য। কতকগুলো লোক যাহারা শিক্ষা প্রচারে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও সম্মিলন চাহিয়েছে তাহাদের সেই কুশিক্ষা স্রোতে গা ভাসান না দিয়া সেই স্রোতের উজান যাইবার বল এবং সাহসের এক্ষণে প্রয়োজন।

মানিকের ইজারাগণার সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারের দিন আগামী ১লা মার্চ পড়িয়াছে। একটি বিশেষ আদালতে এই মোকদ্দমার বিচার হইবে এবং বোম্বাই হাইকোর্টের তিনজন জজ লইয়া বিশেষ আদালত গঠিত হইবে।

১৯১০ সালের জন্য সংস্কৃত আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখিবার জন্য সংস্কৃত পরীক্ষা-সমিতি কর্তৃক মনোনীত পরীক্ষক দিগের নাম।

প্রথম প্রশ্নপত্রের উত্তরের কাগজ

ন্যায়—পণ্ডিত—নীলকান্ত তর্করত্ন উজিরপুর, রামেশ্বর তর্কতীর্থ বৈদ্যপুর। [উড়িয়া] জগন্নাথ মিশ্র পুরী সংস্কৃত টোল। বেদান্ত (ক)—বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান বিজয় চতুঃ, ঐ (খ) যামিনী নাথ তর্কতীর্থ রাজশাহী সংস্কৃত টোল। উপনিষদ—কেদারনাথ তত্ত্বরত্ন খলিসপুর। সাংখ্য—দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ভবানীপুর ২৪ পং। মীমাংসা—প্রমথ নাথ তর্কভূষণ কলিকাতা সং কঃ। স্মৃতি (ক)—প্রাণকৃষ্ণ গয়ারাম স্মৃতিরত্ন বহরমপুর কঃ, ঐ [খ]—পণ্ডিত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন কার্ত্তিকপুর, ঐ [গ] জগন্নাথ মিশ্র পুরী সংস্কৃত টোল।

বেদ—পণ্ডিত—বহুবল্লভ শাস্ত্রী কলিকাতা সং কঃ। পুরাণ—নৃসিংহ প্রসাদ স্মৃতিভূষণ নবদ্বীপ। জ্যোতিষ—ক্ষেত্রনাথ জ্যোতিষরত্ন ভাটপাড়া। কাব্য [বাঙ্গালা]—রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ পটীয়া, নীলেশ্বর স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া। উড়িয়া—সদাশিব মিশ্র পুরী জেলাস্কুল, বিশ্বনাথ মহাপাত্র পুরীটোল হিন্দী—উমাপতি দত্ত শর্ম্মা কলিকাতা হেয়ারস্কুল, বেণী ঝা কলিকাতা বড়বাজার।

ব্যাকরণ (লঘুকৌমুদী) পণ্ডিত—বেণী ঝা বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় বড়বাজার কলিকাতা। সারস্বত (চন্দ্রিকা) অনন্তরথ পুরী জেলা স্কুল। (সারস্বত) [illegible] শাস্ত্রী। (চন্দ্রিকান্ত)—বহুবল্লভ শাস্ত্রী। (কলাপ) চন্দ্রমোহন কাব্য বিনোদ কমিল্লা, নারায়ণ [illegible] ন্যায়রত্ন গ্রাম বড়পাইকা, পোঃ উজিরপুর, [illegible] বরিশাল, সীতানাথ ব্যাকরণ সাংখ্য বেদান্ত-[illegible] চুঁচুড়া হুগলী, হরিনাথ শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ [illegible] ১২ গোসাইয়েরহাট। (সংক্ষিপ্তসার) দক্ষিণা [illegible] স্মৃতিতীর্থ কলিকাতা ন্যায়রত্নলেন শ্যামবাজার শ্রীশচন্দ্র তর্কতীর্থ নাড়াজোল, ঐ (উড়িয়া)—বিশ্বনাথ মহাপাত্র পুরী সংস্কৃতটোল। (সুপদ্ম) কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ভাটপাড়া। (মুগ্ধবোধ)—অজিতনাথ ন্যায়রত্ন নবদ্বীপ, শিবনারায়ণ শিরোমণি কৃষ্ণরাম বসুর লেন শ্যামবাজার কলিকাতা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কলিকাতা সং কঃ, (পাণিনিকাবাবৃত্তি)—বাণী ঝা বেনারস সিটি। (প্রক্রিয়াকৌমুদী)—অনন্ত রথ পুরী জেলাস্কুল। (প্রয়োগরত্নমালা)—মহামহোপাধ্যায় সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ খাগড়াবাড়ী কুচবেহার।

দ্বিতীয়পত্রের উত্তরের কাগজ

ব্যাকরণ ২য় পত্র—পণ্ডিত—রামরূপ কাব্যতীর্থ ভাটপাড়া, যতীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কলিকাতা মিত্র ইনঃ, অম্বিকাচরণ সাহিত্যাচার্য্য ১১৫-২ গ্রে ষ্ট্রীট হাটখোলা, কলিকাতা; রামচন্দ্র কাব্যস্মৃতি মীমাংসাতীর্থ উত্তরপাড়া কঃ, চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ বাগবাজার কলিকাতা, কালীপতি স্মৃতিভূষণ ভাটপাড়া; ব্রজরাজ গোস্বামী নবদ্বীপ, সীতানাথ কাব্যতীর্থ কৃতিরত্ন কলিকাতা কুমারটুলী, গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ ইটিনা, হারাণচন্দ্র বেদান্ততীর্থ বরিশাল, ভগবতীচরণ সার্ব্বভৌম গুপ্তিপাড়া, আশুতোষ কাব্যতীর্থ আর্য্য কলেজ বালিশাকোটা পোঃ, বরিশাল, যোগেন্দ্র নারায়ণ বিদ্যাভূষণ কৃষ্ণনগর এ ভি স্কুল, কেদারনাথ কাব্য সাংখ্যতীর্থ কলিকাতা সং কঃ, হেমচন্দ্র কাব্যতীর্থ ভবানীপুর মিত্র ইনঃ [হিন্দী] রঘুবীর ত্রিবেদী বড়বাজার বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়। [উড়িয়া]—মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র পুরীজেলা স্কুল। দ্বিতীয় পত্র [ব্যাকরণ ভিন্ন]—পণ্ডিত—শিবচন্দ্র কাব্যতীর্থ ময়মনসিং, সুদর্শনাথ তর্করত্ন রংপুর নর্ম্যাল স্কুল, শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি বিজয় চতুঃ, মন্মথনাথ বিদ্যারত্ন কলিকাতা সং কঃ, বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ নৈহাটী স্কুল, হরিপদ কাব্যস্মৃতিতীর্থ মূলাজোড় সং কঃ (হিন্দী) বিহারীলাল চৌবে মুরাদপুর [বাকীপুর] শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন মানসরোবর বেনারস সিটি। [উড়িয়া]—চিন্তামণি তর্কবাচস্পতি পুরী জগন্নাথ টোল বিশ্বনাথ মহাপাত্র পুরী সংস্কুল জগন্নাথ মিশ্র [ঐ]।

মধ্য পরীক্ষা [প্রথম পত্রের উত্তরের কাগজ]

ন্যায় (ক)—পণ্ডিত—বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য বেনারস কঃ। (খ) চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ কলসকাটী। (উড়িয়া) জগন্নাথ মিশ্র পুরী সংস্কৃত স্কুল। বেদান্ত (ক)—লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়া কলিকাতা সং কঃ, (খ) বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন বর্দ্ধমান বিজয় চতুঃ (উড়িয়া) জগন্নাথ মিশ্র পুরী সংস্কৃত স্কুল। উপনিষদ কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য কুচবেহার, সাংখ্য—ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা দর্শন টোল, মীমাংসা—মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্বস্থলী।

স্মৃতি (ক) পণ্ডিত—শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন সেক্রেটরী সারস্বত সমাজ ব্রজমোহিনী ঢাকা, আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ সাদিয়া.(খ) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন নবদ্বীপ.(গ) রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন বৈনাটি,(ঘ) রামলাল স্মৃতিকণ্ঠ ময়মনসিং উড়িয়া—যোগেন্দ্র মিশ্র কাব্য বিশারদ পুরী সংটোল, মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র পুরী জেলা স্কুল।

বেদ (ঋক্)—আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী কলিকাতা শিমলা ঘোষের লেন, (শুক্ল যজুঃ)—পণ্ডিত বহুবল্লভ শাস্ত্রী সং কঃ, (কৃষ্ণযজুঃ)—আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী কলিকাতা, (সাম)—বহুবল্লভ শাস্ত্রী সং কঃ. (পুরাণ)—নৃসিংহ প্রসাদ স্মৃতিভূষণ নবদ্বীপ। জ্যোতিষ—পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য সং কঃ কাব্য (বাঙ্গালা)—প্রমথ নাথ স্মৃতিতীর্থ মহেশপুর রামশরণ বিদ্যাবাগীশ বহরমপুর স্কুল টোল, নাথ তর্করত্ন শান্তিপুর। (দেবনাগরী)—রামাবতার পাণ্ডে পাটনা কঃ, (উড়িয়া)—জগন্নাথ মিশ্র পুরী সং স্কুল, সদাশিব মিশ্র পুরী জেলা, বেণী ঝা বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় বড়বাজার কলিকাতা।

ব্যাকরণ (উড়িয়া) পণ্ডিত—বৈষ্ণবচরণ বিদ্যাসাগর ময়ূরভঞ্জ। (কলাপ) অন্নদা চরণ তর্কচূড়ামণি ৫ কুমারটুলি কলিকাতা, কালীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইদিলপুর গোসাইয়ের হাট, সারস্বসার ফরিদপুর শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন চুয়াইল, (সংক্ষিপ্তসার)—রাখাল দাস ন্যায়তর্কতীর্থ বিষ্ণুপুর, পোঃ কদুপালি বাকুড়া, রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত ভেমুয়া মেদিনীপুর; দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণ মুগবেড়িয়া; সুপদ্ম—বীরেশ্বর তর্কভূষণ ভাটপাড়া; মুগ্ধবোধ—অশোক নাথ ন্যায়ভূষণ ১৪০৭ কাহারটোলা; বীরেশ্বর তর্কতীর্থ বৈদ্যপুর বর্দ্ধমান; [পাণিনি—ভাষাবৃত্তি) বাণী ঝা বেনারস সিটি; প্রক্রিয়া কৌমুদী—হরিহর মিশ্র পুরী সং টোল; সারস্বত চন্দ্রিকা—দামোদর রামানুজ দাস পুরী কেতকীমঠ টোল; বৈদ্যনাথ সারঙ্গী পুরী সং টোল; (সারস্বত)—রঘুনন্দন ত্রিপাঠী সেক্রেটরী বেহার সংস্কৃত সঞ্জীবন; (চন্দ্রিকা)—ঐ ঐ। (প্রয়োগ রত্নমালা)—মহাঃ সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ খাগড়াবাড়ী কুচবেহার।

দ্বিতীয় পত্রের উত্তরের কাগজ

ব্যাকরণ (২য়পত্র—পণ্ডিত—কুমুদ নাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible] কঃ; সুরেন্দ্র নাথ বিদ্যারত্ন এম এ ঐ; হারাণচন্দ্র বেদান্ততীর্থ আমানতগঞ্জ পোঃ,

বরিশাল; হরিহর বিত্তারত্ন এম এ কলিকাতা প্রেসি ডেন্সী কঃ; ভাগবতকুমার শাস্ত্রী কলিকাতা বঙ্গবাসী কঃ; আশুতোষ কাব্যতীর্থ খলিশাকোটা। ঐ [হিন্দী]—দেবদত্ত ত্রিপাঠী সংস্কৃত প্রোফেসর পাটনা কঃ; ঐ [উড়িয়া]—দামোদর রামানুজ দাস পুরী কটকমঠ টোল।

২য় পত্র [ব্যাকরণ ব্যতীত] [পণ্ডিত—রমেশ চন্দ্র সাংখ্যতীর্থ ঢাকা ৯৩ লক্ষ্মী বাজার; তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কলিকাতা সং কঃ; দুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ ভাটপাড়া; অন্নদাচন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ কেদারঘাট; জানকীনাথ ধর্ম্মতীর্থ বারাসত গবর্ণ স্কুল। হিন্দী—সোমনাথ ঝাড়কান্দি গবর্ণমেণ্টের হিন্দী অনুবাদক রাইটার্স বিল্‌ডিংস্‌। [উড়িয়া]—জগন্নাথ মিশ্র পুরী সং স্কুল; চিন্তামণি তর্কপঞ্চানন পুরী জগন্নাথ টোল; বৈষ্ণব চরণ বিদ্যাসাগর ময়ূরভঞ্জ; রামচন্দ্র মিশ্র পুরী নয়াগ্রাম।

ঢাকা জেলার নিম্নপ্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার ফল।

১৯০৯ সনের ডিসেম্বর মাসে যে নিম্নপ্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা ১৯১০ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে দুই বৎসর কাল মাসিক ২৲ দুই টাকা হারে বৃত্তিপ্রাপ্ত হইবে।

সদর কেন্দ্র—৮ জন।

কোতোয়ালী থানা—অনুকূলচন্দ্র গোস্বামী নাগর মাত্রাপুর নি, প্রা, যশোদালাল বসাক—জোড়পুল নি, প্রা, কেরাণীগঞ্জ থানা—সুদর্শন মিত্র পানগাঁও নি, প্রা, বাবুধন বর্দ্ধণ তেজগাঁও নি, প্রা, স্নেহলতা বসু তেঘরিয়া উ, প্রা, কাপাসিয়া থানা—হিরণবালা নাগ—বক্তারপুর নি, প্রা, ধীরেণবালা চর কাওরাদি নি, প্রা, মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ—চিনাসুখানিয়া নি, প্রা।

সাভার কেন্দ্র—৩ জন।

সাভার থানা—ভবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস সাওরাতলি নি, প্রা, সেখ কামিমুদ্দিন বলিয়াদি নি, প্রা।

নবাবগঞ্জ কেন্দ্র—২ জন।

নবাবগঞ্জ থানা—যাদবচন্দ্র বণিক্‌ দেবীনগর জয়পুরা, কৃষ্ণগোপাল দাস দোহার।

নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র—৫ জন।

নারায়ণগঞ্জ থানা—সেখ জোনাবলী বৈদ্যের বাজার নি প্রা, কামিনীকান্ত নাথ আড়াইহাজার নি, প্রা, রূপগঞ্জ থানা—আবদুল মাজেদ ভুমানি নি, প্রা, খলিলর রহমান পরমেশ্বরদি নি, প্রা, আমিনদ্দিন—বক্তুলপুর বালিকা নি, প্রা।

রায়পুরা কেন্দ্র—৩জন।

রায়পুরা থানা লাবণ্যপ্রভা রায় চাঁদপাশা বালিকা নি, প্রা, শশিভূষণ বণিক্‌ পাহার মাইজাল বোর্ড নি, প্রা, ফত্তে আলী মরজাবাদ নি, প্রা।

মনোহরদি কেন্দ্র—৩ জন।

মনোহরদি থানা—সেখ মহরদ্দিন তারাকান্দি বোর্ড নি, প্রা, সাহেব আলী বিরাবাইদ নি, প্রা, সেখ আহাম্মদ আলী পিরপুর নি, প্রা।

মুন্সীগঞ্জ কেন্দ্র—৩ জন।

মুন্সীগঞ্জ থানা—তারিণীচরণ দে সুখবাসপুর নি, প্রা, উপেন্দ্রচন্দ্র দাস বয়লিয়া নি, প্রা, সিরাজ উদ্দিন রিকাবিবাজার নি, প্রা।

রাজবাড়ী কেন্দ্র—৩ জন

রাজাবাড়ী থানা—মুকসেদ আলী কাজিপুরা নি, প্রা, আমিরান্নেছা গোসাইরচর বালিকা নি, প্রা, ইউসুফ আলী নয়ানগর নি, প্রা।

শ্রীনগর কেন্দ্র—৪ জন।

শ্রীনগর থানা—শশিচরণ সাহা জগন্নাথপট্টি নি, প্রা, কালীচরণ মণ্ডল সাংসিদ্ধি ২নং নি, প্রা, অবনীমোহন গোপ—তাজপুর ১ম শ্রেণী নি, প্রা, শ্যামলাল আগরওয়াল চাড়িয়ানতলী নি, প্রা।

মাণিকগঞ্জ কেন্দ্র—৯ জন।

মাণিকগঞ্জ থানা—ব্রহ্মানন্দ চন্দ কেওয়ারজানি ১নং নি, প্রা, আবদুল খালেক বিশ্বাস মেমুবাড়ী বোর্ড নি, প্রা, অমিয়বালা রায় তিল্লি বালিকা নি, প্রা, হরিরামপুর থানা—ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী কাঞ্চনপুর নি, প্রা, মনোমোহন সাহা বাহাদুরপুর নি, প্রা, ঘিওর থানা—তারাপদ সরকার চন্দ্রপ্রতাপ বাসাইল নি, প্রা, পচের উদ্দীন শিবালয় নি, প্রা, চুণিলাল সাহা দৌলতপুর নি, প্রা।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ছুটীপ্রাপ্ত জেঃ মাঃ বাবু শ্রীরামচন্দ্র বসু কটকের সদরে স্থাপিত হইলেন। ২৪ পরগণার জঃ মাঃ মিঃ টি এস ম্যাকফার্সন ২৪ পরগণা ও হুগলীর অতিরিক্ত ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। হুগলীর অতিরিক্ত ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ এফ আর রো ২৪ পরগণার ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। মজঃফরপুরের জেঃ মাঃ মিঃ ডেভিডসন উক্ত জেলার সদর মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। কটকের প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ এইচ ই বীণ বক্সার মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। মেদিনীপুরের জেঃ মাঃ মিঃ ধীরেন্দ্রলাল দে মজঃফরপুরের সদরে বদলী হইলেন। মেদিনীপুরের জেঃ মাঃ মৌঃ আবদুল আজীজ ২ মাসের ছুটী পাইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল, তাহা রহিত হইল। বাঁকুড়ার প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ এ এল ইংলিস ৮ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—বাবু বিভূতিভূষণ মুখার্জি এম এ বিএল মঙ্গলপুরের মুঃ হইলেন। মুঃ বাবু নরেশচন্দ্র সিংহ আর ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

সব ডেঃ কঃ বাবু চন্দ্রমাধব প্রসাদ ২ মাসের ছুটী পাইলেন। প্রোবেশনার সব ডেঃ কঃ বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় প্রোবেশন সব ডেঃ কঃ হইয়া বাঁকুড়ার সদরে স্থাপিত হইলেন। বীরভূমের সব ডেঃ কঃ মৌঃ সৈয়দ ইমদাদ হোসেন আর ৩০ দিনের ছুটী পাইলেন।

শিক্ষা—পাটনার সবইনঃ বাবু কালিকাপ্রসাদ সিংহ আর ১ মাসের ছুটী পাইলেন হুগলী মাদ্রাসার প্রতিনিধি ইংরাজী শিক্ষক মৌঃ সদরুদ্দীন আহমেদ ৩ মাসের ছুটি পাইলেন। হুগলী

শিক্ষক হইলেন। বীরভূম জেলার সৈহাটী সার্কেলের সবইনঃ মৌঃ মহঃ আবুল মজহর ১ মাসের ছুটী পাইলেন। বীরভূম জেলাস্কুলের মৌঃ সৈয়দ আবুল কাদের সৈহাটী সার্কেলের সবইনঃ, বাবু কালিকা প্রসাদ বি এ অধস্তন শিক্ষা সার্ভিসের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। জেলার স্কুলের হিন্দী শিক্ষক বাবু উমাপতি দত্ত শর্ম্মা বি এ এক বৎসরের শিক্ষানবীশীতে গবর্ণমেণ্টের হিন্দী ও উর্দ্দু অনুবাদকের প্রথম হিন্দী আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটরীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা সংস্কৃত স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালীমতে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে

A graduate (B course preferred) an undergraduate for a Mafassil E school very near the Railway on 25 miles from Calcutta. Pay 35 and Rs 27 with prospects of ment. Free board and lodging on a tuition, the graduate getting ional servic of Rs 10 a month. personally or by letter to Babu ... Chandra Bose [117 Mechua street Calcutta.

... F A Hd master for the Sabang ... M E school [Dt. Midna-... on Rs 25 with free quarters. ...bang, Dt Midnapore.

Hd master for Rajshahi Seri-...e schools on Rs 35 a month with quarters. Candidates having ...ough knowledge of Scientific Seri-...ure and previous experience as a ... need apply. Apply to H C ...erjee Secretary.

Two asst masters F A for the ...apura H E school each on Rs 30 ...onth. None need apply who has ...d the F A Examination. Apply Babu Dina Bandhu Ray Hd

A qualified English-knowing Hd ...dit for the Chandrakona Jerat H E ...ool, competent to teach Sanskrit according to the Matriculation syllabus on a salary of Rs 25 a month. Apply by the 28th February next. Chandrakona Jerat H E school Chandrakona p... Midnapur Dt.

An F A Hd master for the old Malda Coronation M E school on Rs 25 a month: lodging free. Apply to the Secretary.*

A Hd Master F A for the Khal-Badia Aided M E school on Rs 25 a month. Lodging free. The place is ... mile from Banpure Rail station E B S Ry Khal Bodia po via Krisna-... Dt Nadia.

... Normal Third year passed Hd ...dit on Rs 18 per month for the ...amnakhi M E school. Must know ... and Drawing under new regula-... Must stick to the post at least ...e full session. The place is healthy ... the bank of a river and near the ...way station. Apply to the Hd ...ster of the school, po Akkelpur ...ogra.

A Hd master, a passed F A with some experience in teaching, for the Goalundo M E school on Rs 25. Private tuition to the amount of Rs 5 also available. Apply sharp (in a week) with testimonials to Babu Mahim Ch. Roy, Asst Secry, of the R S N Co (Hd Clerk, Store Dept), Goalundo, Faridpur, Preference to a Baidya, or Karmokar or Musulman.

An Entrance passed 2nd master for the Mathurapur M E school Maldah on Rs 12 per month quarters free, Private tuition available. Apply to Hd master of the school.

For the Shikarpur H E school, Nadia, an F A teacher, strong in English, on Rs 25.

An A Course B A plucked teacher for the Brahmongaon H E school on Rs 30 per mensem. Boarding and lodging free. Brahmongaon H E school po Brahmongaon (Dacca).

For the Pakur Raj H E school (Loopline) a B course graduate for the post of the 2nd master on Rs 60 and an A course graduate for the post of the 3rd master on Rs 45 per mensem. Must sitck two sessions at the least.

One Entrance passed teacher on Rs 20 and one Normal passed Hd Pandit on Rs 18 per month for Monakora M E school. Quarters free. Po Shibganj Malda.

For the Bijhari H E school, Dt Faridpur an A course graduate on Rs 55 a B Course graduate on Rs 50 a B course B A plucked or an undergraduate strong in Mathematics on Rs 30. All the teachers will have free board and lodging. Apply J N Mukerji B A.

A B A Asst. Hd master for the H E school at Karapara, Khulna pay Rs 45. Board and lodging free.

For the Satkania H E school, Chittagong. 1. An experienced graduate (B course) for the Assistant Head master on Rs 60 per month with prospect. 2. An experienced undergraduate strong in English for the post of the 3rd master on Rs 40 per month. 3. An undergraduate Additional master on Rs 30 per month. None need apply who will not stick to the post for at least two years.

An English Teacher and an English knowing Pandit the former strong in English and the latter strong both in English and Bengali on Rs 20 respectively for the H E school at Lakhmipur in the district of Noakhali. Po. Lakhmipur (Noakhali).

A B course graduate or an A course graduate or an A course with Mathematics as optional for the Beldanga H E school, Murshidabad as 2nd master on Rs 45 and Rs 40 respectively The place is close to the Railway station, E B S R.

A graduate Hd master on Rs 50 with board and lodging free for the Kukutia High school. Kukutia (Dacca).

সার্ভে ও ড্রইং বিষয়ে ১০ জন ছাত্রিম; বেতন ২৫ টাকা। এম আর আহাম্মদহাট সেরপুর পোঃ জামলা জেলা বগুড়া।

উদ্ধৃত

১৩ ও ইংরাজের পূর্ণিমা হইতে

হিসাবি জীবন। (১)

অধিক পরিমাণ সুখ লাভ করাইবার ইচ্ছাই সাধারণ মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। সাধারণতঃ উহাই অধিকাংশ মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রাণিমাত্রেই জীবনে সুখ চায়। সেই সুখলাভের প্রত্যাশায় জীবনের কার্য্য যথাসাধ্য নিয়মিত করে; সেই সুখের অভাবে যে দুঃখ তাহা দূরে রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। এরূপ জীবন যাপনে হিসাব নিকাশ কিছুই নাই। যে সব ঘটনা অতীত কালে ঘটিয়াছে যাহা বর্ত্তমানে চারিদিকে ঘটিতেছে, এবং যাহা ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে, তাহার হিসাব নিকাশ করিয়া চলাই এ প্রকার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু তাহাই বা কয়জনে পারে, কেবল হিসাব নিকাশের ক্ষমতাই বা কয়জনের আছে? আর হিসাব নিকাশের ক্ষমতা থাকিলেও দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির তাড়নায়, কয়জন লোকে নিজ নিজ কার্য্যের ফলাফল গণনা করিয়া কার্য্য করিতে পারে? মানুষ মারিলে ফাঁসি হইবে ইহা জানিয়া শুনিয়া লোকে মানুষ খুন করিতে প্রবৃত্ত হয় কেন? সম্ভবতঃ কার্য্যের ফলাফল গণনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে এরূপ সংযতচিত্ত লোকের সংখ্যা অতি বিরল। আর যাঁহাদের

সেরূপ বিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা আছে, যাঁহারা কর্ম্মের ফলাফল গণনা করিয়া প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন, তাঁহারা নিন্দার পাত্র না হইয়া বরং প্রশংসার পাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এরূপ বিচারমূলক জীবনকে "life of facts" সংসারগত জীবন বলা যাইতে পারে, কারণ এরূপ জীবন সংসারের ঘটনা পরম্পরা বিচারের দ্বারা নিয়মিত। আত্মসুখ লাভই এ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এরূপ জীবনে সুখ ও শান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মহত্ত্ব আছে কি ?

মহত্ত্বের বিকাশ ভাবের উচ্চতায় ও গভীরতায়। হৃদয়ে উচ্চভাব ফুটিয়া উঠিলে, মানুষ নিজের সুখ সম্পদ, আপদ বিপদ কিছুই গ্রাহ্য করে না। উচ্চ ভাবের উদ্দীপনায় মানুষ ভবিষ্যতের লাভ ক্ষতি গণনা করিবার অবসর পায় না। সেই ভাবের তরঙ্গে আত্মহারা হইয়া মানুষ সংসারের সুখ দুঃখে, নিন্দা স্তুতিতে কিছু মাত্র বিচলিত হয় না। এরূপ জীবনকে "life of ideas" ভাবময় জীবন বলা যাইতে পারে।

তোমার আমার মত সংসার সুখ মুগ্ধ কত শত ক্ষুদ্র প্রাণী হইতেছে মরিতেছে, কত ও খুব বিজ্ঞতার সহিত আপন আপন ক্ষুদ্রজীবন নিয়মিত করিয়া বুদ্‌বুদের ন্যায় কালসাগর তলে বিলীন হইতেছে। কিন্তু যে মহাত্মা কোন একটি উচ্চ ভাবে তন্ময় হইয়া তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি যে দেশে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পুণ্য চিহ্ন ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছে। ইতিহাস তাঁহার অমরত্ব ঘোষণা করিয়া ধন্য হইয়াছে। এই সকল মহাভাবোন্মত্ত নরনারী সমগ্র মানব জাতির অক্ষয় সম্পত্তি। যে মহাপুরুষ পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি দধীচি হউন, শাক্যসিংহ হউন বা যীশু খৃষ্ট হউন—তিনি সমগ্র মানব জাতির পূজনীয়। যিনি পতিত দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি ম্যাট্‌সিনি হউন, ওয়াসিংটন হউন, প্রতাপসিংহ হউন—সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে তাঁহার বিজয় ঘোষণা করিবে। যিনি পতিত ধর্ম্মকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ হউন, শঙ্করাচার্য্য হউন, মার্টিন লুথার হউন—ধর্ম্ম জগতে চিরদিন তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

এই সকল মহাত্মা মানবজাতির ইতিহাস পৃষ্ঠে উচ্চতম ভূধর শিখরের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু উচ্চতম গিরিশৃঙ্গের আবার ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা স্তর আছে। তাহাদের ক্ষেত্রেও নানা স্তরে বিভক্ত। যে সকল নরনারী ত্যাগ রাজ্যের ক্ষুদ্র স্তরে সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্যকীর্ত্তিও চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশে এরূপ ভাবের পাগল নরনারীর সংখ্যা খুব অধিক। কেহ বা দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ সাধন মানসে জীবন পণ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বর্ব্বর সমাজে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন পাত করিয়াছেন। কেহ বা নূতন দেশ বা নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য জীবন সমর্পণ করিতেছেন। কত মহিলা যুদ্ধে আহত বা রোগশয্যায় শায়িত নরনারীর সেবার জন্য জীবন দান করিতেছেন। আর স্বদেশের বা স্বজাতির হিতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত নহেন, এরূপ নরনারীর সংখ্যা ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপানে নাই বলিলেই চলে।

এক সময়ে আমাদের এই অধঃপতিত ভারতবর্ষের এরূপ ভাবের পাগল নরনারীর সংখ্যা কম ছিল না। তাঁহাদের পুণ্যবলেই এক সময়ে এদেশ উঠিয়াছিল, আবার তাঁহাদের অভাবেই এদেশ এখন এত হীন হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুজাতির প্রকৃতিগত বিশেষত্বের জন্য প্রধানতঃ ধর্ম্মের দিক দিয়াই তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবগুলি ফুটিয়াছিল; স্বদেশ বা স্বজাতির অবলম্বনে ফোটে নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান যেরূপ স্বদেশের ভাবে উন্মত্ত হইয়াছে, এক সময়ে ধর্ম্মরূপ মন্দাকিনী ধারার উচ্ছ্বাসে এদেশ সেইরূপ ভাসিয়া গিয়াছিল। সেই সকল ধর্ম্মের ভাব কেবল যে আত্মযোগ সাধনে বা ঈশ্বরের আরাধনায় নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। তাহা লোকের সামাজিক জীবনেও নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিত। কারণ হিন্দু জাতির সমাজ ধর্ম্মের জন্য ছিল, ধর্ম্ম সমাজের জন্য ছিল না; তাঁহাদের সামাজিক কর্ত্তব্যগুলিও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সাধিত হইত।

কায়মনোবাক্যে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করা শিক্ষার্থী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে শিষ্যের বিদ্যালাভ হয় না। এই নিজহিত-মূলক কর্ত্তব্যটিকে আমরা একালের লোকে অন্যান্য কত শত সামাজিক কর্ত্তব্যের ন্যায় কেবল সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি। তাই স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করাটা, গণিত বা বিজ্ঞানপাঠের ন্যায় একটি ইচ্ছাধীন বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু সেকালের শেষ গোঁড়া শিষ্য এরূপ পাগল ছিল যে ঐ ক্ষুদ্র সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে জীবন বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিল। তাই আরুণি, আয়োদ-শিষ্য উদ্দালক গুরুর ক্ষেত্রে জল বন্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া (কেবল পড়া মুখস্থ করিবার জন্য নহে!) নিজে আলের উপর শুইয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। কারণ গুরুর আদেশ অবশ্য পালন করিতে হইবে। আবার সেই গুরুর আর একটি শিষ্য উপমন্যু গুরুর আদেশে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল সমস্তই গুরুকে অর্পণ করিয়া—এমন কি গরু চরাইতে গিয়া গরুর দুগ্ধ ও পরে দুগ্ধপায়ী বৎসের মুখের ফেণ পর্য্যন্ত খাইতে নিষিদ্ধ হইয়া—অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়াছিলেন।

বিপন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা একটি সামাজিক কর্ত্তব্য। ইহার মূলে নিজের স্বার্থপরতা অর্থাৎ "তুমি তোমার প্রতিবেশীর নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তুমিও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর"—এই নীতি বিদ্যমান। এই হিসাবে বর্ত্তমান সময়ে অন্যকে আশ্রয় দেওয়া নিজের ইচ্ছাধীন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি যখন কখনও তোমার দ্বারস্থ হইব না তখন তোমাকে আশ্রয় দিতে আমার গরজ কিসের? বিশেষতঃ তোমাকে আশ্রয় দিয়া যদি আমার নিজকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, তখন তোমাকে আমার বাড়ীর কাছে আসিতে দেওয়াই অন্যায়। অতএব হে আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন ব্যক্তি তুমি দূর হও। এখনকার দিনে আমাদের এই দুর্দ্দশা; কিন্তু পূর্ব্বকালে এদেশে এমন লোকও ছিলেন যাঁহারা ঐ কর্ত্তব্যটিকে একটি পরম ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতেন, এবং শরণাগতের রক্ষার্থে নিজের যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই মহারাজ চক্রবর্ত্তী শিবি একটি ক্ষুদ্র কপোত পক্ষীকে শ্যেনের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবলীলাক্রমে নিজের শরীর হইতে মাংস খণ্ড কর্ত্তন করিয়া দিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি রমণীরত্নের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি যে সে রমণী নহেন—তিনি বাসুদেবের ভগ্নী, অর্জ্জুনের সহধর্ম্মিণী; অভিমন্যুর গর্ভধারিণী, পাণ্ডব-কুল-লক্ষ্মী সুভদ্রা। মহারাজ দণ্ডী একটি ঘোটকীর জন্য কৃষ্ণভয়ে ভীত হইয়া সুভদ্রার শরণাপন্ন হইলেন। সুভদ্রা তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। তাহার ফলে স্বয়ং কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের ভীষণ সমর

ধ্বনি উঠিল। স্বর্গের দেবতা, মর্ত্ত্যের মানব ... রাজচক্রবর্ত্তী সেই যুদ্ধে যোগদান করিলেন। ... দেবের সমূহ বিপদ উপস্থিত। অদ্ভুত সেই ... রমণী স্বয়ম্বরা দেবী সতীকে পরিত্যাগ ... না। পাণ্ডবগণও এই ঘোর বিপদে ... বিচলিত হইলেন না। সত্যের জয় ...—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তুমি ... ভ্রাতা, তুমি প্রাণপ্রতিম সখা, তুমি ...দেশের কাণ্ডারী এবং ভগবান্—আমার ... পালনের জন্ত তোমাকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন ... পারি! বোধ হয়, ইহাই শিক্ষা দেওয়ার ... আমাদের এই বিচিত্র লীলা। উভয় পক্ষে ... বিরাট আয়োজন হইল, কিন্তু যুদ্ধ হইল না। ... "অষ্টবজ্র" সেই মিলিত হইল, অমনি ... অপূর্ব্ব যোদ্ধী পাপমুক্ত হইয়া অপ্সরারূপ ... করিয়া স্বর্গে গেল।

শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়ায় ন্যায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাও একটি সামাজিক কর্ত্তব্য। একবার যে কথা মুখ দিয়া বলিয়া ফেলিয়াছি, রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। কারণ তাহা রক্ষা না করিলে আর কেহ আমার কথার বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, সুতরাং তাহাতে আমারই ক্ষতি। সেই ক্ষতি নিবারণ করিবার জন্ত আমার নিজের অঙ্গীকার পালন করা আবশ্যক। কিন্তু সেই অঙ্গীকার পালন করিতে গিয়া যদি আমাকে অন্ত প্রকারে অধিকতর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তবে আমি তাহা কেন পালন করিব? মুখ দিয়া হঠাৎ কথাটা বাহির করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া কি, তাহা একেবারে বেদবাক্যের মত অচল অটল হইবে? অন্ততঃ এখনকার দিনে আমরা ত অঙ্গীকার পালনকে এই ভাবে দেখি। বিশেষতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে। কিন্তু এক সময়ে এদেশের লোক এই অঙ্গীকার পালনকে জীবনের এক মহাব্রত বলিয়া বুঝিতেন. তাই তাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখ, জীবন মরণ ইহার কাছে অতি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করিতেন। তাই আমরা দেখিতে ... মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ... একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ... সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও ক্ষান্ত হইবেন না— ... কঠোরপ্রাণ ঋষির পরিতোষের নিমিত্ত নিজের ... পুত্র বিক্রয় করিয়া, অবশেষে নিজে চণ্ডালের ... পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন! এইরূপে ... র্ষি দশরথ কৈকেয়ীর নিকট কখন্ কোন্ ... দুইটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই ... করিয়া আপনার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্ত বনবাসে প্রেরণ করিয়া নিজেও পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন!

শ্রীরামচন্দ্রও আদর্শ পুত্র। পিতার ধর্ম্ম রক্ষা করা সন্তানের একমাত্র কর্ত্তব্য। পিতা মৃত হইলেও সন্তানকে সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে। অথচ এখনকার দিনে আমরা পিতা জীবিত থাকিতেও তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে তাঁহারই উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি, মরিলে ত কথাই নাই। আর পিতার আজ্ঞা পালন করি কতক্ষণ? না যতক্ষণ আমাদের নিজের তাহাতে কোন অসুবিধা না ঘটে। কিন্তু রামচন্দ্র সেই পিতৃসত্য পালন এবং পিতার ধর্ম্ম রক্ষাকে জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাই আদর্শ ভ্রাতা ভরত আসিয়া সজল নয়নে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া যখন তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন. তখন তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া বনবাসী হইলেন। তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তাঁহার স্বর্গীয় পিতাই অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ রামচন্দ্র পিতার ধর্ম্মকে পিতার সত্তোষ অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করিয়াছিলেন, এবং সেই ধর্ম্মের জন্ত রাজরাজেশ্বর হইয়াও বনবাসী হইলেন।

আর সেই ভরত? ইনি ত আর একটি প্রথম নম্বরের পাগল। আজ কালকার দিনে এক সহোদর ভ্রাতা সামান্ত সম্পত্তির জন্ত অন্তের গলায় ছুরি দিতেছে—রাজ্যের জন্ত ত কথাই নাই। রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন না, তখন ভরত যদি পিতার আদেশে রাজ্য গ্রহণ করিতেন, তবে কে তাঁহার নিন্দা করিত? কিন্তু সেই সহোদরের অধিক ভ্রাতৃবৎসল, ভ্রাতৃভাবোন্মত্ত ভরত অযোধ্যার সিংহাসন তৃণবৎ পরিত্যাগ করিলেন এবং রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসাইয়া, রামের প্রতিনিধি স্বরূপ, রামের প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত, সন্ন্যাসীর বেশে রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভরত কি তোমার আমার মত মানুষ?

পাঠ্য পুস্তকের তালিকা

(১৯০৭ সালের ১০ই জুন তারিখে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ভার্ণাকুলার শিক্ষার নূতন প্রণালী যে সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই সকল স্কুলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ্যস্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে)

সাহিত্য ও ব্যাকরণ—ইংরাজী

Gulliver's Travels, (abridged) Edited by G C Earle 1s. Lamb's Tales from Shakspeare (second series). Edited by G D Punchard. 1 s 6 d. Folk Tales of Bengal Rev Lal Behari Dey 4 s 6 d. Picture Children, Part I. H Armitage. 4 d. [For home reading] Ditto. II Ditto 4 d. Ditto Augustine and the Black Prince Dean Stanley 6 d. Selection from J A Froude's "Short Stud és on Great Subjects. Edited by J Thornton 1 s. A Manual of Translation from Bengali to English. Banimadhab Ganguli and Bisweswar Chakravarty. Rs 1 A 4. A Junior Text-Book of Translation from Hindi to English. Ditto A 8. Beginner's Grammatical Induction (Anglo-Urdu). Daciat Ram Kannujia A 4.

বাঙ্গালা।

কথাও কাহিনী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত ৸৹, সাহিত্য প্রসঙ্গ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র কৃত ।৶৹, শিশুরঞ্জন ব্যাকরণ ২য় ভাগ ঢাকা পপুলার লাইব্রেরী দ্বারা প্রকাশিত ।৶৹, বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা জগবন্ধু মোদক কৃত ৸৹, বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রবেশিকা ঐ ৶৹।

গণিত

School Algebra, Part 1 W E Paterson 3s. With answer. 2 s 6 d. Without answer. Elementary Modern Geometry, Part II. Kalipada Basu Rs 1. Arithmetic Gouri Sanker De. Rs 1 A 12 Matriculation Algebra Ditto Rs 1 A 12. Junior Arithmetic Ditto As 10.

ইতিহাস

Indian History (Simply Told) J C Allen Rs 1 A 8.

পুরস্কার এবং লাইব্রেরীর জন্য

সাহিত্য ও ব্যাকরণ-ইংরাজী

The Garden of childhood A M Chesterton s 1 6 d. Library only The Royal Treasury of Story and Song—Introduction —Golden steps 9 d Prize only. The Royal Treasury of

Story and Song Part VI.—Tales that are Told. s 1 6 d. Bob and the Black bird. H Avery d 4 Prize only Portia Mrs. C Clarke d 6. Boswell's Life of Johnson (selected passages.] T Nelson and Selections From the Poems of Robert Browning. Edited by Mrs M G Glazebrook. 1 s. Tennyson's English Idylls and other Poems. Edited by J H Fowler s 1 9 d. Tennyson's "The Lady of Shalott" and other Poems. Ditto s 1 9 d. Ingraji Sopan, Part 1 Rabindra Nath As 6 Ditto, Part 11 Ditto As 6. Ingraji Sruti Siksha Ditto As 4 Beginner's Grammatical Induction (Anglo-Urdu]. Daulat Ram Kanaujia As 4. A Junior Text-Book of Translation from Hindi to English. Benimadhab Ganguli and Biseswar Chakravarty. As 8. A Junior Text-Book of Translation from Urdu to English. Ditto As 10.

[১নং এবং ৪নং পুস্তক কেবল পুরস্কারের জন্য। ৩নং পুস্তক পুরস্কার ও লাইব্রেরী উভয়ের অবশিষ্টগুলি কেবল লাইব্রেরীর জন্য]

বাঙ্গালা

ভূগোলী ফানুস মণিলাল গাঙ্গুলী কৃত ৷৹, ক্ষীরের পুতুল অবনী নাথ ঠাকুর কৃত ।৹, কাশেমবন কারা আবদুল মালিক মহঃ হামিদ আলি কৃত ॥৹, মেঘদূত অশ্বিনচন্দ্র পালিত কৃত, ১৲ আর্য্য নীতি বিজ্ঞান প্রথম পাঠ গিরীশ চন্দ্র দত্ত কৃত ৷৹, অর্জ্জুন নীলরতন মুখার্জ্জি কৃত ৷৹, মোসেম চরিত হামিদ আলি কৃত ।৹, জাতীয় বিদুষী মণিলাল গাঙ্গুলী কৃত, ॥৴৹, কিশোর পাঠের কবিতা শচীনন্দন সরকার কৃত ৴১৹।

[১ও২নং কেবল পুরস্কারের জন্য, ৬ ও ৯নং উভয়ের জন্য। অবশিষ্ট কেবল লাইব্রেরীর জন্য]

সংস্কৃত

লক্ষ্মীকাব্য লক্ষ্মী নাথ কৃত ১৷৹ (কেবল লাইব্রেরীর জন্য)

বিজ্ঞান ও গণিত—ইংরাজী
(কেবল লাইব্রেরীর জন্য)

School Algebra, Part 11 W F Laterson's 3 with answer, 2 s 6 d without answer Ditto, 11 Part 1 and Ditto s 5 with answer and 4 s without answer Mental Arithmetic, Teacher's Book 111 H Wilkinson 4 d. Ditto Teacher's Book IV Ditto 5 d.

বাঙ্গালা (কেবল লাইব্রেরীর জন্য)

শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা বাবাবাবানের ঘবনী-পাধ্যায় কৃত ৴৹

ইতিহাস ও ভূগোল—ইংরাজী

High Roads of History, Book VIII—High Roads of Empire History. E M Wilmot-Buxton s 1 6 d. A Junior Geography of India, Burma and Ceylon. O Morrison As 12.

২নং পুস্তক বাদে কেবল লাইব্রেরীর জন্য]

POST-GRADUHTE RESEARCH SCHOLARSHIPS, 1910

1. Two post graduate Research Scholarships of the monthly value of Rs 100 each, and tenable for a maximum period of three years, but in the first instance for one year only, will be awarded early in the year 1910.

2. No candidate will be considered who has not passed the M A, the M D the D L or the Master in Engineering Examination of the Calcutta University in 1907, 1908 or 1909. No candidate will be considered who is not possessed of high qualifications and who cannot show that he has a capacity for original research.

3. One of the scholarships will be awarded to candidate who proposes to carry on original research in some scientific subjects, such as Natural and Physical Science, Chemistry, Mathematical Science, etc. The other may be awarded to a candidate who undertakes research in some literary subject, such as a Language, Comparative Philology Palaeography, Epigraphy Philosophy, History, Archaeology, etc; but no application for a scholarship for research in a literary subject will be considered unless a candidate presents himself who not only shows that he has the capacity for undertaking the research proposed, but also makes it clear by the programme which he submits that he has thought out a definite course of inquiry. In the event of no suitable candidate for a literary research scholarship being forthcoming, both the scholarships may be awarded for scientific research.

4. All applications must be submitted through the head of the institution in which the candidate read last, so as to reach the undersigned on or before the 28th February, 1910.

5. Application forms may be had from the Personal Assistant, Office of of the Director of Public Instruction, Writers' Buildings, Calcutta.

G W KUCHLER, Director of Public Instruction, Bengal.

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহক গণের নামের যে তারিখ তাঁহাদের মূল্য শেষ হইতেছে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা বাদ মোড়কে প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ নম্বর ও তারিখ উল্লেখ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ১৲ টাকা দায় দিতে বাধ্য হইবে।

১৬৩৬ শ্রীযুক্ত হরিদয়াল হেঃ মাঃ বাঁশখালী স্কুল, চট্টগ্রাম ৩১।১২।১১
১১৫৩ " হরিদাস বন্দোঃ হেঃ ইনষ্টিটিউট স্কুল ঐ
১৬০৭ " শ্যামাপদ রায় সার্ভেয়ার আফোইস ঐ
১৬৩৮ সঃ হরিশা ছাত্র সমিতি ঐ
১৬৩৯ " গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হেঃ পঃ কালিবাড়ী মইঃ স্কুল ঐ
১৬৪০ " গোকুলবিহারী সরকার চাটমোহর ঐ
৭০৭ " দিবাকর পাল হেঃ পঃ কুলাকান মইঃ স্কুল ঐ
১৬৪১ " সত্যকুমার বড়ুয়া মইঃ স্কুল ঐ
১৬৪২ " গণেশ্বর চট্টোপাধ্যায় হেঃ পঃ কমলাপুর স্কুল ঐ
১১৭৬ " হরিদাস পাল ব্রাহ্মণপুর স্কুল ঐ
১৬৪৩ " হরিচরণ দাঁ দেপালজানা ঐ
১৬৪৪ হেঃ মাঃ বিদ্যাবিনোদ মইঃ স্কুল ঐ
১২১ নীলকান্ত দত্ত,হেঃ মাঃ চাকপাড়া মইঃ স্কুল ঐ
১০৭২ হেঃ মাঃ মাধবপুর মইঃ স্কুল ঐ

এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah.*

ভাবা ও উপন্যাস প্রভৃতি, উচিত মূল্যে ও উচ্চ কমিশনে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। ৫১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতায় এজ্রি পাঠাইলেই অতি সত্বর প্রেরিত হইয়া থাকে।

৩.৩।১৯১০

কর্ম্মখালি

আসানসোল ই আই আর হাই স্কুলে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে একজন ড্রিল ও ড্রইং জানা এবং নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২য় পণ্ডিত। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন।

জেলা খুলনা, পোঃ ধান্দিয়া, জয়নগর স্কুলে জনৈক মাইনার পাশ বা এম ভি পাশ করিয়া এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়া কায়স্থ বা তদুপযোগী শিক্ষক চাই, আবা বাদে ৭৲ পাইবেন।

সেণ্ট্রাল মাদ্রাসায় ৫ম জমায়াত পর্য্যন্ত ফারসী ও আরবী পড়া এবং উঃ প্রাঃ পাশ পোষ্টিটা মোক্তা-রের জন্ত একজন মৌলবীর দরকার। বেতন আবা বাদে ১০ টাকা, পোঃ বৈরাগাতলা, জেলা বর্দ্ধমান।

জেলা নদিয়া, পোঃ জয়রাম, জয়রাম মইঃ স্কুলে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক আধুনিক শিক্ষিত হেঃ পঃ। বেতন ১৮ টাকা, ব্রাহ্মণ অথবা সৎশূদ্র আবশ্যক। হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বাটুরা উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে একজন গুরু ট্রেনিং পাশ অথবা মইঃ পাশ শিক্ষক। কায়স্থ হইলে ভাল হয়, আবা এবং যোগ্যতানুসারে বেতন। শ্রীহরি প্রসন্ন রায়, ১০৩নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

মজিলপুর মইঃ স্কুলে টিচারসিপ্ পরীক্ষোত্তীর্ণ বা এফ এ পাস একজন শিক্ষক বেতন ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা। বাসস্থান স্বতন্ত্র, প্রাইভেট টিউশন আছে। ১৫ই মার্চ মধ্যে আবেদন করা চাই, পোঃ মজিলপুর, জেলা হুগলী।

জেলা বর্দ্ধমান, পোঃ খণ্ডঘোষের সামীল কুমীরকোলা মইঃ স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ ও একজন নর্ম্মাল হেঃ পঃ. উভয়ের বেতন যথা-ক্রমে মাসিক ২০৲ টাকা ও ১৫৲ টাকা। সকালে ও সন্ধ্যাকালে ২।১টী ছেলেকে পড়াইলে বিনাব্যয়ে আহারাদি পাইবেন।

মাড়গ্রাম এংলো ওরিয়েণ্টাল মিডিল ইংলিশ স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ মাষ্টার। বেতন ১৫ টাকা। পোঃ মাড়গ্রাম, বীরভূম।

"জেলা নদিয়া, আড়ংঘাটা ই, বি, এস, আর মইঃ স্কুল, নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন যোগ্যতানুসারে, বাসা ও চাকর পাইবেন। প্রাইভেট টিউ শন পাওয়া সম্ভব। হেঃ মাঃ নিকট আবেদন করুন।

জেলা যশোহরের, পোঃ জয়গ্রামের অধীন বাগুডাঙ্গা উঃ প্রাঃ স্কুলে একজন ছাত্রবৃত্তি পাশ পণ্ডিত বেতন আপাততঃ ৮৲ টাকা বাসস্থান ও খোরাক ফ্রি। মুসলমানের প্রার্থনা অগ্রগণ্য। পোঃ জয়গ্রাম, যশোহর।

গোপালপুর মইঃ স্কুলে এফ এ পাশ হেঃ মাঃ, বেতন যোগ্যতানুসারে ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা। বাসা পাইবেন। বৈদ্য হইলে এবং প্রাইভেট পড়াইলে আরও ৪।৫ টাকা বা খোরাক পাইবেন। অণ্ডাল লাইনে পাঁচড়া ষ্টেশন হইতে পশ্চিমে দেড়ক্রোশ ব্যবধান। পোঃ গোপালপুর, ভায়া দুবরাজপুর, জেলা বীরভূম।

একজন মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রধান শিক্ষক। মাসিক বেতন ৫৲ টাকা ও আবা। আহার ও বাসস্থান, শ্রীভগবান চন্দ্র ত্রিপাঠী, চক্রী চন্দ্রশেখর উঃ প্রাঃ স্কুল, দুটিয়া পোঃ, মেদিনীপুর।

রাজারামপুর মইঃ স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ, বেতন ২৫৲ ও আবা। ২৮শে ফেব্রুয়ারী মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। পোঃ রাজারাম-পুর মালদহ।

সনগাঁ মধ্য স্কুলে নূ ত্রৈবার্ষিক এবং মাইনর পাশ একজন পেঃ পঃ। বেতন খোরাক সহ কুড়ি টাকা ও বাসস্থান, মুসলমান হইলে ভাল হয়। হিন্দু হইলেও চলিবে, কিন্তু ইংরাজি জানা চাই। প্রাইভেট পাওয়া যাইতে পারে। পোঃ সনগাঁ জেলা দিনাজপুর।

বিন্নাকুড়ি মধ্য স্কুলে হেড পণ্ডিত নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ বেতন আপাততঃ তিন মাসের জন্ত ১৩৲ গুণানুসারে ১৫৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা আবা পাইবেন। সেক্রেটারী—শ্রীভগীরথ মণ্ডল গ্রাম বিন্নাকুড়ি, পোঃ চিরিবন্দর, দিনাজপুর।

আমার বাড়ীতে থাকিবার জন্ত সদ্বংশজাত দশ কর্ম্মাভিজ্ঞ আধুনিক পরীক্ষোপযোগী সাহিত্য ব্যাকরণাদি পড়াইতে সক্ষম জনৈক অধ্যাপক আবা বাদে মাসিক আয়: উপস্থিত ৫ টাকা। শ্রীরামচরণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য গ্রাম মাকপাড়া, মির্জ্জাপুর—কোতুলপুর পোঃ অঃ।

মাদলা মাইনার স্কুল মিডল মাদ্রাসায় পরিণত হইবে সুতরাং আপাততঃ ১৫৲ টাকা বেতনে কেবল মাদ্রাসা পাশ একজন হেড মৌলবী, কিন্তু ইংরাজী বাঙ্গালায় জ্ঞান থাকা চাই। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেন পোঃ মাদলা জেলা মুর্শিদা ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

[illegible] মইঃ স্কুলে একজন এফ এ হেঃ মাঃ বেতন মাসিক ৩০৲ ও আবা। এবং প্রাই-ভেট পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীশশিভূষণ রায়, [illegible] পোঃ, [illegible], [illegible] গ্রাম।

বারুইপুর পল্লীতে [illegible] জন্ত একজন অভিজ্ঞ নর্ম্মাল পাশ পণ্ডিত বেতন যোগ্যতা অনুসারে ১৯৲ হইতে ২০৲। শ্রীরজনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ বি এল উকীল বারুইপুর পোঃ ২৪ পরগণা, নিকট আবেদন করুন। বারুই-পুর রেলষ্টেশন হইতে বিদ্যালয়টি ৫ মিনিটের পথ হইবে।

ভাগলপুরস্থ বনগ্রামস্থ মইঃ স্কুলে একজন ১৫৲ বেতনে ২য় পণ্ডিত। নর্ম্মাল প্রথম বার্ষিক পরী-ক্ষার উত্তীর্ণ চাই।

আসনান (তমোলুক) সার্ব্বজনীন বিদ্যালয়ে একজন নর্ম্মাল ট্রেনিং পাশ শিক্ষক। (মাসিক বেতন ১৩৲ ও একজন এণ্ট্রান্স পাশ মাসিক বেতন ১২৲। অন্ততঃ পক্ষে একবৎসরের কার্য্যের গ্যারাণ্টি পত্রিকা দিতে হইবে।

জেলা হুগলি, পোঃ বড়গ্রামের মইঃ স্কুলের জন্ত ব্রাহ্মণ অথবা মুসলমান কিম্বা অপর কোন জাতীয় একজন এফ এ পাশ হেঃ মাঃ ও একজন নূ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন যথাক্রমে ২৫ ও ১৬ টাকা উভয়ই আহার। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

বৈকল মইঃ বিদ্যালয়ে একজন নূ হেঃ পঃ বাসা ও বেতন ১৯৲।

জেলা মেদিনীপুর, পোঃ সোণাখালি, সোণা-খালী মইঃ স্কুলে নূ ড্রিল ড্রইং জানা ত্রৈবার্ষিক পণ্ডিত বেতন ১৭ টাকা। ২৮ শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদন করুন। পোঃ সোণাখালি জেলা মেদিনীপুর এই ঠিকানায় স্কুলের হেডমাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

শুকচুনী মইঃ স্কুলে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবা-র্ষিক হেঃ পঃ। ড্রিল ড্রয়িং জানা আবশ্যক বেতন ১৫ টাকা। শুকচুনী, পোঃ. জেলা হাওড়া।

কাঁথি মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্ত জনৈক এফ এ পাশ হেডমাষ্টার প্রয়োজন বেতন মাসিক ২০ হইতে ২৫ টাকা। প্রশংসাপত্র সহ নীহার অফিসে সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

একদিন এক ফকির রাজার দানশক্তি কত উচ্চ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া হস্ত প্রসারণ করিতেই প্রচুর দান প্রাপ্ত হইল, তাহাতে আনন্দিত হওত প্রাপ্ত ধন ঝুলিতে রাখিয়া আবার হস্ত প্রসারণ করিল। তাহা দেখিয়া রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, রে দুরাকাঙ্ক্ষ, দেখিতেছি কিছুতেই তোর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না, কে আছিস ইহাকে দূর করিয়া দে।" দ্বারবান ফকিরের গলা ধরিয়া ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। সেই আচরণে মহাত্মা ফকির কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমিও তাই দেখিতে আসিয়াছি, যাহা দেখিলাম তাহাতে যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে এই বলিয়া ফকির আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছেন দেখিয়া দাতার মন টলিল, তিনি ফকিরকে তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি অপমানিত হইয়া হাস্য করিতে করিতে কি কহিতেছ?" ফকির "এমন কিছু নহে. তোমার প্রচুর ধন সঞ্চয় হইয়াছে, সামলাইয়া তাহা রাখিতে পারিতেছ না বলিয়া দান দিতেছ, পরলোকে তাহা কড়াক্রান্তিতে বুঝিয়া লইবে, আমাকে ভিক্ষুক দরিদ্র ভাবিয়া যাহা দিয়াছ, তাহার বিনিময়ে কিছু পাইবার আশা না থেকে, প্রার্থনা করিলেও তাহার অধিক আর দিতে পারিতেছ না। তাহা দেখিয়াই আমি হাস্য করিতেছিলাম, আর বলিতেছিলাম, খোদা উঁহাকে আরো কিছু দেও, যখন তাহা সামলাইতে না পারিয়া পথে ঘাটে ফেলিয়া দিবে তখন আবার আসিয়া আমি তাহা কুড়াইয়া লইব। আর ইহার দানের হাতটা গুটাইয়া টানের (আকর্ষণ করিয়া বিতাড়নের) হাতটা সংযত করিয়া দেও। দানে এত দৈন্য কি শোভা পায়? নাম ত দানশীল হাতেমের, যে সকলের জন্য সর্বক্ষণ মুক্তহস্ত।" তখন তাহা শুনিয়া আরবের দাতা স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, "কি, আমাপেক্ষা দাতা আর কেহ আছে; তাহাত শুনিনি। ফকির তুমি প্রহারের হস্ত হইতে প্রচুর ধন পাইয়া মিথ্যা কথা কহিতেছ; সেই জন্যই তাহার অতিরিক্ত পুরস্কার হাতে পীঠে মিলিয়াছে। ফকির "তা হইতে পারে, চাটুকারদিগের কথায় তোমার এরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকিবে। আমার কথা কতদূর সত্য জানিতে হইলে, কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া পারস্য দেশে যাত্রা করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসুন।" আরবের দাতা তাহাই করিতে মনস্থ করিয়া ছদ্মবেশে ফকিরের সহিত পারস্য দেশে যাত্রা করিলেন।

যার পূর্বে খবর প্রদান হওয়া চাই। পরদুঃখ মোচনের সদুপায় উদ্ভাবন করা চাই, যাহার যাহা অভাব তাহাকে তাহা দিতে প্রস্তুত থাকা চাই, ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র আশ্রয়হীনের জন্য আশ্রয় দান ত আছেই, তাহার উপর রোগের ঔষধ রোগীর শুশ্রূষা, মৃতের সমাধি, আতুরের সেবা, বালকের লালন পালন ও সুশিক্ষা, দাতার দানশীলতার অন্তর্গত। লোকে নিজের পুত্রের প্রয়োজন দেখিয়াই অন্যের অভাব পূর্ণ করে। নদী যেমন সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া ক্রমে নিম্নগা হওত নিজ বক্ষ বিস্তার করিয়া বহুদূর পথ গমন করে, তাহার পর যতদিনে সেই মহাসমুদ্রে মিলিত না হইতে পারে ততদিন নিজের সর্বস্ব দিয়া মেদিনী সিক্ত করিয়া রাখে। এমন ভক্ত দাতা কত দেখিয়াছি। এই যে সাহারার মরুভূমি দেখিতেছ, ইহা একদিন অগাধ জলপূর্ণ সমুদ্র বিশেষ ছিল, কত তিমি, কত কুম্ভীর, কত জলচর জীব তাহার মধ্যে বাস করিত, তাহাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কতকাল এই আরব দেশ জল সিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতেই পরের সেবায় প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া এখন পরিত্যক্ত দেহে আপনার দানশীলতার পরিচয় দিতেছে। মহাত্মা হাতেম আজন্মাবধি পরের দুঃখ মোচন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন. আবার তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিবে সেই দানস্রোত অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই, প্রত্যুত তাহা হাত বদলাইয়া হাতেমের হস্ত হইতে প্রস্রবণ সকলের ন্যায় অবারিত ধারা বহিতেছে।

আরবের দাতা পারস্যে যাইয়া হাতেমের গৃহে যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, হাতেমের দানভাণ্ডার সকলের জন্য রাত্রিদিন উন্মুক্ত রহিয়াছে, যে যাহা চাহিতেছে তৎক্ষণাৎ সে তাহা পাইতেছে, তাহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া যদি কেহ আবার যাচ্ঞা করিতেছে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা পাইতেছে কেহ তাহার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে না। তিনি তাহা দেখিয়াই হতজ্ঞান। ফকির তাঁহার এবংপ্রকার স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া কহিলেন, বিস্ময়ের বিষয় এখনও তুমি কিছুই দেখ নাই, আইস আমি তোমাকে তাহা দেখাইতেছি, তুমি এখন ঐ উচ্চ মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া আমার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ কর, এই বলিয়া ফকির ভিক্ষার্থ দানাধ্যক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি তাঁহার অঞ্জলি ধনপূর্ণ হইয়া [illegible] আমাদের [illegible] নিকটে জানিয়া, আমার অদ্য ভিক্ষার্থ [illegible] হইয়াছে, সেই জন্য আমার [illegible] পূর্ণ হইয়া গেল, ভিক্ষা আমার [illegible] নিকটে রাখিয়া [illegible] হইলেন। এইরূপে [illegible] করিয়া প্রচুর [illegible] দেখিয়া আরবের দাতা [illegible] কহিলেন, "ফকির কাছ হও, আর আমাকে [illegible] হইবে না। এখন চল, হাতেমের [illegible] লাভ করি। হাতেমের গৃহে আরবীয় দাতা উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। আরবীয় দাতা তাঁহার আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন।

সদালাপ (৩২)

(১৫৩) দেশের গৌরববোধ (ইংরাজ ফল বিক্রেতা)।—টাউন ডিরেক্টারের শ্রী অমৃত লাল বসু মহাশয়ের নিকট রাউজো নিবাসী শ্রী টি, এম, মুখার্জি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইংলণ্ডে প্রবাসকালে একদিন পার্লিয়ামেন্টের মেম্বর ওয়েডারবর্ণ সাহেবের সহিত বাজারে বেড়াইতে যান। সাহেবের ইচ্ছা হইল যে ভাল পেয়ার ফল খাওয়াইবেন। তখন ঐ ফল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। একটা দোকানে কয়েকটা ফল যাহা ছিল তাহা অল্প পূর্বেই একজন খুচরা ফল বিক্রেতা কিনিয়া লইয়াছিল। ওয়েডার বর্ণ সাহেব তাহাকে কিছু লাভ দিয়া ফল কিনিয়া লইতে চাহিলেন। লোকটা বিক্রয় করিতে রাজী হইল না। তখন সাহেব বলিলেন "আমি নিজের জন্য চাহিতেছি না। আমার এই বন্ধুটী ভারতবাসী, শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া যাইবেন আমাদের দেশের ভাল পেয়ার ফল এখনও ইঁহার খাওয়া হয় নাই।" এই কথা শুনিয়াই লোকটা বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটা ফল বাহির করিয়া দিল। দাম দেওয়ার কথায় বলিল "ইনি আমাদের দেশের অতিথি। Guest of our country এখানকার ভাল ফল খেয়ে দেখিবেন কেমন দেশ। দাম লইব না।"

এ দেশেও এরূপ অবস্থায় অতিথির হিসাবে ভাতটার বা আমটার দাম হয়ত অনেকেই লইবেন না কিন্তু তাহা "দেশের" গৌরবের জন্য নয়। আতিথ্য বা দান বা ভিক্ষা হিসাবে "নিজের" গৌরব জন্য দিতে পারেন।—ইংরাজই [illegible] জাতি।

(১৫৪) ঈশ্বরের কথা (অনুষ্ঠানের প্রতি উপদেশ)।—দুর্গাদাস [illegible] অনুষ্ঠানের

নাস্তিক ছিলেন। তিনি প্রাণ হারাইয়া দিয়া [illegible] হইয়াছে ও আমার [illegible] তখন [illegible] র পরিচিত একজন যুবক ভদ্রলোক তাঁহাকে [illegible];—"তুমে ভলটেয়ার। আমি জানি তুমি [illegible] নাস্তিক এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনেক [illegible] কথা লিখিয়াছ। কিন্তু সে জন্য তোমার [illegible] আমার বিশেষ ভয় নাই; ঈশ্বর তাঁহার [illegible] কৃপায় তোমাকেও ক্ষমা করিবেন, কিন্তু [illegible] রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে যেন তাহা [illegible] কখন লিখিও না। "তাঁহারা" যে তাহা পুনঃ-[illegible] মার্জনা করিবেন না, তাহা আমি নিশ্চিত বলিতে পারি।"

(১৫৫) মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস (গ্যারি-বল্ডী) নব্য ইটালীর স্বাধীনতাস্থাপকদিগের অন্যতম জেনারেল গ্যারিবল্ডীর জননী একান্ত ঈশ্বরপরায়ণা ছিলেন এবং গ্যারিবল্ডীর চরিত্র সংগঠনে তাঁহারই বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। গ্যারি-বল্ডী আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে—"আমার যে অসম সাহস দেখিয়া লোকেবিস্মিত হইত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে ঐশীশক্তি পরিরক্ষিত মনে করিত আমার সে সাহসের মূল—দৈববলের উপর বিশ্বাস। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষণ সতীত্বের আদর্শ ও দেবীত্বের অবতার আমার জননী, আমার প্রাণরক্ষার জন্য ঈশ্বরারাধ-নায় নিমগ্ন থাকিবেন- ততক্ষণ আমার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই।"

ফলতঃ যুদ্ধের সময়ে যখন গুলি সকল বজ্রা-ঘাতের ন্যায় তাঁহার কর্ণের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইত—যখন গোলা সকল শিলাবৃষ্টির ন্যায় তাঁহার চতুর্দিকে পতিত হইত তিনি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন তাঁহার জননী নতজানু হইয়া সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন।

(১৫৬) কর্তব্য কর্ত্তব্যপালন এবং প্রভুর গুণ-গ্রাহিতা জেনেরেল কালু ঘোষ)—হুগলীর আকনাগ্রামনিবাসী কালীচরণ ঘোষ প্রথম ভরত-পুর যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ পল্টনে কাজ করিতেন। ইঁহার বিবেচনা ও বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল; সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে ও সেনানীগণের সহিত একত্র থাকায় সাধারণ রণকৌশলগুলিও ইঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। ইংরাজ আফিসারেরা তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা, এবং বিশ্বাসিতার তুষ্ট হইয়া [illegible] করিতেন এবং অসঙ্কোচে সকল বিষয়েই [illegible] সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। দেশীয় [illegible] এবং হাবিলদারগণেরাও ইহা দেখিয়া এবং তাঁহার বুদ্ধিবিবেক এবং তেজস্বিতার জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে বিস্মিত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার উক্ত "এইবার এইরূপ হুকুম জেনেরেল সাহেব দিবেন এবং এইবার আপনাদের এইরূপে তাহা নিষ্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারিলেই সুবিধা হইবে"—প্রভৃতি বাক্য প্রকৃতই কার্য্যে পরিণত হইত।

একটা যুদ্ধের প্রথমাংশেই সকল ইংরাজ আফি-সারগণই হতাহত হইয়া পড়িলে হৃতাবশিষ্ট সিপাহী পলটন ছত্রভঙ্গপ্রায় হয়। তখন হাবিলদার এবং সুবেদারগণ বলেন, "কেরাণী বাবু! এখন আপনিই জেনেরেলের পোষাক পরিয়া আমাদিগকে যুদ্ধ চালাইতে হুকুম দিতে থাকুন; আমরা চেষ্টা করিয়া দেখি, নতুবা সকলেই বৃথা দাঁড়াইয়া মারা যাইব।" কালী বাবু তাহাই তখনকার কর্ত্তব্য বুঝিয়া মৃত আফিসারদের তাঁবুর ভিতর হইতে "জেনেরলের" পদোচিত পোষাক পরিয়া আসিয়া হতাবশিষ্ট সিপাহীদিগকে একত্রিত এবং রীতিমত পরিচালিত করিয়া সেই যুদ্ধে জয়ী হন। যুদ্ধাদি চুকিয়া গেলে অনধিকারে জেনেরেলের পোষাক পরিয়া যুদ্ধ করার জন্য কালুঘোষের সামরিক ব্যব-স্থানুসারে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড হয়। কিন্তু কালু ঘোষ যে পলটনকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করি-য়াছিলেন সদাশয় ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার পুরস্কারও উপযুক্তরূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং সক্ষমতা এবং সাহসের জন্য প্রশংসাপত্রসহ তাঁহাকে ৩০,০০০ টাকা পুর-স্কার দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ তিনি জেনে-রেলের পোষাক পরায় এবং একবার জেনেরেলের ন্যায় কাজ করায় লোকমুখে "জেনেরেল কালু ঘোষ" বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

(১৫৭) কুসঙ্গের দোষ ও সৎসঙ্গের গুণ।—গোঁসাই তুলসীদাস মন্দ লোককে কুকুরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কুকুরকে আদর কর বা কাছে আসিতে দাও, সে তোমাকে চাটিয়া অপবিত্র করিয়া দিবে। উহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ কর বা কোনরূপ তাড়না কর, সে তোমাকে কামড়াইয়া দিবে। এই জন্য দুর্জ্জনকে কুকুরের ন্যায় ঔদা-

সীন্যাবলম্বনে দূরে পরিহার করাই উচিত। উহাদের বিষয়ে কিছু লক্ষ্য করা এবং চিন্তা করাও হানিকর। উহারা ছোঁয়াচে রোগের ন্যায় অলক্ষ্যে পাপ সংক্রামিত করে।

একজন সন্ন্যাসীর আশ্রমের সম্মুখেই এক বেশ্যার ঘর ছিল। সন্ন্যাসী দেখিতেন যে অনেক দুশ্চরিত্র লোক বেশ্যার ঘরে যাইত। সন্ন্যাসী যখন তখন ঐ সকল লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন এবং বেশ্যা যে কত মন্দ তাহাও ভাবিতেন। বেশ্যা নিজেকে খুবই হীন বলিয়া বুঝিত এবং সন্ন্যাসী যে কত ভাল তাহাই অনুক্ষণ মনে ভাবিত এবং নিজেকে ধিক্কার দিত। ঘটনাক্রমেই মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসী এবং বেশ্যা উভয়েই স্বর্গে পৌঁছিলেন, কিন্তু বেশ্যার স্থান সন্ন্যাসীর অপেক্ষা অনেক উচ্চতর প্রদেশে হইল।

এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসী জানিলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা ভাবিয়া বেশ্যার পাপ ক্ষালন হইয়া-ছিল। এবং বেশ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখায় তাঁহার অনেক পুণ্যক্ষয় হইয়াছিল।

শ্রীঃ—

এডুকেশন গেজেট।

১০ই ফাল্গুন ১৩১৬ সাল ইং ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯১০ সাল

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় ১৯১০ সালের ৩ আইন।

এই নূতন আইনের পাণ্ডুলিপিতে ২৬টি ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ২৩টি ধারার কথা বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট ধারাগুলি এবং আইন পাশ হইয়া পাণ্ডুলিপির যে যে স্থলের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা এবারে বিবৃত করা গেল—

২৪ ধারা—(স্থলবিশেষে ডিপজিটের টাকা ফিরাইয়া দিবার কথা)—এই আইন অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্র রাখার জন্য টাকা আমা-নত করেন এবং শেষে ঐ মুদ্রাযন্ত্র আর না রাখিতে চাহেন, অথবা প্রকাশক হিসাবে ১৮৬৭ সালের মুদ্রাযন্ত্র এবং পুস্তক রেজেষ্টরী সংক্রান্ত আইনের ৮ ধারা অনুসারে ডিক্লারেশন দেন, তাহা হইলে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধিকারে সেই ছাপাখানা থাকিবে সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট, আমানতী টাকা ফেরত পাইবার জন্য আবেদন করিতে পারি-বেন। আবেদন পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ টাকা ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলে এই আইনের সর্ত্ত বজায় রাখিয়া তাঁহাকে ঐ টাকা ফেরত দিবেন

১৫ ধারা— (নোটিস জারি)—এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নোটিস ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৮৯৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি আইন অনুসারে সমন জারির যেরূপ ব্যবস্থা আছে তদনুসারে ঐ নোটিসজারি করিবেন।

১৬ ধারা—[অন্যান্য আইনের প্রয়োগ]—কোন কার্য করার জন্য অথবা কোন কার্য না করার জন্য এই আইন অনুসারে অপরাধ হওয়া ভিন্ন অন্যান্য আইন অনুসারেও যদি তাহাতে অপরাধ হয় তবে এই আইন অনুসারে কেহ অভিযুক্ত হইলেও অন্যান্য আইনানুসারেও তাহাকে অভিযুক্ত করার পক্ষে কোন বাধা হইবে না।

এই আইন যে আকারে পাশ হইয়াছে তাহাতে পাণ্ডুলিপির স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। নিম্নে সেই স্থলগুলির নির্দেশ করা যাইতেছে—

ধারা ২ [সংজ্ঞা]—"পুস্তক" সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় যেখানে আছে "স্বতন্ত্র মুদ্রিত" সেখানে মুদ্রিত শব্দের পরে "অথবা লিথোগ্রাফ করা" এইটুকু যোগ করিয়া দিতে হইবে। "দলিল" শব্দে যে কোন চিত্র, অঙ্কন (drawing) অথবা ফটোগ্রাফ অথবা অন্য কোন প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ [visible representation] বুঝিতে হইবে। "হাইকোর্ট" শব্দটি পাণ্ডুলিপিতে ছিল না, এটি বসান হইয়াছে। উহা বলিতে স্থানীয় উচ্চতম দেওয়ানী আপীল আদালত বুঝাইবে। কেবল আজমীর-মাড়বার এবং কুর্গে হাইকোর্ট বুঝাইতে স্থানীয় কিছু না বুঝাইয়া যথাক্রমে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ও মান্দ্রাজের হাইকোর্ট বুঝাইবে। অর্থাৎ কুর্গে এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে মান্দ্রাজ হাইকোর্টে এবং আজমীর মাড়বারে হইলে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্টে তাহার বিচার হইবে।

৩ ধারা [১] এবং ৮ম ধারা [১] প্রকরণে প্রথম বারের অপরাধের জন্য উর্দ্ধ সংখ্যা পাঁচ হাজারের স্থলে দুই হাজার টাকা জমা দিতে হইবে স্থির হইয়াছে। ৩ [১], ৩ [২], ৫, ৮ [১] ৮ [২], ১০, ধারায় টাকা আমানত করার কথায় নগদ টাকা অথবা কোম্পানীর কাগজ আমানত করা যাইবে, এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪ [১ গ] ধারায় এবং এই ধারার অন্তর্গত ব্যাখ্যা [২] মধ্যে "বিধিমূলক কোন কর্তৃপক্ষ" [any lawful authority] স্থানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা (administration of justice in British India) এই বাক্য বসান হইয়াছে। ৪ [১ ঘ] মধ্যে "ভারত সম্রাটের অধীন কোন দেশীয় রাজা অথবা প্রধান ব্যক্তির" (chief) এই বাক্যের পর "অথবা ব্রিটিশ ভারতে ভারত সম্রাটের যে কোন শ্রেণীর বা যে কোন সম্প্রদায়ের প্রজার" এই বাক্য সংযোজিত করা হইয়াছে। এবং "অথবা বিভিন্ন জাতি বর্ণ শ্রেণী ধর্ম ও সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের ভাব উৎপাদন করে" এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছে। ৪ [১] ধারায় "ইশারা" প্রভৃতি [innuendo] কথার পরিবর্তে "উপলক্ষণ" [implication] শব্দ বসান হইয়াছে।

৪ [২] ধারাটি পরিবর্তিত করিয়া নিম্নলিখিত রূপ করা হইয়াছে—৪ ধারার [১] প্রকরণ অনুযায়ী নোটিস বাহির হইবার তারিখের পরবর্তী দশদিন অতীত হইয়া যাইবার পর, ঐ মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে ১৮৬৭ সালের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক রেজেষ্টারী সংক্রান্ত ৪ ধারা অনুসারে যে ডিক্লারেশন দেওয়া হইয়াছে সেই ডিক্লারেশন রহিত হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৮ [১] ধারায় নিম্নে নিম্নলিখিত বিষয়টি সংযোজিত করা হইয়াছে—যদি কোন সংবাদপত্রের মুদ্রাকর বলিয়া কোন ব্যক্তি উক্ত আইনানুসারে রেজেষ্টরীভুক্ত হইয়া থাকেন, আর সেই ব্যক্তিই আবার, যে মুদ্রাযন্ত্রে ঐ সংবাদপত্র ছাপা হয় সেই মুদ্রাযন্ত্র রাখিয়াছেন বলিয়া রেজেষ্টরীভুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যতদিন পর্যন্ত ঐ রেজিষ্ট্রেশন বলবৎ থাকিবে ততদিন পর্যন্ত পত্রিকার অর্থাৎ প্রকাশককে ডিপজিট দিতে হইবে না।

১৩ ধারায় "স্থানীয় গবর্ণমেন্টের যে সম্বন্ধে আদেশ প্রাপ্তির জন্য" স্থলে করা হইয়াছে "স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশানুরূপ উহার নিষ্পত্তি করিবার জন্য।"

১৪ ধারায় "কোন সংবাদ পত্রের মুদ্রাকর এবং প্রকাশক" স্থলে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় মুদ্রিত এবং প্রকাশিত কোন সংবাদপত্রের মুদ্রাকর এবং প্রকাশক"—এইরূপ পরিবর্তন করা হইয়াছে।

১৫ ধারা—"যে কোন দ্রব্য খুলিয়া অথবা দ্রব্যের বাঁধন খুলিয়া দেখিতে পারেন" স্থলে "পত্র অথবা পার্শেল ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য আটকাইতে পারেন" করা হইয়াছে। ১৫ (খ) "এই সকল সংবাদ পত্রাদি পাঠাইয়া দিবেন" স্থলে "এই সকল দ্রব্যাদি" করা হইয়াছে।

১৬ (২) ধারাটি এইরূপে পরিবর্তিত করা হইয়াছে, যথা—"প্রকরণ ২ এর নির্দেশমত কোন সংবাদ পত্রের মুদ্রাকর ভাড়ায় না পাঠাইয়া কর্তব্য অবহেলা করিলে, যে কর্মচারীর নিকট অথবা ঐ কর্মচারীর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কর্মচারীর নিকট সংবাদপত্র পাঠাইবার কথা তিনি অভিযোগ করিলে, যেখানে ঐ সংবাদ পত্র ছাপা হয় সেই এলাকার ম্যাজিষ্ট্রেট যদি ঐ মুদ্রাকরকে দণ্ডনীয় বলিয়া মনে করেন তবে প্রত্যেক বারের ঐরূপ অবহেলার জন্য ৫০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন।

১৭ ধারায় "যাহার বিরুদ্ধে বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে তিনি" স্থলে করা হইয়াছে "যে সম্পত্তি সম্বন্ধে বাজেয়াপ্তের আদেশ হইয়াছে সেই সম্পত্তিতে স্বার্থ আছে এমন কোন ব্যক্তি,"

১৮ (২) ধারা উঠাইয়া দিয়া ১৯ (২) ও ১৯ [৩] ধারা সংযোজিত হইয়াছে, উহাদের অর্থ এইরূপ—১৯ (২)—যে কয়জন জজ লইয়া বিশেষ বেঞ্চ গঠিত হইয়াছে সেই কয়জনের মধ্যে যদি মতভেদ হয় তাহা হইলে অধিকাংশ (যদি থাকেন) জজের মতানুসারে মীমাংসা হইবে। ১৯ (৩)—যদি এক পক্ষে কম সংখ্যক এবং অন্য পক্ষে অধিক সংখ্যক জজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে সাবেক আদেশই বলবৎ থাকিবে। ১৯ ধারায় যেখানে "হাইকোর্ট" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে "বিশেষ বেঞ্চ" শব্দ বসান হইয়াছে।

২০ ধারা—"বাজেয়াপ্তের আদেশের পূর্ব্বে"—এই অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আলিপুরের বোমার মোকদ্দমা

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটন বোমার মোকদ্দমায় রায় দিয়াছেন। আপীলের সময় প্রধান বিচারপতি মিঃ জেঙ্কিন্স ও বিচারপতি মিঃ কারণডফের মধ্যে পাঁচজন আসামীর সম্বন্ধে মতভেদ হয়। প্রধান বিচারপতি মহাশয় ঐ পাঁচজনকে খালাস দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বিচারপতি কারণডফ ঐ পাঁচ জনকে সাজা দেওয়া উচিত মনে করিয়াছিলেন, সেই জন্য তৃতীয় একজন বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটনের নিকট পুনর্বিচার ও মীমাংসা জন্য মোকদ্দমা পাঠান হয়। বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটন প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া কৃষ্ণজীবন সান্যাল, সুশীল কুমার সেন এবং ইন্দ্রনাথ নন্দীকে অব্যাহতি দিয়াছেন এবং বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন, এবং শৈলেন্দ্র নাথ বসুকে দণ্ডবিধি আইনের ১২১ এ ধারা মতে যথাক্রমে সাত বৎসর

দীপায়ন ও [illegible] [illegible] [illegible] হাওড়া [illegible] বাগানে [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী [illegible] [illegible] বোমা ফেলিবার সংকল্প বিফল [illegible]—

বিচারক [illegible] [illegible] এ বিষয়ে [illegible] [illegible]—ষড়যন্ত্র [illegible] কোন [illegible] ছিল কি না। ছিল যে এ পক্ষে সেসনজজ, প্রধান বিচারপতি মহাশয় এবং বিচারপতি [illegible], সকলেই একমত। এই ষড়যন্ত্র যে বিপ্লব [illegible] ছিল সে পক্ষে সন্দেহ নাই। ইহার উদ্দেশ্য কি ছিল এবং কি প্রণালীতেই বা ষড়যন্ত্রকারীরা কার্য্য করিত তাহা আসামীদিগের একরারে এবং এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত যে সকল কাগজ পত্র আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছে সেই সকল দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

ভারত সম্রাটকে তাঁহার ভারত সাম্রাজ্য হইতে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করাই এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ লোকের মন চটাইয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিল। আর এই জন্যই "যুগান্তর" সংবাদ পত্রের সৃষ্টি। এই পত্রে ইংরাজদিগকে গালি দেওয়া এবং ইংরাজদিগেরই কুৎসা করা হইত এবং ইহার পাঠকদিগকে সেই সঙ্গে ভারতে ব্রিটিস রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন জন্য সম্মিলিত হইতে অনুরোধ করা হইত। এই ষড়যন্ত্রের উদ্ভাবকদিগের শিক্ষায় যুবকদিগকে বিদ্রোহের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছিল; অস্ত্রশস্ত্রও সংগৃহীত হইতেছিল, হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা এবং উক্ত অস্ত্রের বিস্ফোরক দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হইতেছিল।

শিক্ষার ফল ফলিয়াছিল। ১৯০৭ সালের ৫ই নবেম্বর তারিখে বোমার সাহায্যে একখানি ট্রেণ উড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা হয়। ঐ ট্রেণে বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর যাইতেছিলেন। এবং পরবর্তী ডিসেম্বর মাসের ৭ই তারিখের পূর্ব্বে ঐরূপ আর একটি চেষ্টাও করা হইয়াছিল। সুখের বিষয় এই, উভয় চেষ্টাই [illegible] হয়। ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রেল তারিখে চন্দননগরের মেয়রের ও তাঁহার স্ত্রীর জীবন নষ্ট করিবার জন্য একটা চেষ্টা হয়। সেই উদ্দেশ্যে [illegible] বা স্ত্রীপুরুষে যে ঘরে বসিয়াছিলেন সেই ঘরের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই বোমাটার এমন শক্তি ছিল যে [illegible] ঐ ঘর এবং ঘরের মধ্যের লোকজন সকলই বিনষ্ট করিতে পারিত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উহা ফাটে নাই। ২০শে এপ্রেল তারিখে আর একটি বোমার প্রয়োগ হয়। এইটি, অবশ্য, মিঃ কিংসফোর্ডকে মারিবার উদ্দেশ্যে হইয়াছিল, কিন্তু মিসেস কেনেডি ও তাঁহার কন্যা যে গাড়ীতে ছিলেন সেই গাড়ীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া উভয়েরই মৃত্যু হয়।

এই শোচনীয় হত্যার কিছু দিন পূর্ব্বে এরূপ সংবাদ কর্তৃপক্ষীয়দিগের গোচর হইয়াছিল, যাহার জন্য তাঁহারা কলিকাতার নানাবিধ লোক এবং নানাবিধ স্থানের উপর লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই হত্যার পর পুলিস কর্মচারীরা পরামর্শ করিয়া ২রা মে তারিখে ৩২ নং মুরারিপুকুর রোড, [এইটি বাগান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে] ১৩৪ হ্যারিসন রোড, ১৫ গোপীমোহন দত্তের লেন, এবং অপরাপর স্থান তল্লাস করেন এবং তাহার ফলে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্রাদি বোমা, এবং উক্ত অস্ত্রের বিস্ফোরক পদার্থ সমূহ প্রস্তুত করণের উপযোগী উপকরণ সমূহ, রাজবিদ্বেষ সূচক পুস্তক পুস্তিকাদি পাওয়া যায় এবং কতকলোকও ধরা পড়ে; তাহাদের পরে বিচার আরম্ভ হয়। ২রা মে তারিখে যাহারা ধরা পড়ে তাহাদের মধ্যে আপেলান্ট শৈলেন্দ্র ছিল। উহাকে এবং অবিনাশকে ৪৮ গ্রে ষ্ট্রীট হইতে ধরিয়া হাজতে দেওয়া হয়। আর চারিজন আপেলাণ্টকে পরে ধরা হয়। কৃষ্ণজীবন সান্যালকে ১২ই মে মালদহে, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন এবং সুশীল কুমার সেনকে ১৮ই মে সিলেটে, এবং ইন্দ্রনাথ নন্দীকে ২৩ শে জুন কলিকাতায়।

এই পাঁচজন আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে প্রমাণ সমূহের আলোচনা পৃথক্ ভাবে করার পূর্ব্বে লোকেদের মন উত্তেজিত করিবার জন্য এবং তাহাদের মনে অসন্তোষ উৎপাদন করিবার জন্য রাজবিদ্বেষমূলক পত্রাদি যাহা ষড়যন্ত্রকারীদিগের দ্বারা প্রকাশিত হইত তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিব। "যুগান্তর" এবং অন্যান্য রাজবিদ্বেষমূলক পুস্তকাদির সহিত আপেলান্ট দলের যে সম্বন্ধ ছিল, ইহাই, সরকার পক্ষ ষড়যন্ত্রের সহিত উহাদের সংস্রবের একটি প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১৯০৬ সালের ৩০শে মার্চ তারিখ হইতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য এবং ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক যুগান্তর প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহাতে ব্রিটিস শাসনের উচ্ছেদ উহার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্যের অনুসরণে ১৯০৭ সালের ২৬ শে আগষ্ট তারিখে উক্ত পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা লাভের চিন্তা স্থানীয় লোকদিগের মনে হয় এবং তাহারা তজ্জন্য যাহাতে চেষ্টা করে সেই টুকু করিবার জন্য যুবক দল সমূহ সংগঠনে নির্বন্ধ প্রকাশ করিয়া ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে আর একটি প্রবন্ধ বাহির হয়—"রাজবিদ্রোহ সম্বন্ধে কথা।" এই প্রবন্ধে শাসক দলের দ্বারা রাজবিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য নির্বন্ধ প্রকাশ আছে এবং সাধারণের মত সংগঠন করিবার কথা আছে। অতঃপর ১৯০৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারীর কাগজে "সাধারণের মত সংগঠন" বলিয়া বিশেষ ভাবে লিখিত একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, রাজবিপ্লব কার্য্যের জন্য শাসক দলের মধ্যে এই "সাধারণের মত সংগঠন" আবশ্যক করিবে। সেই সাধারণের মত সংগঠন কিরূপে হইতে পারিবে তাহার নানা বিধ উপায় দেখান হইয়াছে, যথা;—সংবাদ পত্র দ্বারা, জাতীয়, সংগীত এবং সাহিত্য দ্বারা, প্রচার কার্য্য দ্বারা, গুপ্ত সম্মিলন এবং সভাসমিতি দ্বারা। ১৯০৭ সালের ৩রা মার্চ তারিখে এক প্রবন্ধ বাহির হয়—"অর্থ সংগ্রহ"। উহাতে বল প্রকাশে অর্থ সংগ্রহ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; বলা হইয়াছে যে, ঐ জন্য চুরী ডাকাইতি করা পাপ নয়—ধর্ম্মকার্য্য। ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রেল আর একটি প্রবন্ধ বাহির হয়—"এস অশান্তি"। এ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। উহার ঐতিহাসিক নাম "বিদ্রোহ"। ঐ তারিখে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, "চন্দননগরে স্বাধীনতা"। উহাতে তত্রত্য মেয়র একটি রাজনৈতিক সভা হইতে দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন সে কথা আছে। যে দিনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেই দিনেই মেয়রের উপর একটি বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। আমি যে সকল স্থলের উল্লেখ করিলাম সেই সকল ব্যতীত যুদ্ধ, রক্তপাত ও হত্যাকার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

কিন্তু যুগান্তরই যে একমাত্র রাজবিদ্বেষমূলক সংবাদ পত্র তাহা নহে। "সন্ধ্যা" বলিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে কাহারও দ্বারা প্রকাশিত হইত বলিয়া বোধ হয় না, উহাতেও ইংরাজদিগের যথেষ্ট নিন্দাবাদ এবং ইংরাজদিগের উপর সাধারণের বিদ্বেষভাব ও অসন্তোষ জন্মাইয়া দিবার দিকে চেষ্টা ছিল। [এই স্থলে "সন্ধ্যা", "মুক্তি কোন্ পথে", এবং "বর্ত্তমান রণনীতি" হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে।] এই সকল লেখার উদ্দেশ্য একটি বিপ্লব ঘটান এবং তজ্জন্য এযাবৎ যে সকল লোক সন্তুষ্ট এবং শান্তিপ্রিয় ছিল তাহাদের মনে রাজার প্রতি বিদ্বেষ ও অসন্তোষ উৎ-

চটিতা বার ভয়ঙ্কর মিথ্যা এবং বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা সমূহ রটান হইয়াছে। এই সকলের জন্য আন্দো লন করিতে যে ব্যয় হয় সেই ব্যয় সরবরাহের জন্য ডাকাইতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ, বোমা এবং অপরাপর বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করণ এবং দেশের ছেলেদের যুদ্ধোপযোগী করিবার মত ব্যায়াম কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষা দান এবং অস্ত্র বলের সাহায্যে বিপ্লব ঘটাইবার মত সমস্ত আয়োজনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এরূপ অবস্থায় আমার একণে বিচার্য্য এই যে, যে সমস্ত প্রমাণ এই পাঁচ জন আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল প্রমাণ হইতে এমন বুঝিতে পারা যায় কি না যে, এই পাঁচ জন আপেলাণ্ট অথবা ইহাদের মধ্যে কেহ, অত্যাচার ও বল প্রকাশপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টকে বিপর্য্যস্ত করিবার আয়োজনে যোগ দান করিয়াছে। এতৎ সংক্রান্ত প্রমাণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইলে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, এই ব্যাপারের সংস্রবে দুই শ্রেণীর লোক আছে—এক শ্রেণীর লোকের মনকে উল্লিখিতরূপ রাজদ্রোহ মূলক দূষণীয় পুস্তকাদি পড়াইয়া বিষাক্ত করা হইয়াছে, ব্রিটিশের প্রতি ঐ সকল লোকের অন্তরে ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। অপর শ্রেণীর লোক আরও একটু উপরে গিয়াছে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য ব্যবস্থায় কার্য্যতঃ যোগদান করিয়াছে। × × ×

আমি পুলিসের সুখ্যাতি করিয়া কয়েকটি কথা বলিতে চাই। এই জটিল এবং ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের কিনারা পুলিস অতি দক্ষতা এবং পারদর্শিতার সহিত করিয়াছেন। পুলিস যে ভাবে কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য আমার মতে সাধারণের নিকট পুলিস বিশেষ প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ—অষ্টকালীন পদাবলী। শ্রীবিজয় নাথ মজুমদার প্রণীত। মূল্য চারি আনা। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস বাবুর লাইব্রেরী উদ্বোধন কার্য্যালয়—৮০।১ করপোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, কুটিঘাটা, বরাহনগর পোঃ—এই সকল এবং অপরাপর স্থানে পাওয়া যায়।

কাব্যের "নিবেদন" হইতে বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তমণ্ডলীকে প্রণতিপূর্ব্বক, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। সেই দয়াল ঠাকুরের কৃপা ও শক্তি বলেই ইহা গ্রথিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে যদি কোন ত্রুটি লক্ষিত হয়,—ভক্তগণ নিজগুণে তাহা প্রদর্শন করাইলে, এ কাঙ্গাল বারান্তরে তাহা সংশোধন করিবে। ঠাকুর বলিতেন—"ভগবান ও ভক্ত এক"—সুতরাং ভক্তের কথা আমি "ঠাকুরের-কথা-জ্ঞানে" মান্য করি।

সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইল, শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যলীলা-ভূমি যোগোদ্যানে, আমার অবস্থিতিকালে ঠাকুরের লীলাকাহিনী "রামকৃষ্ণ লীলাসার" নামে, কবিতাকারে গ্রথিত করিয়া মদীয় আচার্য্যদেবকে শুনাইয়াছিলাম। তাহা শ্রবণে যাহাতে ঠাকুরের লীলা,—গীতিছন্দে পল্লীতে পল্লীতে গীত হয়, এই সাধ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমার আশা হয়, সেই রাজর্ষি জনকোপম আদর্শ মহাত্মার সেই দেব সাধ, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইতে পারিবে।

নমুনাস্বরূপ একটু গীতাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

ইমনকল্যাণ—একতালা।

বন্দি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ,
বন্দি পতিতজন-পাবন।
বন্দি শ্রীমাতা জগতজননী,
বন্দি যুগল শ্রীচরণ।
বন্দি কামারপুকুর ধাম,
বন্দি জয়রামবাটী গ্রাম,
বন্দি পূজ্য ইষ্টগোষ্ঠী,
বন্দি শ্রীধামবাসী জন।
পুণ্যবতী রাসমণি,
শ্রীমথুর ভক্তমণি,
বন্দি দোঁহার নিষ্ঠাভক্তি,
দেবসেবা অতুলন।
বন্দি পূত ব্রহ্মবারি,
শোক-তাপ পাপহারী,
তটশায়ী লীলাস্থলী,
বন্দি রেণু সচেতন।
বন্দি শ্রীদক্ষিণেশ্বর,
দেবপুরী মনোহর,
বন্দি বিল্ব তরুতল;
সিদ্ধ পঞ্চবটী বন।

বন্দি ও [illegible],
[illegible]
[illegible]
বন্দি [illegible]
[illegible]
ঝাড় তৃণ, [illegible]
সেবা [illegible]

* * *

বন্দি দেবী [illegible],
[illegible]
[illegible] নাহি [illegible] কীর্ত্তন।

শ্রীমৎ পরমহংসদেবের আবির্ভাবে বঙ্গভূমি পবিত্র, সনাতন ধর্ম্মের উদারতা এবং প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রকটিত, সাম্প্রদায়িক ভাবের মূল ছিন্ন এবং ভবিষ্যতে হিন্দু মুসলমান-বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান সকলেরই স্ব স্ব ধর্ম্মে থাকিয়াই ভ্রাতৃভাব প্রাপ্তির এবং উভয়সহ একযোগে সর্ব্বত্র আর্ত্ত, দুঃস্থ এবং পতিত সম্বন্ধে সেবা ধর্ম্ম পালনের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] বুদ্ধগয়ার বর্ণিত রেষ্ট-হাউস্ নামক গৃহটিতে ১৮৯৩ সালে ধর্ম্মপাল বুদ্ধদেবের একটি জাপানী প্রতিমূর্ত্তি রাখেন। এই লইয়া বুদ্ধ গয়ার হিন্দু মোহন্তের সহিত একটি ফৌজদারী বাধে। এই ব্যাপার হইতে দেওয়ানি মোকদ্দমার সূত্রপাত হয়। হিন্দু মোহন্ত এই বলিয়া আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন যে, ঐ গৃহটি তাঁহার সম্পত্তি, উহাতে অন্য কাহার অধিকার নাই। ১৮৯৬ সালের ২৬শে মে তারিখে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যে আদেশ দেন যে, ঐ গৃহ বৌদ্ধযাত্রীদিগের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং একজন রক্ষণশীল উহাতে নিযুক্ত থাকিবেন, সেই আদেশ ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। জজের ভূতপূর্ব্ব রাজা দিবার সাক্ষ্য কমিশন দ্বারা গ্রহণ করা হয়। গয়ার সবজজ মোকদ্দমা হিন্দু মোহন্তের পক্ষে ডিক্রী দেন। ধর্ম্মপাল হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন।

[পঞ্জাব] লাহোর আর্য্য সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত লালা দুর্গা প্রসাদ আর্য্য সমাজের মুখপত্র "আর্য্যিয়ার" নামক সংবাদ পত্রে একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "সম্প্রতি কয়েকটি ভদ্রলোক, এমন কি আর্য্যসমাজেরই

নেতৃগণের [illegible] এই অর্থে লেকচার দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট আর্য্যসমাজকে রাজবিদ্রোহী সমিতি বলে [illegible] করিয়াছেন, সমাজের সভ্যগণকে [illegible] হইবে, সুতরাং সমাজে যাঁহারা [illegible] আছেন [illegible] আসিবার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। বৈদিকধর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, আর্য্যসমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে, [illegible] লোপ পাইবে। এই সকল গুজবে আমার মনে যে উদ্বেগ হয় সেই উদ্বেগ ঘুচাইবার অভিপ্রায়ে আমি ভয়ে ভয়ে একখানি আবেদন পত্র প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা স্যর লুইস ডেনের নিকট পাঠাই এবং তাহাতে সমস্ত ভাবে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়াছি। ছোটলাট বাহাদুর আমার পত্রের অতি সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছেন। এখন আর্য্যসমাজের কর্ত্তব্য, সমাজের প্রত্যেক সভ্যের নিকট রাজভক্তিসূচক স্বীকারোক্তি লইয়া সমাজকে রাজভক্ত বলিয়া পরিচিত করা। প্রত্যেক সমাজেরই কর্ত্তব্য ছোটলাট বাহাদুরকে নিশ্চয় করিয়া জানান যে, যে ব্যক্তি রাজভক্তিসূচক স্বীকারোক্তি পত্রে স্বাক্ষর না করিবেন তিনি সেই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন না। এতদ্ব্যতীত মাসে একবার করিয়া একটি লেকচার দেওয়া হইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজভক্ত প্রজার—আমাদের—কর্ত্তব্য কি তাহাই বুঝান হইবে। রাজবিদ্বেষী লোক, রাজবিদ্বেষী পত্র পুস্তকাদি আমাদের অগ্রাহ্য হইবে।

দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর লাহোর ব্রাহ্মণ সভার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন এবং উক্ত সভার সাহায্যকল্পে এক হাজার টাকা দিয়াছেন।

সাধারণ } ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারের স্মৃতি সংরক্ষণ কল্পে এ পর্য্যন্ত ৬২ হাজার ১৩ টাকা আদায় হইয়াছে।

সুদান ইউনাইটেড মিশনের অধ্যক্ষ ডাঃ কার্ল কুম সম্প্রতি আফ্রিকার মধ্যভাগ পরিভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়াছেন। রয়টার তাঁহার সহিত সাক্ষাতে জানিয়াছেন যে, ইউরোপীয়দিগের অধিকৃত দেশপুঞ্জ আফ্রিকায় মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক ও ব্যবসায়িগণ প্রবেশ লাভ করিয়া বিশেষ চেষ্টার ফলে মুসলমান ধর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়াইয়া ফেলিতেছেন। মিঃ কুম বলেন যে, ইহার পরিণাম এই হইবে যে, প্রায় সমগ্র দেশ মুসলমান হইয়া যাইবে। তিনি মধ্যস্থলের অধিবাসীদিগকে খৃষ্টান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন; বলিয়াছেন যে, মধ্য আফ্রিকায় যে সকল ফরাসী এবং ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ আছেন তাঁহারা এ সংঘর্ষের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

লর্ড কর্জ্জন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ইহার জন্য অনুষ্ঠানের যে দিন পড়িয়াছিল সে দিনে কার্য্য হয় নাই, পুনরায় দিন পড়িয়াছিল, কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনানুরোধে সে দিনেও হইতে পারে নাই, আবার দিন পড়িয়াছে। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইহাতে খুবই প্রতিবাদ করিতেছেন। একটি সভা ইহার জন্য হইয়াছিল। তথায় একটি মন্তব্য এই স্থিরীকৃত হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পালনস্থলে রাজনৈতিক কার্য্যকে অন্তরায় হইতে দেওয়া ঠিক নয়।

সৎকার্য্য—সাইদাবাদের জমিদার এবং জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ সৈয়দ মহম্মদ হোসেন স্থানীয় দাতব্য ঔষধালয়ে ছয় হাজার টাকা এবং শিল্প বিজ্ঞান সমিতির সাহায্যার্থ বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

মাষ্টার অফ এলিবাঙ্ক ভারতের অণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন, তাঁহার স্থানে অনারেবল এডুইন স্যামুয়েল মণ্টেগু অণ্ডার সেক্রেটারী হইলেন। ইনি উদারনীতিক সম্প্রদায়ের লোক। বয়ঃক্রম ৩১ বৎসর। বর্ত্তমানে মিঃ এসকুইথের পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী ছিলেন।

পারস্যের ভূতপূর্ব্ব সাহ একণে ক্রিমিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ইনি পারস্য গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নির্ব্বাসিত সাহের দুইজন দূত উত্তরপূর্ব্ব পারস্যে মেশেদ নামক স্থানে ধৃত হন। তাহাদিগকে তিহারাণে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নির্ব্বাসিত সাহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সৈদার খাঁ প্রচ্ছন্নভাবে সীমান্ত পার হইবার সময় রেস্ত নামক স্থানের নিকটে ধৃত হইয়াছেন। পারস্য পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ বলিতেছেন যে, নির্ব্বাসিত সাহ যখন এইরূপ তাঁহার অঙ্গীকার অপালন করিলেন তখন তাঁহার পেন্সন বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

পাতিয়ালার রাজবিদ্বেষ প্রচার অপরাধে যে সকল ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছেন যে, রাজবিদ্বেষ প্রচার আদৌ তাঁহাদের অভিমত নয়। তাঁহারা পাতিয়ালা রাজ এবং ব্রিটিশ রাজের প্রতি ভক্তিমান। তবে তাঁহাদের লিখিত কোন কিছুতে যদি রাজবিদ্বেষ সূচিত হইয়া থাকে তজ্জন্য তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন এবং অঙ্গীকার করিতেছেন যে ভবিষ্যতে তাঁহারা এমন কোন বিষয় লিখিবেন না, যদ্দ্বারা রাজবিদ্বেষ কিছুমাত্রও মনে করা যাইতে পারে। পাতিয়ালা মহারাজ আসামীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, পাতিয়ালা রাজষ্টেটের কোন পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে পাতিয়ালারাজ অথবা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ সম্বন্ধে কিছুমাত্রও সন্দেহ যাহাদের উপর পড়িয়াছে তাহাদিগকে পদচ্যুত করা হইল এবং তাহারা এক সপ্তাহ মধ্যে আমার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং আমার অনুমতি ব্যতীত আমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

খুলনাবাসী পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর ক্ষমাপ্রার্থনা করায় প্রত্যেকের একশত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। "পল্লীচিত্র" পত্রের সম্পাদকের চারি বৎসর এবং মুদ্রাকরের চারি মাস সশ্রম কারাবাস দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ মৌঃ হাসমত হোসেন দ্বারবঙ্গের সদরে, ডেঃ মাঃ মিঃ ট্রাক রাজমহল মহকুমায় স্থাপিত হইলেন। প্রোবে ডেঃ কঃ বাবু সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৪ পরগণার সদরে বদলী হইলেন।

বিচার—পুরুলিয়ার মুঃ বাবু নলিনী মোহন বন্দ্যো ১ মাস ২২ দিনের ছুটী পাইলেন।

সব ডেঃ কঃ বাবু অটল বিহারী গোঁসাই খুলনার সদরে এবং মৌঃ মহঃ আবদুল সালাম পাবনার সদরে স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—কলিকাতা মাদ্রাসার মৌঃ গুলাম সাম মণি হুগলী মাদ্রাসার সহকারী সুপঃ হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক আফিসের আসিষ্টাণ্ট বাবু ব্রজনাথ বসু ৮ম শ্রেণীতে এবং পাটনার সব ইনঃ বাবু রাজকিশোর সহায় স্বপদে এবং ৮ম শ্রেণীতে পাকা হইলেন।

কৌতুক-কণা।

শিক্ষক—গোপাল, পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত?

গোপাল (ভূগোল মুখস্থ করিয়া)—মাষ্টার মশাই, দু শ কোটি।

হরেন (খুব অস্থবস্ত, তাড়াতাড়ি)—মা মাষ্টার মশাই, কালরাত্রে মামার বাড়ী থেকে দিদিমণি এসেছেন, আর আজ সকালে আমার একটী ছোট ভাই হয়েছে।

রোগী—ডাক্তার বাবু, আমার আজ দিনকতক থেকে স্মরণশক্তি একেবারে হ্রাস হয়ে গেছে, কোন কিছুই মনে থাকে না। আমি আপনার সহিত এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি।

ডাক্তার—বেশ ভাল; কিন্তু মশাই, এসব ধরণের রোগের চিকিৎসায় আমি আগাম ফিয়ের টাকা লইয়া থাকি!

জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার একটী নূতন চাকরের কোন ভুলের জন্য বিলক্ষণ রাগিয়াছিলেন।

ভদ্রলোক (ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া, চাকরকে বকিতে বকিতে)—আমি এরকম কাজকর্ম চাই না। তুই কি মনে করিস আমি খুব বোকা।

চাকর (সভয়ে)—হজুর এখানকার কোন কথাই তো আমি জানি না। আমি সবে কাল এসেছি!

উকীল (মোকর্দমার কাগজ পত্র দেখিয়া)—তোমার কেস খুব ভাল; আমি তোমাকে জিতিয়ে দিতে পারবো।

মকেল—আমিও বাবাকে সেই কথাই বলেছিলুম, কিন্তু তিনি তবুও আপনার নিকট না এসে একজন ভাল ব্যারিষ্টারের নিকট যেতে বলেন!

কর্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটরীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে নামধাম ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আথা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও সন্তান "আশা" অর্থে প্রাইভেট ট্যুইসন আছে ও বাসস্থান এবং "দু" অর্থে দুস্থ প্রাথমিকে শিক্ষা ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা দরকার।

An F A Hd master for Brahmangaon M E school Dt Dacca on Rs 25 per month according to qualifications Preference to a Kayesta or Baidya. Must stick for a year. Apply to Babu Madan Mohan Mitra Biswas. Po Bhawal Brahmangaon; Dacca.

An F A Hd master for the Sekerdah M E school on Rs 25 a month and free lodging with future prospect. Apply to Khan Bahadur Moulvi Hd Shamsuzzoha Vice Chairman Dt Board, Birbhum.

A properly qualified (F A) Hd master for the Barsoe M E school, po Barsoe, Purnia on Rs 25 rising to Rs 30 Lodging free and boarding expenses will be met within Rs 5. The school is 2 miles distant from the Barsoe Junction E B S R. Apply to the Hd Pandit.

An English and Drawing, Drill knowing Vernacular mastership pass certificate holder Pandit for the Nakipur H E school on Rs 16 besides free board and lodging. Po Nakipur Dt Khulna.

A graduate 3rd master of the Raniganj H E school on Rs 42 per mensem. Boarding House and private tuition available.

An Entrance passed private tutor to coach the boys up to 3rd class on Rs 7 to 9 per month with free board and lodging. Brahmin preferred. Apply to Babu Harinarayan Bhattacharji Lalgola po (Dt. Murshidabad).

For the Baguan H E school a vernacular mastership certificate holder on Rs 15 per mensem.

A graduate Hd master for the Muragachha H E school on Rs 65 per month Place healthy and close to the Ry station Muragachha. Must stick to his post for at least two years. Board and quarters free on accepting private tuition. He may also keep at the Boarding house attached to to the school.

A Hd master on Rs 25, 2nd master on Rs 16 and a third master on Rs 8 per month, for the Shyampur M E school. The Head master must be an undergraduate and the 2nd master a Matriculate. Free board and lodging available at least in the case of the Hd master for private tuition. Po Shyampur, Dt Barisal.

A 2nd master Entrance passed for the Gaodia M E school Dt Dacca on Rs 14 from 1st April 1918. Apply to Mr M M Banerji, President M committee po. Gaodia, Dacca.

A 2nd year Normal passed Pandit for H E school Singur Dt Hooghly on Rs 15 per month.

A final Normal passed (old system) teacher trained in the New system for the Patua khali J H E school on Rs 20 preference to a Muhammadan.

An F A Hd master for the Talit M E school, Burdwan on Rs 15 to 20 with free board and lodging on private tuition.

A graduate Hd master, strong in English, for the Kotulpure H E school on Rs 60 per month.

An F A teacher, sufficiently strong in Mathematics on Rs 30 per month for Sarail A H E school.

For the E I R aided H E school Asansol, an F A 4th master, strong in English on Rs 25 per mensem.

A graduate Assistant Hd master for the Baugora Umalochan H E school on Rs 50 a month besides free board and lodging. Post Baugora (Dt Tippera).

For Raja Suryya Kumar Ins Rajbari, an F A 4th master on Rs 20 to Rs 25

Two F As on Rs 30 and Rs 25 a month respectively for the Practising school attached to the Dacca Normal school. Apply before 28th February, to Babu Devendra Kumar Roy Superintendent Dacca Normal school.

A Drill master for the Netrokona Dutta High school Mymensingh on Rs 20—25 on probation for six months with the prospect of being confirmed

at the end of the period on giving satisfaction.

For Orakandi H E school, Faridpur, for position of 7th master a young man Entrance passed salary Rs 16 per month.

A B A plucked additional teacher for the Donough H E school, Jamalpur, Mymensingh, on Rs 30 a month to start with. Preference to a Mahomadan who can assist the Persian Teacher with his translation work. The selected candidate must join at once. Apply to the Hd master on or before the 28th February.

An F A teacher to teach both English and Mathematics on Rs 20 per month as 5th master for Ethora Sreesh Chandra Institution. Apply to Babu Nikhil Nath Roy B L Ethora po, via Sitarampur E I Ry.

An F A passed or plucked Hd master for the Dhunat aided M E school, Bogra on Rs 20 to Rs 30 according to qualifications besides free board and lodging po Dhunat (Bogra).

কামারপুর স্কুলে এফ, এ, হেঃ মাঃ ও নর্ম্মাল পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন যথাক্রমে ২৫ ও ১৫৲ প্রাইভেট পড়াইলে আরো পাইবেন। পোঃ খামার পাড়ি, হুগলি।

উদ্ধৃত

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নির্ব্বাসন শেষ।

১১ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার প্রত্যুষে ৫টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে বাবু ললিতমোহন দাস হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, সত্যানন্দ বসু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, প্রভৃতি অনেক লোক পঞ্জাব মেল ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুইজন ইউরোপীয় কর্মচারী সহ দুই দল পুলিস ফৌজও প্লাটফর্মে সাজিয়া ভাবে সজ্জিত ছিল। ট্রেণ প্লাটফর্মে পৌঁছিবামাত্র প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায় কৃষ্ণ বাবুকে দেখিতে পাইয়া লোকসমষ্টি ঘন ঘন বাহবাধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতে না করিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণের জন্য একটা বিষম ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। কৃষ্ণকুমারের আবির্ভাব বহুলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাঁহার গলদেশে এক পুষ্পমালা ও হস্তে পুষ্পস্তবক অর্পিত হইল। এবং সেই জনমণ্ডলী মধ্যে বাহবাধ্বনি করিতে অগ্রসর হইল। কৃষ্ণ বাবুর জন্য কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনের গাড়ী সজ্জিত ছিল। সকলের একান্ত অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেরম্ব বাবু প্রভৃতিকে লইয়া তিনি সেই গাড়িতে আরোহণ করিলেন। সঙ্গে প্রায় পাঁচ শত লোক রওনা হইলেন। গাড়ী পুল পার হইলে সকলে মিছিলবদ্ধ হইয়া "বঙ্গ আমার জননী আমার" এই গান করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। গাড়ী কলেজস্কোয়ারে উপনীত হইলে দেখা গেল সেখানে রাস্তার উভয়পার্শ্বে বহু সম্রান্ত লোক সমবেত হইয়াছেন। যুবকগণ পত্র পুষ্পে "সঞ্জীবনীর" বাটী সজ্জিত করিয়াছিলেন। আনন্দধ্বনির মধ্যে চতুর্দ্দশ মাস নির্ব্বাসনের পর কৃষ্ণকুমার পুনরায় স্বগৃহে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহার সস্তুষ্টা পত্নী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি এত দিন পরে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

বন্ধু, স্বজন, সহচর ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিবর্গের আনন্দকর সম্মিলনে সর্বাগ্রে ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন করা হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। সেদিন কৃষ্ণকুমার প্রার্থনা করিলেন—হে আমার প্রভু, আজ তোমাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিব,সে কথা আমি জানি। কিন্তু প্রভু তুমি যে তোমার দাসের প্রতি এমন অনুগ্রহ কর তাত অগ্রে এমন করে জানতাম না। সেকথা আমি কেমন করে বলব। যেদিন আমাকে ধরে নিয়ে যায়, দেখি কারাগার পূর্ণ করে তুমি রয়েছ, সেই রাত্রি তুমি যে আমার জ্ঞান, আমার প্রেম, আমার আকাঙ্ক্ষাকে, আমার হৃদয় মনকে অধিকার করে সারারাত্রি আমাকে কোলে করে ছিল—এমন করে ত প্রভু দাসের নিকট তুমি কখন দেখা দাও নাই। তারপর যখন কারাগারের দ্বারে যাইয়া পৌঁছিলাম তখন আমার মন বলে উঠল, ঈশ্বর ত তোর কাছে ধরা দেন, তুই কি তাকে আপনার করতে পেরেছিস—তার কাছে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিতে পেরেছিস?

তার পর তোমার যে অদ্ভুত দয়ার প্রকাশ সে কথা প্রভু আমি কি আর বল্‌ব! আমার ত প্রভু সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করেছ। এখন তোমার কাছে এই এক নিবেদন যে এত দয়া যদি করেছ,যতদিন এ সংসারে থাকি আমাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে তোমার করে লও। আমার এদেহ তোমার হউক, আমার এ জ্ঞান, এ প্রেম, সকলই তোমার হউক। আমি তোমার অনেক দয়া পেয়েছি, সে সব প্রভু আমি যেন না ভুলি, এখন আমারে তুমি এই দয়া কর।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল গাইলেন;—

দুঃখে রেখো, প্রভু, যদি তোমারে
দুখের আঁধারে পাই।
সুখে থাকিবার, নাহি সাধ আমার
যদি সেই সুখে, তোমারে হারাই।
ঘোর নিশীথে গহন বিজনে
মহাবল জ্ঞান সমর অঙ্গনে,
তুমি যদি নাথ, থাক সাথ সাথ,
তবে আমি আর কাহারে ডরাই?
দারিদ্র্যে শোকে দুখে নির্য্যাতনে,
প্রবাসে কারা-ক্লেশ বহনে,
তব পদে প্রাণ, যদি পায় স্থান,
তবে প্রভু আমি কিছু নাহি চাই;
চির'দনের সাথী তুমিহে আমার;
চিরদিন সাথে থাকিব তোমার,
লইয়াছ পিতা সন্তানের ভার,
তোমা সম প্রিয় কেহ মোর নাই।

মৌলবী লেয়াকত্‌, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহালনবিশ মহাশয় প্রভৃতি বৃদ্ধগণ কৃষ্ণ বাবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বাবু বলিলেন—না, না, ঈশ্বর ভালই করেছেন—এই সংসারের রাজা, প্রতিপালক পিতা ত একজন আছেন। তিনি ভালই করেছেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আসিয়া কৃষ্ণ বাবুকে আলিঙ্গন করিয়া বালকের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন—কৃষ্ণ বাবু শান্তভাবে সকলকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সঞ্জীবনীর কম্পোজিটার ও ভৃত্যগণ এবং প্রতিবাসী অনেক নিরক্ষর দরিদ্র লোক আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে লাগিল—তিনি সকলকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

১৫ই মঙ্গলবার "ছাত্রসমাজ" তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য এক সান্ধ্য সমিতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরের প্রাঙ্গণে এই সমিতির আয়োজন করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের ন্যূনাধিক পাঁচ শত পুরুষ ও মহিলা সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাগৃহে আলোকে সজ্জিত সভাস্থল মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছিল। ছাত্রসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বাবুকে লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ বাবু সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করিয়া প্রীতি নমস্কার ও আলিঙ্গন করেন।

অনন্তর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণ বাবুর ও উপস্থিত সকলের কল্যাণ কামনা করিয়া ভগবৎচরণে প্রার্থনা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে কৃষ্ণ বাবুকে অভিবাদন করেন এবং তাঁহার দ্বারা ছাত্রসমাজের সভ্যদের ধর্ম ও নৈতিক জীবনলাভের যে সহায়তা হইয়াছে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন যে কৃষ্ণ বাবু দীর্ঘকাল জগতে সকলের মঙ্গল হইয়া বাস করুন। অনন্তর কৃষ্ণ বাবু বিধাতার চরণে প্রার্থনা করেন।

প্রার্থনার পর কৃষ্ণবাবু বলেন, আমাকে আপনারা অতিশয় ভাল বাসেন; সেই ভালবাসার চিহ্নস্বরূপই আজ আপনারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইচ্ছা হয় আজ বালক বৃদ্ধ যুবক সকলের চরণের ধূলি এই মস্তকে প্রদান করুন। আমার দেহ মন পবিত্র হউক, আমার প্রাণ ধন্য হউক। যে পরমেশ্বর আপনাদের মধ্যে বাস করিতেছেন তাঁহার সংস্পর্শে আপনাদের দেহ মন পবিত্র হইয়া গিয়াছে। আজ আপনাদের সকলের চরণে আমি ভক্তি ও প্রীতির সহিত প্রণাম করিতেছি।

ছাত্রসমাজের আমার কয়েকটী অতি প্রিয় বন্ধু আমাকে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে আমার কারাবাস কালে ঈশ্বরের যে কৃপা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাঁহার কথা এবং সেখানে কিরূপে আমি জীবন যাপন করিতাম সে সকল কথা শুনিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

যখন আমাকে কলিকাতা সহরে কারাগারে আবদ্ধ করে তখন রাত্রি প্রায় ৭টা। সেই নির্জন ঘরে যখন প্রবেশ করিলাম তখন আমি দেখিতে পাইলাম ঈশ্বর সেই গৃহে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমি দেখিতে পাইলাম তাঁহার প্রেমের জ্যোতিতে সেই গৃহ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি বলিলাম একি! তোমার সন্তান যখন বিপদের মধ্যে পতিত হয় তখন কি তুমি এমন করিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাক!

ঈশ্বরের এমন জীবন্ত, এমন প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমি পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করি নাই। সারারাত্রি আমার নিদ্রা হইল না। আমি দেখিলাম তিনি আমার হৃদয়ের মধ্যে—তিনি আমার চতুর্দ্দিকে। তিনি আমার প্রাণ মন পূর্ণ করিয়া রহিলেন।

তারপর আমি রেলগাড়ীতে যখন টুণ্ডলা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম তখন আমার প্রাণ হইতে এই প্রার্থনা উত্থিত হইল, "ঈশ্বর ৫৫ বৎসর বয়স হইয়াছে, কিন্তু আমি এখনও তোমার নিকট সম্পূর্ণ ধরা দিতে পারি নাই। তাই কি প্রভু তুমি আমাকে দয়া করে ধরে নিয়ে এলে! তাই কি তুমি এই কারাবাসকে আমার উদ্ধারের উপায় করিবার জন্য এমন আয়োজন করলে!

তার পর দেখি যাঁরা কারার কর্তৃপক্ষ তাঁহারা আমার সম্পূর্ণ আত্মীয় হয়ে গেলেন। তাঁরা ইংরেজ, আমাকে কখনো দেখেন নাই। কিন্তু তাঁরা আমাকে প্রথমেই বল্লেন—'আসুন, আমরা আপনার সঙ্গে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার কর্‌ব।' কাজেও তাই দেখ্‌তে পেলেম।

যে তিনজন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ—একজন জেলার, একজন এসিষ্টাণ্ট জেলার ও একজন ওয়ার্ডার—তিন জনেই ইংরেজ—ইহাঁরা যে আমাকে কি আদর যত্ন করেছিলেন তা' আর আমি বল্‌তে পারি না। তাঁদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। যিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন তিনি একজন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের, তিনি যে কত স্নেহ করেছেন তা আমি ব'লে উঠতে পারি না। তার পর আগ্রার ম্যাজিষ্ট্রেট্ যিনি, তাঁহার সদ্ব্যবহারের ভাষায় বর্ণনা হয় না। যিনি কমিশনার—আমি তাঁর নামটা ঠিক জানি না—তিনিও অতিশয় সদ্ব্যবহার করেছেন।

এ সকল কাহার করুণা? কার কৃপায় ইহাঁরা আমার প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার করেছেন? আমি ইহাঁদের এক এক জনের মুখে দেখ্‌তেম, আমার স্বর্গীয় পিতার ছবি। দেখ্‌তেম তিনি ইহাঁদের মধ্যে বর্ত্তমান থেকে, তিনি ইহাঁদের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত থেকে ইহাঁদিগকে সুমতি দিচ্ছেন।

আমি প্রতিদিন প্রাতে ৪টার সময় শয্যাত্যাগ কর্‌তেম। ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত প্রাত্যহিক উপাসনা করতেম। তখন আমার প্রাণে, আজ আপনারা এখানে যত লোক উপস্থিত আছেন, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনাদের অনেককেই উপাসনার সময় দেখতে পেতেম, অনেকের জন্যই প্রাণ হতে প্রার্থনা উঠ্‌ত। এখানে যত প্রচারক উপস্থিত আছেন, যা নাই, সব যায়গার সকল প্রচারকের জন্য আমার প্রাণে এই প্রার্থনা উঠ্‌ত—'প্রভু! তুমি তোমার সেবকদিগকে বল দাও, যাতে আমাদের দেশের সকল প্রকার কল্যাণ হয়।' এখানে যত ব্রাহ্ম আছেন, যত ধর্ম্মবন্ধু আছেন সকলের কথা স্মরণ করতাম। যাঁরা রোগার্ত্ত তাঁদের জন্য প্রাণে এই প্রার্থনা আস্‌ত—"ভগবান, ইহাঁদের অনেক কাজ করিবার রহিয়াছে, ইহাঁদের দ্বারা যে তোমার আরো অনেক কাজ করাইতে হইবে—ইহাঁদিগকে এখান হইতে এখনি নিয়ে যেয়ো না।"

এইরূপ প্রার্থনা সত্য কি অসত্য, তাহা কি মন, এতে ফল হয় কিনা তা মনে আস্‌ত না। প্রার্থনা আস্‌ত, তাই প্রার্থনা করতেম।

ভগবান কি প্রার্থনা শুনেন না? শুনেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছে এই, মানুষ সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা করে তিনি সে সব প্রার্থনা শুনেন। কেন শুন্‌বেন না? ছেলে যখন বাপের নিকট প্রার্থনা করে তখন বাবা কি সে প্রার্থনা শুনেন না—তিনি কি সন্তানের প্রার্থনা পূর্ণ করেন না? তিনি যে আমাদের পিতা, আমরা যে তাঁর সন্তান, তাঁর সহিত তো আমাদের এই সম্পর্ক। পূর্ব্বে আমি শুনেছিলাম যে তিনি সকলের সকল প্রার্থনা শুনেন না। এক একবার প্রার্থনা করতে আমার ভয় হ'তো, কিন্তু আমি দেখেছি আমার সকল প্রার্থনাই পূর্ণ হয়েছে। এখানে কেহ হয়তো বল্‌তে পারেন যে তোমার সব প্রার্থনা যখন ঈশ্বর শুনেন, তবে আরও আগে মুক্তি লাভের জন্য কেন প্রার্থনা কর নাই?

আমি মুক্তিলাভের জন্য আদৌ প্রার্থনা করি নাই, আমি প্রার্থনা করেছি "তুমি যে জন্য আমাকে কারাগারে আন্‌লে—তুমিই যে আমাকে এখানে আনলে তার চিহ্ন না দিয়ে আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না।" ঈশ্বর সেই প্রার্থনা শুনেছেন।

লোক বলত কোন একটা বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। আমার মন বলত—না; তা হ'লে লোকে বলবে এ মানুষের কৃপা, ঈশ্বরের কাজ নয়। রাজার জন্মদিন উপলক্ষে আমাকে মুক্ত করবার কথা মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মন বলত—তা' নয়। আমি প্রার্থনা করেম "ঈশ্বর, আমাকে যখন মুক্তি দিবে তখন এমন করে মুক্তি দিও যে তাতে যেন তোমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে।"

তার পর আমি ব্রাহ্মসমাজের নরনারীদের জন্য প্রার্থনা করতেম। আমি এই প্রার্থনা করতেম যে "ঈশ্বর তোমার ব্রাহ্মসমাজের লোকদের তোমার খাটী সেবক করে লও, তোমার সেবক নরনারীদের তুমি তোমাকে দিয়ে পবিত্র কর।" আমি সর্ব্বশেষে প্রার্থনা করতেম "ঈশ্বর, আমার জন্মভূমির কল্যাণ যাতে হয় তা' তুমি কর।" আমি দেখে জানি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ হবে—অনেক পরিমাণে হয়েছে।

৫টা হ'তে ৬টা পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রার্থনা করি-তাম। [illegible] শেষ করে ৭টার পর ১ ঘণ্টা [illegible] পড়িতাম। ৭টা হ'তে ৮টা পর্য্যন্ত [illegible] ছিল। [illegible] নিয়ম করেন, এই এক ঘণ্টা যেমন শরীর চলনে মনকেও তেমনি [illegible], তেমনি একটা সং-[illegible] শিক্ষায় মনো[illegible] হবে। ঈশ্বরের [illegible] একটা স্বরূপ মনে [illegible] আর তাই দিয়ে [illegible] কর্‌তেন।

প্রথম দিন্‌ মনে করলেন ঈশ্বরের সত্যস্বরূপ এই ভাব নিয়ে আরম্ভ কর্‌তে হবে। "সত্যং"—ঈশ্বর "সত্যং"; শরীর চালনার সঙ্গে সঙ্গে মন আরম্ভ জীবন্ত ঈশ্বরের বিশ্বাসকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ত।

এইরূপে এক ঘণ্টা ব্যায়ামের পর ঘরে এসে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর উপাসনায় প্রবৃত্ত হতেন। এই উপাসনাতেও পারিবারিক, ব্রাহ্মসমাজের জন্য এবং দেশের জন্য প্রার্থনা কর্‌তেন।

৯টা হইতে ১০টা নিয়মিতরূপে বই পড়তেন। আমি কতকগুলি বই চেয়েছিলেম; জেলের কর্তৃপক্ষ আমাকে সেগুলি দিয়েছিলেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল, কি অপরাধে আমাদের পতন হল, এই প্রাচীন জাতি কিরূপে বড় হয়েছিল আর কেন কি অপরাধে আমাদের পতন হল তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা। বিনা অপরাধে ত কাহারও পতন হয় না; আর ঈশ্বরের রাজ্যের এই এক অখণ্ড নিয়ম যে অপরাধ কর্‌লে কেহ নিষ্কৃতি পায় না, যে পাপ করে তার পতন হবেই। তাই আমি এই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েছিলাম যে প্রাচীন জাতি সমূহ ধ্বংস হ'ল কেন?

আমি শিখদের উত্থান ও পতনের বিবরণ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হলেম। এইরূপ মারহাট্টা জাতির পতনের কারণও জানিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু এদেশে এবং ইংলণ্ডে অনুসন্ধান করেও বই পাওয়া গেল না।

এসিরিয়া, বেবিলনিয়া, ইজিপ্ট—এক সময়ে যারা এত উন্নত হয়েছিল তারা এখন পতিত হল কেন? এই সকল পতিত জাতির পতনের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে আমি দেখ্‌লেম, প্রত্যেক জাতির মধ্যে সময় সময় কতকগুলি পাপ এসে [illegible]; মানুষের পাপের ফলে জাতির মধ্যে কতকগুলি পাপ এসে পড়ে, তার পর সেই পাপ [illegible] করবার জন্য যদি একজন লোক জীবন উৎসর্গ করে তখন আবার জাতির উত্থান হয়। জাতি [illegible] ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন না করে, ধর্ম্মের পথে [illegible] তবে তাদের পতন হবে কেন?

দ্বিতীয় সময় আবার পড়তে বস্‌তেন। এইরূপে আমি অনেকগুলি বই পড়িয়াছি যা' জীবনে হবার আর উপায় ছিল না। তার পর জলযোগ ক'রে আবার বাহির হ'তেন; আবার ১ ঘণ্টা সেই 'সত্যং'—সত্য স্বরূপের সাধনায় মনকে নিযুক্ত করতেন। চৌর সময় ফিরে এসে এক ঘণ্টা পড়তাম। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত উপাসনা; পারিবারিক, ব্রাহ্মসমাজের জন্য ও স্বদেশের জন্য প্রার্থনা করতেন। কেবল যে ব্রাহ্মসমাজের লোকদের জন্য প্রার্থনা করতেন তা' নয় ব্রাহ্ম সমাজের বাহিরে যাঁরা নানাস্থানে নানা সৎকর্ম্মে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতেন।

আবার ৮টার সময় ফিরে এসে প্রার্থনা। ৯টার পর শয়ন কর্‌তেন।

নানা বই পড়ে, জাতি সমূহের উত্থান পতনের ইতিহাস পড়ে আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মেছে—পূর্ব্বেও বরাবর আমার এই ধারণা ছিল—যে মানবের ইতিহাসে ঈশ্বর অবিনশ্বর অক্ষরে এই আদেশ প্রচার করেছেন যে, ধর্ম্ম পথে চল্‌লেই সে জাতির কল্যাণ হয়, আর অধর্ম্ম পথে চল্‌লে সে জাতির অকল্যাণ হয়। তাই এখন আমার প্রতিজ্ঞা হয়েছে এই যে এই কথা যেমন আমি আমার নিজের জীবনে ভুলব না, তেমনি আমার যুবক বন্ধুদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিব। তাঁহাদিগকে বলি, যদি ঈশ্বরের রাজ্যে কল্যাণ লাভের ইচ্ছা থাকে তবে সকলে ধর্ম্ম পথে থাক—ধর্ম্মের পথ, কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করিও না, অধর্ম্মের পথে গেলে যে ঈশ্বর তোমাদিগকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিবেন তা নয়,—কারণ আমরা তাঁর সন্তান; কিন্তু আমাদের অপরাধের জন্য ক্লেশ পেতে হবে, একজনের জন্য দশজনের ক্লেশ পেতে হবে, একজনও যদি পাপ করে, সমাজ দুর্গন্ধময় হয়ে যায়, আমি একথা বুঝেছি, ভাল করেই বুঝেছি, তাই বলি, কেহ একজনও পাপের পথে যেয়োনা; তোমার পাপের ফলে সমাজ কলুষিত হবে, তোমার দেশের অধোগতি হবে।

ট্রেণে যখন আসছি, আমার একজন পূর্ব্বতন ছাত্র আমাকে বল্‌লে—"শুনেছেন, আলিপুরের উকীল আশু বিশ্বাসকে গুলি ক'রে মেরেছে।" শুনে আমার প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ হ'ল। আশু বাবু ও আমি অনেক দিন একসঙ্গে স্বদেশের সেবা করেছি। তাই মনে হল, কেন আমার দেশের লোক এমন কুকর্ম্ম করলে—এতে যে আমার দেশে পাপের সঞ্চার হল, দেশ যে উৎসন্ন যাবে। আমার মনে হল, এই আমার কারাবাসে যদি আমার পুত্র কেঁদে আকুল হয়, তবে আশু বাবুর ছেলেদের পরিবারের কি যন্ত্রণা হয়েছে!

কাল একজন মুসলমান (মৌলবী আবুল হোসেন—শামসুল আলমের ভাইপো) আমাকে বল্লেন, শামসুল আলমের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে আছে। মহাশয়, তাহাদের চোখের জল আর সহ্য করা যায় না।

যাঁরা মনে করেন এইরূপ হত্যায় দেশের হিত হইবে, তাঁরা জেনে রাখুন এই যে রক্তের জল পড়ছে, ইহাতে দেশের কল্যাণ হতে পারে না। হবে না।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, বলিদান ব্যতীত জাতির কল্যাণ হয় না। ঠিক কথা। কিন্তু সে বলিদান কি এমনি করে কর্‌বে? আর ঐ যে দেশের রাজনৈতিক দুর্গতি, সামাজিক অত্যাচার, ধর্ম্মের গ্লানি—উহা দূর করিবার জন্য তিল-তিল করে রক্ত দান করিবে না—বলিদান করিবে না।

এ দেশের মধ্যে দেখি কয়েক জন ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক স্বার্থ সুখের চিন্তা ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া দেশের সকল কল্যাণ সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

এস না দেশের কল্যাণ যাঁরা চাও, তাঁদের মত সকল ভয় ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়ে দেশের কল্যাণকর কার্য্যে শত শত লোক তাঁদের সঙ্গে যোগ দাও।

কেহ কেহ আমাকে বলেছেন, শিক্ষিত যুবকেরা ডাকাতি করিতেছেন। আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। যারা শিক্ষিত লোক, তারা ডাকাতি করিতেছে? আমার ত বিশ্বাস হয় না। কোন কলেজের ছেলে ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া ধরা পড়ে নাই। ভদ্রলোকের ছেলেরা দুই একজন ধরা পড়েছে বটে, কিন্তু অনেকে মুক্তি লাভও করেছে। আমি জানি না ভদ্রলোকের ছেলে কেহ, একজনও, ডাকাতি করেছে কি না। যদি দুই এক জন এমন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'য়ে থাকে, সমস্ত শিক্ষিত যুবকদের প্রতি ডাকাত বলিয়া যে সন্দেহ জন্মেছে, যে অপবাদ রটেছে তা দূর করতে হবে।

ব্রাহ্মসমাজ এদেশে এই কথা প্রচার করেছেন যে, ঈশ্বর সকলের পিতা, সকল নরনারী তাঁর—সেই পিতার সন্তান। সুতরাং কাহাকেও ঘৃণা করতে পারি না। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান স্বদেশী বিদেশী ইংরেজ বাঙ্গালী, পাপী সাধু আমরা কাহাকেও ঘৃণা কর্‌তে পারি না।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, যারা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে আমি কি মনে করি। আপনারা ত আমাকে জানেন, আমার সুকার্য্য দুষ্কার্য্য, ভালমন্দ, আমি কিরূপ লোক, আমার ত্রুটি অপরাধ আপনারা সবই জানেন। আপনারা আমাকে যেরূপ জানেন এমন আর কেহ জানে না। আপনারা যদি জান্তেন যে আমি ব্রাহ্মসমাজের যে মাহাত্ম্য তা হতে বিচ্যুত হয়েছি; —কোন সত্য হ'তে আমি বিচ্যুত হয়েছি— আমাকে আজ আপনারা লাথি মেরে দূর করে দিতেন। আমি জানি ব্রাহ্মসমাজের লোক কোন মানুষ দেখে না, সত্যকে দেখে। সুতরাং আপনারা যে আমাকে কোন গর্হিত দুষ্কর্মকারী মনে করেন না, তা আমি আজ বুঝেছি—আগেও বুঝেছি—কারণ ব্রাহ্মসমাজ হ'তে জেলে আমার নিকট সহানুভূতি জানাইয়া পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছে।

আমাকে কে সিডিশনিষ্ট (রাজবিদ্বেষ প্রচারক) বল্তে পারে? আমি স্পর্দ্ধার সহিত বল্তে পারি, কে আমাকে কোন্ অপরাধে সিডিশনিষ্ট বল্তে পারেন, সাহস থাকে ত আসুন কে পারেন। আমি সিডিশনিষ্ট নই। কিন্তু আমাকে যারা কারাগারে প্রেরণ করেছিল আজ বল্ছি তাদের প্রতি আমার ঘৃণা নাই। ঈশ্বর কারাগারে আমার কাছে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, তাঁর করুণা সম্ভোগে করতে এমন অবসর দিয়েছেন। সুতরাং যাঁরা আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেছেন তাঁদের জন্য আজ আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—ভগবান দয়া করে তাঁদের সুমতি দিন, আর আমাকে যে তাঁরা দয়া করেছেন সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ দিই।

কারাগারে ঈশ্বরের দয়ায় আমি অনেক সময় এই দেহের কথা ভুলে গিয়েছি। কেবল মনে হ'ত, আমি 'আত্মা'। কিন্তু আমার কতকগুলি বাসনা ছিল,—তারা হ'তে বাহির হয়ে কাজ কর্ছে। মৃত্যুর পরে এই অবস্থা হবে তা' আমি বুঝেছিলাম। আজ ধর্ম্মবন্ধুদিগকে বল্ছি আমার বাসনা হয়েছিল, ঈশ্বর আমার আত্মা তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে থাক।' এই সুন্দর স্পৃহণীয় অবস্থায় আমি অনেক সময় যাপন করেছি। শরীর কোথায় গেছে, পৃথিবী কোথায় গেছে, কেবল আছে আত্মা আর আছেন, পরমাত্মা। আর কেহ নাই। আমি দেখেছি মানুষ চেষ্টা করলে, প্রার্থনা করলে ঈশ্বর সব সত্য তার কাণ দিয়ে থাকেন—মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে একেবারে যুক্ত হতে পারে। কতকগুলি ঘটনা—তার সকল কথা আজ বলব না—একটা কথা বলছি। একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তি বিপদে পতিত হয়েছিলেন। আমি প্রার্থনা করলাম—ইহাকে বাঁচাও। ঈশ্বর বল্লেন, বেশ তোমার কথা আমি শুনেছি।

কারাগারে না গেলে আমার কি এমন অবস্থা হত? কারাগারে এই যে অপূর্ব্ব দয়ার প্রকাশ এজন্য যাঁরা আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন—তাঁদের প্রতি আমি কোন বিদ্বেষ রাখি না—আজ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়া ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করি।—সঞ্জীবনী।

ত্রিবিধ জীবন। (২)

রামচন্দ্র কেবল আদর্শ পুত্র নহেন, তিনি আদর্শ রাজা। প্রজারঞ্জন করা রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য। রাজা আছেন কেন? না প্রজার হিতের জন্য। ইহাই রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এদেশের প্রাচীন মত। অনেক মারামারি কাটাকাটির পর বর্ত্তমান সময়ে নানাদেশে এই ডিমোক্রেটিক্ ভাবের অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। তাই এখন নানাদেশে সাধারণের নির্ব্বাচিতদিগের দ্বারা শাসন প্রণালী উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা নূতন জিনিষ নহে। আর ভারতে রাজার কর্ত্তব্য শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, এরূপ কোন দেশে কোন কালে কোন রাজা বুঝিবেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই, যে সীতার শোকে অধীর হইয়া রামচন্দ্র একদিন সুগ্রীবের সাহায্য লাভার্থে অন্যায় সমরে বালিবধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যাঁহার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন, সবংশে রাবণ বধ করিয়াছিলেন, লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন,—সেই প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা সতী সাধ্বী পত্নীকে নিতান্ত অর্ব্বাচীন প্রজার বাক্যে পবিত্রতা রাজাসনের হওয়ার জন্য—সৎ আদর্শ দিবার জন্য আসন্ন-প্রসবাবস্থায় অবলীলাক্রমে বনবাসে প্রেরণ করিলেন। সীতাপতি রাম নরপতি রামের ছায়ায় ঢাকা পড়িয়াছেন। কিন্তু সীতা নিজেও ইহা অনুমোদন করিয়াছিলেন তিনি পতির কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু রাজোচিত কর্ত্তব্যরূপ মহাভাবাদ্ প্রাণিত রাম এই কার্য্য দ্বারা যে চিরদিনের জন্য প্রজার হৃদয় সিংহাসনে বিরাজ করিবেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এবার সেই আদর্শ সতী সীতার কথা বলিব। রাবণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া অশোকবনে রাখিয়াছে। তিনি সেই অশোক [illegible] বসিয়া সতীর পল-পল গোণা। একবারও দেখিতেছেন না। [illegible] গোপন ও [illegible] জীবিকা [illegible] করিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে যে সকল [illegible] আচরণ [illegible] বৃক্ষপাত না করিয়া [illegible] শ্রম পাইয়া [illegible] হইয়া পতি ধ্যান করিতে [illegible] তার অবস্থা [illegible] শোভা পাইতেছেন। রাবণ [illegible] তাঁহাকে অনেক প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া [illegible] স্থির করিল; [illegible] তিনি তাহাকে [illegible] ভর্ৎসনা করিলেন। অবশেষে রাবণ বলিয়া গেল—"আমি তোমাকে আর দুই মাস সময় দিতেছি; ইহার মধ্যে তুমি আমার বাধ্য না হইলে আমার প্রাতঃরাশের নিমিত্ত পাচকগণ তোমার শরীর খণ্ড খণ্ড করিবে।" সীতা নিরুপায় হইয়া বিলাপ করিতে করিতে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ের অমানিশা ভেদ করিয়া একটি ক্ষীণ আশার আলোক ফুটিয়া উঠিল। রামের চর হনুমান শিংশপা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শন দ্বারা সীতার সন্দেহ ও ভয় দূর করিলেন। হনুমান্ তাঁহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নিজের পৃষ্ঠে তুলিয়া শ্রীরামের নিকট লইয়া যাইতে চাহিলেন, এবং সীতার প্রত্যয়ের জন্য নিজের বিরাট বপুঃ দেখাইলেন। এরূপ অবস্থায় অন্য কোন রমণী হইলে কি করিতেন? এইরূপ আসন্ন বিপদ হইতে যত শীঘ্র উদ্ধার পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। এই দুই মাসের মধ্যে রাম যে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় আসিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? আবার লঙ্কায় আসিতে পারিলেও এই দুই মাসের মধ্যে রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন [illegible] নিশ্চয়তা কি? সুতরাং অন্য কোন রমণী রামের আগমন অপেক্ষা না করিয়া, হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত [illegible] মিলিত হইতে ইচ্ছা করিতেন। [illegible] হইতে [illegible] পলায়ন করা কি [illegible]? [illegible]। কিন্তু আদর্শ সতী [illegible] হইলেন না। আদর্শ সতী কি [illegible] স্পর্শ করিতে পারেন? কখনই না। আবার রাবণ যেমন তাঁহাকে [illegible] হরণ করিয়া আনিয়াছিল,

তাই বলিয়া তিনি হনুমানের [illegible] ছিলেন না। [illegible] করিয়া [illegible] পলায়ন করিলে তাঁহার স্বামী প্রভু রামচন্দ্র [illegible] কলঙ্ক লাগিবে। তাই তিনি হনুমানকে বলিলেন —"হে হনুমন্, আমি তোমার সাধু ইচ্ছা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আমার জীবন যায় সেও ভাল, তবু আমি ইচ্ছা করিয়া পরপুরুষ স্পর্শ করিতে পারিব না। আর্য্য রাম যদি দশাননকে বধ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন, তবেই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হইবে।

"যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা স বান্ধবম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ সীতার নিকট পতিলাভ অপেক্ষাও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বড়! নিজের প্রাণ যায় সেও ভাল তবু স্বীয় পতির যশোরাশিতে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়। ধন্য সতী শিরোমণি! ধন্য তেজস্বিনী!

যদি এই একটি সতী চরিত্র দেখিলেন, তবে আর একটি দেখুন। মহারাজ অশ্বপতির একমাত্র দুহিতা সাবিত্রী। এই কন্যারত্নকে তিনি অনেক তপস্যার ফলে লাভ করিয়াছেন; সুতরাং সাবিত্রী তাঁহার বড়ই আদরের বস্তু। অশ্বপতি উপযুক্ত বরের অভাবে তাঁহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না, কারণ তাঁহার মধ্যে এরূপ একটি তেজ ছিল যাহা কোন পতিপ্রার্থী যুবক সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে মহারাজ সাবিত্রীকে নিজের বর পছন্দ করিতে আদেশ করিলেন। সাবিত্রী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে দেখিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে অশ্বপতি জানিতে পারিলেন, সত্যবান অল্পায়ুঃ। সেই জন্য মহারাজ অশ্বপতি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সাবিত্রীকে অন্য পতি বরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। সাবিত্রী সত্যবানকে মনে মনে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সত্যবানের ত বিবাহ হয় নাই? তবে আর সাবিত্রীর অন্য পতি বরণে বাধা কি হইতে পারে? বর্ত্তমান সময়ে আমরা ত ইহাতে কোন দোষ দেখি না। কিন্তু হিন্দু নারীর আদর্শরূপা সাবিত্রী তাহা অন্যরূপ বুঝিলেন। সেই আদর্শ সতীর হৃদয়মুকুরে যে পতির চিত্র একবার প্রতিফলিত হইয়াছে, সেখানে অন্য মূর্ত্তি কি প্রকারে স্থান পাইবে? তাই তিনি পিতাকে বলিলেন, "সত্যবান দীর্ঘায়ুঃ হউন বা অল্পায়ুঃ হউন—সগুণ হউন বা নির্গুণ হউন, আমি যখন তাঁহাকে একবার পতি বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন এ জীবনে অন্য পতি গ্রহণ করিব না।"

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। এই সকল ভাবকে অধুনাতন লোকে কি বলিবে? যাহাই বলুক, এই সব ভাবই খাঁটি আর্য্য ভাব। এই সব ভাব খাঁটি ভারতবর্ষের নিজস্ব। এক সময়ে ভারতবর্ষে এই সকল মহাভাবের সাধনা হইত। সেই সাধনায় যে সকল মহাত্মা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম পুরাণেতিহাস সগর্ব্বে বহন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রবল কলির প্রভাবে এখন সে সাধনা লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর সেই আর্য্যগণ সেবিত পুণ্যনিকেতন ভারতবর্ষকে চিনিবার উপায় নাই। কেবল একটি মাত্র ভাব অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কথঞ্চিৎ যোগ রাখিয়াছে। সেটি হইতেছে হিন্দুনারী পতিব্রতা সীতা সাবিত্রীর পুণ্য বলে এখনও এদেশে সতী নারীর অভাব হয় নাই। হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক সকল বিষয়েই বিদেশীয় অনুকরণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের মতে এই অনুকরণই চরম উন্নতি। এতদিন কেবল 'অনুকরণ' ছিল, এখন স্বদেশী হুজুকে আবার অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা বিদেশীয় ভাবের 'অনুকরণ' করিতে লজ্জা বোধ করেন, তাঁহারা তাহার অনুবাদ করিয়া লইতেছেন। কিন্তু কেবল অনুকরণ এবং অনুবাদ দ্বারা যেমন জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না, সেইরূপ কেবল বিদেশীয় ভাবের অনুকরণ এবং অনুবাদ দ্বারাও জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারে না। যেমন স্থায়ী সাহিত্যের জীবন মৌলিকতা সেইরূপ স্থায়ী জাতীয় জীবনের মূলেও মৌলিকতা। যে জাতির যে টুকু বিশেষত্ব তাহা বর্জ্জন করিলে, কোন ভিত্তির উপরে জাতি গঠন করিবে, সেই বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া, তাহার অবলম্বনে জাতীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর; এবং যদি তাহার উপর বিলাতী রঙ বিলাতী চাকচিক্য ফলাইতে চাও তবে ফলাইতে পার। তাহা হইলে জাতি গঠন স্বাভাবিক ও সফলসাধ্য হইবে। তাহা হইলে সেই সেই জাতীয় সৌধের ভিত্তি সমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। এই যে কিছুদিন পূর্ব্বে স্বদেশী ভাবের উচ্ছ্বাসে—স্বদেশপ্রীতির বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, এখন সেই ভাবের বিন্দু কোথায়ও কিছু আছে কি? হাঁ, আছে বৈ কি। গভীর খাতেই বন্যার জল দাঁড়ায়, উচ্চ ভূমি হইতে তাহা সরিয়া যায়। যে সকল মহাত্মার হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি, গুরুজনভক্তি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি উচ্চভাব সকলের গভীরতা আছে, সেইখানেই এই স্বদেশপ্রীতির বন্যার জলও দাঁড়াইয়াছে, অন্য হৃদয়ে যত শীঘ্র আসিয়াছিল তত শীঘ্র সেখান হইতে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সকল জাতীয় ভাবই আমাদের জাতি গঠনের ভিত্তি হউক। বিশেষতঃ ধর্ম্ম জিনিসটি এদেশবাসী নরনারীর মজ্জাগত [illegible]। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া যাঁহারা দেশ গঠন করিতে প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাদের চেষ্টা কখনও এদেশে সফল হইবে না। ধর্ম্মবিচ্যুত জাতীয়তা বরং অনেক উপসর্গের উৎপাদন করিবে। যদি বল, এদেশে নানা ধর্ম্মের নানা জাতির বাস—ইহাতে "মহাজাতি" গঠন কি প্রকারে হইবে? মহাজাতি গঠনের প্রস্তাবটা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেই ভাল হয়। আগে জাতি, না আগে মহাজাতি? আগে ব্যক্তি, না আগে জাতি? মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন এখন এদেশে আকাশকুসুম ও মায়ামরীচিকাবৎ অলীক। সেই মায়ামরীচিকার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার জাতিত্ব নষ্ট করিও না।

কথায় কথায় আমরা প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন সেই মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করা যা'ক। ত্রিবিধ জীবনের মধ্যে আমরা প্রকৃত ঘটনাময় জীবন (Life of facts) ও ভাবময় জীবন (Life of ideas) দেখিয়াছি। এই দুই প্রকার জীবন ভিন্ন আর এক প্রকার জীবন আছে। তাহার নাম (Ideal life] অর্থাৎ আদর্শ জীবন।

ভাবময় জীবনের কিরূপ মধ্যে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাস সকল ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নহে। সেই উচ্ছ্বাসের মূলে পরহিতৈষণা বা অন্য কোন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্মেষ না থাকিলে, তাহার মহত্ব স্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমান সময়ে অনেক লোক শুধু খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া নানা দুঃসাহসের কাজ করিতেছে। কেহ সাঁতার কাটিয়া ইংলিশ চেন্নাল পার হইতেছে, কেহ পদব্রজে বা বাইসিকেলে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে—ইত্যাদি। আমাদের দেশেও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাই, মামলা মোকর্দ্দমায় জিদ রক্ষা করিতে গিয়া কত লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। আবার এমন কত ভাবোন্মত্ত ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁহারা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে অপব্যয়ী যশঃ লাভ করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছেন এবং সেই ঋণ শোধের জন্য

এই কষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের পরলোকগত পিতা-মাতার তৃপ্তি হয় কি না বলিতে পারি না, তবে এরূপ কার্য্য যে পরিণামদর্শী সুধীজনের নিকট নিন্দনীয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালেও লোকে এইরূপ ভাবের উচ্ছ্বাসে অনেক অকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন ধর্ম্মের একাধিপত্য ছিল বলিয়া এই সব খেয়াল ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিয়া লোকের মন ভুলাইত। কিন্তু খেয়ালের বশে আত্মত্যাগ কখনও ধর্ম্মসঙ্গত হইতে পারে না। অথচ এইরূপ একটি খেয়াল একদিন ধর্ম্মের বেশ ধরিয়া মহাবীর কর্ণকে ভুলাইয়াছিল। কর্ণ যখন ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় দাতা বলিয়া নিজ নাম ঘোষণা করিলেন; তখন ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার নিকট তাঁহার জীবনস্বরূপ অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিলেন। তখন কর্ণকে বাধ্য হইয়া নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে দেবদত্ত কবচ ও কুণ্ডল দান করিয়া নিজের মৃত্যুর পথ পরিষ্কৃত করিতে হইল। এরূপ দানকে আত্মহত্যা বলিব না তবে কি বলিব? এরূপ দান যে পুণ্যের কার্য্য না হইয়া ঘোরতর পাপের কার্য্য, এই দানের ফলস্বরূপ মহাবীর কর্ণের অকাল মৃত্যুই তাহার প্রমাণ। ইহার অন্যতম সাক্ষী মহারাজ বলী। তাঁহাকেও এই-রূপ অসংযত ভাবের উচ্ছ্বাসে পড়িয়া বামনরূপী বিষ্ণুকে পৃথিবী দান করিয়া পাতালে বন্দী হইতে হইয়াছিল। অতিদানস্বরূপ খেয়ালের ইহাই ভগবৎ প্রদত্ত শাস্তি। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এইরূপ একটি অধর্ম্মমূলক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া বনবাসী হইয়া-ছিলেন। দ্যূতক্রীড়া একটি ব্যসন, সুতরাং ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কুমতি দুর্য্যোধন যখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভাবে অনায়াসেই ত সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন। কিন্তু এই পাপ ব্যসন তাঁহার পূর্ব্ব হইতে অজ্ঞাত সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল। কাজেই ঐ কার্য তাঁহার নিকটে ধর্ম্মের মুখস পরিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাই তিনি বিদুরকে বলিলেন "যদি আমাকে সভা মধ্যে আহ্বান না করিত তাহা হইলে আমি শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না। যখন আহূত হইয়াছি তখন নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার সনাতন ব্রত।" সেই সনাতন ব্রত রক্ষার জন্য হইতে এবং যথবাদ। [illegible] পাপ এইরূপে সাধুজনকেও প্রতারিত করে।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, সকল ভাবের উদ্দীপনাই কল্যাণকর নহে। এমন কি উচ্চভাব সকলও অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পাপজনক হয়। কারণ তাহা সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী। যাহা সৎ, যাহা সত্য যাহা স্থায়ী মঙ্গল উৎপাদন করে, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্মই সকল প্রকার ভাবের কষ্টিপাথর। ধর্ম্ম বুদ্ধির প্রেরণাও যদি উচ্চভাব স্থায়ী মঙ্গলের সীমা অতিক্রম করে, তবে তাহা অধর্ম্মে পরিণত হয়, সুতরাং তাহাকে সংযত করা উচিত। উচ্চভাব সকলকে এই সনাতন ধর্ম্মের আলোকে সুসংযত করিতে হইবে। যে মহাত্মার হৃদয়ে ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রসূত উচ্চভাব সকলের উদ্দীপনা হয়, অথচ সেগুলি এই সনাতন ধর্ম্মের আলোকে সুসংযত,—যে মহাপুরুষের হৃদয় ক্ষেত্র সর্ব্ব প্রকার উচ্চভাবের আকর অথচ তাহার কোন একটি অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অন্যগুলিকে হ্রাস করিয়া অমঙ্গল উৎপাদন করে না—যাঁহার চরিত্রে উচ্চতম ধর্ম্মভাব সকলের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—তিনিই আদর্শ পুরুষ, তাঁহার জীবনই আদর্শজীবন।

কিন্তু এরূপ উচ্চতম আদর্শ মানবজীবনে সম্ভবে না, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরই তাহার প্রমাণ। তাই স্বয়ং ভগবান কখন কখন লোকশিক্ষার জন্য আদর্শ জীবন গ্রহণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নচেৎ ক্ষুদ্র মানব কি দেখিয়া কোন্ অবলম্বনে ঊর্দ্ধে উঠিবে? তাই স্বয়ং করুণাময় কখনও পূর্ণরূপে, কখনও অংশকলায় অবতীর্ণ হইয়া এই ধরাধাম পবিত্র করেন। তাই তিনি কখন আদর্শ গৃহী, কখন আদর্শ সন্ন্যাসী কখন আদর্শ পিতা, কখন আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতি, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ সখ—আবার কখন আদর্শ মাতা, আদর্শ দুহিতা, আদর্শ সহধর্ম্মিণী। তিনিই আদর্শ প্রেমিক, তিনিই আদর্শ প্রেমিকা। তিনিই আদর্শ প্রজা, আবার আদর্শ রাজা। সেই এক হইয়াও বহু—সেই বহুরূপী, অরূপরূপী পুরুষের পদে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। (পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬)

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অবশিষ্ট গ্রাহক গণের মধ্যে যে কাহিবে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তা। [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

১১৩৮	শ্রীযুক্ত [illegible] বয়েজ স্কুল	৩৯।১।১১
৮২৬	„ [illegible]	ঐ
৮২৫	„ পাণিভুবন [illegible]	ঐ
১১৩	„ হরিচরণ চক্রবর্তী, [illegible]	ঐ
১৩৪৫	" ভূদেব চট্টো ঋপাঃ, হাজযোগাখড়ে হাই স্কুল	ঐ
১৩৪৬	" ত্রিপুর বিহারী ঘোষ, ১২ নং শাঁখারিটোলা, লেন	ঐ
১৩৪৭	„ ভবতারণ হালদার, হেঃ মাঃ খায়লোই বইঃ স্কুল	ঐ
১৩৪৮	„ বিমল কান্ত পাল, হেঃ মাঃ খাগড়হরি স্কুল	ঐ
১৩৪৯	„ নিবারণ চন্দ্র নন্দী, গাজকাশিয়া হাইস্কুল	ঐ
১৩৫০	„ বৈকুণ্ঠ নাথ দাস, বিজাতুড়ি উচ্চ স্কুল	ঐ
৫১৩৫১	" তারানাথ বন্দ্যোঃ উলা	ঐ
৩২৬	" নরেন্দ্র নাথ তিবোরী, সেঃ গুপ্তগ্রাম বইঃ স্কুল	ঐ
১৩৫২	" পার্ব্বতী নাথ চক্রবর্ত্তী হাথরিয়া	ঐ
১৩৫৩	" যতীন্দ্র নাথ সরকার, কাশীনগর	ঐ
১৩৫৪	" হেমচন্দ্র বক্ত রায়, মহাভোগিনী	ঐ
১৩৫৫	" হেমন্ত লাল লাহিড়ী, হেঃ মাঃ বইঃ স্কুল	ঐ
১৩৫৬	" হাজরুল কেকাশাহি বয়াঃ স্কুল	ঐ
২২৪	" উমেশ চন্দ্র অধিকারী, হেঃ মাঃ আড়ারী বইঃ স্কুল	ঐ
১৩৫৭	" জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য বাজের গ্রাম,	ঐ
১৩৫৮	" বৈকুণ্ঠ নাথ দাস, হেঃ পঃ মধ্য স্কুল	ঐ
১৩৫৯	" হেঃ মাঃ দপদমা বইঃ স্কুল	ঐ
১১০০	" হরিদাস সিদ্ধান্ত প্রাচীন নবদ্বীপ	ঐ
১৫৭	" হেঃ মাঃ ও স্বপাঃ জু, সিমল স্কুল	ঐ
৯১৯	" হেঃ মাঃ ভেলিয়াটী বইঃ স্কুল	ঐ
১৩৮০	" আহাজ উদ্দী সরকার, মধ্যবখাচা বইঃ স্কুল	ঐ
১৩০২	" তারা কিশোর শর্ম্মা, মোহনাবাদ	ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া [illegible] শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। Education Gazette Chinsurah.

প্রাপ্তপত্র।

পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

ভূদেব জীবনী।

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রণীত "রাম চরিত" নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়া:

লোকোত্তর ভাবের বিন্দুমাত্র আরোপ না করিয়া দেখিলেও, আদি-কবি-বাল্মীকি-বিরচিত শ্রীরামচন্দ্রচরিত অতি মহৎ এবং পরম পবিত্র বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত কবির হৃদয় হইতে, এই যে মহনীয় নিধি উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা আর্য্যজাতীয়দিগের উদার এবং পবিত্রচিত্ততার বিশেষ পরিচায়ক। কারণ, যে জাতীয় লোকের মধ্যে যে গুণ না থাকে, তজ্জাতীয় কবিরা সেই সেই গুণে বিভূষিত নায়কের সরস প্রকৃত বর্ণনা করিতে পারেন না।

ভারতবর্ষে যে শ্রীরামচন্দ্রচরিত প্রণীত হইয়াছিল, ইহা এতদ্দেশীয়দিগের যেমন গৌরবের বিষয়, তেমনি সৌভাগ্যেরও বিষয়। এমন একটী চরিত্র আদর্শস্বরূপে বিদ্যমান না থাকিলে, হিন্দুজাতি সহস্রাধিক বর্ষ হইতে যেরূপে অধঃপতিত হইয়া আছে, তাহাতে কি এই জাতীয়দিগের মধ্যে আর ধর্ম্ম থাকিত, না পবিত্রতা থাকিত, না কোন প্রকার মনুষ্যত্ব থাকিত? শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র অদ্যাপি হিন্দুজাতীয় পুরুষদিগকে পিতৃভক্ত, গুরুভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল পত্নী-প্রেমানুরাগী, ত্যাগশীল, বিনয়ী ও লোকানুরঞ্জক করিয়া রাখিয়াছে; এবং রামপত্নী জানকীর চরিত্রও হিন্দু মহিলাদিগের মনে সতীধর্ম্মের আদর্শরূপে চিরপ্রজ্বলিত হইতেছে। তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পুরুষ এবং স্ত্রী চরিত্র দুইটী পৃথিবীর অপর কোন জাতির মধ্যে—অপর কোন ভাষার গ্রন্থে—দৃষ্ট হয় না। সংসারাশ্রমীরা আর কোন চরিত্র পাঠ করিয়া সকল অবস্থার,—সকল বিষয়ের—সকল গুণের—যথাযথ উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অপর কোন চরিত্র হইতে কেবল গুরুভক্তির, কোন চরিত্র হইতে বালব্রহ্মচর্য্যের, অথবা কোনটী হইতে একমাত্র ক্ষমা বা দয়া বা ধৈর্য্য বা সত্যনিষ্ঠা বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা বা অধ্যবসায় বা দূরদৃষ্টি বা উচ্চাভিলাষ বা অন্য কোন গুণবিশেষের উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রচরিত্র সেরূপ আংশিক পদার্থ নহে। উহা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ। উহা হইতে সকল অবস্থারই যথাযথ শিক্ষালাভ হইতে পারে।

"পদ্মিনীভ্রমর" মহাকবি ভবভূতি, তাঁহার মহাবীরচরিত নাটকে, শ্রীরামচন্দ্রচরিতের উল্লিখিত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া ইহাকে এক স্থলে "চারিত্র পঞ্জিকা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাঠকবর্গ ঐ সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান ভাগের এই স্থূল বাঙ্গালা অনুবাদে, মহাকবির বিমল, সুগভীর এবং সুপ্রশস্ত ভাব সকলের সংসারাভ আভাসমাত্রই পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও যখন পবিত্র আর্য্যবংশসম্ভূত ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রচরিতকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা বিধেয়, তখন বিচক্ষণ পাঠকগণ যে নিজ নিজ বুদ্ধিদ্বারা এই বাঙ্গালা অনুবাদ হইতেও আপন আপন "চারিত্র পঞ্জিকা" সংগ্রহ করিয়া লইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। ইতি।

হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়
২৯এ মাঘ সংবৎ ১৯৩৭ } শ্রীরামগতি শর্ম্মণঃ।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং সুলেখক ৺ ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং পরস্পরে যে কিরূপ অকৃত্রিম সৌহৃদ্য এবং অকপট ভ্রাতৃভাব ছিল তাহা এই বিজ্ঞাপন সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত ৺ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পত্র এবং তাহার উত্তরে ৺ পূজ্যপাদের হাতের লেখা একটু চিরকুট যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ন্যায়রত্ন মহাশয় একটী বিজ্ঞাপন লিখিয়া ৺ পূজ্যপাদকে দেখিতে দিলে তিনি উহার এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞাপনটি তাঁহারই নামে প্রকাশিত হইলেই ৺ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তুষ্টি হইত। এই সকল এবং আদি কবি বাল্মীকির প্রতি ৺পূজ্যপাদের শ্রদ্ধা, পত্র দুইখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

(১)

চুঁচড়া
৩রা ফেব্ 1.৮৩

শ্রীচরণেষু,

"ইংরেজেরা যাহা ভাল না বলেন, তাহা ভাল নহে" এরূপ বোধ অধিক ইংরেজিজ্ঞদিগের মধ্যেই অনেকের দেখিতে পাওয়া যায়। আমার সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে—বরং বিপরীতই হওয়া সম্ভব। রামায়ণ ও মহাভারতকে রাম ও যুধিষ্ঠিরের জীবনচরিত মাত্র বলায় আমি হুইলারকে নিন্দা করিয়াছি। ফল কথা, বিজ্ঞাপনে রাম সীতা চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমার কোনরূপেই অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয় নাই। তবে ভবভূতি যে বাল্মীকির উপাখ্যানে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব যোগ করিয়া সমধিক প্রীতিপ্রদ করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞাপনের কোনস্থলে একটু বলিবার ইচ্ছা ছিল, সেই জন্যই ঐ বিজ্ঞাপনে নূতন এক পঙ্‌ক্তি বসাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি যখন সে বিষয়ে বিচার করিয়াও কাটিয়া দিয়াছেন তখন তাহা কাটাই আছে, আর বলাই নাই।

বিজ্ঞাপনটী আপনকার নামেই প্রকাশিত হইবে এইরূপ আমার ইচ্ছা ছিল—সেইরূপ কথাও হইয়াছিল—কিন্তু কেন সেরূপ করেন নাই বুঝিতে পারি নাই।

কতকাল দেখা শুনা হয় নাই এবং কতকাল হইবে না!!

প্রণতস্য
শ্রীরামগতি শর্ম্মণঃ।

(২)

রামগতি!

রাম সীতা চরিত্র সম্বন্ধে যে কোন অত্যুক্তি তোমার বিজ্ঞাপনে লেখা হয় নাই তাহার প্রমাণ এই ইংরাজী কাগজ টুকু পাঠাইলাম। ইংরাজেরা যাহা ভাল না বলেন তাহাও ভাল নয়। কিন্তু এস্থলে ইংরাজের মত আমার অভিমত হইতে ভিন্ন হইতেছে না।

আর ভবভূতি বাল্মীকির লেখাকে সংস্কার করিয়া লইয়াছিলেন এ কথা কি বলিতে আছে—অমন কথা লিখিও না। B.D.M.

"Nowhere else, I believe, are poetry and morality so charmingly united—each elevating the other—as in the pages of this really holy poem. There are indeed many poetical compositions—nay almost all good poetry is such—as forcibly teach us some moral truths, but the Ramayana is the only poem which inspires our breasts with a love of goodness in the entire sense of the word. We rise from its perusal with a loftier idea of almost all the virtues that can adorn man—of truth, of filial piety, of paternal love, of female chastity and devotion, of a husband's faithfulness and love, of fraternal affection, of meekness, of forgiveness, of fortitude, of universal benevolence. What, for instance, can

excite a greater reverence of Divine Truth than the perusal of that scene where Dasaratha parts with his beloved son for her sake and at last sacrifices his life for her? What can more impressively teach us filial love than the conduct of Rama giving up his domestic felicity, his kingdom, to preserve his father's vow? Well may the Ramayana challenge the literature of every age and country to produce a poem that can boast of such perfect character as a Rama and a Sita.

4 New Square
Lincoln's Inn   Roper Lethbridge.

অর্থাৎ প্রকৃতই পবিত্র এই কাব্যগ্রন্থ খানিতে যেরূপ চমৎকাররূপে নীতি শিক্ষা এবং কবিত্বশক্তির একাধারে সন্নিবেশ হইয়াছে তেমন আর কোন গ্রন্থে হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই—কবিত্ব শক্তির উৎকর্ষে নীতিগুলিকে একদিকে যেমন উচ্চে তুলিয়াছে, তেমনি আবার নীতিগুলির উৎকর্ষে কাব্যাংশকেও উচ্চ করিয়া রাখিয়াছে। কিছু না কিছু নৈতিক তথ্য জীবন্তভাবে আমাদিগকে শিখাইতে পারে এমন কাব্যরচনা অবশ্য অনেকই আছে, প্রায় সকল ভাল কাব্য সজীব ভাবে আমাদিগকে অনেক নীতি শিক্ষা দেয় সত্য, কিন্তু পূর্ণ অর্থে সকটিত "সাধুভাব" জিনিসটির প্রতি অনুরাগ দ্বারা আমাদিগের হৃদয় অনুপ্রাণিত করিতে একমাত্র কাব্যগ্রন্থ এই "রামায়ণ"। সত্যপ্রিয়তা, পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি, সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ, স্ত্রীর সতীধর্ম এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি, স্বামীর স্ত্রীর প্রতি আসক্তি এবং অনুরাগ, সৌভ্রাত্র, বিনয়, ক্ষমা, বীরত্ব, সার্ব্বজনীন উপচিকীর্ষা, প্রভৃতি মানুষকে সমলঙ্কৃত করিতে পারিবার মত যত গুণ আছে প্রায় সকলগুলিরই উচ্চতর আদর্শ এই রামায়ণ গ্রন্থ পাঠে আমরা প্রাপ্ত হই। একটা দৃষ্টান্ত বলি, গ্রন্থের যে স্থলে সত্য পালনের অনুরোধে প্রিয়পুত্র রামকে বনে পাঠাইবার পর দশরথের প্রাণ বিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটিল সেই প্রসঙ্গের পাঠ সত্যের প্রতি যেরূপ আস্থা জন্মাইয়া দেয়, তদপেক্ষা বেশী আস্থা জন্মাইয়া দিবার মত আর কোন কিছু আছে কি? পিতার অঙ্গীকার যাহাতে রক্ষা হয় তজ্জন্য রাম গৃহসুখ, রাজ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিলেন ইহা অপেক্ষা পিতৃভক্তি অধিকতর হৃদয়গ্রাহীরূপে শিক্ষা দিতে আর কি আছে? সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বদেশের কোন সাহিত্যই রাম ও সীতার ন্যায় সম্পূর্ণ চরিত্র চিত্রিত করিতে পারিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে না।

পুস্তকখানি তাঁহার মহাশয় পূজ্যপাদের নামেই নিম্নলিখিতরূপ বাক্যে উৎসর্গ করিয়া দেন—

অনরেবল,

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস মুখোপাধ্যায় কি, আই, ই মহাশয় মহনীয়চরিতেষু।

সবিনয়ং নিবেদনম্

আপনি মহাকবিভবভূতিপ্রণীত মহাবীরচরিত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, এবং কোন এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ঐ নাটকের উচ্চ, উদার, বিশুদ্ধ এবং মানবচরিত্রের পরমোৎকর্ষপ্রদর্শক সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ ভাবসম্পদ বাঙ্গালাভাষায় অবতারিত হইলে, এই নীতিবিপ্লবের সময়ে উপকারের সম্ভাবনা আছে। আপনকার সেই বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া আমি ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই রামচরিত রচনা করিয়াছি, একণে ইহা আপনকার করকমলে সমর্পণ করিলাম। মহাবীরচরিতপাঠে আপনকার যাদৃশ আনন্দলাভ হইয়া থাকে, এই রামচরিতপাঠে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র হইলেই আমি পরিশ্রম সফল বোধ করিব, কিমধিকমিতি।

চিরবিধেয়স্য
শ্রীরামগতি শর্ম্মণঃ।

সদালাপ (৩৩)

(১৫৮) ন্যায়পরতা (মিঃ বীচক্রফ্‌ট)

বিচারাসনে বসিয়া নিখুঁত, নির্ভীক, নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিতে না পারিলে পবিত্র বিচারাসনকে কলঙ্কিত করা হয়। শুনা যায়, কোন কোন হাকিম পক্ষগণের মধ্যে চেনা অচেনার তারতম্য করেন; কেহ বা রাজভক্তে জিতাইতে এবং জমিদারকে হারাইতে ভাল বাসেন; কেহ বা মনে করেন যে "ভগবান যাহাকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে যাওয়া মহাভ্রম" সুতরাং প্লান্টার, পুলিস, জমিদার, ধনির প্রভৃতিরাই জিত এবং অপর পক্ষের হার হওয়া চাই! কেহবা মনে করেন যে "তেজবিতা দেখানই" বড় কাব, এজন্য একটু টানিয়া বুনিয়াও প্রবল পক্ষকে মোকদ্দমায় হারাইয়া দেন; কেহবা হাইকোর্টের বা রেভিনিউ বোর্ডের রিটার্ণের ভয়ে "কৈফিয়তি মোকদ্দমাগুলি যেনতেন প্রকারেণ খারিজ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত" থাকেন। কেহ বা দুই তৃতীয়াংশ আসামীর দণ্ড না হইলে পাছে দুর্ব্বলমনা (weak officer) বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়েন এই ভয়ে মামলার গোড়াগুড়ি সকল মোকদ্দমাতেই এবং যে সকল কাঁচা মোকদ্দমায় অধিক সংখ্যক আসামী বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে সাজা দেওয়ার দিকেই একটু বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। ছাপরার জজ পেনেলের নিকট যাহা স্পষ্টভাবে কোন ডেপুটী স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা অনেকেরই মনে আছে—উপরওয়ালার খাতির মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে পরামর্শ চলে। দেশীয় বিচারপতিরা বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে এক শত বৎসরের ইংরাজী শিক্ষায় বিস্তারে এবং একটা শিক্ষিত সমাজের গঠনে লোকলজ্জা ভয়ে এবং যেরূপ বুদ্ধির মুক্তিতে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মোকদ্দমার চুল চিরিয়া দোষী নির্দ্দোষীর পার্থক্য বাছিয়া শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষকে ছাড়িয়া দেওয়া শ্রীযুক্ত বীচক্রফ্‌ট সাহেবই পারিয়াছিলেন, এদেশীয় বিচারপতি কয়জন তাহা পারিতেন? ফলতঃ নিখুঁত ন্যায়পরতার জন্য বুদ্ধির একান্ত নির্ম্মলতা এবং চরিত্রের একান্ত দৃঢ়তার প্রয়োজন। ফলতঃ সাধারণ সকল ধারণা এবং কুযুক্তি ছাড়িয়া এবং নিজের ওজনে ন্যায় বিচারের প্রতি "একমাত্র লক্ষ্য" রাখিয়া প্রত্যেক মোকদ্দমার জন্য পৃথক্ ভাবে রায় ঠিক করা চাই।

উন্মাদ রোগ।

এরূপ দেখা যায় যে, কোন রোগ নাই হঠাৎ লোকটা উন্মাদ হইয়াছে। ইহার কারণ কি? মনে মনে সকলেই একরকম পাগল। মনের ভাব প্রকাশ করিলেই লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া থাকে। যাহারা সেই মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে সক্ষম তাঁহারা প্রকৃতিস্থ, আর যাঁহারা তাহা সকলের সহিত প্রকাশ করিয়া ফেলেন তাঁহারা অপ্রকৃতিস্থ অর্থাৎ পাগল। পাগল অনেক প্রকারে হইয়া থাকে, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটী লিখিত হইল

১। আধিভৌতিক, দৈহিক, দৈবিক—এই ত্রিদোষ হইতে,

২। শোক ও হর্ষ হইতে,

৩। অধিক চিন্তা করিলে,

৪। অধিক তরল পান হইলে,

৫। বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে,

৬। অপরিমিত আহার ও নিদ্রার অভাব হইলে,

৭। পিতা, মাতা, গুরুজন প্রভৃতির অবমাননা করিলে,

৮। হঠাৎ ভয় পাইলে;

৯। পিতা মাতার থাকিলে;

১০। অভীষ্ট বস্তু না পাইলে;

১১। ভূত, প্রেত, দেবগ্রহ, অসুর, রাক্ষস, পিতৃগ্রহ, সর্পগ্রহ, গন্ধর্ব, পিশাচ,—প্রভৃতির আক্রমণে এই উন্মাদ রোগ জন্মিয়া থাকে।

উন্মাদ হইলে ইতস্ততঃ দর্শন, মনের অধৈর্য্য, ভ্রান্তি, চকিত ভাব, অনর্থক বৃথা অসম্বদ্ধ বাক্যালাপ এবং বক্ষঃস্থলের শূন্যতা এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

যে উন্মাদ রোগী নিরন্তর নিম্নদিকে অথবা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, যে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হয় এবং দিন রাত্রি যে নিদ্রা যায় না তাহার রোগ অসাধ্য।

১। বায়ু পিত্তাদি দোষ সকল কুপথগামী হইয়া মনোবহ ধমনীতে প্রবেশ করিলেই মনের ভ্রান্তি জন্মিয়া উন্মাদ হয়।

২। হঠাৎ প্রিয় জন বিয়োগজনিত দারুণ শোকে উন্মাদ হইয়া থাকে; এবং হঠাৎ কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীর হইলে চিত্তের বিকার উপস্থিত হইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকে।

৩। কুচিন্তা অহরহ হৃদয়ে পোষণ করিলে মনের বিকার উপস্থিত হয়।

৪। দেহের সার পদার্থ যে শুক্র তাহার অত্যধিক ক্ষয়ে বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হয়।

৫। বিষ ভক্ষণ বা অধিক পরিমাণে মাদকতা দ্রব্য ভক্ষণে যেমন মদ, আফিং, গাঁজা প্রভৃতিতে আলকোহলের পরিমাণ বেশী থাকায় উন্মাদ রোগ আনয়ন করে।

৬। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গো মাংস প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণে যেরূপ কুষ্ঠ রোগাদি হয় সেইরূপ মনের বিকার জন্মিয়া থাকে। বিরুদ্ধ ভোজন যেমন দুগ্ধ মাংস, দুগ্ধ লবণ ইত্যাদি ভক্ষণে মনের বিভ্রম জন্মিয়া থাকে।

৭। রাজা, দেবতা ও গুরুজনের অনিষ্ট চেষ্টা মনে পোষণ করিলে উন্মাদ রোগ জন্মে। এই উন্মাদ রোগগ্রস্ত কয়েকটী অবিমৃষ্য যুবকের দ্বারা কয়েকজন নিরীহ রাজকর্ম্মচারীর প্রাণহানি হয়। গুরুজনের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া অনেকে পাগল হইয়াছে, এইরূপ ঘটনা প্রাচীন ইতিহাসে অনেক দেখা যায়।

৮। হঠাৎ ভয় পাইয়া উন্মাদ হইয়াছে এরূপ অনেক দেখা যায়। অকস্মাৎ কোন প্রকার ভয় পাইয়া মনের গতি বিকৃত হইয়া যায়

৯। পিতা মাতার থাকিলে সন্তানেরও তাহা হইয়া থাকে। অতঃ পুরুষ পাগল এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায়।

১০। অভীষ্ট বস্তু না পাইলে অনেকের চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়। এমন অনেক স্ত্রী ও পুরুষ উন্মাদ দেখা যায় যাহারা মনোমত পুরুষ ও স্ত্রী না পাইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকেন তৎপর আবার অভীষ্ট বস্তু পাইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন।

১১। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভূতে পাওয়া বিশ্বাস করেন না। যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বিশ্বাস করেন। পূর্ণিমাতে দেবগ্রহ, সন্ধ্যাকালে অসুরগ্রহ, অষ্টমীতে গন্ধর্ব্ব গ্রহ, প্রতিপদে যক্ষগ্রহ, অমাবস্যাতে পিতৃগ্রহ, পঞ্চমীতে সর্পগ্রহ ও রজনী যোগে রাক্ষসগ্রহ অলক্ষিত ভাবে মনুষ্যকে আক্রমণ করিলে উন্মাদ রোগ জন্মিয়া থাকে।

উন্মাদ রোগে বিরেচক ঔষধ দ্বারা জোল করান আবশ্যক। শীতল দ্রব্য ভোজন করান উচিত, নিম্নে কয়েকটী পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ লিখিত হইল:—

লোভ, হিংসা, রোষ, ভয়, শোক কাম প্রভৃতি কারণে উন্মত্ত হইলে ঐ সকলের বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা রোগের শান্তি হয়।

চাউল ধোয়া জলের সহিত শ্বেত অপরাজিতার শিকড় বাটিয়া পুরাতন ঘৃতের সহিত নস্য লইলে উন্মাদ রোগ ভাল হয়।

দেশী কুমড়ার রস পুরাতন গুড়ের সহিত খাইলে উন্মাদ রোগ ভাল হয়।

রোগীকে যব চূর্ণ ও গোধূম চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। গোরুর দুধ দুইয়া মাত্র গরম থাকিতে থাকিতে খাইতে দিবে। শরীরে পুরাতন ঘৃত মাখাইবে। ছাগ মাংস, কচ্ছপ মাংস, পটোল, পুরাতন কুমড়া, হিঞ্চি শাক, বৃষ্টির জল, [illegible] যুষ, ডাবের জল, শতমূলীর রস, মিছরির পানা এই সকল সেবন করাইবে।

যদি কোন অভিলষিত পদার্থের অভাবে মন অস্থির হইয়া উন্মাদ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তদনুরূপ দ্রব্য প্রদান দ্বারা এবং নানা বিধ প্রবোধ বচন দ্বারা রোগ উপশম হয়।

দশমূলের কাথ ও ছাগমাংসের যূষ একত্র করিয়া সেবন করাইলে উন্মাদ রোগের উপশম হয়।

বচের কাথ ও ব্রাহ্মীর কাথ সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

পাগলা কালীর বালা হাতে দিয়া অনেককে রোগমুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

কবিরাজ—শ্রীআশুতোষ [illegible], খাটুরা পোঃ, ২৪ পরগণা।

তীর্থ যাত্রা [১৭৯]

আরবীয় দাতার সহিত কথা প্রসঙ্গে হাতেম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেখিতেছি আপনারা মহাজন, জীবনের উদ্দেশ্য কি ও তৎসাধন কিরূপে সাধিত হয় তাহা আপনারা বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন, এখন মুক্তকণ্ঠে বলুন আমার সেবাব্রতে আপনারা কি কি ত্রুটি প্রত্যক্ষ করিলেন, আমার সামান্যজ্ঞানে তাহা আমি অনুভব করিতে পারি না। কোন বৃহৎ ব্যাপার দশজনের সহায়তা বিনা সম্পন্ন করা যায় না, আমি একা কতদিকে লক্ষ্য রাখিব, আমার অসাক্ষাতে আপনারা সকল দেখিয়াছেন, তাহাতে ভ্রম ত্রুটি হইবার সততই সম্ভাবনা। আপনাদিগের দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিলে, সেই ভ্রম ত্রুটি সকল শুধরিয়া লইতে পারি। ইহা শুনিয়া আগন্তুকগণ জড় সড় হইয়া কহিলেন, "মহাশয় অকারণ কেন আমাদিগকে অপ্রস্তুত করিতেছেন, এ পর্য্যন্ত আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহাতে ভ্রম-ত্রুটি লক্ষণ দৃষ্টি করা দূরে থাকুক, কোন স্থলে কোন প্রকার অপ্রতুল পরিলক্ষিত না হইতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আপনার সৌজন্যে কেবল আপনার নিকট বাধিত নহি, অন্য পক্ষে আপনার কর্ম্মচারী এবং ভৃত্যদিগের বিনয় ও সৌজন্যতা দেখিয়া আরো বিমোহিত হইয়াছি। এই মহাচক্র কিরূপে ঘুরাইয়া সমস্ত যন্ত্র চালাইতেছেন, জ্ঞাত করিয়া বাধিত করিবেন।

তদুত্তরে হাতেম কহিলেন, যন্ত্রচালনা, এক ভাবে তবেই চলিতে পারে, যদি তাহার সকল অঙ্গ যথাক্রমে সজ্জিত করিয়া রাখিতে পারা যায়। কত কোটী যোজন পথে সূর্য্য অবস্থিত থাকিয়া গ্রহ উপগ্রহ লইয়া এক সূত্রে সমস্ত সৌর জগতে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের কক্ষে কক্ষে সমসূত্রপাতে কত শত তারাবলী রশ্মি-গুণ-গণনায় তার তাহার ঊর্দ্ধাধঃপথে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কে জানে তাহাদের আরো কত অসংখ্য লোক ভ্রমণ করিতে হইতেছে। সৃষ্টিকাল হইতে এই নিয়মে তাহারা ভ্রাম্যমাণ থাকিয়া যাঁহার নিয়ম পালন করিতেছে আমরাও সেই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত

তখন ইহাতে বিচিত্রতা কি? কৃতকর্ম্মা মনুষ্য, সাধ্যমত কিছু করিয়া, অন্যকে তাহা হইতে কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইতে দেখিলে, আনন্দে দিশাহারা হইয়া, নিজের মহিমা অন্যের মুখে শুনিয়া, প্রকৃত প্রদাতার কথা ভুলিয়া যায়। তাই তাহার মনে অহঙ্কারের উদয় হয়। তখন সে ভাবে, এ জগতে তাহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ জন আর কেহ নাই, সে দীনের দীনতা ঘুচাইতেছে, অর্থাভাবে হাহাকারীর ভরণ পোষণ করিতেছে, আতুর অভ্যাগতের সেবা করিতেছে, তাহার মত দাতা জগতে বর্ত্তমান না থাকিলে, না জানি এ জগতে কত অনর্থের উৎপত্তি হইত। কিন্তু আমি সে রূপ কোন কার্য্য করি না, আমি মনে স্থির জানিয়াছি, আমি এ জগতে একা সঙ্গিশূন্য হইয়া আসিয়াছিলাম। সেই অসহায় অবস্থায় পিতা মাতা করুণা ও স্নেহ পরতন্ত্র হইয়া আমাকে প্রতিপালন না করিলে আমার কি দশা হইত? সেই মাতা পিতার হৃদয়ে যিনি করুণা ও স্নেহের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই আবার আমার হৃদয়ে করুণা ও স্নেহের সঞ্চার করিয়া দিয়া তাঁহার দীন হীন প্রাণীদিগকে সেই মত রক্ষা করিতে আদেশ দিতেছেন, তাই আমি তাহাদিগকে লালন পালন করিতেছি। প্রথমেই বলিয়াছি আমি সঙ্গহীন হইয়া এই জগতে আসিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া তিনি যেমন করুণা করিয়া মাতা পিতার হৃদয়ে স্নেহ করুণা দিয়া আমাকে প্রতিপালন করিলেন তেমনি আমি সবল হইয়া উঠিলে তিনি আমাকে জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম শিক্ষা দিলেন, তাহার পর আমার হস্তে অতুল ধন প্রদান করিয়া কহিলেন "বৎস"! যাও জগতের দুঃখ দুর্গতি দূর কর আমি তাহাই করিতেছি; প্রদাতার হস্ত হইতে যাহা পাইয়াছি, আমি তাহাই মুক্তহস্ত হইয়া বিতরণ করিতেছি। এই বিতরণের সহায়ক আমার এই ভৃত্য সকল। যে ভাবে আমি ধন পাইতেছি সেই ভাবে মুক্তহস্ত হইয়া, আমি তাহা তাহাদিগকে দিতেছি তাহাতেই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং কোন বিষয়ে তাহাদের অতৃপ্তি নাই। তাই আমার ন্যায় তাহারাও নিজ নিজ ধনের সদ্ব্যবহার করিতেছে।—পিপাসায় কাতর হইলে, যখন অজস্র জল দান করিয়া পিপাসাতুরকে শান্ত করিতে হয়, ধনপ্রার্থী ধনহীনেরা ধন চাহিলে কেন না তাহারা জলস্রোতের ন্যায় ধনস্রোতঃ পাইবে? সুতরাং আমার দান ভাণ্ডারে দৈন্য নাই, যে যাহা চাহিতেছে, যতদূর চাহিতেছে সে অবারিতদ্বারে তাহা পাইতেছে। এবং পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রায় তাহাই বোধ হইতেছে।

আমাদের দাতা হাজেরের এই অর্থবতী মহৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আশান্বিত হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইয়া নিজের দানভাণ্ডার অবারিতদ্বার করিয়াছিলেন। সন্দেহ ফকির তখন কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন।

রাজতরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

(৮ই মাঘের প্রকাশিতের পর)

অনন্তর সেই রাজার লোভ এতই বাড়িয়া উঠিল যে; তিনি অন্তরে প্রবল লোভে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে প্রজাদের পীড়নেই উত্তরোত্তর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নিত্য নূতন নূতন নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান করায় তাঁহার ধনাগার খালি হইয়া গেল। তখন তিনি নানা প্রকার যুক্তি ও চেষ্টা দ্বারা রাজ্যের তাবৎ দেবালয়ের দেবস্ব সমগ্র ধনরত্ন অপহরণ করিতে-লাগিলেন।

ঘর বাড়ী গ্রাম ও নগরের পর্য্যন্ত ধনাপহারী হইয়া সেই রাজা অট্টপতিভাগ (অর্থাৎ বাজারের কর্ত্তৃত্ব) ও গৃহকৃত্য (অর্থাৎ ঘর বাড়ীর উপর কর্ত্তৃত্ব) এই দুইটী নূতন কর্ম্মস্থান অর্থাৎ রাজপদের সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে তাঁহার ধন সংগ্রহ অবাধে চলিতে লাগিল।

দেবালয়ে নির্ম্মাল্য চন্দন ধূপ ও তৈল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া যে ধন অর্জিত রাজা কিনিবার মূল্যের অংশমাত্র লইতেছি ছল করিয়া সে সমুদয়ই গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

বাহিরে পরিদর্শনকর্তা পদ দিয়া ভাল ভাল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেন তাহাদের সাহায্যে চৌষট্টিটী দেবালয়ের অবশিষ্ট ধন ক্রমে অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বরাজারা দেবালয় চালাইবার কারণে যে সমুদয় গ্রাম দিয়া গিয়াছিলেন তিনি তৎ সমুদয় সম্পত্তিতে সামান্য কর ধার্য্যে নিজেই প্রজা হইয়া কৃষকের মত স্বাধীন চাষ দিয়া শস্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

বৎসরে সভাদের যে যে বস্তু যে পরিমাণে দিবার ধার্য্য ছিল তিনি তুলাদণ্ডটী কৃত্রিম রাখিয়া বাস্তবিক কম জিনিষ দিতে থাকিলে ও বাহিরে মাপ বেশী দেখাইয়া পরিষদের কিঞ্চিৎ বেশী দিতেছি বলিয়া আবার [illegible] ঘুচিতে লাগিলেন।

এক সময় তিনি [illegible] থাকিয়া [illegible] (ধোয়া দেওয়া লোক) মধ্যে বালকদিগকে [illegible] দেখিলেন না, সে সময় [illegible] বলিয়া তাহাদের বর্জ্জন করিলেন।

পরবর্ত্তী [illegible] প্রায়েই প্রত্যেক তার বাড়ির উর্দ্ধকোটিতে [illegible] মন্ত্রী বলিয়া সকল তার [illegible] করিলেন।

এই কার্য্যটিতে তাঁহার রাজ্যে একেবারে প্রকাণ্ড তার বড় কাল উঠিয়া গেল, সকলে আপনার আপনার বাড়ীর প্রয়োজন হইলেই তার বহিতে লাগিল কেহ পরের তার বহিল না, কেহ সকল গ্রামেই এই গোপন তার বহনটাই প্রয়োজন সংস্থিত দারিদ্র্যের সহচরী আনিয়া তুলিল, কারণ দ্রব্যের আগম নির্গম না হওয়ায় সামান্য বস্তু বহু মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

তার উপর আবার প্রতিগ্রামে ভারবাহক বলিয়া যে কায়স্থদের পদ দেওয়া হইল তাহাদের মাসিক বৃত্তিও গ্রামবাসীদের নিকট হইতেই বল পূর্ব্বক সংগ্রহ হইতে লাগিল।

এই প্রকার ভয়ানক ভারবাহীর দণ্ড ও অধিক কর সংগ্রহ প্রভৃতি নানা প্রকার চেষ্টাদ্বারা গ্রাম সকলকে একেবারে নির্দ্ধন করিয়া ফেলিলেন।

সেই পাপিষ্ঠ রাজা আপনার মরকষাল বুঝিতে পারিয়াও এইরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইলেন না ইহাতে ভাবী রাজাদের ও বর্ত্তমানে নিয়োজিত ভৃত্যদেরই উপকার সাধন করিতে লাগিলেন।

এই কাশ্মীরমণ্ডলে পণ্ডিতের অনাদর বিষয়েও এই শঙ্কর বর্ম্মা ছাড়া আর কাহাকেও কারণ বলা যায় না এবং একেবারে প্রতিভাশূন্য ইহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও বলা যায় না।

এই রাজা অবমানিগের অগ্রসর হইয়াও সাধারণের বনক্ষয় করিয়া নীচ কায়স্থদের অধিকার দিয়া নিয়োগ করাতে কিরূপ মূর্খতার পরিচয় দিলেন তাহা বুঝিয়া লও।

এইরূপে কায়স্থের প্রায় সকল রাজকার্য্যই পর্য্যবেক্ষণের ভার দেওয়ায় কাশ্মীর রাজ্য ক্রমে কায়স্থদেরই ভোগ্য হইয়া উঠিল।

কুমিরদের রাজ্যের বাহির অনেক হইয়া থাকে এই কার্য্যে সহায় হইয়া অনেক অমঙ্গলই হইতে লাগিল।

মুষ্টিযোগ।

নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ কয়টি মেদিনীপুর হিতৈষী পত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের গোচরার্থ পাঠাইতেছি।—

সর্প দংশন—অবিলম্বে দংশন স্থানের ৩ ইঞ্চি উপরে একটী ও যে পর্য্যন্ত বিষ উঠিয়াছে অনুভব হইবে, তাহার উপরে আর একটী বন্ধন দিবে। দংশন স্থান চিরিয়া দিয়া উত্তমরূপে রক্ত নির্গত করিতে হইবে, পরে লৌহ পোড়াইয়া দংশনের উপর ছাঁকা দিবে বা কপূর সলিতা জ্বালাইয়া জ্বলন্ত সলিতা (যে পর্য্যন্ত বিষ উঠিয়াছে) তাহার উপর আছড়াইবে. যে পর্য্যন্ত বিষ নষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে, যাহার যেরূপ ঔষধের সুবিধা। আসসেওড়া গাছের মূলের রস খাওয়াইবে এবং উক্ত গাছের মূল বাটিয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে; ইহা কুকুর ও নেউল হইতে প্রাপ্ত। বেল শিকড় বাটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে ও খাওয়াইবে। মনসা পাতার রস খাওয়াইবে। মনসার শিকড় গোল মরিচের সহিত বাটিয়া সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইবে এবং সর্পদষ্ট স্থানে শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিবে। মনসার আটা দষ্ট স্থানে লাগাইবে। কার্পাস পত্রের রস বা ঘোলঘসা পত্রের রস খাওয়াইবে ও পত্র বাটিয়া ক্ষত স্থানে পুলটিস দিবে। সমুদ্রপক্ষ নামক বৃক্ষের পত্রের রস খাওয়াইবে ও বাটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে। নাগকেশী নামক বৃক্ষের পত্র বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিবে এবং নাগকেশীর বা মাখাল ফলের গাছের শিকড় ২ মাস পরিমাণে লইয়া বাটিয়া খাওয়াইবে। বিশল্যকরণী অর্থাৎ আয়াপান, বা সাদা, বা বানবাণ, বা ঈশারমূলের কচি পত্রের রস ক্ষত স্থানে লাগাইবে এবং সেবন করাইবে। শ্বেত দুর্ব্বার শিকড় বা শৃগাল মেদাড়ির শিকড় ২১ টি গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন করিলে সর্প বিষ নষ্ট হয়। সর্প দংশনের পরেই ২ টি বাবনখী ফল অর্দ্ধ পোয়া গব্যঘৃতের সহিত ঈষৎ গরম করিয়া খাওয়াইয়া দিবে এবং ১৫ মিনিট পরে, আর দুইটি উক্ত ফল চূর্ণ আর এক ছটাক ঘৃতের সহিত গরম করিয়া খাওয়াইবে, তৎপরে ফলের যে দিকে লম্বা লম্বা দাগ আছে, তাহার বিপরীত দিক দিয়া সর্প দষ্ট স্থানটি চিরিয়া দিবে যেন ঐ স্থান দিয়া রক্ত নির্গত হয়, তখন একটি ফল চূর্ণ করিয়া ঐ স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং আর একটি ফল দিয়া দংশন স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থান চিরিয়া দিবে। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে রোগী আরোগ্য হইবে। সর্প দংশন স্থান চিরিয়া পটাশ পারমেঙ্গানেটের পিচকারী দিলেও সর্প বিষ নষ্ট হয়। সর্প দংশনের পর যত শীঘ্র এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল। ঔষধ প্রয়োগ করিতে বিলম্ব না হয়।

সর্প দংশনে মৃত্যু হইলে—কেলেকোড়া গাছের পূর্ব্ব দিকের শিকড় এক ইঞ্চি আন্দাজ লইয়া ৬৷০ গণ্ডা (২৫টী) গোল মরিচ সহিত বাটিয়া, মস্তকের তালুদেশের (ব্রহ্মতালুর) ছাল অল্প চিরিয়া উক্ত বাটা ৪।৫টা প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে রোগী যদি পচিয়া গিয়া না থাকে তবে সম্ভবতঃ রোগীর বিষ বিদূরিত হইয়া পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিবে। কেলেকোড়া গাছের মূলের রসের নস্য লইলে সর্প দষ্ট ব্যক্তির বিষ নষ্ট হয়। সর্প দংশন মাত্রে গব্য ঘৃত বয়ঃক্রম অনুসারে ১ কাঁচ্চা হইতে ৶০ অর্দ্ধ পোয়া সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হয়। অপরাজিতার মূল সিকি তোলা সেবন করাইলেও বিষ নষ্ট হয়। পরীক্ষা করুন।

কাঁকড়া বিছে দংশনে বাবনখী ফল জলের সহিত বাটিয়া বা সাওড়া পাতা বাটিয়া দষ্ট স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

পালাজ্বর—রবিবারে আপাঙ্গের মূল সাতগাছি লাল রংয়ের সূত্র দ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিলে জ্বর দূরীভূত হয়। তেলাকুচার পাতার রস বা অপরাজিতা পাতার রস, বা বক পুষ্পের পাতার রস বা হাতীশুঁড়া পাতার রস জ্বরের দিবস মুখে জল না দিয়া অর্থাৎ বাসি মুখে শুঁকিলে জ্বর বন্ধ হয়, জয়ন্তির মূল মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়। কাকমাচীর মূল কর্ণে বান্ধিলে নিশ্চয় রাত্রি জ্বর আরোগ্য হয়। কুমীরে পোকার বাসার মাটী থুথু দিয়া ঘসিয়া জ্বরের পালার দিনে ভোর বেলা জল না ছুঁইয়া কপালে দীর্ঘ ফোঁটা পরিলে পালাজ্বর বন্ধ হয়।

এডুকেশন গেজেট।

২০শে ফাল্গুন ১৩১৬ সাল ইং ৪ঠা মার্চ্চ ১৯১০ সাল

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুর কর্ত্তব্য কি।

(দ্বারবঙ্গ মহারাজের বক্তৃতা) (১)

মজফরপুরে "বেহার হিন্দু এসোসিয়েশন" সভার বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী দ্বারভাঙ্গার মহারাজ সভাপতি রূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে—

আমরা হিন্দু। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি সে বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বকর্ণতঃই হউক অথবা পরোক্ষে মুখে উপদেশ দিয়া অথবা সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া অপরকে প্ররোচিত করিয়াই হউক, রাজবিপ্লব এবং রাজবিদ্বেষসূচক অসঙ্গত কার্য্যে যে সকল ব্যক্তি লিপ্ত, তাহাদিগের সেই কার্য্যের—তাহাদিগের সেইরূপ প্রবৃত্তির প্রতি একান্ত ঘৃণা প্রদর্শন জন্য, এবং আমরা হিন্দু আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষানুযায়ী আমরা যে রাজভক্ত এবং আইনের মর্য্যাদার প্রতিপালক এইটুকু গবর্ণমেন্ট এবং গবর্ণমেন্ট সম্পৃক্ত সকলকে নিশ্চয় করিয়া জানাইবার জন্য, আজ আমরা সকলে এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি।

রাজভক্তি বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সভাস্থলে তাহার অনুমোদন মাত্র করিলেই রাজভক্তি দেখান হয় না। সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা চাই। অনেক সময়ে রাজভক্তি কেবল সাময়িক উচ্ছ্বাসেই মাত্র পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। যে সকল বিপ্লবকারী এবং রাজবিদ্বেষীদিগের দ্বারা অত্যাচার হইতেছে, তাহাদিগের সন্ধান করা সম্বন্ধে এবং দেশের যে অবস্থায় এই সকল সামাজিক উপদ্রবের পরিপোষণ হইতেছে সেই অবস্থা ঘুচাইবার সম্বন্ধে আমরা গবর্ণমেণ্টকে কোনরূপ সাহায্য করি না বলিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপ করা হইতেছে।

এই দোষারোপের মূলে সত্য নাই আমি এমন কথা বলি না, কিন্তু আইনের বিরোধী গুপ্ত ষড়যন্ত্রসমূহ এবং হত্যাকারীদিগের হত্যাসাধন চেষ্টার আবিষ্কার করিতে পারিবার মত উপায় উদ্ভাবন করা রাজভক্ত প্রজাগণের পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা কি ভাবে কার্য্য করিব তৎসম্বন্ধে আমরা গবর্ণমেণ্টের উপদেশ চাহিতেছি। ঐ সমস্ত দুর্বৃত্ত অত্যাচারীদিগকে সন্ধান করিয়া আইন আমলে আনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের যথাসাধ্য সহায়তা করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। গবর্ণমেণ্ট আইনের বলে এই সমস্ত অত্যাচার নিবারণ করিয়া আসিতেছেন এবং আসিবেন আমরা জানি, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য আমরা গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ এবং সাহায্য গ্রহণ করিয়া সাধ্যমত উপায় অবলম্বনে এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করি। নির্দ্দিষ্ট একটা

উপায় স্থির করিতে হইবে এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে সমগ্র হিন্দু সমাজ সেই উপায় ও সেই প্রণালী পরিগ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

দেশ হিতৈষিতার প্রথম সোপান স্বরূপ, সমগ্র হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে পরস্পর একতাসূত্রে সম্মিলিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওত সাধারণের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা দেশে শান্তি সংস্থাপিত করিতে হইবে। আমাদের স্ব সমাজের স্বার্থ জন্য মুসলমান বন্ধুদিগের ন্যায় আমাদের পৃথক পৃথক সমিতির সংগঠন প্রয়োজন, কিন্তু দেশের হিতের জন্য রাজভক্তি প্রণোদিত অন্তঃকরণে হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া উপদ্রব অশান্তি নিবারণের চেষ্টায় এই সমস্ত পৃথক্ সমিতি অন্তরায় স্বরূপ হইবে না। বিগত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে দিল্লী সহরে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমিতির (All India Moslem League) অধিবেশনে মহামান্য আগা খাঁ বাহাদুর সুবিবেচনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন সেই পথে কার্য্য করিয়া দেশের সামাজিক রাজনৈতিক ও নীতি বিষয়ক মঙ্গল সাধনে হিন্দু মুসলমান এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের লোক বদ্ধপরিকর হন ইহাই অভিপ্রেত। আমি আগা খাঁর প্রদর্শিত পথই সমীচীন পথ মনে করি। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার একমত। তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের সামাজিক নৈতিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন জন্য আমরা যেমন স্বতন্ত্র পৃথক পৃথক সমাজ সংগঠন পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব এবং ঐ সকল সমিতি রক্ষার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিব, সেইরূপ ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া দেশের উন্নতি সাধন জন্য রাজশক্তির সহিত যোগদান করিব। আমাদের এই [illegible] আকাঙ্ক্ষার পূরণে শাসনকর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই [illegible] সহায়তা করিবেন। আমি আগা খাঁর [illegible] ই কথাগুলি অতিশয় সারবান্ বলিয়া মনে করি। [illegible] হিন্দু সভা এবং পঞ্জাব হিন্দু সভারও [illegible] এইরূপ। অতঃপর ভারতের বিভিন্ন [illegible] হিন্দুগণ এই আদর্শকে আপনাদের [illegible] সংক্রান্ত কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ [illegible] এই বিশ্বাস।

রা[illegible] করিবার জন্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থা [illegible] উ যেমন অনেক কার্য্য করিয়াছেন এবং করিতে পারেন, আমাদের ও কর্ত্তব্য আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক গোলযোগের মূল এই সকল উপদ্রবের কি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার নির্ণয় করা এবং কিসে তাহার প্রতিবিধান হইতে পারে তাহারও উপায় উদ্ভাবন করা।

এই যে রাজবিদ্বেষ, রাজার প্রতি বিদ্রোহ ভাব এবং তজ্জনিত অত্যাচার সমূহ, এ সকলের প্রকৃত কারণ কি? আমার মনে হয় সদোষ পারিবারিক শিক্ষাই ইহার মূল। অদ্যকার সভায় এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। প্রকৃত নীতিশিক্ষার মূল যে ধর্ম্ম শিক্ষা সেই ধর্ম্ম শিক্ষার একান্ত অভাব আমাদের ছেলেদের মধ্যে ঘটিতেছে। আমরা ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতেছি, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা যে ধর্ম্মশিক্ষা তাহাই তাহারা তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনে পাইতেছে না। যদি আমরা আমাদের বংশধরগণকে ঈশ্বরপরায়ণ এবং পাপভীত করিয়া তুলিতে চাই, তবে তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা না দিয় কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষা হিন্দুর ছেলেকে দিলে সে যে দুষ্ট লোকের কুহকে পড়িয়া চরিত্রহীন হইতে পারিবে এবং তাহার দ্বারা অনেক কুকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারিবে তাহাতে বিচিত্রতা নাই। ছেলেদের কোমলমতি তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম দ্বারা সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত না হইলে তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার শত্রুস্বরূপ এবং বিপ্লব ও বিদ্রোহাদি মূলক কার্য্যের হেতু স্বরূপ হইতে পারে।

যে সকল যুবক প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত রাজবিদ্রোহীদিগের প্রাণদণ্ডের দিনে প্রাতে রাস্তায় রাস্তায় শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বেড়াইয়া দণ্ডপ্রাপ্তদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছিল, তাহাদের বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, তাহারা এমন পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে পরিবারের বাপ মা এবং অপরাপর অভিভাবকগণ ছেলেদের ধর্ম্ম শিক্ষা কখন দেন নাই। তাহারা ঈশ্বরপরায়ণ এবং পাপভীত হইতে শিক্ষা বাড়ীতে পায় নাই। স্কুলে সাধারণ শিক্ষা মাত্র পাইয়াছে। সেই সকল সাধারণ বিষয়ের শিক্ষকের ধর্ম্ম শিক্ষাদানের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধই নাই। এইরূপ সমস্ত ক্ষেত্র হইতেই রাজবিদ্রোহীদলের উদ্ভব হইয়াছে।

রাজভক্ত এবং শান্তিপ্রিয় হিন্দু জাতিকে যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে হয় তাহা হইলে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক [illegible] ব্যক্তি প্রকৃত হিন্দুজীবন গঠন করিয়া আনিতে হইবে। প্রত্যেক পিতা এবং অভিভাবক এইটুকু পরিষ্কার রূপে বুঝিয়া রাখা উচিত যে, ছেলেদের কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং রাজভক্ত করিয়া তুলিবার গুরুতর দায়িত্ব তাঁহাদের নিজেদেরই স্কন্ধে আরোপিত। যদি তাঁহারা এই দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের পরিবার মধ্যেই এমন সকল ছেলে প্রস্তুত করিয়া তুলিবেন যাহারা তাঁহাদের নামে কলঙ্ক অর্পণ করিবে এবং দেশের ও সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[স্থানীয়] এখানে চুঁচুড়ায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর কার্য্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি দে মহাশয়ের যত্নে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পাদিত হইয়াছে। শিল্প ও কৃষি সংক্রান্ত স্থানীয় উৎপন্ন সামগ্রী অনেকগুলি প্রদর্শনী স্থলে আনীত হইয়াছিল।

[কলিকাতা] হিতবাদীর প্রিন্টারের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে। আপেলাণ্টকে পাঁচ হাজার টাকার জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

আনার্কিষ্টদিগের উপদ্রব এবং অশান্তির নিবারণ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ এবং সেই উপায় সমূহের অবলম্বন বিষয়ে কর্ত্তব্যাবধারণ জন্য দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাগৃহে সমবেত হইয়া এই বিষয়ে আলোচনার পর, একটী সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশন সংগঠিত করিয়াছেন। এই এসোসিয়েশন উক্তরূপ অশান্তি সমূহের নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সদস্য হইয়াছেন:—ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ এ, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, রায় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর, ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত

২৩। সঞ্চিত ধন অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি সঞ্চিত সম্পত্তি থাকিলে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আড়াই টাকা হিসাবে দরিদ্র ও ফকিরদিগকে না দেওয়া, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মক্কা তীর্থে গমন না করা, আত্মীয় কুটুম্বদিগের সহিত আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা ভঙ্গ করা, ক্রয় বিক্রয় কালে দ্রব্যের ওজন কম বেশী করা, অনর্থক কাহারও সহিত কলহ করা, ভগবান ও ভগবৎ প্রেরিত মহাত্মা মহম্মদ, তাঁহার স্ত্রী, বংশধরগণ ও বন্ধুবান্ধবগণকে ভৎসনা করা, হেয়জ্ঞান করা, মন্দ ভাব বা অভিশাপ দেওয়া একান্ত অবৈধ।

২৪। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সদুপদেশ না দেওয়া, অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে না বলা, মিথ্যা কথা বলা, প্রতিজ্ঞাপালন না করা, কোরাণ মুখস্থ করিয়া ভুলিয়া যাওয়া, জীবিত জন্তুকে অগ্নিতে দগ্ধ করা, স্ত্রী হইয়া স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা, স্বামী হইয়া পত্নীর প্রতি অত্যাচার করা, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ জন্মাইয়া দেওয়া, ধর্ম্মোপদেশ অবজ্ঞা করা, ঈশ্বরের দয়া লাভে নিরাশ হওয়া, তাঁহার ক্রোধদণ্ড হইতে ভীত না হওয়া, পণ রাখিয়া খেলা করা, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নামে কোন জন্তু বলিদান করা, ভগবান ভিন্ন অপরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য কোনও জন্তু তাঁহার পূজার্থ উৎসর্গ করা, গর্ব্বিত হওয়া, মনে মনে আত্মগৌরব করা, ছলনা প্রতারণা বা বঞ্চনা করা, অন্যের দ্রব্য অপহরণ করা, অহঙ্কার, দ্বেষ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া রোজা নমাজ প্রভৃতি দৈনিক ধর্ম্মকার্য্য ও শাস্ত্রীয় বিধিকে অবজ্ঞা করা বা বিধি সঙ্গত কার্য্যে অসন্তুষ্ট হওয়া, কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করা, খাদ্য বস্তুকে অখাদ্য ও অখাদ্য বস্তুকে খাদ্য জ্ঞান করা, ধর্ম্মকার্য্যে দোষারোপ বা বিঘ্ন উৎপাদন করা, ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য অন্যের নিকট গোপন করা, ভক্ত ধন অস্বীকার করা, যাহাদিগকে বিবাহ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করা, ধর্ম্মমন্দির ভঙ্গ করা, অশুচি হইয়া নমাজ পড়া, গোপনে কাহাকেও অন্যের দোষ জ্ঞাপন করা, বিধর্ম্মী, পাপী বা অসদাচারীদিগকে ভয়ের বিশেষ কারণ ব্যতীত মান্য করা, শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত ব্যবস্থা দেওয়া, চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা ব্যতীত চিকিৎসা করা, সুশিক্ষিত পণ্ডিতগণের উপদেশ গ্রহণ না করিয়াই নিজের জ্ঞান হইতে কোরাণের অর্থ করা, সৈয়দ বংশীয়দিগকে ঘৃণা করা, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে নিন্দা করা, মুসলমান জাতিকে মনে মনে মন্দ ভাবা, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা, যে স্থানে কোরাণ পাঠ হইতেছে তথায় অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা, নিন্দা করিলে তাহাতে নিন্দা করা বা ঐ নিন্দা শ্রবণ করা, জ্যোতিষীদিগের বাক্যে আস্থা স্থাপন করা, অপ্রকাশ্য বিষয় ভগবান ব্যতীত অন্যে জানে বলিয়া বিশ্বাস করা, ভগবানের প্রেরিত মহাপুরুষগণ, স্বর্গীয় দূতগণ, ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তক সকল, স্বর্গ ও নরক, পাপপুণ্যের তুলাদণ্ড, পোল সিরাৎ অর্থাৎ ধর্ম্মসেতু সমাধিতে দণ্ড লাভ এবং ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ পরকাল সম্বন্ধে অন্যান্য যে সংবাদ দিয়াছেন, ঐ সকলের মধ্যে কোনও একটী অস্বীকার করা, পেগম্বরের আদেশ ও মুসলমান ধর্ম্মের শাস্ত্রকারগণ একমত হইয়া যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণ করা, শত্রু মুণ্ডন, গোঁফগুলিকে দীর্ঘ করণ, কোন রূপ বাদ্যবাদন, ইচ্ছাপূর্ব্বক গীত বাদ্য শ্রবণ, নৃত্য দর্শন, গায়ক বাদককে কোন বস্তু দান বা তাহার প্রশংসাকরণ, সতরঞ্চ খেলা, তাসখেলা ভোজবাজি বা আতসবাজি দেখান, অখাদ্যদ্রব্যের ভোজনকালে ভগবানের নাম গ্রহণ, মিথ্যাকথায় ঈশ্বরকে সাক্ষীকরা, বিধর্ম্মিগণের শাস্ত্রের সমর্থন করা, তাহাদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করা, তাহাদের দেবতার প্রসাদ ভক্ষণ করা, পীর পেগম্বর প্রভৃতির নামে শিখণ্ড অর্থাৎ টিকা রাখা বা কোন জন্তু উৎসর্গ করিবে বলিয়া মনে মনে ইচ্ছা করা বিধর্ম্মী দিগের শীতলা বা অন্য কোন দেবদেবীর পূজা করা, দাসদাসীদিগকে ঘৃণা করা, অবজ্ঞার সহিত কাহাকেও আহ্বান করা, সতত কাহারও মন্দ চিন্তায় বা নিজের শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পিতামাতার সেবা না করা, ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তিতে কৃপণতা করা অবৈধ।

হিন্দু শাস্ত্রে।

১। জীবিকার্থ পরপীড়ন করিবে না।

২। গীত বাদিত্রাদি ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবে না।

৩। রূপ রসাদি বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হইবে না।

৪। বেদাধ্যয়নের বিরোধী কোন কার্য্যই করিবে না।

৫। বিভব সত্বে জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না।

৬। উদয় কালে, মধ্যাহ্নে, অস্ত সময়ে ও গ্রহণের সময় এবং বারিস্থ সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।

৭। বৎসের রজ্জু লঙ্ঘন করিবে না।

৮। বৃষ্টি কালে দৌড়িবে না।

৯। জলে নিজ প্রতিবিম্ব অবলোকন করিবে না।

১০। মৃত্তিকাপিণ্ড ভাঙ্গিয়া উপবিষ্ট হইবে না। ভার্য্যার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না।

১১। পত্নীর সহিত একত্র ভোজন করিবে না।

হাঁচি, জৃম্ভণ, ভোজন ও স্বচ্ছন্দোপবেশন কালে তাহাকে দেখিবে না।

১২। নেত্রে অঞ্জন দান, তৈল মর্দ্দন, ও অসন কালে এবং অনাবৃত অবস্থায় পত্নীকে দর্শন করিবে না।

১৩ এক বস্ত্রে ভোজন করিবে না।

১৪। উলঙ্গ হইয়া স্নান করিবে না।

১৫। পথে, ভস্মে, গোষ্ঠে, কর্ষিত ক্ষেত্রে, জল, চিতা, পর্ব্বত, জীর্ণ দেবমন্দির, বল্মীক, সপ্রাণি গর্ত্ত ও নদীতটে অথবা গমন করিতে করিতে মূত্র ত্যাগ করিবে না।

১৬। বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ সূর্য্য, জল ও গরু সম্মুখে থাকিলে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।

১৭। অগ্নিতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করিবে না, পা তাতাইবে না এবং ফুঁ দিয়া উহা জ্বালিবে না।

১৮। নগ্ন অবস্থায় স্ত্রী দর্শন করিবে না।

১৯। খট্টা প্রভৃতির নীচে অগ্নি রাখিবে না, উহা উলঙ্ঘন করিবে না ও পাদ দেশে অগ্নি স্থাপন করিবে না।

২০। প্রাণের পীড়াদায়ক কার্য্য করিবে না।

২১। সন্ধ্যাকালে ভোজন, গ্রামান্তর গমন করিবে না ও নিদ্রা যাইবে না।

২২। ভূমিতে রেখাদি অঙ্কিত করিবে না।

২৩। পুষ্পমালা নিজে উন্মোচন করিবে না।

২৪। জলে বিষ্ঠা, মূত্র, থুথু, রক্ত, বিষ অমেধ্যালিপ্ত বস্ত্র বা মূত্রোচ্ছিষ্ট প্রভৃতি প্রক্ষেপ করিবে না।

২৫। শূন্য ঘরে একাকী শয়ন করিবে না। নিদ্রিতকে জাগরিত করিবে না। রজস্বলার সহিত সম্ভাষণ করিবে না।

২৬। গরু জল বা দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিলে নিবারণ করিবে না বা কাহাকেও বলিয়া দিবে না। আকাশে রামধনু দেখিয়া দেখাইবে না।

২৭। অধার্ম্মিকদের ও ব্যাধি বহুল গ্রামে বাস করিবে না, একাকী পথে যাইবে না, পর্ব্বতে বহুকাল বাস করিবে না।

২৮। মূত্র, মলো, চণ্ডালাদি [illegible] উৎকৃষ্ট ও [illegible] স্থানে স্নান করিবে না।

২৯। বাসর [illegible] ইত্যাদি খাইবে না, [illegible] তৃপ্তি করিবে না, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত কালে [illegible] আহার করিবে না।

৩০। [illegible] করিবে না, অঞ্জলি দ্বারা [illegible] পান করিবে না, [illegible] উৎসঙ্গে করিয়া [illegible] খাইবে না।

৩১। [illegible] করিবে না। [illegible] [illegible] করিবে না।

৩২। [illegible] পান প্রক্ষালন করিবে না; [illegible] পাত্রে ভোজন করিবে না, [illegible] [illegible] হইবে না।

৩৩। দুর্দান্ত, ক্ষুধার্ত, রুগ্ন ও ভগ্নশৃঙ্গাদি [illegible] ইত্যাদি বাহনে আরোহণ করিবে না।

৩৪। বালাতপ ও প্রেতধূম লাগাইবে না, [illegible] আসনে বসিবে না, নখ ও লোম ছেদন করিবে না, দন্ত দ্বারা নখ উৎপাটন করিবে না।

৩৫। অকারণ মৃত্তিকা ও লোষ্ট্র মর্দ্দিত করিবে না নখ দ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না, [illegible] নিষ্ফল ও পরিণাম বিরস কার্য্য করিবে না।

৩৬। গো পৃষ্ঠে আরোহণ করিবে না, অদ্বার দিয়া গ্রাম বা প্রাচীর বেষ্টিত গৃহে প্রবেশ করিবে [illegible]

৩৭। রাত্রিকালে বৃক্ষমূলে বাস করিবে না।

৩৮। কদাচ অক্ষক্রীড়া করিবে না. পাদুকা হস্তাদি দ্বারা লইয়া খাইবে না; আসনে ভোজন পাত্র রাখিয়া, শয্যায় শুইয়া বা হস্তে প্রভৃত অন্ন লইয়া ভোজন করিবে না।

৩৯ সূর্য্য অস্তগত হইলে তিলের কোন বস্তু খাইবে না, নগ্ন অবস্থায় শয়ন করিবে না, উচ্ছিষ্ট লইয়া কোন স্থানে গমন করিবে না।

৪০। শুষ্ক পাদে ভোজন করিবে না, আর্দ্র পাদে শয়ন করিবে না, কখন দুর্গম স্থানে গমন করিবে না, কেশ, ভস্ম, অস্থি, খাপরা ইত্যাদি পাদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না।

৪১। পতিত, চণ্ডাল, মূর্খ, গর্ব্বিত প্রভৃতি লোকের সহিত বাস করিবে না।

৪২। অস্পষ্ট অধ্যয়ন করিবে না, শূদ্র নিকটে অধ্যয়ন করিবে না, রাত্রি শেষে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পুনরায় পরিশ্রান্ত হইয়া শয়ন করিবে না।

৪৩। রাত্রিকালে অতি শব্দের সহিত বায়ু বহিলে, ধূলি উত্থাপক বায়ু উঠিলে, বিদ্যুৎ গর্জ্জন ও বৃষ্টি একত্র উপস্থিত হইলে এবং উল্কাপাতে অধ্যয়ন করিবে না।

৪৪। শত্রু, মিত্র, অধার্ম্মিক, চৌর ও পরদার সেবা করিবে না।

৪৫। ক্ষত্রিয়, সর্প ও ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা করিবে না।

৪৬। আত্মাবজ্ঞা করিবে না।

৪৭। প্রত্যূষে বা প্রদোষে ও দিবা দ্বিতীয় প্রহরে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির সহিত ও শূদ্রের সহিত গমন করিবে না।

৪৮। হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, মূর্খ বৃদ্ধ, কুরূপ, অর্থহীন ও হীনজাতি ব্যক্তিকে নিন্দা করিবে না।

৪৯। উচ্ছিষ্ট ও অশুচি অবস্থায় গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ করিবে না। সুস্থ অবস্থায় অশুচি হইয়া সূর্য্যাদি গ্রহ দেখিবে না।

৫০। অকারণে নিজ ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র ও গোপনীয় রোম স্পর্শ করিবে না।

৫১। যে যে কর্ম্ম পরবশ, তাহা ত্যাগ করিবে এবং যাহাতে অন্তরাত্মার সন্তোষ হয় না, তাহা করিবে না।

৫২। আচার্য্য, বেদব্যাখ্যাতা, পিতা, মাতা, অপর গুরুজন, গো, ব্রাহ্মণ ও সর্ব্বপ্রকার তপস্বী, ইঁহাদিগের প্রতিকূলাচরণ করিবে না।

৫৩। নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবতাদিগের কুৎসা, দ্বেষ, দম্ভ, মান ক্রোধ ও তীক্ষ্ণতা ত্যাগ করিবে।

৫৪। পরগাত্রে বধের জন্য দণ্ড উৎক্ষেপ করিবে না বা নিপাত করিবে না। ব্রাহ্মণ গাত্রে দণ্ড নিপাতাদি কদাচ করিবে না।

৫৫। বৈশ্য দশায়ও অধর্ম্মে মতি করিবে না, ধর্ম্ম বর্জ্জিত অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে।

৫৬। হাত্, পানিপাদ নেত্রের চপলতা ত্যাগ করিবে, পরের অনিষ্ট বুদ্ধি করিবে না।

৫৭। পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র কন্যা ও দাসবর্গের সহিত বিবাদ করিবে না।

৫৮। প্রতিগ্রহ প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবে; সুবর্ণ ভূমি, অশ্ব, গো, বস্ত্র, অন্ন, তিল ও ঘৃত গ্রহণ করিবে না।

৫৯। বিড়াল তপস্বী ও বক ধার্ম্মিককে জলও প্রদান করিবে না।

৬০। ধর্ম্মের অপদেশে পাপ করিয়া ব্রত আচরণ করিবে না, পরকীয় জলাশয়ে কদাপি স্নান করিবে না, পরকীয় যান, শয্যা, আসন, কূপ উদ্যান ও গৃহ না দিলে ব্যবহার করিবে না।

৬১। অশ্রোত্রিয়ের যজ্ঞে, গ্রামযাজক, স্ত্রী বা ক্লীব যে যজ্ঞে আহুতি দেয়, তথায় ব্রাহ্মণ কদাচ ভোজন করিবে না।

৬২। মত্ত, ক্রুদ্ধ, আতুরের অন্ন, কেশ কীট-দুষ্ট ও পাদস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না; ব্রহ্মহত্যা দৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, পক্ষিয়াদিক গোঘ্রাত অন্ন ও গণিকার ভোজন করিবে না। শূদ্র, শস্ত্রবিক্রয়ী ও পুরোহিতের অন্ন ত্যাগ করিবে।

৬৩। পলাণ্ডু, লশুন, গৃঞ্জন (গাঁজর), ছত্রাক (বেঙের ছাতি), ও অমেধ্য প্রভব বস্তু ভক্ষণ করিবে না।

৬৪। লোহিত বৃক্ষ নির্য্যাস (খদিরাদি) খেজুর রস, চালিতা, নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধের ছেনা ক্ষীর; তিল মিশ্র অন্ন, সংযাব দুগ্ধ (ক্ষীর, গুড় ও গোধুম চূর্ণমিশ্র), অনর্চ্চিত মাংস, অনিবেদিত হবিঃ ও নৈবেদ্য, অনির্দ্দশা গাভীর দুগ্ধ, ভেড়ার দুগ্ধ, উষ্ট্রী দুগ্ধ, ঋতুমতী ও বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ, মহিষী ভিন্ন সমস্ত বন্য পশুর দুগ্ধ ভক্ষণ করিবে না।

৬৫। মাংসাশী পক্ষী, গ্রাম্যপক্ষী, পারাবতাদি ও টিট্টিভ শাবক ভক্ষণ করিবে না।

৬৬। চটক, প্লব, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্য কুক্কুট, সারস, দাত্যূহ, শুক, সারিকা, রজ্জুবাল, দার্ব্বাঘাট প্রভৃতি প্রতুদ জাতি. শ্যেনাদি প্রভৃতি জালপাদ জাতি, কোযষ্টিক, নখবিষ্কির জাতি, মত্ত প্রভৃতি মৎস্যাশী. শুষ্ক মাংস, বক, বলাকা, দ্রোণ কাক, খঞ্জন, নক্র প্রভৃতি জলজন্তু, বিড়্বরাহ ও মৎস্য ত্যাগ করিবে।

৬৭। যাহারা একাকী চরে, তাহাদিগকে, অজ্ঞাত মৃগ পক্ষীদিগকে ও শশকাদি ব্যতীত পঞ্চ নখ ভক্ষণ করিবে না।

৬৮। যথার্থ কাম বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দিবে না।

৬৯। মদ্যপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, ভর্তৃবিচ্ছেদ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকাল নিদ্রা ও অন্যগৃহে বাস, এই ছয়টী চরিত্র দূষক স্ত্রীলোকে ত্যাগ করিবে।

৭০। স্ত্রী দেহ, মন, বাক্য ও কার্য্য দ্বারা পতির ব্যভিচার করিবে না।

৭১। পতি প্রবাসে গেলে, হাস্য, পরগৃহে গমন, উৎসব দর্শন, কেশ সংস্কার ইত্যাদি করিবে না।

ইসাই শাস্ত্রে।

১। চর্ব্বি বা রক্ত খাইবে না।

২। সাক্ষ্য দিবার সময় কিছু গোপন করিবে না।

৩। শপথ করিবে না।

৪। যে সকল পশুর খুর দ্বিখণ্ডিত নহে বা যাহারা রোমন্থন করে না এমন পশুর মাংস খাইবে না। যথা শশক, শূকর।

৫। যে সকল জলজন্তুর আঁইস বা ডানা নাই, তাহা খাইবে না।

৬। পক্ষিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি খাইবেনা —চিল, দাঁড়কাক, পেচক, শকুনি, কোকিল, রাজহংস, বক, বাদুড়।

৭। পূর্ব্বোক্ত জন্তুগুলির মৃতদেহ স্পর্শ করিবে না।

৮। যে সকল জন্তু গুঁড়ি মারিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে নকুল; ইন্দুর, কচ্ছপ গহবরগী, টিকটিকি; শামুক, ছুঁচা যেন।

৯। যে সকল জন্তু গুঁড়ি মারিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে যাহারা পেটে হাঁটে বা চারি পায়ে বা আরও বেশী পায়ে চলে, সে সকল জন্তু খাইবে না।

১০। যে কেহ তোমার নিকট সম্পর্কীয়, তাহাকে অভিগমন করিবে না। যথা পিতা, মাতা, পিতার স্ত্রী, ভগিনী, পিতার কন্যা, মাতার কন্যা, পুত্রের কন্যা, কন্যার কন্যা, পিতার স্ত্রীর কন্যা, মাতার ভগিনী, পিতার ভ্রাতা, পিতৃব্য পত্নী পুত্রবধূ; ভ্রাতৃ জায়া।

১১। কোন স্ত্রীতে অভিগমন করিয়া তাহার কন্যা বা পৌত্রী বা দৌহিত্রীতে অভিগমন করিবে না।

১২। পত্নীকে কষ্ট দিবার জন্ত তাহার ভগিনীর কাছে লইয়া গিয়া তাহাকে উলঙ্গ করিবে না।

১৩। অপবিত্রাবস্থায় কোন স্ত্রীতে অভিগমন করিবে না।

১৪। প্রতিবেশীর স্ত্রীতে অভিগমন করিবে না। ঈশ্বরের নামের অপব্যবহার করিবে না।

১৫। কোন পশুতে অভিগমন করিবে না।

১৬। পুতুল পূজা করিবে না বা ধাতু দ্রব্য দ্বারা দেবতা নির্ম্মিত করিবে না।

১৭। চুরি করিবে না। মিথ্যা কথা কহিবে না। ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিবে না, প্রতিবেশীকে প্রতারণা করিবে না। বলপূর্ব্বক প্রতিবেশীর কোন দ্রব্য লইবে না বা অপহরণ করিবে না।

১৮। মজুরের পারিশ্রমিক প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি আটকাইয়া রাখিবে না।

১৯। কালাকে অভিশাপ দিবে না। অন্ধের পথে প্রতিবন্ধক রাখিবে না। অন্যায় বিচার করিবে না।

২০। স্বজাতকে ঘৃণা করিবে না। প্রতিবেশীকে ভৎর্সনা করিবে না। আবার তাহাকে পাপ করিতে দিবে না। প্রতিশোধ লইবে না। তোমার স্বজাতির সন্তানগণের বিরুদ্ধে মনে মনে আক্রোশ রাখিবে না।

২১। নানা প্রকার বীজ মিশ্রিত করিয়া বপন করিবে না; পশম ও সূতা মিশ্রিত বস্ত্রে পোষাক প্রস্তুত করিবে না।

২২। যে স্ত্রীলোক ক্রীতদাসী এবং স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই বা যে বাগদত্তা হইয়াছে, তাহাকে অভিগমন করিবে না।

২৩। কোন বৃক্ষ পুঁতিয়া চারি বৎসর তাহার ফল খাইবে না।

২৪। রক্ত মিশ্রিত করিয়া কিছু খাইবে না।

২৫। যাদু করিবে না।

২৬। মস্তকের কেশগুলি গোল করিবে না। দাড়ির ধার গুলি কাটিবে না। নিজের গাত্রের উপর কিছু দাগ করিবে না।

২৭। নিজের কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করাইবে না। যাদুকর বা ডাইনদিগের নিকট যাইবে না।

২৮। তোমার দেশে কোন বিদেশী লোক, আসিলে তাহাকে বিরক্ত করিবে না।

২৯। মাথা একেবারে কেশহীন করিবে না। দাড়ির কোণ একেবারে কামাইয়া ফেলিবে না।

৩০। বেশ্যা, ধর্ম্মহীনা বা পতিপরিত্যক্তা স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে না।

৩১। যাহা কিছু আঁচড়ান, ক্ষত, কর্ত্তিত, তাহা ঈশ্বরকে দিবে না।

৩২। গাভী হউক বা মেষ হউক, মাতা ও শিশুকে একদিনে হনন করিবে না।

৩৩। ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ না করিয়া রুটী বা শুষ্ক শস্য বা কাঁচা শীষ কিছুই খাইবে না।

৩৪। ৭ম মাসের ১ম দিনে কোন কার্য্য করিবে না। আর ঐ মাসের ১০ দিন পর্য্যন্ত কোন হীন কর্ম্ম করিবে না। সুগুণী দাস, ১৩১৬

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অন্যান্য গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে।

[illegible] নম্বর ও [illegible] [illegible] [illegible] আছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৬৬০ শ্রীযুক্ত যেসোহাকিম আহমদ, হেঃ পঃ
দেবীপিওর হাই স্কুল ৩০।১।১১
১৬৬১ " অমৃত লাল চৌধুরী, পাবনা ঐ
১৬৬২ " ইমান আলি সাহেব, গোয়ালাড়ী ঐ
১৬৬৩ " শ্রীরামপুর হাইঃ স্কুল ঐ
১০৩৪ " রায় মোহন ঘোষ, বাগবাড়ি ঐ
১৬৬৪ " শশিভূষণ দাস, চৌপল্লী ঐ
১৬৬৫ " ঠাকুর দাস মজুমদার রামপুরহাট
জি, ই, স্কুল ঐ
১৩১ " হেঃ মাঃ মানিকদহ স্কুল ঐ
১৬৬৬ " শ্যামাচরণ মুখোঃ,
হেঃ মাঃ ঝিটকা স্কুল
৮৭ " নীরদ চন্দ্র মজুমদার, দোগাছি ঐ
৭৫৫ " হেঃ পঃ হাবড়া উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১১০৭ " হেঃ মাঃ কাজীপুর মাইঃ স্কুল ঐ
১৩৭ " মহম্মদ নিয়াজ মণ্ডল,
হেঃ পঃ আবাদপুর স্কুল ঐ
৮৬ " ব্রজলাল বন্দ্যো
হেঃ মাঃ হালসা মাইঃ স্কুল ঐ
১৬৬৭ " হেঃ মাঃ ধনকুলি মাইঃ স্কুল ঐ
১৬৬৮ " হাজরাপুর, দেওগ্রাম মাইঃ স্কুল ঐ
১৬৬৯ " অমর চন্দ্র চৌধুরী, বন হুগলি ঐ
১৬৭০ " যোগেন্দ্র নাথ চট্টোঃ পটুয়াখালী ঐ
১৬৭১ " শরচ্চন্দ্র পাল, পাঁকাহাইল ঐ
৭১১ " আবদুল জব্বর,
সাঃ পোঃ ঠাকুরকোণা ঐ
১১২০ " অম্বিকা চরণ রায়, পাইকপাড়া ঐ
১৬৭২ " অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হেঃ মাঃ
কাঁসিয়েণ্ডা ফক ট্রেনিং ২৮।২।১১
১৬৭৩ " অপূর্ব্ব চরণ চক্রবর্ত্তী,
ফেনী হাই স্কুল ঐ
১৬৭৪ " হেঃ মাঃ রামনগর মাইঃ স্কুল ঐ
১০২৭ " হেঃ পঃ কলাই মধ্যঃ স্কুল ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে [illegible] [illegible] [illegible] দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। *Educational Gazette Chinsurah.*

প্রাপ্তপত্র

(সম্পাদকীয় মতামত নহে)

তীর্থযাত্রা [১৮০]

বস্তুতঃ কলাকৌশলী হইয়া, নিজ বুদ্ধিবলে যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাতে আরম্ভের বাধায় প্রায় লজ্জিত হইয়া পড়িতে হয়, এবং তাহা প্রায়ই দুঃখ, অনুতাপে পরিণত হইয়া থাকে। ইহার একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ যতদূর আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা বিবৃত করা হইতেছে-

কোন এক ভদ্র সন্তান বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে অবস্থিতি করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বধর্ম্মে আস্থা না থাকায় তাঁহার পত্নী তাঁহাকে সুপথে আনিবার জন্য যত্ন পাইতেন, তাহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও পতির তাহা বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। ক্রমে এই বিরক্তির পরিণাম পতি-পত্নীর মধ্যে বিচ্ছেদ আনিয়াছিল: পতি দারাপুত্র পরিবার বিসর্জ্জন দিয়া ভিন্নদেশে চলিয়া গেলেন। পতিসেবাপরায়ণা পত্নীর তাহা সহ্য হইল না। তিনি তখন পতির অনুসরণে বহির্গত হইয়া, তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখেন পতিদেব, পরদার গ্রহণ করিয়া বিলাসসুখে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। তাহয়া তাঁহার তখন দুঃখের আর সীমা রহিল না। অতঃপরত তাঁহার জন্য যখন তাঁহার সকল যত্ন বিফল হইল তখন তিনি যৎসামান্য বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া কাশীবাসিনী হইলেন। কথাটী লোকসমাজে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া মহাপুরুষ কিছুকাল নিভৃত নিকেতনে অধিবাস করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে নির্গুণ নহেন, এক প্রকার চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে যথেষ্ট বহুদর্শিতাও জন্মিয়াছিল। তাই তাহাই অবলম্বন করিয়া দীন দুঃখীদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার যশঃসৌরভ তাহার জন্য বিস্তারিত হইয়া পড়িল। তখন কি ভদ্র, কি দরিদ্র সকলেই তাঁহার বাধ্য হইয়া উপকৃত হইতে লাগিল। এই হেতু তিনি উৎসাহিত হইয়া, সাধারণের হিতার্থ, এক দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া বসিলেন। চিকিৎসালয় উন্মুক্ত করিবার দিন যে এক বৃহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে স্বীকার করিলেন, এই কার্য্যের জন্য তিনি তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিতেছেন। এবং তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য কয়েকজন গণ্য মান্য ব্যক্তিকে ট্রষ্টীরূপে নিযুক্ত করিতেছেন।

তাহার পর সেই ট্রষ্টীদিগের হস্তে কার্য্যাধিকার প্রদান করিয়া কিছুদিনের জন্য দাতা স্থানান্তরে গমন করেন। এই অবসরে ট্রষ্টীগণ ন্যায়ানুসারে সকল কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই কার্য্য সকল দেখিয়া দাতার চক্ষু খুলিয়া গেল। তাহারও বিবরণ অদ্ভুত। চিকিৎসালয়ের আরম্ভিক কার্য্য দেখিয়া এক ধনবান এক সহস্র টাকা মূলধন দান করিয়াছিলেন, আরো কেহ কেহ কিছু কিছু এককালীন দান করিলেন। তাহাতে চিকিৎসালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। নিযুক্ত ডাক্তারের কার্য্য কুশলতা দর্শন করিয়া, ট্রষ্টীগণ তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, স্থল বিশেষে ডাক্তার পুরস্কারও পাইতে লাগিলেন। তাহা লইয়া প্রথমে মতান্তর উপস্থিত হয়, দাতা কহেন উহা দাতব্যালয়ের প্রাপ্য, ট্রষ্টীগণ কহেন, উহা ডাক্তারের নিজ উপার্জ্জিত ধন, উহা দান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ভারতের অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, তাহা খণ্ডাইবে কোথায়?

এই মত বৈচিত্র্য দেখিয়া দাতা নিজের ভাণ্ডার নিজের করায়ত্ত করিয়া লইলেন। তাহা দেখিয়া ট্রষ্টীগণ উদাসীন হইয়া পড়িলেন, সুযোগ্য সম্পাদক অগত্যা হস্ত সংকোচ করিতে বাধ্য হইলেন। এই অবসরে দাতা তাঁহাদিগের নামে এক ভিক্ষার ঝুলি বাহির করিলেন। ডাক্তারকে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিবার একান্ত প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার উপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ দিয়া তাঁহাকে রাজী করিলেন। এদিকে এক সপ্তাহ না যাইতে তাঁহাকে বিদায় পত্র দিয়া বাহির করিলেন। সম্ভবতঃ গোল এই স্থানে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। ট্রষ্টীগণ তাহা শুনিয়া অবাক হইলেন। সাধারণে এই কার্য্য কারণে বিশৃঙ্খলতা দর্শন করিয়া হাত গুটাইলেন। তখন দাতার চাতুরী প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এখন ইহার পরিণাম আরো কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

এখানে দাতার মনের ভাব আর লুক্কায়িত নাই। এই সামান্য বিবরণী পাঠ করিলে বেশ বোধ হইবে, দাতা আগের বংশে স্ত্রীপুত্রদিগকে পথে বসাইবার জন্য এইরূপ একটা ভান করিয়াছিলেন, তাহার পর ভগবান তাহার মতিগতি ফিরাইয়া দিয়া ঘরের দিকে টান পড়াইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বেও সাধারণে এই দানাধার দেখিয়া সুখী হয় নাই, এখনও কেহ ইহাতে দুঃখিত নহে। যাহাদের যাহা প্রাপ্য তাহারা তাহা পাইলেই সকলে সুখী হইবে এই আমাদের ধারণা। ঈশ্বর করুন—সেই অনাথা এখন সনাথা হইয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে ও নিরুদ্বেগে কাটাইতে সমর্থা হউক।

রাজতরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ

প্রজাদের সেই দারুণ দুঃসময় দেখিয়া রাজকুমার গোপালবর্ম্মার দয়া উপস্থিত হইল। তিনি এক সময় অবসর বুঝিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন।

পিতা পিতা! আপনি আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যে সময় বর দিতে উদ্যত হন তখন যে আমি সেইবর এখন আপনার কাছে থাকুক বলিয়া গচ্ছিত রাখিয়াছি আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়াই আমি এখন সেই বর চাহিতেছি।

প্রভু! আপনি রাজ্য মধ্যে নানাকর্ম্মে কায়স্থদের নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা অর্থ সংগ্রহের নিত্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন। ইহাতে সাধারণের এরূপ দারুণ অন্নাভাব ঘটিয়াছে যে প্রাণ বায়ু মাত্র অবশিষ্ট আছে। সকলেই এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়াছে। ইহা কি দেখিতেছেন না?

পিতৃদেব! এরূপ প্রজাপীড়নে ঐহিক পারত্রিক কোন প্রকার হিতলাভেরই সম্ভাবনা নাই। যদি বলেন পরকালের কথা দেখা যায় না, সুতরাং সে বিষয় বলিতে কিরূপে সাহসী হও; আচ্ছা সেই দৃষ্টের পারত্রিক কথা ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু বর্ত্তমানে এখানে এই সকল কুকার্য্যে অনিষ্ট ভিন্ন আরতো কিছুই দেখা যাইতেছে না।

একদিকে প্রজাপুঞ্জের ব্যাধি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অসংখ্য বিপদ, অপর দিকে প্রতিপালক রাজেশ্বরের সর্ব্বগ্রাসী লোভ, ইহাতে উত্তরোত্তর দুঃখ বাড়াই বাড়িতেছে। যে রাজা লোভের একান্ত বশীভূত তাহার ঐশ্বর্য্য শীঘ্র বিলয় বলিয়া কেহই প্রশংসা করেন না, যেমন অকালে গাছের ফুল দেখিলে কেহ কি তাহাতে ফলের সম্ভাবনায় আদর করিয়া থাকেন।

রাজ্যেশ্বরের মধুর বাক্য ও দান সংসারকে বশ করিয়া রাখে সত্য, কিন্তু লোভ আসিয়া যদি উহার আগে আগে বিক্রম প্রকাশ করে তবে ঐ দুইটিরই বিনাশের নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া থাকে।

যেমন আকাশে জলধর আসিয়া যেমন কালের দিবসের প্রতাপ পরিণাম ও সৌন্দর্য্যকে খর্ব্ব করিয়া দেয় তেমনি রাজাদেরও লোভ আসিয়া জুটিলে প্রতাপ উত্তর কাল ও সমৃদ্ধিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। আরও একটী সত্য প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, যে ব্যক্তি দায় হইবার ভয়ে উত্তম ছাড়িয়া দেয় তাহার জাতিরাই ক্রমে উন্নত হইয়া উঠে। এবং যে প্রভু উপকৃত হইয়াও প্রত্যুপকার করিতে কাতর হন তাঁহার কোন ভৃত্যই প্রিয় কার্য্য করিতে অগ্রসর হয় না। কিম্বা যে রাজার ধনরত্ন রাশীকৃত হইয়া কেবল জমিতে থাকে তাহার পরমাত্মীয়েরাও জীবন পর্য্যন্ত নাশ করিতে চেষ্টা পায়। তেমনি যাহার লোভ উন্নত হয়, সেই দুষ্টরাজার পরমশক্রর মত ঐ লোভ সকল অনিষ্টই সহজে সবলে সাধন করিয়া থাকে।

"হে নরনাথ! রাজার ভাণ্ডারমোচনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়া এই যে সংবাহনামে নূতন কর বসান হইয়াছে উহা সাধারণের প্রবল শত্রুর মত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং একমাত্র লোভমূলক এই নূতন কর ভার উঠাইয়া দিউন।

শঙ্করবর্ম্মা পুত্রের এবম্বিধ সৌজন্যপূর্ণ সত্তেজ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্তে অধরোষ্ঠকে শুভ্র করিলেন ও মৃদুভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন।

হে বৎস! তোমার সৌজন্যপূর্ণ সুকোমল কথাগুলি আকৃতির অনুরূপই হইয়াছে, তোমার কথা আজি বহুপূর্ব্বের যে এক ঘটনা আমার অন্তরে স্মরণ করাইয়া দিতেছে তাহা শুন! দেখ বাপ! শিশুকালে আমার অন্তর দয়াপূর্ণ ছিল বলিয়া তোমারই মত প্রজা বাৎসল্য প্রচুরভাবে পোষণ করিত।

শৈশবে আমার পিতা দারুণ গ্রীষ্মের সময় আমাকে কম্বল প্রভৃতি গরম কাপড় ব্যবহার করিতে ও প্রবল শীতে পাতলা বস্ত্র পরিতে দিতেন এবং জুতা খড়ম না দিয়া আমাকে পায়ে হাঁটাইয়াই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইতেন।

এক দিন মৃগয়ার সময় পিতারই আদেশে ঘোড়ার সঙ্গে ছুটিতে লাগিলাম, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল, দারুণ ক্লেশে আমার অন্তঃকরণ চক্ষুর্দ্বারে বাষ্প প্রকাশ করিয়া নিজের বেদনা জানাইল। ইহা দেখিয়া অগ্রেসর বান্ধবরা পিতাকে কঠোর বাক্যে ভৎসনা করিল।

তাহাতে পিতা মহাশয় এই উত্তর দিয়া ছিলেন আমি অতি রাজার ছেলে থাকিয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছি, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কালে সেবকদের সেবাকর্ম্মের যাতনা অনুভব করিতে পারি, কারণ সে কষ্ট আমার ভোগ হইয়াছে এবং সেই জন্যই আত্মজকে এই কষ্ট পাওয়াইতেছি। কারণ এই বালক নিজে শারীরিক কষ্ট ভুগিয়া থাকিলে পরের এরূপ ক্লেশ সহজেই বুঝিতে পারিবে। আর যদি এই বালক রাজার পুত্রের মতই বিনা চেষ্টায় বিনা ক্লেশে ঐশ্বর্য্য পাইয়া ভোগাসক্ত হয় তখন জন্মাবধি সুখী থাকায় এরূপ মূঢ় হইয়া পড়িবে যে আর পরের কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই বুঝিবেনা, তাহাতে লোকের অভিশাপে পড়িয়া শ্রীভ্রষ্ট হইতে পারে।

দেখ বৎস! এইরূপ নানা সুকৌশলে যে আমি পিতা কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়াছি সেই আমার ও আজি রাজপদে বসিয়া ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে এরূপ অজ্ঞতা হইয়াছে যে, প্রজাদের যাতনা দিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না যেমন জীব মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিলে গর্ভবাস কালের কঠোর যাতনা ভোগ ভুলিয়া যায় তেমনি আমিও রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছি, শৈশবে প্রত্যক্ষ দেবতা পিতার কাছে শিক্ষিত সুনীতি সকল একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি।

বৎস! তুমিই আজি আমাকে একটী এই বর দাও যেন তুমি রাজ্য পাইয়া এরূপেক্ষা অধিক প্রজাপীড়ন না কর।

কুমার গোপালবর্ম্মা পিতার বাক্যের শেষ অংশে এইরূপে উপহাস প্রাপ্ত হইলেন; সন্নিহিত ধূর্ত্ত রাজকর্ম্মচারীরা পরস্পরের মুখের দিকে পরস্পরে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে লাগিল এবং কুমারের মুখে তাহাদিগের দৃষ্টি পড়িলে তিনি পিতৃকৃত উপহাস মনে করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন।

পুত্রের প্রতি রাজার ঈদৃশ দুর্ব্যবহার দেখিয়া নিত্য সভাসদ ভট্ট বিখ্যাত কবিরা পাছে কোন দিন অপমানিত হইয়া বাহির হইতে হয় এই ভয়ে আগেই সেই গুণিগণের সংসর্গে পরাঙ্মুখ রাজাকে ছাড়িয়া জীবিকার জন্য উপায়ান্তর গ্রহণ করিলেন।

সেই পাপমতি নৃপতির কাছে সুকবিদের আর জুটিল না, কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহে সামান্য একজন ভারিক (মুটে) নবই দুই হাজার স্বর্ণ মুদ্রা বেতন বার্ষিক বড় পদে নিযুক্ত হইয়াছিল।

ঐ মুটে যে কয়টুকু ছোটলোক ও নীচমূল্যে করিয়াছিল তাহা ইহা সকলই প্রকাশ হইয়া ছিল যে তাহার পামরের মত অসংলগ্ন কথা ছিল কখন সে তদ্রোচিত পরিশুদ্ধ কথা কহিতে পারিত না।

তাঁহার মন্ত্রী সুখরাজের পুত্র বাকী লোপ রাজার প্রাণবন্ধু ছিল। তিনি রাজের আগাতে ভর্ৎসনা দেখাইয়া রাখিতেন ও অবিরত সভার চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন বলিয়া সর্ব্বদাই নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতেন। তিনি আর্য্য ব্যক্তির উপযুক্ত সুপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই সভায় উপস্থিত থাকিতেন কিন্তু তাঁহার এই বেশ ঐ অবিনীত রাজার মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত হওয়ায় তিনি নটদের সঙ্গের মত লাঞ্ছনাই পাইতেন, আদর গৌরবের বিন্দুমাত্র লাভ করিতেন না।

সদালাপ (৩৩)

(১৫১) দেশের উন্নতি কিসে হইবে? (বিভিন্ন মতের মীমাংসা কোথায়) — কাহারও মতে বর্ণভেদ প্রথা উঠাইয়া দিয়া ভারতের সকলেই—ব্রাহ্মণ ও পরিয়া, চৈনিক ও পাশ্চাত্য বিবাহ সূত্রে মিলিলে ভারতের উন্নতি হইবে। কেহ বলেন তভটা ভাল নয় তবে ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্রই এক, উহাদের নিজেদের ভিতরে প্রভেদ রাখা উচিত নহে। সেইরূপ অন্যান্য বর্ণেরও মধ্যে প্রাদেশিক বিভিন্নতা মিটান সর্ব্বাগ্রে চাই। কাহারও মতে কল কারখানা শিল্প বাণিজ্য ব্যতীত ভারতের উন্নতি হইবে না। কাহারও মতে সর্ব্বসাধারণে—স্ত্রীপুরুষ সকলেই—শিক্ষিত না হইলে উন্নতি হইবে না। কাহারও মতে সকলেরই খৃষ্টান বা সকলেরই মুসলমান বা সকলেরই ব্রাহ্ম অর্থাৎ সকলেরই একধর্ম্মাবলম্বী হওয়া চাই। কেহ বলেন ইংরাজী শিক্ষার চর্চ্চা বৃদ্ধিতেই উন্নতি হইবে। কেহ বলেন হিন্দীভাষা সমগ্র ভারতের ভাষা না হইলে চলিবে না। কেহ বলেন সংস্কৃত এবং আরবী অধিকতর প্রয়োজনীয়। এ সকল কথার ভিতরে সাধারণ উদ্দেশ্য বিবাহে, ধর্ম্মে ভাষার শিক্ষায় অধিকতর সম্মিলন এবং সংসারের কার্য্যে অধিকতর উদ্যম। তবেই আসল কথা সম্মিলন ও উদ্যম। সুতরাং বিবাহে বা ধর্ম্মে মিলিতে না পারিলেও সহানুভূতিতে ইংরাজ ক্যাথলিক ও ইংরাজ প্রোটেষ্টাণ্টের ন্যায় দেশের কাজে সকলের মধ্যে মিল হওয়া চাই এবং উহাদের ন্যায় স্ত্রীপুরুষ সকলেরই শিক্ষা ও উদ্যম চাই। কিন্তু এ সকলও অনেকটা বহিরঙ্গের

কথা। প্রকৃত কথা এই যে, ভারতবাসীকে "ভাললোক" হইতে হইবে। সত্যবাদী, সুসংযত, উদ্যমশীল, স্বদেশভক্ত, স্বধর্মরত, উদারমনা, দ্বেষহিংসাবর্জ্জিত, সুশিক্ষিত, কর্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে। ঐরূপ ভাল লোকের সংখ্যা, যে সমাজে বর্দ্ধিত হয় সেই সমাজেরই উন্নতি হয়। শুদ্ধমতি এবং সদাচারসম্পন্ন হওয়ার জন্য ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন হয় না, এবং ভাল লোকের আপনা হইতেই সৎকার্য্যে সম্মিলন হইয়া থাকে।

একজন মুসলমান মৌলবী বলিয়াছিলেন প্রকৃত ভাল হিন্দুর, ভাল মুসলমানের, ভাল খৃষ্টানের এবং ভাল বৌদ্ধের কোন বিবাদই নাই। যাহারা ধর্ম্মের "নাম" ধরে, কাজ (চিত্তশুদ্ধি) অন্তঃস্থলে করে না, তাহারাই ঝগড়া করিয়া থাকে; তাহারাই সৎকার্য্যে উদ্যমহীন এবং তাহারাই সত্যভ্রষ্ট। ভাল জাতের কুকুরে অপর কুকুর দেখিলেই ঘেউ ঘেউ করে না, সাধারণ কুকুরেই তাহা করে।"

মন ভাল কর, কাজ সব রকমেই ভাল হইবে। তখন তোমাকে কষ্ট না দিয়াও লোকের সহিত সম্পূর্ণ প্রীতিপ্রবণতা আসিতে পারিবে। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বা সৈয়দের বংশের অর্থাৎ অন্য কিছুরই গর্ব্ব করেন না। তাঁহারাই জানেন একদিন মাটিতে দেহ পরিণত হইবে তাই এখন হইতেই তাঁহারা মাটির মানুষ। ঈর্ষাপরায়ণ মূর্খদিগের—যাহাদিগের জাত্যভিমান এবং ধর্ম্মধ্বজতা ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি নাই—তাহারাই গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

"ধর্ম্ম প্রচারকগণের" ভিতরে ভাল হওয়ার জন্য লিখিত হইয়াছে :—

যদা বিশুদ্ধমতিরত্র জায়তে
যদা পবিত্রা প্রকৃতি বিলোক্যতে
যদা সত্যং পূর্ব্ববিদ্ভিঃ সমাদৃতঃ
তদাভবেদুন্নতিরত্র জায়তে ॥

হিন্দু, মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, রাধাস্বামী পন্থী, পার্শি আর্য্যসমাজী সকলেই স্ব স্ব কুলধর্ম্ম পালন করিয়া এবং জন্মভূমির প্রতি ভক্তি পোষণ করিয়া সকল সম্প্রদায় একজোটে উন্নত করুন। সৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলেই সকলেরই মানসিক উন্নতি হয়—যেমন কাশী শ্রীভগবানের তীর্থে সৎপথে [illegible] সময় সকলেই সর্ব্বোচ্চ এবং তুল্যমূল্য (প্রবাদ বৈভবা চক্রে সর্ব্বেবর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ)। [illegible] নিম্নস্তরের উন্নতি সাধন জন্য পূর্ব্বোক্ত সকল ধর্ম্মাবলম্বীরাই যথাসাধ্য চেষ্টার দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন করুন। হিন্দু সাধুগণের সংখ্যা বাড়িল, কি মুসলমান সাধকের সংখ্যা বাড়িল, বা দেশীয় খৃষ্টান সাধকের সংখ্যা বাড়িল তাহার জন্য খুঁৎখুঁৎ বা ঈর্ষাপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণব গোস্বামী মুসলমান মৌলবী, খৃষ্টান পাদরী দশনামী সন্ন্যাসী, ব্রাহ্ম প্রচারক, আর্য্য সমাজী প্রভৃতি যাঁহারাই নিম্নস্তরের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং করিবেন তাঁহারাই দেশের প্রকৃত উপকার করিতেছেন এবং করিবেন। ধর্ম্মজ্ঞানহীন নিম্নস্তরের লোকে যে ধর্ম্মই গ্রহণ করুক না কেন তাহাতেই একটু উন্নত হইবে। "এবিষয়ে" মুসলমানেরাই আধুনিক ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা উপকার করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী কাহার এবং উড়ে বা দুলে বেহারাগণ পাল্‌কী বাহিবার সময় কিরূপ মুখ খারাপ করে এবং নদীয়া অঞ্চলে সেই শ্রেণীর মুসলমান বেহারাগণ কিরূপে "গেল দিন, গেল দিন" বা "আল্লার নাম, "আল্লার নাম" বলিতে বলিতে শরীর ও মন পবিত্র করিয়া পাল্‌কী বহন করে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের সুস্পষ্ট বোধ হইয়াছে যে মুসলমান ভারতে আসিয়া এখানকার অধিবাসীদের নিম্নস্তরে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা কতটা সভ্যতা এবং ভব্যতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুরও এ বিষয়ে উদ্যম বৃদ্ধির প্রয়োজন।

ফলতঃ ভাল লোকের সংখ্যা বাড়িলেই প্রকৃত হিন্দু বা প্রকৃত মুসলমান বা প্রকৃত খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়িল বলিয়া ধরা যায়।

"স্বদেশী সকলেই যে ধর্ম্মেরই হউন না শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া জন্মভূমির গৌরবের কারণ হইতে পারেন।"—প্রত্যহ এই উদার ভাবে ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা দেশ শুদ্ধ সকল লোকেই করুন এবং সকলেই যথাযথ উদ্যমসহ আপন আপন কার্য্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করুন তাহা হইলেই দেশের অবস্থা দুই এক পুরুষের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হইবে। তখন ইংরাজই শাসনগণ দেশীয়দিগের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য ঐশীশক্তিতেই পরিচালিত হইবেন। আন্দোলন বা চীৎকার কিছুই করিতে হইবে না।

শ্রী১০৮ভাস্করানন্দ স্বামী দেশের উন্নতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন—"ভারতবাসীরা যেন একখানা বড় কাঠের তক্তা। উহাতে অনেকগুলি ভারী ভারী লোহার দণ্ড বাঁধা আছে বলিয়া এখন উহা তাহাদের ভারে জলের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে। উহাদের নানা প্রকার অধর্ম্মই সেই সব লৌহ দণ্ড। যেমন যেমন এক একটি লৌহ দণ্ড খসিয়া যাইবে (অধর্ম্ম হ্রাস হইবে) তেমনি তেমনি উহা আবার ভাসিয়া উঠিতে থাকিবে।" অর্থাৎ দেশের লোক ভিতরে "ভাল" হইলে তবে সমাজের উন্নতি হইবে।

ভগবানে এবং তাঁহার "সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে" গাঢ় প্রেম হইতে সত্য পালন, সদাচার, সংযম, উদারতা, উদ্যম এই সকল গুণ পুনর্ব্বার আসিতে পারে। স্থায়ী ও দৃঢ়ভাবে পুরুষানুক্রমে মন ভাল করিবার উহাই একমাত্র উপায়। সকলেরই একধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত বা এক ভাবাভাবী হওয়ার প্রয়োজন নাই। ভগবানের এই সুন্দর বাগানে সবগুলিই আমগাছ কেন হইবে? সব ভাল গাছই থাকুক, সকলেই জলসিক্ত হউক সকল গুলিই সতেজ থাকুক। সমগ্র মানব সমাজের ভিতরে একত্ব (সকলেই ভাল লোক হইয়া) প্রস্ফুটিত হউক। উহাতেই সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়। ভারত এই মহাতত্ত্ব পৃথিবীকে শিক্ষা দিবে। বহুর মধ্যে একত্বই কি বিশ্বের সর্ব্ব প্রধান তত্ত্ব নয়? সম্পূর্ণ একত্বের চেষ্টায় সৃষ্টি রক্ষা হয় না—মহাপ্রলয় হয়।

(১৬০) বালক কাল হইতে ভয় ভাঙ্গান (জল প্রভৃতি সম্বন্ধে)।—একটী বালক জাহাজে চড়িয়া বড়ই ক্রন্দন করিতেছিল। তাহাকে কোন উজীরের হুকুমে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার টানিয়া লওয়া হইলে সে বেশ চুপ করিয়া রহিল। শেখ সাদি এই বিষয়ের উল্লেখে বলেন যে ঐ কার্য্যে জল সম্বন্ধে উহার ভয় কমিয়া গেল এবং জাহাজ সম্বন্ধে উহার ভক্তির বৃদ্ধি হইল।

একদা একটী সরলমনা ছোট ছেলের জল সম্বন্ধে ভয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। বালকের নিজ বাটীতে একটী পুষ্করিণী থাকায় উহাকে সকলেই সেদিকে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেন। "ওদিকে যাইস্ না ডুবে যাবি!" ক্রমাগত এই কথা শুনিয়া শুনিয়া জলের কাছে গেলেই মহাবিপদ ঘটিবে উহার এই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ায় বাড়ীর সকলের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু এক সময়ে ৺কাশীতে রাজঘাট হইতে নৌকাযোগে যাওয়ার ব্যবস্থা হইলে বালক ৺গঙ্গার জল দেখিয়াই কাঁদিতে লাগিল। নৌকায় তুলিলে আছাড় খাইতে লাগিল। "ডুবে যাব" "ডুবে যাব" এই মাত্র রব। তাহার মাতা বুঝাইলেন "আমরা সকলে যাইতেছি তুমি এত ভয় কেন করিতেছ?" ক্রন্দনের সহিত উত্তর, "তোমরাও ডুবে যাবে।" ঘাটে কত লোক স্নান করিতেছে দেখান

হইল। জলে থাকিলেই লোকে ডোবে না বা মরে না বুঝাইবার চেষ্টা হইল। বলা হইল "ওরা কই ডুবেছে ?" সে কথা কে শোনে! বালক ক্রন্দন করিতে করিতে উত্তরে বলিল "এর পর ডুবে মরবে।" ইহাতে একবার সকলে হাসিল কিন্তু বালক কাঁদিয়া ফুঁপিয়া হৃৎপিণ্ডে দারুণ কষ্ট পাইতেছিল। পরদিন ৬ গঙ্গার ঘাটে উহাকে জোর করিয়া জলে ডুবাইয়া তোলার পরই জল সম্বন্ধে উহার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। এবং অল্পদিন পরেই জলে খেলা করিয়া অভ্যাস করিল যে প্রথম শিক্ষার ঐ ভয়টা ভাঙ্গায় অসুবিধা হইল। ঐরূপ সকল লোকেরই হয়।

বৃথা ভয়টা ভাঙ্গাই ভাল, কিন্তু সংযম ও সুবুদ্ধিতা এবং সাবধানতাও প্রয়োজনীয়। বিধি নিষেধে ও সুশিক্ষায় সংযম রাখিতে হয়। ফলতঃ "ডুবিয়া যাইবে" বলাই ভুল। "লক্ষ্মী ছেলে! জলের ধারে যেও না। বারণ করিলাম, এখন কথা না শুনিলে মন্দ ছেলে হইবে, কাহারও আদর পাইবে না" এইরূপ শিক্ষাপূর্ণ বিধি নিষেধই নির্দোষ পথ। ইহাতে যে ভয় তাহা বিধির অপালনের ভয়। অধর্ম্মের ভয়। ইহাই স্থায়ী ভয়। অন্য প্রকার বৃথা ভয় একবার না একবার উড়িয়া যাইবে!

যাহারই সাহস নাই সে সর্ব্ব কালে তাহার সম্বন্ধেই বৃথা ভয় করিয়া থাকিবে। রাজমিস্ত্রীরা নির্ভয়ে উচ্চ ভারার উপর চড়ে; শ্রমজীবীরা কারখানায় বিবিধ কলের ভিতর দিয়া নির্ভয়ে চলে, সাপুড়ের দ্বারা সাধারণভাবে বিষাক্ত সর্প লইয়া এবং সার্কেসে সিংহ ব্যাঘ্র লইয়া খেলা করে! বড় নদীর এবং সমুদ্রতীরের লোকের জল সম্বন্ধে ভয় কম; প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখায় ভারতবাসীর রোগে মৃত্যু সম্বন্ধে ভয় কম। ইয়ুরোপীয় এবং অন্যান্য [illegible] দেশের লোকের সামরিক মৃত্যুর সহিত সংস্রব এখন আমাদের অপেক্ষা অধিক—উহাদের অপঘাত মৃত্যু সম্বন্ধে ভয় কম; শ্মশানবিহারী যোগীদিগের মৃত্যু ক্রীড়ার বস্তু; জাপানীরা বালকদিগকে মহানিশায় শ্মশানে বেড়াইয়া আসার অভ্যাস করায়; সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ফেরিওয়ালা, সর্দ্দার, দারোয়ান, হোটেলের চাকর প্রভৃতি, পল্লীগ্রামের অনেক বড় বড় জমীদারদের অপেক্ষা ইংরাজদিগকে কম ভয় করে। কি ভাবে এবং কতটা মাত্র ইংরাজ হইতে ভয়ের কারণ আছে, আর কতটা অকারণ বিভীষিকা তাহা উহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়া বুঝিয়াছে।

একদা হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট কুক সাহেব গোঘাট থানায় ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক বুড়ী উচ্চরাস্তা হইতে তাড়াতাড়ি ঢালু দিয়া নামিতে গিয়া পড়িয়া গেল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "উহার কি মনে হইল যে উহার মাংস খুব নরম এবং তাহার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উহাকে আমি আস্ত খাইয়া ফেলিব! এত চওড়া রাস্তা হইতে অমন করিয়া নামিতে গেল কেন?"—অচেনা জিনিসে এমনি একটা অসঙ্গত ভয়ই হয়।

ভগবানের উজ্জ্বলদিক্—পুণ্যের দিক—ভয়শূন্য, এবং আনন্দময়। অন্ধকার দিক পাপের, নিরানন্দের, অশান্তির এবং কষ্টের দিক। স্বরূপ উপলব্ধিতে আর ভয় থাকে না। প্রকৃত পক্ষে কাহারই কিছু কোন প্রকার অনিষ্ট করিবার সাধ্য ত নাই। যাহা অনিষ্ট বলিয়া মনে হয় তাহাই কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া শেষে মুক্ত করে। সুতরাং সমস্ত শক্তির আধার মঙ্গলময়েরই উপলব্ধি সকল ভয়ের জিনিসের ভিতরেই করিতে চেষ্টা করিব। ভয়ের বিষয়কে একটু সাহস করিয়া ছুঁইলেই সে উপলব্ধি পাইবে। চাঁদের আলো এবং ছায়ার কেনা ভূত দেখিয়াছেন? এবং কেহই একটু সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকিলে সে ভ্রম দূর করিয়া লইতে পারেন নাই? তবে একথা ঠিক যে যেমন ভয় রাখিতে নাই, তেমন কোন মতেই সংযম ছাড়িতে নাই। সংযম ছাড়াই প্রকৃত দুঃখের ও ভয়ের কারণ।

(১৬১) অধর্ম্মে উন্নতি অস্থায়ী (রঘুনাথ রাও পেশোয়ার বংশ) রঘুনাথ রাও পেশোয়া এবং তাঁহার পত্নী আনন্দীবাই একান্ত ক্রূরমতি এবং অধার্ম্মিক ছিলেন। রঘুনাথ রাওয়ের চক্রান্তে পেশোয়ার শরীররক্ষী সেনাদের বিদ্রোহে পেশোয়া ও নারায়ণ রাও নিহত হইলে তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও মহাত্মা প্রথমবাজীরাও পেশোয়ার আসন কলঙ্কিত করিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। আনন্দীবাই সেই দিনই প্রকারান্তরে নারায়ণ রাওয়ের বিধবা পত্নীকে বধ করিলেন। তিনি তখনই প্রচার করিয়া দিলেন যে মৃত পেশোয়ার পত্নী বলিয়াছেন যে তিনি স্বামীর দেহের সহিত সহমৃতা হইবেন! পতির ঐরূপ মৃত্যুতে বজ্রাহতা সতীর নিকট তখন সংসার শূন্য বোধ হইতেছিল। জীবনে স্পৃহা বা কোন কিছুরই জ্ঞান ছিল না। যখন পরিচারিকাদের মুখে শুনিলেন যে তাঁহাকে সতী হইয়া নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য তাঁহার নিজের সহমৃতা হওয়ার কোন ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব্বেই অপরে সেই কথা রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছে, তখনই তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং বলিলেন "ভাইজু, এত দুঃখের ভিতর যে এত আনন্দের উপায় রহিয়াছে, আমার পাপ মন তাহা দেখিতে পায় নাই। আমি সকলের সকল দোষ মার্জ্জনা করিলাম। চন্দনে অপ্যায়িত শূন্য সেই আনন্দধামে অনন্তমিলনে থাকার চেয়ে প্রকৃত পক্ষে কিছুই ত প্রার্থনীয় নাই। রাজরাণী তথা বিধী হইয়া শত্রু পুরীতে অনাথা অবস্থায় থাকাতেই না কষ্ট!"

এই ক্রূরমতি দম্পতীর (রঘুনাথ রাও এবং আনন্দবাই এর) পুত্র শেষ বাজী রাও পেশোয়া তাঁহার অব্যবস্থিত চিত্তের, কুটিল মন্ত্রণার এবং কপট ব্যবহারের ফলে রাজ্যনাশ হইল এবং কানপুরের নিকট বিঠুরে ইংরাজরাজের পেনসনে সুদীর্ঘজীবন অশান্তিতে এবং কষ্টে কাটিল।

ইঁহারই দত্তক পুত্র রক্তপিপাসু নানা সাহেব। রঘুনাথরাও এবং শেষবাজীরাও অধর্ম্মে একবার খুব বাড়িয়া উঠিয়া ছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই। নানা সাহেবও মিউটিনির সময় বাস করে বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সাহায্যে খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। পেনসন বন্ধ করার জন্য গবর্ণমেণ্টের উপরে তাঁহার যে ক্রোধ হইয়াছিল তাহা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা যত ইংরাজকে হাতে পাইয়াছিলেন তাহাদের স্ত্রীপুত্র কন্যাসহ অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যাকাণ্ড সাধনা করিয়া "নানা" নামকে তিনি চিরদিনের জন্য স্বদেশীদিগের লজ্জার কারণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহাপাতকের ভার ভিন্ন আর কিছুই ত লাভ করিতে পারেন নাই! ইংরাজের রাজ্যও যায় নাই, ইংরাজের সংখ্যাও কমে নাই—পেশোয়া রঘুনাথরাওএর পৌত্রস্থানীয় নানা সাহেব পাপের ভরা পূর্ণ করিয়া সম্ভবতঃ নেপালের জঙ্গলে অনাহারে বা হিংস্র জন্তুর হস্তে মরিয়াছেন!

ধর্ম্মই ধারণ করে বা রক্ষা করে। সকল জাতির এবং সকলবংশের এবং সকল কালের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হইবে।

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃসপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অধর্ম্মের দ্বারাও লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার দ্বারা ইষ্টলাভ করে, এবং শত্রুদের জয় করে, কিন্তু শেষে সমূলে বিনষ্ট হয়।

আপাতমধুর পাপ কার্য্যকালে বটে।
পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে॥

[বোম্বাই] মালিকের হত্যাকাণ্ডের বিচার বিশেষ এজলাসে হইতেছে। আসামী রুকমী সেপয়াল যে একরার করিয়াছে উহা পড়িয়া শুনান হয়। ষড়যন্ত্র সমিতি কি ভাবে গঠিত হইয়াছে এবং হত্যাকার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইয়াছে, একরারে সে কথা বলা হইয়াছে। অপর সাত জন আসামীর একরার পড়িতে ৮ই মার্চ সমস্ত দিন [illegible] কাটিয়া যায়। প্রধান আসামী ক্যামারে আদালতকে জানায় যে, যে একরার সে করিয়াছে উহা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নহে। চীফ জজ বলেন যে, তোমার যাহা বলিবার আছে মোকদ্দমার শেষে [illegible]; এখন আসামীদের জেরা করিতে পার। উত্তরে আসামী বলে, সাক্ষীদের আমার কোন কথা জিজ্ঞাস্য নাই। কেবল মিঃ মর্গ্যানীকে (ম্যাজিষ্ট্রেট, একরার লিখিয়া আসামীদের বিচারার্থ পাঠাইয়া দেন) কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন। প্রধান বিচারপতি মহাশয় ইহাতে অনুমোদন করায় আসামী জিজ্ঞাসা করেন, "যখন বিবরণ লিখিয়া লওয়া হইতেছিল তখন মিঃ তাঁহার এ কথা বলিয়াছিলেন কি না যে, সকল ব্রাহ্মণের মাথা কাটিয়া লওয়া উচিত।" উত্তর—"না"। প্রশ্ন—"আপনি আমাকে গালাগালি দিয়াছিলেন কিনা এবং আমি প্রথম যে একরার করিয়াছিলাম তাহাই সত্য কি না।" উত্তর—"না"। প্রশ্ন—"মিঃ ভাতার একটা কাগজ হাতে লইয়া পড়িতে থাকিলেন এবং তিনি যাহা পড়িতে লাগিলেন সেই সকল কথাই আমি আওড়াইতে লাগিলাম, ইহা সত্য কি না?" উত্তর—"না"। বিচার চলিতেছে।

বোম্বাই আর্কিওলজি বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হেনরী কুসেন্স সম্প্রতি থর এবং পার্কার জেলার মিরপুর খাস নামক স্থানে বুদ্ধদেবের এক প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। মিরপুর খাসের উত্তরে বহুসংখ্যক মৃত্তিকাস্তূপ ও ইষ্টকাদি ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। অনেকেই উহাকে কোন প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া মনে মনে করিতেন। বর্ত্তমান সালের প্রথম ভাগে মিঃ কুসেন্স মিরপুরে গমন করিয়া এই সকল স্তূপাদি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন যে তৎসমুদয় নিশ্চয়ই বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইবে। তিনি আরও মনে করেন যে বৃহত্তম স্তূপটির মধ্যে হয় কোন বৌদ্ধ মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যাইবে, না হয় উহা কোন পবিত্র চিহ্নের উপর নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এই মনে করিয়া তিনি ঐ স্তূপটী খনন করিতে আরম্ভ করেন। [illegible] তারিখে ঐ স্তূপের মধ্যে বুদ্ধদেবের এক সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তিটি ব্যতীত আরও দুইটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে।

[সংবাদ] ২৫শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও সিন্ধু প্রদেশে ১৪৭৮ লোক প্লেগে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ১০৪৩ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ৩১ জনের প্লেগ হয়, মরে ২১ জন। বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতায় ২০ জনের হয়, সকলেই মারা যায়। ২৪ পরগণায় একজনের হইয়া একজনেই মারা যায়। এই ব্যক্তি স্থানান্তর হইতে ব্যারাম লইয়া আসিয়াছিল। বর্দ্ধমান বিভাগে হাওড়ায় ৩ জনের হয়, ৩ জনই মারা যায়। পাটনা ও ভাগলপুর বিভাগে ২৯০১ জনের প্লেগ হয়, মারা যায় ২৩৬১ জন। যুক্ত প্রদেশে ৮৬৭৬ জনের প্লেগ হয়, ৭৯৩৩ জন মারা যায়। পঞ্জাবে হয় ৪৫৭২ জনের, মারা যায় ৩৭৮৭ জন। ব্রহ্মে ৩৯২ জনের হয়, ৩৫৭ জন মারা যায়। মধ্য প্রদেশে ২০৫৫ জনের প্লেগ হয়, ১৫৮৩ জন মারা যায়। মহীশূরে প্লেগাক্রান্ত হয় ৮৭ জন, মারা যায় ৫৭ জন। হায়দ্রাবাদে ৬৩ জনের হয়, ৬২ জন মারা যায়। মধ্যভারতে ৪৫ জনের হয়, ২৫ জন মারা যায়। রাজপুতানা ও আজমীর মাড়বারে ২০৯০ জনের প্লেগ হয়, ১৮৩৩ জন মারা যায়। কাশ্মীরে হয় ৪৪ জনের, মারা যায় ১৫ জন। সপ্তাহকাল মধ্যে মোট ২২৪৩৪ জনের প্লেগ হয়, মারা যায় ১৮৯১২ জন।

ভাগলপুর তেজ নারায়ণ জুবিলি কলেজে বিএ শ্রেণীতে পাশ কোর্সের গণিত এবং পাটনা "ল" কলেজে প্রিলিমিনারী আইন এবং বি এল পড়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম কলেজ এবং রাজসাহী কলেজে বি এল পড়াইতে দেওয়া হইবে না, কারণ ঐ দুই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী বি এল পরীক্ষা দেওয়াইবার মত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই।

ময়মনসিংহ জামালপুরের হাঙ্গামার সময় ময়মনসিংহের অন্তর্গত গৌরীপুরের জমিদার বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী তাঁহার জামালপুরস্থ কাছারী বে-আইনীরূপে খানাতল্লাসী করা হইয়াছিল বলিয়া ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্লার্কের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবীতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ফ্লেচারের বিচারে ৫০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিলেন। মিঃ ক্লার্ক এই [illegible] আপীল [illegible]। [illegible] মিঃ [illegible] ডিসমিস [illegible] ডিক্রি বহাল রাখিয়াছেন।

মিঃ [illegible] [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি [illegible] করিয়াছেন, তৎপর [illegible] নিযুক্ত করেন। তিনি [illegible] রহিয়াছেন। কিছুদিন তিনি [illegible] তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বাবু নব গৌরাঙ্গ গুপ্ত পাবনায় একজন কবিরাজ। তিনি সেখানে ঔষধ বিক্রয় করেন। তাঁহার একটী ছাপাখানা আছে। ঐ ছাপাখানায় তাঁহার ঔষধের ল্যাবেল এবং [illegible] প্রভৃতি ছাপা হইয়া থাকে। অন্য কাহারও রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কিছু ঐ ছাপাখানায় ছাপা হয় না। কাজ বাড়িতে থাকায় নবগৌরাঙ্গ বাবু আর একটী ফ্লাটবেড মেশিন প্রেস খরিদ করেন। এই নূতন প্রেস খরিদ জন্য তাঁহার প্রতি স্বতন্ত্র ডিক্লারেশন ও ডিপজিট দিবার আদেশ হয়। নবগৌরাঙ্গ বাবুর পক্ষ হইতে উল্লিখিতরূপ কথা গুলি বলা হয় এবং আরও বলা হয় যে, "তিনি তাঁহার ছাপাখানার জন্য ছাপাখানা সংক্রান্ত সাবেক আইনানুযায়ী ডিক্লারেশন ১৯০১ সালে দিয়াছেন। একই ছাপাখানায় প্রেসের সংখ্যা বাড়াইলে যে, তাহার জন্য নূতন করিয়া আবার ডিক্লারেশন ডিপজিট দিতে হইবে, মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় নূতন আইনে সে কথা কিছুই বলা হয় নাই। বোম্বাইয়ে মিঃ এইচের আদালতে এতৎসংক্রান্ত যে মোকদ্দমা সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, সে নজিরও উপস্থিত ক্ষেত্রে দেখান হয়। এতদ্ব্যতীত বিচারপতি যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলেও তিনি ডিক্লারেশন ও ডিপজিট দেওয়ায় অব্যাহতি দিতে পারেন। এ কথাও বলা হয়। সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র সেন এম এ, মহাশয়ের নিকট এই বিষয়ের শুনানি হয়। তিনি নবগৌরাঙ্গ বাবুকে নূতন করিয়া ডিক্লারেশন ও ডিপজিট দেওয়া হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত বেলগাঁও নামক স্থানের "[illegible]" ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত [illegible] ৫০ খানা [illegible], যে ছাপাখানা হইতে উহা ছাপা হইয়াছিল সেই ছাপাখানার নাম উহাতে ছিল না বলিয়া উক্ত ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীর

কৃষিবোধ।

আবক্তে [illegible] শিকড়—

(১) [illegible] আবক্ত [illegible] [illegible] শিকড়ের [illegible] বাটিয়া [illegible] প্রস্তুত করিবে, [illegible] মধ্যে একটী [illegible] জলের সহিত খাইবে।

(২) [illegible] পাতা [illegible] করিয়া তাহার [illegible] করিলে [illegible] হয়।

(৩) সব [illegible] জল ও [illegible] পাতার রস একত্র [illegible] খাইবামাত্র যে [illegible] আরাম [illegible] হয়, আরোগ্য হয়।

কৃমি রোগে—[illegible]—

(১) তেপাতে পাতার রস এক তোলা ও মধু [illegible] একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উপকার হয়।

(২) বিড়ঙ্গের গুঁড়া মধুর সঙ্গে খাইলে সকল প্রকার কৃমি আরোগ্য হয়।

(৩) কৃমির জন্য পেট কামড়াইলে এক পোয়া [illegible] পাতা আর হিং [illegible] একত্র [illegible] ছেঁচিয়া তাহাতে একখানি [illegible] করিয়া আগুনে সেঁকিয়া গরম থাকিতে থাকিতে রোগীর পেটের উপর বসাইয়া দিলে উপকার হইতে পারে।

নালীঘায়ে মানকচুর শিকড়।—

(১) মানকচুর শিকড় ও সমপরিমাণ [illegible] একত্র বাটিয়া উত্তপ্ত করতঃ ক্ষত স্থানে লাগাইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

২। [illegible] ডাল ভাঙ্গিলে যে দুধের মত শ্বেতবর্ণ পদার্থ নির্গত হয়, সেই পদার্থ নালী ঘায়ে দিলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। [পরীক্ষিত]

১। অর্শো রোগে বুনো ওল—মটর কড়ায়ের মত ছোট ছোট বুনো ওল ময়দায় [illegible] [illegible] প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া তিন চারি দিন খাইলে অর্শ আরোগ্য হয়।

২। আতপ চাউল এক তোলা, [illegible] [illegible] শিকড় আধ তোলা একত্র বাটিয়া [illegible] দিন খাইলে উপকার হর্শে।

৩। উচ্ছে পাতার রস অর্শের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

৪। এক তোলা [illegible] শিকড় [illegible] [illegible] [illegible] একত্র [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] দিন সেবন করিবে ও [illegible] [illegible] অর্শোরোগ আরোগ্য হয়।

[illegible] শিরোমণি বিদ্যারত্ন [illegible] [illegible] [illegible] ৩৩ পরগণা।

সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিদর্শন।

মহাশয়।

বর্ত্তমান ১৩১৬ সালে আমি নদীয়া জিলায় নবদ্বীপ, [illegible], উলা, [illegible], [illegible], [illegible] পুষ্করিণী. যশোহর জিলায় মহেশপুর, চব্বিশ পরগণায় ভাটপাড়া. হুগলী জিলায় চুঁচুড়া, বাঁশবেড়ে, গুপ্তিপাড়া. বর্দ্ধমান জেলায় পূর্ব্বস্থলী, সমুদ্রগড়, নবদ্বীপ, অম্বিকা, মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর, সৈদাবাদ, খাগড়া, কাশিমবাজার, দিনাজপুর জেলায় রাজারামপুর, রংপুর জেলার নিজ রংপুরের চতুষ্পাঠী পরিদর্শন করিয়াছি। আমি কাহার প্রেরিত নহি। ভারত [illegible] ও বঙ্গদর্শনএর সভায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে যখন যেখানে যাইব তখন তথাকার কার্য্য প্রণালী দেখিব এবং তদ্বিষয়ে মন্তব্য লিখিয়া কোন সংবাদ পত্রে দিব।

১। চতুষ্পাঠীতে যে সকল ছাত্র শিক্ষা করেন তাঁহারা যাহা বলেন তাহা এই।—সংস্কৃত শিক্ষায় যে প্রকার কষ্ট সহে ও সময় নষ্ট হয় তাহা বলিবার বিষয় নহে। আর সাধারণরূপ ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ অনায়াসে যে পরিমাণ অর্থোপার্জ্জন করেন তাহার সহিত তুলনা করিলে সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের অর্থাগম অতি অকিঞ্চিৎকর। পূর্ব্বে সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ সম্মান ছিল। তাঁহাদিগের ভরণ পোষণের জন্য সমস্ত গৃহস্থই চিন্তিত থাকিতেন। যাহার যেমন সাধ্য তিনি তদনুসারে সাহায্য করিতেন। এখন আনুকূল্য করা দূরে থাকুক প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিলে আপনাকে প্রশংসনীয় মনে করেন, সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের বেশ ভূষা কিছু নাই, এখন পোষাক পরিচ্ছদ বিশিষ্ট লোকই ভদ্র লোক বলিয়া বিশেষ পরিগণিত ও মাননীয়। কাজেই যাহারা নিতান্ত নিরুপায়, অর্থ অথবা সামর্থ্য নাই তাঁহারাই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা করিতে আইসে। সেই হেতু বস্তুতঃ অতি ধীশক্তি সম্পন্ন বিদ্যার্থী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে দেখিতে পাইবেন না।

পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় লইলে, কাহারও বা তিন পুরুষের পূর্ব্বে কেহই সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষাকে আদরণীয় জ্ঞান করিতেন না, এবং আর্য্য [illegible] [illegible] বদ্ধমূল ছিল এবং তদনুসারে ধর্ম্মে একান্ত বিশ্বাস ছিল। এখন কেবল অর্থ লালসায় বিদ্যাশিক্ষা করা সাধারণের প্রথা দাঁড়াইয়াছে। কেবল তাহা নহে, ইংরাজী শিক্ষা করিলে অতি উচ্চ পদ লাভ করা যাইতে পারে। সংস্কৃতে মহামহোপাধ্যায় হইলেও অর্থের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে বিচারালয়ে পণ্ডিতগণের সাহায্য আবশ্যক করিত; তদনুসারে তাঁহাদিগের [illegible] [illegible] কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইত। এক্ষণে পণ্ডিতী ও [illegible] [illegible] প্রথা রহিত হওয়ায় [illegible] পণ্ডিতগণ অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বলিয়াই উপেক্ষিত আছেন। তবে স্কুল, কলেজে যে সামান্য সংস্কৃতের পণ্ডিত প্রয়োজন হয় তাহাতেই চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের অধিকার দেখা যায়। সেই হেতু নিয়ম টোলের ছাত্রেরা আর অত্যধিক দিন শিক্ষার্থী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহারা টোল ছাড়িয়া ইংরাজী শিক্ষা করেন এবং সংস্কৃতের সঙ্গে মিলাইয়া দুই ভাষার যোগ রাখিতে পারেন তাঁহারাই স্কুল কলেজের উচ্চ সোপানের পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়েন।

পূর্ব্বে তান্ত্রিক দীক্ষার জন্য আর্য্য সন্তানেরা সকলেই ব্যস্ত থাকিতেন। এখন গুরুগণ শত সংখ্যকের মধ্যে পাঁচ ব্যক্তি তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ স্থল। সুতরাং শিষ্যব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সন্তানেরাও আর তাহাদিগের দ্বারা উপকার পাইবার সম্ভাবনা জ্ঞান করিয়া ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতেছেন। ইহাতেও টোলে আর ছাত্র প্রায় প্রবিষ্ট হইতেছে না, সংস্কৃত শিক্ষার কথা ত একেবারেই নিঃসন্দেহ।

যাজন ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগেরও উৎসাহ নাই। কারণ প্রায় কেহই আর দশকর্ম্মের কথা মনেও আনেন না। গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, বিবাহ, সীমন্তোন্নয়ন, ইহার মধ্যে বিবাহটার চারিজাতির মধ্যেই পুরোহিতের আবশ্যকতা আছে যাহা তাহাও যদি একপক্ষের পুরোহিতের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে দ্বিতীয় পক্ষকে আর আহ্বান করিবার আবশ্যকতা থাকে না। আদ্যশ্রাদ্ধটা না করিলে হিন্দুয়ানী থাকে না বলিয়াই সে কাজটা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া এখনও নির্দ্ধারিত আছে। কিন্তু অনেকস্থলেই পুরোহিতের অভাব ও ব্যবস্থাদায়কের অভাববশতঃ বৈদিক কার্য্যের পৌরহিত্যের সংখ্যাল্পতা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাও অকর্ম্মণ্য পুরোহিতদিগের ইচ্ছানির্ব্বন্ধ ও লাভ বিবেচনায় অনেক সময়ে ৺ [illegible] উপরে নির্ভর করে। যজমান ও পুরোহিতের কার্য্যসুবিধা ও লাভ হয়। নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়া উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন এক

তাদেরই সম্ভবতঃ সমাপ্ত হইয়া থাকে। সীমন্তোন্নয়ন অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বাধাচার্য্য স্ত্রীলোকদিগের আমোদ ও আহার পরিপাটী আছে বলিয়া পুরোহিত মহাশয় দুই চারিটী পয়সা পান। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের কথা লোপ পাইয়াছে বলিলে অনেকে ক্ষুব্ধ হইবেন বলিয়া ও সম্বন্ধে অন্য কথা কহিলাম না। প্রায়শ্চিত্ত করাটায় যে পাপক্ষয়ের একান্ত আবশ্যকতা ছিল সে জ্ঞান রহিত হইয়া আসিয়াছে। তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্তান ও ভদ্র সমাজে কখন কখন প্রায়শ্চিত্তের কথা উত্থাপন হয়। যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক তিনিই প্রায়শ্চিত্ত করেন। তাহাদের সংখ্যাও অতি অল্প। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠীতে কেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের সন্তান গণ উৎসাহের সহিত প্রবেশ করিবে? এই সমুদয় কথা ভাবিয়া কলিকাতার পুরোহিত সমাজের দুরবস্থা দূরীকরণার্থে সভা মাত্রেই আমি অনেক স্থলে বলিয়াছি যে, পুরোহিতগণের জন্য অর্থ সাহায্য করা কর্ত্তব্য। যাজন ব্যবসায়ী ও শিক্ষা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্তানগণ যাহাতে সংস্কৃত শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা সকলের মুখ্য কর্ত্তব্য। ঐ কার্য্য কেবল বক্তৃতায় সমাধা হইবে না, সর্ব্ব সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। প্রত্যেক সমাজস্থদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের [illegible] হইয়া তাঁহাদের আপন ভূমির নিকটবর্ত্তী পল্লী গ্রামে প্রয়োজনানুসারে তাহাদের সন্তানের কতক গুলিকে চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে হইবে। ঐ সকল ছাত্রের ভবিষ্যৎ কালের উপজীবিকার উপায় উদ্ভাবন করা ও নির্দ্ধারণ দিবেন। যাবৎ কাল এ বিষয়ে লোকের বিশেষ প্রবৃত্তি না জন্মিবে তাবৎ কিছু হইবে না। এবং ক্রমেই চতুষ্পাঠীর ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হইবে। আমি দুই বৎসর পূর্ব্বে চতুষ্পাঠীতে যত সংখ্যক ছাত্র দেখিয়া ছিলাম এ বৎসর তাহার অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখিতেছি। অধ্যাপকের সংখ্যাও হ্রাস হইয়াছে। এখন আর মহাত্মা ব্যক্তিবর্গের ঔদাসীন্য করা কর্ত্তব্য নয়। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিলেই আমাদিগের চিরন্তন ধর্ম্ম প্রথার মূলে আঘাত হইবে।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা, মহেশপুর।

এডুকেশন গেজেট।

২৭শে ফাল্গুন ১৩১৬ সাল ইং ১১ই মার্চ্চ ১৯১০ সাল

বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা

একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কোন কার্য্য সাধারণের মধ্যে একাদিক্রমে অনেক কাল চলিয়া আসিলে সেই প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক, সাধারণতঃ লোকেই উহাতে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া যায়। এবং সেই প্রণালীর বদলে [illegible] উহার পরিবর্ত্তন করিয়া সংশোধিত নূতন আর একটী প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলে পুরাতনের অনেকের পক্ষে নানা বাধ বাধ ঠেকে এবং তাহার নূতনের সহিত অসুবিধার উদয় হইলে পুরাতন প্রণালীটির পক্ষে কথা বলিতেও অনেককে শুনা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রণালীর যেরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে অনেকেরই মনে অসন্তোষের উদয় হইয়াছে। অনেকে পূর্ব্বের ন্যায় আর ছেলেদের পরীক্ষায় পাশ হওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছেন। উচ্চইংরাজী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের শ্রেণীগুলিতে ইংরাজী সাহিত্য সংক্রান্ত অনেকগুলি কঠিন পুস্তক বহাল হইয়াছে—এ ব্যবস্থা অনেকের ভাল মনে হয় নাই।

ফলকথা, অনেকদিনের একটী পদ্ধতি উঠাইয়া তাহার স্থানে নূতন একটী পদ্ধতির প্রচলন করিলে প্রথমটায় উহাতে বাধ বাধ অনেকটা ঠেকিবে সত্য। নূতন যে প্রণালীর প্রচলন হইল তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল হইল কি না তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারা কালসাপেক্ষ। কিছুদিন অতীত হইলেই লোকে ইহার তারতম্য বিচার করিতে সক্ষম হইবেন।

বস্তুতঃ সাবেক ব্যবস্থায় মুখস্থ বিদ্যার প্রভাব ইদানীং বড়ই বেশী হইয়া উঠিয়াছিল। যথা সত্য শিক্ষা অধিকাংশ ছেলেরই বড় একটা হইতেছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় এই মুখস্থ বিদ্যা (Oramming) কমাইয়া যথায় শিক্ষা যাহাতে ছেলেদের কতকটা হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথাকালে ইহার সুফল সকলেই উপলব্ধ করিতে পারিবেন।

ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা নূতন ব্যবস্থানুসারে কিরূপ হয় জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতুহল হইয়াছিল। প্রশ্নগুলি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এবারে ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম প্রশ্নপত্র স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। পরীক্ষা অতঃপর কি ভাবে হইতে থাকিবে তাহা বুঝা যাইবে এবং নূতন ব্যবস্থানুসারে কিরূপ ভাবে ছেলেদের পড়াইতে হইবে, সে পক্ষেও অনেকটা আভাস শিক্ষকগণ এই প্রশ্নগুলি হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

বাণিজ্যিক [illegible] পরীক্ষা

বাণিজ্যিক [illegible] নিম্নলিখিত বিষয় [illegible] পরীক্ষা [illegible] ১লা মার্চ্চের [illegible] গৃহীত হইবে। [illegible] নিম্নলিখিত [illegible] মাত্র। —(১) অর্থনীতি, (২) [illegible], (৩) মার্কেণ্টাইল আইন, (৪) [illegible], (৫) বুক কিপিং, (৬) উচ্চ বুককিপিং, (৭) শর্ট-হ্যাণ্ড রাইটিং, (৮) টাইপরাইটিং, (৯) আধুনিক [illegible] এবং [illegible]।

বাণিজ্যিক শেষ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে পরীক্ষার্থীদিগকে উত্তীর্ণ হওয়া চাই :— (১) ব্যবহারিক ইংলিশ (বাণিজ্যিক পত্রাদি লেখা বুঝিবা ও সংক্ষেপকরণ সহিত) ২. প্রাথমিক (বাণিজ্যিক পাটীগণিত ও [illegible] (৩) বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, উড়িয়া, ফরাসী, জার্ম্মান ও লাটিন— এই কয়টি ভাষার মধ্যে যে কোন একটী ভাষা। যে সকল পরীক্ষার্থী বাঙ্গালা হিন্দী উর্দ্দু অথবা উড়িয়ায় পরীক্ষা দিবেন তাঁহাদিগকে বাণিজ্যিক পত্রাদি লেখা ও সংক্ষেপকরণের পরীক্ষা সেই ভাষায় গৃহীত হইবে। (৪) নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটী—বুককিপিং, শর্ট-হ্যাণ্ড রাইটিং অথবা টাইপ রাইটিং। (৫) বাণিজ্যিক ইতিহাস ও ভূগোল, এই তিন বিষয়ের মধ্যে যে কোন দুইটিতে পরীক্ষা পরীক্ষার্থী দিতে পারেন এবং তন্মধ্যে একটিতে অনুত্তীর্ণ হইলেও ক্ষতি নাই।

গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য শ্রেণীতে যাঁহারা না পড়িয়াছেন তাঁহারাও উল্লিখিত পরীক্ষাসমূহ দিতে পারিবেন। ঐরূপ পরীক্ষার্থিগণ ৪০৩নং বহু বাজার ষ্ট্রীট ঠিকানায়, ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট নাম ও ঠিকানা পাঠাইবেন এবং সেই সঙ্গে যে কয় বিষয়ের পরীক্ষা তিনি দিবেন সেই কয় বিষয়ের প্রত্যেকের জন্য ৫৲ করিয়া ফী পাঠাইয়া দিবেন ঐ ফীয়ের টাকা কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না। বাণিজ্যিক শেষ পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা আবেদনে জানাইবেন যে বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, উড়িয়া, ফরাসী, জর্ম্মন অথবা লাটিন, এই কয় ভাষার মধ্যে কোনটিতে তিনি পরীক্ষা দিতে চাহেন। এই আবেদনের সঙ্গে এণ্ট্রান্স পাশের অথবা উচ্চ ইংরাজী স্কুলে "প্রি" শ্রেণীর পরীক্ষা [illegible] সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে। ঐ পরীক্ষায় কোনটিতে উত্তীর্ণ হইয়া না থাকিলে একটী [illegible] পরীক্ষায় পাশ হইতে

তাও গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন। এমন কি, আমরা চন্দ্রমণ্ডলের যে অর্দ্ধভাগ দেখিতে পাই, তাহার নক্সা পর্যান্ত প্রস্তুত হইয়াছে। (১৫)

C

নিরানন্দ গৃহে কিছুতেই মন সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয় না; সে গৃহের অবিরল অশ্রুধারা ও হাহাকারে চাঁদ-সদাগরের চিত্ত ব্যথিত হইল, তিনি সুহৃদ্ ও স্বজন সমাজ হইতে দূরে যাইলেন। তাহাদের অযাচিত উপদেশ ও নিন্দাবাদ অসহ্য হইল। তিনি বিদেশ-ভ্রমণে হৃদয়ের জ্বালা ভুলিতে মনন করিয়া সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

চাঁদবেনের নাবিকগণ সকাও সপ্ত ডিঙ্গা নানা বাণিজ্যের উপকরণে পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া আনিল। সদাগর বাণিজ্যযাত্রায় যাইবেন, জয় ডঙ্কা বাজিতে লাগিল,—নফর ও নাবিকগণ চম্পকনগরে এই সংবাদ রাষ্ট্র করিল; সাত ডিঙ্গার মধ্যে মধুকর নৌকা সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল ও নানা কারুকার্য্য খচিত, তাহা একখানি ভাসমান রাজপ্রাসাদের ন্যায়; এই "মধুকরে" সদাগর আরূঢ় হইলেন; তখন দলে দলে চম্পকনগরবাসী লোকেরা তীরে দাঁড়াইয়া সুদর্শন "মধুকরের" বিচিত্র কারুকার্য্য দেখিতে লাগিল। নৌকাগুলি উজান বাহিয়া চলিল। এই সময়ে অপর এক দৃশ্য হৃদয়বিদারক—চম্পকনগরের প্রাসাদে অশ্রুপূর্ণ মুখে বহুগায়েষ্টিত সনকা শয্যায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন, এক দুঃখের সংসারে সাঙ্গ যেবার জন্য তাঁহার যে কণ্টুকু অবশিষ্ট ছিল, আজ যেন তাহাও তাঁহার দেহে আর রহিল না। (১৫)

ENGLISH

FIRST PAPER. PART II.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

The figures in the margin indicate full marks.

Two Essays.

1. Write an Essay on *one* of the following subjects:— 15
   - (a) The love of power.
   - (b) What kind of teachers do pupils like best?
   - (c) Description of a recent festivity.

2. Write an Essay on *one* of the following subjects following the general plan as given:— 15

(a) Subject: Description of a football match.

Points: (1) arrangement of the field; (2) points of the game; (3) progress of the particular game you are describing, (i) in the first half (ii) in the second half; (4) remarks on the players, pointing out their merits and defects; (5) general remarks on football.

(b) Subject: Your favourite story book in English or your vernacular.

Points: (1) name of book and author; (2) brief summary of the story; (3) description of the principal characters, (4) your favourite scene in the book; (5) reasons for liking the book.

(c) Subject: Rome was not built in a day.

Points: (1) literal meaning of the proverb; (2) metaphorical application of the proverb; (3) the qualities that enable men to carry out difficult tasks; (4) the need of patience in criticizing large undertakings.

(d) Subject The elephant.

Points. (1) description; (2) home (3) uses (i) in hunting, (ii) in processions, (iii) in ancient warfare, (iv) in work, e.g. stacking logs; (4) method of driving the elephant.

নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষার ফল

জেলা বগুড়া

বগুড়া থানা—দনু প্রামাণিক মালিকজুরণা, মোহসেন আলি প্রামাণিক শিকারপুর, ইশারাৎ উল্লা প্রামাণিক নন্দগ্রাম, গুরুজাহান নেশা চকর্ম্মাপুর বালিকা।

শেরপুর থানা—মহম্মদ ওসমান কালি ভবানীপুর, বসন্তকুমার সরকার গোপালপুর।

সরিষাবাড়ি থানা—জামীর উদ্দীন মণ্ডল কুলবাড়ী, মহম্মদ সরাফ উদ্দীন শ্যামপুর, নলিনচন্দ্র সাহা কামালপুর।

ধুনা থানা—তৈজদ্দীন সরকার কালেরপাড়া, আফাজ উল্লা মণ্ডল চিথুলিয়া।

আদমদীঘি থানা—মিরাজুদ্দীন মণ্ডল গচিবেদথনি, মিয়াজান প্রামাণিক ক্ষেমপুর, বরকৎ উল্লা প্রামাণিক থালি।

ক্ষেত্রলাল থানা—কাশিমউদ্দীন মণ্ডল শিশির মাজির পাড়া, শ্রীমতী মরিয়ম নেশা বেনাই বালিকা।

শিবগঞ্জ থানা—রহিম উদ্দীন আকন্দ মরিচাই, মাণিক উদ্দীন আহমেদ পেলাই।

পাঁচবিবি থানা—আমীর উদ্দীন শেখ দত্তের পাড়া।

মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম—ভগলপুর বিভাগ

১৯০৯

জেলা মুঙ্গের

(* চিহ্নিতগণ মধ্য ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে)

রামধনি সিং * মাঝৌল, রাজাউলহক রামপুর মহম্মদ ইউসুফ মুঙ্গের, কার্ত্তিকনাথ পাণ্ডে বাসুদেবপুর, যোগেশ্বর প্রসাদ গির খড়্গপুর, বাবুলাল * মজফরগঞ্জ, নাগেশ্বর প্রসাদ মুঙ্গের, জ্যোতিষ প্রসাদ সিংহ * খড়্গপুর, আবু জাফার পাথরাট্টা।

জেলা ভগলপুর

শালিগ্রাম মিশ্র ভগলপুর, সুরেন্দ্র কুমার চন্দ্র ঐ, ভূপেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি * মনসুরগঞ্জ; চক্রধর ঝা বাঁধবারা, চক্রধর প্রসাদ সিংহ বাঁকা আধকপাল ঝা * সুলতানগঞ্জ, ব্রজবল্লভ তপস্বী ডুমরাওন, চতুর্ভুজ খাঁ বনগাঁ, কমলকুমারী রায় (বালিকা) মোক্ষদা বালিকা ভগলপুর।

৩ বৎসর স্থায়ী ফ্রি ষ্টুডেণ্টশিপ

অচ্যুতানন্দ ঝা বংশীপুর।

জেলা পূর্ণিয়া

রামকিঙ্কর সিংহ পূর্ণিয়া সিটি, অচ্যুতলাল বাগচি কাটিহার, সেখ কৈকোবাস * আবাদপুর প্রজাপতি মুস্তাক পূর্ণিয়া, কালিদাস চাটার্জ্জি কাটিহার, অনুপলাল কুমার * পাটনি, অখিলেশ্বর পাণ্ডে কিষণগঞ্জ।

৩ বৎসর স্থায়ী ফ্রিষ্টুডেণ্টশিপ

মহম্মদ ইউনুস কাটিহার।

জেলা দার্জ্জিলিঙ্গ

জগৎনারায়ণ প্রধান কুর্সিয়ঙ্গ, তসলিমুদ্দীন আহমেদ * ফাঁসিদেওয়া।

৩ বৎসর স্থায়ী ফ্রি ষ্টুডেণ্টশিপ—

বেণীমাধব প্রসাদ শিলিগুড়ি

জেলা সাঁওতাল পরগণা

পেলালাল খাঁ • দাড়িগবর্ণমেণ্ট মধ্য, মহাবীর [illegible] • মহগমা গবর্ণমেণ্ট, অক্ষিতনাথ পাত্তর [illegible]গ্রাম, কালীপ্রসাদ মুদী • হিরণপুর গবর্ণ, [illegible]রাজনাথ দেওঘর, মথিরম গোষেণ • (বালিকা) [illegible]পুর বালিকা, আবজান বিশ্বাস • (বালিকা) [illegible] মিশন বালিকা।

৩ বৎসর স্থায়ী ক্রিষ্টুডেণ্টশিপ

[illegible]শিবপ্রসাদ গোড্ডা, প্রেমলাল জগৎ ঐ।

২ বৎসর স্থায়ী ক্রি ষ্টুডেণ্টশিপ

[illegible]কব সোরেন বেনাগড়িয়া. গোবিন্দ টুডু [illegible]ড়ি মিশন।

—

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটরীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে [illegible] কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হই[illegible] এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• [illegible] অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন [illegible] জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা [illegible] বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও [illegible] "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার [illegible] এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালী মতে [illegible] কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Hd master for the Saroatali [illegible] H E school Chittagong on Rs [illegible] rising to Rs 100. Must stick to the post for at least 2 years.

[illegible] F A Hd master for the Susony M [illegible] school :Dt Burdwan on Rs 20 with free lodging and boarding on private tuition. Village and post Susony Dt Burdwan.

A Mathematical teacher for the Juniadah H E school. A plucked B A or an F A passed very strong in Mathematics preferred: pay according to qualifications. Apply, stating terms to the Head master. The place is heal[illegible] near the Ry station at Damukdia [illegible] po Juniadah via Damukdia [illegible]

An Entrance passed Hd master for [illegible]Rudaghara M V school :on Rs 8 rising to Rs 12. Boarding and lodging free. Apply to Babu Charu Chandra Halder Chairman Rudaghara M V school po Miksimil (Khulna).

An Entrance passed 2nd master for the Aided M E school at Deuly at present on Rs 15. Boarding and lodging free on private tuition. Preference to Mahishya and Mahomedan candidates. Apply to the Headmaster po Mokamtala Dt Bogra.

For Shrikhanda H E school a graduate 2nd master on Rs 40 a month quarters free Dt. Burdwan.

An F A Hd master for the Holudbari aided M E school on Rs 25. Po Haludbari.

An additional graduate Teacher on Rs 35—40 for the Kotechandpur H E school. Apply to the Headmaster, stating age and caste.

A B. A strong in Mathematics for the Rahamatpur H. E. school, Backergunge, on Rs 45—50 per month.

A Moulvi on Rs 15 rising to Rs 20 and an English teacher for the Jamal pour Hedayetia Junior Madrasa Moulvi having passed the final Madrasah and Knowledge in English will be preferable.

A graduate Asst. Hd master (Mathematics optional) for the H E school Singur Dt Hooghly on Rs 45 per mensem with free board and lodging on tuition.

A teacher passed in Idiom and Pronunciation and in the Art of teaching for the Sahebgunge H E school. Pay according to qualifications.

A Hd master F A for the Patratha M E school on Rs 25 per month. Apply before 15th march to the Vice Chair man Dt. Board Munghyr.

A B A strong in Mathematics for for the Mahestala Govd aided H E school, on Rs 40 a month. Board and lodging free on Private tuition. The school is situated about 8 miles from Calcutta and is connected by rail. Mahestala po, Calcutta.

A graduate Hd master strong in English and Mathematics on Rs 75 per month Preference to an M A Victoria Academy Sherpur Town (Mymensingh).

An undergraduate (B A plucked) capable of teaching Mathematics, Geography and Bengali in the higher classes as additional teacher on Rs 25 per mensem for the Goalando H E school Rajbari. Apply to the Hd master before 31st March 1910.

For the Shikarpur H E school, Nadia a B A and experienced F A teacher on Rs 50 and Rs 25—30 respectively. Po Shikarpur.

A B A strong in Mathematics for the K K Jnanada Institution, Khanakul, (Hugly Dt) on Rs 50 to 60 according to qualifications lodging and servant free.

A Hd master, 'A' course B A strong in English with experience to manage an H E school on Rs 50 to 65 per month according to qualification. There is a Boarding house attached to the school. Apply to Babu Purna Ch. Chatterji pleader, Magura (Jessore).

An F A Hd master for the Pargoyra Middle Madrassh on Rs 30 a month The place is 6 miles from the Mahimaganj station (E B S R) Apply to the Hd master Pargoyra Middle Madrassa, Gobindganj po, Rangpur Dt.

For the Prithiram High school Goalpara a graduate Hd master on on Rs 80 per month.

তালতলা মইং স্কুলের জন্য একজন ট্রেণিং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ নূতন প্রণালীতে অভিজ্ঞ পণ্ডিত আবশ্যক। ত্রৈবার্ষিকের পক্ষে ১৮ টাকা ও দ্বৈবার্ষিক হইলে ১৫ টাকা বেতন পাইবেন। ব্রাহ্মণ হইলেই ভাল হয়। ২৩ নং ডক্‌টর্স লেন, কলিকাতা।

চন্দনপুর মইং স্কুলে একজন নর্ম্মেলোত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন ১৪ টাকা ও আবা। প্রাইভেট টিউশনী পাওয়া যাইবে। শ্রীভূপতিনাথ পাঁড়ে সহকারী সম্পাদক পোঃ চন্দনপুর কামরাগ্রাম, জেলা খুলনা।

—

কৌতুক-কণা।

গোলক (রোগীর ভ্রাতা ব্যস্তভাবে)—ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু, দাদা ওষুধ খেলে

করে আধ শিশি কালী খেয়ে ফেলে-
ছেন!

হাতুড়ে ডাক্তার (গম্ভীর ভাবে)—ব্যস্ত হবেন
না! কোন ভয়ের কারণ নেই। ওঁকে
এখনি খানিকটা "ব্লটিং কাগজ" খাইয়ে
দিন—সব চুষে নেবে!

জনৈক নিঃসন্তান তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কোন
"পাগলাগারদের উন্নতিকল্পে" দান করেন।
তিনি 'উইলে' লিখিয়া যান "যাঁহাদের নিকট
হইতে টাকা পাইয়া এই সম্পত্তি করিয়াছিলাম,
তাঁহাদের দলেই পুনরায় ফেরত দিলাম!"

সাহেবের বাঙ্গালা জ্ঞান। অনুবাদ করিতে
দেওয়া হয়।

(১) রাজা দশরথের তিনটী মহিষী ছিল।
তর্জ্জমা করা হয়:—King Dasaratha had
three she-buffaloes.

এবং There was no fish in the
pond ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ করা হয়:—"ছিল
ওটা 'নিরামিষ' পুকুর।

জনৈক ভদ্রলোকের "স্মৃতি শক্তি" অত্যন্ত
কম ছিল। তিনি কখন কাহাকে, কি নিমিত্ত
টাকা কড়ি দিতেন তাহার কিছুই মনে রাখিতে
পারিতেন না, প্রত্যহ রাত্রে "দৈনন্দিন হিসাব"
লিখিবার সময় অতিশয় "গোলে" পড়িতেন, কিন্তু,
তিনি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে না পারিয়া অনর্থক তাঁহার
চাকরদের সততায় সন্দিহান হইতেন। একদিন
চাকরদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্ত কতকগুলি
"টাকা" টেবিলের উপর রাখিয়া বন্ধুর গৃহে বেড়া-
ইতে চলিয়া যান।

বন্ধুটী (ভদ্রলোকটীর স্বভাব সম্যক্ জ্ঞাত থাকায়,
পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার শুনিয়া)—তুমি কি টাকা
গুলি গুনিয়া রাখিয়া আসিয়াছ? কয়টা
রাখিয়া আসিয়াছ?

ভদ্রলোকটী। শুনিয়াছিলাম বটে, ঐ যাঃ, ভুলে
গেছি—। ভদ্রলোকটী "পড়েন ত উঠেন"
"উঠেন ত পড়েন" এই ভাবে দ্রুতগতি
নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। ইহার
পরে তাঁহার "সন্দেহ করা" রোগটীর
কারণ যে নিজের ভুল তাহা বুঝিয়া উহা
সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছিল!

[উদ্ধৃত]

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস।

বারাণসী নগরীর "নাগরী প্রচারিণী-সভা",
"ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনার সামগ্রী"
সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের রচয়িতাকে একটি
স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবার নিমিত্ত বিজ্ঞাপন প্রচার
করিয়াছিলেন এবং আজমীরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত
গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মহাশয় ঐ প্রবন্ধ
লিখিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। সেই উৎ-
কৃষ্ট প্রবন্ধটী "নাগরী-প্রচারিণী সভার" মুখপত্র
"নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকা"য় প্রকাশিত হইয়াছে।
সেই প্রবন্ধ প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া আমরা
ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনার সম্বন্ধে দুই চারি
কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংক্ষেপতঃ
নিম্নলিখিত চারিটী মুখ্য বিভাগে বিভক্ত করা
যাইতে পারে:—

১। প্রাচীন সংস্কৃতপুস্তকসমূহ।

২। ইয়ুরোপ, চীন, তিব্বত ও সিংহলদেশীয়
এবং মুসলমানদিগের দ্বারে লিখিত প্রাচীন পুস্তক-
সমূহ।

৩। প্রাচীন শিলালিপি এবং তাম্রশাসন।

৪। প্রাচীন টাকা, মোহর, মুদ্রা (নামের
মোহর) ইত্যাদি।

১। (ক) প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকাবলীর
মধ্যে পুরাণের নাম সর্ব্বপ্রথমে করিতে হইবে।
বিদেশীয়দিগের লিখিত গ্রন্থাদিতে অথবা প্রাচীন
শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতিতে যে সকল রাজার
নাম বা বংশাবলী পাওয়া যায় না,—এরূপ অনেক
রাজার শৃঙ্খলাবদ্ধ বংশাবলী অনেক পুরাণে পাওয়া
যায়, সুতরাং প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করিতে
গেলে পুরাণ হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইতে
পারে। অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে বায়ু, মৎস্য,
বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড এবং শ্রীমদ্ভাগবত এই পাঁচখানি
পুরাণ ইতিহাসের নিমিত্ত বিশেষ উপযোগী।
এই সকল পুরাণে সূর্য্য, চন্দ্র, যাদব, শিশুনাগ,
নন্দ, মৌর্য্য, শুঙ্গ, কাণ্ব, ও আন্ধ্রভৃত্য প্রভৃতি
বংশীয় রাজাদিগের ধারাবাহিক বংশাবলী এবং
কোন কোন রাজার কিছু কিছু ইতিহাসও পাওয়া
যায়; এমন কি, শিশুনাগ, মৌর্য্য, শুঙ্গ, কাণ্ব এবং
আন্ধ্রভৃত্যবংশের নৃপতিদিগের মধ্যে প্রায়ই প্রত্যে-
কের রাজত্বকাল উহাতে লিখিত আছে এবং
উহাতে গুপ্তবংশীয় নরপতিদিগের বিবরণ পর্য্যন্ত
দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পুরাণ গ্রন্থগুলির
ত্রুটি এই যে, ইহাতে কোন সাল সংবৎ নাই এবং
অনেক অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে একই সময়ে
রাজ্যশাসনকারী রাজবংশসমূহের মধ্যে একবংশকে
অপরের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই
পুরাণ গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেকগুলি পুরাণের
অংশ-বিশেষ অত্যন্ত আধুনিক। খৃঃ ১৮৯৭ অব্দে
বোম্বাই নগরের শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত
ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গ পর্ব্বে কলিকাতা
ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত হইবার এবং অষ্ট কৌশল্য
(পার্লামেন্ট) দ্বারা রাজ্য শাসন হওয়ার বর্ণনা
পাওয়া যায়; কিন্তু ঐতিহাসিকের চক্ষুতে এইরূপ
বর্ণনার কিছুমাত্র মূল্য নাই! এই পর্ব্বটী অতি
অল্পকাল পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে এবং রচক
মহাশয় তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা সমগ্র পুরাণখানিকে
অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যেও
অনেকগুলিতে এই প্রকার বর্ণনা আছে। এইরূপ
অবিবেচক লেখকদিগের দোষে পুরাণের ঐতি-
হাসিক মূল্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে। অত্যন্ত
আক্ষেপের বিষয় এই যে, পুরাণগুলি এ পর্য্যন্ত
সাবধানতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই! উত্তমরূপে
সম্পাদিত হইয়া এই গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হইলে,
ঐতিহাসিকগণের বিশেষ উপকারে আসিবে
সন্দেহ নাই।

[খ] রামায়ণ এবং মহাভারত। এই দুই
প্রকাণ্ড গ্রন্থে রঘু এবং কুরুবংশীয় নৃপতিগণের
বিস্তৃত বিবরণ এবং তৎকালীন দেশের ও দেশ-
বাসীর অবস্থা, যুদ্ধপ্রণালী, শিল্পবাণিজ্যাদি
অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উত্তমরূপে অবগত
হওয়া যায়।

[গ] রাজতরঙ্গিণী। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস
বলিতে সংস্কৃত ভাষায় এই একখানি গ্রন্থই বিদ্যমান
আছে। ইহা কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস। অমাত্য
চম্পকের পুত্র কল্হণ পণ্ডিত খৃষ্টীয় ১১৪৮ অব্দে
ইহার প্রথম খণ্ড প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই
প্রথম খণ্ডে প্রথম গোনন্দ হইতে সুস্সল-পুত্র
জয়সিংহের বিবরণ পর্য্যন্ত লিখিত আছে। প্রাচীন
ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে এই পুস্তকের বড় মান।
তথাপি কতকগুলি বিবেচনার বিষয় আছে।
কল্হণ লিখিয়াছেন যে, গোনন্দ মহারাজ কলিযুগ
সংবৎ ৬৫৩ অব্দে [২৪৪৮ খৃঃ পূঃ] বিদ্যমান
ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইনি অনেক পরে
প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই হেতু সময় পূর্ণ
নিমিত্ত পণ্ডিত মহাশয়কে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছে
তিনি অনেক রাজার পরমায়ু নিজ কল্পনানুযায়ী
অসম্ভব প্রকার চড়াইয়া দিয়াছেন,—এমন কি

…হ্লার মতানুসারে রণাদিত্য ৩০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন! এই গ্রন্থকর্ত্তা মৌর্য্যবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ অশোক মহারাজকে তাঁহার প্রকৃত সময়ের ... বৎসর ও হুণরাজ মিহিরকুলকে ১১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজত্বকাল সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না।

খৃষ্টীয় ১৪৭২ অব্দে জোনরাজ নামক পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রস্তুত করেন। কহ্লণ পণ্ডিত যে স্থানে তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন, জোনরাজ ঠিক তথা হইতে প্রারম্ভ করিয়া আপন সময়ের ঘটনাবলী উহাতে সন্নিবিষ্ট করতঃ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থে জয়সিংহ হইতে কোটারাণী পর্য্যন্ত হিন্দু নরপতিগণের এবং তাহার পর মুসলমানদিগের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। জোনরাজের পর তাঁহার শিষ্য শ্রীবর পণ্ডিত খৃঃ ১৪৭৭ অব্দে তৃতীয় খণ্ড রচনা করেন এবং তাঁহার পরে প্রাজ্যভট্ট চতুর্থ খণ্ড রচনা করতঃ আকবর বাদসাহ কর্ত্তৃক কাশ্মীর বিজয়ের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া উহা সমাপ্ত করেন। রাজতরঙ্গিণী সম্পূর্ণ চারিখণ্ড প্রথমে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়, পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ষ্টীন (M. A. Stein, PH. D) কহ্লণ রচিত প্রথম খণ্ড অতি বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত করেন পরে বোম্বাই সংস্কৃত সীরিজ গ্রন্থাবলীতে উহার চারিখণ্ডই মুদ্রিত হইয়াছে।

(খ) ঐতিহাসিক কাব্যাদি। পুরাণে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন রাজগণের বংশাবলী পাওয়া যায়, তাহার পর তিন চারি শত বৎসরের আদৌ কোন লিখিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না; পরে পুনশ্চ সপ্তম শতাব্দী এবং তাহার পরে কতকগুলি কাব্য নাটক চরিতাদি পুস্তক পাওয়া যায়। সেই সকল পুস্তক হইতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ অবগত হওয়া যাইতে পারে। সেইরূপ পুস্তকের মধ্যে;—

(১) হর্ষচরিত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং মহাকবি বাণভট্ট রচিত। এই কবি কনোজ এবং থানেশ্বরের প্রসিদ্ধ বৈশ্যবংশীয় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের আশ্রিত ছিলেন এবং তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে প্রভাকরবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন এবং তাঁহার ভগিনী রাজশ্রীর বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ হইতে মৌখরী-বংশীয় নরপতিগণের প্রাচীন ইতিহাস সকল সম্বন্ধে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, কারণ, মৌখরী রাজ অবন্তী বর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত হর্ষ ভগিনী রাজশ্রীর বিবাহ হয় এবং উক্ত গ্রহবর্ম্মার মৃত্যুর বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। বাণভট্ট নিজ প্রত্যক্ষী কৃত ঘটনা সমূহ এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন। ইহাতে হর্ষবর্দ্ধনের জন্মের মাস, পক্ষ তিথি, নক্ষত্র এবং সময় পর্য্যন্তও আছে। কিন্তু নাই কেবল সম্বৎ। বোম্বাই নগরের "নির্ণয়সাগর" প্রেসে ইহাই মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) গৌড়বহো (প্রাকৃতভাষায় কাব্য)। কনৌজের মৌখরী-রাজ যশোবর্ম্মার আশ্রিত কবি বাক্‌পতিরাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে এই কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইহাতে কনৌজ রাজ যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক গৌড়রাজা বিজয় এবং গৌড়নরপতি নিধন বার্ত্তা লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি আকারে বৃহৎ হইলেও ঐতিহাসিক হিসাবে উহার তাদৃশ মূল্য নাই; কারণ, কবি যশোবর্ম্মার পিতৃবংশের নাম বা পরিচয় পর্য্যন্ত দেন নাই। এই পুস্তক বোম্বাইএর "সংস্কৃত সিরিজ" গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৩) মুদ্রারাক্ষস নাটক। অনুমান খৃষ্টীয় ৮৬০ অব্দে কাশ্মীররাজ অবন্তীবর্ম্মার সময়ে বিশাখদত্ত কর্ত্তৃক রচিত। ইহার উপাখ্যানভাগ গুণাঢ্য প্রণীত বৃহৎকথা হইতে গৃহীত। ইহাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যাইতে পারে। বোম্বাই "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে।

(৪) নবসাহসাঙ্ক চরিত। সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্কদেবের রাজত্ব সময়ে পদ্মগুপ্ত পরিমল কবি আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ পুস্তক বোম্বাই "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে সিন্ধুরাজ প্রথম বাক্‌পতিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া মালবপ্রদেশে প্রামারবংশীয় রাজগণের নামাবলী এবং সামান্য সামান্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়।

(৫) বিক্রমাঙ্কদেব চরিত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাশ্মীর দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিল্‌হণ দ্বারা রচিত। ইহাও বোম্বাই "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে সোলাঙ্কী বংশীয় তৈলপ হইতে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত নৃপতিগণের সবিস্তার বিবরণ পাওয়া যায়।

(৬) রামচরিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশীয় পালবংশীয় রামপাল রাজার সান্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে উক্ত রামপাল রাজার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যখানি দ্ব্যর্থঘটিত হওয়ায় রামায়ণপ্রসিদ্ধ রঘুকুলতিলক রাম এবং পালবংশীয় রাম উভয়ের সম্বন্ধেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে; এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি।

(৭) দ্ব্যাশ্রয় কাব্য। ভট্টিকাব্যের অনুকরণে খৃষ্টীয় অনুমান ১১৬০ অব্দে প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক রচিত। আচার্য্য মহাশয় স্বপ্রণীত "সিদ্ধহৈম" নামক ব্যাকরণের সূত্র সমূহের উদাহরণ এই কাব্যে গ্রথিত করিয়া উহা দ্বারা গুজরাতের সোলাঙ্কী রাজা কুমারপালের ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইহা বোম্বাই নগরীর "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে।

(৮) পৃথ্বীরাজ বিজয়। পুস্তক অমুদ্রিত এবং অপূর্ণ থাকায় গ্রন্থকর্ত্তার নাম জানিতে পারা যায় নাই;—কিন্তু তিনি যে চৌহান রাজ পৃথ্বীরাজের রাজসভায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নির্ব্বিরোধে বলা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজ যে যুদ্ধে নিজ অমিত বাহুবলে শাহাবুদ্দীন ঘোরীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়াছিলেন, সেই ঘোর সংগ্রাম লীলার স্মরণার্থ খৃষ্টীয় ১১৯০ অব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাতে চৌহানবংশের চাহমান হইতে পৃথ্বিরাজ পর্য্যন্ত নৃপতিদিগের বিশুদ্ধ বংশতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং চৌহান বংশের প্রাচীন ইতিহাস রচনার নিমিত্ত এই গ্রন্থ যে বড়ই মূল্যবান, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের লেখক জোনরাজ এই পুস্তকের টীকা লিখিয়াছেন।

(৯) কুমারপাল চরিত। এই প্রাকৃত ভাষার কাব্যের কবি উল্লিখিত জৈনাচার্য্য পণ্ডিত প্রবর হেমচন্দ্র। ইহাতে স্বপ্রণীত প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্রসমূহের উদাহরণ প্রয়োগ ব্যপদেশে সোলাঙ্কী রাজা কুমারপালের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তক বোম্বাই "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে।

(১০) কীর্ত্তি কৌমুদী। অনুমান ১১২৫ গুজরাট দেশের সোলাঙ্কীবংশীয় নরপতিগণের পুরোহিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সোমেশ্বর কবি কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে অনহিলপুর পাটনের সোলাঙ্কীবংশীয় মূলরাজ হইতে দ্বিতীয় ভীমদেব পর্য্যন্ত এবং ধোলকার ঐ বংশীয় বাঘেল রাজপুত অর্ণোরাজ হইতে বীরধবল পর্য্যন্ত নৃপতিদিগের ইতিহাস এবং বীরধবলের বিখ্যাত মন্ত্রী বস্তুপালের চরিত্র বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এই কাব্য বোম্বাই "সংস্কৃত সিরিজে" মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রাপ্তপত্র।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

সদালাপ (৩৪)

(১৬২) রাজার ও ধনীর কর্ত্তব্য (ফকির ও সুলতান)—

... ফকির গ্রামের বাহিরে একটী কুটীরে ... করিতেন। তাঁহার নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া ... এক সুলতান দলবলসহ গমন করিতে ...। ফকির তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিলেন ...। সুলতান ইহা লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধ ... এবং বলিলেন,—"এই ফকিরগুলা ... মত শিষ্টাচার-বিহীন"। ইহা শুনিয়া ... উজীর ফকিরের কাছে গিয়া বলি ...—"আপনার নিকট দিয়া সুলতান গমন করি ... আপনি তাঁহাকে কোন সম্মান প্রদর্শন ... না!" ফকির উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি ... নিকট কিছুর প্রত্যাশা করে সেই তাঁহাকে ... বন্দনা করিয়া থাকে। আপনিই বলুন না ... কেহ আপনাকে বন্দনা করে কি? ... "তাঁহার" নিকট আমার আভলাষিত ... প্রত্যাশা রাখি তাঁহারই বন্দনা করি; ... আমাকে কি শান্তি সন্তোষ দিতে পারে যে ... বন্দনা করিব!" উজীর নিরুত্তর। ফকির ... বলিলেন, "সুলতানকে বলিও যেন তিনি ... রাখেন যে, ঈশ্বর রাজাকে প্রজাদের উপর ... বা আধিপত্য করিবার জন্য পাঠান নাই। ... করিবার জন্য এবং তাহাদের সর্ব- ... জন্যই রাজাকে সমৃদ্ধ দেওয়া ... প্রজা ভগবানের। রাজা প্রজার রক্ষক! ... মেষ রক্ষা করিবে মাত্র, মেষকে বেচিবার ... পাইবার কোন অধিকার তাহার নাই।"

... কথা শুনিয়া সুলতানের ফকিরের প্রতি ... হইল। তিনি তাঁহার কাছে ফকিরকে ... করিতে বলিলেন। ফকির বলি- ... "আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে আপনি ... আর বিরক্ত না করেন।" সুলতান বলি- ... অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন ... দিন"। ফকির বলিলেন,—"সময় ... সৈন্যগণের সদ্ব্যবহার কর, প্রজাকে সুখে ... ধন বল, রাজ্য বল, চিরদিন এক হস্তে ... ইহারা থাকে না"।

(১৬৩) ধৃষ্টতার উপেক্ষা (হারুন)।—সুপ্রসিদ্ধ সুলতান হারুন-উল রসিদের এক পুত্র একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল—"অমুক সৈন্যাধ্যক্ষের পুত্র আমাকে আমার মাতার উদ্দেশে গালি দিয়াছে।" হারুন এবিষয়ে কি করা উচিত মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ বলিল,—তাহার প্রাণদণ্ড করুন; কেহ বলিল, তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলুন; কেহ বলিল অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিন। তারপর হারুন বলিলেন,—"পুত্র! যদি তুমি অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পার, তাহাই সর্ব্বোত্তম! যে ব্যক্তি ক্রোধের কারণ সত্বেও অবিচলিত হইয়া কথা কহিতে পারে সেই প্রকৃত বীর। তবে যদি তোমার সে ক্ষমতা না থাকে, তুমিও তাহার মত নিন্দনীয় হইয়া তাহার মাতাকে গালি দিতে পার। কিন্তু তাহা কি তোমার পক্ষে উপযুক্ত বা ভাল কাজ হইবে?"

(১৬৪) শত্রুর মৃত্যু (নসিরবান)—এক ব্যক্তি পারস্য রাজ নওসেরওয়াঁকে বলিয়াছিল,—"আমি শুনিয়াছি, ভগবান কৃপা করিয়া পৃথিবী হইতে তোমার একজন শত্রুকে অপসারিত করিয়াছেন।" নওসেরওয়াঁ কহিলেন,—"সে ব্যক্তি কি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়ে তোমার কোনও সংবাদ আছে? সমকক্ষ লোকের মৃত্যুতে আনন্দিত হইবার কোনও কারণ নাই; আমারও জীবন ত চিরস্থায়ী নয়।"

(১৬৫) বিজয় লাভের মূল সূত্র (আলেকজাণ্ডার ও প্রজাপালন)—

আলেকজাণ্ডারকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"কি করিয়া আপনি এত দেশ জয় করিয়াছেন? আপনার অগ্রে অনেক সম্রাট বয়সে বড় এবং অধিক ধনশালী ও বীর্য্যবান ছিলেন কিন্তু তাঁহারাও এত সহজে এত জয়লাভ করিতে পারেন নাই?" আলেকজাণ্ডার বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বরের প্রসাদে আমি যে সকল দেশ জয় করিয়াছি, তত্রত্য প্রজাদিগকে আমি কখনও পীড়ন করি নাই—ইহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা বরং ভাল রাখিতেই যত্ন করিতেছি। বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহাদের রাজবংশের লোপও করি নাই। যেরূপ করিলে কেহ উদারচেতা বলে না এবং সহজে বশও হয় না। রাজসিংহাসনই বল, আর রাজাই বল, প্রভুত্বই বল, আর জয়োল্লাসই বল, সকলই অসার, নিজের নাম চিরস্মরণীয় রাখিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী দিগের গৌরবলোপ করিতে নাই।"

(১৬৬) রাজার অবিচারে ঈশ্বরে নির্ভর (খোরাসানীয় যুবক)।

খোরাসান দেশের কোনও রাজার ভীষণ পীড়া হওয়াতে গ্রীসদেশীয় চিকিৎসকেরা রাজাকে কোন যুবকের পিত্ত ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। রাজা এক সুস্থদেহ যুবকের দরিদ্র পিতা মাতাকে ডাকিয়া অনেক ধন দান করিয়া, তাহাদের সন্তানের প্রাণনাশে সম্মতি পাইলেন। কাজি 'রাজার আরোগ্যের জন্য প্রজার রক্তপাত বৈধ, এই ব্যবস্থা দিয়া উহার মৃত্যুর পরওয়ানা বাহির করিলেন; জল্লাদও উপস্থিত হইল। তখন সেই যুবক ঈষৎ হাসিতে হাসিতে অস্ফুট শব্দে কি বলিতে লাগিল। রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এমন অবস্থায় হাসিবার কারণ কি?" সে বলিল—"সন্তান পিতামাতার চির-আদরের ধন, যদি সে সন্তানের প্রতি কেহ অন্যায় করে, তাহা হইলে পিতা মাতা কাজির কাছে জানান; কাজি প্রতিকার না করিলে রাজার কাছে জানান এবং তিনি সুবিচার করেন। আমার পিতা মাতা অর্থের লোভে আমাকে মৃত্যুমুখে দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; কাজিও আমার মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন এবং রাজার দৃষ্টি তাঁহার নিজের আরোগ্যের উপর। এমন অবস্থায় বড় দুঃখেও হাসি পাইল এবং এ অত্যাচারের কথা ভগবানকে একটু জানাইয়া যাইতে হয়!" ইহা শুনিয়া রাজার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। তিনি বলিলেন,—"এই নিরপরাধ যুবকের রক্তপাত করা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।" অতঃপর রাজা যুবকের শিরশ্চুম্বন করিয়া ও প্রচুর ধন দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। এই ঘটনার এক সপ্তাহমধ্যে রাজা সেই দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে ঈশ্বরকৃপায় আরোগ্য লাভ করিলেন।

(১৬৭) রাজার ইচ্ছাও কোথা যায় (নওসেরওয়াঁ এবং লবণ)।—

একদিন পারস্যরাজ নওসেরওয়াঁ (নাসিরবান) মৃগয়া করিয়া বনমধ্যে মৃগমাংস আহার করিতে বসিয়া খাইবার সময় নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে একটু লবণ আনিতে একজন পরিচারককে পাঠান এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন "দেখ! যেন লবণের যথোচিত মূল্য দেওয়া হয়।" অনুচরবর্গ জিজ্ঞাসা করিল—"এত সামান্য বিষয়ের জন্য এরূপ বাগ্রতা দেখাইতেছেন কেন? রাজাকে একটু লবণ বিনামূল্যে দিলেই বা! রাজার একটা ইজ্জত রক্ষা করাও চাই।" তারপর রাজা বলিলেন—"তিল হইতেই তাল হয়; অদ্য আমি যদি কোনও প্রজার বৃক্ষ হইতে একটা ফল লই, আমার প্রহরী

ও মালেরা শীঘ্রই উহার ফল এরূপ ভাবে লইতে থাকিবে যে সে বৃক্ষে আর ফল থাকিবে না। শেষে উহারা বৃক্ষটী কাঠের জন্য ছেদন করিয়া লইবে। অন্যায় কার্য্য হইতে পারে না।"

(১৬৮) দান গ্রহণে অশান্তি (ফকিরের রাজ্যলাভ)—কোনও সম্রাটের সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে; তিনি মন্ত্রীদিগকে পর দিবস প্রত্যূষে যে ব্যক্তি প্রথমে নগরে প্রবেশ করিবে, তাহাকেই রাজমুকুট ও রাজ্যশাসনের ভার দিতে বলিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই আদেশ অনুসারে মন্ত্রী ও অমাত্যগণ পর দিন প্রাতঃকালে একজন ফকিরকে নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার হস্তে কোষাগার ও দুর্গ অর্পণ করিল। ফকির যাবজ্জীবন ভিক্ষায়ে উদর পূরণ ও শতগ্রন্থি কন্থায় দেহাবরণ করিয়াছিল—এখন রাজ্য পাইয়া পরম সুখে কিছু দিন অতিবাহিত করিল। কিন্তু অচিরে সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও এবং দেশের আমির ওমরাহগণ তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া, তাহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, তাহার শাসন হইতে অনেক প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজে নিজে অধিকার করিল। এই ঘটনায় ফকির মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল,—এমন সময় তাহার একজন বন্ধু আসিয়া তাহার অভ্যুদয়ের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ফকির বলিল,—"ভাই! এ অভিনন্দনের সময় নয়, আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ কর: যখন তুমি আমাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলে, তখন আমি কেবল এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত ছিলাম, এখন আমার উপর এই রাজ্যের সমস্ত ভার ও ভাবনা পড়িয়াছে।" বন্ধু বলিল, "সময় মন্দ হইলে লোকে নানা কষ্ট পায়, আবার সম্পদে নানা বাসনার বশীভূত হয়। এই জীবনে কি বিপদ, কি সম্পদ—সকল অবস্থাতেই মনের অশান্তি। ধনাকাঙ্ক্ষা করিলে লোকে কি করিয়া শান্তি পাইবে? পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, ধনাদি কোনও দান গ্রহণ অপেক্ষা দরিদ্রের দৈন্যাবলম্বনই প্রশংসনীয়; সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়া নানা চিন্তায় জর্জ্জরিত হওয়া অপেক্ষা উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শান্তচিত্তে জীবন যাপন করা শ্রেয়স্কর।"

(১৬৮) উচ্চপদস্থ বন্ধুর সহিত ব্যবহার) মেশামিশি কমান—এক ব্যক্তির এক বন্ধু রাজমন্ত্রী হইয়াছিল। এই উচ্চ পদ পাইবার কিছু দিন পরে, রাজসভার কোনও লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি রাজমন্ত্রীর সহিত এখন আর দেখা কর না কেন? তোমাদের মধ্যে কি মনান্তর ঘটিয়াছে? না তুমি তাঁহাকে পূর্ব্বের মত আর ভাল বাস না?" সে বলিল,—"ভালবাসিব না কেন? কিন্তু এখন তার কাছে সর্ব্বদা গেলে সে হয়ত রাজকার্য্য ব্যস্ততা প্রযুক্ত আমার প্রতি একটু বিরক্ত হইতে পারে। যখন তাহার এ পদ আর থাকিবে না, তখন তাহার সহিত আবার সহজেই দেখা শুনা করা যাইবে।"

(১৬৯) সভায় নির্ব্বাচনে ভুল (অশ্বচিকিৎসা)—এক জনের চক্ষুরোগ হওয়াতে সে অশ্বচিকিৎসকের কাছে গিয়া ঔষধ চাহিল। চিকিৎসক অশ্বাদি পশুর চক্ষুরোগে যে ঔষধ সর্ব্বদা প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইত, তাহাই তাহাকে দিল। কিন্তু সেই ঔষধ ব্যবহারে সে ব্যক্তির চক্ষু অন্ধ হইল। সে চিকিৎসকের নামে কাজীর নিকট অভিযোগ করিলে তিনি বলিলেন, "ইহার আর কি প্রতিকার করিব? গর্দ্দভ, না হইলে গর্দ্দভ-চিকিৎসকের কাছে কেন গিয়াছিলে?" ফলতঃ গুরুতর কার্য্যে অপারদর্শী লোককে নিযুক্ত করিলে কার্য্যহানি হয় এবং লোকের কাছে অবিবেকী বলিয়া অপদস্থ হইতে হয়। যে মাদুর বুনে, তাহাকে কেহ সূক্ষ্ম রেশমের কার্য্যে নিযুক্ত করে না।

[১৭০] স্পষ্টবাদী ডাক্তার (প্রিন্স বিসমার্ক ও ডাঃ ভারচো)—জর্ম্মানির সম্মিলনের এবং অভ্যুদয়ের প্রধান নেতা মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ প্রিন্স বিসমার্ক বড় খিটখিটে মেজাজের লোক ছিলেন। একবার অসুখ কারণে বন্ধুরা বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ভারচোকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নিয়মানুসারে রোগের সকল লক্ষণ এবং রোগীর আচার ব্যবহার খাদ্য নিদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে সকল সংবাদ তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার জন্য প্রশ্ন লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। প্রশ্নের ঐ ফর্দ্দ দেখিয়াই প্রিন্স বিসমার্ক একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলেন, "আমি অত জেরার মধ্যে একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিব না। দেখিয়া বুঝিয়া যাহা হয় ঔষধ ব্যবস্থা করুন।" ডাক্তার অবিলম্বেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন,"সকল জর্ম্মনের ভক্তিভাজন অবিরত মানসিক পরিশ্রমশীল লোকের যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে হইবে মনে করিয়া আমি মানসিক ও শারীরিক সকল লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্নমালা পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি মূক জন্তুর ধরণে চিকিৎসা চাহিতেছেন। একজন অশ্ব চিকিৎসককে ডাকিলে সে আপনার কানে নাড়ী দেখিয়া ঔষধ ঠিক করিয়া দিয়া যাইবে।" বিসমার্ক তেজস্বী ডাক্তারের হস্ত দৃঢ় চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "যাইও না, আমি সকল কথারই উত্তর দিব। আমার মত দুরন্ত জানোয়ারের তুমিই একমাত্র উপযুক্ত চিকিৎসক।" দুজনে চিরজীবন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ঐ দিন হইতে হইল।

রাজতরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

সেই পাপিষ্ঠ রাজার পাপ কর্ম্মের পরিচয় দিতে ঘৃণা হইলেও বলিতেছি ঐ নরপশু পরের কথায় অপকারী স্থির করিয়া নির্দ্দোষী দার্ব্বাভিসারের রাজা নরবাহনকে রাত্রিকালে গোপনে হত্যা করিয়াছিল।

এইরূপ বিপথগামী রাজার উপর প্রজাদের মনোবেদনায় অসংখ্য অভিশাপ পড়িতে লাগিল। ইহার ফলে রাজার ৫০ পঞ্চাশটী পুত্র এক সময়ে বিনা রোগে হঠাৎ মরিয়া গেল।

রাজারা যদি প্রজাদের অনিষ্ট সাধনেই তৎপর হন তবে তাঁহাদের বংশ ঐশ্বর্য্য শ্রী ও জীবন পর্য্যন্ত ক্ষণকাল মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি সংসার হইতে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না।

একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পরেও বলিব। বর্ত্তমানেও প্রত্যক্ষ করিয়া লও। নিষ্ঠুর কার্য্যের পরিণামে সেই কাশ্মীরনাথের সঙ্গে সঙ্গে নামটী ও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তিনি নিজের নাম সংকেতে শঙ্করগণ্ডন নামে অট্টালিকা ও শঙ্করপুরনামে যে সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন সেসব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া গেল। এরূপ হঠাৎ নাম লুপ্ত হইতে আর কাহারও দেখা যায় না। যেমন পাপিষ্ঠ শঙ্কর বর্ম্মার ঘটিয়াছিল।

তাহার আর একটি কুকর্ম্মের পরিচয় শুন: তিনি মন্ত্রী সুখরাজের ভাগিনেয়কে যে স্থান দেশের প্রভুতা দিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি ঘটনাক্রমে বীরাণক দেশে নিজেরই অসাবধানতায় দস্যুর হাতে প্রাণ হারাইয়া ফেলে। ইহাতে ঐ গর্ব্বিত রাজা ক্রোধে নিজেই তথায় উপস্থিত হইয়া বীরাণককে হত্যা করিয়াছিলেন।

তথা হইতে উত্তরাপথে প্রবেশ করেন। ঐ সময় সিন্ধুর কূলবর্ত্তী রাজা সমুদয় পরাজয় করেন ও তথাকার ভীত রাজাদের প্রণতি লইয়া ফিরিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আজ দশ বৎসর কাল বিন্ধ্যাচলে আছেন। তাঁহার পুত্রেরা কলিকাতার বাটীতে থাকেন। ৺তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ৺কাশীলাভ সংবাদ তারযোগে প্রতাপ বাবুর কলিকাতার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলে প্রতাপ বাবুর পরিজনবর্গ সেদিন অন্নাহার করেন নাই, ফল মূল খাইয়া পণ্ডিতবর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীদীননাথ ধর, চুঁচুড়া।

পড়া বলিয়া দিবার ব্যবস্থা।

বার্ষিক পরীক্ষার পর ছেলেদের উঠাউঠি হইয়া নূতন বই ধরান হইলে বেণেদের দোকানে বই কেনার খুব ভিড় দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেদের অভিভাবকেরা বই কিনিতেছেন, কেহ বলিতেছেন "একখানা ফার্ষ্টবুক ও তাহার মানের বই দেও" কেহ বলিতেছেন "ঈশানচন্দ্র ঘোষের সরল শিশুপাঠ একখানা আর তার মানের বই একখানা দিন ত মশাই।" ফলে, ইংরাজী কি বাঙ্গালা কোন সাহিত্যের পুস্তক কিনিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানের বই একখানির কেনা হয়। একটু উঁচু ক্লাসের ছেলেরা দোকানদারকে বলিতেছে—"মশাই অমুকের "কি" আছে, কি?" "অমুক পণ্ডিতের "কি" সেকেণ্ড পার্ট বেরিয়েছে কি?" "আশীর ডিক্টেটর কাটিগজুম একখানা দিন ত"—ইত্যাদি রকমের কথা বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায়। মুখস্থ বিদ্যার চর্চ্চা যে কি রকমটা দাঁড়াইয়াছিল, ইহা তাহার প্রমাণ। নূতন ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শ্রেণীগুলিতে ইংরাজী সাহিত্যের পুস্তক যে ভাবে ধরাইয়াছেন তাহাতে এই মুখস্থ বিদ্যার প্রভাব নিশ্চয়ই কমিবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এখন আর ঐ সকল শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট একখানি কি দুইখানি ইংরাজী সাহিত্য পুস্তক পড়ান হয় না। এখন পুস্তকের সংখ্যা চারি পাঁচ খানার কম নহে। পড়াইবার রীতিও স্বতন্ত্র, সুতরাং অর্থ পুস্তকে সুবিধা হয় না, এবং অর্থ পুস্তকও সুতরাং ঐ সকল শ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্য পুস্তকের জন্য নূতন আর বড় একটা প্রস্তুত হইতেছে না।

ছেলে পড়াইতে হইলে তাহার বই কাগজ কলম ও স্কুলের বেতন এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন মাসে দুই তিন চার টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক বেশী টাকা দিয়া প্রাইভেট শিক্ষক রাখা হয়। কোথাও একজন শিক্ষকের নিকট পাঁচ বাড়ীর পাঁচটী ছেলে আসিয়া পড়ে। শিক্ষকের পাঁচ টাকা হয় এবং গৃহস্থের তাহাতে একটি টাকা পড়ে। কোথাও এমনও দেখিয়াছি, শিক্ষক স্কুলের ছুটির পর স্কুলের নিকটস্থ বাজারে যান। বাজারের অনেক দোকানদারের ছেলে স্কুলে পড়ে। সেই সকল ছেলেদের মধ্যে অনেককে তাহাদের নিজের নিজের দোকানে বসিয়া খানিক খানিক পড়াইয়া নগদ প্রত্যহ চারি পাঁচ ছয় পয়সা প্রত্যেকের নিকট পাইয়া থাকেন। ছেলেরা বাড়ী হইতে পড়া করিয়া স্কুলে যাইয়া পড়া দিবে। পড়া বলিতে না পারিলে শিক্ষক মহাশয় দাঁড় করাইয়া দিবেন, তিরস্কার করিবেন ইত্যাদি ব্যবস্থা। সকল ছেলের অভিভাবক লেখাপড়া জানেন না, যাঁহারা নিজের নিজের ছেলেদের পড়াইবার মত লেখাপড়া জানেন তাঁহাদের কাহার হয়ত সুবিধা নাই কাহার সময় নাই, কাহারও বা খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া আর ছেলে পড়াইতে ভাল লাগে না কাজেই সামর্থ্যানুসারে ছেলেদের বাড়ীতে পড়া বলিয়া দিবার একটা ব্যবস্থা করিতে হয়, আর সেই জন্যই প্রাইভেট মাষ্টারের প্রয়োজন। যেখানে অভিভাবকের নিজের দেখিবার সুবিধা নাই সেখানে সামর্থ্যানুসারে কিছু বেশী পারিশ্রমিক দিয়া উপযুক্ত প্রাইভেট শিক্ষক রাখিলে এবং ছেলের পড়াশুনা কিরূপ হইতেছে সেদিকে লক্ষ্য রাখিলে কাজ ভাল হয় তাহার সন্দেহ কি?

কিন্তু আমরা ছেলে বেলায় দেখিয়াছি তখন পড়া বলিয়া দেওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল। আমরা অনেকের নিকট পড়া বলিয়া আনিয়াছি এবং বিস্তর ছেলেকে পড়া বলিয়া দিয়াছি। আমাদের গ্রামের হরিদাস বাবুর নিকট আমি এবং আরও দশ বার জন ছেলে সকালে পড়া বলিয়া আনিতে যাইতাম। হরিদাস বাবু তখন বি-এ পড়েন, তিনি হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া সকলকে পড়া বলিয়া দিতেন, তাহাতে তাঁহার অনেক সময় যাইত। সকালে তাঁহার নিজের পড়াশুনা কিছু হইত কিনা বলিতে পারি না। তিনিও বিরক্ত হইতেন না এবং তাঁহার অভিভাবকও নিজের ছেলের পড়াশুনার ক্ষতি হইবে বলিয়া আমাদের যাইতে বারণ করিতেন না। এইরূপ আরও অনেকের নিকট আমরা অনেকেই পড়া বলিয়া করিতেন না। আমাদের উপর ক্লাসে যে সকল ছেলে পড়িত তাহাদের নিকটও আমরা পড়া বলিয়া আনিয়াছি এবং আমাদের নীচের ক্লাসের বিস্তর ছেলেকে আমরাও পড়া বলিয়া দিয়াছি। এখন কিন্তু আর সে রকমটুকু দেখিতে পাই না। এখন যেন সকলেরই সময়ের অভাব। কোন ছাত্র অভিভাবক যদি প্রতিবেশী কোন চাকুরে লোককে অথবা উপর ক্লাসের কোন ছেলেকে অনুরোধ করেন," বাপু, আমার ছেলেটার স্কুলের পড়া তুমি যদি একটু করিয়া বলিয়া দেও তাহা হইলে বড়ই উপকার হয়।" তাহার উত্তর, "আমার সময় কই?"

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন শিক্ষা প্রণালীর যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে এইরূপে পড়া বলিয়া দেওয়ায় নিজের যে কতটা উপকার হইতে পারে তাহা নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি। ইংরাজীতে কোন একটা বিষয় পড়িয়া তাহার মর্ম্ম ইংরাজী ভাষায় অথবা অন্য ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা যদি আমার কিছু জন্মিয়া থাকে তবে তাহার একটি প্রধান কারণ অনেক ছেলেকে পড়া দিবার অভ্যাস। একথা লইয়া অনেক স্কুলের শিক্ষকদের সহিত আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহারা সকলেই এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। আমার বেশ বোধ হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় অধুনা যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে এই কার্য্যে অনেকটা ফল পাওয়া যাইবে। আমার ছেলে আমার সম্মুখে প্রতিবেশী দুই তিনটি ছেলের পড়া বলিয়া দিবে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। তাহার কোন দোষ হইলে আমি তাহার সংশোধন করিয়া দি, ইহাতে ফল ভাল হইতেছে বলিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেছি। নিজের ছেলেরও কাজ হইতেছে এবং প্রতিবেশীর ছেলেদেরও উপকার হইতেছে।

ছেলে ইংরাজীতে যে জিনিসটা পড়িল সেইটা নিজের ইংরাজীতে এবং ভার্ণাকুলারে, এবং ভার্ণাকুলারে যে জিনিসটা পড়িল সেইটা নিজের কথায় এবং ইংরাজীতে যাহাতে সম্ভবমত বিশুদ্ধভাবে পুনরাবৃত্তি করিতে পারে তাহার অভ্যাস করানই নূতন শিক্ষাপ্রণালীর একটি মূলসূত্র। পড়া বলিয়া দিবার ব্যবস্থায় এই প্রণালীর অনেকটা সহায়তা করিবে নিশ্চিত।

পাঠশালা সমূহে, এমন কি হিন্দু কলেজেও "সর্দ্দার পোড়ো" দ্বারা পড়ান এই শিক্ষাপ্রণালীরই অঙ্গীভূত ছিল। শিক্ষক মহাশয় এবং অভিভাবকগণ বিষয়টি একটু বিবেচনা [illegible]

শ্রীঃ—

এডুকেশন গেজেট।

চৈত্র ১৩১৬ সাল ইং ১৮ই মার্চ ১৯১০ সাল

আশ্বিনের পুরস্কারের ফল।

১ম পুরস্কার—শ্রীনলিনীকান্ত মুন্সী, পাবনা মডেল মেস্, পাবনা।

উত্তর—

ইংরাজের ভারতশাসন রোমীয়দিগের প্রদেশ শাসন প্রণালীর সহিত বড় মিলে, অপর কোন জাতির বৈদেশিক অধিকার শাসনের সহিত তত মিলে না। মুসলমান এবং স্পেনীয় এবং পোর্তুগিজদিগের বিদেশ শাসনের ত কথাই নাই—তাহারা অধিকৃত দেশবাসীদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর উচ্ছেদ চেষ্টা করিত। ওলন্দাজদিগের যবদ্বীপ শাসন এবং রুসীয়দিগের মধ্য এসিয়া শাসন, আর ফরাসীদিগের আলজিরিয়া এবং টুনিস শাসন ও ইংরাজের ভারতবর্ষ শাসন হইতে অনেকাংশে ভিন্নরূপ। ওলন্দাজেরা যবদ্বীপের অধিবাসিগণকে আপনাদিগের সাধারণ সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত করেন, তাঁহারা কালা ফৌজে এবং গোরা ফৌজে মিলাইয়া পল্টন বাঁধেন—উহাদিগের মধ্যে অধিক উত্তর বিশেষ করেন না। ওলন্দাজেরা দেশীয় অধিবাসীদিগকে কতকটা উন্নত পদও দিয়া থাকেন। কিন্তু ওলন্দাজেরা যবদ্বীপের অনেক কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে এক আফিঙ্গের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যবস্থা, যবদ্বীপে কাফি, চা, চিনি দারুচিনি প্রভৃতি অনেকগুলি পণ্য দ্রব্যে সেই ব্যবস্থা এবং তাহার অপেক্ষা কৃষকের বেগার খাটাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আছে।

(ক) বাজিল তুমুল রণ চাহিলা বিস্ময়ে,
দেবনর দোঁহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি
অজ্ঞান মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে
বাসবের রক্ষপতি কহিলা, বাখানি
বীরপণা তোর আমি সৌমিত্রি কেশরী
অক্ষুধাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথী
তুই, কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে।
মেঘনাদ বধ কাব্য

(খ) পর দুঃখে দুঃখী হ'তে কর উপদেশ
নিজ দেখিতে পরের দোষ করহ আদেশ;
তবে যেন সেই দয়া পরেরে দেখাই,
দয়াময়! সেই দয়া চাই তব ঠাঁই।"
ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

(গ) গর্ভে ধরি দুঃখ পায়, স্তন দিয়া পোষে
হেন মাতৃ আজ্ঞা বাম! লজ্জ তুমি কিসে?
বাপের বচনে রাখ লজ্ঘ মাতৃবাণী
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি।
কৃত্তিবাস

[ঘ] দেবের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার,
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

২য় পুরস্কার—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য, পারাজ মডেল বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পোঃ পারাজ জেলা বর্দ্ধমান।

উত্তর—

২। [ক] শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল

[খ] মাছের মায়ের পুত্র শোক

[গ] কাণা পুত্রের নাম পদ্মলোচন

[ঘ] গোবরে পদ্ম

[ঙ] যেমন মন তেমনি ধন

[চ] বিশকর্ম্মার বাটা বেয়াল্লিশ কর্ম্মা

[ছ] খোদার উপর খোদকারী

[জ] ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ

[ঝ] রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট

[ঞ] বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ

৩য় পুরস্কার—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঈশ্বরী গাছা ট্রেণিং স্কুল, পোঃ আড়বেলিয়া, ২৪ পরগণা।

উত্তর—

৩। [ক] পাঁচালী—পঞ্চালী [পঞ্চালিকা] শব্দজ। পাঁচ = গীতাঙ্গ পঞ্চ বিষয় + আল = আছে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। যাহাতে গীত, ছড়া, উপাখ্যানাদি পঞ্চ বিষয় আছে। বঙ্গদেশ প্রচলিত অনামখ্যাত গান বিশেষ। অপর, "আলি" শব্দে বয়স্যা। পঞ্চ সখীর সম্মিলিত গানাদিকে পাঁচালি বলে। পাঁচ জন সখী মিলিয়া ছড়া কাটাইয়া গান গাহেয়া সম্বন্ধে কোনরূপ প্রাচীন প্রথা বোধ করি পুরাণ অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতে পারে।

[খ] দেবনাগরী—সংস্কৃত, নাগরী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা। দেব = অমর, দীপ্ত, পূজ্য, মনোহর + নাগর = অক্ষর, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। যে ভাষা দেবগণের দ্বারা ব্যবহৃত অথবা যে ভাষার অক্ষরগুলি অতি সুন্দর; দেবভাষা, সংস্কৃত ভাষা। প্রথমে নগরবাসী দিগের লিখনে ঐ অক্ষর ব্যবহৃত হইত বলিয়া নাগরী নাম হইয়া থাকিবে কেহ কেহ বলেন।

[গ] বৈদিক গানে সুর বজায় রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে হা উ, হা-উ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করা হয়। ঐ শব্দ নিরর্থক। সেই জন্য নিরর্থক বক্তাকে হাউ হাউ করিয়া বকা বলে।

[ঘ] তুক্—তন্ত্র শব্দজ। 'জ্ঞান গুণ' করা মন্ত্র পূত কণ্ঠ প্রভৃতিকে তুক্ করা বলে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "কনভোকেশন"

বিগত ১২ই মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্নে সেনেট হাউসে এই সভার অধিবেশন হয়। চ্যান্সেলার বড়লাট বাহাদুর রেক্টর ছোটলাট বাহাদুর, ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ফেলোগণ এবং অনেকগুলি দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণগণকে ডিপ্লোমা দেওয়া হইল। পি এইচ ডি পরীক্ষায় তিন জন ছাত্র ডিপ্লোমা পাইলেন, এম এ পরীক্ষায় ৯জন, বিএ পরীক্ষায় ২৬০ জন, বি এস সি পরীক্ষায় ৪৫ জন, বি টি পরীক্ষায় ১৪ জন, ডি এল পরীক্ষায় ১জন, বি এল পরীক্ষায় ৯৪ জন, এম ডি পরীক্ষায় ১ জন, এম ই পরীক্ষায় ৭জন, এল এম এস পরীক্ষায় ৩৯ জন এবং বি ই পরীক্ষায় ৮ জন।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ মেডেল পাইয়াছেন—কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সোণার মেডেল, এবং বসন্ত কুমার দাস রূপার মেডেল। ইঁহারা গণিতের পরীক্ষায় ভাল হইয়াছেন। পালি ভাষার পরীক্ষায় ভাল হওয়ার জন্য দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সোণার মেডেল পাইয়াছেন। মেডেল প্রাপ্ত অপরাপর ছাত্রগণ—হরিনারায়ণ সেন, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু কুমার হালদার, নির্ম্মলচন্দ্র বসু, নগেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথ নাথ বন্দোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন, বিভূতি ভূষণ মিত্র, মোক্ষদাচরণ ভৌমিক, ভগীরথ চন্দ্র দাস, কুমুদ বন্ধু চক্রবর্ত্তী, সতীনাথ বাগচি, শরচ্চন্দ্র আনা, শিব শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ চন্দ্র রায়, মণিলাল কুণ্ডু, শ্রীচরণ ভট্টাচার্য্য, আশুনাথ বসু, অনুপম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এবং কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী বেথুন কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী শোভনাবালা রক্ষিত পদ্মাবতী স্বর্ণ মেডেল পাইয়াছেন।

অতঃপর চ্যান্সেলারের অনুরোধে ভাইস চ্যান্সেলার মহাশয় বক্তৃতা করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে অনেকগুলি ভাল কথা বলিয়াছেন—(১) বৎসর কাল মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কা-

বৃদ্ধি বিষয়ক আলোচনা, (২) শিক্ষাসম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজ সমূহ, (৪) ছেলেদের নিয়মানুবর্ত্তিতা, (৫) ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা বিধানের সদুপায়, [৬] শিক্ষকগণ এবং রাজনীতি, এবং [৭] শিক্ষকদিগের প্রতি নিবেদন।

বড়লাট বাহাদুর অতঃপর সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেন। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় আমার এই শেষ আগমন। আমার শাসনকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ছেলেদের নীতিশিক্ষা এবং সে বিষয়ে শিক্ষকদের চেষ্টার ফলবত্তা সম্বন্ধে ভাইস চ্যান্সেলারের কথাগুলির উপর আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। প্রার্থনা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকুক।"

ভাইস চ্যান্সেলারের বক্তৃতার মর্ম্ম আগামীবারে প্রকাশিত হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—বাবু গোপীবল্লভ দাস মেদিনীপুরের সদরে ডেঃ মাঃ হইলেন। মিঃ মোনাহান পাটনার ডিঃ জজ হইলেন। মিঃ সত্যেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক গয়ার এবং জজ মিঃ স্নিথার পূর্ণিয়ার ডিঃ জজ হইলেন। মিঃ আশারুদ্দীন আহমদ বাঁকুড়ার এবং কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বীরভূমের মাঃ হইলেন। মিঃ ভিন্সেণ্ট ২৪ পরগণার ৩য় এবং হুগলীর ২য় অতিরিক্ত সেঃ জজ হইলেন। মিঃ হ্যামিল্টন মুর্শিদাবাদের এবং মিঃ ব্রাডলেবার্ট খুলনার মাঃ হইলেন। মিঃ শার্লিং ভাগলপুরের সদরে স্থাপিত হইলেন। মিঃ মোয়ান আই সি এস ২৪ পরগণার সদরে আঃ মাঃ হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু সতীশচন্দ্র মুখো ভাগলপুরের সদরে বদলী হইলেন। পাটনার ডিঃ জজ মিঃ পিট্টার ১ বৎসর ৮ মাসের এবং পূর্ণিয়ার ডিঃ জজ মিঃ হ্যামিল্টন ৭ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার—বাবু হৃদয় নাথ মজুমদার গয়ার সবজজ রামবিলাস সিংহ বি এল গয়া সদরের মুঃ, রাখাল চন্দ্র বসু সাহাবাদের সবজজ, শ্রীশচন্দ্র তালদার বি এল পুরীর মুঃ, শালগ্রামোদর প্রসাদ আরার, হরিপদ মজুমদার আলিপুরের, চারুচন্দ্র মিত্র আরামবাগের, উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস বাঁকুড়া সদরের, রমেশচন্দ্র বসু [নং ১] ঘাটালের, ভূমুক্তলাল পালিত হিলসহের, শ্যামদুলাল দেব রামপুর হাটের, দেবব্রত মুখো কাঁথির, হেমচন্দ্র বসু নং ১ সাতক্ষীরার, অপরাপ্রসাদ মুখো জলপাইগুড়ির, চন্দ্রশেখর সেন মেহেরপুরের, যতীন্দ্র চন্দ্র বসু পাটনা সদরের, অঘোরী নিত্যানন্দ সিং ভাগলপুরের সদরের, অমরনাথ চট্টো এবং রাধানাথ ঘোষ কাঁথির, লক্ষ্মীনারায়ণ পাটনায়েক মেদিনীপুর সদরের, খগেন্দ্রনাথ বসু আলিপুরের, শ্যামনারায়ণ বারাকপুরের, ভুজঙ্গধর মুন্সী বারাসতের, নরেন্দ্র লাল বসু পুরুলিয়ার, মোঃ—উসমান আলি সিরাজের, আবদুল কদের কৃষ্ণনগরের, সৈয়দ রুস্তম যশোহর সদরের মুঃ হইলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] ভবানীপুরের কোন লোকের নিকট একখানি ধুতির পাড়ে রাজদ্রোহী পদ্য লেখা ছিল। পদ্যটি কি তাহা প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু "বিদায় জননী" এইরূপ কোন কথায় আরম্ভ হইয়াছে। ঐ কাপড় বটতলায় কাদম্বিনী বেশ্যা তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল বলায় কাদম্বিনীর বাড়ী খানাতালাসী হয়। সে বলে যে, দেশী কাপড় হাটে কিনিয়া সে বাড়ী বাড়ী বেচে। সে কাপড় আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। ঐ কাপড় মুদ্রাযন্ত্রের আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট খুঁজিয়া বাহির করিবার এবং বাজেয়াপ্তের হুকুম ছাপাইয়া দিয়াছেন। আরও একটী স্থানে ঐরূপ বৃথা খানাতালাসী হইয়াছে। কোন বদমায়েস লোক ঐরূপ পদ্য রচনা দুচারখানা কাপড়ের পাড়ে বসাইল, এখন তাহার পাপে সকল দেশী কাপড় বিক্রেতারই লাঞ্ছনা গঞ্জনা হইবে এবং দেশী কাপড় বেচার উচ্ছাই করিয়া যাইবে। নেতারা সকলকেই বুঝাইয়া দিতেছেন যে, সংযম ও ধর্মের পথে দৃঢ়ভাবে চলিতে হইবে। অন্যায় পথে কাহারও কোন উপকার নাই, সুতরাং দেশেরও উপায় কুপথে ঘটা অসম্ভব। পাড়ে কোন কিছু লেখা বন্ধ করিয়া ফেলাই ভাল। কেনা বন্ধ করিলেই প্রস্তুত বন্ধ হইবে। শান্তিপুর প্রভৃতির তাঁতিরা বুঝুন যে পাড়ে লেখার দায়ে খানা তালাসীর দায়ে পড়িলে তাঁহাদের কাপড় বিক্রয় বন্ধ হইবে।

দলাই লামা এখন কলিকাতায় ব্রিটিশের আশ্রিত হইয়া আছেন। ব্রিটিশ পক্ষ আশ্রয় না দিলে হয়ত তাঁহাকে এতদিনে চীনের বন্দীগত হইয়া পড়িতে হইত। লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধের ইনি ধর্ম্মগুরু। লামা বুদ্ধদেবের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত। বৌদ্ধদিগের ধারণা, লামার মৃত্যু নাই, কলেবর বদলায় মাত্র। লামার দর্শন লাভ বহুপুণ্যের ফল বলিয়া বৌদ্ধেরা মনে করে, সুতরাং লামার দর্শন লাভ খুবই দুর্লভ ছিল। বাহিরের লোকে ইঁহাকে কেহ কখন দেখে নাই, কিন্তু ১৯০৪ সালে যখন ব্রিটিশ পক্ষ তিব্বত আক্রমণ করেন সেই সময়ে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করতঃ চীন মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। আজ তাঁহাকে আবার রাজ্য হইতে পলাইয়া আসিতে হইয়াছে।

[প্রেসিডেন্সী] "পল্লীচিত্র" নামক পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর রাজবিদ্রোহসূচক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ১৫৩ [ক] ধারানুসারে যথাক্রমে দুই বৎসর ও ২ মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হ্যামিল্টনের নিকট বিচার হইয়াছিল। জেলার জজের নিকট আপীল হইয়াছিল। ডিসমিস হইয়াছে।

এ বৎসরে বিদেশ হইতে প্রায় ১২৫ জন ছাত্র ভট্টপল্লী পরীক্ষা সমাজে পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। ৯ই, ১০ই, ১১ই ফাল্গুন তিনদিন পরীক্ষার্থীদিগের আহার বাসস্থান সমাজ হইতে দেওয়া হইয়াছিল। বৈদ্যপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহ চন্দ্র নন্দী মহাশয় পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের আহারের ব্যয় সংকুলান জন্য ২০০ টাকা দিয়াছেন। গতবর্ষেও তিনি এই ব্যবস্থার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ভট্টপল্লী সমাজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রকে ইনি একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিয়া থাকেন। অন্যান্য ব্যবস্থায় স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, মেদিনীপুর মুগবেড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর নন্দ, শ্রীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ, ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল সুর, ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ দাস এবং মাত্রাল নিবাসী মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণ বহন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সমাজের ধন্যবাদার্হ।

[বোম্বাই] মালিকের হত্যাকাণ্ডের বিচার চলিতেছে।

[সাধারণ] ওকনর নামক একজন ইয়ুরোপীয়ের ফৌজদারীতে ৮ বার সাজা হইয়াছিল। পুনঃ ছাউনির

... সুবিধা বেড়াবার এবং জীবিকার কোন উপায় আছে ইহা দেখাইতে না পারায় পুনায় ...মেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাকে ১০০ টাকার ... দিতে হুকুম দেন। জামিন দিতে না পারায় ... মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ঢাকার ছোটলাট সাহেব ময়মনসিং ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জে নূতন আইন অনুসারে রাজনৈতিক ...র সম্মিলন নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

পঞ্জাবের অন্তর্গত ভূকেতের মহারাজা ঘোষণা ... দিয়াছেন যে, ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে যে ... খবরের কাগজে লেখে, সেরূপ খবরের ... তাঁহার প্রজা খরিদ করিলে তিনি কঠিন ... দিবেন।

"...গ্লাসওয়ার্কস লিমিটেড" নামে একটী ...কোম্পানি কাচের বাসন বোতল প্রভৃতি প্রস্তুত ... বাবস্থা করিতেছেন। ডাইরেক্টার অব ...ষ্ট্রিজ বা গবর্ণমেণ্ট শিল্পত্বাবধায়ক এই ...কোম্পানীকে গবর্ণমেণ্টের জঙ্গল হইতে বিনামূল্যে ...নি কাঠ দিয়া উৎসাহিত করিতে অনুরোধ ...রায় সদাশয় মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিয়াছেন ..., প্রথম দুই বৎসর যত কাঠ দরকার ...রকার হইবে তাহা অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া হইবে।

...ট কাউন্সিলের প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে ... এক বৎসর পূর্ব্বে বিহারের জিলা স্কুল সকলে ... বিএ পাশ করা শিক্ষক ছিলেন এখন ... কম আছেন। ইহার কারণ এই যে, ...বাঙ্গালী বিএ রা তখন বিহারে অবাধে কাজ পাই... ইঁহাদের স্থলে বিহারী লওয়া হইতেছে, ... বিএ পাশ বিহারীর অভাবে অপেক্ষাকৃত কম ... বিহারীদেরই শিক্ষক স্বরূপে লইতে হই...।

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটরির নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই ...কারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা ... ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্যাল স্কুলে ... কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হই... পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে ... নিতে চাহেন।

... অর্থে ট্রেন্‌ড্ ও কিণ্ডারগার্টেন ... জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা ... "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও ...প্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নু" অর্থে নূতন প্রণালী মতে ট্রেন্‌ড্ ও কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

A Sanskrit knowing English teacher plucked B A—Dubalhati Hera nath H E school on Rs 30—35 with quarters according to qualifications; po Dubalhati, Rajshahi.

An F A 4th master—Torekona H E school on Rs 25 a month. Po Torekona, Dt Burdwan. Must stick at least one session.

A B course graduate asst Hd master for the Indas H E schoo, Bankura on Rs 50 a month at present. Po Indas, Bankura.

An undergraduate on Rs 30, Pandra H E school. To stick for one year Po Poddardihi, Manbhum.

A Mathematical teacher—a plucked B A or an F A strong in Mathematics—Juniadah H E school. Pay according to qualifications. The place is healthy and near the Ry station at Damukdea Ghat. Apply stating terms to the Secretary Babu Brojendra Nath Chatterji M A B L 17 Madhu Roy's Lane; pa Simla, Calcutta. (8 4 1910).

A graduate 2nd master capable to teach Mathematics according to the new regulations for the Kanchanta'a J D J Institutiod, Mursidabad. Pay Rs 40 to Rs 45 according to qualification, Apply to the Hd master.

A newly trained Hd Pandit on Rs 30. Lodging and boarding free. A Kyastha trained in the Dacca Training preferred. Goalbhaour M E school, po Nalgora, Dt. Barisal: also an Entrance passed Baidya or Kyastha 2nd master on Rs 12. Lodging and Boarding free.

An M A Hd master—Jamui H E school on Rs 70 a month. Preference to a Beharee. Apply to S S Husain Esqr, Sub Divisional officer, Jamui, Dt Monghyr

An Entrance passed 2nd master for the Shaurail M E school on Rs 15 po Shaurail, via Pangsa.

A graduate with Sanskrit as one of his optional subjects on Rs 55 a month. Nagarpur H E school (Tangail. Apply before the 31st March.

An F A Hd master for Orfuli M E school, on Rs 20 per mensem. Boarding and lodging free. Must stick to the post at least for two years. Po Orfuli, Dt Howrah.

A graduate Hd master, strong in English and an English knowing Kavyatirtha Hd pandit for the Nasigram H E school (Burdwan) salaries according to qualifications. Apply stating terms.

A graduate teacher for a H E school in Pabna on Rs 50 per mensem. Must stick at least one complete session. Apply to N N Bhattacharyya. Po Porjona (Pabna).

An F A teacher strong in English and Mathematics for Gar Bhowanipur H E school, po Chitrasenpur Dt. Howrah on Rs 25 a month. Board and lodging free on private tuition.

An F A Hd master for the Bijpur M E school on Rs 25 to Rs 30 a month according to qualifications. Apply to Babu Priya Nath ...as (Loco. office E B S Ry Kanchrapara po).

A plucked B A (B course) for the post of 4th master of the Bagnan H E school, po Bagnan, on Rs 25 a month Free lodging and boarding available on coaching a private student.

A whole time tutor for my children. A plucked B A or passed F A with experience of teaching preferred Salary Rs 20 to 25 with free board and lodging. Must stick for at least three years. Apply to S D O Basirhat. (24 perganas).

A graduate 2nd master for the Rangdia H E school (Khulna) on Rs 45 with free board and lodging. Apply to the Hd master.

An Entrance passed teacher with good handwriting and knowledge of office work for Bhola Govt school, on Rs 20 per mensem. Apply before 31st March.

An F A Hd master on Rs 20 per mensem with free board and lodging for the Jaldhaka M E school. Apply before 25th March, po Jaldhaka, Rangpur.

A graduate and an F A both strong in Mathematics, and an English knowing Kabyatirtha and a Normal passed Pandit on Rs 40, 25, 20—25, 16—15

respectively. Must stick to the post for at least one full session. Ram Lal Academy, Chakdah, Nadia.

For the Ullapara H E school a graduate Assistant Hd master on Rs 50 a month. One year's guarantee necessary Boarding charge Rs 5 a month. Apply to the Hd master.

An A course and B course Graduate Hd master and Asst Hd master for H E school Singur Dt Hooghly on Rs 50 and 40 only resdectively with free board and lodging on private tuition.

A graduate asst Hd master for the B B H E school on Rs 40—50 according to qualifications. Free board and lodging. Apply to the Hd master B B H E school, Baghutia po, Dt Jessore.

A graduate (B A) as Assistant Hd master of the Katadia—Simulia Coronation H E school on Rs 40 per month. Free quarters. Apply before 30th March to Babu Chandra Kanta Gupta. Hd master, po Katadia Simulia (Dacca).

New system Drawing Drill knowing 2nd Pandit for the Nakipur H E school on Rs 10 besides free board and lodging. Po Nakipur, Dt Khulna.

An under graduate Hd master—Siliguri M E school (Darjeeling) on Rs 40.

A plucked B A capable to teach Matriculation Mathematic and a plucked F A on Rs 30 and 18 respectively. The latter may be provided with free board and lodging in a Boidya family on private tuition. Bagbari. Pabna.

F A Hd mester and Normal Hd Pandit on Rs 25 and Rs 20 besides lodging. Po Manikchak Maldah.

পাঁচপোতা উচ্চ স্কুলে একজন মাইনর পাশ ও এন্ট্রান্স ফেল দ্বিতীয় পাশ শিক্ষক। বেতন ১৭ টাকা ও আহার। ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ চাই। শ্রীচন্দ্রনাথ চৌধুরী পাঁচপোতা, পোষ্ট গোবরডাঙ্গা, জেলা যশোহর।

বাঁসরকাটি সারস্বত চতুষ্পাঠীর জন্য কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের জনৈক অধ্যাপক বেতন ১০, টাকা। বাসা খরচ স্বতন্ত্র। সত্বর আবেদন করুন। সহকারী সম্পাদক ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বাঁসরকাটি, ২৪ পরগণা।

খালবোয়ালিয়া মইং স্কুলে একজন এফ-এ হেঃ মাঃ। বেতন ২৬ টাকা ও বাসা। মাকিয়া হইলে আহার। আগামী ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত দরখাস্ত গ্রহণ করা যাইবে। জেলা নদীয়া, পোঃ খালবোয়ালিয়া।

পার্শি ও বাঙ্গালা জানা মৌলবী বড়আন্দুলিয়া মইং স্কুল। পোঃ আন্দুলিয়া, ভায়া কাঁচড়াপাড়া জেলা নদীয়া। বেতন যোগ্যতানুসারে।

ভালখড়ী মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা ও আহার। এবং ১ম ২য় শ্রেণীর জন্য ৬ জন ভাল ছাত্র আবশ্যক। আহার ও স্কুল ফি, ফ্রি। পোঃ ভালখড়ী, জেলা যশোহর। (8. 4. 10)

MATRICULATION EXAMINATION, 1910.

ENGLISH.

SECOND PAPER.

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

1. Give in plain English the substance of *any two* of the following passages:—

(a) In his early days Fitzgerald made experiments in diet, and gradually settled down into vegetarianism. He felt at first a loss of physical power, but this passed off, and he believed he gained in lightness of spirit. He lived practically on bread and fruit, with sometimes cheese or butter. But he was not a bigoted vegetarian. To avoid an appearance of singularity he would eat meat at other houses, and provided it in plenty for his guests. He was abstemious, but not a total abstainer. 20

(b) The good servant prefers his employer to himself. The good employer considers the welfare of his servant more than his own profit. From the sweeping of a floor to the governing of a country—from the baking of a loaf to the watching by the sick bed of a friend—there is the same rule everywhere. Let the thought of self intrude, let the worker but pause to consider how much reward his work will bring to him, and the power of his genius will be gone from him. 20

(c) Shylock, the Jew, lived at Venice; he was an usurer who had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Shylock, being a hard-hearted man, exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men, and particularly by Antonio, a young merchant of Venice; and Shylock as much hated Antonio, because he used to lend money to people in distress, and would never take any interest for the money he lent; therefore there was great enmity between the covetous Jew and the generous merchant, Antonio. Whenever Antonio met Shylock on the Rialto (or Exchange] he used to reproach him with his usuries and hard dealings which the Jew would bear with seeming patience while he secretly meditated revenge. 20

(d) After we had resided at Ceylon about a fortnight, I accompanied one of the Governor's brothers upon a shooting party. He was a strong, athletic man, and being used to the climate (for he had resided there some years), he bore the violent heat of the sun much better than I could; in our excursion he had made a considerable progress through a thick wood when I was only at the entrance. Near the banks of a large piece of water, which had engaged my attention, I thought I heard a rustling noise behind; on turning about I was terribly frightened at the sight of a lion, which was evidently approaching with the intention of satisfying his appetite with my poor carcass, and that without asking my consent. What was to be done in this horrible dilemma I had not even a moment for reflection; my piece was only charged with swan shot, and I had no other about me; however, though I could have no idea of killing such an animal with that weak kind of ammunition, yet I had some hopes of frightening him by the report and perhaps of wounding him also.

... Amplify *one* of the following 10 ... a short story, and add a moral:—

(a) As a dog was crossing a ..., with a morsel of flesh in his ..., he saw, as he thought, a ... piece in the water: so he ... what he had, to catch at ... it was a shadow, and lost both.

(b) A dog lay in a manger ... he neither ate the grain him- ... nor let the cow eat it.

... Give in plain English the ... of *one* of the following ...:—

(a) Little drops of water, 20
Little grains of sand,
Make the mighty ocean,
And the pleasant land.
Thus the little moments,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of eternity.

(b) He that is down needs fear 20
no fall
He that is low, no pride;
He that is humble ever
shall
Have God to be his guide.
I am content with what
I have,
Little be it or much:
And, Lord, contentment
still I crave,
Because Thou save t such.

(c) Let nothing disturb thee 20
Nothing affright thee;
All things are passing.
God never changeth.
Patient endurance
Attaineth to all things;
Who God possesseth
In nothing is wanting;
Alone God sufficeth.

... Construct short sentences to 6 illustrate the difference in meaning ... between any *three* of the ... pairs of words and phra- ...: ... much *and* too much; ... with *and* compare to; prin- ... principle; older; *and* elder; ... *and* meaningless; compli- ... complement; elicit *and* ... stationary *and* stationery.

5. Parse any *six* of the words 6 italicized in the following:—we shall not see his *like* again; I have not seen him *since*; *but* me no *buts*; so much *the* better for him, *what* with the wind and what with the rain, the players had to stop the game *after* a few minutes.

6. Defend, or correct, where 6 necessary, any *six* of the following, giving reasons for your answer in each case:—all but he had fled; none but the brave deserve the fair; he is much the cleverest of the two; he asked for an alms; I do not like those sort of people; this man is very different to that; if I were strong enough to work, I am strong enough to look after me.

7. Construct short sentences to 7 illustrate the difference between gerunds, participles, and verbal nouns.

8. Fill up the following blanks:—

(a) The cup was—my lips 3 when he dashed it—the ground in obedience—your order.

(b) How can I go—with the work ? 1

(c) I have reasons—being conscious—that. 2

Or.

I did rely—his support, and I attached value—his acts. 2

(উদ্ধৃত)

সীতারাম সিপাহীর আত্মচরিত।

বঙ্গের এশিয়াটীক সোসাইটীর অধিবেশনে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ফিলটন "সীতারাম সিপাহীর আত্মচরিত" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সীতারাম নামক একজন ব্রাহ্মণ সিপাহী ইংরাজের অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহুবার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। প্রায় ৪৮ বৎসর সৈনিক জীবন যাপন করিয়া বৃদ্ধবয়সে তিনি তাঁহার আত্মচরিত সরল হিন্দিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কর্ণেল ফিল্টন বলিয়াছেন, "সীতারামের আত্মচরিত প্রত্যেক সিপাহীর অবশ্য পাঠ্য। সেদিন আমি দেখিলাম, ব্রাহ্মণগণ ভাল সৈনিক হইতে পারে কি না দুইজন সৈনিক কর্ম্মচারী তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন; তাঁহাদের আলোচনাতে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, সীতারামের জীবনী তাহাদের সকলগুলিরই উত্তর দান করিতেছে"।

বাল্যজীবন।—১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার কোন গ্রামে সীতারাম জন্মগ্রহণ করেন। অতি বাল্যকালে এক বৃদ্ধ পণ্ডিত তাঁহাকে অনেক গুলি সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা দিয়াছিলেন—অবসর মত সেই সকলের আবৃত্তি করিয়া তিনি সান্ত্বনা লাভ করিতেন। তাঁহার এক মাতুল কোম্পানী বাহাদুরের পদাতিক দলে জমাদারের কার্য্য করিতেন। সমগ্র গ্রামের মধ্যে তিনিই একজন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য হইতেন এবং সীতারামের মাতা, ভগিনীগণ ভাগ্যবান ভ্রাতাকে যেমন ভাল বাসিয়া থাকেন তেমনই ভাল বাসিতেন। বাটী গমনের পরে যখন তিনি একদিন জগণীর আত্ম হইয়া সেই গ্রামবাসিগণের নিকট কোম্পানী বাহাদুরের এবং ইংরাজদের সম্বন্ধে নানারূপ আশ্চর্য্য গল্প বলিতেন তখন বালক সীতারাম বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আর মনে করিতেন ইঁহার নিকট অযোধ্যার নবাব কোন ছার!

অযোধ্যা ইংরাজের করতলগত হওয়ার বহু পূর্ব্বে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন গ্রামবাসিগণ মনে করিত যে সাহেবেরা বড় বড় সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে বৃক্ষের শাখায় ঝুলন্ত ডিম্বের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিয়াছে সে আগ্রায় দেখিয়া আসিয়াছে যে এক সাহেব চকচকে পোষাক এবং ধবধবে শাদা মুখ বিশিষ্ট এক সুন্দরী পরীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন—ভয় পাছে সে উড়িয়া পলায়! সীতারামও আগ্রায় এ দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলেন। যৌবন কালে সীতারাম স্থির করিলেন, তিনি সৈনিক হইবেন। মাতা ভৎসনা করিলেন এবং ক্রন্দন করিলেন; অবশেষে স্থির হইল তাঁহার জমাদার মাতুল তাঁহাকে আগ্রায় লইয়া যাইবেন। পণ্ডিত মহাশয় পাঁজি দেখিয়া কহিলেন, চতুর্থ দিবসে ভোর ছয়টার সময় শুভক্ষণ। সীতারামের যাত্রাকালে পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া দিলেন যজ্ঞসূত্রের অবমাননা করিও না।—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্তান কোন অপকর্ম্ম করিও না। [কি সুন্দর সহজ কথায় বাপ পিতামহের নামে কলঙ্ক না দিতে নিষেধ করা—অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে উপদেশ!] পিতা একটী অশ্ব দিলেন, মাতাও নানা কথা বলিয়া পুত্রকে বিদায় দিলেন।

ঠগীর হাতে।—সীতারামের মাতুল পথে দুই জন সিপাহী এবং উহাদের একজনের এক ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। একদল বালক তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তখন ঠগীর উৎপাতে অস্ত্রধারীদিগের সঙ্গ ছাড়া পথচলা দায় হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে কয়েক দিন পথচলা হইলে এক রাত্রিতে জমাদারের সন্দেহ উপস্থিত হইল; পরদিন প্রভাতে তিনি বালকদিগকে নিজপথ দেখিতে বলিলেন। ইহার পর জনকয় কুলী তাঁহার সঙ্গ লইল—সীতারাম যেন দেখিলেন যে তাহাদের একজনের মুখ পূর্বোল্লিখিত একজন বালকের ন্যায়। এক রাত্রিতে নূতন আগন্তুকদিগের নিজমূর্তি প্রকাশ পাইল। সীতারামের চীৎকারে নিদ্রোত্থিত জমাদার সাহেব তরবারীর এক আঘাতে একজনের মস্তক দেহ বিচ্ছিন্ন করিলেন—অপর সকলে পলায়ন করিল। কিন্তু ইহার পূর্বেই তাহারা রেশমী রজ্জুর সাহায্যে সৈনিকের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রথম সাহেব দর্শন।—সীতারাম প্রথমেই "ম্যাড টুটার্ট" সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি এক অসাধারণ বালকমাত্র। সীতারাম মনে করিলেন ইহার মধ্যে কোন গুণই নাই। কিন্তু পরে যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ঐ সাহেব বড় বড় সিপাহীদিগের দোষ পাইলেই তাহাদের মস্তক প্রাচীরের গায়ে ঠকাঠক ঠুকিতেছেন, এবং তাঁহার কালীতে কলম দিতে যে সময়ে প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষাও অল্প সময়ে তিনি ডাক্তারের নিকট একখানি সম্পূর্ণ চিঠি লিখিয়া ফেলিলেন, এবং যখন তাঁহার মুখে হিন্দুস্থানী কথা শুনিলেন তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের এবং ভক্তির পরিসীমা রহিল না।

ডাক্তার।—তিনি ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কতকগুলি ইংরাজ শিশু অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছে। দেখিয়াই তিনি মনে ভাবিলেন সত্য সত্যই কি ইংরাজ সংস্রবে তাঁহার জাতি যাইবে? এই ভাবনায় সীতারাম এত চিন্তাবিষ্ট হইয়া গেলেন যে সাহেব যে, তাঁহাকে জুতা খুলিতে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল না। তখন সাদা সাদা শিশুগুলি চীৎকার করিয়া উঠিল—"পেচক, বাঁদর শুকরের বাচ্চা, তুমি কি কানে শোন না?" সাহেব রাগিয়া সীতারামকে বলিলেন, "জঙ্গলী লোক!" তখন ঐ শিশুগুলি চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা, বাবা, উহার পায়ে কি লোম আছে?"

কর্ণেল।—পরে তিনি তাঁহার লোকের পরিচালক কর্ণেলের নিকট গেলেন। স্বভাবতই এইরূপ লোকের অত্যন্ত ভীষণাকৃতি হওয়া উচিত—কিন্তু তাঁহার বদন বীটমূলের ন্যায় এবং মস্তক কেশহীন। তবে তাঁহার বাজপক্ষীর ন্যায় চক্ষু দেখিয়া সীতারামের অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি এক সুবিশাল হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন এবং তাঁহার গৃহ প্রাচীরে বন্দুক, রাইফেল এবং বাঘের মাথা ঝুলান ছিল। জমাদার বলিলেন যে ইনি নক্সীবান। সীতারাম তখনও ঐ ভয়াবহ পারস্য রাজের নাম শোনেন নাই—তাই ভাবিলেন যে তিনি হয়ত নয়টী বাঘ মারিয়াছেন।

কার্যে যোগদান।—সীতারাম কার্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চিরবাঞ্ছিত লাল কোর্তাটা বাহুর নীচে আটকাইয়া গেল; বন্দুকটা বড় ভারী এবং কোমরবন্ধটা বড় অসুবিধা জনক বলিয়া বোধ হইল। যাহা হউক ক্রমশঃ তিনি প্রকৃত সিপাহী হইলেন। ড্রিল শিক্ষক হাবিলদার ও সাহেব সার্জেন্ট তাঁহাকে পছন্দ করিত না দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কারণটা আর কিছুই নহে—তিনি হাবিলদারকে ১৬টাকা দক্ষিণা দিতে ভুলিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে সাহেব সার্জেন্টেরও কিছু অংশ ছিল।

এখনও যেমন সাহেব কর্মচারীদিগের সিপাহীদের আপোষের নামকরণ প্রথা আছে তখনও তেমনই ছিল। একজনকে 'নবাব' নাম দেওয়া হইয়াছিল। আর একজনের ঘাড় বড় লম্বা—তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল 'উট' আর একজনের বড় মুখ খারাপ করা অভ্যাস ছিল, সেইজন্য তাঁহার নাম ছিল 'ড্যাম সাহেব।' অপর এক সাহেব কুস্তি ভাল বাসিতেন, তাই সকলে তাঁহাকে 'পালোয়ান সাহেব' বলিয়া ডাকিত।

নেপালের যুদ্ধ।—সীতারামের প্রথম যুদ্ধ নেপালে। কোন দুর্গের সম্মুখে ইংরাজের দুই দল সৈন্য নষ্ট হইয়া গেল; কিন্তু তাঁহারা হতাশ হইলেন না। "পালোয়ান সাহেব" নিহত হইলেন। অবশেষে শত্রু পরাজিত হইল। অমরসিংহ থাপা সাহসী পুরুষ—তাই সরকার তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সীতারাম বলেন:—"ইংরাজেরা সাহসী ব্যক্তিকে সম্মান করেন; তাঁহাকে হত্যা করেন না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়; কারণ সাহসী পুরুষই কি সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শত্রু নহে? সাহেবদিগকে আমি ভাল বুঝিতে পারি না। আমি একদিন দেখিয়াছি যে এক সাহেব কর্মচারী একজন আহত শত্রুকে [illegible] করিলেন না; কিন্তু যাই তিনি পৃষ্ঠ ফিরাইলেন অমনই সে তাঁহাকে গুলি করিল।"

ইংরাজ সম্বন্ধে।—সীতারাম বলেন:—ইংরাজ যে পরাজিত হয় না তাহার কারণ এই যে তাঁহারা পরাজয়কে ভয় করেন না। মদের জন্য না হইলে ইংরাজ সৈন্য যুদ্ধ এত ভালবাসে কেন তাহা বুঝিতে পারি না—এক লোটা মদের জন্য তাহারা দশটা যুদ্ধ করিবে। তাহাদের বেতন ত কিছুই নহে। তাহারা লুণ্ঠন ভালবাসে সত্য; কিন্তু এক বোতল ব্রাণ্ডির জন্য তাহারা এক টুপি টাকা দেয়, ইহা দেখিয়াছি।

পিণ্ডারী যুদ্ধ।—পিণ্ডারী যুদ্ধে সীতারাম আহত এবং এক জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যক্ত হন। একটী বালিকা নিকটে মহিষ চরাইতেছিল। তাঁহাকে নিকটস্থ এক কূপ হইতে জল আনিয়া দেয়। বালিকার আত্মীয় স্বজন কয়েকদিন তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিল এবং পরে তাঁহাকে এক বৈরাগীর নিকট লইয়া গিয়াছিল। বৈরাগী তাঁহার চিকিৎসা করেন। একদিন পিণ্ডারীদিগকে আসিতে দেখিয়া বৈরাগী তাঁহাকে এক গোরস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে কোম্পানীর সোয়ার আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়।

পিণ্ডারীদিগের সংবাদ সংগ্রহের অতি উত্তম বন্দোবস্ত ছিল। তাহারা কোম্পানী সৈন্যের গতিবিধি সম্বন্ধে সকল কথাই অবগত হইত, শত্রুকে সংবাদ প্রদান করে বলিয়া যদি কাহারও প্রতি তাহাদের সন্দেহ হইত, তাহা হইলে তাহারা অনন্ত লৌহশলাকা দ্বারা তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইত এবং তাহার নাক, কান এবং হাত কাটিয়া ফেলিত। কোম্পানীর গোয়েন্দাগণ অনেক পক্ষে পিণ্ডারীদিগেরই গোয়েন্দা ছিল। যাহা হউক, পিণ্ডারীদিগের পরাজয়ের পর সীতারাম বিদায় পাইলেন।

বাটীতে।—সীতারাম বাটীতে আসিয়া তাঁহার মামার মত গল্প বলিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে ফল ফলিল বিপরীত। পিণ্ডারী যুদ্ধের সময় যে বালিকা তাঁহাকে জল দিয়াছিল একদিন তিনি তাহার কথা বলিতেছিলেন। একজন গ্রাম্য পুরোহিত তাহাতে বলিয়া উঠিলেন যে, ঐ বালিকা নিশ্চয়ই ডোমজাতীয়; সুতরাং সীতারামের জাতি গিয়াছে। তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন তিনি নিজের লোটায় করিয়া জলপান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল

[illegible] উঠিতে তাঁহার পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত অর্থ [illegible] হইয়া গেল।

[তাঁ]হার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে বিবাহ করিতে [illegible]; কিন্তু তাঁহার পত্নীর বসন্ত-বিকৃত মুখমণ্ডল [illegible] পাইয়াই তাঁহার কার্য্যে প্রত্যাবর্তন করি[বার] আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল। তিনি নাগপুরে যাইয়া [illegible]ের সহিত যোগদান করিলেন।

তাহার পর তিনি এক দুর্গ আক্রমণকালে এক [illegible]পের মুখে উড়িয়া গিয়াছিলেন। দুই জন [illegible] সৈনিক তাঁহাকে অচেতনাবস্থায় টানিয়া [illegible] করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়া[ছিলেন]।

[পা]গলা মেজর।—সীতারাম হাসপাতাল ত্যাগ [করিয়া] ফতেগড়ে এক সৈন্য দলে যোগ দিলেন। [illegible] মেজর ঐ দলের নেতা; তিনি শিকারের [illegible] প্যারেডে আসিতেন এবং তাঁহার লাঠি [illegible] শিক্ষকগণের মস্তকে ভাঙ্গিতেন। [illegible] মেয়াদিগের উপর বন্দ উৎপাত করিতেন [illegible] তাহাদের পত্নীর নাম জিজ্ঞাসা করিতেন। [illegible] কাপ্তেনরাই তাঁহার নিকট গমন করিলে [illegible] আসন পাইতেন না।

একবার এক কাপ্তেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ [করি]তে গেলেন। সীতারাম দৃষ্টি রাখিতেন, কাপ্তেনকেও আসন দেওয়া হয় কি না। আসন দেওয়া হইল না। উঁহাদের বচসা হইল—আর কাপ্তেন মেজরকে ঘুসি মারিয়া ভূমিশায়ী করিলেন। পরদিন প্রভাতে সীতারাম দেখিলেন মেজর, কাপ্তেন ও তাঁহাদের দুই জন সহকারী [illegible] সমবেত হইয়াছেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দুইটী গুলি ছুটিল, মেজর ভূমিশয্যায় শায়িত [হই]লেন। অপরাহ্নে তাঁহার দেহ প্রোথিত করা হইল।

সীতারাম বলেন:—"ফিরিঙ্গীর সকল কার্য্যই [illegible] রকমের। রক্ত যখন গরম হইয়া উঠিল, [illegible], তখনই অস্ত্র লইয়া মেজর তখন প্রতি[শোধ] গ্রহণ করিল না। ঘুসির পরে আর কেহ [কো]ন কথা বলিল না—কেহ গালাগালি দিল না। [illegible] সংযত করিয়া পৃথক হইল আর একটী [illegible]র বিষয় এই যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কাপ্তেনের বন্ধু [illegible] মেজরের সহকারী, আর মেজরের বন্ধু [illegible] কাপ্তেনের সহকারী।"

[পদো]ন্নতি ও পদচ্যুতি।—সীতারাম অতঃপর [illegible] হইলেন। সিপাহীগণ তাঁহার নিকট [illegible] সঞ্চিত রাখিত। তাহারা সঞ্চিত টাকা দেখিতে চাহিলে, মাসে একবার তাহাদিগকে টাকা দেখাইতে হইত। এই হাবিলদারগণ যুদ্ধে টাকা খাটাইয়া বড় লোক হইয়া যাইত। এই সময় তাঁহার কাপ্তেন সাহেবের নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে সাহেব যথাসর্ব্বস্ব হারাইলেন এবং সীতারামের নিকট টাকা ধার চাহিলেন। সীতারাম নিজের টাকাত দিলেনই—তাঁহার নিকট যে অর্থ গচ্ছিত ছিল তাহাও দিলেন। এদিকে সিপাহীগণকে তিনি টাকা দেখাইতে পারিলেন না; ফলে কোর্ট মার্শালের বিচারে তিনি পদচ্যুত হইলেন।

সীতারাম দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন---"সরকার বাহাদুরের কার্য্য মানুষের বুদ্ধির অতীত।"

সিপাহী বিদ্রোহের এক কারণ।—সীতারাম বলেন, সিপাহী বিদ্রোহের এক কারণ সেনাপতির ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা। তিনি আরও বলেন, যে কয়েক দল দেশীয় সৈন্যকে একত্রে রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

কাবুল যুদ্ধ।—আমির দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শা সুজা উলমুল্‌কে কাবুলের সিংহাসন দান করার জন্য একদল সৈন্য সংগৃহীত হইল। সিপাহীগণ সিন্ধুনদীর পরপারে যাইতে ভয় পাইল, অনেকে তাহাদের নাম কাটিয়া দিল, অনেকে পলায়ন করিল, সীতারাম হাবিলদারের পদ পাইলেন। শীতকাল; কিন্তু তথায় এক এক স্থানের বায়ু সিপাহী যুদ্ধের সময় তিনি যে কবরে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহার বায়ু অপেক্ষাও উত্তপ্ত। তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল।

কান্দাহারে।—গজনী অধিকৃত হইল, শাসনকর্ত্তা হায়দর আলিকে এক গৃহে লুক্কায়িত অবস্থায় পাওয়া গেল। এই হায়দর আলিই পরে ইংরাজ লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল---"আমাকে মারিয়া ফেল; আমাকে ছাড়িয়া দিলে আমি চিরকাল তোমাদের শত্রুতাচরণ করিব এবং তোমাদিগকে কাবুল হইতে বিতাড়িত করার জন্য আমার দেশবাসীকে চিরদিনই উত্তেজিত করিব।" তথাপি লাট সাহেব তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলেন না। সাহেব লোকেরা যুদ্ধ করে কেন, তাহা সীতারাম কখনই বুঝিতে পারেন নাই।

ইংরাজ মহিলা।—সীতারাম ইংরাজ মহিলাদিগের সাহসের খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি বলেন সৈনিক কর্ম্মচারিগণ সকল সময়ে যদি তাহাদের পত্নীর পরামর্শ মত কার্য্য করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। তাঁহার বৃদ্ধ পণ্ডিত যদি মেম সাহেব দেখিতেন তাহা হইলে আর তিনি "স্ত্রীলোকদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিও না" এরূপ উপদেশ দিতেন না।

দাসরূপে বিক্রীত।—যুদ্ধে আহত এবং ধৃত হইয়া সীতারাম কাবুলে নীত হইলেন এবং ২৮০৲ টাকায় বাজারে বিক্রীত হইলেন। ধনবান আফগানগণ হিন্দুস্থানী দাসগণকে খুব পছন্দ করিত। সীতারাম ভাল হিসাব লিখিতে পারিতেন। পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার প্রভুর মনস্তুষ্টি করিলেন; কিন্তু তিনি মুসলমান হইতে স্বীকৃত হইলেন না। এইরূপে কিছুদিন চলিল; অবশেষে এক কাফিলা নেতার সহিত ৫০০৲ টাকা রফা করিয়া তিনি পলায়নের বন্দোবস্ত করিলেন। ৪৫ ক্রোশের পর তিনি ফেরোজপুরের ইংরাজ শিবিরে পৌঁছিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে চিনিল না, কেহ তাঁহাকে টাকা দিতে চাহিল না। অবশেষে তিনি কমিশনার সাহেবের নিকটে গেলেন---তখনও আফগান মহাজন জোঁকের মত তাঁহার পশ্চাতে লাগিয়া ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ রাস্তায় পরিচিত বৃদ্ধ সুবাদারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সুবাদার তাঁহাকে আড়াই শত টাকা ধার দিলেন, আর সাহেব দিলেন অপর আড়াই শত। পরে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে এক[illegible] টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

শিখদলে ইউরোপীয় সৈনিক।—সীতারাম বলেন, শিখযুদ্ধে কোন শিখ ভিক্ষা করে নাই; একদিন এক জন ইউরোপীয় সৈন্য এক শিখ সৈন্যকে সঙ্গীনবিদ্ধ করিতেছিল। তখন মুমূর্ষু সে ইংরাজীতে চীৎকার করিয়া উঠিল। পশ্চাৎস্থ সৈন্য তাহার পাগড়ী এবং জ্যাকেট খুলিয়া ফেলিল। তাহাতে প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, সে শিখ নহে—ইউরোপীয়। তখন অন্যান্য ইংরাজ সৈন্য আসিয়া তাহার মৃতদেহে পদাঘাত করিতে লাগিল।

জমাদারী।—৩৫ বৎসর কার্য্যের পর সীতারাম চির-আকাঙ্ক্ষিত জমাদারের পদ লাভ করিলেন; কিন্তু বাল্যকালে জমাদারীর সহিত যে অর্থের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কোথায়? তাঁহার সম্বলের মধ্যে ৭টী ক্ষতচিহ্ন এবং ৪টী পুরস্কার পদক মাত্র।

সীতারাম মুলতানে এবং দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে সরকার পক্ষে সুবন্দোবস্ত ছিল না।

সীতারাম বলেন :—আরও ইংরাজ ও দেশীয় সৈন্যের পার্থক্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইংরাজ সৈন্য শত্রুর দিকে মুষ্টি প্রদর্শন করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবে; কিন্তু কদাচ যন্ত্রণাসূচক ক্রন্দন করিবে না। দেশীয় সৈন্য করুণস্বরে বলিতে থাকিবে—দোহাই, দোহাই, কোম্পানী বাহাদুর।

পঞ্জাব অধিকার।—ইহার পর পঞ্জাব অধিকৃত হইল এবং শিখগণ কোম্পানীর সৈন্য দলে গৃহীত হইল। সীতারামের মতে শিখগণ বড় অপরিচ্ছন্ন।

বাষ্পীয় শকট।—যখন তিনি প্রথম বাষ্পীয় শকট দেখিতে পাইলেন, তিনি শুনিলেন যে একটা ভীষণ দৈত্যকে কৌশলে লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সে পলায়নের চেষ্টা করে; তাহাতেই গাড়ী চলে।

এই দৈত্যের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি কলিকাতা ভ্রমণে গেলেন। কিন্তু নিম্ন জাতীয় লোকদিগকেও ঐ গাড়ীতে সকলের সহিত বসিতে দেখিয়া তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন—যেন সকলেই সকলের সমান।

অযোধ্যাধিকার।—ইহার পর অযোধ্যা অধিকৃত হইল, ইহাতে সৈন্যগণ বড় অসন্তুষ্ট হইল। সকলেই বলিতে লাগিল যে সরকার বাহাদুর এই কার্য্যটা ভাল করেন নাই। রাজদ্রোহিগণ প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে ভূস্বামীদিগের সমস্ত সম্পত্তি সর্ব্বত্র বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইবে। লক্ষ্ণৌর নবাবের এবং দিল্লীর রাজার চর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইল।

নূতন বন্দুক।—এই অসন্তোষের উপর আরও অসন্তোষ হইল। জনরব উঠিল যে নূতন বন্দুকে ব্যবহারের জন্য যে টোটা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে গোরু এবং শূকরের চর্ব্বি লাগান আছে। বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষগণ যখন বলিলেন যে, সরকার কখনই তাহাদের ধর্ম্ম বা জাতির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই সুতরাং চর্ব্বি দেওয়া অসম্ভব, তখন সকলে বলিতে লাগিল যে, তাহা হইলে সরকার বাহাদুর ঐ জনরবের প্রতিবাদ করেন না কেন? প্রতিবাদ যে করিতেছেন না, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা সমস্ত ভারতবাসীকে খ্রীষ্টান করিতে চাহেন। এই রূপে অসন্তোষ ঘনীভূত হইতে লাগিল।

সীতারামের বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল। সৈন্য দলে অসন্তোষ দেখিয়া তিনি বিদায় চাহিলেন না। কিন্তু কর্ণেল সাহেব মনে করিলেন যে শীঘ্রই এই অসন্তোষ দূরীভূত হইবে।

সিপাহী বিদ্রোহ।—বিদ্রোহ যখন আরম্ভ হইল, সীতারাম তখন বিদায় লইয়া বাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি জেলার ডেপুটী কমিশনারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মীরাটের সংবাদ সত্য কিনা? সাহেব তাঁহার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। শীঘ্রই বিদ্রোহী সিপাহীতে অযোধ্যা প্লাবিত হইয়া গেল। একদল সিপাহী তাঁহার গ্রামেও গেল। তিনি তাহাদেরই ভালর জন্য তাহাদিগকে বিনা বাক্যব্যয়ে স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ঐ কথা বলার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল—উদ্দেশ্য তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ লইয়া গিয়া তাঁহার গলার মধ্যে গলিত সীসা ঢালিয়া দিবে। সীতারাম অনেক যুদ্ধ দেখিয়াছেন—তিনি বলেন ইহাদের মধ্যে বীরত্বের কিছুই ছিল না। লোকগুলা লুটের জন্য উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এমন ব্যবহার করিতেছিল যে, ফৌজের দিনেও লোকে তেমন ব্যবহার করে না।

ঐ বিদ্রোহীদলের মধ্যে দুইজন সুবাদার ছিল, কিন্তু প্রকৃত নেতা একজন সিপাহী। সুবাদারদের ঐ পদবৃদ্ধির আর কোন কারণই ছিল না, কেবল তাহারা লেখা পড়া জানিত। সিপাহী বোধ হয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তি ছিল; সে তাঁহাকে দিল্লীর রাজার এক ঘোষণাপত্র দেখাইল। তাহাতে লিখিত ছিল যে, যে সকল সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। উহাতে আরও লিখিত ছিল যে ক্রিমিয়াতে ইংরাজ সৈন্য ধ্বংস হইয়াছে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণগণকেই খৃষ্টান করা হইবে। অযোধ্যা যে ক্রমে ক্রমে ইংরাজ পাদ্রীতে ভরিয়া গেল, ঘোষণাপত্রে তাহারও উল্লেখ ছিল। বস্তুতঃ এই বিষয়টী সীতারামকেও ধৈর্য্যচ্যুত করিয়াছিল, তবে সরকার বাহাদুর তাহার উদ্ধারের টাকা দিয়াছিলেন এবং তিনি যখন জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন তখন ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি পাদ্রিদের কিছু বলেন নাই। পাদ্রী সাহেবগুলোকে তিনি কখনই দেখিতে পারিতেন না—আর পারিবেনই বা কিরূপে? প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়াইয়া তাহারা সদা সর্ব্বদাই বলিত যে অনন্তকাল তাঁহাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে।

লক্ষ্ণৌর পথে একদল ইংরাজ সৈন্য ঐ বিদ্রোহ দলকে আক্রমণ করিল। একজন ইংরাজ সৈনিক তাঁহাকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিতে যাইতেছিল এমন সময় তাঁহার শৃঙ্খল দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল যে তিনি ইংরাজ পক্ষেরই সৈন্য—বিদ্রোহীদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা—শৃঙ্খলই তাঁহার মুক্তির উপায় হইল।

বিদ্রোহী পুত্র।—একদল বিদ্রোহী সিপাহী ধৃত হইয়া আনীত হইল। বিচারে তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করার আদেশ হইল। যে সৈন্য দলকে এই হুকুম তামিল করিতে হইবে সীতারাম তাহার নেতা। তিনি বন্দীদিগের নামধাম পাঠ করিয়া দেখিতেছিলেন—সহসা তাঁহার হারান পুত্রের নাম চক্ষে পড়িল। তিনি আদেশ প্রদান করিয়াই নিঃশব্দে শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং উদ্বেগ বিকম্পিত হৃদয়ে বন্দুকের সেই কালান্তক গর্জ্জনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি তাঁহার পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের অনুমতি পাইয়াছিলেন। অন্যান্য মৃতদেহ শৃগাল এবং শকুনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল।

পেন্সন গ্রহণ।—৪৮ বৎসর সৈনিক জীবন যাপন করতঃ সীতারাম বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। এখনও [illegible] এক পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।—সঞ্জীবনী—

বেরি বেরি

যখন এ ব্যাধিটি সংক্রামকভাবে এ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তখন এ শোথরোগকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। দেশ কাল পাত্র বিরুদ্ধ আহারাদির যোগ না হইলে কোন ব্যাধিই সংক্রামকভাবে দেশে বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে না। রোগ এক কারণে উদ্ভূত হইলেও ব্যক্তিগত ধাতাদির ব্যতিক্রমে বিভিন্ন উপায়ে রোগের প্রতিকার করিতে হয়।

অধুনাতন শোথ বা বেরি বেরিতে যে যে পাচন মুষ্টিযোগ প্রলেপাদি দ্বারা সাধারণতঃ সকল ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর উপকার পাইয়াছি এবং বহুবার প্রয়োগ করিয়াছি তাহাই এস্থলে লিখিলাম।

১। আঁটিবাদ হরীতকী, কাঁচাহরিদ্রা, বামনহাটীর মূল, গাটিবাদ গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু এবং শুঁঠ প্রত্যেক ওজন ৵০ দুই আনা (২৪ গ্রেণ) অষ্টসের জল দিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া ৵০ অর্দ্ধপোয়া শেষ থাকিতে নামা-

... ছাঁকিয়া এক ছটাক মাত্রায় দিনে দুই বার খাওয়াইলে, হাত, পা, মুখ, উদর প্রভৃতি স্থানের শোথ অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ৫৭ দিনেই উপকার পাইবেন। জ্বর কাশ, অগ্নিমান্দ্য সংযুক্ত শোথেও উত্তম ফল পাওয়া যায়। পাঁচন সেবনের মাত্রা এক ছটাক, ১২ বৎসরের কম বয়সে আধ ছটাক, ৭ বৎসরের কমে এক কাঁচ্চা।

২। পুনর্নবা নিমছাল, পলতা, শুঁঠকটকী, [illegible], দারুহরিদ্রা, এবং আঁটি বাদ হরীতকী. প্রত্যেক ওজন ৵০ দুই আনা। পূর্ব্বোক্ত মত কাথ করিয়া পূর্ব্ববৎ সেবন করাইলে শোথের সকল অবস্থাতেই উপকার পাওয়া যায়। এইটি [illegible] একটি উৎকৃষ্ট যোগ। পাতলা দাস্ত থাকিলে কটকী বাদ দিয়া অন্যান্য মসলার কাথ করিয়া লইবেন।

৩। শুঁঠ চূর্ণ।০ চারি আনা অন্ততঃ ৪।৫ বৎসরের পুরাতন ইক্ষুগুড় ॥০ অর্দ্ধতোলা প্রত্যহ প্রাতে শূন্য উদরে ১০।১২ দিন খাইলে সকল প্রকার শোথে উপকার দর্শে; পাতলা দাস্ত থাকিলে খাওয়া নিষিদ্ধ।

৪। শোথরোগে অধিকমাত্রায় দুগ্ধপান বিধেয় নহে, তথাপি দুগ্ধ ⁄।০ একপোয়া শ্বেত-পুনর্নবা, দেবদারু (বণিক দ্রব্য বিশেষ, চলিত দেবদারু নহে) ও শুঁঠ প্রত্যেক ॥৵০ আনা জল ॥০ অর্দ্ধসের একত্রে জ্বাল দিয়া দুগ্ধ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ৵০ পোয়া মাত্রায় দিনে ২বার সেবন করাইলে শোথের বিশেষ উপশম হয়।

৫। পুরাতন ইক্ষুগুড় ॥০, শুঁঠচূর্ণ ৵০ পিপুল চূর্ণ ৵০ তিল।০ আনা একত্রে বাটিয়া দুইটি বড়ি করিয়া প্রাতে একটি বৈকালে একটি উষ্ণজল বা [illegible] খাওয়াইলে অর্শযুক্ত শোথে ২।৩ দিনে উপকার পাওয়া যায়।

৬। পুনর্নবা শাক, কচিমুলো, মানকচু ব্যঞ্জন রাঁধিয়া শোথ রোগীকে নিত্য খাওয়াইলে শোথ কমিয়া যায়।

৭। কৈলা বাছুরের চোনা ২ তোলা আন্দাজ, শুঁঠ চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেক ৵০ আনা একত্রে মিশ্রিত করিয়া শূন্য উদরে ৭ দিন খাইলে বদ্ধকোষ্ঠ প্লীহা ও যকৃৎ যুক্ত শোথে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অধিক পাতলা দাস্ত হইতে থাকিলে এ ঔষধ বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

৮। বিল্বপত্রের রস এক কাঁচ্চা, শুঁঠ চূর্ণ পিপুলচূর্ণ, ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধআনা (৬গ্রেণ) প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাওয়াইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ৩৪ দিনে ফুলো কম পড়ে।

৯। ঈষৎ উষ্ণ চোনা দিয়া ফুলো স্থান দিনে ২।৪ বার ধৌত করিলে ক্রমশঃ শোথ কমিতে থাকে এবং শোথ স্থানের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আইসে।

১০। যে সকল শোথে বেদনা যন্ত্রণা থাকে, তাহাতে কাচিমুলো শুকনো পুনর্নবা শাক, যবা, দেবদারু (বণিক কাষ্ঠ বিশেষ) এবং শুঁঠ সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুকাইলে অল্প দিনে বেদনা আরোগ্য হয়।

১১। শ্লেষ্মাজন্য শোথে জয়ন্তীপাতা গরম চাটুর উপর ছড়াইয়া ছড়াইয়া উপর্য্যুপরি দিতে থাকিলে উহা পর পর সংযুক্ত হইয়া একখানি রুটির মত হইবে, ঐ রুটি সহ্যমত উষ্ণ উষ্ণ, ফুলাস্থানে (বিশেষতঃ হাত পায়ের ফুলোয়) জড়াইয়া সমস্ত রাত্রি তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ৩।১ দিনেই ফুলো কমিয়া যায়।

১২। কোন কোন সংবাদ পত্রে বেরি বেরিতে প্রলেপ জন্য মাকাল ফলের উপকারিতার কথা দেখিয়া কয়েকটি রোগীকে উহা বাটিয়া প্রলেপ দিতে দিয়াছিলাম কিন্তু এক অরুণ বা রক্ত বর্ণ শোথে ত্বকের স্বাভাবিক বর্ণ সম্পাদন ভিন্ন বিশেষ উপকার পাই নাই, বরং অনেক স্থলে রাখাল শসার মূল বাটিয়া প্রলেপ দেওয়ায় ফুলা কমান সম্বন্ধে আশাতীত ফল পাইয়াছি।

১৩। শোথরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে মৃদু বিরেচন সোঁদালের আঁটা (কোসকাট আগ্রাডা ইণ্ডিকা) চারি আনা হইতে ছয় আনা ওজনে অথবা পরিষ্কৃত এরণ্ড তৈল (রিফাইন কাষ্টর অয়েল) এক কাঁচ্চা হইতে অর্দ্ধছটাক পর্য্যন্ত, উষ্ণজল বা দুগ্ধ সহ প্রয়োগ দ্বারা মল পরিষ্কার করাইবেন, উদরাময় থাকিলে প্রথমতঃ তাহারই প্রতিকার করিবেন।—মুতা, যমানি (জোয়ান) বিটলবণ, ও মৌরী সমভাগে লইয়া জলে বাটিয়া কুলের আঁটির মত বড়ি করিয়া নিত্য দুই বেলায় দুইটি; অথবা বেলশুঁঠ চূর্ণ, পিপুল আটাচূর্ণ, আমের কেশীচূর্ণ এবং ধাই ফুলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত ৵০ আনা মাত্রায়, ঠাণ্ডা জল সহ দিনে ২।৩ বার খাওয়াইলে ঐরূপ উদরাময়যুক্ত শোথের উপকার দর্শে। কোষ্ঠশুদ্ধি অথবা উদরাময়াদির দমন করিয়া লইয়া পরে শোথের ঔষধ দিলে বেরি বেরিতে স্থায়ী ফল পাওয়া যায়।

১৩। হাঁপানি ও কাসি বেরি বেরির অন্যতম উপদ্রব, উহাদের শান্তির জন্য পিপুল চূর্ণ ⁄০ এক আনা, একটা বহেড়া ফলের শাঁস, ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম এক রতি এবং কুলের আঁটির শাঁস একটী একত্রে মাড়িয়া মধু সহ পাতলা অবলেহ করিয়া মধ্যে মধ্যে চাটাইলে এ দুই উপদ্রবের শান্তি হইবে।

১৫। টোপ টোপ প্রস্রাব বা প্রস্রাব [illegible] আটকাইয়া বা রক্তবর্ণ অল্প মাত্রায় প্রস্রাব হইলে পাকা দেশী কুমড়ার জল এক কাঁচ্চা করিয়া সোরা ৫ রতি নাইট্রেট অফ পটাস ১০ গ্রেণ] দিনে আবশ্যকমত এক বা দুইবার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

১৬। প্রথমতঃ অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য না হইলে প্রায়ই শোথরোগ হয় না; ইহা নিবারণের জন্য ঘৃতে ভাজা হিং ১ রতি [২গ্রেণ] সৈন্ধব লবণ ৩ রতি, জীরাচূর্ণ ৬ রতি, আহারান্তে ঠাণ্ডা জল সহ সেবনে শীঘ্র অগ্নি দীপ্ত হইয়া রোগের উপশম হয়, ক্ষুধা ও বল বৃদ্ধি হইলে অনেক সময়ে শোথ আপনা হইতেই কমিয়া যায়।

১৭। যে শোথে রোগীর মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ বা নিত্যই পাতলা দাস্ত হয়, তাহাদিগকে ইন্দ্রযব মুতা, ধাই ফুল, বেলশুঁঠ, বালা প্রত্যেক ।৵০ আনা ওজনে ৸০ আধ সের জলে পাচনের মত কাথ করিয়া খাওয়াইলে ঐরূপ উপদ্রবের আশু শান্তি হয়।

১৮। বক্ষঃস্থলে [হৃদয়ে] যন্ত্রণা, হাত পা ছট্‌ফট্, ধড়ফড়ানি ও অবসাদ যাতনায় অনেক বেরি বেরিতে উপস্থিত হইয়া থাকে; তন্নিবারণ জন্য—বড় এলাচের গুঁড়া ২রতি, মৃগনাভি (কস্তুরী) অর্দ্ধ রতি এবং কর্পূর ১ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া তিন পুরিয়া করিয়া জল সহ বা মধু সহ ২ ঘণ্টা অন্তর ১ বার খাওয়াইলে প্রায় ঐ সকল উপদ্রবের শান্তি হয়, এক পুরিয়া খাইয়াই উপকার হইলে দ্বিতীয় বার দিবার আবশ্যক নাই।

এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদোক্ত বহুশঃ দ্রব্যফল অনেকানেক মুষ্টি রস ও ধাতুঘটিত ঔষধও আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু সে সকল ঔষধ চিকিৎসক ভিন্ন সাধারণের প্রয়োগ করণ সাধ্য নহে বলিয়া সে সকলের উল্লেখ করিলাম না, তবে বলাধান বাতশ্লেষ্মার নানা উপদ্রব শান্তির জন্য সর্ব্বজন বিদিত মকরধ্বজ যে একটি অমোঘ ঔষধ, তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সাধারণতঃ বেরি বেরিতে যতগুলি উপদ্রব উপস্থিত হয় সেই সকল উপদ্রব শান্তির এবং প্রধানতঃ শোথ আরোগ্যের জন্যই উপরোক্ত মুষ্টিযোগ ও পাচনাদি ব্যবস্থা দিলাম। কোন রোগ [illegible]

ক্রমে অনেক অনুমান যুক্তি ও বিচারের আবশ্যক, সাধারণকে ইহা অপেক্ষা আরও কত কতগুলি বিধি ব্যবস্থা দিতে গেলে উপকার অপেক্ষা গোলযোগের সম্ভাবনা। যদি এই ঔষধগুলি যথালক্ষণ যথাকালে প্রযুক্ত হয় উপকার লাভ নিশ্চিত।

এখন শোথ রোগের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। সংযোগ বিরুদ্ধ আহারাদির কথা পূর্ব পূর্ব প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে; এখন সাধারণ পথ্যাদির কথা বলিতেছি।

সকল প্রকার অম্ল বিশেষতঃ দধি শোথ রোগে অপথ্য কিন্তু দুঃখের বিষয় এলোপাথ ডাক্তারগণের হাত হইতে কেবল যতগুলি রোগীরই চিকিৎসা করিয়াছি, সকলেরই মুখে শুনিয়াছি, ডাক্তার বাবুরা তাহাদিগকে দধি ও ঘোল প্রচুর মাত্রায় খাওয়াইয়াছেন। এ শিক্ষা এলোপাথগণ কোথা হইতে পাইয়াছেন বলিতে পারি না। অবশ্য দধিতে ক্রিমি ও কীটাণু (জার্ম) নষ্ট করে বটে কিন্তু তাহা বলিয়া শৈত্যগুণসম্পন্ন দধি রক্তহীনতার উপর (রক্তহীনতা ব্যতিরেকে শোথ হয় না) নিতান্ত অপকারী। যদি উহা দ্বারা উপকারের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত (দধি ও ঘোলত আমাদের দেশেরই জিনিষ], তাহা হইলে আয়ুর্বেদকারগণ শোথরোগের নিষিদ্ধ আহারের মধ্যে দধিকে ফেলিতেন না। নিত্য নিত্য দধি বা ঘোল খাইলে জ্বর ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধিরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অনেক স্থলে ঘটিতেছেও তাই। যাহা হউক যাঁহারা কবিরাজী মতে চলিতে চাহেন, তাঁহারা দধি ও ঘোল বর্জ্জন করিবেন। ঘোল খাইতে থাকিলে বেরিবেরি রোগগ্রস্ত রোগীকে অনেক দিন ঘোল খাইয়া বেড়াইতে হইবে। [রোগে না পড়ার জন্ত ঘোল ব্যবহার অবশ্যই ভাল] পুষ্ট ভাজা হিং প্রভৃতির চূর্ণ এবং অন্যান্য অনেক আয়ের ঔষধ, দধি ঘোলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলেই অগ্নি দীপ্তি ও রুচি হইতে পারে, অথচ এ পক্ষে শ্লেষ্মাবৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে না। লবণও অধিক মাত্রায় এ রোগ হইলে সেবন করিতে নাই। যত কম লবণ খাইলে চলে, অল্প মাত্রায় সেইমত সৈন্ধব লবণ খাইবেন, লবণে রক্ত তরল করিয়া শোথের বৃদ্ধি করে। খাঁটি তৈল না পাইলে ইহার ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়াই রোগীর উচিত। খাটি তৈল অল্পমাত্রায় চলিতে পারে—মনে রাখা উচিত যে ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি, দুগ্ধ প্রভৃতি স্নেহ পদার্থও শোথের অনুকূল নহে; তবে হিং চিত্রকাদি আয়ের ঔষধের সহিত ঘৃত, এবং শুঁঠ বা পিপুল দিয়া সিদ্ধ করা দুগ্ধ সহ্যমত চলিতে পারে।—ব্যাধির তরুণ অবস্থাতেই এই সকল স্নেহপদার্থের বহুল ব্যবহার নিষিদ্ধ কিন্তু রোগ পুরাতন হইয়া আসিলে এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ঘৃত দুগ্ধাদি নিষিদ্ধ নহে। গুড় এবং চিনিও অধিকমাত্রায় না খাইয়া অল্পমাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। সহজ পাচ্য আহার্য্যমাত্রেই পথ্যরূপে চলিতে পারে।

আটার রুটি বা সুজিসিদ্ধ রুটী পথ্য দিয়া অনেক রোগী সম্বন্ধে শীঘ্র ফল পাইয়াছি। যাহাদের অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ ও অম্ল আছে, তাঁহাদের পক্ষে যবের আটার রুটীই প্রশস্ত। জ্বর না থাকিলে এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হইলে এক বেলা অন্ন এবং অপর বেলা সহ্যমত রুটী, বার্লী [যবমণ্ড] সাগু বা খই দুগ্ধ। অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্যাপেক্ষা মিছরির গুঁড়াই (লাল মিছরী) ব্যবহার্য্য। ভাজা পোড়া শাকপাতা, লঙ্কার ঝাল একেবারেই ত্যাজ্য। উদরাময় থাকিলে যবের মণ্ড বার্লী বা পানফলের পাল সিদ্ধ করিয়া সেই মণ্ড সেব্য। রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, ধাতুক্ষয় ও মদ্যপান এরোগে একান্ত নিষিদ্ধ।

যে সকল শোথরোগীর ঔষধাদি ব্যবহারেও নিয়মিত কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না, অথবা শক্ত ঝাটুলে মল কেচিৎ কখন অনিয়মিতভাবে নিঃসৃত হয়, তাহাদিগকে মানকচু চূর্ণ ১তোলা হইতে ২তোলা আতপ চাউলের গুঁড়া ২তোলা হইতে ৪তোলা খাঁটি গাভী দুগ্ধ ৵৹ এক পোয়া হইতে ৷৹ আধ সের, পাকার্থ জল ৵১ সের হইতে ৵২ সের পর্য্যন্ত একত্রে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ মাত্র অবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই পায়স বা মণ্ড রুচি অনুযায়ী মিছরির গুঁড়া মিলাইয়া খাওয়াইলে নিয়মিত কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া শোথ কমিয়া যায়। ইহা বদ্ধকোষ্ঠ শোথরোগীর একাধারে পথ্য এবং ঔষধ। জন্মভূমি, পৌষ ১৩১৬।

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে সাল পর্যন্ত তাঁহাদের মূল্য শেষ হইবে তাহা দেওয়া থাকিবে। ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কেও প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলেও টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

২৮৭ শ্রীযুক্ত অমর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী হেঃ পঃ
মণিরামবাটী মি, টী স্কুল ২৮।২।১১
১১০ " ঈশান চন্দ্র মাইতি, পিঃ মোপাড়া ঐ
১৬৮৯ " দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস কুমারী স্কুল ঐ
১৬৯০ " প্রফুল্ল চন্দ্র হাজরা,
জগদল উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৬৯১ " মদনমোহন দাস চাড়োয়া মইং স্কুল ঐ
১৬৯২ " রজনীকান্ত ভৌমিক দাওবেড়িয়া ঐ
১৬৯৩ " সুরেন্দ্র নাথ দাস, চিনির পটল ঐ
৩৩৯ " মহিম চন্দ্র সরকার, কচুয়াবাড়ী স্কুল ঐ
১৬০ " নগেন্দ্র নাথ সরকার,
হেঃ মাঃ অলীপুর ঐ
৯১৬ " হেঃ মাঃ কাঁকমারী মধ্যঃ স্কুল ঐ
১৫৫৬ " যজ্ঞেশ্বর বিদ্যাবিনোদ, আরড়া স্কুল ঐ
১৫৯৪ " টী, কে, বসাক, পূর্ব্বজনা ঐ
১৬৯৫ " মুন্সি বাসরাতুল্লা আহম্মদ, বালাচিতি ঐ
১৬৯৬ " পরমেশ্বর দাস অধিকারী,
কল্যাণচক উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
৩৬৫ " ধর্ম্মদাস সেনগুপ্ত, কলাতলা স্কুল ঐ
১৬৯৭ " প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক,
মনসা, সাঃ স্কুল ঐ
১২১৬ " রঘুমর সামন্ত, মাটাপোল মইং স্কুল ঐ
৮৩১ " হেঃ পঃ ঘুঘুড়ি মইং স্কুল ঐ
১৬৯৮ " অপূর্ব্ব চন্দ্র অধিকারী,
হেঃ পঃ সরগেড়িয়া স্কুল ঐ
১৬৯৯ " হেঃ মাঃ দেবগ্রাম, মি, টি স্কুল ঐ
৮৪৬ " আলসার আলি খাঁ,
হেঃ মাঃ কালিপুর স্কুল ঐ
৯৬ " ছাত্রবৃন্দ, কৃষ্ণগঞ্জ, মধ্যঃ স্কুল ঐ
১৮৬ " সি, পী, বিশ্বাস, হেঃ পঃ
দামোদরপুর স্কুল ঐ
১৭০০ " হেঃ পঃ মালোপাড়া মি, টি, স্কুল ঐ
১১৭৯ " ললিত মোহন স্মৃতিতীর্থ,
ভুবনহাটী টোল, ঐ
১০১৭ " রাম কিঙ্কর তর্করত্ন, পাত্রসায়র টোল ঐ
১৭০১ " হেঃ মাঃ শঙ্কপুর স্কুল ঐ
১১২৩ " বসন্তপুর মি; টীঃ স্কুল ঐ
১৭০২ " কাছুর উদ্দিন সরকার
মনিরপুর উঃ প্রাঃ স্কুল ঐ
১৭০৩ " গোপাল চন্দ্র রায় হেঃ মাঃ বগুড়া ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। *Education Gazette Chinsurah.*

এডওয়ার্ড লাইব্রেরী।

এই পুস্তকালয়ে স্কোলার ও অপার ক্লাসের, এবং ল এল ও কালেজের সকল প্রকার পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায়। টীকা, অভিধান, নাটক, নভেল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় হয়। বটতলার বাবতীয় পুস্তক ... স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। অভিজ্ঞ শিক্ষক ... শিক্ষক পণ্ডিত ও পাঠশালসমূহকে পত্রযোগে ... আর লাভ লইয়া দিয়া থাকি। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন উচিত কিনা। ডাকে, টিকিটে, রেলে যাহার যাহাতে সুবিধা হয় পুস্তক প্রেরিত হয়। ম্যানেজার ... কর্ণওয়ালিস ষ্টীট, সিমলা পোঃ, কলিকাতা।

নং ... —— ৩।৩।১৯১০

বিজ্ঞাপন

চাটার্জ্জি এণ্ড কোংর পুস্তকালয়ে-

পরীক্ষার পাঠ্য ও অতিরিক্ত সকল প্রকার ইংরাজি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক, অঙ্ক পুস্তক, অভিধান মানচিত্র, কাগজ ও কলম প্রভৃতি, উচিত মূল্যে ও উচ্চ কমিশনে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। ২১৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতায় অর্ডার পাঠাইলেই অতি সত্বর প্রেরিত হইয়া থাকে। ৩।৩।১৯১০

ছাত্রের প্রয়োজন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ৬ জন ছাত্র আবশ্যক বাসস্থান, স্কুলফি ফ্রি। সাধুহাটী স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট বাৎসরিক পরীক্ষার ফল উল্লেখে আবেদন। জিঃ যশোহর, পোঃ সাধুহাটী।

নং ৯৫০ ১৮।৩।১০

নারায়ণপুর মইং স্কুলে নূ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন আপাততঃ মাসিক ১৬ টাকা। প্রাইভেট টিউসন মিলিবে। রামপুরহাট রেলওয়ে ষ্টেসনের ৭ মাইল পশ্চিম। শ্রীভোলানাথ দত্ত, হেঃ মাঃ ভায়া রামপুরহাট, জেলা বীরভূম, পোঃ নারায়ণপুর।

ঘটমাঝি মইং স্কুলে ট্রেনিং পাশ কায়স্থ হেঃ পঃ। পোঃ ঘটমাঝি জেলা ফরিদপুর।

একজন মাইনর পাশ বয়স্ক শিক্ষক। স্কুলে ৪।৫টী ছেলেকে ও বাটীতে ২।৩টী অল্প বয়স্ক মেয়েকে পড়াইতে হইবে। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে স্কুল ৪ বাটী ৫ মিনিটের পথ। বেতন ১০৲ ও আবা। ব্রাহ্মণ হইলে ভাল হয়। শ্রীঅনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল। মাধিপুরা পোঃ অঃ, জেলা ভাগলপুর।

জেলা খুলনা, পোঃ গুরুগ্রাম, পাকলিয়া সার্কেল স্কুলে দ্বাহিয়া শিক্ষক। এণ্ট্রান্স পাশ ৯ টাকা, মাইনর পাশ ৮ টাকা এবং আবা;

ত্রিপুরা, নবিনগর হাই স্কুলে দ্বিতীয় ইংরাজী মাসিক ১৮ টাকা বেতনে নূ নর্ম্মাল পণ্ডিত। ইংরেজী কিছু জানিলে ভাল হয়। শ্রীনীল কুমার চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার নবিনগর হাই স্কুল, পোঃ নবিনগর, ত্রিপুরা।

জেলা বর্দ্ধমান, কুলীনগ্রাম মইং স্কুলে একজন এক এ হেঃ মাঃ। বেতন ১২—১৫—১৫৲ পর্য্যন্ত। কায়স্থ হইলে ভাল। অব্রাহ্মণের জন্য কেবল বাসস্থান। প্রাইভেট পড়াইতে পাওয়া যাইবে। কুলীন গ্রাম ই, আই, রেলের দেবীপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। ৩০শে মার্চের মধ্যে শ্রীবিজেন্দ্র নাথ মিত্র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বর্দ্ধমান এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

জেলা খুলনা, পোঃ কুমিরা কুমিরা মইং স্কুলে নূ ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ ও একজন এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন আবা বাদে ১৫ টাকা।

জেলা রংপুর, পোঃ গাইবান্ধা, খোলাহাটী মধ্য স্কুলে ৬ মাসের জন্য নূ ব্রাহ্মণ অথবা মাহিষ্য হেঃ পঃ। বেতন ২০ টাকা ও আবা।

মহিচরন মইং স্কুলে একজন এক এ পাশ হেঃ মাঃ ও নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বেতন ২৬ ও ২০৲ এবং আবা। পোঃ সুধানপুকুর, জেলা বগুড়া।

জিলা ময়মনসিংহ, পোঃ উস্তি, সভরবাড়ী মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ ২য় শিক্ষক। বেতন ১৫ টাকা। প্রাইভেট পড়াইলে খোরাকীর আংশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে। মুসলমান হইলে ভাল।

হরিনারায়ণপুর মইং স্কুলে একজন এণ্ট্রান্স পাশ অথবা এক এ ফেল হেঃ মাঃ। বেতন ২৫৲ টাকা। বাসা সরকার হইতে দেওয়া হইবে। এই মোক্তারহাট পোষ্টাফিসের কাজ চালাইবার জন্য আরও ৬ টাকা পাইবেন। আর যদি ২টী বালককে প্রাইভেট পড়াইতে পারেন তবে খোরাকী ও টাকা দেওয়া হইবে। শ্রীআরমান হক চৌধুরী, হরিনারায়ণপুর, পোঃ মোক্তারহাট, জেলা দিনাজপুর।

খাড়িয়ালডাঙ্গা মধ্য স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ শিঃ। বেতন ১৫ টাকা ও আবা। পোঃ খড়িয়ালডাঙ্গা, রংপুর।

গাঙলী স্কুলে এক এ পাশ বা ফেল ৩০ টাকা এবং নূ নর্ম্মাল পণ্ডিত। ২য় জন যথাক্রমে ২০।১৫ টাকা। নশরতপুর, পোঃ বগুড়া।

জেলা খুলনা খর্ণিয়া মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন মাসিক ১৫ ও পোষ্টাফিসের কার্য্য করিতে হইবে। খর্ণিয়া গ্রাম, পোঃ খর্ণিয়া, জেলা খুলনা।

একটি এণ্ট্রান্স পাশ ২য় শিঃ। বেতন মইং স্কুল, আপাততঃ ১৫ টাকা। মুসলমান অথবা মাহিষ্য চাই। প্রাইভেট পড়াইবা আছে। হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করুন। মোবগা ভলা পোঃ, জেলা বগুড়া।

ভাল গণিত জানা গ্রাজুয়েট শিঃ। চিরকুণ্ডা হাই স্কুল, মানভূম। শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেঃ মাঃ, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম। বি কোম হয় সেই ভাল হয়। বেতন ৪৫ টাকা।

একজন এক এ পাশের এডোয়ার্ড হাই স্কুল ২৫ হইতে ৩০ টাকা। ৩১শে মার্চ মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

সংস্কৃত কলেজের এক এ অথবা ইংরাজী জানা সংস্কৃত পণ্ডিত। গুণানুসারে ২০—২৫ টাকা। এণ্ট্রান্স পাশ ৮ম শিক্ষক। ১৫ টাকা। সোনসিংহ হাই স্কুল, পোঃ সোনসিংহ, জেলা ফরিদপুর।

গ্রাজুয়েট হেঃ মাঃ। ঝিকর্গাছিল হাই স্কুল ৫০ টাকা এবং আবা। পোঃ ঝিকর্গাছিল, জেলা খুলনা।

নর্ম্মাল হেঃ পঃ। ২০ টাকা এবং নিজে পাকি বার বাসা। বার্নিশ জংশন বি ডি রেলওয়ে মইং স্কুল। হেড পণ্ডিতের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ বার্নিস জংশন, জেলা জলপাইগুড়ি।

জেলা নদীয়া, সুবর্ণপুর মইং স্কুলে একজন প্রধান পণ্ডিত। বেতন যোগ্যতানুসারে ১৫৲ হইতে ১৮ টাকা। ডাক্তার এস, এন ব্যানার্জি ১নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একজন ত্রৈবার্ষিক শিক্ষক। বাটীতে থাকিয়া একটী অল্পবয়স্ক বালকের শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে হইবে। আবা ও ১৫ টাকা বেতন পাইবে শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মিত্র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, বর্দ্ধমান।

জেলা রংপুর, পোঃ কুমারগাড়ী, কুমারবাড়ী মইং স্কুলে নূ হেঃ পঃ। বেতন ১৫ পরে ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। মুসলমানের আবেদন অগ্রগণ্য। ৩০শে মার্চের মধ্যে হেড মাষ্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

নেজওয়ানদপুর ডিভিশন মাদ্রাসার জন্য জনৈক মুসলমান এক এ হেঃ মাঃ ও নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক হেঃ পঃ। বেতন যথাক্রমে ২০৲ ও ১৮৲ এবং আবা। হিন্দু হইলে রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে। মুন্সী মোজফ্ফর উদ্দীন পোঃ অমরকোনা, গ্রাম ৫ নেজওয়ানদপুর, ভায়া সাক্রা।

সম্পাদকীয় মতামত নহে

তীর্থযাত্রা [১৮১]

সকল তীর্থস্থানে মহাপ্রাণ ভক্তদিগের যে সকল দেবত্র সম্পত্তি আছে, উহার উপস্বত্ব সেবাতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই সেবার প্রসাদ দীনহীন বৈরাগী দিগের প্রাপ্য। এই ব্যবস্থার ব্যতিচার হইলেই দোষ। সকল দেবত্র সম্পত্তির এক এক জন টুষ্টী (রক্ষক) থাকেন। তাঁহারা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। কিসে সুব্যবস্থায় তাহাদের কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার প্রতি তাঁহারা লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে এই সকল দেবত্র সম্পত্তির রক্ষকগণ, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতেন। দীন হীনেরা তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি রূপে পরিগণিত হইত। যাঁহারা সংসারধর্ম্ম পশ্চাৎগত করিয়া তীর্থবাসী হইতেন, তাঁহাদের ভিক্ষা ব্যতীত জীবন ধারণের অন্য উপায় ছিল না। তাঁহারা এই সকল দেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন। আবার শিক্ষা দীক্ষালাভের জন্য যাঁহারা এই সকল তীর্থ ক্ষেত্রে আসিতেন, তাঁহারাও এই সকল স্থানে "পাঠার্থী ছাত্র" বলিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন। এখন আর তেমনটুকু সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার দানাধার, বাহিরে। কাহারো ঘরে ভিক্ষার্থীর জন্য অন্ন নাই, অন্নদানের দানাধার মুক্ত নাই, তাই তাঁহারা স্বতন্ত্র দান ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া থাকেন। হিন্দুর সে ভাব অভিনব বলিয়া বোধ হয়। অতিথির জন্য প্রতি গৃহস্থ পথ পানে চাহিয়া থাকেন। দেবত্রে তাহাদের জন্য অবারিত দ্বার। এই অবারিত দ্বার রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী সাধুগণ মনোনীত হইতেন। প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসিগণ কদাচ ইহাতে লিপ্ত হইতেন না, তাঁহারা মাধুকরীতে তৃপ্ত থাকিয়া সাধন ভজনে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিতেন। যাঁহারা বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিয়াও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইতেন। ঐশ্বর্য্যের এমন সম্মোহিনী শক্তি নহে, যে কেহ তাহার সংস্রবে থাকিয়া, পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় অলিপ্ত থাকিতে পারে। দাতাগণ প্রদত্ত দেবসেবার জন্য বিবিধ ভোগ্য বস্তুর যেখানে দেবালয়ের অধ্যক্ষের বিলাস সাধনে প্রযুক্ত হয়, সেই খানেই দেব সেবার সুবন্দোবস্তে ব্যাঘাত ঘটে। সেদিন ৮ অন্নপূর্ণার বিষয় লইয়া পাণ্ডাগণ জলস্রোতের ন্যায় অন্নপূর্ণার ধন সম্পত্তি আদালতে উড়াইলেন বিচারক অধিকারী নির্ণয় করিয়া ডিক্রী দিলেন। এখানে কিন্তু অধিকারী অন্নপূর্ণা, পাণ্ডা তাঁহার পূজক এবং রক্ষক মাত্র, তিনি অবাধে সেই বিষয় সম্পত্তি কি রূপে উড়াইতে পারেন? দেবালয় পাণ্ডাদিগের সম্পত্তি নয়, তাঁহারা ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন না। তীর্থাটনে আসিয়া যাঁহারা যাহা দেবসেবায় অর্পণ করেন, তাহা দেবতার, সেই দেবতার প্রসাদে সকলেই অধিকারী সকলে দেবসেবার কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য, এক এক দেবালয়ে এক এক জন পূজক বা পাণ্ডা নিযুক্ত থাকেন। সেই সকল নিযুক্ত ব্যক্তি দেবতার সেবক পূজক এবং দ্বাররক্ষক মাত্র—তাহাতে তাঁহাদিগের স্বত্বাধিকার জন্মিবে কোথা হইতে? এই কথা লইয়া আজিকালি সর্ব্বত্র মহা আন্দোলন হইতেছে। মাননীয় শ্রীমান রাসবিহারী ঘোষ সেই কথা তুলিয়া লাট কৌনসিলে এক বিল পেশ করিয়াছেন। তাহা বিধিবদ্ধ হইলে যে অপকার হইবার সম্ভাবনা তাহা উল্লেখ করিয়া স্থানে স্থানে সভা সমিতি সংস্থাপিত হইতেছে। দেখিতেছি "বঙ্গবাসী" ব্যতীত আর কোন সম্পাদক তাহার কোন রূপ আন্দোলন করিতেছেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ আইন কানুন মঞ্জুর করেন তাহা হইলে তাহাতে হিতাহিত কি ঘটিবে প্রত্যেক হিন্দুর তাহা চিন্তা করা উচিত।

ওলাউঠা

ওলাউঠা রোগের হোমিওপ্যাথি মতে ভাল ঔষধ আছে কিন্তু সকলের মনে রাখা উচিত যে সহজ মুষ্টিযোগ ছাড়া আর কিছু লিখিব না।

অনেকে বলেন ওলাউঠা রোগ পূর্ব্বে এদেশে ছিল না। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে যশোহর জেলায় প্রথম এই রোগ দেখা দেয়। পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। আয়ুর্ব্বেদে বিসূচিকা রোগই ওলাউঠা। ওলাউঠা রোগে প্রথমাবস্থায় যদি সাবধান হওয়া যায় তবে রোগ প্রবল হইতে পারে না।

অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধময় স্থানে অবস্থিতি, গুরুপাক দ্রব্য আহার, অধিক পরিশ্রম, কোন পীড়া জন্য দুর্ব্বলতা—এই সকল কারণে ওলাউঠা জন্মে। এতদ্ভিন্ন বায়ু সন্তাপের আধিক্যাবস্থায় তাপ ও শীতলতায় যোগ, অপরিষ্কৃত জল পান ও দূষিত বায়ু সেবন এবং ওলাউঠার কীটাণু কোনপ্রকারে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে এই রোগ জন্মে।

শেষরাত্রে যে রোগ হয় তাহা প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে।

ওলাউঠার প্রথমাবস্থায়—১। কুকশিমার (কুকুরসোঁকা বা বনমূলা) পাতার রস সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

২। দেড় রতি কর্পূর ও অল্প পরিমাণ চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে ওলাউঠার প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপকার হয়।

৩। হিং, কর্পূর, পিপুল চূর্ণ সমভাগে লইয়া ইহার দুই রতি পরিমাণ শীতল জলের সহিত সেবন করিবে।

৪। ৩ আউন্স পরিমাণে (অভ্যাস অনুসারে একটু বাড়াইয়া) খাওয়াইলে রোগ আরোগ্য হয়।

প্রবল অবস্থায়—১। অধিক পরিমাণে বরফ ব্যবহার দ্বারা এই রোগের বিশেষ উপকার হয়।

২। ২রতি রক্ত চন্দন, ৩ রতি আফিং ও ৪ রতি পুরাতন গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩টী বড়ি করিবে। পর পর এই তিনটী বড়ি খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

৩। কুলের কুঁড়ি ৭টা ও লবঙ্গ একটা হেঁচ করিয়া ও বোঁটা আলাইয়া উক্ত কুঁড়ির সহিত উত্তমরূপে বাটিবে। তৎপরে শীতল জলে গুলিয়া খাওয়াইবে।

৪। ১০টী গোলমরিচ পোড়াইয়া আধ পোয়া ঠাণ্ডা পরিষ্কৃত জলে ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে ছেঁকিয়া ইহার অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

একটা ছুঁচের আগায় একটা গোলমরিচ বিদ্ধ করিয়া প্রদীপের শিখায় পোড়াইয়া সেই ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে ওলাউঠা অনিষ্ট হইতে আরোগ্য হয়।

গোলমরিচ চুই তোলা ভাজিয়া ছাই করিয়া দেড় পোয়া জলে ফেলিয়া সেই জল অল্প অল্প খাইলে রোগীর তৃষ্ণা দাহ ভাল হয়।

৫। সরিষা পেটে প্রলেপ দিলে ও কিঞ্চিৎ উপকার হয়।

৬। ঠাণ্ডা জল খাইতে দিলে এরোগ ভাল হয়।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য পাটুলী পোঃ অঃ ২৪ পরগণা।

তখন সুখরাজ প্রভৃতি রাজার প্রধান অনুচরেরা পর রাজা দিয়া সৈন্য সমুদয়কে এরূপ বিপথ গতিতে চালাইয়া আনিতে লাগিল যে রাজার মৃত্যু ঘটনা অন্যের কথা কি বলিব নিজেদের সৈন্যেরাও জানিতে পারিল না।

রাজার মাথার উপর একটী অদ্ভুত বস্ত্র নির্মাণ করাইয়া তদুপরি রাজার শবদেহ এরূপ ভাবে বসাইয়া আনিতে লাগিল যে তাহাতে রাজার মাথাটী বারংবার নত উন্নত হইতে লাগিল। তখন বোধ হইতেছিল, পাপমধ্যস্থিত জনপদ সমূহের সামন্ত রাজারা রাজ দর্শনাভিলাষে সমাগত হইয়া যে অভিবাদন করিতেছিল সত্য সত্যই যেন জীবিত রাজা গর্বিত গৌরবে দাঁড়াইতে না পারিয়া অভিবাদকদিগকে কেবল প্রত্যভিবাদন দ্বারাই সম্মানিত করিয়া চলিয়াছেন।

এই রূপে ছয় দিন পথ চলিয়া সৈনিকেরা যখন কাশ্মীরসংলগ্ন অবস্থিত বোলাসক নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহাদের ভয় দূর হইল। তাহারা তথায় রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিল।

তথায় সুরেন্দ্রবতী প্রভৃতি তিন মহিষী রাজার সহমরণে গেলেন, আর বাল্যদেশের অধীশ্বর কৃতজ্ঞ বন্ধুবর জয়সিংহ এবং নাড় ও বজ্রসার নামে প্রভুভক্ত ভৃত্য দুজন ও শোক সহিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

স্ত্রী পুরুষে এই কয় জন চিতায় উঠিলে ইহাদের সঙ্গেই রাজার দেহ অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ করা হইল।

অতঃপর ধার্ম্মিকতায় সমুজ্জ্বল সত্যপ্রতিজ্ঞ কুমার গোপাল বর্ম্মা মাতা সুগন্ধাদেবী কর্তৃক নিজে পালিত হইতে থাকিয়া পৃথিবীকে পালন করিতে লাগিলেন।

যদিও একদিকে গোপাল বর্ম্মার সম্পূর্ণ শৈশব অতীত হয় নাই, অথচ তাঁহাকে কার্য্যের অনুরোধে সর্বদাই লালিত্যক প্রভৃতি দুঃশীলদের মাঝে বাস করিতে হইত তথাপি তিনি কিছুমাত্র দুষ্টস্বভাবাপন্ন হন নাই।

অপর দিকে তাঁহার জননী সুগন্ধা বৈধব্যদশাতেও বিশিষ্ট ভোগ বিলাসের সেবা করিয়া সমধিক কামোন্মত্তা হইয়া উঠিলেন ক্রমে ধৈর্য্য হারাইয়া প্রভাকর দেব নামক মন্ত্রীকে ভজনা করিতে লাগিলেন।

রাজমাতা অনুক্ষণ কাম সম্ভোগে প্রীতিলাভ করায় উপপতি প্রভাকরকে সৌভাগ্য কামুক ও প্রধান মন্ত্রী পদ এই তিনে ভূষিত করিলেন।

ঐ উপপতি প্রভাকর দেব কোষাধ্যক্ষের পদ পাইয়া প্রথমেই অদূরস্থ রমণীয় যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং উরশাপুরের রাজা শাহির কাশ্মীরবাসের কিঞ্চিৎ আজ্ঞা অমান্য করায় ঐ মন্ত্রী তাঁহার রাজ্যে পৌঁছিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন ও লম্বীরের পুত্র তোরমাণকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সদালাপ (৩৫)

(১৭১) একাই একশত (লাটুর অভার্ণ)।—লাটুর অভার্ণ ফরাসী গ্রেনেডিয়ার সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন তাঁহাকে অনেকবার পদোন্নতি দিতে চাওয়া হয় কিন্তু তিনি গ্রেনেডিয়ারের কাপ্তেনের অপেক্ষা উচ্চপদ কখন আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। একদা ছুটী লইয়া তিনি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত ---- করিয়া বেড়াইতে গিয়া একাকী ফিরিবার সময় সংবাদ পাইলেন যে একদল অষ্ট্রীয়সৈন্য দ্রুতগতিতে একটা পাহাড়ী রাস্তা দিয়া আসিতেছে। ঐ পাহাড়ী পথের একস্থানে একটা ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। তাহার পাস দিয়া পথ। অভার্ণ ছুটাছুটী সন্ধ্যার সময় ঐ দুর্গে গেলেন যে দুর্গরক্ষীদের সাবধান করিয়া দিবেন এবং ফরাসীসৈন্যদলে সংবাদ দিবার জন্য উহাদের একজনকে পাঠাইবেন। গিয়া দেখিলেন যে দুর্গরক্ষী সকলেই পলায়ন করিয়াছে।

দুঃখে এবং ঘৃণায় অভার্ণ একাকীই দুর্গরক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ত্রিশ জন সৈনিক ঐ ক্ষুদ্রদুর্গে সাধারণতঃ থাকিত। উহারা পলায়নের সময় বন্দুকগুলি বহনের কষ্টও স্বীকার করেন নাই। অভার্ণ কিছু ভোজন করিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া ৩০টা বন্দুক ভরিয়া ছাদের আলিসার ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রে অন্ধকারে যোদ্ধাদিগের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। অষ্ট্রীয়দল অতর্কিতে দুর্গ আক্রমণ জন্য এতক্ষণ পাহাড়ের অন্তরালে অন্ধকারের অপেক্ষায় ছিল। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে লোক দেখা গেলে অভার্ণ ক্ষিপ্রতার সহিত একে একে পাঁচ ছয়টি বন্দুক তুলিয়া ছুঁড়িলেন। ৪।৫ জন অষ্ট্রীয় যোদ্ধা হতাহত হইয়া পড়িল। দুর্গরক্ষীরা সজাগ আছে দেখিয়া অষ্ট্রীয় সেনাপতি রাত্রের আক্রমণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। প্রাতে একটী তোপ টানিয়া আনা হইল, কিন্তু পার্ব্বত্যপথটায় এরূপ বক্রগতি যে তোপটাকে সুবিধামত বসাইতে গেলে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে যাওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। অভার্ণ শীঘ্র শীঘ্র ভরা বন্দুকগুলি তুলিয়া অব্যর্থ সন্ধানে ছুড়িতে লাগিলেন। তখন ব্রিচ লোডার বন্দুক বা টোটার ব্যবস্থা হয় না। সুতরাং অষ্ট্রীয়েরা মনে করিল বহুসংখ্যক লোক দুর্গরক্ষা করিতেছে। তোপটার মুখ ফিরাইয়া স্থান করিয়া বসাইয়া একবারও ছুঁড়িবার অবকাশ অভার্ণ দিলেন না। অনর্থক অনেকগুলি অষ্ট্রীয় গোলন্দাজ মারা পড়িল। তখন অষ্ট্রীয় সেনাপতি পদাতি সৈন্যদিগকে মই লইয়া দুর্গের উপর যাওয়া করিতে হুকুম দিলেন। তিনবার চেষ্টা হইল কিন্তু ঐ সঙ্কীর্ণ পথে তিন জনের অধিক পাশা পাশি থাকিয়া দৌড়িবার উপযুক্ত প্রশস্ত পথ না থাকায় দুর্গ অধিকার হইল না। বহুসংখ্যক অষ্ট্রীয় যোদ্ধা হতাহত হইল, কাপুরুষ দুর্গরক্ষীগণ কতকটা বারুদ নষ্ট করিয়া পলাইয়া ছিল। অভার্ণের বারুদের কমি পড়িল। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে পলায়িত দুর্গরক্ষকদিগের নিকট এতক্ষণ ফরাশি সৈন্যদল সংবাদ পাইয়া অষ্ট্রীয়দিগের দিকে যাত্রা করিয়া থাকিবে, সুতরাং পার্ব্বত্য পথ এখন অষ্ট্রীয়েরা দখল পাইলেও ফরাশি পক্ষের কোন ক্ষতি হইবে না। সন্ধ্যার সময় যখন অষ্ট্রীয় সেনাপতি দুর্গ সমর্পণ করিতে পুনরায় ডাক দিলেন তখন অভার্ণ স্বীকার করিলেন যে ফরাশি ধ্বজা সহ দুর্গরক্ষীদের সশস্ত্র ফরাশিদলে গিয়া মিশিতে দেওয়ার স্বীকৃতি পাইলে পরদিন প্রাতে দুর্গ সমর্পিত হইবে। তখনই দুর্গ আক্রান্ত হইলে বারুদ প্রায় ফুরাইয়া যাওয়ায় আধ ঘণ্টায় উহা অধিকৃত হইত। তবু ফরাশিদলের আসিবার জন্য অনেকটা সময় লওয়া এবং ফরাশি ধ্বজার শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা হইল। পরদিন প্রাতে পার্ব্বত্য পথে দুর্গের সম্মুখে অষ্ট্রীয় সৈন্য দুই লাইনে দাঁড়াইল। মধ্যে একজনের যাওয়ার মত রাস্তা রহিল। তূর্য্যধ্বনির সঙ্গে ক্ষুদ্র দুর্গ বা টাওয়ারের দ্বার খুলিবার পর দেখা গেল যে একটী মাত্র ফরাশী যোদ্ধা অনেকগুলি বন্দুকের আঁটি বাঁধিয়া তাহা ঘাড়ে করিয়া গুরুভারে অবনত কলেবরে আসিতেছে। অষ্ট্রীয় সেনাপতি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর সকলে আসিতেছে না কেন?" অভার্ণ যখন বলিলেন "আমিই দুর্গাধ্যক্ষ এবং একাই সমস্ত দুর্গরক্ষী সেনা" তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একজন মাত্র লোকে একটা সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দুইরাত্রি ও এক দিন দুর্গটা রক্ষা করিয়া বহু সংখ্যক অষ্ট্রীয় যোদ্ধাকে হতাহত করিয়াছে জানিয়া উদারহৃদয় অষ্ট্রীয় সেনাপতি অভার্ণকে একখানি প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিলেন এবং নিজের সৈন্যদের বলিলেন "ধন্য সেই

... গানে যেন গৌরবের জন্য এরূপ অভূতপূর্ব ... লোককে বুক বাঁধিতে পারে।—তোমরাও ... হও।" অষ্ট্রীয় সেনাপতি সমুদয় বন্দুক ... বাহকদিগের অভার্নের সহিত পাঠাইয়া ... দেন।

... নেপোলিয়ান এই ঘটনা শুনিয়া ... হইতে অমিতুক অভার্নকে "ফ্রান্সের ... প্রথম গ্রেনেডিয়ার" এই উপাধি দিয়াছিলেন ... ১৮০০ অব্দে অভার্নের রণক্ষেত্রে দেহান্ত ... হুকুম দিয়াছিলেন যে রেজিমেন্টের খাতা ... তাঁহার নাম কাটা না হয়। প্রত্যহ প্রথমবারে ... রেজিমেন্টের সৈন্যদিগের হাজরি লইবার সময় ... কল) প্রথমেই অভার্নের নাম ডাকা হইত ... একজন গ্রেনেডিয়ার নির্দিষ্টরূপে বলিত "...ক্ষেত্রে অনন্ত যশের শয্যায় শায়িত।" এই ... অভার্নের অসম সাহসের স্মৃতি জাগরূক ... নেপোলিয়ান তাঁহার গ্রেনেডিয়ার গার্ড ... অতুলনীয় বিক্রমশালী করিয়া তুলিয়া ...

(১৭২) সত্যরক্ষা (রাজকিশোর চৌধুরি)।—... জেলায় রাউতড়া গ্রামে রাজকিশোর ... নামে একজন ভিনি জমিদার বাস করি- ... তাঁহার নামাঙ্কনে কারবারী দোকান ... এক সময়ে তামাকের দর অত্যন্ত শস্তা ... কারবার দোকানের প্রধান কার্য- ... কারক পঞ্চানন সেনগুপ্ত ঐ সময়ে তিন নৌকা- ... তামাকের বায়না করিয়া মনিবকে সংবাদ দেন। ... চটিয়া উঠিয়া উত্তরে লেখেন, "তামাক যদি ... দর পায় হইয়াছে জানিয়াও যখন কিনিয়েছ তখন ... লাভ লোকসান তোমার।" কর্মচারীরা সর্বদাই ... দেখেন যে মনিবে ঐরূপ বলেন বটে কিন্তু শেষে ... লাভ হইলে তুষ্টই হইয়া থাকেন। সুতরাং সে ... অবিচলিত রহিল। কিছুদিন পরে দর চড়িয়া উঠে, ... তখন ঐ তামাকে বহু সহস্র টাকা লাভ হয়। তখন ... চৌধুরি বাবু ঐ সমস্ত লাভের টাকা কর্মচারীকে ... দিলেন। "আপনার জন্য আপনার টাকায় খরিদ" ... ইত্যাদি বিবিধ কর্মচারীর কোন তর্কেই কর্ণপাত ... করিলেন না। তাঁহার একমাত্র উত্তর "লাভ তোমার ... যখন বলিয়াছিলাম তখনই লাভ তোমার হইয়া ... গিয়াছে। লোকসান তোমার এ কথাও বলিয়া ... ছিলাম সত্য, কিন্তু লোকসান হইলে পূর্ব্ব কার্য্য ... তাহা মাপ করার অধিকার আমার থাকিত। ... দিতে স্বীকার করিয়া লাভ লইবার অধিকার ... আর নাই। আমি সত্যভ্রষ্ট হইব না এবং দান ... ও করিব না।" (...বান্ধব হইতে)

(১৭৩) ভগবানের শরণ গ্রহণ (হরি সে লাগি রহো) শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজের কুলধর্ম অনুসারে শাক্ত উপাসনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে সকল ধর্ম পদ্ধতির সাধনাতেই ফললাভ হয়। কালী, তারা, শক্তি, হর, রাম, কৃষ্ণ, গড, আল্লা, জিহোভা, ব্রহ্ম যে নামেই "সেই এক"কে মনন চিন্তন কর তাহাতেই উপকার পাইবে। তবে সদ্গুরুর নিকট আপনাপন কুল প্রথানুসারে সাধনা শিখিবার চেষ্টাই মানবের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য।

কর্মফল ভুগিতে হয় বটে, কিন্তু ভগবানকে আশ্রয় করার ফল এত অধিক যে অতি ঘোর পাপীরও নিরাশার কোন কারণ নাই। মুসলমানেরা প্রকৃতই বলেন যে "নিজের দোষেই হউক আর যে জন্যই হউক দুঃখে পতিত ব্যক্তি যদি একবার অসীম করুণা সম্পন্ন সেই মহৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের দ্বারে গিয়া একটাও "দোহাই" দেয় (একবার মাত্র প্রাণ ভরিয়া ডাকে)—তাহাতেও তাহার একটা কিনারা অবশ্যই হয়।"

পরমহংসদেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সহজ ধরণে বলিয়াছেন যে, করুণাময়ী জগন্মাতার কোলে ছোট ছেলের মত নিঃসঙ্কোচে ধূলাকাদা (পাপ তাপ) শুদ্ধ ঝাঁপাইয়া পড়—তিনিই ধুইয়া পুঁছিয়া লইবেন।

ফলতঃ মনুষ্যের সবই সসীম, পাপও সসীম। ঈশ্বরের কৃপা অসীম:—তাহা না হইলে জীবের উপায় ছিল না!

ভগবৎ চিন্তায় "লাগিয়া থাকিলে" ক্রমে ক্রমে সব বেঠিক ব্যাপার ঠিক হইয়া যায়। এক গণিকা প্রত্যহ অনেকবার করিয়াই টিয়াকে "সীতারাম" পড়াইত। তাহা হইতেই ক্রমে উহার উদ্ধার হয়।

হরি সে লাগি রহরে ভাই।
তেরি বিগড়ি বাত বনি যাই॥
বাঁকা তারে বাঁকা তারে, তারে সধন কসাই॥

শুগা পড়াবকে গণিকা তারী
তারী মৈঁ মীরা বাই।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা
বধিয়া বৈল চরাই॥
এক কাল্কা ডংকা বাজে
খোজ খবর নাই।
অ্যাইসি ভক্তি কর ঘট ভিতর,
ছোড় কপট চতুরাই
সেবা বন্দেগী আউর অধীনতা।
সহজে মিলি রঘুরাই
কহত কবীর শুন ভাই সাধো
সৎগুরু বাত বতাই
ইয়েক্ দুনিয়া দিন চার বিহাড়ে
অংকো রাম লবলাই।

[বধিয়া বৈল = দামড়া গোরু অর্থাৎ কাহার ধন কাহার ভাণ্ডারী কাহার মালের গুদাম কাহার চাষের গোরু চরান ইত্যাদি সাংসারিক দ্রব্য আছে এবং সাংসারিক কার্য্য আছে, কিন্তু কালের ডঙ্কা বাজিলে আর সে সকলের খোঁজ খবর থাকে না।]

(১৭৪) বাঁকা এবং বাকা (নিষ্কাম ভক্তি)।—বাঁকা এবং তাঁহার পত্নী বাকা জঙ্গলে জঙ্গলে কাঠ কুড়াইয়া তাহার লভ্যেই কোন মতে দিনপাত করিতেন।—একদিন মহর্ষি নারদ ভগবান বিষ্ণুকে ডাকিয়া বলিলেন "ইহাদের দুঃখে তোমার করুণা হয় না? ইহাদের দুঃখ দূর করিয়া দাও।" ভক্তবৎসল ভগবান অনুরোধের উত্তর দিয়া বলিলেন "উহাদের কিছু দিবার যো নাই।" নারদ বলিলেন "তাই নাকি হয়?" ভগবান তখন পথে একখানি মোহর রাখিয়া দিলেন। বাঁকা আগে যাইতেছিল সে মোহরের তোড়া দেখিয়া পাছে পত্নীর লোভ হয় এই জন্য উহাতে ধূলা চাপা দিল। বাকা জিজ্ঞাসা করিল "কিসে ধূলা চাপা দিলে?" বাঁকা সব কথা খুলিয়া বলিলে বাকা বলিল "এখনও ধূলায় ও মোহরে পৃথক বোধ যায় নাই? সাবধান নিজেকে কর।" বাঁকা পত্নীর বাক্যে যে আনন্দ ও শান্তি পাইল তাহা বলে দিতে পারে না। হিন্দী ভাষায় বাঁকা অর্থে "সুন্দর" (ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম শ্যামসুন্দরই যে সৌন্দর্য্যের আধার!)—বাঁকা বলিল "তুমি সত্যই বাঁকা" অর্থাৎ খুব ভাল।

তখন নারদ ভগবানকে বলিলেন "তবে উহাদের জন্য কাঠ একত্র করিয়া রাখিয়া দিই। তবু কষ্ট কম পাইবে।" ভগবান বলিলেন "তাহাতেও উহাদের সঙ্গে পারিবে না।" নারদ ও ভগবান একস্থলে কাঠের আঁটি রাখিয়া দিলেন। ফলে দেখা গেল "যে ঐ কাঠের আঁটি অন্যে পরিশ্রম করিয়া একত্র করিয়াছে, তাহার দ্রব্য কেন লইব?" এই বলিয়া বাঁকা বাকা তাহা ছুঁইল না। বরং যেখানে দু খানা কাঠ ছাড়াছাড়ি পড়িয়া আছে কেবল সে কাঠও "হয়ত কেহ জড় করিতেছিল" মনে মনে ভাবিয়া তাহাও উহারা লইল না। সেদিন উহাদের

বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন
সরস্বতী তাম্রমুনং স্থনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং
বধুং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন॥

সংস্কৃত, প্রাকৃত একই সময়ে প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষারই অনুগামিনী ইহা বিশদ করিবার জন্য আরও কয়েকটি কথা বারান্তরে লিখিয়া পাঠাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বিদ্যারত্ন, গোবরডাঙ্গা।

৺ চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

৺ তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমতঃ শেরপুরে স্বীয় পিতার নিকট পরে পোড়াপাড়ায় ৺ দীননাথ [illegible]পঞ্চাননের নিকট এবং শেষে বিদ্যাভূমি নবদ্বীপে কয়েকজন অতি প্রধান অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপেই তাঁহাকে তর্কালঙ্কার উপাধি প্রদত্ত হয়। অতঃপর শেরপুরে নিজ বাড়ীতে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। কালে ইনি প্রকৃত প্রস্তাবেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। পিতা রাধাকান্তের প্রাতঃসূর্য্যের আলোক সদৃশ পর্য্যাপ্ত বিদ্যালোক তাঁহার সর্ব্বজনস্বরূপ পুত্র চন্দ্রকান্তে মাধ্যাহ্নিক দিবাকরের সমুজ্জ্বল আলোকে পরিণত হইয়া তাঁহাকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল।

অনুমান ইংরাজী ১৮৮৬ সালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তর্কালঙ্কার মহাশয় রোগবিশেষ উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ ছিল না। তজ্জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন বুঝিয়া তিনি ৺ কালীঘাটে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রতাপ বাবু বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী এবং আস্তিকাবুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ। সুতরাং তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তিনি বেশই চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। অল্পকালেই উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে আজীবন কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিয়া আসিয়াছেন এবং প্রতাপ বাবুও তাঁহাকে তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরুর অপেক্ষা কম মনে করেন না। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বরে প্রতাপ বাবু পেন্সন লয়েন। তদবধি তিনি কাশীধামে থাকিয়া ভগবচ্চিন্তায় এবং ধর্ম্মাচরণে জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিতেছেন। তর্কালঙ্কারের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁহার ধর্ম্মজীবন এবং তপস্যার সহায়স্বরূপ হইয়াছে। তিনি ভগবৎ প্রেরক হইয়া চন্দ্রকান্তের গৌরবধ্বজা বিদ্যাচলচূড়ে উড্ডীন রাখিয়াছেন।

ইংরাজী ১৮৮৩ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যালঙ্কারের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল, ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও প্রতাপ বাবু তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বলেন, "এই পদ গ্রহণ করিলে আপনার একটা বিশেষ সুবিধা এই হইবে যে, আপনি সংস্কৃত কলেজের এবং এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাদি পড়িতে পাইবেন।" ইঁহাদের কথায় তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ পদ গ্রহণ করেন।

শ্রীদীননাথ বসু, চুঁচুড়া।

এডুকেশন গেজেট।

১১ই চৈত্র ১৩১৬ সাল ইং ২৫শে মার্চ ১৯১০ সাল

ভাইস চ্যান্সেলারের বক্তৃতা। [১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ মধ্যে যাঁহারা বৎসর কালমধ্যে স্বর্গলাভ করিয়াছেন অথবা এদেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া ভাইস চান্সেলার মহাশয় বলেন, "৺ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ সুবিদ্বান্ ছিলেন, অনেক দিকে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ছিল। প্রায় পঁচিশ বৎসর সদস্য নিযুক্ত থাকিয়া সৎপরামর্শ দানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসা ফ্যাকাল্টির সিনিয়র মেম্বর ডাঃ ৺ দেবেন্দ্রনাথ রায়, ডাক্তার ৺ হেমচন্দ্র সেন [দেশীয় ভৈষজ্য সম্বন্ধে ইনি সবিশেষ আলোচনা করিতেছিলেন], ৺ ডাক্তার থিয়োডোর ব্লচ, স্যর জি বম্‌ফোর্ড, কর্ণেল ম্যাক্রে, স্যর টমাস হলণ্ড— ইঁহাদের অভাব বিশ্ববিদ্যালয় অনুভব করিতেছেন।

বৎসরকালমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় উন্নত ছাত্রদিগের উচ্চতর শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনেকটা কার্য্য করিয়াছেন। ডাঃ কালিস গণিতে ইউনিভার্সিটী রীডার নিযুক্ত ছিলেন। যে সকল ছাত্র গণিত সংক্রান্ত গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন সেই সকল ছাত্র ব্যতিরিক্ত দেশের নানাস্থান হইতে অনেক গণিতের লেকচারার তাঁহার লেকচার শুনিতে আসিয়াছেন। গবেষণায় নিযুক্ত কয়েকজন গ্রাজুয়েট বৎসরকাল মধ্যে ঐ কার্য্যে অনেকটা সুফল দেখাইয়াছেন। প্রিন্সিপাল ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রাচীন হিন্দুদিগের [illegible] ছেন। প্রোফেসর হীরালাল হালদার দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে এবং প্রোফেসর শ্যামাদাস মুখার্জি গাণিতিক তথ্য সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। ইকনমিক্‌সের সিনিয়র প্রোফেসরের শিক্ষাদানগুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উন্নত ছাত্র অতি যত্ন সহকারে ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবহারিক ভাবে অধ্যয়ন এবং আলোচনা করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থানুসারে গত বৎসর আর্টস ও বিজ্ঞানে ইণ্টারমিডিয়েট-পরীক্ষা এবং বিএ পরীক্ষা হইয়াছে। এই একবার মাত্র ফল দেখিয়া নূতন ব্যবস্থার দোষগুণ বুঝা যায় না। তবে পরীক্ষার ফল দেখিয়া এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে অনেকে যেমন আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তেমন আশঙ্কার কারণ কিছুই হয় নাই। নূতন নিয়মে নানাবিধ বিষয় পড়াইবার ব্যবস্থায় ভাল ছেলেদের পক্ষে বেশ সুবিধাই হইয়াছে। তবে যাহাদের গোড়া কাঁচা তাহাদের ইহাতে তেমন সুবিধা হইবে না। পরীক্ষার ফলে এটুকুও বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, যে সকল স্কুল কলেজে ছেলের সংখ্যা এত অধিক যে, অধ্যাপক প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি মনোযোগ দিবার সুবিধা পান না, সেই সকল স্কুলের ফল অপেক্ষাকৃত মন্দ হইয়াছে। ছেলের সংখ্যা যদি নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং সেই সকল ছেলে যদি উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করে তাহা হইলে শিক্ষক সকল ছেলের প্রতিই মনোযোগ দিতে পারেন, কে কি রকম পড়া শুনা করিতেছে তাহা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন, ছেলের ও শিক্ষকের সহিত বেশ মেশামেশি করিতে পারে। ফলে, ছাত্র সংখ্যা কম না হইলে সকল ছাত্রের প্রতি অধ্যাপকের দৃষ্টি সমান ভাবে পড়া সম্ভব হয় না এবং অধ্যাপকের প্রভাব ছাত্রদিগের উপর সমান ভাবে না থাকিলে প্রকৃত শিক্ষা হইবে না। সুতরাং নূতন পদ্ধতি অনুসারে পড়া শুনা চালাইতে হইলে প্রথমতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা কমাইয়া একজন অধ্যাপক যে কয়টি ছাত্র লইয়া যথাযথ অধ্যাপনা করিতে পারেন সেই কয়টি মাত্র ছাত্র সেই শ্রেণীতে রাখিতে হইবে। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় কলেজ চালাইতে হইলে বিস্তর অর্থব্যয় আবশ্যক। একবারে বেশী টাকা দান হইতেই হউক, অথবা নিয়মমত সময়ে বেশী বেশী টাকা চাঁদা হইতেই হউক, এই টাকা সংগ্রহ আবশ্যক। সরকারপক্ষ এবং দেশবাসী পক্ষ উভয়কেই এই টাকার সাহায্য করিতে হইবে। আধুনিক উন্নত

ব্যবস্থানুসারে আমাদের কলেজগুলি যাহাতে উপযুক্তরূপ শিক্ষালাভের স্থান হইতে পারে তজ্জন্য এদেশের ধনিগণকেও সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের কলেজগুলি উহাদের উন্নতির জন্য দেশীয় ধনিগণের অর্থসাহায্য দাবী করিতে অধিকারী। ইংরাজীর ন্যায় কঠিন ভাষার সাহায্যে যখন ছেলেদের বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হয় তখন মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, প্রকৃত প্রস্তাবে ছেলেদের কিছু শেখা হইতেছে কি না, তাহা না করিলে ফল এই হইবে যে ছেলেদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান চর্চ্চার পরিবর্ত্তে না বুঝিয়া বিষয় সমূহ কণ্ঠস্থ করিবার অভ্যাস জন্মিবে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিষয় আয়ত্ত করিতে হইলে মুখস্থ করার দিকেই ঝোঁকটা বেশী হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ, আমাদের বালক ও যুবকদল প্রথম হইতেই যদি শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ঠিক বুঝিয়া পড়িতে এবং তাহাদের বিষয় ঠিক ব্যক্ত করিতে অভ্যাস করে, কি পরিমাণ পড়া হইল, কেবল তাহার দিকেই লক্ষ্য না রাখিয়া কিরূপ ভাবে পড়া হইল প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞান উপার্জ্জন কতটুকু হইল সে দিকেও লক্ষ্য রাখে তবেই ভাল, নচেৎ নূতন ব্যবস্থানুসারে শিক্ষাদানপ্রণালী ছাত্রজীবনে বিশেষ অমঙ্গলই উৎপাদিত করিবে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুর কর্ত্তব্য কি।

(দ্বারবঙ্গ মহারাজের বক্তৃতা) [২]

হিন্দুর ছেলেদের পারিবারিক জীবন এবং শিক্ষা যাহাতে ঠিক পথে চালিত হয় কেবল তাহার ব্যবস্থা হইলেই হইবে না। হিন্দুর ছেলেরা যে সকল স্কুলে পড়ে সেই সকল স্কুলে এবং তথাকার শিক্ষকগণের মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব যাহাতে বিস্তৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে পক্ষে আমাদের দেখিতে হইবে যে স্কুল সমূহে যেন উপযুক্ত শিক্ষক সমূহ নির্ব্বাচিত হয়েন। ধর্ম্মশিক্ষাদান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ থাকুন তাহাতে ক্ষতি হইবে না। গবর্ণমেণ্ট কেবল যদি এই আদেশ প্রচার করেন যে, স্কুল সমূহে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা কাল হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষকগণ আসিয়া সম্প্রদায়ের হিন্দু ছাত্রগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমার বিবেচনায় এইরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক এবং উহা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে অনুমোদিত হইবে সে বিষয়ে আমি সন্দেহ করি না।

আর একটি কথা বলি। কুশিক্ষাপূর্ণ সংবাদ পত্রাদি ছাত্রদের যাহাতে না পড়িতে হয়, তজ্জন্য সুশিক্ষাপূর্ণ সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের প্রচার আবশ্যক। ঐ সকলে ছবি থাকিবে। ছেলেরা বাড়ীতে ও স্কুলে ঐ সকল পড়িয়া আমোদ উপভোগ করিবে এবং সুশিক্ষা পাইবে। বিলাতে এইরূপ সাময়িক পত্র অনেক সংখ্যায় প্রচারিত হইয়া থাকে। আমি বলি, একটি নির্দ্দিষ্ট কমিটী গঠিত হউক এবং উক্ত কমিটী হইতে ছেলেদের সুশিক্ষার উপযোগী সাময়িক পত্র ইংরাজীতে ও দেশীয় ভাষায় বাহির করা হউক। হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য একটি পবিত্র সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, উহার ফল অতি সুন্দর হইবে।

পূর্ব্বে যে ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের কথা বলিয়াছি, যেরূপেই হউক গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশবাসিগণের স্বেচ্ছামূলক আন্তরিক সম্মিলিত চেষ্টায় উহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে।

ভারতের এই ত্রিশকোটী অধিবাসীর অধিকাংশই অত্যন্ত রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয় এবং শ্রমশীল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাহারা যে সুখ সুবিধা ও শান্তি উপভোগ করিতেছে তাহাতেই সন্তুষ্ট আছে। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজকার্য্য পরিচালনে অধিকতর অধিকার পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, এমন সময় এক্ষণে ভারতের উপস্থিত হইয়াছে; এবং ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড মর্লি মহাশয় এবং বড়লাট বাহাদুর লর্ড মিণ্টো তাহাদের এই ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভাসমূহ পরিবর্দ্ধিতভাবে নূতন গঠিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

যে পরিবর্ত্তনগুলি সম্পাদিত হইয়াছে সে গুলি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্মিলিত হইয়া এমন ভাবে আমাদিগকে কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে যেন তদ্দ্বারা রাজনীতি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও বেশী অধিকার পাইবার পথ আমাদের পরিষ্কার হয়। বহুবিষয় সম্বলিত সংশোধন প্রস্তাব, সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমভাবে কখন গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, এই সংশোধন প্রস্তাবে আমরা যে সকল ত্রুটি দেখাইব তৎসম্বন্ধে ষ্টেটসেক্রেটরী মহাশয় এবং বড়লাট বাহাদুর অবশ্য বিবেচনা করিবেন এবং প্রয়োজন বুঝিলে তাহার পরিবর্ত্তনও করিবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আমি ভারতের ভবিষ্যৎ আশার চক্ষে দেখিতেছি। জনজীবনের উৎসাহ সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে। শিক্ষাক্ষেত্র এরূপ সম্প্রসারিত হইয়াছে যে, কেবল সাহিত্য বলিয়া নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়—কৃষি শিল্প বাণিজ্য ছেলেদের শিখান হইতেছে। আমাদের প্রধান আয়ের ভিত্তি কৃষি শিখাইবার দিকেও গবর্ণমেণ্টের মন পড়িয়াছে। এবং এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যখন গ্রাম্য প্রাথমিক স্কুলগুলির সহিত একটি করিয়া কৃষিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। এবং বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে চাষ আবাদ কিরূপ করিয়া করিতে হয় তাহাও শিখান হইবে।

আসুন আমরা সকলে বন্ধুত্ব সম্মিলনে সম্মিলিত হই। আমাদের সকলেরই এক লক্ষ্য—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতের উন্নতি সাধন। যাহাতে আমাদের দেশের উন্নতি হইতে পারে, দেশবাসী সকলে ধার্ম্মিক এবং শান্তিপ্রিয় হইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে, সেই পথে আমাদিগকে যত্ন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শিক্ষা—সাহিত্য, বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি হইতে পারিবে এবং সুসভ্যতার অঙ্গস্বরূপ গুণসমূহ আমাদের অধিকৃত হইবে।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

ভারত মহিলা—মাঘ ১৩১৬। সাধারণ শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে প্রকৃতই লেখা হইয়াছে—

"স্ত্রীজাতি এবং কৃষক প্রভৃতির শিক্ষার অভাব জনিত হীনাবস্থাই যে জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিক্ষিত সম্প্রদায় একথাটা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবেন।"

"সংযম ও নিষ্ঠার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ভোগাসক্তিশূন্য দেবীস্বরূপিণী বঙ্গবিধবাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া বঙ্গবাসী আপনার যে অনিষ্টসাধন করিতেছেন, অদ্য তৎসম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিব স্বামীর মৃত্যুর পর ভারতনারী সর্ব্বপ্রকার সুখ লালসা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যেরূপভাবে জীবন যাপন করেন শুধু সেই জন্যই তাঁহারা পৃথিবীর যাবতীয় রমণীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য তো তাঁহাদের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়, স্বামীর সহিত অনন্ত চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে অনেকেই কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। এখন যদিও আইনের বাধাবশতঃ পুনঃ স্বামীর অনুগমন করিতে পারেন না, তথাপি আমরা

[illegible] অবলম্বন করিয়া তেজস্বিনী সন্ন্যাসিনীর [illegible] পালন করিতেছেন। প্রবল ধর্ম্মপিপাসা [illegible] করিবার জন্য অন্নাভাব পরিত্যাগ প্রভৃতি [illegible] কাণ্ডের অনুসরণ করিতেছেন। যাঁহা- [illegible] এত প্রেম, যাঁহাদের মানসিক শক্তি [illegible] তাঁহাদিগকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান [illegible] প্রকৃত ধর্ম্মজীবন প্রদান করিলে দেশের [illegible] হয়। তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন লাভের [illegible] প্রবল এবং পরার্থজীবনের সাধনাও [illegible], কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ড এবং তীর্থভ্রমণ এবং [illegible] ক্লেশ সহ্য করার সহিত মূল সাধারণ [illegible] দিগেরও যে প্রয়োজন তাহার কোন উপায় [illegible]।

[illegible]। তত্ত্বমঞ্জরী—পৌষ, মাঘ ১৩১৬। "[illegible] [illegible]কার" এবং "সরল বিশ্বাস" প্রবন্ধ অত্যন্ত [illegible] হইল। "পওহারী বাবা" প্রবন্ধে লিখিত [illegible]—

[illegible] হারী বাবা কখনই আনুষ্ঠানিকরূপে শিক্ষা [illegible] না। কথার ছলে মাঝে মাঝে উপদেশ [illegible] দিতেন। অনেক অনুনয় বিনয় করাতে [illegible] এইরূপ সাধনের যুক্তি প্রকট করিয়া- [illegible]—

সাধক ব্রহ্মবাচক ওঁ শব্দ দীর্ঘ ও উচ্চ ব্যাহরণ [illegible] করিবেন। ঐ সময়ে অন্তরে মহা- [illegible] (কোটীসূর্য্যপ্রভ) সর্ব্বব্যাপক স্বরূপে [illegible] থাকিবেন। এইরূপে নাদ দ্বারা ধ্যানমগ্ন [illegible], সাধক আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মময় হইতে [illegible] করিবেন।

কোনও তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রশ্ন করেন যে, ধ্যান [illegible] বলে, আমরাত চক্ষু মুদ্রিত করিলেই [illegible] দেখি।

পওহারী বাবা বলিলেন, যাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত [illegible] থাকিবেন চিন্তা সকল বিস্মৃত হইয়া [illegible] মাত্র অন্ধকার দেখেন, তাঁহাদের সংযত মন [illegible] উচ্চ ভূমিতে নীত হইয়াছে, কারণ [illegible] কারের পরেই জ্যোতির প্রকাশ হয়, অসংযত- [illegible] ব্যক্তিরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাহ্যজগতেরই [illegible] চিন্তা মানসক্ষেত্রে সৃজন করিয়া থাকে।

[illegible] হারী বাবা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ সাধুগণের [illegible] ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। সর্ব্বপ্রকার [illegible] সমাদরে পাঠ করিতেন, তিনি হিন্দি, [illegible] সংস্কৃত, ও বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শী [illegible] সেন, ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মহামহো- পাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও স্বামী বিবেকা- নন্দ প্রভৃতি অনেকে পওহারী বাবার দর্শন মানসে আসিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মালাপ করিতেন, তিনিও সকলের প্রতি সমান ভক্তি ও সমাদর প্রকাশ করিতেন।

তীর্থদর্শন বিষয়ে পওহারী বাবা বলিতেন যে, পদব্রজে পর্য্যটন করাই বিধেয়। আয়াসলব্ধ ধনে যেমন অধিক যত্ন জন্মে, বহুদিনে বহু কষ্টের পরে অভীষ্টবস্তু লাভ হইলে অভীষ্ট দেবতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়।

তীর্থ স্থানে গমন কালে প্রকৃতির নব নব বিচিত্র শোভার মধ্যে তীর্থযাত্রীর ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

তীর্থযাত্রা কালে গন্তব্য পথে কত সাধু মহাত্মা সহযাত্রীর সঙ্গলাভ হয়, এবং তীর্থ দর্শনের পূর্ব্বেই যাত্রী বহুপ্রকার লাভ করিয়া থাকেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ হ্যারিংটন ও মিঃ উডরফ সাহেবের এজলাসে লালা লাজপত রায়ের মানহানিজনিত মামলায় মাননীয় বিচারপতি মিঃ ফ্লেচার সাহেবের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আসামীপক্ষ "ইংলিসম্যানের" তরফ হইতে যে আপীল হইয়াছিল, তাহার রায় বাহির হইয়াছে। বিচারপতি ফ্লেচার সাহেব আসামী- পক্ষকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ফরিয়াদীকে ১৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আপীলে জজেরা ১৫ হাজারের স্থলে ১৫ শতটাকা ক্ষতিপূরণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আপী- লের খরচা আসামীপক্ষকে দিতে হইবে।

নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন সি আই ই মহা- শয়ের গত বুধবার কলিকাতায় মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা পুলিস কোর্টের ইনি একজন অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইঁহার সম্মানার্থ ঐ দিন বেলা একটার সময় আদালত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

হেয়ার স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র ঘোষ অস্থায়িভাবে বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী ডিরেক্টর হইলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺ তারানাথ তর্ক বাচ- স্পতি মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত জীবানন্দ স্বর্গলাভ হইয়াছে। বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়া- ছিল। সংস্কৃত আদ্য মধ্য উপাধি পরীক্ষার নিমিত্ত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া সংস্কৃত পাঠার্থী ছাত্রদিগের ইনি বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন।

[ঢাকা] ঢাকা সারস্বত সমাজের এবারের বার্ষিক অধিবেশনে স্বয়ং পূর্ব্ব বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সভার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যা রত্ন মহাশয়ের যত্ন ও উৎসাহে সকল কার্য্যই সুসম্পাদিত হইয়াছে। ছোটলাট বাহাদুর পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাগমে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের অধ্যাপকদিগকে বিদায় দিবার টাকা সন্তোষের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী দীনমণি চৌধুরাণী মহোদয়া দান করিয়া সভার সাধুবাদের পাত্রী হইয়াছেন।

[সাধারণ] কোকেন রোগের তথ্য নির্দ্ধা- রণার্থ ডাক্তার [illegible] সহিত ডাক্তার নীলরতন সরকার নিযুক্ত হইয়াছেন।

বুদ্ধগয়ায় যাত্রীদিগের জন্য যে বিশ্রাম বাটী আছে, তাহার ভোগদখলাদি লইয়া সমাজ বৌদ্ধ যাজকদিগের সহিত বুদ্ধগয়ার হিন্দু মোহান্তের মোকদ্দমা চলিয়া আসিতেছিল। কলিকাতা হাই কোর্টের মাননীয় বিচারপতি ষ্টিফেন ও চট্টো- পাধ্যায় মহাশয়ের বিচারে হিন্দু মোহান্তের দখলই সাব্যস্ত হইয়াছে। হাইকোর্ট বৌদ্ধ যাজকদিগকে ঐ বিশ্রাম বাটী হইতে বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিয়া বাটিটী মোহান্তকে ছাড়িয়া দিবার হুকুম দিয়াছেন।

সেবাধর্ম্ম। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আতুরাশ্রমের দশম সাংবৎসরিক উৎসব কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটের ১২৫ নং বাটীতে সুসম্পন্ন হয়। দীন দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু বৃদ্ধ বধির সহস্রাধিক ঐ স্থানে প্রাতঃকাল হইতে সমাগত হয়। স্বেচ্ছা- সেবকেরা পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাহা- দিগকে তৈল মর্দ্দনান্তে স্নান করায় এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করায়। যাহারা অন্ধ তাহা- দিগকে হাত ধরিয়া বসায়, যাহারা [illegible] রহিত তাহাদিগকে কোলে করিয়া বসাইয়া দেয়। [illegible] স্বেচ্ছা-সেবকদিগের হিন্দু মুসলমান কি অন্য জাতীয় ভিক্ষুক বলিয়া ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, সকলকেই সমানভাবে তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা সকলেই উদ্‌গ্রীব। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য [illegible] ছোট লাট, হাইকোর্টের জজ ও [illegible]

সমাগত লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ছোট-লাটের গলায় পুষ্পমালা দিবার উদ্যোগ হইলে ছোটলাট সে মালা নিজে না লইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইয়া অভ্যাগত আতুরের গলায় নিজহস্তে সাদরে পরাইয়া দিলেন। শুনিলাম ঠিক এই সময়ে মালা প্রদানোদ্যত ছোটলাটের ও আতুরের একখানি ফোটো লওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস এই কার্যের উদ্যোক্তা। হাইকোর্টের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত ষ্টিফেন সাহেব ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং অনেকগুলি সদস্য ইংরাজ এই সাধু কার্যের বিশেষ সহায়। স্বেচ্ছাসেবকদিগের মধ্যে কয়েকটি মাত্র মুসলমান ছিলেন, অবশিষ্ট হিন্দু এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—মিঃ পিকি ছোটনাগপুরের এবং অন্যঃ মিঃ মাক্‌ফার্সন প্রেসিডেন্সীর কমিঃ হইলেন। বাবু সতীশ চন্দ্র মুখো ভগলপুরের কমিঃর পার্শ্ব অ্যাসিষ্টাণ্ট হইলেন। বাবু বসন্ত কুমার রাহা কটকের সদরে স্থাপিত হইলেন। মিঃ লিওসে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটরী হইলেন। (বিচার ও সাধারণ বিভাগের) ডেঃ মাঃ মিঃ কো ভগলপুরের সদরে এবং মিঃ ডাউনিং পূর্ণিয়ার সদরে স্থাপিত হইলেন। অনারেবল মিঃ রিচার্ড-সন ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্ম পাইলেন। মিঃ ই পি চ্যাপম্যান লিগাল রিমেম্‌ব্রান্সার হইলেন। মিঃ ভিন্সেণ্ট ২৪ পঃ এবং হুগলীর অতিরিক্ত ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। মিঃ কোলে আবকারী কমিঃ হইলেন। মিঃ সোমান ২৪ পরগণার মাঃ হইলেন। বাবু অমরেন্দ্র নাথ দাস মুঙ্গেরের সদরে বদলী হইলেন। মিঃ ডুভাল আই সি এস হাওড়ার সদরে স্থাপিত হইলেন। ডেঃ মাঃ বাবু সতীশচন্দ্র মুখো ভগলপুরের সদরে বদলী হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। ডেঃ মাঃ বাবু দাশরথি দত্ত কুষ্টিয়া মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন। মিঃ কালিস বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব, রাজনীতি ও নিয়োগ বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী পাকা হইলেন।

বিচার—বাবু পান্নালাল বসু এম এ বি এল খুলনার এবং মৌঃ মহঃ আবুল বরকৎ এম এ বি এল গোপালগঞ্জের মুঃ হইলেন।

কৌতুক-কণা।

১। আকবর শাহ। (গম্ভীর ভাবে) আমি মনে করিতেছি শীঘ্রই একটা হুকুমজারি করিব যে এখন হইতে ছয় মাসে সংসর হইবে। সাধারণ মাসের দুই দুই মাসে এক এক "আকবরী মাস গণনা হইবে।

বীরবল। জাঁহাপনা! কি আনন্দের সংবাদই দিলেন! এখন হইতে পুরা এক মাস করিয়া চাঁদনী থাকিবে।

আকবরশাহ (লজ্জিত এবং বীরবলের স্পষ্টবাদিতায় প্রীত) উচিত বলিয়াছ বন্ধু। হিন্দু মুসলমানের চান্দ্র মাসের উপর কোন মনুষ্যের হাত নাই।

২। আকবর সাহ (মনে মনে) তোমাকে সর্ব্বদাই অবিচলিত এবং অক্রোধী দেখিতে পাই। আজ বন্ধু! তোমাকে রাগাইয়া তবে ছাড়িব। (প্রকাশ্যে) "বীরবল রাঁধিতে পায়।

বীরবল। (স্মিতমুখে) একথাটা ঠিক বলিয়াছেন, পৃথ্বীনাথ! আমার সে অভ্যাস আছে। আর আপনার সম্বন্ধে বলা যায় যে "বাদশাহ অকরথায়

আকবর সাহ। (বিস্ময়ে ও ক্রোধে) "কি! আমাকে গালি!" (মনে মনে লজ্জায় ও ক্ষোভে) ধর্ম্ম সম্বন্ধে রহস্য করিতে গিয়া ভাল করি নাই। উহাতে এমনি ক্রোধ হয় বটে যে, মুক্তাক্ষরহীন তেজস্বী ব্যক্তি কেহই পালটা বলিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে না। অনর্থক একটা মানুষের মত মানুষের আমার একান্ত প্রিয়ভক্তের—আজ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে হইল! অমর্য্যাদার কথা যখন বলিয়া ফেলিয়াছে, তখন আর অন্য উপায় ত নাই।

বীরবল। (অবিচলিত ভাবে) সুবিচারক সম্রাট! মৌখিক ভালবাসা এবং প্রকৃত ভক্তি ও ভালবাসার পার্থক্য আজ প্রণিধান করিয়া দেখুন! আমি আপনার প্রতি আমার প্রকৃত ভালবাসার জন্য বুঝিতে পারিলাম যে রাজরাজেশ্বর আপনি যেরূপ উন্নতমনা এবং সৌজন্যপূত তাহাতে আপনার আশ্রিত আমাকে কখনই মর্ম্মান্তিক কঠোর কথা বলিতে পারেন না—এইজন্য আপনার কথার অর্থ অনুসন্ধান করিলাম; তাহা করিয়া দেখিলাম যে আপনি বলিয়াছেন যে বীরবল রন্ধন করিতে করিতে গান করে। আমি রন্ধন খাই এবং কখন কখন সে সময়ে গুণ গুণ করিয়াও থাকি। তাই ঠিক উত্তর দিলাম। আর আমি যখন সেই ধরণের বাক্যের ঠিক উত্তর দিয়া ঠিক আপনার সেই ধরণের অনুকরণের প্রত্যুত্তর দিলেও আপনার মনে হইল যে আমি আপনার কথা বুঝিতেই পারি নাই এবং আপনার মেহে পালিত কীটাণুকীট আমি এতই অকৃতজ্ঞ এবং অসংযত ভক্তি, সম্ভ্রম, ভালবাসা সবই ভুলিয়া গিয়া গোঁয়ারের মত আপনাকে গালি দিয়া ফেলিলাম অথচ আপনার চক্ষের সামনে চারিদিকে ... শুক পক্ষী সকল রহিয়াছে এবং সেই ... চাহিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে "বাদসাহ অ... খায়" (ক্ষমা করেন)। প্রকৃত পক্ষে আপনি গালি দেন নাই—আমি ত দিই নাই। না বুঝিয়া রাগিয়াছেন আপনি।

আকবর শাহ (হাঁফ ছাড়িয়া) ধর্ম্মের অনুমা... আমোদেও রহস্য ভাল চলেনা. দেখিতেছি কোথায় ওকে রাগাইব, না, ... নীত।

ভেরিজবাসী। আপনার সম্পূর্ণ টাক ... গোল মাথার তুলনা এই নূতন হাঁড়ি... তলার সহিত করাই সঙ্গত নয় কি?

সেখসাদি।—হাঁ ভাই! ঐ এক ... আমাদের দুজনের, মস্তকের উপমা ... তোমার মস্তকের ভিতরের অবস্থাটি ঐ হাঁড়ির ভিতরের শূন্যতার সহিত মেলে...

MATRICULATION EXAMINATION 1910
BENGALI COMPOSITION.

1. Translate any two of the following passages into Bengali:—

(a) Be grateful to your parents. The time was when you were ... wholly on their kindness, when ... could neither speak nor walk, when you were only a burden and care ... them. But did they forsake you? When you were sick, how tenderly did they hang over you! When you were in want of anything, how cheerfully did they toil to supply your need! Surely there cannot be a greater monster than an unthankful child. Place confidence in your parents. You should have no secrets which you are unwilling to tell them. If you have done wrong, you should openly confess it and ask their forgiveness. If ... wish to undertake anything, ask ... consent.

(b) George Washington, ... boy, was about to go to sea, as ... everything was ready, the little ... had come to take him off to the ship, and his whole heart was set on going. After his box had been carried down to the boat, he went to bid his mother farewell, and saw the tears bursting

... her eyes. However, he said ... g to her; but feeling that she ... would grieve very much if he went, ... perhaps never be happy again, ... turned round to the servant and ... Go and tell them to fetch my ... ck. I will not go away to break ... mother's heart." His mother said ... "He ... ge, God has promised to ... the children that honour their ... arents and I believe He will bless ... 20

e. At the age of twelve, Leonard ... the misfortune to lose his father. ... mother was unable to work for ... and he had no other friend to ... depend upon. He resolved to be a ... burden to no one, but to make his own way in the world. 'I can read pretty ...' said he to himself. I can also ... ite a little. If I am honest and industrious, why should I not be able ... earn my own bread?' He there... took leave of his mother and went ... a neighbouring town, where he ... quired for a certain merchant, who ... been a friend of his father's. He begged of Mr. Benson, for that was the name of the merchant, that he would take him into his employment, and promised to serve him with zeal and fidelity. 20

2. Select any five of the following words, and form one adjective from each:- 5

নীতি, বাহু, বিন্দু, জোবন, পরিবার, হৃদয়, সংসার, শরৎ, জল।

3. Select one of the following passages, and substitute appropriate words in it for those that may strike you as inelegant;— 5

(A) আপনার বাণ অতি চোখা ও বজ্রসম, ...জীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর ফেলিবেন অতএব শরাসনে যে বাণ লাগাইয়াছেন, ...তাহার প্রতি সংহার করুন। আপনার ...আর্তকে বাঁচাইবার নিমিত্ত, নিরপরাধীকে ...দেওয়ার নিমিত্ত নহে।

(B) এমন সময়ে অকস্মাৎ এক প্রবল ...ঠা অসিয়া সাগরবারি নাড়িতে লাগিল। অতি ...চোটই বড় বাবতে লাগিল। এই সময়ে ...দের পোত অনবরত বর্তী এক বড় বড় পর্ব... কাছে আসিতে লাগিল।

(C) মুহূর্তকাল চুপ থাকিয়া ঢেঁকার কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন; তাঁহার গলা বাষ্পরুদ্ধ হইল, ধীরে ধীরে তাঁহার গালে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি বহুকষ্টে আত্মদমনপূর্বক বলিলেন, "মা আমি এতক পিতৃপূজা করি নাই, আসলে তুমিই পিতৃপূজা করিয়াছ।"

4. Rewrite the following in concise and elegant Bengali, correcting all mistakes in spelling, and other inaccuracies:— 10

আমরা দুই বন্ধুতে নৌকারোহন করিয়া সমেপাহিতমুখে যাত্রা করিলাম। ও'হকে আকাশ ঘনঘটা হইয়া চারিদিক ভিষন আকার ধারণ করিল। মেদিনী ঘোর তিমিরে নিমগ্ন হইল। বৃষ্টি নামিয়া বাতাসের সঙ্গে যোগ করিল, এবং পরে ঢেউয়ের আর নিবৃত্তি করিতে লাগিল। আমরা বিষম ভয় হইয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম। মাঝিরা আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল "আপনারা ধৈর্য করুন, ভয় করিবেন না।

5. Write an essay on any one of the following subjects:— 40

(a) Industry leads to success—examples from your own observation—from what you may have read in books.

(b) The story of Ram's exile—the origin and growth of the plot against him—his devotion to truth—fidelity to parents—the sacrifices run by his wife and half-brothers.

(c) The happiest time you spent in the company of your friends—a description of your companions—the amusements indulged in—the profit you derived from conversation, exercise, or reading—their after-effects.

(d) The person, living or dead, in whom you have the highest admiration—a description of him—his qualifications—character, intellectual powers spirituality, &c.—the reason why you give him preference to others.

MATRICULATION EXAMINATION, 1910.

HISTORY

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

GROUP A

Only six questions to be attempted.

1. Who was the first great Hindu Emperor of Northern India? What was the extent of his empire? What foreign traveller visited India during his reign, and what account of India has he left? 12

2. Explain what India gained from Buddhism in reference to (a) the influence of the teachings of Buddhism, (b) the rule of one great Buddhist king, and (c) the Buddhistic architectural remains still to be found in India.

3. Describe the political condition of India on the eve of the Muhammadan conquest, and indicate the steps by which the conquest of Northern India was completed. 12

4. When did the break-up of the Pathan Empire and of the Mogul Empire respectively begin? Explain clearly what the split-up was due to in each case. 12

5. Mention the various kingdoms in Northern and Southern India that were conquered by Akbar, and draw an outline map of India showing the extent of his empire. 12

6. When did Sir Thomas Roe and Bernier visit India and what accounts of India have been given by them? 12

7. Trace the history of the Mahrattas from the rise of the Peshwas to the breaking out of the Second Mahratta War. 12

8. Explain each of the following:—The Non-Intervention Policy of Subsidiary Alliance; the Policy of Annexation through Lapse. Name the Governor-general or generals specially associated with each. 12

9. Characterize the administration of Lord Ripon and of his three immediate successors. 12

Group B.

Only TWO questions to be attempted.

10. Show how in the administration of India the English have followed a Policy of Conservation combined with Progress by gradually introducing Western ideas and institutions. 14

11. How does the British Government help the economic progress of India in respect of (a) agriculture, (b) manufacture, and (c) commerce? 14

12. What is meant by a Native State? How are the Native States classified? Mention the states under each class. What are the powers and duties of the British Government with regard to these states? 14

GEOGRAPHY.

[Candidates are required to answer only TEN out of the following fifteen questions, namely any THREE, but not more than three, out of Group A, any THREE, but not more than three, out of Group B, any FOUR, but not more than four, out of Group C.]

Group A.

1. (a) Draw a diagram of a compass card and mark N, S, SE, and NNW. 10

(b) I stand at a point A in a village; the village well is 100 yds direct N; the mosque 200 yds SE, a school 150 yds. NW, the zemindar's house 250 yds. NNE, a temple 300 yds. SSW, draw a map of village on a scale of 50 yds to an inch.

2. (a) Explain what is meant by the longitude of a place, and show how it is determined. 10

(b) It is noon at Calcutta, what is the time at Madras? [Given the longitude of Calcutta is 88°27′ E, and that of Madras 80°15′ E]

3. (a) Upon what principles does the formation of tides depend? 10

(b) "The highest and lowest tides occur at, or a little after, full and new moon." Explain this by diagrams.

4. (a) Why is the water of the Mediterranean more saltish than that of the Baltic? 10

(b) Describe the formation of a delta. Illustrate your answer by reference to a familiar example.

5. (a) Why are the morning and evening less warm than noon? 10

(b) Why are the cloudy nights usually warmer than clear ones?

(c) Why are mountains colder than the plains?

(d) Why is summer warmer than winter?

Group B

6. Draw a sketch-map of England and insert in it the mountains and the principal rivers, and mark the position of Liverpool, Birmingham Leeds, Cambridge, Plymouth and Newcastle. 10

7. (a) Which are the six greatest states of Europe? What states of Europe have their capitals on the sea? Name these capitals. 10

(b) Give an account of the Danube, naming the countries drained by it and the chief towns on the banks of the main stream.

8. (a) Where are the following, and for what are they noted:—Bath, Brighton, Marseilles, Munich, Quebec? 10

(b) What and where are the following:—Pyrenees, St Lawrence Great Barrier Reef, Black Forest, Sierra Nevada?

9. Describe the mountain ranges connected with the Alpine system and compare them with those of Asia. 10

10. (a) Name the chief mountain ranges, rivers, and five important towns of South America.

(b) What and where are the Pampas, Buenos Ayres, and La Plata?

Group C

11. Draw a map of India and mark the countries which surround it, the East Coast Railway, and the following towns:—Rawalpindi, Travancore, Jubbulpore, and Sylhet. Indicate in your map the parts of India less than 600 feet above sea level. 10

12 (a) What are the chief mineral products of India, and where are they largely to be found? 10

(b) In what parts of India does the annual rainfall exceed 100 inches and why?

13. In what localities are the following products grown in India:—wheat, cotton, rice, tea? What conditions favour the growth of each in that locality? 10

14. What are the chief races inhabiting the Indian Empire? In what parts of the country do they dwell? Illustrate your answer by a rough map. 10

15 (a) Give in order the chief coasting ports of India, commencing at Karachi. 10

(b) What, and where, are the following:—Ellora, Ava, Naini Tal, Gilgit?

(c) In what parts of India is agriculture aided by irrigation?

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা সংস্কৃত স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও স্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালী মতে ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An F A Hd master and a senior Hd moulvi on Rs 30 and Rs 20 respectively for the Haldijana Middle Madrasha, Po Bhaduria, Dinajpur.

...thematical teacher—a plue- ... or an F A strong in Mathe- ... Juniadah H E school. Pay ... to qualifications. The place ... and near the Ry station at ... Ghat. Apply stating terms ... Secretary B bu Brojendra Nath ... M A B L 17 Madhu Roy's ... po Simla, Calcutta. (8 4 1910).

B course graduate (strong in ... matics) as Assistant Hd master ... Benipur H E school on Rs 40— ... Apply to the Assistant Secretary ... markole po, Kumerkuali, via ...

... B A or an F A passed teacher ... Outshahi R N H E school ... on 30—35. Apply po. ...hi (Dacca).

... B course graduate for the Torkona H E school Dt Burdwan on ... a month. Torkona H E school ... Torkona. And an F A teacher ... 25 a month.

... B course graduate assistant Hd master for the Indas H E school, Bankura on Rs 50 per mensem po ... Bankura.

A graduate, strong in English for ... mastership of the Puthia ... H E school, Rajshahi, on Rs 80 ... to Rs 100, at present for ... year: also an F A as 4th master, on ... rising to Rs 30 at present ... one year. Apply to the Hd master ... 31st March.

For the Maulvi Bazar Govt aided ... school Dt Sylhet (1) a Maulvi with adequate knowledge of English ... Rs 40 (2) an F A 7th master on ... (3) an F A 8th master on ... (4) a trained Vernacular teacher with knowledge of Drawing on ... and (5) an A course graduate strong in Sanskrit as Additional ... on Rs 50 a month. Shall have ... for at least two years. Apply ... 31st March.

... খুলনা, পোঃ অঃ মরালিয়া কাশিপুর, ...পুর মইং স্কুলে একজন নু নর্ম্মাল ড্রিল জু ইং ...ক চাই, বেতন আবা ও ১৬৲ পাই- ...

কবিরাজপুর মইং স্কুলে একজন দ্বিতীয় পণ্ডিত বেতন ১০৲ টাকা। আবা বিনাব্যয়ে পাইবেন, নর্ম্মাল কক ট্রেনিং অথবা নু নর্ম্মাল পদষ বাধিক পাশ চাই। পোঃ কবিরাজপুর, ফরিদপুর।

সাহুদ্রাপুর মইং স্কুলে এণ্ট্রান্স পড়া উর্দ্দু ও পার্শি জানা জনৈক শিক্ষক বেতন ১২৲ টাকা ও আবা। সাহুদ্রাপুর মইং স্কুল, পোঃ সাহুদ্রাপুর রংপুর।

মুসলমান বা কায়স্থ হেঃ পঃ। বেতন ১২৲ ও আবা। থাজুরা মইং স্কুল, পোঃ গৌরনগর যশোহর।

তালখড়ী মইং স্কুলে নু নর্ম্মাল হেঃ পঃ। বেতন ১৫ টাকা ও আবা। এবং ১ম ২য় শ্রেণীর জন্য ৬ জন ভাল ছাত্র আবশ্যক। আবা ও স্কুল ফ্রি, ফ্রি। পোঃ তালখড়ী, জেলা যশোহর। (8. 4. 10)

আলকাডাঙ্গা মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে আবা ও মাসিক ১৬ টাকা বেতনে একজন হেঃ পঃ। শ্রীআবদুল আলিম সবরেজিষ্ট্রার, পোঃ আলকাডাঙ্গা, জেলা যশোহর।

জেলা যশোহর সেখহাটী এডেড মইং স্কুলে একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ হেঃপঃ। বেতন আবা বাদে ১৩৲ টাকা। পোঃ সেখহাটী, যশোহর।

জিরাট উইং স্কুলে একজন ইংরাজী জানা হেঃ পঃ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সংস্কৃত ভাষা, অনুবাদ ও বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা দিতে হইবে। মাসিক বেতন ২৫ টাকা। বোর্ডিং আছে। চন্দ্রকোণা পোঃ, জেলা মেদিনীপুর।

গ্রাজুয়েট ২য় শিঃ। ভাল ইংরাজী জানা। ইসলামপুর হাইস্কুল, পোঃ ইসলামপুর, মুরসিদাবাদ, গুণানুসারে বেতন।

এফ এ পাশ ৩য় ও ৪র্থ শিক্ষক। বলাগড় হাইস্কুল, হুগলী। ২৫ টাকা করিয়া বেতন। জাগ্রা। হেঃ মাঃ র নিকট আবেদন করিতে

নর্ম্মাল পাশ হেঃ পঃ। বিদাকুল মইং স্কুল ১২ টাকা ও আবা। পোঃ বিদাকুল, বরিশাল।

৩।৪ টি ছেলের জন্য প্রাইভেট টিউটর। গুণানুসারে বেতন। আবা পাইবেন। গণিত ভাল জানা চাই। ১ বৎসর টিকিয়া থাকা চাই। শ্রীগুরুদাস সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু সুধাকৃষ্ণ নায়ক জমিদারের বাটী, পোঃ নন্দী, জেলা বৰ্দ্ধমান।

উদ্ধৃত

মুষ্টিযোগ

১। মিষ্ট আম্রের গাছের ছাল দুই তোলা ছেঁচিয়া, আধপোয়া জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, প্রাতে সেই জল এক ছটাক ও পরিষ্কার চুণের জল এক ছটাক, মুখের কাছে লইয়া মিশাইয়া, তৎক্ষণাৎ পান করিবে। এইরূপ দুই তিন বার পান করিলেই আমাশয় পীড়া আরোগ্য হয়। মিশাইয়া তৎক্ষণাৎ পান করা উচিত বিলম্ব হইলে পান করা যায় না। [তাব]

২। পাঁকের মধ্য হইতে পচা আমপাতা, এবং কলসীতলস্থ মৃত্তিকা, সমপরিমাণে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে, অতি সত্বর প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। [তাব]

৩। মধুমিশ্রিত বালাপাতার রস পান করিলে বমি নিবারণ হয়। [তাব]

৪। কর্ণমূল ফুলিলে, আদার রসে সুমুব্বর ঘসিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়। [তাব]

৫। কফজ বেদনায়, কাঁচামুগ কাঁচাদুগ্ধের সহিত বাটিয়া, ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ৪।৫ বার দিলেই বেদনা ভাল হইবে। [তাব]

৬। আধ পোয়া গরম জলে দুই আনা ওজন নালিতা পাত। ভিজাইয়া, ১০ মিনিট পরে খালি পেটে সেই জল পান করিবে। ৫।৭ দিন ব্যবহারে পিত্তজনিত হাত পা জ্বালা ভাল হইবে। [প]

৭। ধনে, বালা ও মৌরী মিশ্রিত এক তোলা রাত্রে এক ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া খাইলে পিত্তজ হাত পা জ্বালা ভাল হইবে। [প]

৮। কাঁচা ছোলা ভিজান জল প্রাতে চিনির সহ সেবন করিলে, পিত্তজ হাত পা জ্বালা ভাল হয়।

খ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ তাবসাগর মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত মুষ্টিযোগগুলি, (তাব) চিহ্নিত হইল।

যে গুলি লোকমুখে শোনা সে গুলি (অ) চিহ্নিত।

(পী) চিহ্নিতগুলি চৌবাড়ী নিবাসী ৺পীতাম্বর দাস নামক একজন ওঝার নিকট প্রাপ্ত।

(নি) চিহ্নিতগুলি হরিনাভিস্থ মিউনিসিপ্যাল ডাক্তার চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।

(প) চিহ্নিতগুলি হরিনাভির বিখ্যাত কবিরাজ ৺প্যারীমোহন দেবের।

৯। কাঁচা হলুদ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবনে হাত পা জ্বালা ভাল হয়। [প]

১০। প্রায়শঃ আহারের অনিয়মেই অজীর্ণ হয়। সেরূপ হইলে কাচ্চাখানেক মৌরী বাটিয়া, ছটাক খানেক জলে মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে আধ ছটাক চুনের জল মিশাইবে। তাহাতে একটি কাগজী লেবুর রস দিয়া একটি কাচের গ্লাসে রাখিবে, এক কাচ্চা মাত্রায় দু তিন বার খাইলেই অজীর্ণ ভাল হইবে। [অ]

। বৃশ্চিক দংশন করিলে সেই স্থানে ঘেঁটকোলের মূল বাটিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে ঐ ঔষধ গরম হয় ও আবার যন্ত্রণা হইতে থাকে। তখন নূতন লেপ দিলে, আবার নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ ৫।৬ বার ঐরূপ লেপ পরিবর্ত্তনের পর আর যন্ত্রণা থাকে না। [অ]

১২। বৃশ্চিক দংশনে গব্যঘৃত ও সৈন্ধব লবণ গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে উপকার হয় এরূপ শুনা যায়। [অ]

১৩। বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে কাঁচা আম তেঁতুল ও সর্ষপাদি দ্বারা প্রস্তুত কাসন্দি নামক অম্ল লাগাইয়া দিলে, যন্ত্রণার উপশম হইতে দেখা যায়। [পী]

১৪। গোবর গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে উপশম হয় শুনিয়াছি। [অ]

১৫। বৃশ্চিক দংশন স্থানে চিটাগুড় লাগাইয়া দিলে জ্বালা থামে। [ল]

১৬। অত্যন্ত পেটের অসুখ হইলে, নাভির চারিদিকে আদ্রক বাটিয়া, লেপিয়া দিলে উপশম হইবে। [প]

১৭। পেটের অসুখের পক্ষে ইক্ষুগুড়ের সহিত বেল পোড়া, আবার ঔষধ দুইই। [জে]

১৮। অত্যন্ত পেটের অসুখ হইলে, আমলা বাটিয়া নাভির চারিদিকে আল দিবে ও তাহার মধ্যে প্রচুর আদার রস দিয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পেটের অসুখ সারিয়া যাইবে। [প]

অত্যন্ত অজীর্ণজন্য পেট ফাঁপিলে,—শুঁট, পিপুল, মরীচ, হিং ও সৈন্ধব এই পাঁচটি জিনিস সমান পরিমাণে লইয়া বাটিয়া, পেটে লেপ দিয়া নিদ্রা যাও। নিদ্রার পর দেখিবে আবার ক্ষুধা হইয়াছে। [প]

২০। রক্তবৎ তরল ভেদ হইলে, তাহার সঙ্গে পেটে যন্ত্রণা থাকুক বা না থাকুক, লাউ-গাছের ডাঁটার [পাতার সমেত] রস এক ছটাক ও সাড়ে চিনি [ইক্ষুগুড় হইতে উৎপন্ন চিনি] এক তোলা মিশাইয়া; দুই তিন বার, দুই ঘণ্টা-অন্তর সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। [প]

২১। বর্ষাকালে, কাহারও বা পায়ের অঙ্গুলি গুলি পরস্পর সংলগ্ন বলিয়া, পায়ের অঙ্গুলের গলিতে হাজা পাঁকুই হয়। তাহাতে পায়ে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। সেরূপ হইলে চুণ ও সর্ষপ তৈল মিশাইয়া, ঈষদুষ্ণ অবস্থায় শয়নকালে পায়ে লাগাইয়া দিলে, প্রাতে সমুদায় বেদনা দূর হইবে। বেশী হইলে দুই তিন দিনে দূর হয়। [নি]

২২। বাবলা গাছের কচিপাতা বাটিয়া খাইলে পেটের অসুখ ভাল হয়। (প)

২৩। হাজা পাঁকুই হইলে পানের বোঁটা ছেঁচিয়া তাহার সহিত সর্ষপ তৈল উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলে, দুএক দিনেই উপশম হইবে। (পী) কতকগুলি পানের বোঁটা অল্প ছেঁচিয়া কতকটুকু সর্ষপতৈলে দিয়া কোটাইবে; সেই তৈল লাগাইলেও ঐ ফল পাওয়া যাইবে।

২৪। ঐরূপ স্থানে মেদী পাতা ও পাপড়ী খদির সমভাগে মিশাইয়া উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলেও উপকার হয়; কিন্তু পায়ে দাগ ধরে। অভাবে শুধু খদির জলে ঘন করিয়া গুলিয়া গরম গরম দিলেও উপকার হয়। (পী)

২৫। কোনও স্থান পুড়িয়া গেলে সেই স্থানে কাঁচা আলু বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা ভাল হয়। (পী)

২৬। ঐরূপ স্থলে নারিকেল তৈল ও চুণ ফেনাইয়া দিলেও উপকার হয়। (প)

২৭। ইংরাজী কাল কালী লাগাইলেও উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। ঐ কালী টহরি, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও হীরাকস সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত হয়। (অ)

২৮। অম্লপিত্তরোগে; আমলকীর রস মধুর সহিত সেবন করিলে উপকার হয়। (প)

২৯। শুধু চেঁড়স সিদ্ধ জলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। (পী) (গৃহস্থ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ)

সরল বিশ্বাস।

মানব দেবতা হয় বিশ্বাসের বলে,
বিশ্বাসীর সদা জয় এ মহীমণ্ডলে।

জনৈক গৃহস্থের পত্নী, একটী শিশুসন্তান রাখিয়া, অকস্মাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে গৃহস্থ শিশুসন্তানটী লইয়া নিকটবর্ত্তী এক [illegible] মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে একটী [illegible] রচনা পূর্ব্বক সেই স্থানেই কালাতিপাত [illegible] লাগিলেন।

সাধুর তপ, জপ ও শিশুর লালন পালন [illegible] আর অন্য কিছু কার্য্য ছিল না। প্রাতঃ উঠিয়া যখন তিনি তপ জপ করিতেন [illegible] তখন তাঁহার পার্শ্বে থাকিত। শিশুটী কাঁদিলে তিনি অমনি তাহাকে কোলে করিতেন, [illegible] সময় দুধ আনিয়া পান করাইতেন। সাধু এই কার্য্যকে মায়িক কার্য্য বলিতেন না; তাঁহার [illegible] প্রতি মায়া ছিল না. কেবল ঈশ্বরের পুত্র [illegible] তিনি তাহাকে [illegible] রাখিতেন। আর [illegible] নিষ্কাম সংসার সেবার নামই ঈশ্বর-সেবা।

শিশুটী ক্রমে সাত আট বৎসরের হই[illegible] সে কখন স্ত্রীলোক দেখে নাই। কেবল তা[illegible] মনে মনে একরূপ ধারণা হইয়াছিল, এই পৃথিবী[illegible] আর যদি কেহ থাকে, তাহারা ইহাঁরই মত।

দৈবক্রমে সাধু অসুস্থ হইলেন, তিনি [illegible] শিশুকে ডাকিয়া বলিলেন, এক্ষণে আমি [illegible] উঠিতে পারিতেছি না, তুমি [illegible] অদূরে গ্রা[illegible] মধ্যে যাইয়া, কিছু ভিক্ষা করিয়া আন। [illegible] তাহার পিতার কথায় উত্তর করিয়া বলিল, গ্রা[illegible] মধ্যে কোথায় যাইব এবং কাহার কাছে [illegible] বলিয়া ভিক্ষা চাহিব?

সাধু তাঁহার কুটীর দেখাইয়া বলিলেন, [illegible] মধ্যে এইরূপ বড় বড় কুটীর আছে, তথায় [illegible] মত মানুষেরা বাস করে. তুমি তথায় গিয়া [illegible] চাও; তাহারা যাহা দিবে তাহাই লইও।

বালক তখন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া গ্রামের ম[illegible] প্রবেশ করিল, এবং, এক গৃহস্থের বাটীর [illegible] দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চাহিল। সেই বাটীর [illegible] তাঁহার কন্যাকে ভিক্ষা দিতে কহিলেন; কন্যা[illegible] যুবতী, সে যখন ভিক্ষা দিতে আসিল, বা[illegible] তাহার অবয়ব দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, ই[illegible] বক্ষঃস্থল উচ্চ কেন। আমার বাবার ত এ[illegible] নয়। বালক তাহাকে কহিল, তোমার বক্ষ[illegible] উচ্চ দেখিতেছি কেন? কি পীড়া হইয়াছে[illegible] যুবতী বালকের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বাটীর ম[illegible] চলিয়া গেল। বালক পুনর্ব্বার ভিক্ষা চাহি[illegible] লাগিল। বাটীর কর্ত্রী তাহার কন্যাকে কহিলে[illegible] তুমি কি ভিক্ষা দিয়া আইস নাই।

কন্যা কহিল, ও আমাকে দেখিয়া [illegible] করিল, তাই ভিক্ষা দিই নাই।

কর্ত্রী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বালকের নিকট আ[illegible]

বালক তাঁহারও বক্ষে স্তনদ্বয় দেখিয়া বলিল, তোমার বক্ষে ও কি হইয়াছে? কোন রোগ হইয়াছে? কর্ত্রী শিশুর সরল ভাব দেখিয়া বলিলেন তুমি কি কখন স্ত্রীলোক দেখ নাই? তোমার কি মা নাই?

বালক উত্তর করিল, স্ত্রীলোক কাহাকে বলে? আর মা-ই বা কাহাকে বলে আমি জানিনা।

কর্ত্রী বালকের কথায় বুঝিলেন, ইহার জন্মের পরে মা মরিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বালককে বলিলেন, যখন তুমি শিশু ছিলে, যখন তোমার চিবাইয়া খাইবার দাঁত ছিল না, তখন তোমাকে খাওয়াইবার নিমিত্ত ভগবান্ ইহার ভিতর দিয়া দুগ্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার নাম স্তন, ইহা কোন পীড়া নয়। আমাদের নামই স্ত্রীলোক, আমার মত তোমার একটি মা ছিলেন, যাঁহার গর্ভে তুমি জন্মিয়াছিলে।

বালক এই কথা শুনিয়া, কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, বলিল, তবে তুমি ভিক্ষা ফিরাইয়া লইয়া যাও। কারণ যখন আমার দাঁত ছিল না, তখন ভগবান্ আমাকে কত কৌশল করিয়া খাওয়াইয়াছেন; এক্ষণে যখন দাঁত হইয়াছে তখন তিনি অবশ্যই খাইতে দিবেন। এই বলিয়া বালক চলিয়া গেল এবং সেই অবধি আর ভিক্ষা করিত না; ক্ষুধা পাইলে ভগবানের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিত। (ভবমঙ্গরী পৌষ ১৩১৬)।

ভাগ্য ও পুরুষকার

আমাদের দেশের ছোট, বড় বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকলের মুখেই শুনিতে পাই যে, ভাগ্য যদি প্রসন্ন থাকে, দৈব যদি সহায় থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হয়। কেহ কোন কার্য্য করিয়া জয়লাভ করিলে, সকলেই বলিয়া থাকে যে, উহার ভাগ্য ছিল তাই সিদ্ধি লাভ করিল। আবার একজন এক কার্য্য আরম্ভ করিয়া বিফল মনোরথ হইলে, সঙ্গে সঙ্গে সকল লোকেই সমুচ্চারিত হইয়া থাকে যে, উহার দৈব প্রতিকূল ছিল তাই নিষ্ফলকাম হইল।

প্রকৃত কথা এই যে, দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের যোগে কার্য্য সিদ্ধ হয়। দৈব পূর্ব্বজন্মের পুরুষকার-

"দৈবে পুরুষকারেচ কর্ম সিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকং॥"

দৈবের সহিত পুরুষকার যোগ না হইলে কিছুই কর্ম সিদ্ধ হয় না, একথা অতি সমীচীন। আমরা যদি পুরুষকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতঃ কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে কি বাস্তবিকই আমরা দৈবানুগ্রহে অর্থ সঞ্চি-ত করিতে পারিব? না—যেহেতু ঈশ্বর আমাদের হাত দিয়াছেন, পা দিয়াছেন, চক্ষু কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা এমন কি ভাল-মন্দ, সদসৎ বিচার করিবার উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে অক্ষম করিয়া এ সংসারে প্রেরণ করেন নাই। সর্ব্বকার্য্যক্ষম করিয়া এ কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। চেষ্টা না করিয়া কেবল মুখে, আমার ভাগ্যে যদি থাকে, আমার দৈব যদি সহায় থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই অর্থ ও বিদ্যালাভ করিব বলিয়া, চুপ করিয়া যদি বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি কি প্রকারে অর্থ ও বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইব?

এক জনের অদৃষ্টে আছে যে, সে একজন উচ্চ রাজ কর্মচারী হইবে, কিন্তু সে যদি যত্ন ও চেষ্টা পূর্ব্বক লেখাপড়া শিক্ষা করিবার প্রয়াসী না হয়, তাহা হইলে সে কিরূপে অদৃষ্ট-লিখিত পদ প্রাপ্ত হইবে? সে যদি অধ্যবসায় সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিভূষণে ভূষিত হইতে পারে, তাহা হইলে তবে সে সহজেই দৈবনির্দ্দিষ্ট পদলাভ করিতে পারে। নতুবা দৈব অসমর্থ হইয়া পড়ে। চেষ্টাবিহীন দৈব যে সর্ব্বত্র সকল সময়েই জড় জীবের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, একথা সংসারস্থ মনুষ্যমাত্রেরই স্মরণ রাখিয়া চলা উচিত

এইরূপ একজনের নিয়তি-পটে চিত্রিত আছে যে, সে রাজা হইবে, একজনের আছে যে, সে এককালীন বহু অর্থ লাভ করিবে, কিন্তু ইহারা যদি নিজ নিজ ভাগ্যের সহিত পুরুষকার যোগ করিবার চেষ্টা না করে, ইহারা যদি তদ্রূপ কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য যতদূর চেষ্টা ও যত্ন করা আবশ্যক, তাহা যদি না করে, তাহা হইলে কিরূপে দৈব সেই সেই কর্ম্ম সিদ্ধি করিয়া দিবে? তোমার টাকা পয়সা যথেষ্ট আছে, তুমি যদি চেষ্টা যত্ন করিয়া আহারের বন্দোবস্ত কর, তাহা হইলে উত্তমরূপে আহার করিতে পার। আর যদি তাহা না করিয়া কেবল আলস্যের ক্রোড় আশ্রয় করিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে কি দেবতা আসিয়া আহার সংগ্রহপূর্ব্বক তোমার মুখে তুলিয়া দিয়া যাইবে? না—তাই বলিতেছি যে, পুরুষকার অভাবে দৈব কোন কার্য্যই সিদ্ধ করিতে পারে না।—"যথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি।" তবে যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন এক কার্য্য অতি সহজেই সম্পাদন করিয়া তাহার অমৃতময় ফললাভ করিতেছে,—আবার অপর একজন সেই কার্য্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিয়াও অপূর্ণকাম হইতেছে, ইহার কারণ আর কিছুই না, যাহার দৈব অনুকূল ছিল সে-ই সহজে সফলকাম হইল। আর যাহার দৈব প্রতিকূল ছিল সে সর্ব্বসিদ্ধ ব্যক্তির অনুরূপ পুরুষকার প্রকাশ করিয়া অসিদ্ধকাম হইল। এরূপ স্থলে তাহার আরও অধিকতর পরাক্রম দ্বারা কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। তীব্র পুরুষকারের দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু দৈব ভরসা করিয়া থাকিলে কখনই ইষ্ট সিদ্ধ হয় না।

কোন এক গ্রাম হইতে একজন ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি জগন্নাথদেব দর্শন করিবার অভিলাষে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিল। সে ব্যক্তি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কোন এক লোকের বাটীতে আতিথিরূপে উপস্থিত হইল, দেখিল,—সে লোকটি বেশ সবলকায়, তাহার সাংসারিক অবস্থাও বেশ উন্নত, কিন্তু সে নিজে বড়ই অলস, কেবল তামাক টানিয়া ও বাজে গল্প করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই গৃহাগত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি তাহাকে বলিল, "মহাশয়! দেখিতেছি, সংসারে আপনার কোন অভাবই নাই, ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে আপনার শরীরও বেশ ভাল আছে, অতএব চলুন, জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আসি।" এই কথা শুনিয়া সে বলিল, মহাশয়! কোন গণক আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছে যে, জগন্নাথদেব দর্শন আমার অদৃষ্টে আছে, আমি নিশ্চয়ই জগন্নাথদেব দর্শন করিব। এরূপ অবস্থায় আমার আর অনাহার, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি কষ্ট সহ্য করিয়া তথায় যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। অদৃষ্টে যখন আছে, তখন নিশ্চয়ই জগন্নাথ দর্শন হইবে।" এই কথা শুনিয়া সেই অতিথি আর কালবিলম্ব না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল। এবং মহাতীর্থ দর্শন করিয়া ও সাধুসঙ্গ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। বহুকাল পরে আবার ঐ পথে গমন এবং রাত্রি হওয়ায় অনুসন্ধানে জানিল যে সে লোকটা বাতে খঞ্জ হইয়া পড়িয়া আছে, জগন্নাথ দর্শনও হয় নাই এবং গণকও বলিয়াছে তাহার জগন্নাথ দর্শনের সময় পার হইয়া গিয়াছে। দৈব অনুকূল ছিলেন, ধন, অবসর, স্বাস্থ্য সবই অনুকূল দৈব দিয়াছিলেন। সামান্য পুরুষকার প্রয়োগ করিলেই গণনা সফল হইত। দৈবকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলে দৈব কি করিবে?

উদ্যম, উৎসাহ, সাহস, বীর্য্য, শক্তি, বুদ্ধি পরাক্রম এই ছয় সমষ্টি পুরুষকার নামে অভিহিত। এই গুণ সমষ্টি সম্পূর্ণভাবে যাহার বিদ্যমান আছে, তাঁহাকে দেখিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারা পর্য্যন্তও ভীত হন—

"উদ্যমঃ সাহসং বীর্য্যং শক্তিবুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়েতে যত্র তিষ্ঠন্তি তস্মাদ্দেবোঽপি শঙ্কতে॥"

যে মহাত্মা প্রকৃত পুরুষকার লাভ করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রতিকূল দৈবকে প্রতিহত করিয়া অনুষ্ঠিত কর্ম্মের আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন। "প্রতিকূলং তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।"

মহাশক্তি, প্রথমে পুরুষকারের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন না করিয়া দশাননকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থানদান করিয়াছিলেন, তাই সে সময়ে সীতানাথ তাঁহার বধসাধন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পরে যখন লোকপিতামহ হিরণ্যগর্ভের উপদেশ অনুসারে অকাল বোধন করিলেন, অসীম পুরুষকারের প্রভাবে যখন রাবণের শক্তি বিনষ্ট করিয়া নিজে তাহা লাভ করিলেন, তখন তিনি অনায়াসে দশগ্রীবকে হত করিয়া সীতা উদ্ধাররূপ মহাকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিলেন। আবার মহাভারত প্রসিদ্ধ ভীষ্মদেবও পুরুষকারের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, তাই তিনিও মহাশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ দুর্জ্জয় কার্য্য করাইতে পারিয়াছিলেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় ইহাই যে, আমরা নিজেদের শাস্ত্রের এই সমস্ত জলন্ত উদাহরণ হইতেও শিক্ষা লাভ করিতে পারি না। বলিতে পারি না— আমরা কাহার অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়াছি, তাই পুরুষকারের মহিমা ভুলিয়া গিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কেবল অদৃষ্ট, অদৃষ্ট, বলিয়া চীৎকার করিতেছি। আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের এখনও যথেষ্ট ছিদ্র, যথেষ্ট ত্রুটি বিদ্যমান আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াও সে দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি না। যদি মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ছিদ্রাদি সমস্ত দোষ সংশোধন করিয়া প্রযত্নের দ্বারা কর্ত্তব্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া জগন্মাতার কৃপাকণা লাভ করিতে পারিতাম।

এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মহাত্মা পুরুষকারের দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত মনুষ্য। আর যিনি নিরুৎসাহী, কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ এবং আলস্য পর, তিনিই শাস্ত্রবিদ্বেষী। এইরূপ আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিই চরকের ন্যায় দৈবের উপর নির্ভর করতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সকলই বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়া দেয়—

"যে সমুদ্যম মুৎসৃজ্য স্থিতা দৈবপরায়ণাঃ।
তে ধর্ম্মমর্থকামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাত্মবিদ্বিষঃ॥"

এ সংসারে যাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মধ উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে দৈব বিস্মৃত হইয়া পুরুষকারকে আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃকর। পুরুষার্থই জীবের একমাত্র হিতকারী। "পুরুষার্থো মহারাজ জীবানাং হিতকারকঃ।" ভাই রে! এখন যে আমাদের দৈব প্রতিকূল। বহুকাল ধরিয়া পুরুষকারের ব্যবস্থা না করায় সঞ্চিত শুভ কর্ম্ম বা দৈব আমাদের পক্ষে নাই। এখন যদি আমরা পুরুষকার ভুলিয়া গিয়া দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে শত সহস্র বৎসরেও আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। দুর্দ্দিনই চলিতে থাকিবে। তাই বলি, অদৃষ্ট ভুলিয়া গিয়া উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে প্রযত্নের দ্বারা কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে থাক। পথে যদি কোনরূপ ছিদ্রাদি দেখিতে পাও, তাহা হইলে তখনই সে দোষ সংশোধন করিয়া বাঞ্ছিত ফল যে স্থানে বিদ্যমান আছে, সেখানে উপনীত হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতিকূল দৈব বিনষ্ট হইবে, তাহা হইলে নিশ্চিতই জগন্মাতা কর্ম্মের ফল, তোমাদিগকে অর্পণ করিবেন। কিন্তু ভাই, সাবধান, দেখ যেন, তোমাদের পুরুষকার ছল, প্রবঞ্চনা, কপটতা প্রভৃতি কোন প্রকার অধর্ম্মে দুষ্ট না হয়। যদি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনের পুরুষকারে পরিণত হইবে। হিংসা, দ্বেষ পরিশূন্য যে পুরুষকার, তাহাই ইষ্টদানে সমর্থ।

সংসারে যাহারা অলস ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি, তাহারাই এ বিশ্বজগতের দুর্ভাগ্য প্রাণী, তাহারাই দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ইহকালের ও পরকালের যাবতীয় শুভফলে প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন লোকই কাপুরুষ নামে অভিহিত। ইহাদের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা উদ্যমশীল, তাঁহারা এই শ্রেণীর লোকের উপদেশ পদদলিত করিয়া নিশ্চয়ই যে, সকলিত কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইবেন, সে বিষয়ে আমরা অণুমাত্রও সন্দিগ্ধ নহি। তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, কার্য্য মনে মনে চিন্তা করিলে সিদ্ধ হয় না, চেষ্টার দ্বারাতেই সিদ্ধ হয়। সুখ যদিও সিংহের অবস্থা থাক, তথাপি সে কখনই নিদ্রিত সিংহের মুখের ভিতরে প্রবেশ করে না। সিংহের নিত্য খাদ্য যে মৃগ, তাহাও চেষ্টা দ্বারা তাহার সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। নতুবা অনাহারে উপবাসে সিংহকে মরিতে হয়—

"উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥"

উত্তমবক্সী বাগ ১৩১৬

[illegible] ... তাঁহাদের মূল্য [illegible] দিবে। ঐ [illegible] যোগ্যতা [illegible] গ্রাহক সমাজে থাকিবে। [illegible] যেন অনু [illegible] পুস্তক [illegible] ব্যবহার করে [illegible] করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে [illegible] বুঝিতে হইবে।

১১০৪	শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী, চাঁদপুর ২৮।১।১১	
১১০৫	" সৈয়দ আবদুল হামেদ, চরপুর	
৯২২	" উপেন্দ্রনাথ রায়, কুতবপুর	ঐ
৯৮১	" মানিক উদ্দিন আহমদ, হেঃ পঃ আদর্শবিদ্যা বোর্ড মইঃ স্কুল	ঐ
৩১৭	" ছাত্রবৃন্দ; মুন্সিগঞ্জ মইঃ স্কুল	
১১০৬	" মহেন্দ্র লাল সরকার গণ্ডবা গোপীনাথপুর নিঃ প্রাঃ স্কুল	ঐ
১১০৭	" নক্ষত্র কুমার কৌশিক, সাচার	ঐ
১১০৮	" ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায়, দেওয়ানসরাই	ঐ
১১০৯	" মধুসূদন চৌধুরী, হাজলা	ঐ
১১১০	" কফরুর রহমন, গঙ্গাপুর মইঃ স্কুল	ঐ
১১৮	" সেঃ কোয়গর এক্তেড্ স্কুল	ঐ
১২১১	হেঃ মাঃ উলবেড়িয়া হাই স্কুল	ঐ
১১১১	" ছাত্রবৃন্দ, খোদাববাড়ী স্কুল	ঐ
১১৪৪	" কৈলাস চন্দ্র কর্ম্মকার গোভাদিয়া	ঐ
১১০৮	" গোলজার হোসেন, হেঃ পঃ হাস গ্রাম	ঐ
১১১২	" ছাত্রবৃন্দ, মাকুগ্রাম, মইঃ স্কুল	ঐ
১১১৩	" হরিপদ চট্টো, বিবাদি	ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *Education Gazette Chinsurah*.

[illegible]

রাজতরঙ্গিণী—৫ম তরঙ্গ।

[illegible] সেই মন্ত্রী অন্তরালে আস্ফালন [illegible] এবং বীরত্ব ও পুরুষের আধারভূত [illegible] অসামান্য গর্ব্ব প্রকাশ করিতে করিতেই [illegible] ধারণ করিল। সেই অবধি সেই রাজ- [illegible] অন্তরালে অবস্থিত হইয়া অনুক্ষণ [illegible] নানা প্রকারে অপমানিত করিতে- [illegible]

[illegible] নীচাশয় কামুক বেশ্যালয়ের মত রাজার [illegible] সর্ব্বদা কামসুখে উন্মত্ত থাকিয়া অপর [illegible] ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিল।

[illegible] কুমার গোপালবর্ম্মা এই বৃত্তান্ত জানিতে [illegible] ঐ মন্ত্রী যে তাঁহার ধন ও সম্মান [illegible] নষ্ট করিতেছে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে [illegible] তখন তিনি ধনের গণনা করিবার [illegible] করিলেন, ইহাতে বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ ঐ [illegible] জানাইল, "মহারাজ! ধনরত্ন সংখ্যা [illegible] আপনার হিসাবে কোষাগারে নাই [illegible] দেখিবেন সে সমুদয় সাহির সঙ্গে যুদ্ধব্যা- [illegible] হইয়াছে বলিয়া জানিবেন।

[illegible] যদিও রাজা ধন গণনায় নিবৃত্ত [illegible] তথাপি তিনি যে অন্তরে সব জানিয়াছেন [illegible] কি অদৃষ্টে আছে এই ভয়ে মূল উৎপাটন [illegible] অবাধে সুখ ভোগ করিতে পারিব বিবে- [illegible] ঐ মন্ত্রী তন্ত্রক্রিয়ায় সুনিপুণ রামদেব [illegible] কে দিয়া রাজার উপর অভিচার [illegible] ইহার ফলে দুইবৎসরমাত্র বসুন্ধরাকে [illegible] করিয়া নৃপতি গোপাল বর্ম্মা অকস্মাৎ দারুণ [illegible] বিষম যাতনায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

[illegible] যেমনি তান্ত্রিক রামদেবের কুকর্ম্ম [illegible] হইতে লাগিল অমনি সেও রাজদণ্ডভয়ে [illegible] হইয়া আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ [illegible]

[illegible] মন্ত্রীরা পরামর্শ করিয়া সংকট নামে [illegible] বর্ম্মার এক বৈমাত্রেয় ভাইকে পথ হইতে [illegible] সিংহাসনে বসাইয়া দিল, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে [illegible] দিন মাত্র রাজ্য করিতে পাইয়া প্রাণ [illegible] এইরূপে রাজা শঙ্কর বর্ম্মার বংশ [illegible] লোপ হইয়া গেলে প্রজাদের প্রার্থনানু- [illegible] দেবী সুগন্ধা নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ [illegible]

তিনি ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্তই গোপালমঠ ও গোপাল কেশব নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনা করিলেন ও নিজের নাম সঙ্কেতে সুগন্ধাপুর নামক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং গোপাল বর্ম্মার বনিতা নন্দাদেবীও বালিকা হইয়াও নিজের সদ্বংশে উৎপত্তি স্মরণ করিয়া শ্বশ্রূদেবীর পদানুসরণে নিজনাম সঙ্কেতে প্রস্তুত নন্দামঠে কেশববিগ্রহ স্থাপনা করিলেন। ঐ সময়ে গোপাল বর্ম্মার পত্নী নন্দা গর্ভবতী ছিলেন বলিয়া তখন শ্বশ্রূ সুগন্ধা বংশধরের প্রত্যাশা করিয়াই পুত্রবধূতে ও বিজয় লক্ষ্মীতে বিশেষ আগ্রহ রাখিয়া ছিলেন, সত্য পুত্রবধূতে স্নেহবতী হইয়াও যখন তাহার প্রসবের পর দেখিলেন যে, মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ তখন ঘোর দুঃখে কাতরা হইয়া রাজবংশের যে কোন ব্যক্তিকে রাজ্যে বসাইতে উদ্যোগিনী হইলেন।

সে সময় কাশ্মীরে তন্ত্রী পদাতির দলেরা এরূপ একতাবদ্ধ হইয়াছিল যে রাজারও ভাল মন্দ তাহাদের মুখাপেক্ষাতেই ঘটিত।

সুতরাং সুগন্ধাদেবী তন্ত্রীদের মিত্র বলিয়াই একাঙ্গনামক দলের আশ্রয় লইয়া নিজেই দুই বৎসরকাল রাজ্য করিয়াছিলেন।

অনন্তর তিনি কোন এক যোগ্য ব্যক্তির হাতে রাজ্যভার দিবার অভিপ্রায়ে পরামর্শ লইবার নিমিত্ত মন্ত্রিদিগকে সামন্ত রাজাদের এবং তন্ত্রীদের দল ও একাঙ্গদের সমবেত করিলেন। এবং সেই সভায় এই মত নিজের অভিপ্রায়ও জানাই- লেন যে, অবন্তিবর্ম্মারই বংশধর শূরবর্ম্মার পৌত্র সুখবর্ম্মার পুত্র এবং আমার সম্বন্ধে পরমাত্মীয়া গঙ্গাদেবীর গর্ভজাত নির্জ্জিতবর্ম্মাকে রাজ্যে বসাইতে ইচ্ছা করিয়াছি, পরন্তু সেই কুমার আত্মীয় সম্বন্ধ অনুসরণ করিয়া আমার অনুকূলই থাকিবে বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, এ বিষয়ে তোমাদের অভিপ্রায় কি?

সুগন্ধার এই কথা শুনিয়া কতকগুলি মন্ত্রী বলিয়া উঠিল, যে ব্যক্তি ঘোর ব্যসনাসক্ত বলিয়া জাগিয়া রাত্রি কাটায় ও দিনের বেলা ঘুমাইয়া কাটাইয়া থাকে, যাহার কোন প্রকার উদ্যম নাই, পঙ্গু বলিয়াই লোকে যাহার উচিত নামকরণ করিয়াছে, সেই অলস নরপশু কি রাজ্য পাইবার যোগ্যতা রাখে? কখনই না। ইহা বলিয়াই যেমনি তাহারা সুগন্ধাকে প্রহার করিতে উঠিল, ঐ অব- কাশে যে তন্ত্রিপদাতির দলেরা পূর্ব্বে কারণবশে ভেদ পাইয়াছিল তাহারা একজোট হইয়া ঐ নির্জ্জিতবর্ম্মারই দশ বৎসরের পার্থনামক এক পুত্রকে রাজা করিয়া বসিল। পূর্ব্বে প্রভাকর মন্ত্রী কোষাধ্যক্ষের পদ পাইয়া তাহাদিগকে নানা কুবাক্য বলিয়া যে অপমান করিয়াছিল আজ সুগন্ধার অপমান করিয়া সেই কর্ম্মের প্রতি শোধ লইলাম বলিয়া বুঝিতে লাগিল।

তখন সুগন্ধার সমস্ত অধিকার তাহারা কাড়িয়া লইল। তিনি রাজ্যভ্রষ্টা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নগর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার যে সকল ভৃত্য পূর্ব্বে একান্ত বিশ্বস্ত আশ্রয় হইয়াছিল এক্ষণে তিনি দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন যে তাহারা একে একে সবাই তাঁহার শত্রুদলের সঙ্গে মিশিয়াছে, কেহই তাহার জন্য ফিরিয়াও যাইতেছে না।

তার কিছু কাল পরে লৌকিকাব্দের তিনহাজার উননব্বই বৎসরে পুনরায় একাঙ্গ সৈনিকেরা সমবেত হইয়া হুষ্কপুর হইতে সুগন্ধাকে লইয়া আসিল।

পার্থকে যাহারা রাজা করিয়াছিল সেই তন্ত্রি- দলেরা সুগন্ধা রাজ্যে আসিতেছে শুনিয়া চৈত্র মাসের শেষসময়ে সকলেই একত্রে যুদ্ধ করিবার উদ্যোগে বাহির হইল।

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ
ভাটপাড়া।

মুষ্টিযোগ।

১। পালাজ্বরে—সাদা বক ফুলের পাতা— সাদা বক ফুলের পাতার রস নেকড়ার পুঁটলী বাঁধিয়া ঘ্রাণ লইলে একদিন অন্তর দুই দিন অন্তর জ্বর এক দিনে আরোগ্য হয়;

২। শ্বেত আকন্দের শিকড়ের রসে ঘ্রাণ লইলে দুই তিন দিবসে আরোগ্য হয়।

১। দদ্রু রোগে—কালকাসুন্দের পাতা— কালকাসুন্দের পাতার রস ও চন্দন সমান অংশে একত্র বাটিয়া লাগাইলে তিন দিবসে দাদ আরোগ্য হয়।

২। সোঁদালের কচি পাতা—লেবুর রসে বাটিয়া প্রলেপ দিলে এক দিনে সারে।

১। গরলের ঔষধ—শ্বেত চন্দনের সহিত একটি মরিচ ও ডালিমের শিকড় একত্র বাটিয়া মাকড়শার গরলে দিলে শীঘ্র উপকার হয়।

২। শিরীষের শিকড় মনসার আটার সহিত লাগাইয়া দিলে সকল প্রকার গরল ভাল হয়।

১। পাঁচড়া রোগে—হলকসা ফুল। হল- কসা ফুলের পাতা ক্ষারের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে পাঁচড়া একদিনে আরোগ্য হয়।

১। একটি বাটিতে করিয়া কিছু সরিষার তৈল গরম করিবে। যখন উহা ফুটিতে থাকিবে, তখন তাহাতে একটা রশুন থেঁতো করিয়া দিবে পরে নামাইয়া সেই তৈল পাঁচড়ায় দিলে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

৩। সরিষার তৈলের সহিত ছোট চাঁদড় নামক গাছের শিকড় গরম করিয়া দিলে ২।৩ দিনে আরোগ্য হয়।

। রাতকানার—বেণী পানের রস। বেণী পানের রস এক ফোঁটা করিয়া সন্ধ্যার সময় চক্ষুতে দিলে রাতকানা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

পোড়ার ঔষধ—পুড়িয়া গেলে গোল আলু বাটিয়া দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। [গোল আলুর সহিত হাতীশুঁড়া গাছের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরও ভাল হয়। ভাতের ফেণ গালাতে গিয়া একটি স্ত্রীলোকের পায়ে হাঁড়ীশুদ্ধ ভাত ফেণ পড়িয়া যায়। তৎক্ষণাৎ সরিষার তৈল পোড়া জায়গায় দিয়া, গোল আলু এবং হাতীশুঁড়া পাতা এক সঙ্গে বাটীয়া পোড়া যায়গায় প্রলেপ দিয়া পাখার বাতাস করায় অসহ্য যন্ত্রণা নিবারিত হইল। পরে নিদ্রাকারক ঔষধ একটি প্রয়োগ করায় ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল; দেখা গেল ফোস্কা হয় নাই। ব্যথাও খুব কমিয়া গিয়াছে। চলিতে কেমন কোন কষ্ট হইতেছে না। কিন্তু এইরূপ ভাত ফেণ পড়িয়া অন্য অনেক রকম ঔষধ দিয়াও কোন স্ত্রীলোককে সমস্ত রাত্রি কাতরাইতে দেখিয়াছি; এবং শেষে পায়ে ফোস্কা ও ঘা হইয়া অনেক দিন কষ্ট পাইয়াছে। অথচ পোড়া উভয় স্থলেই সমান।]

২। পুড়িবামাত্র নারিকেল তৈল ও পরিষ্কার চুণের জল সমান ভাগে একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া দগ্ধস্থানে ছেঁড়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। [পোড়া যায়গায় নারিকেল তৈল দিলে কিন্তু একটা সাদা দাগ হয়। বড় বিশ্রী দেখায়। সে দাগ বহুদিনে মিলাইয়া যায়] যদি কিছু না থাকে তবে খানিকটা চিটাগুড় লেপিয়া দিবে।

শ্রীপুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী, গ্রাম কন্তেপুর, পোঃ অঃ সাহিপুর, ২৪ পঃ।

বঙ্গভাষার গতি নির্ণয় চেষ্টা (২)

স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির যে সকল কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

জয় জয়দেব কবিনৃপতিশিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্য ময় গীত।
প্রভু মোর গৌর চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত॥
(পদকল্পতরু)

উপরি উদ্ধৃত কয় ছত্রে "যাকর" ব্যতীত আর সমস্তই সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃতমূলক নহে, খাঁটি সংস্কৃত। সমাসের নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রাকৃত শব্দ একটিও নাই।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর, হুঁ বরনারী॥
নহি জটা ইহ, বেণী বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে, নহ গঙ্গ॥
মোতিম-বদ্ধ-মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীলপট্টাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি কমল ইহ নাহ কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক॥
(বিদ্যাপতি)

উপরি উদ্ধৃত অংশে সংস্কৃত শব্দ সকলই ব্যবহৃত হইয়াছে। সন্ধি সমাসের সকল নিয়মই পালিত হইয়াছে। প্রাকৃতের নামমাত্র ইহাতে নাই।

কি মোহনী জান বঁধু কি মোহনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥
(চণ্ডীদাস)

উপরি উদ্ধৃত কবিতাতে প্রাকৃত শব্দ কতকগুলি আছে বটে, কিন্তু সংস্কৃত শব্দই অধিক। বাঙ্গালা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষামূলক এবং বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণও যে অধিকাংশস্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে চালিত হওয়া কর্ত্তব্য, এই কথাই আমার বলা উদ্দেশ্য।

চণ্ডীদাসের আর একটি রচনা—

তোমার গেহে বন্দী হইলাম শুন বিনোদরায়।
তোমা বিনা মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হই যে বিকল।
নিশি দিশি বঁধু তোমায় পাশরিতে নারি।
চণ্ডীদাসে কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

এই রচনাটিও সংস্কৃতপ্রধান। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে আর কাহার বাঙ্গালা রচনা জানা নাই। ইঁহারা যে ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন তাহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া সন্দেহ হয় না। রচনায় হিন্দী ব্রজবুলি অনেক আছে বটে, কিন্তু মূল সংস্কৃত ভাষা।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ে গদ্য রচনা কিরূপ ছিল জানা নাই। পদ্যে অনেক শব্দের সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ হইয়া থাকে, এস্থলেও তাহা হইয়াছে। নচেৎ তখনকার গদ্যরচনা পাইলে আমাদের অভিপ্রায় আরও স্পষ্টতররূপে বুঝাইতে পারিতাম। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম উল্লেখ যোগ্য।

প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারাপড়ে না পারে রাখিতে॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমল লোচন।
কান্দিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন॥
না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া॥
কমল নয়ন তোমার শ্রীচন্দ্র বদন।
অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন॥
(বৃন্দাবন দাস)

এই অংশে প্রায় সমস্ত শব্দই সংস্কৃত।

এইরূপ কর্ণপুর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ সনাতনে॥
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্তমাত্র।

রূপ সনাতন সবার কৃপা গৌরব পাত্র ॥
কেহ যদি দেশ যায় দেখি বৃন্দাবন ।
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥
(কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

ইহাতেও এক "যৈছে" ব্যতীত সকলই সংস্কৃত

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বিদ্যাধর সোমড়া ।

তীর্থযাত্রা [১৮১]

আমরা সন্ন্যাসী না হইলেও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় হিমালয়ের এক নিভৃত প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছি এবং সেই [illegible] দেশে অধর্ম্মের প্রশমন এবং ধর্ম্মের অভিবর্দ্ধন [illegible] দেখিতে চাহিতেছি। যে সকল স্বদেশবৎসল ব্যক্তি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা কিছু উল্লঙ্ঘন না করিয়া দেশের হিতে রত হইয়াছেন, মাতৃভাষা ও দেশীয় শিল্পের উন্নতি করিতেছেন, দেশীয় শিল্পীদিগের অন্নসংস্থানের উপায়ে সাহায্য করিতেছেন, জাতীয়তার সংরক্ষণে যত্ন করিতেছেন, যাঁহারা স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান থাকিয়া হিতকর কার্য্য সমূহে হস্তার্পণ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা দেশবাসীর সাধুবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। সনাতন ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সখা, সম্পদের সহায়, বিপদের কাণ্ডারী, ভবনদীর ও পারত্রিকের কর্ণধার।

আমরা কেবল দরিদ্র নই। অধর্ম্মও আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। অধর্ম্মের ক্রোড়ে বসিয়া থাকিলে আমাদিগকে নষ্ট হইতে হইবে। তাই বলিতেছি, ধর্ম্ম পথাবলম্বনে ভগবানের নাম লইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে থাক। শয্যা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বল—

লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব
মঙ্গলা বিষ্ণোর্ভবদাজ্ঞয়ৈব ।
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥

হে লোকেশ চৈতন্যময় অধিদেব! হে মঙ্গলময় বিষ্ণু, তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্ত এবং তোমার প্রীতির নিমিত্ত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।

তাহার পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, তদনুরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ কর। সকলের একরূপ কার্য্য নহে, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে [illegible]রই মত কার্য্য করিতে হইবে। সময় বিভাগ করিয়া লইতে পারিলেই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, উভয়ই সাধিত হইতে পারে। কে বলিল, দীনের দীনতায় ধর্ম্ম রক্ষা হয় না? হৃদয়ে দীনতার ভাব ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। হে দীন হীন, কাঙ্গাল! তোমার কষ্টের কঠোরতা কি সেই দীনশরণ দেখিতেছেন না? তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, সকলের মনোবিহারী, দীনতায় পড়িয়া তাঁহাকে ডাক না, দেখিবে কোথা হইতে তোমার দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যাইবে। অনেক দেখিয়া ভাবিয়া তবে ব্রাহ্মণজাতি এই দরিদ্রতার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের প্রতিদিন খাবার জুটিত না, অনেকে পক্ষীচঞ্চুভ্রষ্ট নীবার কণিকা ভোজন করিয়া দিন কাটাইতেন, তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে কালমাহাত্ম্যে বুঝি বা বর্ণ ধর্ম্মের মর্য্যাদা হারাইতে হয়।

তন্তুবায়গণ যেমন তাঁতের উন্নতি করিতে চাহিতেছে, কৃষকগণ যেমন ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে চাহিতেছে, নাবিকগণ যেমন নৌবিদ্যার প্রসার বাড়াইতে চাহিতেছে, বৈশ্যগণ যেমন ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছে, ক্ষত্রিয়গণ যেমন বাহুবল লাভ করিতে চাহিতেছে, শূদ্রগণ যেমন দাসত্ব প্রথা সমুজ্জ্বল করিতে চাহিতেছে ব্রাহ্মণগণও কি তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন করিতে চাহিবেনা না? তাঁহারা যদি আপৎকালের কথার উল্লেখ করিয়া বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিতে বদ্ধ পরিকর হন, তাহা হইলে জাতীয়ধর্ম্ম জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা কিরূপে হইবে? কেবল মৌখিক ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া আর কতদিন জীবিত থাকিতে পারিবে? ধর্ম্মার্থী সংসারীগণ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া তীর্থাটন করিয়া থাকেন, সে সকল স্থানে এখন অনেক জুয়াচোরের বাসা হইয়াছে, তাই পদে পদে অনেককে সেখানে প্রতারিত হইতে হইতেছে। দেব মন্দিরের সম্পত্তির অনেক স্থলেই যথেচ্ছ ব্যবহার হইতেছে শুনা যায়। দীন দরিদ্র তপস্বীদিগের অনেক আশ্রয় স্থান যেন প্রতারণার দুর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীধর্ম্ম মহামণ্ডলীর প্রধান আড্ডা যখন ৺কাশী তখন আশা করা যায় এ সকল মণ্ডলীর অধ্যক্ষের চক্ষে ঠেকিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে। যাহাদ্বারে এ সকলের প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইতে হইলেই ভাল হয়।

একটি বিস্ময়ের কথা—বুদ্ধ জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম জাতিস্মর রূপে বলিয়াছিলেন যে,—১০ বার মৃগ, ১০ বার সিংহ, ৮ বার হংস, ৬ বার হস্তী, ৫বার কুক্কুট, ৫ বার গরুড়, ৪ বার অশ্ব, ৪ বার বৃষ, ২ বার মৎস্য, ২ বার ইন্দুর, ১ বার কুকুর, ১ বার ভেক, ১ বার শশকরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পার্শীদিগের অবলম্বিত জোরাষ্টর ধর্ম্মের "দেশাতীর" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুরাণের অপূর্ব্ব কাহিনীতে পশু পক্ষিগণের সভা সমিতিতে যে সকল অভিনব কথার উল্লেখ আছে, তাহা শুনিলে তাহারা যে জ্ঞান ধর্ম্ম সমন্বিত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তকে পশু পক্ষীর অনেক কাহিনী বর্ণিত আছে মুসলমানদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে ইহার অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আর হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র যে ভিত্তির উপর সংস্থাপিত তাহার "কর্ম্মবাদ" এবং "জন্মবাদ" এক অপূর্ব্ব রহস্য পূর্ণ কর্ম্ম সূত্রে গ্রথিত হইয়া আজি যে মনুষ্য, কালি সে পশু পক্ষী যোনিতে ভ্রমণ করিয়া কর্ম্ম জনিত বিপাক ভোগ করিতেছে। এই সূত্র ধরিয়া নিম্নে এক অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণিত হইতেছে।

প্রায় একাদশ বৎসর অতীত হইল যৎকালে আমরা ৺কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছিলাম, "সোনারপুরা" পল্লী অস্বাস্থ্যকর বোধ হওয়ায় যে দিন বিশ্বনাথের অঙ্গ গৃহের একটী বাটীতে আমরা উঠিয়া আসি, সে দিন একটী সুন্দর ময়ূর আমাদের বাসা বাটীর বারান্দার ছাদের উপর বসিয়াছিল। যখন আমরা গৃহে প্রবেশ করি তখন সে যেন আমাদিগকে চিনিতে পারে কিনা বুঝিবার নিমিত্ত সেই ভাবে আড়ে আড়ে আমাদের দিকে মুহুর্মুহুঃ তাকাইতেছিল। সন্ধ্যার সময় আমাদেরও বাটীর অনতিদূরে এক গৃহস্থের ত্রিতলস্থিত খোলার চালের উপর উড়িয়া উপবিষ্ট হইল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগমে প্রতি মন্দিরে আরতিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সেই সময়ে ঐ ময়ূর পক্ষ বিস্তার করিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহার জাতীয় স্বরে কি বলিয়া কত রূপ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। শুনিলাম সে প্রায় দশ বৎসর বিশ্বনাথের অঙ্গনে বাস করিতেছে। কাহার পোষা নয়। প্রতিবাসিগণ তাহাকে প্রতিদিন মাধুকরী প্রদান করে। সে শান্ত, কখন কাহারও অনিষ্ট করে না। সে প্রতিদিন প্রাতঃ সন্ধ্যা আমাদের বাটীতে নিঃশঙ্কভাবে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে আসিত। সে তখন আমাদের এত নিকটবর্ত্তী হইত যে তাহাতে বোধ হইত সে কারণের নাই নিঃশঙ্ক। সে প্রতিদিন প্রাতে আমাদের বাটীর সম্মুখ পথে নৃত্য করিত তাহা দেখিবার নিমিত্ত পথের বিস্তর লোকবৃন্দ বদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইত সে নৃত্য এত সুন্দর ও আনন্দ বর্দ্ধক যে, তাহা

দেখিয়া কেহই, গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতে পারে না। যাঁহারা যোনিভ্রমণ বা পুনর্জন্ম স্বীকার না করেন, তাঁহারা এই অদ্ভুত বিষয় (?) বিজ্ঞবালকের স্বভাব ও দৈনিক ক্রিয়া দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

সদালাপ (৩৫)

(১১৭) মীরাবাই (মধুরভাব)।—প্রাতঃস্মরণীয়া মীরাবাই মারওয়ার রাজ্যের অন্তর্গত মেরত গ্রামের একজন ধনবান রাঠোর সামন্তের কন্যা এবং চিতোরের রাণা কুম্ভের মহিষী। যখন পাঁচ বৎসর মাত্র বয়স তখন পিতৃভবনের ছাদ হইতে একটি বড় সমারোহের বিবাহে বরকে যাইতে দেখিয়া মাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে নামিয়া আসেন এবং ঠাকুর ঘরে মাতার দর্শন পাইলে বলেন "মা! আমার বর কই?" মাতা হাসিয়া "গিরিধারী লালজীর" বালগোপাল মূর্ত্তিকে দেখাইয়া দেন এবং বলেন "এই তোর বর।" বালিকা মীরা বরের সামনে রহিয়াছে ভাবিয়া তখনি ঘোমটা টানিয়া দিল। এই কৌতুক হইতেই মীরার জীবনের স্রোতঃ পরমার্থের দিকে চলিয়া গেল! মীরা ঠাকুর সেবার কার্য্য সমস্তই আপনহস্তে ক্রমে ক্রমে লইল। বালিকার যেমন অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য তেমনি কোকিল কণ্ঠ। ঐ ঠাকুর বাড়ীতে মীরার ভজন গীত শুনিতে দূর হইতে লোকে আসিতে আরম্ভ করিল। কথিত আছে চিতোরের যুবরাজ ছদ্মবেশে আসিয়া মীরার ভজন শুনিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আগ্রহে উহাঁর সহিত মীরার বিবাহযোগ্য বয়সে বিবাহ হয়। কন্যা শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সময় মাতা পিতা স্নেহের পুত্তলী দেবী প্রতিমাস্বরূপা কন্যাকে অনেক ধন ও অলঙ্কার দিলেন, কিন্তু মীরা সেই "গিরিধারীলালের মূর্ত্তিটী" ভিন্ন আর কিছুতেই তৃপ্ত হইল না। অবশেষে উহাঁর পালকীতেই সেই দেবমূর্ত্তিও পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মীরা তাঁহার স্বামীকে বংশরক্ষা ও সংসার সুখের জন্য আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে তাহার এই পার্থিব বিবাহ লোকাচার অনুরোধে ঘটিলেও প্রকৃত বিবাহ গিরিধারীলাল জীউর সহিত বহুপূর্ব্বে হইয়াছে। তিনি সেই গিরিধারীলালের সেবা-তেই এ অমূল্য পবিত্র ও তাঁহার রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া পৃথক্ মহলে দিনপাত করিবেন। বালিকার এ সম্বন্ধে খেয়াল মনে করিয়া মহারাণা তখন একটা পৃথক্ মহলেই রাখেন। কিন্তু রাণা ক্রমেই দেখিলেন যে মীরা পৃথিবীর নহেন। সাধুসেবা ও ভজন গীতেই মীরার সমস্ত সময় কাটিত। প্রাচীন রাজপুতনায় তখন অবরোধ প্রথা ছিল না এবং ঠাকুরবাড়ীতে হিন্দুর আজও কুত্রাপি অবরোধ প্রথার কড়াকড়ি নাই। চিতোরের ঠাকুর বাড়ীতে বিস্তর সাধুসমাগম হইতে লাগিল। এই সময়ে রাণার কানে উঠিল যে দ্বারবদ্ধ করিয়া মীরা কাহার সহিত কথাবার্ত্তা কয়। একদিন খড়্গ হস্তে রাণা পত্নীর গৃহের দ্বারে আঘাত করিলে তৎক্ষণাৎ মীরা দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাণা দেখিলেন সামনে পাশার ছক এবং গিরিধারীলালজীর মূর্ত্তির হাতে পাশা। রাণা লজ্জিত এবং বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন! ক্রমে মীরা সাধারণ রাজপথের সাধুদের সহিত হরিনাম বিলাইতে লাগিল। রাণার ভগিনী ঘোরতর আপত্তি করিলেন। মীরা লোক লজ্জার অতীত দেখিয়া এবং যুবতী পরমাসুন্দরী রাজমহিষীর সাধারণের সঙ্গে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান নিবারণের অন্য উপায় না দেখিয়া উহাঁকে একপাত্র বিষ দেওয়া হইয়াছিল। তুলসীযুক্ত কিছুই তিনি গ্রহণে আপত্তি করিবেন না ইহা জানিয়া বিষের পাত্রে একটি তুলসীপাতাও দেওয়া হইয়াছিল! মীরা নিঃসঙ্কোচে ঐ বিষপান করেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই।

এইসময়ে সাধুবেশী একজন ভণ্ড মীরার অলোকসামান্যরূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বলে যে গোপালজীর তাহার প্রতি আদেশ হইয়াছে যে মীরাকে পুরুষ সংসর্গ করাইতে হইবে। ইহা শুনিয়া মীরাবাই সরলভাবেই বলেন "ভগবানের আদেশে যেন কোন গুহ্য ব্যাপারে আমাদের লিপ্ত হইতে হইবে এভাবে আমাকে একথা "গোপনে" বলিতেছেন কেন? ঠাকুর-বাড়ীর প্রকাশ্য উঠানে শয্যা রচনা করুন এবং আপনার প্রভুাদেশের কথা সহস্র সহস্র সাধুভক্তকে বলিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে সঙ্কীর্ত্তনে আহ্বান করুন।" জীবন্মুক্তা মীরার এই সোজা কথা শুনিয়া ভণ্ডের জ্ঞান হইল যে সে "কাহাকে" কি বলিয়া ফেলিয়াছে!! মীরার কথামত কাজ করিলে তাহার হাড় ক্রোধান্ধ ভক্তসংঘের হস্তে অবিলম্বেই ধূলায় পরিণত হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়া সে আছাড় খাইয়া মীরার পদপ্রান্তে পড়িয়া মস্তক কুটিল, অশ্রু বিসর্জ্জন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। মীরা তাহাকে ভক্তিমন্ত্র দান করিয়া তীর্থাটনে প্রেরণ করিলেন।

কথিত আছে মীরাকে রাণা মহলে কোন স্ত্রীলোক বলেন, "তোমার রাজবাড়ীতে এ পাগলামি ও নির্লজ্জতা না করিয়া ডুবিয়া মরাই উচিত।" সরলা মীরা তখন নদীতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু খরস্রোতা বর্ষার নদীতেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। স্রোতের বেগে তিনি তীরেই প্রক্ষিপ্তা হন। তখন তিনি গোপালজীর বাক্য স্পষ্ট শুনিতে পান—"মীরা তোমার কাজ এখনও বাকী আছে। সংসারে বিচরণ আরও কিছুকাল কর।" ইহার পর যখন মীরাবাই বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত দেখা করিতে চাহিলে তিনি বলিয়া পাঠান "আমি স্ত্রীলোকের সহিত দেখা করি না।" উত্তরে মীরাবাই বলিয়া পাঠান "আমি ত ত্রিজগতে একমাত্র পুরুষ আছেন বলিয়া জানি এবং অন্য "সকলকেই" স্ত্রীলোক বলে বোধ। গোস্বামীজি কি ব্রজমণ্ডলে নিজেকে পুরুষ বলিয়া মনে করেন?—গোপীভাব লাভ হয় নাই?" এই কথার পর গোস্বামী মীরাবাইএর সহিত আনন্দে সাক্ষাৎ করেন এবং একত্রে ভজন গাইবার সময় ভগবানের অনুপম কৃপা লাভ করেন।

মীরাবাই শেষে দ্বারকায় গিয়াছিলেন। তিনি চিতোর ত্যাগ করার পর হইতেই তথায় মুসলমানের উপদ্রব ঘটিতে আরম্ভ হওয়ার রাণা ব্রাহ্মণদিগকে চিতোরের রাজলক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনার জন্য দ্বারকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা গিয়া তথায় ধর্ণা দিলে মীরা রণছোড়জীর মন্দিরে গিয়া কাতর ভাবে বলেন "আমাকে কি তোমাকে ছাড়িয়া আবার সংসারে যাইতে হইবে?" তখনই উহাঁর দেহ দেবমূর্ত্তিতে বিলীন হইয়া যায়! ঠাকুরের বিগ্রহের গায়ে তাঁহার শাড়ীখানি মাত্র পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

মীরা বাইএর রচিত পদ সকল হিন্দুস্থানে রাগ গোবিন্দ নামে বহুল প্রচলিত। একটী উদ্ধৃত করিতেছি। উহাতে মীরার নিজের জীবনের কথাও কিছু কিছু আছে :—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ।
যাকে সির মোর মুকুট মেরো পতি সোঈ।
জাহি হুঁ ত্তকিব্যান অগত আর বোই।[০]
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা ন কোঈ।
সাধুন্ সঙ্গ বৈঠি বৈঠি লোক-লাজ খোঈ।
অব তো বাত ফৈল গই জানত সব কোঈ।

[০ আমিও এখানে (চিতোরে) ভক্তি দেখেই [ভক্তিকে মাত্র সম্বল করিয়াই] আসিয়াছিলাম কিন্তু জগতের কাণ্ড দেখিয়া রোদন করিতেছি।

... কি মোর মুকুট মেরো পতি সোই ॥ *
... অঁসুয়ন জল সিঁচি সিঁচি প্রেম বেলি বোই ×
... দাসী মীরা শরণ আই হোনি হো সো হোই ॥

...র গিরিদুর্গের ভিতরটা এখন কেবল ভাঙ্গা ... পরিপূর্ণ বড়ই শোচনীয়—"অরণ্যান" অবস্থা। ... এবং সর্দারেরা উদয়পুরে। অপর পক্ষে ... নিয়ত নূতন সহরে। উপরে কেবল রাণা... জয়স্তম্ভ; চিতোরেশ্বরী দেবীর মন্দির, ... কুম্ভ এবং মীরাবাই কর্তৃক নির্মিত, ... ভাল অবস্থায় আছে। মীরা বাইএর ... শ্রীশ্রীগিরিধর জীউর একপার্শ্বে লক্ষ্মী এবং ... পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত মীরা বাইএর ... মূর্ত্তি আজ নিত্য পূজিত হইতেছে। রাজ... স্থানে স্থানে মীরা বাইএর প্রতিষ্ঠিত ভক্তি... দায়ের লোক এখনও আছেন।

(৮)সদন কসাই (লোকের সহিত ভজন)—সদন ... ব্যবসায়ে—মাংস বিক্রয়ে—জীবিকা অর্জ্জন করিত, কিন্তু তাহা অপর কসাইয়ের নিকট হইতে কিনিয়া আনিত সাক্ষাৎ ভাবে জীবহত্যা করিত না। সে সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্ত এবং অস্ফুট স্বরে হরিনাম গানে ব্যাপৃত থাকিত। মাংস ওজনের জন্য তাহার ছোট বড় পাথরের নুড়ির মধ্যে একটি শালগ্রাম শিলা ছিল। কোন সাধু পুরুষ পথে যাইতে যাইতে মাংস বিক্রয়ের তুলা যন্ত্রে ঐ শালগ্রাম শিলা দিয়া ওজন ঠিক করিতে দেখিয়া সদনকে বলেন, "এ কি করিতেছ? শালগ্রাম শিলার এত অপমান। আমাকে দাও, আমি শোধন করিয়া লইব এবং পূজা করিব।" সদন উহা সাধুকে দিল। সাধু আশ্রমে গিয়া পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া নারায়ণের পূজা ভোগ রাগ বিধিপূর্ব্বক করিলেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে ভগবান বিষ্ণু বলিতেছেন তুমি আমাকে সদনের নিকট হইতে কেন আনিলে? সদনের হৃদয়ভরা ভক্তি প্রণোদিত গুণাগান শুনে যে সুখ, তোমার পূজায় আমি সে সুখ পাই না। সে তুলা যন্ত্রে যখন আমাকে চড়ায় তখন আমার ঝুলনের সুখ হয়। উপরে উপরে স্নান ধোয়ান পোঁছানতে কি হইবে?" সাধু লজ্জিত হইয়া শালগ্রামটী লইয়া গিয়া সদনকে ফিরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "প্রভু তোমার প্রেমের গানে মুগ্ধ এবং তোমার কাছেই থাকিতে চান—তুমিই ধন্য।" সদন বলিল "প্রভু এত কৃপা! তাহাত একটুও জানিতাম না। তবে আর গৃহে থাকিব না। জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়া জগদীশকে দর্শন করিব।" সদন শালগ্রাম গলায় বাঁধিয়া নাম গান করিতে করিতে তীর্থযাত্রা করিল।

পথশ্রান্তচিত্ত, সদন ভক্ত, সদন সুপুরুষ। পথে এক গ্রামে একজনের বাড়ীতে রাত্রে আশ্রয় লইল। ঐ গৃহস্থের যুবতী পত্নী সদনের প্রতি আসক্ত হইয়া বলিল, "আমাকে লইয়া চল।" সদন বলিল, "গলা কাটিয়া ফেলিলেও নয়।" কুলটা ঐ কথার উল্টা অর্থ বুঝিল এবং নিদ্রিত পতির গলা কাটিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, উহার গলা কাটিয়া আসিয়াছি। সদন পুনর্ব্বার প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া কুলটা চীৎকার করিয়া লোক জড় করিল এবং বলিল, "এই বিদেশী আমার পতিকে হত্যা করিয়াছে এবং আমাকে উহার সঙ্গে যাইতে বলিতেছে।" গ্রামের লোকে সদনকে বাঁধিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। সদন স্বীকার করিলেন যে তিনিই ঐ গলাকাটার জন্য দায়ী। রাজা সদনের দুই হাত কাটিয়া দিলেন। ৺জগন্নাথের পাণ্ডাদের প্রতি প্রত্যাদেশ হইল "পালকী লইয়া অগ্রসর হইয়া যাও এবং পরমভক্ত সদনকে আনয়ন কর।" সদন পালকী চড়িতে অস্বীকার করিলে পাণ্ডারা জোর করিয়া পালকীতে তুলিয়া দিল এবং বলিল, "প্রভুর প্রত্যাদেশ।" শ্রীমন্দিরে গিয়া সদন যেই দারুব্রহ্মের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল" অমনি তাহার দুই হাত গজাইয়া উঠিল। ভগবান বলিলেন, "সদন! তুমি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। দুঃখে তোমার মন মলিন হয় নাই। এখন আনন্দে আমার ভক্তি বিস্তার করিতে থাক।"

* যাঁহার মস্তকে ময়ূরের (পুচ্ছ শোভিত) মুকুট তিনিই আমার পতি। × অশ্রুজল সিঞ্চন করিয়া প্রেমের বেলফুলগাছ পুঁতিয়াছি ... দাসী মীরা (ভগবানের) শরণ লইয়াছে, এখন ... হবার তাই হউক।

৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে গোভিল গৃহ্যসূত্রের এক নূতন সংস্করণ বাহির করার প্রয়োজন হইলে ৺রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অনুরোধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপর উহার ভার অর্পিত হয়। সোসাইটীতে উক্ত সূত্রের কোন ভাষ্যাদি ছিল না। তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজ হইতে উহার এক ভাষ্য প্রস্তুত করেন। পরে ঐ গৃহ্যসূত্রের এক খণ্ডিত ভাষ্য রাজা রাজেন্দ্র লালের হস্তগত হইলে তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কৃত ভাষ্যের সহিত উহা মিলাইয়া চমৎকৃত হন এবং তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন; মোক্ষমূলর প্রমুখ পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষ্য পড়িয়া তাঁহাকে কয়েকখানি প্রশংসাপত্র পাঠাইয়া দেন। অতঃপর তাঁহাকে সোসাইটির একজন অনারারি সদস্যপদে নিযুক্ত করা হয়।

কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় বুৎপন্ন ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কণাদ কৃত বৈশেষিক দর্শন অবলম্বনে তিনি একখানি স্বতন্ত্র বৈশেষিক দর্শন প্রণয়ন করেন। তাহা দেখিয়া ৺পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং ৺পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে নিমন্ত্রণে উচ্চ বিদায় দিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি আই ই মহোদয় ১৮৮৮ সালের [illegible] তারিখে [illegible] বাহাদুরকে একপত্র লিখিয়া তাহাতে তর্কালঙ্কার মহাশয় সম্বন্ধে বলেন, "ইঁহার তুল্য পণ্ডিত এদেশে এক্ষণে পাওয়া দুর্ঘট। সংস্কৃত সাহিত্যের কূটস্থলের মীমাংসা জন্য ইঁহার সাহায্যের প্রয়োজন সাধারণতঃ সকলেরই হইয়া থাকে।"

ছান্দসছন্দপ্রক্রিয়া নামে অতিরিক্ত সূত্র সমূহ সম্বলিত বৈদিক ব্যাকরণের এক সংকলন তর্কালঙ্কার মহাশয় করেন। ১৮৯৬ সালের ১১ই জুলাই তারিখে পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান—"আপনার ছান্দস ছন্দ প্রক্রিয়া পুস্তক পড়িয়া বড়ই প্রীত হইলাম। ইহা আপনার বেদাভিজ্ঞতার পরিচায়ক। বেদ পড়িতে এই পুস্তকে ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের বিস্তর সাহায্য হইবে। এই সংস্কৃত বিদ্যার অবনতির দিনে, আজও ভারতে এমন সকল বিদ্বান আছেন, যাঁহাদের সংস্কৃত রচনা কবি কালিদাসের রচনা বলিয়াই পণ্ডিত দিগের মনে হইবে। আপনি একজন সেই শ্রেণীরই পণ্ডিত। এই ছান্দস পুস্তক পাঠ করিয়া ইউরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলী ইহা একখানি প্রাচীন কালের লিখিত পুস্তক বলিয়াই মনে করিবেন, অথচ ইহার লেখক আপনি এখনও ভারতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এড.কথা [illegible]

১৮ই চৈত্র ১৩১০ সাল [illegible] ১ম [illegible] ৮১০ নং

ছেলেদের শিক্ষা—বিগত ২৬শে ও ২৭শে মার্চ তারিখে, অমৃতসরে খালসা কলেজ হলে শিখ শিক্ষাসমিতির অধিবেশনে কপূরতলার শ্রীযুক্ত কনোয়ার দলজিৎ সিং একটি বক্তৃতা পাঠ করিয়া অন্যান্য কথামধ্যে বলিয়াছিলেন, "স্কুল কলেজে ছেলেরা সাহিত্য গণিতাদি বিষয়ে সম্যক শিক্ষালাভ করিবে এই উদ্দেশ্য কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তিতা তাহাদের এ অপেক্ষাও বেশী শিখান চাই। ইদানীং যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে স্কুল কলেজে ছেলেদের নিয়মানুবর্ত্তিতা শিখাইবার দিকে একটু বেশী লক্ষ্য ও যত্ন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ছেলেরা যাহাতে কর্তৃপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখে, আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলে, কোন প্রকারে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানিলোকের সম্মান করে, সেই মত শিক্ষা তাহাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় যাহাতে তাহারা আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হয় সে শিক্ষা তাহাদিগকে সাবধানে দিতে হইবে। যেন আত্মমর্য্যাদা বুঝিতে যাইয়া আত্মপ্রশংসাবাদী হইয়া না পড়ে। তাহাদিগকে স্বাবলম্বনও সাবধানে শিখাইতে হইবে, নিজে খুব ক্ষমতাপন্ন এ ধারণা যেন তাহাতে জন্মিয়া যাইতে না পারে। জীবনের সমস্ত কাজে কর্ম্মে যেন সরল ব্যবহার করিতে তাহারা শিখে—ভিতরে একরূপ, বাহিরে একরূপ এরূপ ভাবের শিক্ষা যেন না পায়। এই সকল সুশিক্ষারই ফল। ছেলেরা "শিক্ষিত" এই আখ্যার উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের মনের ভাব, চিন্তা, যেন সুশৃঙ্খল হয়, ভাষা সুসংযত হয়, সমালোচনা নিরপেক্ষ হয়। এই সকল গুণ স্কুলগৃহেই কি, বাড়ীতেই কি, ক্রীড়াক্ষেত্রেই কি, ক্রিকেট ক্লাবেই কি, সর্ব্বত্রই যেন ছেলেরা শিখিতে পায়। উপদেশবাক্য দ্বারাও উহাদিগকে এই সকল বিষয় শিখাইতে হইবে এবং যাঁহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহাদিগকেও ছেলেদের আদর্শস্থানীয় হইতে হইবে। আমাদের প্রার্থনা যদি সঙ্গত হয় [illegible] হইলে দয়ালু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আমাদের [illegible] প্রার্থনার কর্ণপাত করিবেন না, এরূপ আশঙ্কা [illegible] কারণ নাই। অন্যায় এবং অসঙ্গত প্রার্থনা অসংযত ভাষায় হইলে ফল হয় না অধিকন্তু দূষিত হইতে হয়। আমরা যেন আমাদের রাজার প্রতি ভক্তিমান্ থাকি, আমাদের ধর্ম্মের উপর যেন আমাদের আস্থা থাকে এবং আমাদের প্রাচীন গৌরবসমূহের অনুরাগী যেন আমরা হই। তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ—লাহোরে দয়ানন্দ এংলো বৈদিক কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সভায় ডাঃ স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন—"আজ এই সভায় তোমাদিগকে যে কয়েকটি কথা উপদেশচ্ছলে বলিব, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হইলে এরূপ সভায় হিন্দুর ছেলেদের উদ্দেশ করিয়া সেই সকল কথা বলিবার কোন প্রয়োজনই হইত না। সাবেক কালের যে নিয়মানুবর্ত্তিতা ছেলেদের মধ্যে স্কুলগৃহে এবং বাড়ীতে দেখা যাইত ইদানীং তাহার আর সে দৃঢ়তা নাই। এখন উহার বাঁধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। এখন ছেলেরা রাজনীতি বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য সেই নিয়মানুবর্ত্তিতার গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের চিরন্তন আদর্শ ছাড়া হইয়া পড়িতেছে। ইহার ফলও শোচনীয় হইতেছে। এবং ছাত্রদলের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেই এই শোচনীয় পরিণাম পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া আসিতেছেন। আমি একথা তোমাদের বলি না যে, তোমরা স্বদেশকে ভাল বাসিও না, স্বজাতিকে ভাল ভাল বাসিও না, রাজনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জ্জনে লাভ বই ক্ষতি নাই। আমি এই বলি, তোমাদের যখন উপযুক্ত বয়স হইবে, রাজনীতি সম্বন্ধীয় আলোচনা বুঝিতে সক্ষম হইবে, তখন তোমরা তোমাদের কতকটা সময় ইহার আলোচনায় দিতে পার—সে সময়টায় তোমরা কলেজে রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিবে। কিন্তু এইরূপ ছাত্রাবস্থায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজনৈতিক কার্য্যে যোগদানে ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা আছে। বিগত তিন চারি বৎসরের মধ্যে এইরূপ রাজনৈতিক ব্যাপারে ছেলেদের হস্তক্ষেপের অপ্রীতিকর ফল তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ। এ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আমার কিছুই বলিবার আবশ্যক হইবে না, কারণ সকলেই এখন ইহার অনিষ্টকর ফল দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তোমরাই ভারতের ভবিষ্যৎ আশা। তোমরা কি [illegible] জীবনকে বিপথে চালিত করিয়া [illegible] বিষয় আলোচনার উপযুক্ত এখনও [illegible] নাই সেই বিষয়ের আলোচনা করিয়া [illegible] ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন [illegible] যাহারা এইরূপ করিতেছে তাহারা [illegible] উদ্দেশ্য সাধনের পথের অন্তরায় [illegible] এই সকল আন্দোলনকারী ছাত্রদের [illegible] ফল [illegible] বৎসরের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে [illegible] বুঝিয়া তোমরা সুশিক্ষা লাভ কর [illegible] বক্তব্য!

[illegible] চ্যান্সেলরের [illegible]

গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] অন্তর্ভুক্ত কলেজ সমূহের কাজ কর্ম্ম পরিদর্শন করিয়াছেন। অধিকাংশ কলেজেরই উন্নতির দিকে চেষ্টা দেখা গিয়াছে, [illegible] বল অতিক্রম করিয়াও [illegible] করিবার দিকে ঐ সকল কলেজের বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়াছে। কিন্তু উপযুক্তরূপ বন্দোবস্ত না থাকা সত্ত্বে কোন কলেজের কাজ কর্ম্ম বাড়াইবার দিকে চেষ্টায়, অথবা উপযুক্ত শিক্ষক সরঞ্জাম ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের পাঠনার ব্যবস্থায় ছেলেদের ক্ষতি করা হয় এবং সেই কলেজেরও আদর কমিয়া যায়। আর্টস এবং সায়েন্স ডিগ্রী পরীক্ষায় অনার কোর্সের পাঠনা সম্বন্ধে অনেক স্থলেই এইরূপ ঘটিয়াছে। উপযুক্ত অধ্যাপক নাই, পাঠনায় উপযোগী সাজ সরঞ্জাম নাই, এরূপ স্থলে বিশ্ববিদ্যালয় যদি একটু সুবিবেচনার সহিত কার্য্য না করেন, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া যদি আবেদন মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে ফল এই হইবে যে, অনার কোর্সের ঐ উচ্চ বিষয়গুলির অধ্যাপনা মোটামুটি রকমের হইবে মাত্র, অধিকন্তু কয়েকটি খুব ভাল ছেলেদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে যাইয়া অপরাপর ছাত্রদের উপর একটু অযত্ন আসিয়া পড়িবে এবং তাহাতে তাহাদের স্বার্থেরও অনেক ব্যাঘাত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সদুদ্দেশ্য অনেকে ভুল বুঝিয়া এইরূপ মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির কার্য্য ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। কোন কলেজের হয়ত উচ্চ উচ্চ বিষয় সমূহ পড়াইবার জন্য আগ্রহ আছে, কিন্তু তদুপযোগী শিক্ষক ও সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা নাই। আবার কোন

* চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসা "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও সুস্থান "আপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নু" অর্থে নুতন প্রণালী মতে ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

তোগপুর মাহিষ্য একাডেমীর জন্য একজন নর্ম্যাল শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ হেঃ পঃ বেতন ১৫ টাকা ও আবা মাহিষ্য জাতির প্রার্থনাই গৃহীত হইবে। সাগরবাড় পোঃ জেলা মেদিনীপুর।

একজন সেকেণ্ড পণ্ডিত। কাঞ্চনতলা জে ডি জে ইনঃ ১৮ টাকা। হুগলী নর্ম্যালের পাশ চাই স্কুল সংশ্লিষ্ট বোর্ডিং আছে। হেঃ মাঃর নিকট আবেদন করুন। পোঃ কাঞ্চনতলা মুরসিদাবাদ।

একজন এফ এ ফেল বা এণ্ট্রান্স পাশ হেঃ মাঃ। রসুলপুর স্কুল। ১৫ টাকা। মুসলমান চাই। আবা পাইবেন। পোঃ সাতক্ষীরা খুলনা।

চণ্ডীপুর মিডিল মাদ্রাসার জন্য মাসিক পনর টাকা বেতনে নর্ম্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন শিক্ষক। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই আবেদন করিবেন। মুসলমান হইলে আবা এবং হিন্দু শিক্ষক কেবলমাত্র বাসা পাইবেন। স্থানটী আই এস আর রেলওয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল ব্যবধান। গ্রাম চণ্ডীপুর, পোঃ তুলসীহাটা জেলা মালদহ।

আমাদের পাঠশালার জন্য একজন মাইনর পাশ ব্রাহ্মণ শিক্ষক বেতন আপাততঃ ৫ টাকা ও আবা। কার্য্যে উন্নতি দেখাইতে পারিলে ২ মাস পরে বেতন বৃদ্ধি হইবে। শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তী পোঃ শ্রীধরপুর, গ্রাম শ্রীধরপুর (যশোহর)।

যশোহর সম্মিলনী স্কুলে ২০ টাকা বেতনে এক জন দ্বিতীয় পণ্ডিত। মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের বাঙ্গালা পড়াইতে হইবে। ইংরাজী জানা হইলে বিশেষ সুবিধা।

সুখানপুকুর ম ইং স্কুলে নর্ম্যাল এবং ড্রিল ড্রইং পাশ একজন মুসলমান হেঃ পঃ বেতন ১৬ টাকা হইতে ১৮ টাকা। প্রাইভেট পড়াইলে আহার পাইবেন। পোঃ সুখানপুকুর জেলা বগুড়া।

আমাদের জাহাঙ্গীরপুর মিডল মাদ্রাসায় এফ এ পাশ হেঃ মাঃ। বেতন ২০ টাকা ও আবা জিলা ময়মনসিংহ, পোঃ গোবিন্দপুর।

কোন একটী হাইস্কুলে একজন আবাত্তীর্ণ হেঃ পঃ। কিছু ইংরাজী জানা থাকিলে ভাল হয় বেতন ২০ টাকা। আপাততঃ ৬ মাসের জন্য। পি সি ভট্টাচার্য্য হেড্‌পণ্ডিত, নবাবগঞ্জ হাইস্কুল পোঃ নবাবগঞ্জ। (ঢাকা)

কৌতুক-কণা

১। ছোট ছেলে। মা! তুমি যখন আমার মত ছোট ছিলে তখন আমি কত বড় ছিলুম?

মা। (বিলম্পর্কীয়াদিগের মধ্যে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকায় খুব আদর করিয়া) সেই কথাটা বলছ? তুমি তখন আমার শেজ দাদা বাবুর মত বড় ছিলে। (চুপি চুপি) কিন্তিত ছিলে!

২। কোন যোদ্ধা রণক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া ছিলেন। যুদ্ধশেষে শত্রুপুরী হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা বন্দী হওয়ায় লজ্জা করিতে বলিলে, তিনি উত্তর দিয়া ছিলেন "ভাই, তখন শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া মনে হইল যে এক সেকেণ্ড মধ্যে "শব" আখ্যা পাওয়া অপেক্ষা চিরজীবন "ভীরু" আখ্যা পাওয়াও ভাল। কিন্তু অস্ত্রত্যাগের পরক্ষণেই শত্রুর হৃষ্ট মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, যাহা করিতেছি তাহা ঠিক নয়। আজ তোমাদের সম্মুখীন হইতে যে লজ্জা হইতেছে তাহা আরও স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, চিরজীবনের লজ্জা অপেক্ষা এক সেকেণ্ডের কষ্ট সহ্য করা অনেক সহজ।'

৩। কতকগুলি লোক একত্র হইয়া বিবিধ বিষয়ে বৃথা তর্ক ও বাগাড়ম্বর করিতে ছিল। হঠাৎ প্রশ্ন উঠিল "আমাদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মিথ্যা গল্প বলিতে পারে?"

প্রথম ব্যক্তি (বাহাদুরী করিয়া)—তবে শোনো আমি ভারতবর্ষের ভিতর একজন খুব বড় মিথ্যাবাদী—

দ্বিতীয় ব্যক্তি—বাঃ। আমাদের ভিতর এখনি কথা হ'ল যে খালি মিথ্যা কথা বলা হবে, আর তুমি সত্যি কথা বলে গল্প আরম্ভ করছ!

৪। একজন পল্লীগ্রামবাসী শিখ সিপাহী পদপ্রার্থী হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করেন। তাঁহাকে রাউলপিণ্ডির ব্যারাকে উপস্থিত হইতে আদেশ দেওয়া হয়।

ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (সৈনিক পদপ্রার্থীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া)—তুমি কতকিট লম্বা?

সিপাহী পদপ্রার্থী—সেলাম করিয়া হুজুর যা আছি তা এই আছি। এখন মাপিয়া পাঁচফুট এগারইঞ্চি, কিম্বা ... পাঁচটাক—কি বলিল তাহা বেশ মনে নাই। দুইই এক কথা।

৫। ... ডাক্তার—সেদিন আমার ছাগলটার খুব অসুখ করেছিল আমি তাকে এক-ফোঁটা ওষুধ দিবামাত্র একেবারে ভাল হ'য়ে গেল!

একটিলক্ষ্য (ডাক্তারের হাতযশের কথা পরিশেষ শুনে থাকায়)—ডাক্তার, ছাগলটা ... চরে বেড়াচ্ছে দেখছি। সুতরাং আমি তোমার ছাগল হইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমার রোগী হইতে কিছুতেই প্রস্তুত নাই।

উদ্ধৃত

শেখ সাদি।

বিখ্যাত পারস্য কবি শেখ সাদি ... ১১৮৪ খৃঃ অব্দে শিরাজ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সাদাতন জঙ্গি নামক অধিপতির অধীনে সামান্য কর্ম্ম করিতেন। শৈশবকালেই সাদির পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তিনি বোগদাদ নগরে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমে ঈশ্বরোপাসনায় ও ধর্ম্মালোচনায় তাঁহার গভীর অনুরাগ জন্মে। সকলে তাঁহার সাধুতার পরিচয় পাইলে তিনি "শেখ" উপাধি লাভ করেন। এক স্থানে স্থির হইয়া না থাকিয়া তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া বহু দেশ পর্যটন করেন। আসিয়া মাইনর, বার্বার, আবিসিনিয়া, মিসর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, আরমেনিয়া, আরব, ইরাণ ও ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ পরিদর্শন করেন। গুজরাট প্রদেশের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দিরও দর্শন করেন। নানা দিগ্‌দেশ ভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। ক্রমে নানা কারণে স্বজন বান্ধবের প্রতি বীতরাগ হইয়া জেরুসালেমের মরুভূমিতে পলায়ন করিয়া বন্য পশুর সহিত কিছুদিন বাস করেন। এই সময়ে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে বিষম সমরানল (ধর্ম্মযুদ্ধ) প্রজ্বলিত হইয়াছিল। খৃষ্টানদের হস্তে পতিত হইয়া তাঁহাকে বন্দিভাবে ত্রিপলি নগরীর পরিখা খননের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। দৈবযোগে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কোন বন্ধু তাঁহাকে ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া, দশটী সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া তাঁহার দাসত্ব মোচন করেন এবং তাঁহাকে এক-

শত স্বর্ণমুদ্রা যৌতুক দিয়া নিজ দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। এ বিবাহে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার ভার্য্যা অত্যন্ত মুখরা ও কলহপ্রিয়া ছিলেন। এক দিবস এই রমণী সাদিকে সম্বোধন করিয়া উপহাসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমাকেই না আমার পিতা খৃষ্টানদের হস্ত হইতে দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া দাসত্ব হইতে মোচন করেন?" তদুত্তরে সাদি বলেন,—"হাঁ! আমাকে দশ মুদ্রায় মুক্ত করিয়া শত মুদ্রায় তোমার ক্রীতদাস করেন।" প্রথমা স্ত্রীর জীবদ্দশায় সাদি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটীমাত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। সেই কন্যাটী ও শৈশবাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয়। সাদীর ভাগ্যে গার্হস্থ্য সুখ ঘটে নাই। তাঁহার জীবনের অধিক দিন কষ্টে গিয়াছিল. এমন কি, ষাট সত্তর বৎসর তিনি নির্জ্জন বনে ও গুহায় অতিবাহিত করেন; কিন্তু এ কষ্ট তাঁহার কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় নাই। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, পাদুকা ক্রয় করিবার অর্থ না থাকাতে তাঁহাকে নগ্ন পদে বেড়াইতে হইত। একদিন একজন পদবিহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া, তাঁহার নিজের পদদ্বয় আছে এই ভাবিয়া ঈশ্বরকে তাঁহার প্রতি পরম করুণার জন্য বারংবার ধন্যবাদ দিলেন ও সেই অবধি পাদুকার অভাবের জন্য আর তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষোভ রহিল না। তাঁহার জীবনের প্রথম ৩০ বৎসর জ্ঞানার্জ্জনে যায়, ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর তিনি দেশ ভ্রমণ ও বহুদর্শিতা লাভে এবং নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানের প্রচারে অতিবাহিত করেন। জীবনের অবশিষ্টাংশ প্রায় ১১ বৎসর—তিনি নির্জ্জনে সাধু ফকিরের ন্যায় বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার সংযম ও গভীর ধর্ম্মভাব দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিল। সংসারের বৃথা আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা তাঁহার বাল্যকাল হইতেই বলবতী ছিল। শেষে তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। কিন্তু সময়ে সময়ে অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহাকে উদরান্নের জন্য সংসারে আসিতে হইত। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, উদরের জন্য মানুষের কত পদাদি দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, উদরের দাস হইলে ঈশ্বরোপাসনার ব্যাঘাত জন্মে। যদি সাদির উদর তাঁহার পৃষ্ঠের ন্যায় ভারসহিষ্ণু হইত, তাহা হইলে তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা কাহাকেও করিতে হইত না। এই কথায় তিনি ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, অর্থের জন্য তাঁহাকে পুস্তক রচনা করিতে হইয়াছিল। যে কারণেই কেন পুস্তক রচনা করুন না, উক্ত গ্রন্থের দ্বারা জনসাধারণের যে মহোপকার হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাত শত বৎসর ধরিয়া সেই সকল পুস্তক পৃথিবীতে আদৃত হইয়াছে। ১৩১৪ খৃঃ অব্দে এক শত কুড়ি বৎসর বয়সে শিরাজনগরে সাদির মৃত্যু হয়। তিনি খর্ব্বাকার ও কৃশ ছিলেন। তাঁহার মস্তকে কেশ ছিল না, এবং বেশ ভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না। কিন্তু তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ আলাপেই তাঁহার গুণরাশির বিকাশে সকলেই মোহিত হইত—তাঁহার বাহ্য রূপের প্রতি আর কাহারও লক্ষ্য থাকিত না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, বাক্পটুতা ও পরিহাসে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল. বস্তুতঃ পারস্য ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পারস্য ছাড়া তিনি আরও সপ্তদশটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। সামাজিক আচার ব্যবহার বর্ণনা করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের অগ্রণী ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে বুস্তান ও গুলিস্তান এই দুই খানিতে তিনি অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তকের মধ্যে আবার গুলিস্তানই অধিক সমাদৃত। এই পুস্তক গদ্য ও পদ্যে পারস্য ভাষায় রচিত। ১২৫৮ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই পুস্তক প্রচার করেন। পুস্তকখানি আট অধ্যায়ে বিভক্ত যথা—

(১) রাজাদিগের আচার ব্যবহার।

(২) সাধুদিগের নীতি।

(৩) সন্তোষ।

(৪) নিরুত্তরের উপকারিতা।

(৫) প্রেম ও যৌবন।

(৬) বৃদ্ধ বয়সের নিঃসারতা।

(৭) শিক্ষার ফল।

(৮) সমাজের কর্ত্তব্য।

জীবদ্দশায় তাঁহাকে লোকে যথেষ্ট ভক্তি করিত। একদিন পথে যাইতে যাইতে সাদি তাঁহার দুইজন প্রিয় বন্ধুকে দেখিতে পান। তাঁহারা তখন সুলতানের সহিত অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের সহিত দেখা করা অনুচিত এই মনে করিয়া সাদি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর না হন এমন ভাবে মহা সঙ্কোচে পথের এক পার্শ্ব দিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু বন্ধুদ্বয় দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া অশ্ব হইতে অবিলম্বে অবতরণ করিয়া সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"পিতঃ! আপনার কুশল ত? আপনার শুভ প্রত্যাগমনের বার্ত্তা এতদিন আমাদিগকে না দেওয়াতে আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি"। সুলতান এই ঘটনা দেখিয়া মনে মনে খেদ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার এই দুইজন অমাত্য তাঁহাকে এতকাল জানে, কিন্তু কখনও ত এরূপ সম্মান করে না। পরে বন্ধুদ্বয় সুলতানের সহিত মিলিত হইলে সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন —"এ ব্যক্তি কে?— —যাহার প্রতি তোমরা এত সম্মান প্রদর্শন করিলে?" তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—সুলতান! ইনি আমাদের পিতা"। সুলতান বলিলেন,—"তোমার পিতার কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তুমি বার বার বলিয়াছ,—তিনি মৃত; এখন বলিতেছ,—"এ ব্যক্তি আমাদের পিতা;" তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"সুলতান ইনি আমাদের পিতা ও পরমারাধ্য গুরু। ইনিই শিরাজ নগরের সেখ সাদি। ইঁহার জগদ্বিখ্যাত নাম বোধ হয় আপনার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। তাহা শুনিয়া সুলতান বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে রাজসভায় আনিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সাদির রাজসভায় যাইবার অনিচ্ছা থাকিলেও বন্ধুদের অনুরোধে এক দিন তথায় গমন করিলেন। সুলতানের সহিত আলাপ করিয়া বিদায় লইবার কালে সুলতান সাদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আমাকে একটা উপদেশ দিয়া যান। সাদি বলিলেন,—তুমি পরলোকে যাইবার সময়ে কিছুই সঙ্গে করিয়া লইতে পারিবে না, তথায় কেবল সৎকর্ম্মের পুরস্কার ও অসৎকর্ম্মের দণ্ড হইবে। অতএব তুমি এই পৃথিবীতে দানশীল ও ধর্ম্মশীল হও। দেখ! রাজা ঈশ্বরের ছায়া; ছায়া প্রকৃত বস্তুর অনুরূপ হওয়াই উচিত; রাজার সুশাসনে প্রজাপুঞ্জের স্বভাব ভাল হয়, প্রজার শান্তি রাজার সুবিচারের উপর নির্ভর করে। যে রাজার শাসনের মূলে দুরভিসন্ধি ও অন্যায় আচরণ, তাঁহার শাসন কখন শুভকর হয় না।

গুলিস্তান হইতে নিম্নে সাদির ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে কতকগুলি উক্তি প্রদত্ত হইল।

১। একদা এক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক তাঁহার সুন্দরী ভার্য্যাকে লইয়া নৌকারোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে নৌকা আবর্ত্তে উলটিয়া পড়িলে উভয়ে জলমগ্ন হইলেন। নাবিক তাড়াতাড়ি যুবককে বাঁচাইতে চেষ্টা করিলে যুবক বলিল,—"আমাকে ছাড়িয়া আমার প্রিয়তমাকে অগ্রে রক্ষা কর।" কিন্তু আর অবসর রহিল না,

২৫। এক যুবক তাহার পিতার সহিত মসজিদে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল। সে সমস্ত রাত্রি আপনার ক্রোড়দেশে কোরাণখানি খুলিয়া রাখিয়া জাগরিত ছিল, কিন্তু অন্যান্য লোক নিদ্রিত হইল। যুবক তাহার পিতাকে বলিল—"এই সকল লোকের মধ্যে কেহই মস্তকোত্তলন করে নাই, প্রার্থনা করা ত দূরের কথা। ইহারা সকলে এত নিদ্রাভিভূত যে, দেখিলে বোধ হয় সকলেই মৃত।" ইহা শুনিয়া তাহার পিতা বলিলেন, এরূপ লোকের নিন্দা না করিয়া তুমিও নিদ্রিত হইলে ভাল ছিল। স্বার্থপর লোক কেবল আপনাদের গুণ দেখে সন্তুষ্ট, অপরের গুণ দেখিতে পায় না। যদি ঈশ্বরের মত সে চক্ষুষ্মান্ হইত, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সে নিজে কত নিকৃষ্ট তাহা দেখিতে পাইত।

২৬। একজন লোক স্বপ্নে দেখিল —রাজা স্বর্গে ও সাধু নরকে গিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—ইহার অর্থ কি? রাজার উন্নতি ও সাধুর অবনতি কেন হইল? আমি মনে করিয়াছিলাম, ইহার বিপরীত হইবে। এমন সময়ে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হইল.—রাজা সাধুদের ভাল বাসিতেন, সেই জন্য তাঁহার স্বর্গলাভ ও সাধু রাজসংশ্রব রাখিতেন সেই জন্য তাঁহার নিরয়বাস।

২৭। একব্যক্তি কুচরিত্র ছিল। সে ঈশ্বরের কৃপায় সাধুসঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রমে সৎপথে আসিল। নিজের সমস্ত দুষ্কর্ম্মাসক্তি সৎকার্য্যে পরিণত করিতে পারিল ও ইন্দ্রিয় দমন করিতে সক্ষম হইল। নিন্দুকেরা তত্রাপি বলিতে লাগিল,—"এ ব্যক্তির পূর্ব্বস্বভাব এখনও আছে, ইহার সাধুতার বিশ্বাস নাই।" এই সকল কথায় সে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"লোকের গ্লানি আমার আর সহ্য হয় না।" তাহার পিতা বলিল—"বৎস! খেদ করিও না, এ তোমার সৌভাগ্যের কথা! যাহারা তোমার নিন্দা করে তাহাদের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তুমি স্বয়ং সচ্চরিত্র হও, লোকের নিন্দাবাদে কি যায় আসে? তোমার চরিত্রে দোষ থাকিবে আর লোক তোমাকে ভাল বলিবে ইহাই কি বাঞ্ছনীয়? দেখ, লোকে আমাকে সাধু বলিয়া জানে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, আমি পাপের প্রতিমূর্ত্তি। লোকে যাহা বলে, সেইরূপ হইলে আমি যথার্থই সাধু হইতাম। আমি আমার মনের ভাব প্রতিবাসীর নিকট গোপন করিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর আমার অন্তরের সকল কথাই জানেন। আমার ও জনসাধারণের মধ্যে একটী রুদ্ধ দ্বার আছে, যাহার ভিতর দিয়া তাহারা আমার পাপের কথা জানিতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামীর কি কিছু জানিতে বাকি থাকে? তিনি আমাতে যাহা প্রকাশমান ও যাহা গুপ্ত, সকলি জানিতে পারেন।

২৮। একজন ফকিরের সকল প্রার্থনা ঈশ্বর পূরণ করিতেন। তিনি একদা বাগদাদ নগরে আসিলে তদানীন্তন সুলতান তাঁহাকে তাঁহার জন্য ঈশ্বরের সমীপে কোনও শুভ প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ফকির প্রার্থনা করিলেন,—"হে ঈশ্বর! তুমি এই ব্যক্তির জীবন লও।" সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কিরূপ প্রার্থনা?" ফকির বলিলেন,—"ইহা তোমার পক্ষে ও সমস্ত মুসলমানদিগের পক্ষে হিতকর। তুমি যেরূপ অত্যাচারী—অসহায় প্রজারা আর কতদিন তোমার পীড়ন সহ্য করিবে? তোমার রাজত্বে প্রয়োজন কি? এরূপে প্রজা পীড়ন করা অপেক্ষা তোমার মৃত্যুই ভাল।"

২৯। এক অধর্ম্মী রাজা কোনও সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রার্থনা অপেক্ষা ভাল কি?" সাধু বলিলেন—"তোমার পক্ষে মধ্যাহ্নকালে নিদ্রা যাওয়াই ভাল; কারণ, এই সময়টুকুর জন্যও তুমি প্রজা পীড়ন করিবে না।" যে ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থা হইতে নিদ্রিতাবস্থা ভাল, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

৩০। কোনও রাজা একজন নিরপরাধ লোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়াতে সে বলিল- "ক্রোধের বশীভূত হইয়া এ কার্য্য করিলে শেষ তোমারই অনিষ্ট হইবে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ।" সে ব্যক্তি বলিল,—"এই দণ্ডের কষ্ট আমি এক মুহূর্ত্তমাত্র অনুভব করিব কিন্তু এই পাপের জন্য তোমাকে চিরকাল ভুগিতে হইবে।"

৩১। একদা কোন রাজার একজন মন্ত্রী এক সাধুর নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিল—"দেখুন, দিবারাত্রি আমি রাজসেবায় অতিবাহিত করি, কখন কখন তাঁহার অনুগ্রহের আশা হয়, আবার তাঁহার ক্রোধের ভয়ে মরি।" সাধু অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন,— "তুমি যেমন রাজাকে ভয় কর, আমি যদি জগদীশ্বরকে সেইরূপ ভয় করিতাম তাহা হইলে আমি এতদিন তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতাম। মন্ত্রিন্! তুমিও যদি রাজাকে যেরূপ ভয় কর সেইরূপ জগদীশ্বরকে কর, তাহা হইলে তুমিও স্বর্গের দেবতা হইবে।" (বামাবোধিনী, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ)

মূল্য-প্রাপ্তি

মূল্যপ্রাপ্তিতে অতঃপর গ্রাহকগণের নম্বর ও যে তারিখে তাঁহাদের মূল্য জমা হইল তাহা দেওয়া থাকিবে, ঐ নম্বর ও তারিখ তাঁহাদের ঠিকানা ছাপা মোড়কে প্রতি সপ্তাহে থাকিবে। গ্রাহকগণ পত্রাদিতে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নম্বরের ব্যবহার করেন। বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকিলে ২ টাকা পাওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

নম্বর	নাম	তারিখ
৮৭৭	শ্রীযুক্ত হেঃ মাঃ পিলজঙ্গ মইং স্কুল	২৮।২।১১
৪২৭	„ ইব্রাহিম মহম্মদ, পিঃ মুল্‌টি স্কুল	ঐ
৩১৪	„ উমেশ চন্দ্র ঘোষ, হেঃ মাঃ বালিয়া মইং স্কুল	ঐ
৪৫২	„ হেঃ মাঃ ব্যাপটিষ্ট মিশন স্কুল, মেদিনীপুর	ঐ
২৯৩	„ শ্যামকুণ্ড গুরুট্রেনিং স্কুল	ঐ
১১৫২	„ শশিভূষণ মুখো মাটেঘরা মইং স্কুল	ঐ
১১৫১	„ সেঃ ষ্টুডেন্ট আসোসিয়েশন তাওালিয়া	ঐ
৪০৯	„ শরচ্চন্দ্র মুখো হরধাম	ঐ
১১৫৯	„ হরেন্দ্র নারায়ণ ভৌমিক, ডাপানিয়া	ঐ
৪২৯	„ শশিভূষণ মিত্র, পালীগ্রাম স্কুল	ঐ
	পারাজ মডেল বালিকা স্কুল	ঐ
১০৭৮	„ সতীশ চন্দ্র মুখো হেঃ পঃ বার্লো বালিকা স্কুল	ঐ
১৭৩	„ মন্মথ সেথ মণ্ডল, ২য় পঃ বরমা মডেল স্কুল	ঐ
১০৬০	„ ছাত্রবৃন্দ শ্রীউলা মইং স্কুল	ঐ
১৭০৪	„ পরেশ নাথ গোস্বামী, গুরুকুল একাডেমী	ঐ
১৭০৫	„ জিতেন্দ্র কুমার সেন, গুনাইগাছা	ঐ
১৭০৬	„ সেখ মাতয়ার রহমন, বেলদহ	
১৭১৭	„ পি, এন, মুখো, সোনামুখী	ঐ
১৭১৮	„ সাতগাছি স্কুল লাইব্রেরী	ঐ
১৭১৯	„ যতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, বাগুটী হাই স্কুল	ঐ
১৭২০	„ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যো, বালনা	ঐ
১৭২১	„ রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ, বরসা গ্রাম	ঐ
১৭২২	„ জে, এন, রায় চৌধুরী, হেঃ পঃ চড়কডাঙ্গা স্কুল	ঐ

☞ এই পত্রিকা চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রতি শুক্রবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ***Educational Gazette Chinsurah.***

প্রাপ্তপত্র

সম্পাদকীয় মতামত নহে

সদালাপ (৩৬)

(১৭৯) কু-অভ্যাসের ত্যাগ (বিলম্ব করিতে-নাই)।—একজন লোকের অনেক গুণ ছিল। কিন্তু মদ খাওয়ার অভ্যাস থাকায় ক্রমশঃই অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল। বহুবর্ষ ধরিয়া কাহারও কোন পরামর্শে ফল হইল না। একদিন কোন ভাল লোক তাহাকে অনেক বুঝানয় সে ব্যক্তি বলিল আপনি আমার ভালর জন্য যাহা বলিলেন সবই বুঝিয়াছি এতদিন পারি নাই, এইবারে আজি হইতে ধরিয়া মদ খাওয়া ক্রমশঃই কমাইয়া শেষে একেবারে ছাড়িয়া দিব।" উত্তর—"ক্রমশ ছাড়িবে কিরূপ কথা? যে ব্যক্তি অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া গিয়াছে তাহাকে কি 'ক্রমশঃ' অগ্নি হইতে তুলিতে চাও?—এক টানে নিজেকে ঐ অগ্নি হইতে—ঐ কদাচার হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাও। এখনি প্রতিজ্ঞা কর যে আর মদ ছুঁইব না। এরূপ যদি কর তবেই কুঅভ্যাস হইতে বাহির হইতে পারিবে। তোমার ঐ ক্রমশঃর ব্যবস্থায় কখনই প্রকৃতপক্ষে, জীবন থাকিতে বাহির হইতে পারিবে না।" এই উপদেশ আমাদের সকল দোষের উপরেই খাটান উচিত। সদ্‌গুরুর কৃপায় যে প্রকৃত দোষ দেখাইয়া দেয় সেই সে বিষয়ে অন্ধ) দোষ বুঝিতে পারি সেই তাহা একটানে ত্যাগ করা উচিত। নিজের দোষ বুঝিতে পারাই একটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তাহাই কয়জনে পারে? সৌভাগ্যক্রমে তাহা পারিলে আর সংশোধনে দেরী করিতে নাই।

(১৮০) মৃত্যুর স্বরূপ (বাসা হইতে বাড়ী যাওয়া)।—বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পাসের পর কোন ছাত্র পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এমন সময়ে তাহার স্বগ্রামবাসী বাল্যবন্ধু হষ্টেলে আসিয়া বলিল "কিহে! বাড়ী যাবে না? আমার সঙ্গে চল। এখন বাহির হলে ট্রেণ পাওয়া যাইবে।" ছাত্রটী বন্ধুর সহিত আনন্দে হষ্টেল হইতে বাহির হইলে বন্ধু বলিল "দেখ একটা উপমা মনে পড়িল। তুমি আমার সহিত যমদূতের তুলনা করিতে পার। মনে কর তুমি যেন সাধু পুরুষ। সংসারে পরীক্ষায় ভাল পাশ হইয়া পিতার প্রীতি-পূর্ণ অভিভাষণ লাভজন্য তাঁহার নিকট যাইতে প্রস্তুতই ছিলে। আমি তোমার পরমবন্ধু সেই খানে যাইবার জন্য ডাকিবামাত্র তুমি মহানন্দে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার পরিচিত এবং অভিলষিত সেই আনন্দধামে চলিতেছ।—কথাটা অকল্যাণের বলিয়া মনে করিও না, চরম কল্যাণের সম্বন্ধেই তোমাকে উৎসাহ ও আশা দিলাম।"

(১৮১) সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ (রেভারেণ্ড পেসনের কথা) হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" পত্নীর একটা নামই সহধর্ম্মিণী;

"একে উসুখুসু, দুইয়ে পাঠ।
তিনি গণ্ডগোল, চেরে হাট।"

ইহা পাঠাবস্থারও কথা; ধর্ম্মাচরণের এবং সাধন সোপানেরও কথা। তবে পাঠ খুব বেশী এগিয়ে গেলে একাই পাঠ চলে। ধর্ম্মসাধনারও খুবই অধিক অগ্রসর হইলে পৃথক্ সমাধি হয়। কিন্তু সাধারণ লোকদিগের সমাধির অবস্থা নয়। সুতরাং সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণের কথাটা ঠিক বলিয়াই ধরা যায়। রেভারেণ্ড ডাক্তার পেসন এই ভাবের কথা একসময়ে বোষ্টন সহরে পবিত্র ধর্ম্ম জীবনের সহায় কোন মহিলাকে বলিয়াছিলেন, "যখন আমি পতি বা পত্নীকে সাধনমার্গে একাকী চেষ্টা করিতে দেখি, তখন আমার মনে হয় যেন একটী ডানা লইয়াই একটা পায়রা উড়িবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। চেষ্টা যথেষ্ট, ফল অল্প। যখন দেখি পতি পত্নী দুজনেই একমনে চেষ্টা করিতেছেন তখন মনে হয় দুই ডানায় ভরে পায়রা সত্বরেই উচ্চাকাশে মেঘের উপরে পৌঁছিল আর কি!"

(১৮২) পতি পত্নীর সম্বন্ধ (উইলিয়ম ও মেরি)।—ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের কন্যা মেরি হলণ্ডের প্রিন্স উইলিয়ম অফ অরেঞ্জের পত্নী ছিলেন। দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজ্যচ্যুতির পর মেরী হলণ্ড হইতে স্বামী সহ আসিয়া ইংলণ্ডের রাণী হন। ঐ সময়ে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরাজ মহিলা রাজ্ঞী মেরীকে জিজ্ঞাসা করেন "এইবার আপনাদের পতি পত্নী সম্বন্ধ সহিত রাজা প্রজা সম্বন্ধ আসিয়া জড়াইল, এখন কিরূপ চলিবে?" রাজ্ঞী মেরী স্বামীকে তখন নিকটে ডাকাইয়া তাঁহার সমক্ষে ঐ প্রশ্নের কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন "আমি খৃষ্টীয় দশ আজ্ঞার মধ্যে স্বামীর নিকট সকল বিষয়েই বশীভূত থাকার অনুজ্ঞা পালন করিতে থাকিব এবং আমার স্বামীও বরাবরের মত ঐ দশাজ্ঞার মধ্যে পত্নীকে ভালবাসিবার অনুজ্ঞা পালন করিতে থাকিবেন—সুতরাং আমাদের কোন 'বন্দোবস্ত নূতন বন্দোবস্তের দরকার হইবে না।"

(১৮৩) গৃহস্থের প্রতি উপদেশ (সংযমের মাটাশালা)।—যাহাকে যথার্থ বিপন্ন বলিয়া মনে হইবে তাহাকে অর্থে সামর্থ্যে সাহায্য করিবে। যদি কেহ ধার চায়—দিবে—কিন্তু মনে ফিরে পাইবার আশা রাখিবে না। যদি কেহ এরূপে দেওয়া টাকার সুদ দিতে চায়, কখন বলিও না যে লইবে না। যদি কাহার ফেরত না দিবার মতলব থাকে, নাই দেবে? যদি কেহ তোমার বাড়ী খাইতে চায় তবে তাহাকে নিজের অপেক্ষা ভাল ভক্ষ্য ভোজ্য দিবে। বড়কে দাদা আর ছোটকে ভাই কিম্বা পারিলে সকলকেই বাৎসল্যভাবে বাবা বলে সম্বোধন করিবে। ছোট বড় এ সব কিছু ভাবিবার দরকার নেই, বরং নিম্ন শ্রেণীর লোকদের আরো বেশী বাৎসল্যভাবে যত্ন করিবে। কেন জান?—একজন নটবর অপরূপরূপে অভিনয় করিবার জন্যে আপনাকে অনন্ত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া বিবিধ বেশে, বিবিধ রূপে ক্ষুদ্রতম অণু হতে কীট, অজ্ঞ, মূর্খ মানব, পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক মানব এবং বিরিঞ্চি বাসবাদি পর্য্যন্ত নানা প্রকার মূর্ত্তিতে অভিনয় করিতেছেন; সুতরাং সে ঘটেও তুমি আর এ ঘটেও তুমি। অভিনয় প্রসঙ্গের মান, অভিমান, দর্প সবই উপরের জিনিস, ভিতরে সকলেই জানিতেছে যে এ সবই অভিনয়ের সৌকর্য্য জন্য আরোপিত ভাব মাত্র। প্রকৃত পক্ষে নিজেরা উহাতে অণুমাত্রও বদ্ধ নহে।

(১৮৪) ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ সত্য (জবাল)। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে জবালার গর্ভসম্ভূত সত্যকাম জবাল, কোন সময়ে মহর্ষি গৌতমের নিকটে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া গিয়াছিলেন। গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোন গোত্র?" সত্যকাম নিজের গোত্র জানিতেন না। মাতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা আমার গোত্র কি?" জবালা বলিলেন "পুত্র! তোমার গোত্র জানিনা। যৌবন কালে অনেকের পরিচর্য্যা করিতাম, তখন তোমাকে লাভ করিয়া ছিলাম।" সত্যকাম গৌতমের নিকট গিয়া সেই কথাই বলিলেন। তখন গৌতম তাঁহাকে ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া দিলেন না কি; "নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি" লোকের কেহ একথা প্রকাশ করিতে সমর্থ নয়—যে সত্য কথা বলিতে জানে সেই ব্রাহ্মণ—এই বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

(১৮৫) উচ্চ সমাজের কলঙ্ক (ব্যভিচারিতা (বৃহদারণ্যকের কথা) ।—বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে:—

"সংসারে যেমন এক গণিকাদির সঙ্গে একজন লোকের ভোগাদির হয়, সেইরূপে নক এক জন

মানুষ বহু পশুস্থানীয় হইয়া দেবতাদিগের ভোগ্য বস্তু হইয়া থাকে। বহু পশু থাকা সত্বেও যেমন একটী গো কি অশ্ব অপহৃত হইলে মনুষ্যের ক্রোধো দয় হয়, সেইরূপ দেবতাদিগেরও ইহা প্রীতিকর হয় না যে মানুষেরা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেব গণের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়।"—তবেই স্বর্গের "সাধারণ দেবতারা" (এখানে ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের যে কথা হইতেছে না তাহা উদ্ধৃত অংশ মধ্যেই "ব্রহ্মজ্ঞানের" কথায় সুস্পষ্ট) সাধারণ সম্বৃদ্ধিশালী মনুষ্য দলেরই প্রতিরূপ। অনুদারতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন না। অনেক জমিদারে চাহেন না যে প্রজার পাকা ঘর হয় এবং লেখা পড়ার উন্নতি হয়। তাঁহারা মনে করেন যে তাহা হইলেই প্রজা আপনা মোকদ্দমা করিবে, নানা অসুবিধার কারণ হইবে।

উদারতা এবং অনুদারতা সকল সমাজেই আছে। দেখ সংকোচ শ্রেণীর ইংরাজেরা এদেশীয়দিগের সাংসারেরই উন্নতিপ্রার্থী! তাঁহারাই উপযুক্তা বুদ্ধি সহ স্বায়ত্ত শাসনের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। সুতরাং দুখানা ইংরাজী কাগজে একটু অনুদারতা দেখিলেই বিরক্ত হইতে নাই।

(১৮৬) বিনয়ের কারণ (নিজের গুণ)।—একদা কোন কৃষক ক্ষেত্রে গিয়া তাহার পুত্রকে দেখাইয়া দিয়াছিল যে, যে সকল গোধূমের শীষ খুব পুষ্ট সেগুলি উহার ভারে নত। যেগুলি খুব খাড়া সে গুলির শীষে গোধূম কম—খুঁষ অধিক। বিনয়ে মাথা নোয়াইয়া থাকিলে বৃথা গর্ব্বের অভাব এবং অনেক সদ্গুণের অস্তিত্ব সূচিত হইয়া থাকে। সমকক্ষের নিকটে বিনীত থাকার গৌরব। গুরুজনের সম্বন্ধে বিনয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি।

৺ রাজা মহিমারঞ্জন।

বিগত ৪ঠা এপ্রেল সোমবার কলিকাতা ১২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ভবনে কাকিনার ৺ রাজা মহিমারঞ্জন রায়ের পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে। পাঠক অবগত হইয়াছেন রাজা ৺ লাভ করিয়াছেন। এই উপাসনোৎসব উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে আমার জানা কয়েকটি কথা প্রকাশিত হইলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে হওয়ায় সেগুলি প্রকাশার্থ লিখিয়া পাঠাইতেছি—

বগুড়ার তিন ক্রোশ পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর গ্রামে ১২৬০ সালের ২২শে মাঘ শুক্রবার ইহার জন্ম হয়। ১২৭৫ সালের শ্রাবণ মাসে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাগডুলী নিবাসি ৺ গৌর সুন্দর রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহ হয়। ১২৭৬ সালে ইহার নামজারী হয়। ইঁহার একমাত্র পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম রাজকুমার মহেন্দ্র রঞ্জন রায় বাহাদুর। ইনিই এখন আমাদের বর্ত্তমান সর্ব্বময় কর্ত্তা ও আমাদের সকলের আশা স্থল। কন্যার নাম হেমলতা, ইনি ১২৯৪ সালের পৌষমাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১২৯৪ সালে রাজা মহিমা রঞ্জন রাজোপাধিলাভ করেন।

মহিমারঞ্জন দেবপ্রকৃতি ছিলেন। পরহিতৈষী এবং দয়ালু বলিয়া স্থানীয় ও দূরস্থ স্কুলের বালক বালিকাগণ সকলেই ইহাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান করিত। স্কুলের বালক বালিকা দিগকে অর্থ সাহায্য করিতে, বস্ত্র দিতে এবং খাওয়াইতে ও জলদান করিতে ইনি বড়ই মুক্তহস্ত এবং উৎসুক ছিলেন। গরিবের ছেলে মেয়েরা ইহাঁকে দেখিলে, "রাজা বাবা"! আমাদের কাপড় দিয়া যাও" "রাজা বাবা! আমাদের পয়সা দিয়া যাও" বলিয়া গাড়ীর পার্শ্বে অনতিদূরে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিত, ইনিও তাহাদিগকে বস্ত্র, সাময়িক ফল মূল ও সন্দেশাদি দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। সকালে বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবার সময় যোড় গাড়ীর ভিতর ইনি লিচুর সময় লিচু, আমের সময় আম, কমলার সময় কমলালেবু প্রভৃতি অন্যান্য ফল এবং কেনেস্তা ভরিয়া মিঠাই সন্দেশ লইয়া বাহির হইতেন, ঐ গুলি কেবল বিতরণেই যাইত।

দেশ দর্শনে লোকের বিশেষ একটা অভিজ্ঞতা জন্মে জানিয়া, রাজা মহিমারঞ্জন গ্রামস্থ ছোট বড় অনেককে পাথ পতি বংসরেই সরকার হইতে প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচ দিয়া নানাস্থান পরিভ্রমণার্থ পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রসাদে দলে দলে লোক কলিকাতা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র, শ্রীবৃন্দাবন ধাম, কাশী, বোম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেখিয়া ঘুরিয়া আসিত। যখন কাকিনায় কোন প্রকার পীড়ার প্রকোপ হইত, ঘরে ঘরে লোক কাতর হইয়া পড়িত, তখন পীড়িত ব্যক্তি দিগের জন্য রাজা সাগু বার্লি বেদানা, কিসমিস কাগজী ইত্যাদি আনাইয়া বিতরণ করিতেন, স্থল বিশেষে পথ্যাদির জন্য নগদও কিছু কিছু করিয়া দিতেন। গ্রামবাসির পরিতুষ্টির জন্য বোম্বাই, মালদহ প্রভৃতি স্থান হইতে মূল্যবান আম আনিয়া ৩০, ৪০, ৫০ টী করিয়া বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। মহিমারঞ্জন প্রকৃতই দানশীল ছিলেন। তাঁহার আধিপত্যের প্রারম্ভ হইতে একাল পর্যান্ত সৎকার্য্যে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এক সময়ে এক সন্ন্যাসী ঘটী ভরিয়া টাকা চাহিয়াছিল, রাজা ঘটি ভরিয়াই টাকা দেন। ইনি যাচককে কখন প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

তিনি গ্রামের সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য পিতার নামে "মহিমারঞ্জন মেমোরিয়ল" উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। মফস্বলে জলকষ্ট নিবারণের জন্য স্থানে স্থানে কূপ খননের এবং বিনাব্যয়ে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

বিগত পৌষ মাসে মহামান্য সস্ত্রীক গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর লর্ড মিণ্টো খরসানে বর্ত্তমান কাকিনাধিপতির আতিথ্য ও সাদর অভ্যর্থনাদি গ্রহণ করিয়া রাজবংশকে সম্মানিত করায়, আমরা যে কতদূর গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহা এই প্রসঙ্গে ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিগত অক্টোবর মাসে যখন আমাদের অনারেবল কুমার বাহাদুর ঢাকায় গিয়াছিলেন, ঐ সময়ে উত্তর বঙ্গের মহামান্য ছোটলাট বাহাদুর তাঁহার স্পেশাল ষ্টীমারে যাইয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি আমাদের স্বর্গীয় রাজার বংশধর অনারেবল কুমার বাহাদুর দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে কালাতিপাত করুন।

শ্রীহীরালাল রায়, কাকিনা

৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শনের যে এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন, ইংরাজী ১৮৯০ সালের অক্টোবর মাসের প্রতীচ্য সাহিত্য বিষয়ক অর্ণালে উহার সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর ট্রুবারনর (Truberner) সাহেব বলেন "এখানি অবশ্য পঠনীয় প্রধান দর্শন গ্রন্থের সমকক্ষ গ্রন্থ। ইহা ভাষ্যকারকে অমর করিতে পারিবে।" তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই কণাদ ভাষ্যে ইয়োরোপীয় অভিনব বিজ্ঞান দর্শনের তথ্য ও ভাবের এক আধটুকু আভাস থাকায় অধ্যাপক কাউএল সাহেব সন্দেহ করেন যে সম্ভবতঃ ভাষ্যকার ইয়োরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানের বই পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহার এ সন্দেহ একান্ত অমূলক। শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র

য় মহাশয় আমার পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়া ছেন ; "তর্কালঙ্কার মহাশয় ইংরাজীর বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না।" ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বংসর ধরিয়া বিশেষ জানা শুনা ছিল। অপিচ রের স্বর্গারোহণের পর কলিকাতা এসিয়াটিক সাইটির বিগত ৩রা মার্চ্চের অধিবেশনে সভা- পতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া এডিনবারার (Edin- rgh) বি, এ, বি, সি, (B, A, BC,) বি, ল (B, L.) চৌধুরী সাহেব বলেন "কথিত যে তর্কালঙ্কার মহাশয় যে সমস্ত গভীর তথা প্রকটিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের আবি ত—বিশেষ সাবধানতা এবং পটুতা সহ দর্শন পড়ার ফল। ইউরোপীয় দর্শন জ্ঞানের তিনি কোন কিছুই জানি তেন না। অধীন ৮ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত য়েক বংসর ধরিয়া অনেক সময় সাক্ষাতে নানা বয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন ; কিন্তু কখন কোন রাজী শব্দ বা বুলি তাঁহার মুখ হইতে বাহির ইতে শুনেন নাই। অমবিস্তর ইংরাজীর বুলি দিয়া কোন কোন দেশীয় পণ্ডিত কথা কহিয়া থাকেন কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় খাঁটি বাঙ্গালা ভাষাতেই কথা বার্ত্তা কহিতেন ইংরাজীর বুকনি ছিটে ফোটা মাত্র ও তাঁহার কথা বার্ত্তায় থাকিত না। তিনি ইংরাজী আদৌ জানিতেনই না।—

শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় বেদান্ত শাস্ত্রের সুপ্রচার কল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্পণ করিলে কর্ত্তৃপক্ষ- গণ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধপ্রণয়ন এবং বক্তৃতা করিবার জন্য পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করেন। প্রার্থিদের মধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা উপ যুক্ত বিবেচিত হওয়ায় তাঁহার প্রতি উক্ত কার্য্যা- ভার অর্পিত হয়। তিনি এই কার্য্য পাঁচ বংসর ধরিয়া করেন এবং তাহার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা পান। এই টাকার অধিকাংশই ছাত্র প্রতি পালন ও পূজাদিতে তিনি ব্যয় করেন। বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার বাঙ্গালা বক্তৃতাদি মুদ্রিত হইয়াছে। বোম্বাপাদি সা ডিতা ভাণ্ডারের বহুমূল্য রত্ন- স্বরূপ। শ্রীদীননাথ দত্ত, চুঁচুড়া।

এডুকেশন গেজেট

২০শে চৈত্র ১৩১৬ সাল ইং ৩রা এপ্রেল ১৯১০ সাল

বজেটের আলোচনাপ্রসঙ্গে শিক্ষাসম্বন্ধে ছোট লাট বাহাদুর স্যর এডোয়ার্ড বেকার—প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চ ইংরাজী স্কুলের শিক্ষা, কলেজের শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষকদিগের শিক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষা, শিল্পের শিক্ষা—প্রভৃতি শিক্ষাসম্বন্ধে ব্যয় বাড়াইতে তজ্জ্ব শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিতেছেন। আমি বলি যে, বিগত কয়েক বৎস- রের মধ্যে শিক্ষাসম্বন্ধে কতদূর ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে দেখা যাউক। ১৯০৬-৭ সালে শিক্ষাসংক্রান্ত বজেটে যত টাকা ধরা হয়, ১৯১০-১১ সালের বজেটে তদপেক্ষা প্রায় বিশলক্ষ টাকা বেশী ধরা হইয়াছে। জেলাবোর্ডের হাত দিয়া শিক্ষাসম্বন্ধে যে টাকা ব্যয় হয় সেই টাকা ইহার মধ্যে নহে। সে টাকা স্বতন্ত্র। আর সে টাকারও অধিকাংশ সরকার পক্ষের প্রদত্ত। এই চারি বৎসরের মধ্যে শিক্ষার ব্যয় খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এতদবস্থায় কিছুদিন যাবৎ আর ব্যয় বাড়ান যাইতে পারিবে না। সরকারী পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক যে সকল স্কুল বাড়ী প্রস্তুত বা মেরামত হইয়াছে তাহার খরচও এই সঙ্গে ধরা হয় নাই। প্রেসি- ডেন্সী কলেজ স্থানান্তর করা অথবা যেখানে আছে সেইখানে রাখিয়া উহার উন্নতি সাধন করা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। স্থানান্তর করা সম্বন্ধে অনেকে মত দিয়াছেন, আবার যথাস্থানে রাখা সম্বন্ধেও অনেকের মত আছে। ১৯০৭ সালে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই হয় যে, যেখানে উক্ত কলেজ আছে সেই স্থানেই থাকিবে। অবশ্য খুব একটা ভালস্থানে কলেজ নাড়াইয়া লইয়া যাইতেই ভাল হয় সত্য, কিন্তু তাহা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে যেখানে আছে সেইখানে রাখিয়া উহার সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উন্নতি করিতে পারি লেও মন্দ হয় না। তেমন উন্নতি করিতে পারিলে এই স্থানেই উহাকে আদর্শ কলেজরূপে পরিণত করিতে পারা যায়। আমার কথা এই যে কলেজ যেখানে আছে সেই স্থানেই থাকুক, এবং বৎসর বৎসর যেমন যেমন আমাদের অর্থ সংকুলান হইবে তেমনি উহার উন্নতিসাধন হইতে থাকিবে।

জাষ্টিস্ চ্যান্সেলারের বক্তৃতা। [৩]

ছাত্রদের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা ইতি পূর্ব্বে যেরূপ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, ইদানীং আর সেরূপ দেখা যায় না। উহার প্রভাব এখন অনেকটা নরম, একথা বলা যাইতে পারে। এখন কথা এই যে, স্কুলের ছেলেরা যাহাতে সম্পূর্ণভাবে কোনরূপে ঐ রাজনীতির সংস্রবে আসিতে না পারে, তাহার জন্য সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। এটুকু করিতে হইলে অর্থাৎ ছেলেরা ঐরূপ রাজনীতির সংস্পর্শে যাহাতে না আসিতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে পথ দুইটী—(১) প্রত্যেক কলেজের সহিত ছাত্রাবাসের সৃষ্টি—বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপকগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং ছাত্রগণকে পদ্ধতিক্রমে উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা। প্রত্যেক কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস থাকিবে এবং সেই ছাত্রা- বাসে সকল ছেলের স্থান সংকুলান হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। শুধু অর্থ নয়, সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য অধ্যাপকগণেরও প্রয়োজন। এমন সকল অধ্যাপক চাই যাহারা নিজেদের প্রভাবে ও চরিত্রগুণে ছেলেদের আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারিবেন। "কেবল পুঁথিগত বিদ্যা" বিদ্যা নয়, সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ চাই, দৃষ্টান্ত ও আবশ্যক এবং উন্নত চরিত্রের আদর্শ চাই। ইহার গুরুত্ব বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইবার জন্য অনেকবার অনু- রোধ করিয়াছেন। নীতি শিক্ষা এক্ষণে ছাত্র দিগকে যথারীতি দিতে হইবে। কেবল গোটা- কয়েক নীতি কথার আবৃত্তি করিলে কাজ হইবে না; নীতি কথা গুলির মূল্য কি; কি ভাবে কেমন করিয়া ঐ সকল কথা সমাজে ব্যবহৃত হয়, কোন পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে সেই সকল নীতিকথার সার্থকতা সম্পাদিত হইবে ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা যাহাতে ছাত্রগণ স্বয়ং করিতে পারে সে চেষ্টা করিতে হইবে। অধ্যা- যেমন তেমন কাজ নহে। প্রাণমন সম- র্পণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। একাগ্র হইয়া এ বিষয়ে সাধনা করিতে হইবে। বালকগণ রাজ নীতির সম্পর্কে না যায় এরূপ করিতে হইলে শিক্ষকগণকেও রাজনীতির সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে হইবে। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃক শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। বিদ্যার্থির মন সরল ও উদার। বিদ্যার্থী যদি দেখে যে তাহার অধ্যাপক কলেজে রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না বটে, কিন্তু তিনি দেশমধ্যে একজন মান্যগণ্য রাজনীতিবিদ্‌ এবং রাজনীতি সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া থাকেন, তবে তেমন অধ্যা- পকের প্রভাব ছাত্রগণের মনে উপলব্ধ অবশ্যই হইবে। আইন বাঁচাইয়া কাজ করিলেই কর্ত্তব্য পালন হয় না। সুকুমার মতি বালকগণ রাজ- নীতির ক্ষেত্রের মধ্যে যাইয়া যাহাতে না পড়ে তাহা দেখিতে হইবে। এইটী কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অধ্যাপককে যে ভাবে থাকা উচিত সেই ভাবে অধ্যাপক না থাকিলে ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষা

কখন হয় না। শিক্ষকের আদর্শে ছাত্র সাধারণতঃ তৈয়ার হয়। মনীষী খ্যাতনামা শিক্ষকদিগের আদর্শের প্রভাব ছাত্রদের অপরিহার্য্য। এরূপ মনীষী শিক্ষক যদি রাজনীতি বিশারদ হন, রাজনীতির চর্চ্চায় তাঁহার যদি খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকে, বাহিরে তিনি যদি রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বেড়ান এবং কলেজে তিনি যদি রাজনীতির কথা নাও বলেন তথাপি ছাত্রগণ তাঁহার প্রভাবে আপনা হইতেই রাজনীতি চর্চ্চায় মনোযোগী হইয়া উঠিবে। ইত্যাদি সমস্ত বিবেচনায় যিনি ছাত্রদের শিক্ষকতা করিবেন তাঁহার রাজনীতি লইয়া আলোচনা না করাই ঠিক। বিলাতে ও এই পদ্ধতির আদর, ইউরোপেও এই পদ্ধতি সমাদৃত। সুতরাং এদেশেও ঐ দিকে লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগাদি।

সাধারণ—ডেঃ মাঃ বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার সারণের সদরে স্থাপিত হইলেন। কটকের সবজজ মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মুখো বাঁকুড়ার ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ টাানার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আবগারি ও মিউনিসিপ্যাল বিভাগের অস্থায় সেক্রেটরী হইলেন। দানাপুরের প্রতিনিধি জঃ মাঃ মিঃ মিটস হুগলীর মাঃ হইলেন। ভগলপুরের আঃ মাঃ মিঃ ডেক দানাপুরে নিযুক্ত হইলেন। ২৪ পরগণায় জঃ মাঃ মিঃ ম্যাকফার্সন কটকের ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। কটকের ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ পে স মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের অধীনে কর্ম্ম পাইলেন।

বিচার—মিঃ ডুগুাস কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। সিরাজগঞ্জের মুঃ বাবু ভগবতীচরণ কুণ্ডু ২৪ পরগণায় অতিরিক্ত সবজজ হইলেন। বাবু সচ্চিদানন্দ মুখার্জ্জি বি এল সিরাজগঞ্জের মুঃ হইলেন। বাবু গঙ্গাপ্রসাদ বি এল বিহারের মুঃ হইলেন। ব্যারিষ্টার মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র সেন কলিকাতা ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার হইলেন।

সব ডেঃ কঃ বাবু—উপেন্দ্রনাথ রায় ৭ সপ্তাহের, নৃপেন্দ্রনাথ মৈত্র ৩ মাসের, মৌঃ খন্দকার আলি ওয়াহিদ ১ মাসের ছুটী পাইলেন। বাবু—নরেন্দ্রকুমার বসু কাঁথি মহকুমায়, জাহ্নবীপ্রসাদ সিংহ ভগলপুর বিভাগে, নৃপেন্দ্রনাথ রায় বিষ্ণুপুর মহকুমায় স্থাপিত হইলেন।

শিক্ষা—ভগলপুর বিভাগের সহকারী স্কুল ইন্‌ঃ মৌঃ মহম্মদ পাটনা এবং ত্রিহুত বিভাগে মুসলমান শিক্ষার জন্ত বিশেষ ইনস্পেক্টিং অফিসার নিযুক্ত হইলেন। ভগলপুর বিভাগে ঐরূপ বিশেষ ইনঃ অফিসার নিযুক্ত হইলেন প্রেসিডেন্সী বিভাগের সহকারী স্কুল ইনঃ মৌঃ আলফাজুদ্দীন আহমেদ এবং বর্দ্ধমান বিভাগে নিযুক্ত হইলেন বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী স্কুল ইনঃ মৌঃ হোসেন।

মুসলমান শিক্ষার জন্ত বিশেষ ইনঃ মৌঃ মহঃ মুস্তফা ভগলপুর বিভাগে, কটকের সব ইনঃ মৌঃ সৈয়দ জিয়াবুল হক বিএ উড়িষ্যা বিভাগের কাজারিবাগের সব ইনঃ মৌঃ সৈয়দ আবদুলজব্বর বিএ ছোটনাগপুর বিভাগে।

বেঙ্গল ভিটারীনারী ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফল ১৯১০

পারদর্শিতানুসারে

গুলজারসিং, বরদিহা, দাব পোঃ, গোরখপুর।
হরিচরণ গাঙ্গুলী ২৭ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
যুগলকিশোর বন্দ্যো গোপালনগর, বাঁকুড়া।
রমণ বিজয়ম পিল্লাই এর্ণাকুলাম, কোচিন ষ্টেট মান্দ্রাজ।
বিপিনবিহারী দত্ত করণদিপ, চট্টগ্রাম।
শশিনাথ পণ্ডিত বাকলসা, কুলাই পোঃ, বর্দ্ধমান।
মং পো থান ব্রামটন, লায়েড্স রোড, রেঙ্গুন।
উপেন্দ্রচন্দ্র দাস রায়গড় দখারফিণ সিলেট,
সুধাংশুকুমার সিংহ ২১ রাজাবাগান জংশন রোড, কলিকাতা
প্রকাশ সিংহ ৯১ বেলতলা, কালীঘাট, কলিকাতা
রমেশচন্দ্রকুমার ৩৬ ৭ ডিহি শ্রীরামপুর রোড, এণ্টালি কলিকাতা।
কোবাদআলি খাঁ মৌলতলা কাঁড়িয়াবন্দর পোঃ, বরিশাল
হৃষীকেশ সেন ৯১ বেড়াপুকুর রোড খিদিরপুর।
উমেশচন্দ্র ভদ্র আকুবপুর, পাণ্ডুঘর পোঃ, ত্রিপুরা।
(সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কটক, মজিবর রহমন চৌধুরী বগুড়া)
মহম্মদ এস্তাজউদ্দীন তালুকদার গলা, ঘাটাইল পোঃ ময়মনসিংহ
[মং শিন মিন মায়ুক বর্ম্মা গিরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী জগটী নদীয়া]
[বলদেবপ্রসাদ সাদপুর মহল্লা মজফরপুর, সুকুমার চক্রবর্ত্তী ৩২ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, কলিকাতা]
আখতার আহমেদ গৌহাটী, মং পো ৪৬ কানাল ষ্ট্রীট রেঙ্গুন, হেমন্তকুমার গুহ নিয়োগী বেরা বুচিনা, টাঙ্গাইল। শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ ৯১ মহেন্দ্র বসুর লেন, কলিকাতা। এজিকিয়েল আশুতোষ বিশ্বাস ৩৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা, সতীন্দ্রনাথ রায় হাজোয়া সারণ, প্রফুল্লকুমার নাগ শিলচর কাছাড়, সতীশচন্দ্র গুহ গুয়াপাড়া, পোঃ মহামণি চট্টগ্রাম। বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২ মদন দত্তের লেন কলিকাতা। অশ্বিনীকুমার সরকার বাহাবন বর্দ্ধমান। মং টুন মিয়া কৈকিয়া বর্ম্মা।

"বি" শ্রেণীর শেষ পরীক্ষার ফল ১৯০৯

(বাঙ্গালা এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম)

(পারদর্শিতানুসারে)

অনিলকুমার অধিকারী পাবনা জেলাস্কুল, যোগেশচন্দ্র রায় রাজসাহী কলিঃ, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ, বিজেন্দ্র নাথ ঘোষ ভগলপুর জেলা: প্রমথনাথ সরকার রংপুর, গোপেন্দ্র চন্দ্র সরকার পাবনা, রমানাথ সিংহ রাজসাহী কলিঃ, মঙ্গলাল ঘোষ ভগলপুর, দীনেশচন্দ্র দে ময়মনসিংহ, মোয়াজ্জম হোসেন পাবনা, বীরেন্দ্র নাথ দেব ভগলপুর, রমেশচন্দ্র দত্ত ময়মনসিংহ, চন্দ্রিকা প্রসাদ ভগলপুর, রাধিকামোহন দে ঢাকা, গৌরী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় পাবনা সুধন্যা মোহন বন্দ্যো রাজসাহী, রমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত ঢাকা, সুরেশ চন্দ্র দে পাবনা, জানকীনাথ সাহা ঐ, ইন্দুভূষণ রায় ময়মনসিংহ সুরেন্দ্র নাথ পাল রাঁচি ইঃ স্কুল কালীপদ দাস পাবনা কালিদাস ঘোষ খুলনা, চন্দ্রমাধব মুখার্জ্জি ভগলপুর, যতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় খুলনা, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী বরিশাল, আবুনাসের মহঃ মুকরম কমিল্লা, সরফুদ্দীন হোসেন ঐ, রমণীমোহন দাসগুপ্ত বরিশাল, নিত্যানারায়ণ চৌধুরী রাজসাহী, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত কমিল্লা, সুরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী ঢাকা, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র রাঁচি ইঃ, মনোমোহন সরকার কমিল্লা, আবদুল মাজিদ ঐ, প্রসন্নকুমার রায় ঢাকা, নবদ্বীপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কমিল্লা (বলদেব প্রসাদ পাটনাঃ, নীলকান্ত বসু ময়মনসিংহ), অশ্বিনীকুমার মৈত্র পাবনা, (সুরেশচন্দ্র সাহা পাবনা, গঙ্গাচরণ মুখো কমিল্ল] আজিজুদ্দীন কমিল্লা, শচীন্দ্র নাথ গুহ ঢাকা।

"সি" শ্রেণী

[পারদর্শিতানুসারে]

হরিহর মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া গবর্ণ স্কুল, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য বারাসাত গবর্ণ, দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপাড়া গবর্ণ, গোকুলচন্দ্র চৌধুরী রাঁচিজেলা।

নিম্ন পাথমিক বৃত্তি ১৯০৯

জেলা চম্পারণ

রামাবতার সিংহ বেলোয়া, ত্রিজ বল্লভ সহায় হেনরি বাজার বলদেব পাণ্ডে সাদিয়া, জাপাল রাম রাড়িয়া, রামদেব প্রসাদ সাগর মাঠিয়া, কমলাপ্রসাদ অশোয়ালি, রামচরিত্তর মহামদা, নাথুনি রাম ঘড়িয়ারী, রাজবংশী মীর্জ্জাপুর, সত্যনারায়ণ লাল বরুণাহ, রামাবতার লাল বাবা হারোয়া, মুখীরাম হরপুর, ভবিখা সিং দবাহা, বাগেশ্বরী প্রসাদ গোপালপুর, জগদব দোবে ভেলচুয়া ইহসান [বালিকা] পারোরাহা, মহাদেব লাল শিরারি, আউধ বিহারী প্রসাদ ধনাহর জোদাইলাল মধুবাণী।

সাপ্তাহিক সংবাদ।

[কলিকাতা] বিগত ২৮শে অক্টোবর নদীয়া জেলার কদুবাড়ী নামক স্থানে কালুরাম নামক জনৈক মাড়োয়ারীর বাড়ীতে ডাকাতি হয়। পরদিন প্রাতে মীরপুর ষ্টেশনে শৈলেন্দ্র নাথ দাস ও আর পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামীদের নামে অভিযোগ, আসামীরা ডাকাইতি করিয়াছে এবং অনেকগুলি গ্রামবাসীর গায়ে গুলির আঘাত করিয়াছে। হাইকোর্টের বিশেষ আদালতে ইহাদের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স, বিচারপতি মিঃ টিউনন এবং বিচারপতি মিঃ দাস—এই কয়জন লইয়া ঐ বিশেষ আদালত গঠিত হইয়াছে।

[মান্দ্রাজ] মান্দ্রাজের ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন মর্টনের বাটীর সীমানার মধ্যে একটা গোবৎস প্রবেশ করে। এই অপরাধে তিনি উহার স্বত্বাধিকারীকে প্রহার করেন এবং ঐ বৎসটির এক পদ ভগ্ন এবং কষ্ট পাইতেছে এই বিশ্বাসে তিনি [illegible] করেন। গোরুর মালিক এই কাপ্তেনের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল। সম্প্রতি জেলার মুনসেফ তাহাকে কাপ্তেনের বিরুদ্ধে ২৫০৲ টাকা ডিক্রী দিয়াছেন। মোকদ্দমার খরচ বিবাদীকেই বহন করিতে হইবে।

[সাধারণ] আগামী ৬ই এপ্রিল বুধবার পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর রাজধানী ত্যাগ করিয়া শিলংযাত্রা করিবেন। ঐ দিন রাত্রি দশটার সময় ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া ৭ই এপ্রেল প্রাতে জগন্নাথগঞ্জ পৌঁছিবেন, তৎপর ৭—১৫ মিনিটের সময় ব্রহ্মপুত্রে আরোহণ করিয়া ফুলছড়ি অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ২টার সময় তাঁহার ফুলছড়ি পৌঁছিবার কথা; ফুলছড়ি হইতে রওয়ানা হইয়া রাত্রি ৮টার সময় লালমনির হাটে পৌঁছিবেন; ৮—৩০ মিনিটের সময় লালমনির হাট হইতে বাহির হইয়া ১২—৫৮ মিনিটের সময় বঙ্গাইগাঁও এবং রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় বঙ্গাইগাঁও হইতে যাত্রা করিয়া ৮ই এপ্রিল ৭—২৪ মিনিটের সময় আমিনগাঁও হইতে রওয়ানা হইয়া ৮টার সময় পাণ্ডুয়া, এবং ৮—৫ মিনিটের সময় মটরগাড়ীতে পাণ্ডুয়া হইতে বাহির হইয়া ২—৪৫ মিনিটের সময় শিলং পৌঁছিবেন। সঙ্গে থাকিবেন চীফসেক্রেটরী, মাননীয় মিঃ আর ন্যাথান, প্রাইভেট সেক্রেটরী, কাপ্তান এল, ইডেনিং ও লেডী হেরিং।

নূতন সংস্কার বিধির স্মৃতিরক্ষা।—বড়লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের চেষ্টায় ভারতে যে নূতন শাসনসংস্কার-বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার স্মৃতির জন্য সমস্ত ভারতব্যাপী আয়োজন হইতেছে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর লোকই এই আয়োজনে যোগদান করিয়াছেন। এ উপলক্ষে, এলাহাবাদে বড়লাট বাহাদুরের নামে একটী পার্ক প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যস্থলে সংস্কার-বিধির স্মরণার্থ একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটী সমিতি ও একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে, এবং মাননীয় মিঃ মালব্য ইহার সেক্রেটরী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বড়লাট বাহাদুরের নিকট এ বিষয়ের অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল; তিনিও ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সমগ্র ভারতবিশ্ববিদ্যালয়।—কাশীধামে সমগ্র ভারতের অধিবাসিবৃন্দের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনকল্পে অনুমতি পাওয়ার নিমিত্ত ভারতসম্রাটের নিকট এক দরখাস্ত করা হইবে। এই দরখাস্তের প্রতিলিপি সম্প্রতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। শ্রীমতী আনি বেশান্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন করার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় তদনুরূপই হইবে, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমস্ত ধর্ম্মের লোককেই গ্রহণ করা হইবে। অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীমতী আনি বেশান্ত স্যার এম, সি চন্দবরকার, স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মিঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সর্দার প্রতাপ সিংহ এবং অন্যান্য বহু হিন্দু ও মুসলমান লইয়া এতদর্থে একটি ট্রাষ্ট সমিতি গঠিত হইয়াছে, এবং শ্রীমতি আনি বেশান্ত উক্ত সমিতির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পুস্তিকাদির বাজেয়াপ্ত ও পুরস্কার ঘোষণা।—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট "স্বাধীন ভারত" এবং "হত্যা নয় যজ্ঞ" নামক দুই খানি রাজদ্রোহ মূলক পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। বঙ্গের পুলিশ ইনস্পেক্টার জেনারেল ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি "ওঁ বন্দে মাতরম্" নামক একখানি রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকার লেখকের সন্ধান দিতে পারিবে তাহাকে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ সরওয়ার্দির একটী প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ডিউক বলেন যে মৌলবী শামসুল আলমের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ৫০০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের একটী সম্পত্তি দেওয়া হইবে। এই সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করা হইতেছে। ইতিমধ্যে উক্ত পরিবারের সাহায্যের জন্য নগদ ১৫০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান আইন অনুসারেই এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করা হইবে।

নমশূদ্র, কৈবর্ত্ত ও ভুঁইমালি প্রভৃতি উপেক্ষিত সম্প্রদায় বিগত ২৯এ মার্চ্চ [illegible] এক সভা করার আয়োজন করিয়াছিলেন। নাপিতরা ভুঁইমালি প্রভৃতি জাতিকে ক্ষৌর করে না, ধোবারা তাহাদের কাপড় কাচে না, এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য তাহারা উন্নত শ্রেণীর লোকদের সাহায্য লাভ চেষ্টায় এই সভা আহ্বান করিয়াছিল। নমশূদ্র প্রভৃতি শিক্ষায় অন্য সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, এই দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহারা শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। ঐ সভায় কোন প্রকার রাজনীতির চর্চ্চা করা হইবে না, ইহা স্পষ্টাক্ষরে ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া জানান হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটকে জিলা সমিতির [illegible] যেমন মনে করিয়া সে সভা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্যই বুঝিবার বা বুঝাইবার ভুল।

ভুটানে ব্রিটিশ প্রভুত্ব।—[illegible] গবর্ণমেণ্টের সহিত ভুটান গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হইয়াছিল কয়েক দিন হইল তাহার সর্ত্তের নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে:—

(১) ১৯১০ সনের ১০ই জানুয়ারী হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভুটান গবর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর ৫০ হাজার টাকার পরিবর্ত্তে ১ লক্ষ টাকা করিয়া দিবেন।

(২) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভুটানের আভ্যন্তরীণ শাসনের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। ভুটান গবর্ণমেণ্ট পররাষ্ট্র সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিবেন। সিকিম বা কুচবিহারের মহারাজার সহিত কোনরূপ গোলযোগের কারণ উপস্থিত হইলে ভুটান গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সালিস মানিবেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও মহারাজা দ্বয়কে ন্যায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য করিবেন।

কেহ কেহ বলিত, ভুটান চীনের প্রভুত্ব স্বীকার করেন। কেহ কেহ বলিত ভুটান

চীনের সম্রাটকে কর প্রদান করেন। কিন্তু নূতন সন্ধি অনুসারে ভুটান বিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে অন্য কোন স্বাধীন দেশের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না। চীন সম্প্রতি তিব্বতের উপর সাক্ষাৎ ভাবে আপনার কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বক ভারত গবর্ণমেণ্ট ভুটানের রাজার বৃত্তি বাড়াইয়া দিয়া পররাজ্য সম্বন্ধে ভুটানকে আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া লইলেন। ভুটান ভারতের। উহা চীনের থাকা বা হওয়া উচিত নহে। নেপালকে যে চীনের কাছে কর পাঠাইতে হয় ভারত গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় তাহার একটা কিনারা নেপালের করা উচিত। একবারে কিছু ধরিয়া দিলেই হয়।

হাবড়ার রাজনৈতিক ডাকাতি মোকদ্দমায় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে (১) বাবু বিমলা চরণ দেব; ইনি কলিকাতা মেট্রপলিটান কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক; ইহার বাড়ী খিদিরপুরের অন্তর্গত মুন্সী গঞ্জে। (২) চারু চন্দ্র ঘোষ। ইনি রয়েল ইনসিওরান্স অফিসের একজন কেরাণী। (৩) কালী চক্রবর্ত্তী (৪) পুলিন মিত্র। শেষোক্ত ব্যক্তি দ্বয়ের পরিচয় জানা যায় নাই। আসামীগণ হাজতে প্রেরিত হইয়াছে।

কৌতুক-কণা।

[কোন ঔষধের দোকানে ক্ষীণদেহী একটী কম্পাউণ্ডারকে]—আপনি বললেন, এই ঔষধ খেলে "অম্ল শূল এবং অজীর্ণ একেবারে সেরে যাবে ও শরীর মোটা হবে কিন্তু আপনাকে দেখে ত সেরূপ মনে হয়

"অম্লাজীর্ণগ্রস্ত" কম্পাউণ্ডার (অপ্রস্তুত হইয়া)—হ্যাঁ না তা আমি এখনও খেতে আরম্ভ করেনি যে!

সতীশ [কৃপণ বন্ধু]—ওহে শ্যাম, তুমি এই রবিবার দিন কি করবে মনে করছ?

শ্যাম—এমন বিশেষ কিছুই নয়। বাড়ীতেই থাকব।

সতীশ—সোমবার দিন।

শ্যাম—সোমবার দিন ওপাড়ার বিধুদের বাড়ী একবার যেতে হবে নিমন্ত্রণ আছে।

সতীশ—বাঃ! তবে ফকে গেল! আমিও যে সেইদিন তোমায় খাওয়াব মনে করছিলুম!

হরেন—আচ্ছা, মনে কর তোমার দোকান "বীমা" করা নেই অথচ, আগুন লেগে সব পুড়ে গেল। এমন অবস্থায় তুমি কি করবে?

নিতাই [পাকা ব্যবসায়ী]—তুমি নির্ব্বোধের মত কথা কচ্ছ যে? বীমা না থাকলে আগুন লাগ্‌তে যাবে কেন?

কর্ম্মখালি।

সাধারণ কথা—সাধারণতঃ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। সকলেই আবেদনকারীর নিকট হইতে বাসস্থান ঠিকানা বয়স জাতি ইংরাজী স্কুলে কলেজে বা নর্ম্মাল স্কুলে বা টোলে কি কি এবং কতদূর পড়াশুনা করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

• চিহ্ন অর্থে ড্রিল ড্রইং ও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী জানা থাকা আবশ্যক। "বা" অর্থে বিনা খরচে বাসঃ "আবা" অর্থে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান "প্রাপ্রা" অর্থে প্রাইভেট পড়াইলে আহার ও বাসস্থান এবং "নূ" অর্থে নূতন প্রণালী মতে ড্রিল ড্রইং কিণ্ডারগার্টেন জানা বুঝাইবে।

An F A Hd master for the Chandabari Romesh chandra M E school Dt Mymensingh on Rs 25 free quarters and boarding. The place is very near to Bidyaganj Ry station. Apply to Babu Krishna Chandra Chakerbarty Pleader, Judge's Coart Mymensing.

MATHEMATICS.

Compulsory Paper.

The figures in the margin indicate full marks.

1. Multiply 407566 by 890209; 5 and divide 50723313830 5 by 670549. 5

Or,

Find the G. C. M. of 253512 and 508512; 5 and the L. C. M. of 432, 720, 1152. 5

2. Reduce to its simplest form: 6

$$\frac{4\frac{1}{2}\times 17\frac{1}{7}\times 2\frac{1}{5}}{5\frac{1}{2}\times 5\frac{4}{7}\times\left(\frac{1}{4\frac{1}{2}}+\frac{1}{6\frac{1}{2}}\right)}$$

(2) $\frac{\dot{8}1\times .005}{.45}$ 4

Or,

A contractor engaged to finish six miles of railway in 200 days, but after employing 140 men for 60 days he found that only one and a half miles were completed. How many additional men must be engaged that the work may be finished within the given time? 10

3. (1) Find, by Practice or otherwise, the value of 458 things at Rs 8. 5 as. 4 pies each. 5

In what time will a sum of money double itself at 6 per cent. simple interest per annnm? 5

Or,

The weight of a cubic inch of wat is 253·17 grains and that of a cubic inch of air is .31 grains. Find to three places of decimals how many cubic inches of water weigh as much as one cubic foot of air. 10

4. (1) Find the continued product of

$a+b+c$, $b+c-a$, $c+a-b$, $a+b-c$.

Or,

If $x-\frac{1}{x}=p$, find the vlue of $x^3-\frac{1}{x^3}$ in te woj *p* 5

(2) Resolve into factors 2, 3

x^3+1 and x^2+x-20.

5. (1) Find the G. C. M. of

x^2-9, $(x+3)^2$, x^2+x-6. 5

Or,

বহুমূত্র রোগের একটি প্রধান কারণ। উহা দরিদ্রের রোগ নয়।

প্রচুর পরিমাণে খাওয়ান কর্ত্তব্য। অধিক পরিমাণে দুধ, সর, ছানা, মাছ ও সন্দেশ বাড়ীর কর্ত্তার পাতে দিয়া তাহাকে সকলে বেষ্টিত করিয়া খাওয়াইতে হয়।" "ভোজনং শিশুভিঃ সহ" এই উপদেশের অর্থ এই যে, বাড়ীর কর্ত্তা উঁহাদের খাওয়া দেখিবেন, উহাদের যথাযথ পুষ্টিকর খাদ্য দিতে থাকিবেন উহাতে কর্ত্তার তৃপ্তি শিশুর প্রতিও আহারের তত্ত্বাবধান সমস্ত ঠিক ঠিক হয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য প্রায় পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। দুধ জলবৎ, ঘৃত চর্ব্বি ও তৈল মিশ্রিত, সর্ষপ তৈল কেরোসিন তৈলের সহিত অন্য তৈল মিশ্রণে একারণেই বিষাক্ত। এ অবস্থায় নারিকেল কোরা, মুড়ি ও গুড় বর্জ্জিত শুষ্ক বিস্কুট এবং ছানা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য। সহরের দোকানের খাবার ছেলেদের কখনও খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

শিশুর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ বড়ই অযত্ন অবহেলা দেখা যায়। তখন তিনটা জামা এখন কিছুই নাই। পিঠখোলা জামা বড়ই অনিষ্টকর। শ্যামসুন্দর শীতকালে পরিতেন। বুকে তিন পুরু কোঁচ দেওয়া পিঠখোলা "পেনি" পরিতেন না। আড়াং (উত্তমরূপে তৈলাভ্যঙ্গ) করিয়া তেল মাখাইয়া শিশুকে রৌদ্রে রাখা সুসঙ্গত। তবে হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে এমন স্থানে উহাকে রাখিয়া রাখিয়া ক্রমে সহ্যশক্তি করিতে হয়। শরীর যদি সকল অবস্থায় শক্তি তাপমান বা বায়ুমানের পারদের ন্যায় উঠিতে পড়িতে থাকে তবে হইলে উত্তরকালে মানুষ হইবে কিরূপে? সহ্যশক্তি করা চাই; অসুখ না হয় তাহাও চাই। এজন্য প্রত্যহের কর্তৃপক্ষের এ বিষয় মনোযোগ দেওয়া চাই। অযত্নে এসব পাওয়া যায় না। শিশুর পক্ষে উপযুক্ত ব্যায়াম একান্ত আবশ্যক। ব্যায়াম বলিলেই মুগুর বা ডাম্বল ভাঁজা বুঝায় না। শিশু যত দৌড়াদৌড়ি ও দুষ্টামি করিবে, ততই তাহার স্বাস্থ্য ভাল হইবে, ইহা আমাদের দেশের পিতা মাতা প্রায়ই মনে রাখেন না। তাঁহারা শিশুদিগকে ছোট বেলা হইতেই গম্ভীর দার্শনিক করিতে চাহেন। পল্লীগ্রামের ছেলেরা দৌড়াদৌড়ী ও দুষ্টামি করিতে বিশেষ অভ্যস্ত, এই জন্য সাধারণতঃ (ম্যালেরিয়া না থাকিলে) তাহাদের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত অনেক উত্তম হইয়া থাকে।

শিশুর শয্যাদি ও শরীর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিষয়েও প্রায় অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহিণীরা নিতান্ত উদাসীন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে অধিক অর্থব্যয় হয় না; অথচ উহাতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক যথেষ্ট উন্নতি হয়, একথা সামান্য হইলেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার যোগ্য। জ্বর না থাকিলে প্রত্যহই তেল মাখিয়া স্নান করাইয়া দেওয়া উচিত।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের আবশ্যকতাও বয়স্ক লোকের অপেক্ষাও শিশুর অনেক অধিক। রাত্রিতে শয়নকালে ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কায় সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ রাখা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের একটা নিতান্ত অনিষ্টকর অভ্যাস। সাধারণতঃ শিশুরা গড়ে ১০।১২ ঘণ্টাকাল নিদ্রা যায়, এতটা সময় বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব ঘটিলে শোণিত শোধনের ও পুষ্টির বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে। সাক্ষাৎ সম্মুখের বায়ু শিশুর গাত্রে না লাগিতে দিয়া ঘরের মধ্যে বাতাসে প্রচুর বায়ুর সঞ্চার হইতে পারে, এরূপ ভাবে দরজা জানালা খুলিয়া রাখা আবশ্যক। সময়োচিত পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া এরূপ করিলে, ইহাতে কোন অনিষ্ট হয় না, ইহা সকলেরই নিজ নিজ বাড়ীতে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিশুর রক্ত মাংস বৃদ্ধির জন্য উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে প্রত্যহ ৩।৪ ঘণ্টা কাল তাহাকে খেলিতে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে অনেকেই এই নিয়মটী পালন করিতে পারেন। পূর্ব্বকালে যে গৃহের মধ্যে জন্ম জাত রাখা হইত তাহার দাওয়ায় ও চণ্ডীমণ্ডপে বারাণ্ডায় ও গাছ তলায় বেদীতে বসা দাঁড়ান ও শোয়া হইত তাহাই ভাল ব্যবস্থা ছিল। খড়খড়ি আঁটা বাড়ীতেই প্রায় হাঁপানি কাশ প্রভৃতির প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। খোড়ো ঘরের দেওয়াল ও চালের মধ্যে দিয়া বায়ু চলাচলের যে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল তাহা পাকা বাড়ীতে নাই। ভেণ্টিলেটার কয়টা বাড়ীতে আছে! এখন বারাণ্ডা খুলে পর্য্যন্ত ঘিরিবার ব্যবস্থা অনেক বাড়ীতে হইতেছে।

এতদূর গৃহের কথা বলিলাম। শিশুদিগের জীবনের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ সাধারণতঃ স্কুল গৃহে কাটে,—সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে। কলিকাতা ও বাঙ্গালার বড় বড় সহরের কয়েকটি স্কুল ভিন্ন অপর সমস্ত স্কুল ঘরগুলি শিশুদের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এইরূপ স্কুল ও পাঠশালা গুলি [illegible] প্রান্তরে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। চারি দিক খোলা চণ্ডীমণ্ডপেই পূর্ব্বে পাঠশালা বসিবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহা সম্পূর্ণই বিজ্ঞান সম্মত।

বর্ত্তমান সময়ে ইটালি ও ইংলণ্ডের বড় বড় ডাক্তারদের পরামর্শে বিলাতে প্রতি ঘণ্টায় ৪৫ মিনিট শিক্ষাদান ও ১৫ মিনিট ছুটীর ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মে কলেজ ক্লাস গুলিতেও এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। স্কুল ক্লাসগুলিতে এরূপ ব্যবস্থা কেন প্রবর্ত্তিত হয় নাই তাহা জানি না। স্কুল পাঠশালার খাবার সম্বন্ধে কড়াকড়ি করা উচিত। অল্প মূল্য কিন্তু নির্দ্দোষ জিনিস সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা উচিত। খারাপ জিনিস অবাধে বিক্রয় হইতে দিয়া স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ প্রত্যবায় ভাগী হইতেছেন।

ছোট ছোট শিশুদিগকে সামান্য দোষে প্রহার করা এককালে সকল স্কুলেই শিক্ষাদানের অঙ্গ ছিল। এই প্রথার অনিষ্টকারিতা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রহার বা তাড়নায় শারীরিক ও মানসিক বিকাশের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে এবং শিশুর মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যহানি হইতে থাকে। অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন শারীরিক পীড়ার জন্য শিশু অনেক দোষ করিয়া থাকে. সেই সকল প্রচ্ছন্ন শিশু পীড়া জনিত ত্রুটির জন্য শিশুকে প্রহার করা যে কিরূপ নিষ্ঠুরতা তাহা শিক্ষক মহাশয় ও পিতামাতারা ভাবিয়া দেখিবেন।

বিলাতে ব্রিটিশ মেডিকাল এসোসিয়েসন নামে এক চিকিৎসক সভা আছে। সেই সভার পক্ষ হইতে সম্প্রতি ডাক্তার ওয়ার্ণার নামক একজন সুশিক্ষিত ডাক্তার স্কুল সমূহে শিশুগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ ও তথ্যানুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক লণ্ডনের স্কুল গুলিতে মোট প্রায় এক লক্ষ শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পরীক্ষিত শিশুদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ কোন না কোন শারীরিক পীড়া বা ত্রুটিতে কষ্ট পাইতেছে। কাহারও শ্রবণশক্তি অল্প, কেহ কণ্ঠরোগে পীড়িত কাহারও দৃষ্টি শক্তির দোষ আছে, কেহ বা অজীর্ণাদি নানা জটিল পীড়ায় আর্ত্ত, আর অধিকাংশ শিশুই যথোচিত পুষ্টিকর আহারের অভাবে ক্ষীণ। যখন লক্ষ্মীর বর পুত্র ইংরাজের রাজধানী লণ্ডনে এই দশা, তখন আমাদের এই দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা

...দেশের স্কুল সমূহে শিশুগণের মধ্যে যে দুরবস্থা তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আজ পর্য্যন্ত এ দেশে এ বিষয়ের অনুসন্ধান কেহ করেন নাই, করিলে হয়ত অর্দ্ধেক বা ততোধিক স্কুলের ছেলে রুগ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বিলাতে শিশুগণের দুরবস্থা দেখিয়া ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে পার্লামেন্টে একটী আইন পাশ করা হইয়াছে। এই আইনে স্কুল সমূহের শিশুগণের স্বাস্থ্য বিচক্ষণ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নিয়মিতভাবে রিপোর্ট দিতে স্কুলের কর্তৃপক্ষগণকে এইরূপ আদেশ করা হইয়াছে। কেবল রিপোর্ট লওয়া নহে, সেখানকার বড় বড় লোকেরা শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানা প্রকার সভা সমিতি স্থাপন করিয়া চাঁদা তুলিয়া শিশু রক্ষার জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমরা সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট। কিন্তু এইটীই মরণ বাঁচনের সমস্যা। শিশুগুলি দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইলে জাতীয় জীবন রক্ষা কিসে হইবে?

শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর-বিকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিলাম। এখন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও বিকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিব।

সকলেই জানেন যে, শরীর ও মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে মানসিক স্বাস্থ্য কখনই ভাল থাকিতে পারে না। এ জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, মানসিক আতঙ্ক, দুঃখ, ক্রোধ প্রভৃতি অধিক হইলে শারীরিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। শিশুর মন ও শরীর অতি সুকুমার। তাহার মনের ও শরীরের স্বাস্থ্য এবং বিকাশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তাহার শরীরের ন্যায় মনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক।

শিক্ষার প্রধান ফল—মানসিক শক্তি সমূহের বিকাশ। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—মনুষ্যত্ব লাভ, মনকে ভারাক্রান্ত না করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইলে মস্তিষ্কের যথোচিত পুষ্টি হওয়া আবশ্যক। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে শিশু যাবৎ অন্ততঃ ৫।৭ বৎসরের না হয়, তাবৎ তাহার মস্তিষ্ক বিদ্যাভ্যাসের উপযুক্ত হয় না। অতি বাল্য হইতে "মারিয়া ধরিয়া" লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিলে মস্তিষ্কের শক্তি সমূহ অঙ্কুরেই ক্ষয় পাইতে আরম্ভ হয়। মস্তিষ্ক সমস্ত জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রধান আকর। তাহার শক্তি ক্ষয় আরম্ভ হইলে সর্ব্ব শরীর ক্ষীণ হইতে থাকে। এইজন্য যে বালককে ১৩।১৪ বৎসরে এণ্ট্রান্স পাশ করিতে হয়, প্রায়ই তাহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইতে দেখা যায়। বাল্যকাল হইতে পুস্তকের ভার স্কন্ধে চাপাইয়া শিশুর প্রাণ বধের চেষ্টা এদেশে যেমন হয়, অন্য কোন দেশে সেইরূপ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের দেশের পিতা মাতারা দ্বাদশ বৎসরের বালক এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছে বলিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হন। সুখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মে আর বার বৎসরে এণ্ট্রান্স পাশ করা চলিবে না।

শিশু জীবনের শিক্ষা মাতাপিতা আত্মীয় স্বজনের নিকট যেরূপ হয়, অর্দ্ধশিক্ষিত শিক্ষকের নিকট কখনই সেইরূপ হয় না। হাতে খড়ি হইতে না হইতে শিশুকে অর্থশূন্য বিষয় মুখস্থ করান আরম্ভ হয়; শিশুর মনোবৃত্তি বিকাশের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই করা হয় না। শিশুর পিতা সাধারণতঃ নিজের চাকরী বা অপর কাজকর্ম লইয়াই ব্যস্ত, মাতা শিশুশিক্ষার প্রণালী বা নিজের দায়িত্ব কিছুই জানেন না; এইজন্য শিশুর শিক্ষার ভার প্রায়ই স্নেহ মমতাশূন্য শিক্ষক মহাশয়গণের হস্তে অর্পিত হয়। শিশুর শিক্ষা ও প্রতিপালনে চিন্তাশীলতা বিশেষ আবশ্যক। শিশু কোন দুষ্টামী করিলে প্রধান সাজাস্বরূপ তাহাকে পড়িতে বসাইয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য ইহা আরম্ভ হইতেই শিশুর মনে পাঠের উপর দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মে। পড়িতে না বসিলে প্রহার করিয়া পড়িতে বসান হয়। যাহাতে পাঠে শিশুর অনুরক্তি জন্মে, সেজন্য কোন চেষ্টাই করা হয় না। ইহাতে শিশুর মানসিক বিকাশ অতি মন্দ হইতে পারে। সেকালে পিতামাতার সহিত শিশুর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, এখনও অনেক পরিবারে আছে। এইরূপ পরিবারে শিশু প্রায়ই পিতামাতার বাধ্য হয় এবং তাহার মানসিক শক্তির উত্তম বিকাশ হইয়া থাকে। আর যেখানে দারিদ্র্য [illegible] শিক্ষকের হস্তে শিশুর শিক্ষাভার ন্যস্ত, সেখানে শিশু বড় হইবার পূর্ব্বেই অবাধ্য, যথেচ্ছাচারী ও [illegible] হইতে থাকে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, স্নেহ ও আনন্দ প্রদান—শিশু-শিক্ষার [illegible] [illegible] পিতামাতার ও শিক্ষক মহাশয়ের সুন্দর হওয়া উচিত। যথাসম্ভবে নির্মল স্নেহ ও আনন্দ প্রদান দ্বারা অসীম ফল লাভ করা যায়। স্নেহ ও আনন্দ লাভ করিতে থাকিলে, জ্ঞানলাভের তৃষ্ণা শিশুর মনে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এই তৃষ্ণারূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর শিশুর মনকে স্থাপন করিতে পারিলে, অসংখ্য বিষয় শিখাইলেও শিশুর মন ভারাক্রান্ত হয় না। তখন শিশু আপনা হইতেই নিত্য নূতন বিষয় শিখিতে যত্নবান হয় ও তাহার জ্ঞান বৃত্তি সমূহের সুন্দর উন্মেষ হইতে থাকে।

শিশুরা স্বভাবতঃ আনন্দপ্রিয় ও কৌতূহলী। এই সহজ কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া শিশুর মনোবৃত্তি সমূহ গঠন করিলে তাহার মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গ সহজে হইতে পারে না। শিশুর শরীর ও মনের বিকাশের জন্য তাহার সম্মুখে উচ্চ আদর্শ সমূহ সর্ব্বদা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ক্ষুদ্র আদর্শে মন ক্ষুদ্রই হইতে পারে! বাল্যকাল হইতে "চাকরী হউক" বা "আর কিছু হউক, বা না হউক, পাসের লেখাটা হওয়া চাই" এইরূপ আশীর্ব্বাদ বা উপদেশ লাভ করিতে থাকিলে, শিশুর মানসিক বিকাশ কখনই যথেষ্ট পরিমাণ হইতে পারে না।

পিতা অপেক্ষা মাতার নিকট শিশুরা অধিক সময় অতিবাহিত করে। শিশুর চরিত্রগঠন ও মানসিক বিকাশের প্রধান সহায় স্নেহ। আমাদের দেশের মাতৃকুল শিশুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় সে বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। স্কুল কলেজের বালিকাদের শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে, সেজন্য এদেশে [illegible] হওয়া আবশ্যক।

শিশুর যথোচিত মানসিক স্বাস্থ্য ও বিকাশের জন্য বাড়ীতে মাতাপিতার যেরূপ দায়িত্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়ের দায়িত্ব তদপেক্ষা [illegible] পাশ্চাত্য দেশে [illegible] শিশুপালন এবং [illegible] সুন্দর করাইয়া শিক্ষাদান এখন ক্রমে ক্রমে [illegible] হইতেছে; কিন্তু এই সকল [illegible] শিক্ষা কিরূপ তাহা শিক্ষকগণ যে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না। এদেশে কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীর প্রবর্ত্তনের জন্য রাজকীয় শিক্ষাবিভাগ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের শিক্ষকগণ কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর মূলতত্ত্ব না বুঝিয়া [illegible] করিতেছেন।

[illegible] কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর [illegible] সম্বন্ধে কয়েকটী [illegible] না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। [illegible] কিণ্ডারগার্টেন শব্দের অর্থ শিশুর [illegible] শিক্ষার জন্য ফ্রোবেল [illegible] প্রবর্ত্তক। তিনি মনে করিতেন, [illegible] উদ্যানের অনুরূপ। তাহার [illegible] বিকাশ হয়, [illegible] উদ্যানের মালী [illegible] মানসিক [illegible] প্রাপ্ত হয়—এই উদ্দেশ্যে কিণ্ডারগার্টেন [illegible]